একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

দ্বাবিংশ বর্ষ
১ম সংখ্যা

ফাল্গুন
১৩৮৮

শ্রীপুরীধামে শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের আবির্ভাবপীঠোপরি শ্রীমন্দির

সম্পাদক
রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ প্রবর্ত্তিত

একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি :—

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ :—

১। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ

কার্য্যাধ্যক্ষ :—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর :—

মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ :—

মূল মঠ :—১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ :—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬। ফোন : ৪৬-৫৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-৭০০০২৬

৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

৫। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর

৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৭। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৮। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-৫০০০০২(অঃ প্রঃ ফোন : ৪৬০০১

১০। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ (আঃ) ফোন : ২৭১৭০

১১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর ৭৮৪০০১ (আসাম)

১২। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ (নদীয়া)

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া-৭৮৩১০১(আসাম)

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়—১৬০০২০ (পাঃ) ফোঃ ২৩৭৮৮

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড, পোঃ পুরী-৭৫২০০১(উড়িষ্যা)

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথমন্দির, পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১(ত্রিঃ) ফোঃ ১১৯৭

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন, জিলা—মথুরা

১৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড, পোঃ দেরাদুন ২৪৮০০১ (ইউ, পি)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন :—

১৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্চকাবাজার, জেঃ কামরূপ (আসাম)

২০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ॥"

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ফাল্গুন, ১৩৮৮

২২শ বর্ষ } ১৯ গোবিন্দ, ৪৯৫ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ ফাল্গুন, শনিবার, ২৭ ফেব্রুয়ারী, ১৯৮২ { ১ম সংখ্যা

শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের বক্তৃতা

স্থান—হরি-সভা, চব্বিশপরগণা—বসিরহাট

সময়—প্রাতঃকাল, ২০শে বৈশাখ, ১৩৩২

"নমো মহা-বদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ ॥"
"বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ।"

কোনও কথা বলিবার পূর্ব্বে যিনি কথা বলিবেন, তাঁহার পরিচয় আবশ্যক। ইতঃপূর্ব্বে আমার পূর্ব্ববর্ত্তি-বক্তৃ-মহোদয়ের পরিচয় অপর একজন দিলেন। আমার পরিচয় আমি নিজেই দিই। আমাদের গুরুদেব শ্রীল কবিরাজ-গোস্বামিপ্রভু বলিয়াছেন (চৈঃ চঃ আঃ ৫ম পঃ)—

"জগাই-মাধাই হৈতে মুই সে পাপিষ্ঠ।
পুরীষের কীট হৈতে মুই সে লঘিষ্ঠ ॥
মোর নাম শুনে যেই, তার পুণ্যক্ষয়।
মোর নাম লয় যেই, তার পাপ হয় ॥
এমন নির্ঘৃণ্য-মোরে কেবা কৃপা করে।
এক নিত্যানন্দ বিনা জগৎভিতরে ॥"

—এই শ্রীগুরুদেবের কথা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ভাষায় আমি আমার অধিকতর পরিচয় আর দিতে পারি না। আমি আমার সেই প্রভুর দাস্যাভিলাষী একজন জীব। কিন্তু এরূপ পরিচয়ে পরিচিত লোকের নিকট হইতে কি কেহ কোনও কথা শুনিতে ইচ্ছা করেন? অযোগ্য ও অধম ব্যক্তির সঙ্গপ্রভাবে ত' অযোগ্যতা ও অধমতাই লব্ধ হয়।

আমরা ক্ষুদ্র মনুষ্য—বিভিন্ন চস্‌মা-পরিহিত চক্ষু ও বিচার-দ্বারা শ্রীচৈতন্যদেবকে দর্শন করিতে প্রবৃত্ত হই; কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেবের বাস্তব স্বরূপ আমরা দেখি না। বহুপ্রকার অযোগ্যতা-সত্ত্বেও আমাদের একটী বড় আশার স্থল আছে। যে পুরুষ "পুরীষের কীট হৈতে মুই সে লঘিষ্ঠ" বলিয়াও জীবনে-মরণে চৈতন্যচিন্তা, চৈতন্যজ্ঞান, চৈতন্যধ্যান ব্যতীত মুহূর্ত্তের জন্যও ইতরকার্য্যে ব্যস্ত নহেন, চৈতন্যকথামৃত ব্যতীত যিনি অপরকে অন্য কিছুই পান করান না, সেই মহাত্মার সেব্য-বস্তু—না জানি কত বড়, কত মধুর, কত উদার! এরূপ লোভাবিশিষ্ট ব্যক্তিই শ্রীকবিরাজ-গোস্বামীকে ও তাঁহার সেব্য-বস্তুকে দেখিবার ইচ্ছা করেন।

আবার 'বৈষ্ণবের দাস' বলিয়া পরিচয় দিতে গিয়া আমাদের যে অহঙ্কারের উদয় হয়, তাহা হইতেও পরিত্রাণ পাওয়া আবশ্যক। কোনও বৈষ্ণবপ্রবর গাহিয়াছেন,—

"আমি ত বৈষ্ণব, এ বুদ্ধি হইলে,
অমানী না হ'ব আমি।
প্রতিষ্ঠাশা আসি', হৃদয় দূষিবে,
হইব নিরয়-গামী॥"

যাঁহাদের হৃদয়ে — "আমি বৈষ্ণব"—এই বিচার আছে, তাঁহারা 'বৈষ্ণব' নহেন ; তাঁহাদের শ্রীল কবিরাজ-গোস্বামি-প্রভুর পাদপদ্মশোভা দর্শন করিবার সৌভাগ্য হয় না।

কেহ কেহ দুর্দ্দৈবাপরাধ-বশে বিচার করেন,— "গুরুদেব যখন বলিয়াছেন, 'আমি অত্যন্ত অধম, আমি অত্যন্ত পতিত, আমি অত্যন্ত পামর, আমি নীচজাতি, অধম চণ্ডাল', তখন তাঁহার সত্যবাক্যে দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপনপূর্ব্বক আমিও তাঁহাকে 'অধম-চণ্ডাল', 'পামর 'নীচজাতি' প্রভৃতি বলিব বা মনে করিব।" এইরূপ অক্ষজ-বিচার অনেকেরই হৃদয় অল্পবিস্তর অধিকার করায় তাহারা বৈষ্ণব ও গুরুবর্গের স্বরূপদর্শনে প্রতিহত হইয়া মহা-রৌরবের পথে চলিয়াছে।

শ্রুতি বলেন (শ্বেঃ উঃ ৬।২৩),—

"যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথাগুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥"

যিনি শ্রীভগবান্ ও গুরুদেবে অচল-শ্রদ্ধা-বিশিষ্ট, তাঁহারই হৃদয়ে পরমার্থবিষয়ক সত্যবাক্য প্রকাশিত হয়। গুরুদেব শ্রদ্ধাযুক্ত ব্যক্তিকেই অর্থ প্রদান করেন, শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তিকে বঞ্চনা করেন ; কারণ, তত্তৎ অধিকারী ব্যক্তির সেই সেই বিষয়ে যোগ্যতা আছে। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন যে, অধোক্ষজসেবা ব্যতীত জীবের মঙ্গল-লাভের আর কোনও পথ নাই। "পরমসেব্য বস্তুর সেবা আমার গুরুদেব ব্যতীত আর কেহই করিতে পারেন না" — এই উপলব্ধির অভাব যেস্থানে, সেস্থানেই মানবজ্ঞান অন্য-প্রকারের। যাঁহারা অন্য-কথায় প্রমত্ত আছেন, তাঁহাদের মঙ্গলের সম্ভাবনা কোথায় ?

শ্রীমদ্ভাগবত বলেন (১।২।৬)—

"স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥"

শ্রীভগবান্—অধোক্ষজ বস্তু। তাঁহার সেবা ব্যতীত জীবের আর শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম নাই বা হইতে পারে না। **"অধোক্ষজ-বস্তুর সেবা"** কথাটীতেই গোলমাল বাধিতেছে। প্রকৃত গুরুর নিকট প্রকৃতপক্ষে গমন না করিয়া, "আমরা গুরুর নিকট দীক্ষা লাভ করিয়াছি"— এই কপট অভিমান হইতেই যাবতীয় অনর্থ উপস্থিত হইয়াছে। শ্রীগুরুদেবের নিকট দীক্ষা—দিব্যজ্ঞান—লাভ করিবার পর ইতর-বিষয়ে অভিনিবেশ কি-প্রকারে থাকিতে পারে ? আত্মম্ভরি-ব্যক্তিগণ সত্য-সত্য গুরুর নিকট না গিয়া অর্থাৎ দিব্যজ্ঞান লাভ বা সম্বন্ধজ্ঞান-যুক্ত না হইয়াই "গুরুর নিকট দীক্ষা লাভ করিয়াছি" এইরূপ নিরর্থক বাক্য বলিয়া থাকে। আমরা গুরু-দেবকে 'গুরু' জ্ঞান না করিয়া কার্য্যতঃ আমাদের 'শিষ্য' বা শাসনযোগ্য বস্তুতে পরিণত করি,—তাঁহাকে নিজ-ভোগ্য বা অক্ষজজ্ঞানগম্য মনে করিয়া গুরু-বৈষ্ণবা-পরাধে পতিত হই। 'অক্ষ' শব্দে 'ইন্দ্রিয়', সুতরাং 'অক্ষজ' অর্থে ইন্দ্রিয়জ। পঞ্চ ইন্দ্রিয় ও মন—এই ছয়টি ইন্দ্রিয় যখন ভগবানের সেবা ব্যতীত অন্য-কার্য্যে নিযুক্ত হয়, তখনই আমাদের শুদ্ধভক্তি আবৃত হয়। ভোগোন্মুখ ইন্দ্রিয়ের বৃত্তিদ্বারা অধোক্ষজ ভগবান্ সেবিত হন না, তাহা-দ্বারা ইন্দ্রিয়-তর্পণ হইতে পারে। যেমন বালক ক্রীড়ায় প্রমত্ত থাকিলে কর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়, তদ্রূপ ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞান আমাদিগকে অসত্য-পথে ধাবিত করায়,—তখন "আমরা দীক্ষা লাভ করিয়াছি" মনে করিয়া ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্য ব্যস্ত হই। তখন দ্যূত, পান, স্ত্রী, মৎস্য-মাংস, প্রতিষ্ঠা ও অর্থসংগ্রহের স্পৃহা আমাদিগের নাকে দড়ি দিয়া চতুর্দ্দিকে ঘুরাইতে থাকে। কোনও ভক্ত বলিয়াছেন,—

"কামাদীনাং কতি ন কতিধা পালিতা দুর্নিদেশা-
স্তেষাং জাতা ময়ি ন করুণা ন ত্রপা নোপশান্তিঃ।
উৎসৃজ্যৈতানথ যদুপতে সাম্প্রতং লব্ধবুদ্ধি-
স্ত্বামায়াতঃ শরণমভয়ং মাং নিযুঙ্ক্ষ্বাত্মদাস্যে॥"

'ষড়্‌রিপুকে 'প্রভু' সাজাইয়া এ হেন কার্য্য নাই—যাহা আমরা করি নাই। কিন্তু এত সুদীর্ঘকাল উহাদের অকপট সেবা করিয়াও আমি মনিবের মন পাইলাম না! আমার লজ্জাও হইল না! এতদিন কার্য্যের পরেও ইহারা আমাকে অবসর পর্য্যন্ত দিতেছে না! হে যদুপতে, আমার আজ বুদ্ধির উদয় হইয়াছে; আমি আর রিপুগণকে 'প্রভু' করিয়া তাহাদের সেবা করিব না। হে কৃষ্ণচন্দ্র, আমাকে সেবকত্বে গ্রহণ কর। ভগবানের সেবকাভিনয়ে বাহ্যজগতের যে সেবা করিয়াছিলাম, তাহা আর করিব না।'

জীব যখন নিষ্কপটে শ্রীভগবানে এইরূপ আত্মনিবেদন জ্ঞাপন করেন, তখন শ্রীভগবান্ মহান্তগুরুরূপে আবির্ভূত হন। মহান্তগুরুর নিকট দিব্যজ্ঞান লাভ না করিলে কেহ অধোক্ষজ-সেবাধিকার প্রাপ্ত হইতে পারেন না। আবার, অধোক্ষজ-সেবা ব্যতীত আত্মপ্রসাদ-লাভ অসম্ভব। অক্ষজ-বস্তুর সেবায় মননেন্দ্রিয়ের তর্পণ হয়, আত্মপ্রসাদ-লাভ হয় না।

উত্তম বা মহাভাগবত সর্ব্বভূতে ভগবদ্ভাব দর্শন করেন, কিন্তু ভূতদর্শন করেন না; (চৈঃ চঃ, মধ্য, ৮ম পঃ)—

"স্থাবর-জঙ্গম দেখে, না দেখে তার মূর্ত্তি।
সর্ব্বত্র স্ফুরয়ে তাঁর ইষ্টদেব-মূর্ত্তি॥"

শ্রীবিষ্ণুর সুদর্শনচক্রের অনুগ্রহে যাঁহারা বাস করেন, কুদর্শন তাঁহাদিগকে আচ্ছাদন করিতে পারে না। বৈষ্ণবের দাস না হইয়া অবৈষ্ণবকে গুরুরূপে গ্রহণ করিলে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা হৃষীকেশের সেবা হইবার পরিবর্ত্তে হৃষীকেরই সেবা হয়, তাহাতে ভক্তি প্রতিহতা হন।

শ্রীব্যাসদেব যখন বহু পুরাণ ও মহাভারতাদি শাস্ত্র রচনা করিয়াছেন, তখন একদিন শ্রীব্যাসের অবসাদ দেখিয়া শ্রীনারদ আসিয়া উহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। শ্রীব্যাসদেব বলিলেন,—আমি কৃষ্ণকথা আলোচনা করিয়াছি, তবুও কেন হৃদয়ে প্রসন্নতা-লাভ হইল না? সেই প্রসঙ্গ শ্রীমদ্ভাগবতে এরূপ বর্ণিত আছে,—(১।৭।৪।৭)—

"ভক্তিযোগেন মনসি সম্যক্ প্রণিহিতেঽমলে।
অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণং মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়াম্॥
যয়া সম্মোহিতো জীব আত্মানং ত্রিগুণাত্মকম্।
পরোঽপি মনুতেঽনর্থং তৎকৃতঞ্চাভিপদ্যতে॥
অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্ভক্তিযোগমধোক্ষজে।
লোকস্যাজানতো বিদ্বাংশ্চক্রে সাত্বতসংহিতাম্॥
যস্যাং বৈ শ্রূয়মাণায়াং কৃষ্ণে পরম-পুরুষে।
ভক্তিরুৎপদ্যতে পুংসাং শোক-মোহ-ভয়াপহা॥"

[ভক্তিযোগ-প্রভাবে শুদ্ধীভূত মন সম্যক্‌রূপে সমাহিত হইলে শ্রীব্যাসদেব কান্তি, অংশ ও স্বরূপশক্তি-সমন্বিত শ্রীকৃষ্ণকে এবং তাঁহার পশ্চাদ্‌ভাগে গর্হিত-ভাবে আশ্রিত বহিরঙ্গা মায়াকে দর্শন করিলেন। সেই মায়ার দ্বারা জীবের স্বরূপ আবৃত ও বিক্ষিপ্ত হওয়ায় জীব, বস্তুতঃ সত্ত্ব, রজ ও তম এই ত্রিগুণাত্মক জড়ের অতীত হইয়াও আপনাকে ত্রিগুণাত্মক বলিয়া জ্ঞান করে। তাদৃশ ত্রিগুণাত্মক কর্ত্তৃত্বাদি-বশতঃ অভিমান সংসার-ব্যসন লাভ করে। জড়েন্দ্রিয়-জ্ঞানাতীত বিষ্ণুতে অব্যবহিতা ভক্তি অনুষ্ঠিত হইলেই সংসার-ভোগ-দুঃখ নিবৃত্ত হয়, তাহাও দর্শন করিলেন। এইসকল ব্যাপার দর্শন করিয়া সর্ব্বজ্ঞ বেদব্যাস এ-বিষয়ে অনভিজ্ঞ লোকের মঙ্গলের নিমিত্ত শ্রীমদ্ভাগবত-নামক 'পারমহংসী সাত্বত-সংহিতা' রচনা করিলেন—যে পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবত শ্রদ্ধা-পূর্ব্বক শ্রবণ করিবার সঙ্গে-সঙ্গেই পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শোক-মোহ-ভয়নাশিনী ভক্তির উদয় হয়।]

ভজনশীল প্রাপ্ত-সেবন ব্যক্তির শোক, ভয় ও মোহ নাই; যখন 'অহং'-'মম'-বুদ্ধি-বশতঃ নামাপরাধ করিবার মত্ততা এবং 'হরিনাম ?) যেমন তেমন করিয়া লইলেই হইল'—এইরূপ ইন্দ্রিয়তর্পণমূলক বিচার উপস্থিত হয়, তখনই জীব শোক, ভয় ও মোহের দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া থাকে। অপরাধযুক্ত নামের ফল—ত্রিবর্গ-লাভ। শ্রীগুরুর নিকট হইতে যাঁহারা দিব্যজ্ঞান লাভ করেন নাই, তাঁহারাই নামাপরাধকে 'নাম' বলিয়া ভ্রম করেন। 'দেবদারু-পত্র' (সম্মুখস্থ উক্ত বৃক্ষের পত্রদ্বারা সজ্জিত তোরণ দেখাইয়া প্রভুপাদ বলিতেছেন)—এই নামটির

ও 'দেবদারুর পত্রের পত্রত্বে'র মধ্যে মায়িক ব্যবধান আছে, কিন্তু ভগবান্ এরূপ ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানগম্য মায়িক বস্তু নহেন। যাহারা শ্রীনামের দ্বারা ওলাউঠা-নিবারণ প্রভৃতি সাংসারিক মঙ্গলাদি করাইয়া লইতে ইচ্ছুক, তাহারা নামাপরাধী, তাহাদের মুখে শ্রীনাম উচ্চারিত হয় না; নামাপরাধ দূর হইলে কোনও সময় নামাভাস পর্য্যন্ত হইতে পারে।

শাস্ত্রে দশবিধ নামাপরাধের উল্লেখ আছে। নামাপরাধী যে ফল ভোগ করেন, আত্মা কখনও তাহা গ্রহণ করেন না; উহা-দ্বারা দেহ ও মনের তর্পণ হয়। সেই-জন্যই শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—'যয়াত্মা সুপ্রসীদতি।' সুতরাং নামাপরাধ ভগবন্নাম নহে। শুদ্ধনামাশ্রিত-ব্যক্তির প্রাকৃতাভিনিবেশ বা জাড্য নাই। 'লোকস্যা-জানতঃ'—ভাগবত প্রতিপাদ্য নিরস্তকুহক-সত্যের কথা মানবজাতি জানে না। মূর্খলোকের মূর্খতা অপনোদন করিবার জন্যেই ভাগবতের কীর্ত্তন ও সুপঠন হয়। ভক্তভাগবতের মুখে গ্রন্থভাগবত কীর্ত্তিত হইলে সৎসঙ্গ-প্রভাবে জীবের যাবতীয় কুহক ও মনোধর্ম্ম বিদূরিত হয়। ভগবদ্বিমুখ-জগতে নানাশাস্ত্র প্রচারিত আছে। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত-শাস্ত্র-প্রচারের প্রয়োজন এই যে, মানবজাতি প্রত্যক্ষাদি ইন্দ্রিয়জ্ঞানে চালিত হইয়া যে অসুবিধায় পড়িয়াছে, তাহা শ্রীমদ্ভাগবতের নিষ্কপট-কৃপায় দূরীভূত হয়। শ্রীমদ্ভাগবত বিচারপর হইয়া সুষ্ঠুভাবে পাঠ করিতে করিতে কৃষ্ণানুশীলন-স্পৃহা বর্দ্ধিত হয়। কিন্তু আমরা যদি পুনরায় অর্থাদি-প্রাপ্তির লোভ বা প্রতিষ্ঠাশাদিসমূহ অন্যাভিলাষ আনিয়া কৃষ্ণপাদপদ্মকে আবরণ করি, তাহা হইলে আমাদের সুবিধা হইবে না,—নামাপরাধ-ফল-মাত্র আমাদের লভ্য হইবে।

(ক্রমশঃ)

সাধুসঙ্গের প্রণালীবিচার

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]

সঙ্গ হইতে স্বভাব। যে ব্যক্তি যাহার সঙ্গ করে, তাহার তদ্রূপ স্বভাব হইয়া উঠে। পূর্ব্বজন্মের সঙ্গরূপ কর্ম্মদ্বারা জীবের যে স্বভাব গঠিত হয়, তাহা আধুনিক জন্মের সঙ্গদ্বারা পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। সুতরাং সঙ্গই মানব-স্বভাবের মূল। অতএব কথিত হইয়াছে যে,—

"যস্য যৎসঙ্গতিঃ পুংসো মণিবৎ স্যাৎ স তদ্গুণঃ।"

স্ফটিক-মণি যে-কোন বর্ণের নিকট থাকে, তাহাতেও সেই বর্ণ প্রতিভাত হয়; তদ্রূপ যে পুরুষ যে পুরুষের সঙ্গ করে, তাহাতে তদ্বৎ গুণগণ প্রতিভাত হয়। শ্রীমদ্-ভাগবতে বলিয়াছেন,—

সঙ্গো যঃ সংসৃতের্হেতুরসৎসু বিহিতোঽধিয়া।
স এব সাধুষু কৃতো নিঃসঙ্গত্বায় কল্পতে॥

(শ্রীভাঃ ৩।২৩।৫৫)

অসজ্জনের সঙ্গ করিলে ঘোর সংসাররূপ ফলপ্রাপ্তি হয়। কে অসৎ, কে-বা সৎ,—এ বিচার না করিয়াও সঙ্গফল অবশ্য লাভ হয়। সাধুলোকের সঙ্গ করিলে নিঃসঙ্গত্বরূপ ফলোদয় হয়। অসৎসঙ্গ-সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া বলিয়াছেন,—

সত্যং শৌচং দয়া মৌনং বুদ্ধির্হ্রীঃ শ্রীর্যশঃ ক্ষমা।
শমো দমো ভগশ্চেতি যৎসঙ্গাদ্ যাতি সংক্ষয়ম্॥
তেষ্বশান্তেষু মূঢ়েষু খণ্ডিতাত্মস্বসাধুষু।
সঙ্গং ন কুর্য্যাচ্ছোচ্যেষু যোষিৎক্রীড়ামৃগেষু চ॥

(শ্রীভাঃ ৩।৩১।৩৩-৩৪)

সত্য, শৌচ, দয়া, মৌন, বুদ্ধি, হ্রী, যশঃ, ক্ষমা, শম, দম, ও ভগ অর্থাৎ ঐশ্বর্য্য—এ সমস্তই যে অসৎসঙ্গে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, সেই অসাধু, অশান্ত, মূঢ় ও যোষিৎক্রীড়া-মৃগদিগের সহিত সঙ্গ নিতান্ত শোচনীয় জানিয়া একে-বারেই পরিত্যাগ করিবে।

কেবল অসৎসঙ্গ ত্যাগ করিলেই যথেষ্ট হইবে না। যত্নপূর্ব্বক সৎসঙ্গ করাই আমাদের কর্ত্তব্য। যে সকল সাধুজনের সঙ্গ করিতে হইবে, সেই সাধুগণের লক্ষণ বলিতেছেন,—

তিতিক্ষবঃ কারুণিকাঃ সুহৃদঃ সর্ব্বদেহিনাম্।
অজাতশত্রবঃ শান্তাঃ সাধবঃ সাধুভূষণাঃ॥
মদাশ্রয়াঃ কথা মৃষ্টাঃ শৃণ্বন্তি কথয়ন্তি চ।
তপন্তি বিবিধাস্তাপা নৈতান্মদ্গতচেতসঃ॥
ত এতে সাধবঃ সাধ্বি সর্ব্বসঙ্গবিবর্জ্জিতাঃ।
সঙ্গস্তেষ্বথ তে প্রার্থ্যঃ সঙ্গদোষহরা হি তে॥

(শ্রীভাঃ ৩।২৫।২১, ২৩-২৪)

শ্রীকপিলদেব কহিলেন,—হে মাতঃ! তিতিক্ষাযুক্ত, কারুণিক, সর্ব্বদেহীর সুহৃৎ, অজাতশত্রু, শান্ত সাধুগণ সাধু-ভূষণ। শুদ্ধভক্তদিগেরই এইপ্রকার স্বভাব। ভক্তগণ মদ্গতচিত্ত; সুতরাং কর্ম্ম, জ্ঞান ও অষ্টাঙ্গ-যোগগত বহুবিধ কষ্টাভ্যাস করেন না। সহজে মদাশ্রয়-কথাদ্বারা মার্জ্জিত-অন্তঃকরণে পরস্পর হরিকথা বলেন ও শ্রবণ করেন। হে সাধ্বি! সর্ব্বসঙ্গবিবর্জ্জিত সেই সাধুগণ সঙ্গদোষ নাশ করেন। তুমি তাঁহাদের সঙ্গ প্রার্থনা কর।

আমরা যে-কোন বেশ দেখিয়া কোন ব্যক্তিকে সাধু বলিয়া স্থির করিব না। পরচর্চ্চা, পরনিন্দা—এ সমস্ত পরিত্যাগ করিয়াও আমরা পূর্ব্বোক্ত লক্ষণ না দেখিলে কাহাকেও সাধু বলিয়া গ্রহণ করিব না। কলিকালে সাধুর বিচার একেবারে উঠিয়া যাইতেছে। দুঃখের বিষয় এই যে, যাহাকে-তাহাকে বাহিক বেশ দেখিয়া সাধু বলিয়া সঙ্গ করত আমরা সকলেই ক্রমশ কপটী হইয়া পড়িতেছি। আমাদের এই কথাটি সর্ব্বদা স্মরণ রাখা উচিত। সাধু অনেক পাওয়া যায় না। সাধুসংখ্যা আজকাল এত অল্প হইয়াছে যে, বহু দেশ ভ্রমণ করিয়াও বহুদিন অনুসন্ধান করিয়া একটি প্রকৃত সাধু পাওয়া দুর্ল্লভ হইয়াছে।

মহাদেব দেবীকে কহিলেন,—হে ভগবতি! সহস্র সহস্র মুমুক্ষুদিগের মধ্যে কদাচিৎ কেহ মুক্তলক্ষণ লাভ করেন। আবার সহস্র সহস্র মুক্তজনের মধ্যে কেহ কদাচিৎ সিদ্ধিলাভ করেন। আবার কোটি কোটি সিদ্ধ ও মুক্তজনের মধ্যে কদাচিৎ কেহ সৎসঙ্গ-সুকৃতি-বলে নারায়ণপরায়ণ হন। দেখুন, নারায়ণভক্ত প্রশান্তাত্মা অতএব সুদুর্ল্লভ। এখন দেখুন, দাস্যরসাশ্রিত শুদ্ধ নারায়ণভক্ত যখন এত দুর্ল্লভ, তখন মাধুর্য্যরসাশ্রিত কৃষ্ণভক্ত যে কত দুর্ল্লভ, তাহা আর কি বলিব!

উক্ত লক্ষণবিশিষ্ট শুদ্ধ কৃষ্ণভক্তই আমাদের পক্ষে পরম সাধু। কৃষ্ণভক্তসঙ্গই আমাদের নিতান্ত প্রয়োজন। কৃষ্ণভক্তসঙ্গ পাইলে আমাদের যে লাভ হয়, তাহা ব্রহ্মা বলিয়াছেন,—

তাবদ্রাগাদয়ঃ স্তেনাস্তাবৎ কারাগৃহং গৃহম্।
তাবন্মোহোঽঙ্ঘ্রিনিগড়ো যাবৎ কৃষ্ণ ন তে জনাঃ॥

(শ্রীভাঃ ১০।১৪।৩৬)

স্বভাবতঃ বিষয়াবিষ্ট রাগ-দ্বেষ আমাদের সমস্ত স্বত্ব অপহরণ করিতেছে। আমাদের গৃহ কারাগৃহ হইয়া পড়িয়াছে। আমরা মোহরূপ অঙ্ঘ্রিনিগড়ে সর্ব্বদা আবদ্ধ আছি। আমাদের কি দুর্দ্দশা! হে কৃষ্ণ! যে দিন তোমার শুদ্ধভক্তসঙ্গে আমাদের তোমাতে মমতা জন্মে, সেইদিন হইতে আমরা তোমার জন-মধ্যে বসিতে পারি। সেইদিন হইতে আমাদের রাগাদি প্রবৃত্তি আর চোরের ন্যায় আচরণ করে না, পরম বন্ধুবৎ আচরণ করিয়া তোমার ভক্তির চরণে লীন হয়। সেই-দিন হইতে আমাদের গৃহ অপ্রাকৃত হইয়া নিত্যানন্দ দান করে। সেইদিন হইতে আমাদের মোহ কেবল ভক্তিসেবক হইয়া আমাদের আত্মোন্নতি বিধান করে। অতএব ব্রহ্মা আবার প্রার্থনা করিলেন,—

তদস্তু মে নাথ স ভূরিভাগো
ভবেঽত্র বান্যত্র তু বা তিরশ্চাম্।
যেনাহমেকোঽপি ভবজ্জনানাং।
ভূত্বা নিষেবে তব পাদপল্লবম্॥ (শ্রীভাঃ ১০।১৪।৩০)

হে কৃষ্ণ! আমি এই ব্রহ্মজন্মেই থাকি বা অন্য জন্ম লাভ করি বা পশুপক্ষী হই, আমার প্রার্থনা এই যে, আমার সেই ভাগ্য লাভ হউক, যদ্দ্বারা আমি আপনার ভক্তজনের মধ্যে কেহ হইয়া আপনার পদবল্লভ সেবা করি।

শুদ্ধ কৃষ্ণভক্তের সঙ্গফলেই জীবের এবম্ভুত অসীম অবস্থা লাভ হয়। সাধুসঙ্গ কি কার্য্য করিলে হইতে পারে, ইহার বিচার অতীব প্রয়োজনীয়। অনেকে মনে করেন যে, যাঁহাকে সাধু বলিয়া স্থির করা যায়, তাঁহার পদসেবা, তাঁহাকে প্রণতি, তাঁহার চরণামৃত সেবন, তাঁহার প্রসাদ সেবা এবং তাঁহাকে কিছু অর্থ দান করিলেই সাধুসঙ্গ হয়। সেই সমস্ত কার্য্যের দ্বারা সাধুসম্মাননা হয় বটে এবং তাহাতে কোন-না-কোন প্রকার লাভ আছে, কিন্তু তাহাই যে সাধুসঙ্গ, তাহা নয়। সাধুসঙ্গ যেরূপে করিতে হয়, তাহা বলিতেছেন,—

তে বৈ বিদন্ত্যতিতরন্তি চ দেবমায়াং
স্ত্রী-শূদ্র-হূণ-শবরা অপি পাপজীবাঃ।
যদ্যদ্ভুতক্রমপরায়ণশীলশিক্ষা-
স্তির্য্যগ্‌জনা অপি কিমু শ্রুতধারণা যে॥

(শ্রীভাঃ ২।৭।৪৬)

'অদ্ভুতক্রম' শব্দে 'শ্রীকৃষ্ণ'। শ্রীকৃষ্ণের শুদ্ধভক্তগণ অদ্ভুত-ক্রমপরায়ণ। সেই ভক্তগণের শীল অর্থাৎ স্বভাব ও সচ্চরিত্র যিনি বিশেষ যত্নের সহিত শিক্ষা করেন, তিনি নিশ্চয় ভগবানের মায়াশক্তিকে জানিতে পারেন; আর কেহ জানিতে পারে না। তিনিই কেবল মায়া-সাগর সম্পূর্ণরূপে পার হইতে সক্ষম হন। যে-কোন স্ত্রী, শূদ্র, হূণ, শবর, অন্য পাপজীব ও পশুপক্ষী কৃষ্ণ-ভক্তের স্বভাব শিক্ষা করিতে পারেন; তিনিই অনায়াসে ভবসাগর পার হইবেন। শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ ভক্তচরিত্র অনুকরণ করিয়া যে অনায়াসে ভবসাগর পার হইবেন, ইহাতে আর সন্দেহ কি? তাৎপর্য্য এই যে, বহু শাস্ত্রজ্ঞান লাভ করিলেও মায়াবল অতিক্রম করিতে পারে না; উত্তম জাতি লাভ করিলেও কোন চরম লাভ হয় না; শাস্ত্রবিচারদ্বারা শুষ্কবৈরাগ্য অবলম্বন করিলেও সংসার পার হওয়া যায় না। ধন ও সৌন্দর্য্যের দ্বারাও সে লাভ হয় না। কেবল শুদ্ধভক্ত সাধুগণের স্বভাব ও সচ্চরিত্র বহুযত্নে অনুসন্ধানপূর্ব্বক তাহা নিষ্কপটে অনুকরণ করিতে পারিলে বিশুদ্ধা কৃষ্ণভক্তি লাভ হয়। বিষয়িগণ সাধুর নিকট প্রণতিপূর্ব্বক বলিয়া থাকেন,—"হে দয়াময়! আমাকে কৃপা করুন; আমি অতিশয় দীনহীন। আমার সংসারবুদ্ধি কিরূপে দূর হইবে?" বিষয়ীর এই বাক্যগুলি কপটবাক্য মাত্র। তিনি মনে জানেন যে, কেবল অর্থলাভই লাভ ও বিষয়সংগ্রহই জীবনের উদ্দেশ্য। তাঁহার হৃদয়ে শ্রীমদ অহরহঃ জাগ্রত আছে; কেবল প্রতিষ্ঠালাভের বাসনা ও 'সাধুগণের শাপের দ্বারা আমার বিষয়ক্ষয় না হয়'—এই ভয় হইতে তাঁহার নিকট কপট-দৈন্য ও কপট ভক্তি আসিয়া উপস্থিত হয়। যদি ঐ সাধু তাঁহাকে এই বলিয়া আশীর্ব্বাদ করেন যে, 'ওহে, তোমার বিষয়বাসনা দূর হউক এবং তোমার ধনজন ক্ষয় হউক', তখনই ঐ বিষয়ী বলিবেন,—"হে সাধু-মহারাজ! আপনি আমাকে এরূপ আশীর্ব্বাদ করিবেন না। এরূপ আশীর্ব্বাদ কেবল শাপমাত্র—সর্ব্বদা অহিতজনক বাক্য।" এখন দেখুন, সাধুগণের প্রতি এরূপ ব্যবহার নিতান্ত কপট। জীবনে অনেক সাধুজনের সহিত সাক্ষাৎ হয়, কিন্তু আমাদের কপট-ব্যবহারে আমরা সাধুসঙ্গের কোন ফল লাভ করি না। অতএব সরল শ্রদ্ধার সহিত আমরা সংপ্রাপ্ত সাধু-মহাত্মার সচ্চরিত্র নিরন্তর যত্নপূর্ব্বক অনুকরণ করিতে পারিলে সাধুসঙ্গ-দ্বারা আত্মোন্নতি লাভ করি। এই কথাটি সর্ব্বদা স্মরণ রাখিয়া প্রকৃত সাধুর সন্নিকটস্থ হইয়া তাঁহার স্বভাবচরিত্র অবগত হইব এবং যাহাতে আমাদের স্বভাবচরিত্র তদ্রূপে গঠন করিতে পারি, তাহার বিশেষ চেষ্টা করিব,—ইহাই শ্রীমদ্ভাগবত-শাস্ত্রের শিক্ষা।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট
ওঁ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের
পত্রে উপদেশ

(৫৫)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
গোয়াড়ী বাজার,
কৃষ্ণনগর
৮।৭।৭৫

স্নেহভাজনেষু,

তোমার পর পর ২ খানি পত্র পাইয়া আমি আগরতলায় ২টি টেলিগ্রাম ও ২।৩টি পত্র দেওয়ার পরে র * * সরভোগে আসে জানিয়াছিলাম। পরে জানিলাম, সে পুনঃ আগরতলায় চলিয়া গিয়াছে। সরভোগ মঠে সেবকের অভাব দেখিয়া ও জানিয়া এবং আমার পুনঃ পুনঃ আদেশ ও নির্দ্দেশ উপেক্ষা করতঃ নিজের কুমতলব হাঁসিল করার জন্য আগরতলায় যাওয়ায় আমি আগরতলা মঠে বা আমাদের কোন শাখা মঠেও তাহাকে এখন স্থান দিতে নিষেধ করিয়াছি।

স * * গোয়ালপাড়ায় গিয়াছে। তোমার ব্যবহার লোককে তিক্ত করে এবং সেবক থাকিতে চাহে না, ইহা একটা দুঃখকর ব্যাপার। মঠসেবকগণ স্বেচ্ছায় মঠে শ্রীহরি ভজনের জন্য বাস করে। তাহারা বেতনভোগী চাকর নয়। বেতনভোগী চাকরের সহিতও আজকাল কথাবার্তা ও ব্যবহার বিশেষ সতর্কতার সহিত করিতে হয়, পুনঃ ত্যক্তগৃহ ব্যক্তিদের, গুরুভাইদের সহিত ব্যবহার যথোচিত মর্য্যাদা প্রদান পূর্ব্বক না করিলে তাহাদিগকে লইয়া একত্র বাস ও সেবা করা সম্ভব নয়।

শ্রীচৈতন্যচরণ দাসাধিকারী প্রভুর পুরীতে হঠাৎ হার্টের অসুখ হওয়ায় ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে হাসপাতালের বড় বড় ডাক্তার আসিয়া চিকিৎসা করা সত্ত্বেও শ্রীজগন্নাথদেব তাহাকে ২৫ জুন প্রাতে ৮-১৫ মিঃ এ আত্মসাৎ করিয়াছেন। গতপরশ্ব কলিকাতা মঠে তাহার আদ্য-শ্রাদ্ধ ও বিরহ-মহোৎসব বহু অর্থ ব্যয়ে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

তোমরা আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ জানিবে। ইতি—

নিত্যশুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীভক্তিদয়িত মাধব

* * *

(৫৬)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

C/o Sree Manprakash Sharma
211, Luniya Mahalla
P. O. Dehradun, (U. P.)
1. 5. 77

প্রীতিভাজনেষু,—

বহুদিন আপনার কোন পত্রাদি পাই নাই। নি * * বাহিরে প্রচারে গিয়াছিল। সে কোথায় কোথায় গিয়াছিল এবং কিরূপ সেবানুকূল্য পাঠাইয়াছে জানিতে ইচ্ছুক। কোন মঠসেবক একাকী বাহিরে প্রচারে যায়, ইহা আমি পছন্দ করি না। অনর্থগ্রস্ত সাধকের কনক, কামিনী ও প্রতিষ্ঠার চেষ্টা প্রবলা থাকে। উহা যাহাতে

প্রশ্রয় না পায়, তাহাই সাধকের লক্ষ্য রাখা উচিত। বদ্ধজীবের স্বেচ্ছাচারিতা অন্যতম ব্যাধি। নিষ্কপট সাধক প্রথমে অনর্থযুক্ত থাকিলেও সারল্যবশতঃ ভক্ত ও ভগবানের কৃপাবলে অল্পদিনেই তাহার যথেচ্ছাচারিতা আদি দোষগুলি প্রথমেই বিদূরিত হয়। সূক্ষ্ম অনর্থগুলিও দূর হইতে কিছু সময় লাগে, সন্দেহ নাই। নিজাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সজাতীয়াশয় স্নিগ্ধ সাধুভক্ত সঙ্গে বাসে সাধক দ্রুত মঙ্গল লাভ করিতে পারে। তথায় আনুগত্য করিবার সুযোগ থাকে। আশা করি নিঃ মঠে ফিরিয়াছে অথবা শীঘ্র ফিরিবে। আমি তাহার কোন পত্রাদি পাই নাই বা ঠিকানাও জানি না।

শ্রীমান্ ননীগোপাল কিছুদিন পূর্ব্বে অসুস্থ হইয়াছিল। আশাকরি আপনাদের স্নেহযত্নে সে সত্বরই সুস্থ হইয়া থাকিবে। সম্ভব হইলে আমি অদূর ভবিষ্যতে আগরতলা মঠের জন্য একজন অর্চ্চনকারী সেবক পাঠাইবার যত্ন করিব। ইতি—

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীভক্তিদয়িত মাধব
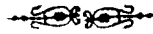
শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের দিব্যজন্ম ও দিব্যকর্ম্ম

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

শ্রীভগবান্ স্বয়ং তাঁহার শ্রীমুখে তদীয় জন্ম ও কর্ম্ম অর্থাৎ লীলাসমূহকে 'দিব্য' (গীতা ৪।৯) বলিয়াছেন। শ্রীরামানুজাচার্য্যচরণ ও শ্রীমধুসূদন সরস্বতীপাদ উহার অর্থ করিয়াছেন—'অপ্রাকৃত' এবং শ্রীল শ্রীধর স্বামিপাদ উহার অর্থ করিয়াছেন—'অলৌকিক'। শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর বলিতেছেন—লোকসকল প্রকৃতিসৃষ্ট বলিয়া অলৌকিক শব্দের অপ্রাকৃতত্ব অর্থই তাঁহাদের অভিপ্রেত। সুতরাং অপ্রাকৃত বলিয়া গুণাতীতত্বহেতু ভগবজ্জন্মকর্ম্মাদির-নিত্যত্ব স্বতঃসিদ্ধ। শ্রীপুরুষবোধনী শ্রুতিতেও উক্ত হইয়াছে—

> "একো দেবো নিত্যলীলানুরক্তো
> ভক্তব্যাপী ভক্তহৃদ্যন্তরাত্মা।"

শ্রীভাগবতামৃতেও 'নিত্য' শব্দ বহুশঃ উক্ত হইয়াছে।

অতএব শ্রীভগবানের জন্মকর্ম্ম যেমন দিব্য—অলৌকিক, অপ্রাকৃত বা নিত্য, তদভিন্ন প্রকাশবিগ্রহ—শ্রীগুরুপাদপদ্মেরও জন্ম কর্ম্ম তদ্রূপ দিব্য। অস্মদীয় পরমারাধ্য শ্রীগুরুপাদপদ্ম নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর তাঁহার জন্মলীলা আবিষ্কার করিলেন—সাক্ষাৎ পরমদিব্য শ্রীপুরুষোত্তম ধামে শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের সন্নিকটে 'নারায়ণ ছাতার সংলগ্ন শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের হরিকীর্ত্তন-মুখরিত দিব্য বাসভবনে লোকোত্তর মহাপুরুষ শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকে পিতৃরূপে এবং পরমাভক্তিমতী মাতা শ্রীভগবতীদেবীকে মাতৃরূপে বরণ করিয়া। তাঁহার আবির্ভাবকাল—১৭৯৫শকাব্দ, ১২৮০বঙ্গাব্দ, ১৮৭৪খৃষ্টাব্দ, বাং ২৩শে মাঘ, ইং ৬ই ফেব্রুয়ারী শুক্রবার পরমশুভদায়িনী মাঘী কৃষ্ণাপঞ্চমী তিথিতে অপরাহ্ণ ৩৷৷০ ঘটিকার পর এক পরম শুভলগ্নে। সেই দিব্য শিশুর আবির্ভাবকালে তদীয় গাত্রে অত্র ত্রিবৃৎ মেখলাকারে বিজড়িত স্বাভাবিক দ্বিজাত্যুচিত সংস্কার দর্শনে আত্মীয় স্বজন সকলেই অতীব বিস্ময়ান্বিত হইয়াছিলেন। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের চিচ্ছক্তি যোগমায়া বিমলা দেবীর নামানুসারে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ সেই দিব্য চিন্ময় শিশুর নাম রাখিয়াছিলেন—বিমলাপ্রসাদ। বিমলাদেবী শ্রীজগন্নাথদেবের চিচ্ছক্তি—যোগমায়া। তাঁহার একান্ত প্রসাদ বা অনুগ্রহ ব্যতীত শ্রীভগবানের ধাম, নাম-রূপ-গুণ-পরিকর-বৈশিষ্ট্যসহ লীলারহস্যে কাহারও প্রবেশাধিকার লাভ হয় না। তাই তাঁহার কৃপায় মূর্ত্তবিগ্রহরূপে

শ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাব। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার কল্যাণকল্পতরু গ্রন্থে শ্রীযোগমায়া সমীপে এইরূপ দৈন্যময়ী প্রার্থনা জানাইতেছেন—

"আমার সমান হীন নাহি এ সংসারে।
অস্থির হ'য়েছি পড়ি' ভবপারাবারে॥
কুলদেবী **যোগমায়া** মোরে কৃপা করি'।
আবরণ সম্বরিবে কবে বিশ্বোদরী॥
শুনেছি আগমে বেদে মহিমা তোমার।
শ্রীকৃষ্ণবিমুখে বাঁধি' করাও সংসার॥
শ্রীকৃষ্ণ সাম্মুখ্য যার ভাগ্যক্রমে হয়।
তাঁরে মুক্তি দিয়া কর অশোক অভয়॥
এদাসে জননি! করি অকৈতব দয়া।
বৃন্দাবনে দেহ স্থান, তুমি **যোগমায়া**॥
তোমাকে লঙ্ঘিয়া কোথা জীবে কৃষ্ণ পায়?
কৃষ্ণ রাস প্রকটিল তোমার কৃপায়॥
তুমি কৃষ্ণসহচরা জগতজননী।
তুমি দেখাইলে মোরে কৃষ্ণচিন্তামণি॥
নিষ্কপট হ'য়ে মাতা চাও মোর পানে।
বৈষ্ণবে বিশ্বাস বৃদ্ধি হউক প্রতিক্ষণে॥
বৈষ্ণবচরণ বিনা ভবপারাবার।
ভক্তিবিনোদ নারে হইবারে পার॥"

এস্থলে ত্রিগুণাতীতা চিচ্ছক্তি যোগমায়া ও তাঁহার ছায়াশক্তি-স্বরূপিণী ত্রিগুণময়ী মহামায়াকে আপাত-দর্শনে একই স্বরূপবিশিষ্ট বলিয়া মনে হয়; কিন্তু তাহা নহে। শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে শ্রুতিবিদ্যা সংবাদে কথিত হইয়াছে যে—

"একেয়ং প্রেমসর্ব্বস্বস্বভাবা গোকুলেশ্বরী।
অস্যা আবরিকা শক্তি মহামায়া অখিলেশ্বরী॥"

অর্থাৎ এই প্রেমসর্ব্বস্বস্বভাবা গোকুলেশ্বরী যোগমায়া একা—অনংশা—অখণ্ডা পূর্ণা, ইঁহারই আবরিকা বা আচ্ছাদিকা শক্তি অখিলেশ্বরী—ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরী জগৎ জননী মহামায়া। যোগমায়া ত্রিগুণাতীতা, মহামায়া ত্রিগুণময়ী।

মায়াধীশ শ্রীভগবানের একই মায়াশক্তি স্বরূপভেদে উন্মুখমোহিনী ও বিমুখবিমোহিনী এই দুই রূপে বিরাজিতা। উন্মুখমোহিনী মায়া গোকুলেশ্বরী অন্তরঙ্গাচিচ্ছক্তি যোগমায়া নামে খ্যাতা, তাঁহারই অংশ বিমুখবিমোহিনী বহিরঙ্গা অচিচ্ছক্তি অখিলেশ্বরী জড়মায়া নামে খ্যাতা। শ্রীমদ্ভাগবত ১০ম স্কন্ধ ১ম অধ্যায়ে ২৫ শ্লোকে কথিত হইয়াছে যে—যে মায়াদ্বারা এই অপ্রাকৃত ও প্রাকৃত উভয় জগৎ মুগ্ধ হয়, সেই ভগবচ্ছক্তি বিষ্ণুমায়া ভগবদ্ আদেশে তাঁহার স্বাংশভূতা বহিরঙ্গা মায়ার সহিত কার্য্যদ্বয় সাধনার্থ প্রাদুর্ভূত হইবেন। তাঁহার ১ম, কার্য্য উন্মুখমোহিনী যোগমায়া স্বরূপের দ্বারা দেবকীর সপ্তমগর্ভ আকর্ষণ পূর্ব্বক রোহিণী গর্ভে স্থাপন ও শ্রীযশোদাদেবীর গভীর নিদ্রানয়ন প্রভৃতি এবং দ্বিতীয় কার্য্য—তাঁহার অংশ বিমুখবিমোহিনী জড়মায়া স্বরূপদ্বারা কংসাদি অসুর বঞ্চনা। শ্রীভগবান্ গীতায় তাঁহার শ্রীমুখে যে 'নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়া সমাবৃতঃ (গীঃ ৭।২৫) [অর্থাৎ আমি যোগমায়া দ্বারা সমাচ্ছাদিত থাকায় সকলের নিকট প্রকাশিত হই না]—বাক্যটি বলিয়াছেন—এস্থলে শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ 'যোগমায়া' শব্দের 'মদ্বিমুখ ব্যামোহকত্ব যোগযুক্তয়া মায়য়া' অর্থাৎ 'আমার বিমুখবিমোহনকারিত্বরূপ যোগ যুক্ত মায়াদ্বারা' এইরূপ অর্থ করিয়াছেন। ইহাতে অন্তরঙ্গা চিচ্ছক্তি যোগমায়ার ছায়াশক্তি বহিরঙ্গা মায়া দ্বারাই বিমুখ বিমোহনকার্য্য হইয়া থাকে—ইহাই বুঝিতে হইবে। শ্রীভগবান্ তাঁহার ভক্তগণের প্রেমাঞ্জনরঞ্জিত ভক্তিনেত্রের নিকট নিত্য প্রকট থাকিয়াও অভক্ত বিমুখগণের নিকট আত্মগোপন করিয়া থাকেন। কৃষ্ণ-সূর্য্য সর্ব্বদা স্বপ্রকাশ স্বরূপ, তাঁহাকে কাহারও আচ্ছাদন করিবার ক্ষমতা নাই। পৃথিবী হইতে চৌদ্দলক্ষ গুণ বৃহৎ সূর্য্যকে যেমন পৃথিবীর আকাশের এক অংশে উদিত একখানি ক্ষুদ্র মেঘ আচ্ছাদিত করিতে পারে না, আমাদের মেঘাচ্ছাদিত চক্ষুই সূর্য্য দর্শনে অসমর্থ হইয়া সূর্য্যকে বলে মেঘাচ্ছাদিত, তদ্রূপ শতসূর্য্যসম কান্তি শ্রীভগবান্কে তাঁহার বহিরঙ্গা মায়াকৃত অজ্ঞানমেঘাবৃত জীবচক্ষু কখনই দর্শন ও তৎসেবাসৌভাগ্য লাভে সমর্থ হয় না। তাই পরমকরুণাময় সর্ব্বসেব্য শ্রীভগবান্ জীবকে তাঁহার দর্শন ও তৎপ্রীতিমূলা সেবা শিক্ষা দিবার জন্য স্বয়ংই আদর্শ-সেবক গুরুরূপ ধারণ করিয়া অবতীর্ণ

হন—'গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে'। শ্রীকৃষ্ণেরই কৃপাশক্তির মূর্ত্ত বিগ্রহ শ্রীগুরুদেব। তিনি স্বীয় আদর্শ আচরণদ্বারা অন্যকে আচারে প্রতিষ্ঠিত করেন। 'আপনি আচরি' ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়। আপনে না কৈলে ধর্ম্ম শিখান না যায়॥' সেই আচারবান্ সদ্‌গুরু-পাদাশ্রয়েই গুরূপদিষ্ট প্রকারে কৃষ্ণ ভজন করিতে করিতে গুরু-কৃপায়ই জীব মায়াবরণ মুক্ত হইয়া কৃষ্ণকৃপা লাভে সমর্থ হন।

"তাতে কৃষ্ণ ভজে, করে গুরুর সেবন।
মায়াজাল ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ॥"

মায়াবদ্ধ জীব কৃষ্ণস্মৃতিজ্ঞান হারাইয়া ফেলে। তাহাদিগের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া কৃপাবারিধি শ্রীভগবান্ বেদপুরাণাদি শাস্ত্ররূপে আত্মপ্রকাশ করেন। আবার সেই শাস্ত্র বুঝাইবার জন্য তিনিই শাস্ত্র-ব্যাখ্যাতা শিক্ষাগুরু বা মহান্ত গুরুরূপে আবির্ভূত হন। আবার তিনিই অন্তর্যামী গুরু বা চৈত্ত্যগুরুরূপে উদিত হইয়া শাস্ত্রমর্ম্ম বুঝিবার উপযোগী বিবেকের উদয় করান। এজন্যই শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিতে (৬।২৩) কথিত হইয়াছে—

'যস্য দেবে পরাভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥

অর্থাৎ যাঁহার শ্রীভগবানে পরাভক্তি বর্ত্তমান, আবার যেমন শ্রীভগবানে, তেমন শ্রীগুরুদেবেও শুদ্ধভক্তি আছে, সেই মহাত্মার সম্বন্ধেই এই সকল বিষয় অর্থাৎ শ্রুতির মর্ম্মার্থ উপদিষ্ট হইয়া প্রকাশ পাইয়া থাকে।

সাধন ভজন যাহা কিছু সবই গুরুপাদপদ্মকে কেন্দ্র করিয়া। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় গাহিতেছেন—

"কিরূপে পাইব সেবা মুই দুরাচার।
শ্রীগুরুবৈষ্ণবে রতি না হ'ল আমার॥"

"শ্রীগুরুচরণপদ্ম, কেবল ভকতিসদ্ম,
বন্দোঁ মুই সাবধান মতে।
যাঁহার প্রসাদে ভাই, এ ভব তরিয়া যাই,
কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয় যাঁহা হ'তে॥
গুরুমুখপদ্মবাক্য, চিত্তেতে করিয়া ঐক্য,
আর না করিহ মনে আশা।
শ্রীগুরুচরণে রতি, এই সে উত্তমা গতি,
যে প্রসাদে পূরে সর্ব্ব আশা॥
চক্ষুদান দিলা যেই, জন্মে জন্মে প্রভু সেই,
দিব্যজ্ঞান হৃদে প্রকাশিত।
প্রেমভক্তি যাঁহা হৈতে, অবিদ্যাবিনাশ যাতে,
বেদে গায় যাঁহার চরিত॥
শ্রীগুরু করুণাসিন্ধু, অধম জনার বন্ধু,
লোকনাথ লোকের জীবন।
হা হা প্রভো কর দয়া, দেহ মোরে পদছায়া,
এবে যশ ঘুষুক ত্রিভুবন॥"

শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুরও গাহিয়াছেন—

"যস্য প্রসাদাদ্ ভগবৎ প্রসাদো
যস্যাপ্রসাদান্নগতিঃ কুতোঽপি।"

শ্রীগুরুপাদপদ্ম প্রসন্ন হইলেই শ্রীভগবানের প্রসন্নতা, তিনি অপ্রসন্ন থাকিলে যুগযুগান্তর জন্মজন্মান্তরের সাধন-ভজন সবই ভস্মে ঘৃতাহুতি তুল্য নিষ্ফল হইয়া যায়।

শ্রীশ্রীগৌরশক্তি স্বরূপরূপানুগবর শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ অস্মদীয় গুরুপাদপদ্মের অভিন্ন-ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিপ্রলম্ভরসাস্বাদনক্ষেত্র সাক্ষাৎ শ্রীপুরুষোত্তম ধামে শ্রীজগন্নাথ-পাদমূলে আবির্ভাবলীলাকে শ্রীমন্মহাপ্রভুরই বিশেষ কোন মনোঽভীষ্ট-সংস্থাপনোদ্দেশ্য-মূলা বলিয়া অবধারণ পূর্ব্বক শ্রীল প্রভুপাদকে শ্রীজগন্নাথদেবের চিল্লীলাপুষ্টিকারিণী চিচ্ছক্তি যোগমায়া বিমলাদেবীর নিষ্কপট প্রসাদ রূপে গ্রহণ করতঃ তাঁহার নামকরণ করিয়াছিলেন 'বিমলাপ্রসাদ'রূপে। শ্রীভগবানের অন্তরঙ্গা চিচ্ছক্তি যোগমায়ার নিষ্কপট কৃপা ব্যতীত তাঁহার চিদ্ধাম ও চিন্ময় নাম-রূপ-গুণ-লীলাদির চিন্ময়ী মহিমা-প্রচার কখনই কাহারও পক্ষে সম্ভবপর হয় না। "কৃষ্ণ-শক্তি বিনা নহে নাম প্রবর্ত্তন"। পরবর্ত্তী সময়ে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ক্রমশঃ 'শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী', 'শ্রীবার্ষভানবী দয়িত দাস' প্রভৃতি অলৌকিক নামে আত্মপরিচয় প্রদানপূর্ব্বক তাঁহার নামানুরূপ গুণ-কর্ম্মাদিও প্রকাশ করিয়াছেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত বিশুদ্ধ প্রেমধর্ম্ম তদীয় প্রিয়-পার্ষদ গোস্বামিষট্‌ক, শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ,

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর, শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী, শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু পর্য্যন্ত শুদ্ধভাবে প্রচারিত হইয়া ক্রমশঃ নানা অপসম্প্রদায়োদয়ে অপসিদ্ধান্ত দ্বারা বিপ্লিত হইতে থাকায় শ্রীমন্মহাপ্রভুরই ইচ্ছায় শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আবির্ভাবে তাহা পুনরুজ্জীবিত হইয়া উঠে। ঠাকুর বহু শুদ্ধভক্তিগ্রন্থ প্রণয়ন ও মাসিক পত্রিকাদি প্রচারদ্বারা ধর্ম্মজগতে এক যুগান্তর আনয়ন করেন। তাঁহারই শুভেচ্ছা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভু কৃপাপূর্ব্বক তন্নিজ-জন শ্রীল প্রভুপাদকে শ্রীভক্তিবিনোদাম্বয়রূপে উৎকলে পুরুষোত্তমক্ষেত্রে প্রকট করাইয়া 'হ্যুৎকলে পুরুষোত্তমাৎ' বাণীর সার্থকতা সম্পাদন করেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ক্রমশঃ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শিক্ষায় দীক্ষায় অনুপ্রাণিত হইয়া পূর্ণ উদ্যমে ও অদম্য উৎসাহে তৎপ্রবর্ত্তিত শুদ্ধভক্তি ভাগীরথী ধারার স্বচ্ছতা ও পবিত্রতা সংরক্ষণ করিতে থাকেন। শ্রীল প্রভুপাদ তারস্বরে ঘোষণা করিলেন—স্বরূপরূপানুগ ভক্তিবিনোদধারা কখনই রুদ্ধ হইবে না। তিনিও ভাষ্য, গ্রন্থ ও পত্রিকাদি প্রকাশ এবং স্থানে স্থানে মঠ মন্দির সংস্থাপন ও তত্তৎ স্থানে স্বয়ং ও উপযুক্ত শিষ্যাদিদ্বারা পাঠ ও বক্তৃতাদি মাধ্যমে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণী অনর্গল প্রচার করিতে ও করাইতে লাগিলেন। ভারতের সর্ব্বত্র—আসমুদ্র, হিমাচল প্রচার প্রসারিত হইতে লাগিল। এমন কি, ভারতের বাহিরে সাগরপারে পাশ্চাত্ত্যভূখণ্ডেও শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত শ্রীনামের বিজয় বৈজয়ন্তী উড্ডীন হইল। মার্কিণ দেশেও প্রচারের মনোঽভীষ্ট প্রকাশ করিয়া তিনি নিত্যলীলায় প্রবিষ্ট হইলে তাঁহার অপ্রকটলীলাবিষ্কারের পর তাঁহারই এক সুযোগ্য শিষ্য তাঁহার সেই মনোঽভীষ্ট অতি সুন্দর রূপে পূরণ করতঃ তাঁহাকে প্রচুর সুখ দান করিয়াছেন। "পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম। সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥"—শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই শ্রীমুখবাণী আজ অক্ষরে অক্ষরে সত্য ও সার্থকতামণ্ডিত হইতেছে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত বাণীর মূর্ত্তবিগ্রহ শ্রীল প্রভুপাদ আজ পৃথিবীর সর্ব্বত্র কুরাদ্ধান্তধ্বান্ত-ভাস্কর রূপে সমুদিত হইয়া তাঁহার শ্রীনামের নিত্যত্ব ও সত্যত্ব সংরক্ষণ করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ ও রসাভাস-দোষদুষ্ট বাক্য সহ্য করিতে পারিতেন না, হৃদয়ে বড় ব্যথা পাইতেন। এজন্য শ্রীস্বরূপদামোদরের অনুমোদন ব্যতীত কোন ব্যক্তি বা লেখনী মহাপ্রভুর দৃষ্টি বা কর্ণ-গোচর করা হইত না। তাই শ্রীমন্মহাপ্রভুরই ইচ্ছায় শ্রীস্বরূপরূপানুগবর শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের উপর পঞ্চবর্ষব্যাপী শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের সেবা-পূজাদি পর্য্য-বেক্ষণের ভার ন্যস্ত হইয়াছিল। এই সময়েই ঠাকুর তাঁহার শ্রীপুরীধামস্থ বাসভবনে আমাদেরই গুরুপাদ-পদ্মকে তদভিন্ন প্রকাশ বিগ্রহরূপে তাঁহার মনোঽভীষ্ট-সেবার সহায়করূপে পাইয়াছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাবের ছয়মাস পরেই পুরীধামে সুপ্রসিদ্ধ শ্রীরথযাত্রা মহোৎসব উপস্থিত হয়। সেই সময়ে তথায় এক অলৌকিক ঘটনা সংঘটিত হয়। শ্রীজগন্নাথদেবের রথ তাঁহারই ইচ্ছায় তৎপ্রিয়তম নিজজন ঠাকুরের বাস-ভবনের দ্বারদেশে দিবসত্রয়ব্যাপী অবস্থান করেন। ঠাকুর ঐ তিনদিনই শ্রীজগন্নাথের সম্মুখে অহর্নিশ কীর্ত্তনোৎসবের ব্যবস্থা করেন। তন্মধ্যে একদিন মাতৃক্রোড়ে শায়িত শিশুরূপী শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার হস্ত প্রসারণ করিয়া শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীপাদপদ্ম স্পর্শ করেন এবং গলদেশ হইতে একটি প্রসাদী মাল্যও টানিয়া লন। ঠাকুর শ্রীজগন্নাথদেবের প্রসাদান্ন শিশুর মুখে দিয়া তাঁহার অন্নপ্রাশনলীলা সুসম্পন্ন করেন। তদবধি সারাজীবন প্রসাদান্নব্যতীত অন্য কোন অন্ন প্রভুপাদকে গ্রহণ করিতে হয় নাই। ঠাকুর শ্রীরামপুরে থাকাকালে ৭ম শ্রেণীর বালক প্রভুপাদের অত্যধিক ভজনলালসা লক্ষ্য করতঃ তাঁহাকে শ্রীপুরীধাম হইতে তুলসীমাল্য আনাইয়া শ্রীহরিনাম ও শ্রীনৃসিংহ-মন্ত্র প্রদান করেন। অতি অল্প বয়সেই শ্রীল প্রভুপাদ ঠাকুরের নিকট তদ্রচিত শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত অধ্যয়ন করেন। এই বয়সে সাধারণতঃ দেখা যায়, বালকেরা অত্যন্ত চঞ্চল-স্বভাব থাকে, খেলাধূলায় মত্ত হয়। কিন্তু অতিমর্ত্ত্য দিব্যপুরুষ প্রভুপাদের সম্বন্ধে সবই যেন দিব্য—অলৌকিক ব্যাপার। ১৮৮১ সালে অর্থাৎ শ্রীল প্রভুপাদের সপ্তম বা অষ্টম বর্ষ বয়ঃক্রমকালে শ্রীল

ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মাণিকতলাস্থিত 'ভক্তিভবন' নামক বাসভবনের ভিত্তিখননকালে ঠাকুর মৃত্তিকাগর্ভ হইতে একটি কূর্ম্মমূর্ত্তি শালগ্রাম শিলা প্রাপ্ত হন। ঠাকুরের শ্রীমুখ হইতে ঐ শ্রীমূর্ত্তির মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া বালকরূপী শ্রীল প্রভুপাদ উঁহার পূজার জন্য অত্যাগ্রহ প্রকাশ করিলে ঠাকুর বালককে ঐ শ্রীমূর্ত্তি পূজার মন্ত্র ও অর্চ্চনবিধি শিক্ষা দেন। প্রভুপাদ তিলকাদি সদাচার শিক্ষা করিয়া ঐ শ্রীমূর্ত্তির যথাবিধি অর্চ্চন করিতে থাকেন। এত অল্প বয়সেও প্রভুপাদের হরিকথা শ্রবণে অভূতপূর্ব্ব রুচি দর্শন করিয়া তাঁহার আত্মীয়-স্বজন সকলেই অতীব বিস্মিত হইতেন।

১৮৮৫ সালে ভক্তিভবনে 'বৈষ্ণবডিজিটরী' নামক একটি ভক্তিগ্রন্থ-প্রচার-বিভাগ খোলা হয়। (Depository বলিতে Store house.) প্রভুপাদ এই সময় হইতেই প্রিন্টিং প্রেস বা মুদ্রাযন্ত্র ও প্রুফ-সংশোধনাদি কার্য্য সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করেন, প্রেসকে প্রভুপাদ বলিতেন 'বৃহৎমৃদঙ্গ'। প্রেসের সকল কার্য্যই প্রভুপাদ জানিতেন। পরবর্ত্তিকালে উল্টাডিঙ্গি জংসন রোডে শ্রীগৌড়ীয়মঠের গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কসে শ্রীমদ্ভাগবত মুদ্রণকালে আমরা স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছি, প্রভুপাদ নিজে দাঁড়াইয়া থাকিয়া তাঁহার শিষ্যগণকে কম্পোজ ও মেকআপ আদি কার্য্য শিক্ষা দিতেন। ঐ ১৮৮৫ সালে শ্রীল ঠাকুরের সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী' পত্রিকা (২য় বর্ষ) পুনঃ প্রকাশিত হয়। প্রভুপাদ ঐ বর্ষে ঠাকুরের সহিত শ্রীগৌরপার্ষদগণের আবির্ভাব-ভূমি কুলীনগ্রাম, সপ্তগ্রাম প্রভৃতি দর্শন করেন।

গণিত জ্যোতিষ-শাস্ত্রেও শ্রীল প্রভুপাদ অল্পবয়সেই অত্যদ্ভুত প্রতিভা ও কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। তাই তিনি শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী নামে অভিহিত হইতে থাকেন। পরে ইংরাজী ১৯১৮ সালে শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্য মঠে ত্রিদণ্ডসন্ন্যাস গ্রহণ কালে তিনি পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী নাম ধারণ করেন। বিশেষ স্থলে 'শ্রীবার্ষভানবী দয়িত দাস' বলিয়াও তিনি আত্মপরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস বহুপ্রাচীন বৈষ্ণববিধান হইলেও আমাদের দেশে উহার প্রচলন ছিল না। মনুসংহিতা, জাবালোপনিষৎ, হারীত সংহিতা, স্কন্দপুরাণ, পদ্মপুরাণ, মুক্তিকোপনিষৎ প্রভৃতি শাস্ত্রে ত্রিদণ্ডসন্ন্যাসের কথা পাওয়া যায়। শ্রীমদ্ভাগবত ১১শ স্কন্ধে অবন্তীনগরের ত্রিদণ্ডিভিক্ষুর কথা সবিস্তারে বর্ণিত আছে। শ্রীধর-স্বামিপাদও শ্রীভাগবত ১১।১৮।২৮ ও ১০।৮৬।৩ শ্লোকের ভাবার্থদীপিকা টীকায় ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাসের কথা উল্লেখ করিয়াছেন এবং 'পূজ্যতমং ত্রিদণ্ডিবেষম্' এইরূপ উক্তিদ্বারা তৎপ্রতি মর্য্যাদাও প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু তাৎকালিকী প্রথানুযায়ী বাহ্যতঃ একদণ্ড গ্রহণ করিলেও তিনি নিজেকে ত্রিদণ্ডী বলিয়াই অভিমান করিয়াছেন—

"প্রভু কহে—সাধু এই ভিক্ষুক বচন।
মুকুন্দ-সেবন-ব্রত কৈল নির্দ্ধারণ॥
পরাত্মনিষ্ঠা মাত্র বেষ ধারণ।
মুকুন্দসেবায় হয় সংসার তারণ॥
সেই বেষ কৈল, এবে বৃন্দাবন গিয়া।
কৃষ্ণ নিষেবণ করি নিভৃতে বসিয়া॥"

চৈঃ চঃ মধ্য ৩।৭-৯

শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভুর একদণ্ড মধ্যে যে তিন দণ্ডই রহিয়াছে, তাহা শ্রীমন্মহাপ্রভুর দণ্ডকে তিনখণ্ড করিয়া ভাঙ্গিবার লীলাদ্বারা প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীরামানুজসম্প্রদায়ে ত্রিদণ্ডগ্রহণ-প্রথা অদ্যাপি প্রচলিত আছে। অবশ্য কেবল 'বেণুভি র্ন ভবেদ্ যতিঃ'— কায়, মন ও বাক্যকে ভগবৎ সেবায় মণ্ডিত বা নিয়ন্ত্রিত করাই ত্রিদণ্ড গ্রহণের তাৎপর্য্য, তাহা না করিতে পারিলে কেবল দম্ভ মাত্রই সার হয়। সন্ন্যাস বেষের তাৎপর্য্য 'পরাত্মনিষ্ঠা', সন্ন্যাসীর একমাত্র ব্রত 'শ্রীমুকুন্দসেবা'। তাহা না থাকিলে কেবল আত্মবঞ্চনা ও লোকবঞ্চনা মাত্রই সার হয়। পরমারাধ্য প্রভুপাদ ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ২৪ ঘণ্টাই হরিভজনের আদর্শ প্রদর্শন করতঃ স্বীয় আদর্শ আচরণদ্বারা ত্রিদণ্ডধারণের প্রকৃত সার্থকতা প্রদর্শন করিয়াছেন।

বাল্যকাল হইতেই শ্রীল প্রভুপাদ সাধারণ বালকগণের মত খেলাধূলা করিয়া বৃথা কালাতিপাতের আদৌ

পক্ষপাতী ছিলেন না। সাধনভজনেই তাঁহার স্বতঃসিদ্ধ রুচি। শ্রীল ঠাকুরের শুভেচ্ছায় শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীধাম মায়াপুরের 'বরজপোতা' নামক স্থানকে শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্যভবন—'ব্রজপত্তন' নাম দিয়া তথায় শ্রীচৈতন্য মঠ সংস্থাপন পূর্ব্বক কঠোর ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়াছিলেন। নিত্যসিদ্ধস্বরূপ হইয়াও তীব্র বৈরাগ্যের সহিত চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত পালন, শতকোটি মহামন্ত্র নামগ্রহণাদি সাধকোচিত লীলাদর্শ প্রকট করতঃ সাধক জীবনের কর্ত্তব্যপরায়ণতা শিক্ষা দিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক, শ্রীল রূপ-গোস্বামিপাদের উপদেশামৃতাদি গ্রন্থের ভাষ্য ও ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবের তারতম্য বিষয়ক সিদ্ধান্ত প্রভৃতি কএকখানি গ্রন্থ রচনা করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তৎপ্রিয়তম শ্রীলঠাকুর ভক্তিবিনোদের প্রচুর প্রীতিভাজন হইলেও তিনি বলিতেন—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গ্রন্থাদি ও তাঁহার মনোঽভীষ্ট প্রচারই তাঁহার জীবনের প্রধান কৃত্য। ঠাকুরকে তিনি সাক্ষাৎ শ্রীরাধারাণীর অভিন্ন প্রকাশ-বিগ্রহরূপে দর্শন করিতেন। তিনি বলিতেন— 'বাবা বাধা রাধা'। ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে 'বাবা' বুদ্ধি করিলে রাধা ভজনে বাধা আসিয়া উপস্থিত হয়। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার প্রতিষ্ঠিত প্রায় সকল শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহের নামকরণ করিয়াছেন—'বিনোদানন্দ' 'বিনোদপ্রাণ' ইত্যাদি রূপে। ঠাকুরও তৎপ্রতি তাঁহার প্রগাঢ়প্রীতি স্পষ্ট ইঙ্গিতে জানাইয়া লিখিয়া গিয়াছেন—

"সরস্বতী কৃষ্ণপ্রিয়া,　　　　কৃষ্ণভক্তি তার হিয়া,
বিনোদের সেই সে বৈভব।"

শ্রীল প্রভুপাদ ভারতের বিভিন্ন স্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শুদ্ধভক্তিপ্রচারকেন্দ্রস্বরূপে বহু মঠ মন্দির প্রকাশ করিয়া সেই সকল মঠে উপযুক্ত প্রচারক রাখিয়া তদ্দ্বারা শ্রীমন্ মহাপ্রভুর শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণী প্রচারের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিতেন—তিনি কেবল ইট কাঠ মাটিপাথরের মিস্ত্রী হইবার জন্য জন্মগ্রহণ করেন নাই। কেবল ঠাকুরবাড়ী নির্ম্মাণ ও তাহাতে ঠাকুর প্রতিষ্ঠা করিয়া সেই ঠাকুরের সেবার দোহাই দিয়া নিজেদের খাওয়া দাওয়া থাকার বা আত্মেন্দ্রিয় তর্পণের ব্যবস্থা করিলেই চলিবে না। তাহাতে আচার ও প্রচার থাকিলেই তাহা শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের প্রকৃত সুখদায়ক হইবে। শ্রীমন্মহাপ্রভু ভজনসাধনদ্বারা নিজের জন্ম সার্থক করিয়া পরোপকারে প্রবৃত্ত হইতে বলিয়াছেন—আচার হীন প্রচারের কোন মূল্য হয় না। মঠমন্দির আচারবান্ প্রচারকদ্বারা পরমার্থ শিক্ষা-দীক্ষা-মন্দিররূপে প্রকাশিত হইলেই জগতের দুর্দ্দিন যাইবে।

প্রভুপাদ ভারতের সর্ব্বত্র প্রচার প্রসারার্থ বিভিন্ন ভাষায় ছয়খানি দৈনিক সাপ্তাহিক পাক্ষিক মাসিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। গ্রন্থের ব্যবসা করা পরমার্থ বিরুদ্ধ। নামমন্ত্র বিক্রয় করিয়া পয়সা উপার্জ্জন করাকে প্রভুপাদ বড়ই ঘৃণা করিতেন। ভক্তিশাস্ত্রকে জীবিকার্জ্জনের পণ্যদ্রব্যে পরিণত করা অত্যন্ত অপরাধমূলক। প্রভুপাদ পারমার্থিক প্রদর্শনী, ছায়াচিত্রযোগে বক্তৃতা প্রভৃতি পন্থা অবলম্বন করাইয়া সর্ব্বত্র শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারের অশেষ উৎসাহ প্রদান করিয়াছেন।

পরমকরুণাময় প্রভুপাদ দিব্যভূমির দিব্যস্থানে আবির্ভাবলীলা প্রকট করিয়া পৃথিবীর সর্ব্বত্র শুদ্ধভক্তিপ্রচার-প্রসার জীবনের একমাত্র ব্রত করিয়াছিলেন। অত্যন্ত শৌচ ভক্তিসদাচারবর্জ্জিত ম্লেচ্ছদেশেও মহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত নামের বিজয় বৈজয়ন্তী উড্ডীন হউক, ইহা কৃপাম্বুধি পরদুঃখদুঃখী প্রভুপাদের প্রবল ইচ্ছা ছিল। তাই তিনি দুইবার তাঁহার শিষ্য দ্বারা সেই ইচ্ছা পূরণের চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। পাশ্চাত্ত্যের আকাশ বাতাস তখন হইতেই পরিশ্রুত হইতে আরম্ভ করিয়া পরিশেষে তাঁহার অপ্রকটলীলার পর তাঁহার অন্যতম শিষ্যমাধ্যমে আজ পাশ্চাত্ত্যের দিগদিগন্তের আকাশ বাতাস শ্রীমন্মহাপ্রভুর শুদ্ধভক্তি-সিদ্ধান্তবাণীর পবিত্র কীর্ত্তনে মুখরিত হইয়া উঠিতেছে। বহু শিক্ষিত সজ্জনহৃদয়ে সদ্ধর্ম্মজিজ্ঞাসার উদয় হইয়াছে ও হইতেছে। ইহা আমাদের বড়ই আনন্দের বিষয়।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বাসভবনের যে প্রকোষ্ঠটীতে শ্রীল প্রভুপাদ আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তদুপরি বিগত ১৯৮০ খৃষ্টাব্দ, ১৩৮৬ বঙ্গাব্দ, ২৪ মার্চ্চ,

বাং ১০ই চৈত্র সোমবার শ্রীমন্দিরের ভিত্তিখনন সময়ে পরম পবিত্র দিব্য চন্দন ও ধূপের গন্ধযুক্ত মৃত্তিকা উত্থিত হইয়া ভক্তগণের হৃদয় পরানন্দে পরিপূরিত করিয়াছে। স্বপ্রকাশ শ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাব-স্থানও স্বপ্রকাশ। তাঁহার প্রকাশে অনেক বাধাবিঘ্ন উত্থিত হইলেও প্রভুপাদ তাঁহার নিজজন—তাঁহার কৃপাসিদ্ধ ভক্তিদয়িত মাধবের সেবা অঙ্গীকার করিয়া স্থানটীর উদ্ধার সম্পাদন করাইলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তদভিন্ন বিগ্রহ শ্রীজগন্নাথদেবই অধুনা তাঁহাদের পরমপ্রিয়তম নিজজন প্রভুপাদের আবির্ভাব পীঠ ও সেই পীঠোপরি এক সুবিশাল অভ্রভেদী মন্দির প্রকাশ করাইলেন। তাঁহাদেরই শুভেচ্ছা ও প্রেরণায় শ্রীল প্রভুপাদের নিজজন শ্রীল মাধব গোস্বামী মহারাজের হৃদয়ে ঐ আবির্ভাবপীঠ আবিষ্কারের বাসনা অতীব বলবতী হইয়া উঠে। তিনি বহু বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া স্থানটীর উদ্ধার সাধন করতঃ তত্রত্য প্রভুপাদের আবির্ভাব কুটীরে তাঁহার নিত্যসেবা প্রকাশ করতঃ তৎসান্নিধ্যে দ্বিতল সেবকখণ্ডও প্রকাশ করিয়া অপ্রকটলীলা আবিষ্কার করেন। পরে তাঁহারই একান্ত ইচ্ছা পূরণার্থ ভক্তবাঞ্ছাপূর্ত্তিকারী ভক্তবৎসল ভগবান্ শ্রীহরিই আজ এই অভ্রভেদী সুরম্যমন্দির নির্ম্মাণের ব্যবস্থা করাইয়া তাহাতে তাঁহাদের আশ্রয়-বিগ্রহ প্রভুপাদসহ শ্রীবিগ্রহসেবা প্রকাশিত করাইলেন। তদ্বস্তু কৃষ্ণ তদীয় কার্ষ্ণবস্তুর সেবাপূজা ব্যতীত কখনই প্রসন্ন হন না। তাই কার্ষ্ণসহ কৃষ্ণই সর্ব্বতোভাবে জয়যুক্ত হউন। জয় ভক্তবৎসল ভগবান্ শ্রীজগন্নাথদেব-কী জয়। জয় শ্রীরাধাভাবকান্তি সুবলিত শ্রীগম্ভীরানাথ, শ্রীস্বরূপরূপ রঘুনাথ—শ্রীবার্ষভানবী দয়িত প্রাণনাথ শ্রীমন্মহাপ্রভু কী জয়। জয় দিব্যধাম শ্রীপুরুষোত্তম ধামকী জয়। ধামবাসী ভক্তবৃন্দ কী জয়। সপরিকর শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ কী জয়। তাঁহার দিব্যজন্ম, দিব্য-জন্মভূমি, দিব্যকর্ম্ম কী জয়! জয়! জয়! জয়!

শ্রীপুরুষোত্তমধামে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাবপীঠোপরি নবনির্ম্মিত শ্রীমন্দিরে শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা-মহোৎসব

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারী জগন্নাথদেবের অশেষ অনুগ্রহে গত ২১ শে মাঘ (১৩৮৮), ইং ৫ই ফেব্রুয়ারী (১৯৮২) শুক্রবার শ্রীশ্রীবরাহদ্বাদশী শুভবাসরে শ্রীপুরুষোত্তমধামে অস্মদীয় পরমারাধ্য গুরুপাদপদ্ম—শ্রীধাম মায়াপুরস্থ আকর মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠ ও তৎ বিশ্বব্যাপী শাখা শ্রীগৌড়ীয় মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীব্রহ্ম-মাধ্ব গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈক সংরক্ষক শ্রীশ্রীস্বরূপরূপানুগ আচার্য্যপ্রবর নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের পরমমঙ্গলময় আবির্ভাব-পীঠোপরি নবনির্ম্মিত নবচূড়াবিশিষ্ট অভ্রভেদী সু-উচ্চ সুরম্য শ্রীমন্দির এবং ঐ মন্দিরে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-রাধাকৃষ্ণ-শ্রীশ্রীজগন্নাথ-বলরাম সুভদ্রা-সুদর্শনচক্রাদি শ্রীবিগ্রহগণসহ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমূর্ত্তি-প্রতিষ্ঠা-কৃত্য মহাসঙ্কীর্ত্তনমুখে মহাসমারোহে নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়াছে। প্রতিষ্ঠাকালে পুরী শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের চারণগোষ্ঠী ও শ্রীনীলাদ্রি-সৎসঙ্গ শ্রীবিষ্ণুসহস্রনাম ও শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতা পারায়ণাদি দ্বারা স্বস্ত্যয়ন সম্পাদন করিয়াছেন।

শ্রীমন্দিরের জমি সংগ্রহ এবং ভিত্তি সংস্থাপন হইতে বিশাল মন্দির নির্ম্মাণ ও তাহাতে শ্রীবিগ্রহ-প্রাকট্যাদি যাবতীয় ব্যাপার—শ্রীভগবান্ ও তন্নিজজন শ্রীশ্রীল

প্রভুপাদের নিরঙ্কুশ শুভেচ্ছায় অতি অল্প সময়ের মধ্যেই অভাবনীয় ভাবে সুসম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামিপাদের হৃদয়ে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গজগন্নাথ-দেবই এক দিব্য প্রেরণা প্রদান পূর্ব্বক তাঁহাতে অদম্য উৎসাহ ও অভূতপূর্ব্ব শক্তি সঞ্চার করিয়া তৎসম্মুখাগত অত্যন্ত দুর্ল্লঙ্ঘ্য বিঘ্ন বিপদাদি অতিক্রম করাইয়া তদ্দ্বারা শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাব-স্থানটীর উদ্ধার সাধন করাইয়াছেন। পূজ্যপাদ মহারাজ ঐ আবির্ভাব-স্থলে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের শাখামঠ প্রতিষ্ঠা করতঃ তথায় নিত্যপূজা আরম্ভ করাইয়া এবং সেবকগণের জন্য কএকটি বাসগৃহ নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়া তথায় গত ১৯৭৮ সালে ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ প্রমুখ প্রাচীন সতীর্থগণকে লইয়া মহাসমারোহে শ্রীশ্রীগুরু-পাদপদ্মের প্রথম আবির্ভাবতিথিপূজা বা শ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসব সম্পাদনপূর্ব্বক গত ১৯৭৯ সালে তদারাধ্য-দেবের কৃপাকর্ষণে নিত্যলীলায় প্রবেশ করেন। তাঁহার বড় ইচ্ছা ছিল ঐ স্থানে একটি, সুরম্য মন্দির নির্ম্মিত হয়। আজ তাঁহারই সেই শুভেচ্ছানুসারে এই অভ্রভেদী সুরম্য মন্দির নির্ম্মিত হইয়া তাহাতে তাঁহার নিত্যা-রাধ্য শ্রীগুরুগৌরাঙ্গরাধাকৃষ্ণজগন্নাথবলরামসুভদ্রা জিউর শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। তিনি শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের নিত্যসিদ্ধ পরিচয়ের নামে শ্রীকৃষ্ণের নামকরণ করিতে ভাল বাসিতেন। কএকটি মঠে শ্রীশ্রীরাধানয়ননাথ, শ্রীশ্রীরাধানয়নানন্দ প্রভৃতি নাম তিনিই রাখিয়া গিয়াছেন। এজন্য নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট তাঁহারই সুখসাধনেচ্ছায় শ্রীগুরু-দেবের মূল আবির্ভাবপীঠস্থ শ্রীকৃষ্ণের নামকরণ করা হইল 'শ্রীরাধানয়নমণি' এবং শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও তাঁহার ইচ্ছানুসারে চতুঃসাম্প্রদায়িক বৈষ্ণবাচার্য্যের শ্রীমূর্ত্তিও শ্রীধামমায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্যমঠের মূলমন্দিরের আদর্শ অনুসারে শ্রীমন্দিরের বহির্দ্দেশস্থ চারিকোণে স্থাপন করা হইয়াছে। দক্ষিণাবর্ত্তক্রমে পরিক্রমা-পথে শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য, শ্রীমদ্ বিষ্ণুস্বামিপাদ, শ্রীমন্নিম্বাদিত্যাচার্য্য ও শ্রীমদ্ রামানুজাচার্য্যপাদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। শ্রীমন্দিরের সম্মুখে তিনটি দ্বার, পশ্চাতে একটি। গর্ভমন্দিরে প্রবেশ দ্বারের বামভাগের সিংহাসনে শ্রীবলদেব-সুভদ্রা-জগন্নাথ ও সুদর্শন চক্র, মধ্যবর্ত্তি সিংহাসনে শ্রীশ্রীগৌর-সুন্দর ও শ্রীরাধা-নয়নমণি জিউ এবং তাঁহাদের বিজয়-বিগ্রহ, শ্রীগিরিধারী ও শ্রীশালগ্রাম। তৎপরবর্ত্তি দক্ষিণ দিক্স্থ সিংহাসনে পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের মর্ম্মর-শৈলময়ী প্রমাণমূর্ত্তি ঠিক তাঁহারই আবির্ভাবস্থলোপরি উপবিষ্ট অবস্থায় বিরাজমান রহিয়াছেন।

শ্রীমন্দিরের ভিত্তি মৃত্তিকা-গহ্বরে ১১॥ (সাড়ে এগার) ফুট পর্য্যন্ত খনিত। শ্রীমন্দির উচ্চতায় সমতলভূমি হইতে চূড়া পর্য্যন্ত ১০০ ফিট। ১৯৮০ খৃষ্টাব্দের ২২ মার্চ্চ তারিখে প্রথম ভিত্তিখনন-কার্য্য আরম্ভ করা হয়। ঐ দিবস ভিত্তি মাত্র ৪ ফুট পর্য্যন্ত খনন করা হইয়াছিল। পরে ২৪।৩ তারিখে ১ ফুট খনন করা মাত্রই সুগন্ধি-ধূপ ও চন্দনের গন্ধযুক্ত মৃত্তিকা বাহির হইতে আরম্ভ হয়। ইঞ্জিনীয়ার শ্রীযুক্ত বিজয় রঞ্জন দে মহাশয় এবং তাঁহার সহায়তাকারী ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুব্রত পরমার্থী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবৈভব অরণ্য মহারাজ, শ্রীমদ্ গৌরাঙ্গপ্রসাদ ব্রহ্মচারী, শ্রীমৎ সুমঙ্গল ব্রহ্মচারী, শ্রীমৎ যশোদানন্দন ব্রহ্মচারী, শ্রীমদ্ অনঙ্গ-মোহন বনচারী, শ্রীমদ্ গতিকৃষ্ণ দাসাধিকারী প্রমুখ মঠ সেবকবৃন্দ এবং এই অলৌকিক সংবাদ পরম্পর লোকমুখে শ্রবণ করতঃ স্থানীয় বহু সজ্জন আসিয়া উহা প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়া যান। শাস্ত্রেও কথিত আছে, এই প্রকার দিব্যগন্ধযুক্ত মৃত্তিকা খুবই শুভলক্ষণ সূচক।

মন্দিরটি বারান্দাসহ ৩৭ ফুট ১০ ইঞ্চি পরিমিত। তন্মধ্যে চতুর্দ্দিকের বারান্দা ৭ ফুট ৮ ইঞ্চি প্রশস্ত। গর্ভমন্দির দেওয়ালসহ দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে ২২ ফুট ৬ ইঞ্চি। সুতরাং দুই দিকের বারান্দা ৭´ ৮´´ + ৭´ ৮´´ + গর্ভমন্দির ২২´ ৬´´ = ৩৭´ ১০´´। মন্দিরের উত্তর দিকের বারান্দা ৭´ ৮´´ বাদ দিলে শ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাবস্থলী আরম্ভ হয়। এই স্থলেই ভিত্তি খননকালে মৃত্তিকায় সুগন্ধের আঘ্রাণ পাওয়া যায়। আশ্চর্য্যের বিষয়, ইহার ৫।৬ মাস পরেও শ্রীমন্দিরের বারান্দা খনন সময়ও ঐরূপ দিব্যগন্ধ অনুভূত হইয়াছিল। মন্দিরটি চক্রধ্বজাদিসহ

১০০ ফুট উচ্চ, নয়টি চূড়া বিশিষ্ট, অতীব সুন্দর দর্শন হইয়াছে। গর্ভমন্দিরের শ্রীবিগ্রহগণ এবং মূল মন্দিরের বাহিরের চারিকোণস্থ চারি আচার্য্যের শ্রীমূর্ত্তিও অপূর্ব্ব নয়নমনোঽভিরাম শোভা ধারণ করিয়াছেন।

এই শ্রীমন্দিরের নির্ম্মাণকার্য্যে শ্রীপাদ পরমার্থী মহারাজ, শ্রীমদ্ ভারতী মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ, শ্রীপাদ কৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারী, শ্রীমদ্ গৌরাঙ্গ-প্রসাদ ব্রহ্মচারী, শ্রীমৎ শ্যামানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীমৎ সুমঙ্গল ব্রহ্মচারী, শ্রীমদ্ রাধাপ্রিয় ব্রহ্মচারী এবং শ্রীমদ্ যশোদা-নন্দনদাস ব্রহ্মচারী প্রমুখ মঠসেবকবৃন্দ অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন। শ্রীমদ্ গতিকৃষ্ণ দাসাধিকারী প্রভু সমগ্র মন্দিরটি বৈদ্যুতিক আলোকমালায় সুসজ্জিত করায় সহজসুন্দর শ্রীমন্দিরটি আরও অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছেন। উৎসবকালে আলোকসজ্জায় শ্রীমৎ পরেশানুভব ব্রহ্মচারীজীর সেবা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শ্রীমন্দিরের নয়টি চূড়াই আলোকমালায় সুসজ্জিত হওয়ায় তাহা অতীব চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। এতদ্ ব্যতীত শ্রীমৎ পরেশানুভব ব্রহ্মচারীজী জয়পুর হইতে শ্রীমন্দিরের জন্য মর্ম্মর প্রস্তর, শ্রীল প্রভুপাদের বৃহৎ শৈলী মূর্ত্তি এবং কলিকাতা হইতে মহাবিশ্বম্ভর — শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টধাতুমূর্ত্তি প্রভৃতি আনয়নকার্য্যে একাকী বহু পরিশ্রম করিয়াছেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ জয়পুর হইতে শৈলী শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি আনয়নে এবং শ্রীমন্ নবীনকৃষ্ণ ব্রহ্মচারীজী শ্রীধাম বৃন্দাবন হইতে শ্রীশ্রীরাধারাণীর মহাভারী অষ্টধাতু মূর্ত্তি আনয়নেও বহু পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিললিত গিরি মহারাজ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের বিজয়বিগ্রহ শ্রীধাম বৃন্দাবন হইতে কলিকাতা মঠ পর্য্যন্ত আনয়ন করেন, পরে শ্রীমন্ মদনগোপাল ব্রহ্মচারীজী তাঁহাদিগকে তথা হইতে পুরীধামে লইয়া আসেন। এইরূপে মহাভারী শ্রীবিগ্রহগণের আনয়নাদি সেবাকার্য্যে মঠবাসিভক্তবৃন্দের অপরিসীম পরিশ্রম, স্থৈর্য্য, ধৈর্য্য, বিচক্ষণতা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

শ্রীশ্রীজগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রা ও সুদর্শন জিউর দারুময় বিগ্রহ শ্রীভগবান্ যে স্থলে নীলমাধবরূপে বিরাজিত আছেন, সেই স্থান হইতেই আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। এই স্থানটি পুরী জেলান্তর্গত 'খণ্ডপাড়া গড়' নামে খ্যাত, খণ্ডপাড়া রাজার ভূতপূর্ব্ব রাজধানী। ঐ খণ্ডপাড়া গড় সহর হইতেই চারিবিগ্রহ আনা হইয়াছে। এতৎ সম্পর্কে ভক্তবর শ্রীমদ্ গতিকৃষ্ণদাসাধিকারীজীর সেবাচেষ্টা সবিশেষ প্রশংসনীয়া। শ্রীসুভদ্রাদেবীর বিগ্রহ প্রকাশ কালে এক অদ্ভুতপূর্ব্ব দৈব ঘটনা সংঘটিত হয়। শ্রীজগন্নাথ ও শ্রীবলদেবের বিগ্রহ নির্ম্মিত হইয়া গেলে সুভদ্রা বিগ্রহের দারুজন্য বিশেষ চিন্তার কারণ হয়। এই সময়ে দৈবক্রমে ঐ গ্রামের পার্শ্ববর্ত্তী এক গ্রামে এক ব্রাহ্মণের একটি সুলক্ষণান্বিত নিম্বরক্ষ সহসা ঝড়ে উৎপাটিত হয়। ব্রাহ্মণ সুভদ্রা বিগ্রহের দারু পাওয়া যাইতেছে না শুনিবামাত্র ঐ বৃক্ষটি পরমানন্দে বিনামূল্যে দান করেন। ভাস্কর মহাশয় উহা হইতে মূর্ত্তি প্রস্তুতকালে দারুগাত্রে স্বাভাবিকভাবেই চক্ষুরাদি অবয়ব প্রকটিত দেখিয়া অতীব বিস্মিত হন। পরে মঠসেবকগণ এবং বহু স্থানীয় সজ্জন উহা প্রত্যক্ষ করিয়া খুবই উল্লসিত হন এবং উহাকে একান্ত দৈবানুগ্রহ বলিয়া বিচার করতঃ সকলেই একবাক্যে শুদ্ধভক্তি স্বরূপিণী শ্রীসুভদ্রাদেবীর জয়গান করিতে থাকেন। শ্রীসুদর্শন চক্ররাজও ঐ বৃক্ষ হইতেই প্রকটিত। শ্রীজগন্নাথ বলরাম সুভদ্রা ও সুদর্শন এবং অন্যান্য সকল বিগ্রহই অপূর্ব্ব-দর্শন হইয়াছেন। নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট শ্রীশ্রীল মাধব মহারাজ আজ পরোক্ষে থাকিয়া তাঁহার দিব্যদর্শনে ঐ সকল শ্রীবিগ্রহের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য দর্শনে অবশ্যই আত্মহারা হইতেছেন। কিন্তু আমাদের মনে আজ বড়ই খেদ উঠিতেছে যে—আমরা এজন্মে আর তাঁহার সেই আনন্দ সাক্ষাদ্ভাবে দর্শন বা অনুভব করিতে পারিলাম না। স্বতন্ত্র কৃষ্ণের ইচ্ছা হৈল সঙ্গভঙ্গ!

পূজ্যপাদ শ্রীল মাধব মহারাজ শ্রীবিগ্রহের প্রতিষ্ঠাকার্য্য নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট পরম পূজনীয় ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিগৌরব বৈখানস মহারাজের সংগৃহীত শাস্ত্রীয় বিধানানুসারে সম্পাদন করিতে ভালবাসিতেন। তাই তাঁহারই মনোঽভীষ্ট পূরণার্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের বর্ত্তমান অধ্যক্ষ ও আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিভূদেব

শ্রৌতী গোস্বামী মহারাজ ও শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজের পৌরোহিত্যে গত ২২শে মাঘ, ৫ই ফেব্রুয়ারী শ্রীবিগ্রহপ্রতিষ্ঠা-দিবস প্রতিষ্ঠাঙ্গভূত অভিষেক, পূজা, ভোগরাগ ও আরাত্রিকাদি যাবতীয়কৃত্য সবিস্তারে বিশেষ সতর্কতার সহিত সম্পাদন করিয়াছেন। শ্রীমন্দিরের বহির্দ্দেশে দশ দিক্‌পাল পূজা, দ্বারদেবতা পার্শ্বদেবতা পূজা, বসুধারা এবং চারি আচার্য্যের প্রতিষ্ঠাকৃত্যাদিও যথাবিধি সুসম্পন্ন হইয়াছে। প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বদিবস শ্রীমন্দিরের চক্রদণ্ডাদি প্রতিষ্ঠাকার্য্য, বাস্তু যাগ এবং অভিষেকের ঘৃতাধিবাসন ও গন্ধাধিবাসনাদি কৃত্যও যথাবিধি সুসম্পন্ন হইয়াছে। এই সকল কার্য্যে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ, শ্রীমদ্ মথুরা প্রসাদ ব্রহ্মচারী, শ্রীমদ্ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী এবং পণ্ডিত শ্রীমদ্ বঙ্কিমচন্দ্র পণ্ডা তর্ক-তর্ক-তীর্থ প্রভৃতি বৈষ্ণবগণ বিশেষভাবে সহায়তা করিয়াছেন। প্রতিষ্ঠা-দিবস হোমকার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন উক্ত তর্কতীর্থ পণ্ডিত মহাশয়।

একটি আনন্দের বিষয়, গত ৩।২।৮২ তারিখে শ্রীবিগ্রহগণকে শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করাইবার সময়ে এবং ৪।২ তারিখে চক্র-প্রতিষ্ঠা-দিবস চক্র-অভিষেককালে দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করিয়া মঙ্গলসূচনা করিয়াছেন।

কলিকাতা নিবাসী শ্রীবাপী মাইতী, শ্রীকালীদাস অধিকারী, ও শ্রীপরেশচন্দ্র রায় মহাশয় প্রমুখ সজ্জনবৃন্দ শ্রীমন্দির ও শ্রীমঠদ্বারের সম্মুখস্থিত প্যাণ্ডেল বস্ত্রাভরণ ভূষিত ও বৈদ্যুতিক আলোকমালায় সুসজ্জিত করিবার কার্য্যে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া মঠবাসি বৈষ্ণবগণের প্রচুর প্রীতিভাজন হইয়াছেন। আমরা শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-চরণে তাঁহাদের নিত্যমঙ্গল প্রার্থনা করিতেছি।

শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহপ্রতিষ্ঠা-কার্য্যে যে সমস্ত সজ্জন তাঁহাদের প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা নানাভাবে সহায়তা করিয়াছেন ও করিতেছেন, আমরা তাঁহাদের সকলের নিকটেই চিরকৃতজ্ঞ। শ্রীভগবান ও তন্নিজজন শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণে সগোষ্ঠী তাঁহাদের নিত্যমঙ্গল প্রার্থনা করিতেছি। পৃথিবীর প্রায় সকল সভ্য ও সুশিক্ষিত জাতিই আজ যে শ্রীল প্রভুপাদের শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত বাণী শ্রবণের জন্য উৎকণ্ঠিত—লালায়িত, সেই জগদ্‌গুরু শ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাব-স্থানে তাঁহার শ্রীপাদপদ্মের চিরস্থায়ী স্মৃতি-চিহ্ন সংরক্ষণার্থ যে সুরম্য মন্দির শ্রীপুরীধামে প্রকটিত হইলেন, তজ্জন্য কৃতজ্ঞ, সমর্থ, বদান্য স্বয়ং শ্রীপুরুষোত্তম জগন্নাথদেবই তন্নিজজনের সেবা-সম্পর্কে কায় মনঃ প্রাণ নিয়োগ বা অর্থাদি আনুকূল্য-বিধানকারী সকলকেই প্রচুর কৃপা বিতরণ করিবেন, ইহা নিঃসংশয়িত সুনিশ্চিত সত্য। শ্রীভগবান্ যে তাঁহার ভক্তপ্রেমবশ্য—ভক্তবৎসল।

তাই 'মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা'—এই শ্রীমুখবাক্য দ্বারা তিনি তাঁহার নিজ পূজা অপেক্ষাও তাঁহার ভক্তের পূজাকে সমধিক মান প্রদান করিয়া বলিয়াছেন—

"আমার ভক্তের পূজা আমা হৈতে বড়।"

শাস্ত্রও তারস্বরে জানাইতেছেন—

"অর্চ্চয়িত্বা তু গোবিন্দং তদীয়ান্নার্চ্চয়েত্তু যঃ।
ন স ভাগবতো জ্ঞেয়ঃ কেবলং দাম্ভিকঃ স্মৃতঃ॥"

অর্থাৎ তদ্‌বস্তু শ্রীগোবিন্দের অর্চ্চন করিয়াও তদীয়বস্তু ভক্তের অর্চ্চনা না করিলে তিনি কখনও ভাগবত বা ভক্ত বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিবেন না, কেবল দাম্ভিক বলিয়াই স্মৃত হইবেন।

শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—

'যে মে ভক্তজনাঃ পার্থ ন মে ভক্তাশ্চ তে জনাঃ।
মদ্ভক্তানাঞ্চ যে ভক্তাস্তে তু ভক্তোত্তমাঃ মতাঃ॥

অর্থাৎ হে পার্থ, যাহারা 'আমার ভক্ত' বলিয়া বহুমানিত হইতে চাহে, তাহারা আমার প্রকৃত ভক্ত নহে, পরন্তু যাহারা আমার ভক্তগণের ভক্ত, তাহারাই আমার প্রকৃত উত্তমভক্ত বলিয়া সমাদৃত হয়।

শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিতেও "যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥" ["অর্থাৎ যাহার শ্রীভগবানে যে প্রকার পরাভক্তি, শ্রীগুরুপাদপদ্মেও ঠিক সেই প্রকার পরাভক্তি বিদ্যমান, সেই মহাত্মার সম্বন্ধেই শাস্ত্রের যথার্থ তাৎপর্য্য আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে অর্থাৎ তিনিই শাস্ত্রমর্ম্ম বুঝিতে সমর্থ হন।"] প্রভৃতি বাক্যে শ্রীভগবদভিন্নপ্রকাশবিগ্রহ শ্রীভগবৎ প্রিয়তম শ্রীভগবন্নিজজন গুরুপাদপদ্ম যে শ্রীভগবানেরই ন্যায় সমভাবে

সমাদরনীয়, তাহা স্পষ্টই উক্ত হইয়াছে। মহাবিষ্ণুর অবতার শ্রীমদ্ অদ্বৈতাচার্য্যপ্রভু শ্রীশ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদকে তাঁহার দীক্ষাগুরুরূপে বরণ লীলা করিয়া যে ভাবে শ্রীগুরুপাদপদ্মের আবির্ভাবতিথিপূজা মহাসমারোহে সম্পাদন করিবার মহদাদর্শ প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহা প্রত্যেক সদ্গুরুপাদপদ্মাশ্রিত শিষ্যের শ্রীগুর্ব্বাবির্ভাবতিথিপূজা-দিবসে বিশেষরূপে আলোচ্য। শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর তাঁহার শ্রীচৈতন্য ভাগবত গ্রন্থরাজের অন্ত্যখণ্ড ৪র্থ অধ্যায়ে লিখিতেছেন—

'মাধবপুরীর আরাধনার দিবসে।
সর্ব্বস্ব নিক্ষেপ করে অদ্বৈত হরষে॥
সেই তিথি পূজিবারে আচার্য্য গোসাঞি।
যত সজ্জ করিলেন তার অন্ত নাই॥'

—চৈঃ ভাঃ অ ৪।৪৪৩, ৪৪৪

এই তিথিতে স্বয়ং শ্রীশচীমাতা রন্ধন করিয়াছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভুসহ সগণে সেই মহোৎসবে যোগদান পূর্ব্বক অত্যদ্ভুত ভোগবৈচিত্র্য দর্শনে ও ভোজনে পরমানন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীগুরুপূজার এই বিরাট আড়ম্বরকে কোন গুরুভক্তই অনাবশ্যক ব্যয়বাহুল্য বলিয়া মনে করিবার ধৃষ্টতা বা দুর্ব্বুদ্ধি প্রকাশ করেন না, পরন্তু 'কিছুই করিতে পারিলেন না' বলিয়া নিজেকে অত্যন্ত অধন্যই জ্ঞান করিয়া থাকেন। শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবসেবায় ক্রমবর্দ্ধমান অনুরাগই শুদ্ধসেবার লক্ষণ।

ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে মঠাশ্রিত বহুভক্ত এবং শ্রীমঠের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন বহু সজ্জন ও মহিলা শ্রীপুরীধামে এই শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা মহোৎসবে যোগদান করতঃ আপনাদিগকে ধন্যাতিধন্য ও কৃতকৃতার্থ জ্ঞান করিয়াছেন। শ্রীমঠের সেবকগণেও স্থানাভাব হওয়ায় নিকটবর্ত্তী কয়েকটি ধর্ম্মশালায়ও যাত্রিগণের থাকিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। এজন্য ধর্ম্মশালার কর্ত্তৃপক্ষগণের প্রতি আমরা হার্দ্দী কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। বিরাট্ ব্যাপারে যাত্রিগণের পরিচর্য্যাদি বিষয়ে কিছু ত্রুটী বিচ্যুতি হইয়া থাকিলে তাঁহারা নিজগুণে তাহা ক্ষমা করিয়া লইবেন, ইহাই প্রার্থনা

বর্ষারম্ভে

'শ্রীচৈতন্যবাণী' পত্রিকা আজ দ্বাবিংশ বর্ষে শুভ পদার্পণ করিলেন। আমরা ১৬ই মাঘ শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে শুদ্ধা সরস্বতী জগন্মাতা শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর, ১৮ই মাঘ শুক্লা সপ্তমীতে গৌর-আনা-ঠাকুর মহাবিষ্ণুর অবতার শ্রীশ্রীমদ্ অদ্বৈত আচার্য্য প্রভুর, ২৩শে মাঘ শুক্লা ত্রয়োদশীতে মূলসঙ্কর্ষণ শ্রীবলদেবাভিন্ন শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর, ২৫ শে মাঘ মাঘীপূর্ণিমায় শ্রীশ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের শুভ আবির্ভাব তিথি পূজার এবং ১লা ফাল্গুন শ্রীকৃষ্ণাপঞ্চমী তিথিতে অস্মদীয় গুরুপাদপদ্ম শ্রীব্রহ্মমাধ্ব-গৌড়ীয় সম্প্রদায়ৈক সংরক্ষক শ্রীস্বরূপরূপানুগ আচার্য্যপ্রবর নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের ১০৮ বর্ষ পূর্ত্তি শুভ আবির্ভাবতিথিপূজা বা শ্রীব্যাসপূজার অনুষ্ঠানমুখে শ্রীপত্রিকার বর্ষারম্ভ বন্দনার সৌভাগ্য বরণ করিতেছি। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বন্দনার প্রাগ্ভাগে তৎপ্রিয়গোষ্ঠীর আবির্ভাবতিথির বন্দনার পরই শ্রীশ্রীগৌরাবির্ভাব পৌর্ণমাসীর বন্দনাই শিষ্টাচার ও সজ্জনপদ্ধতি বলিয়া বহুমানিত হন। তাই শ্রীচৈতন্যভাগবত গ্রন্থকর্ত্তা শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর মহাশয় গ্রন্থারম্ভে সর্ব্বাগ্রে শ্রীচৈতন্যপ্রিয়গোষ্ঠীর শ্রীচরণে দণ্ডবৎ প্রণতি জ্ঞাপন পূর্ব্বক অতঃপর মহামহেশ্বর শ্রীবিশ্বম্ভর কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীচরণ

বন্দনা করিতেছেন এবং তাহার কারণ প্রদর্শনমুখে বলিতেছেন—সর্ব্বেশ্বরেশ্বর শ্রীভগবান্ বিষ্ণুর আরাধনা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইলেও তাঁহার ভক্তের আরাধনা আবার তাঁহার আরাধনা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। কেননা তিনি যে তাঁহার ভক্তপ্রেমবশ্য—ভক্তবৎসল। তাঁহার ভক্তকে আদর না করিয়া তাঁহাকে আদর করিতে গেলে তিনি সে আদর গ্রহণ করা ত' দূরের কথা, সেই আদরকারী ব্যক্তিকে 'দাম্ভিক' বলিয়া গর্হণই করিয়া থাকেন। তাহার বহু আয়াস ও ব্যয়সাধ্য বহু মূল্য পূজোপকরণের দিকে ফিরিয়াও তাকান না, সুতরাং তাহার সকল পরিশ্রম ও অর্থব্যয় ভস্মে ঘৃতাহুতিতুল্য নিষ্ফলই হইয়া যায়। তাই গ্রন্থকার সর্ব্বাগ্রে ভক্তপূজার আদর্শ প্রদর্শনপূর্ব্বক শিক্ষা দিতেছেন—ভক্তকৃপায়ই যাবতীয় বিঘ্ননাশ ও অভীষ্ট সিদ্ধি হইয়া থাকে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থকার শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীও শ্রীগুরুবৈষ্ণবানুগত্যে ভগবৎপাদপদ্ম-স্মরণ-প্রভাবেই সমস্ত বিঘ্ননাশ ও অভীষ্টপূর্ত্তির কথা জানাইয়াছেন। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ও শ্রীগুরুবৈষ্ণবে রতি ব্যতীত শ্রীভগবৎসেবালাভের আশাকে সুদূরপরাহতা বলিয়া জানাইয়াছেন। যদিও শ্রীভগবান্ গীতায় "মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে" এই শ্রীমুখবাক্যে তৎপ্রপত্তিক্রমেই তাঁহার বহিরঙ্গা মায়ার কবল হইতে নিষ্কৃতি লাভের কথা জানাইয়াছেন, তথাপি জানিতে হইবে সেই ভগবৎপ্রপত্তি গুরূপসত্তিসাপেক্ষ। সদ্গুরুপাদাশ্রয়ে গুরুকৃপাব্যতীত সেই প্রপত্তি লভ্য হয় না। এজন্য মুণ্ডক বলিলেন—'তদ্বিজ্ঞানার্থং সদ্গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্।' গীতায় শ্রীভগবান্ কহিলেন—'তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া', শ্রীভাগবতও কহিলেন—'তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্।' ঠাকুর মহাশয়ও জানাইলেন—'সাধুগুরুকৃপা বিনা না দেখি উপায়।' ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদও গাহিতেছেন—"গুরুকৃপাজলে নিভাই' বিষয়-অনল রাধাগোবিন্দ বল রাধাগোবিন্দ বল।"

শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর মহাশয়ের ইষ্টদেব অর্থাৎ গুরুদেব সাক্ষাৎ শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু। তিনি কহিতেছেন—

ইষ্টদেব বন্দোঁ মোর নিত্যানন্দ রায়।
চৈতন্যের কীর্ত্তি স্ফুরে যাঁহার কৃপায়॥

—চৈঃ ভাঃ আ ১।০১

অর্থাৎ শ্রীগুরুদেব নিত্যানন্দ-কৃপায়ই শ্রীচৈতন্যের কীর্ত্তি স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয়।

"আমার ভক্তের পূজা আমা হৈতে বড়। সেই প্রভু বেদে ভাগবতে কৈলা দঢ়॥" এই পয়ারের তথ্যে বেদবাক্যের প্রমাণ প্রদর্শিত হইতেছে—

মুণ্ডকশ্রুতি (৩।১।১০) কহিতেছেন—

"তস্মাদাত্মজ্ঞং হ্যর্চ্চয়েদ্ ভূতিকামঃ।"

ব্রহ্মসূত্র ৩।৩।৫১ সংখ্যক ব্রহ্মসূত্রের গোবিন্দ-ভাষ্যে এই মন্ত্রার্থ এইরূপ ব্যাখ্যাত হইয়াছেঃ—

"আত্মজ্ঞং ভগবত্তত্ত্বজ্ঞং তদ্ভক্তমিত্যর্থঃ, ভূতিকামো মোক্ষ-পর্য্যন্ত-সম্পত্তিলিপ্সু রিত্যর্থঃ।"

অর্থাৎ আত্যন্তিক মঙ্গলেচ্ছু ব্যক্তি ভগবদ্ভক্তকে সেবা করিবেন।

৩।৩।৫৭ সংখ্যক ব্রহ্মসূত্রে শ্রীমধ্বভাষ্যধৃত পৌষায়ণ শ্রুতিবাক্যঃ—

"তানুপাস্ব তানুপচরস্ব তেভ্যঃ শৃণু হি তে ত্বামবন্ত"

অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তগণের উপাসনা কর, তাঁহাদিগের সেবা কর, তাঁহাদের নিকট হইতে শ্রবণ কর। তাঁহারা তোমাকে রক্ষা করিবেন।

শ্বেতাশ্বতরবাক্য "যস্য দেবে পরাভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥" সর্ব্বজনবিদিত।

শ্রীমদ্ভাগবতেও (ভাঃ ১১।১৯।২১) "মদ্ভক্ত পূজাভ্যধিকা"—ভক্তরাজ উদ্ধবপ্রতি এই শ্রীমুখবাক্যে তাঁহার পূজা হইতেও তাঁহার ভক্তের পূজার শ্রেষ্ঠতা জ্ঞাপন করিতেছেন।

আদি পুরাণে শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—হে পার্থ, যাহারা নিজদিগকে আমার ভক্ত বলিয়া পরিচয় দিতে চাহে, তাহারা আমার প্রকৃত ভক্ত নহে; কিন্তু যাহারা আমার ভক্তের ভক্ত, তাহারাই আমার ভক্ততম বলিয়া বিচারিত—(যে মে ভক্তজনাঃ পার্থ ইত্যাদি শ্লোক দ্রষ্টব্য)। পাদ্মোত্তর-

বাক্যেও দৃষ্ট হয় —অর্চ্চয়িত্বা তু গোবিন্দং····স্মৃতঃ॥ তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন বৈষ্ণবান্ পূজয়েত সদা। সর্ব্বং তরতি দুঃখৌঘং মহাভাগবতার্চ্চনাৎ॥" অর্থাৎ তদ্বস্তু গোবিন্দের অর্চ্চনা করিয়াও তদীয় গোবিন্দের ভক্তের অর্চ্চনা না করিলে সেই কেবল-গোবিন্দ-পূজক দাম্ভিক বলিয়া স্মৃত হয়। সুতরাং সর্ব্বপ্রযত্নে সর্ব্বদা বৈষ্ণবগণের পূজা করিবে, মহাভাগবত বৈষ্ণবার্চ্চন প্রভাবে সকল দুঃখ হইতে ত্রাণ লাভ করিবে।' তাই শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন দাস লিখিয়াছেন

"এতেকে করিনু আগে ভক্তের বন্দন।
অতএব আছে কার্য্যসিদ্ধির লক্ষণ॥
—চৈঃ ভাঃ আঃ ১।১০

ব্রহ্মসূত্র ৩।৩।৫১ গোবিন্দভাষ্যধৃত শাণ্ডিল্যস্মৃতি-বাক্যেও দৃষ্ট হয়—

"সিদ্ধির্ভবতি বা নেতি সংশয়োঽচ্যুতসেবিনাম্।
ন সংশয়োঽত্র তদ্ভক্তপরিচর্য্যারতাত্মনাম্॥
কেবলং ভগবৎপাদসেবয়া বিমলং মনঃ।
ন জায়তে যথা নিত্যং তদ্ভক্তচরণার্চ্চনাৎ॥"

অর্থাৎ কেবল অচ্যুতচরণসেবিগণের সিদ্ধিলাভ হইবে কি না হইবে, এবিষয়ে সংশয় উপস্থিত হয়; কিন্তু তদ্ভক্তপরিচর্য্যারতচিত্ত ব্যক্তিগণের সেপ্রকার সংশয়োদয়ের কোন অবকাশই উপস্থিত হয় না। নিত্য ভগবদ্ভক্তের চরণার্চ্চনদ্বারা যেমন মন শীঘ্র শীঘ্র নির্ম্মল হয়, কেবলমাত্র ভগবৎপাদপদ্ম সেবাদ্বারা তদ্রূপ হয় না।

শাস্ত্রে এই প্রকারে ভগবদ্ভক্তপূজার ভূরি ভূরি মাহাত্ম্য দেখা যায়। ভক্তপ্রেমবশ্য ভগবৎকৃপা তাঁহার ভক্তকৃপানুগামিনী বলিয়া শাস্ত্রে তারস্বরে বিঘোষিত হইয়াছে। এই জন্যই শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন দাস ভক্তবন্দনাকেই শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দমহিমাবর্ণনরূপ কার্য্যসিদ্ধি বা অভীষ্টসিদ্ধির অনুকূল লক্ষণ বলিয়া বিচার করিলেন।

আমরাও তদ্রূপ তদানুগত্যে সাক্ষাৎ শ্রীপুরুষোত্তম-ধামে শ্রীগুরুপাদপদ্মের আবির্ভাবপীঠে ১০৮শ্রী—১০০৮শ্রী বা অনন্তশ্রী বা সৌন্দর্য্যবৈভব বিভূষিত শ্রীগুরুপাদপদ্মের পরমমঙ্গলময়ী ১০৮ বর্ষ-পূর্ত্তি আবির্ভাবতিথিতে তদীয় শ্রীপাদপদ্মকে পরমমঙ্গলসূচক ১০৮ প্রদীপালোকে নীরাজন—নির্ম্মঞ্ছন বা আরতি করিবার সৌভাগ্য বরণপূর্ব্বক শ্রীচৈতন্যবাণীর মূর্ত্তবিগ্রহ তাঁহার দিব্যজ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত হইয়া তাঁহার অপ্রাকৃত স্বরূপবৈভব দর্শনের ও বর্ণনের সৌভাগ্য লাভ করিতে পারি, ইহাই তচ্চরণে আমাদের একান্ত সকাতর প্রার্থনা।

জগদ্গুরু প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্মপূজা বা শ্রীশ্রীব্যাস-পূজার পর আমরা জগদ্গুরু 'বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভু' শ্রীশ্রীশিবচতুর্দ্দশীতিথিতে মহাভাগবতবর শ্রীশ্রীশিবপূজা করিবারও সৌভাগ্য প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাদের কৃপাশীর্ব্বাদে আমরা শ্রীগৌরাবির্ভাবতিথিপূজার সৌভাগ্য প্রাপ্ত হইবার অমৃতসিন্ধুময়ী আশাও পোষণ করিতেছি। আমরা পঞ্চোপাসকগণের ন্যায় শক্তি গণপতি সূর্য্য ও শিবকে শ্রীবিষ্ণু হইতে স্বতন্ত্র ঈশ্বর বুদ্ধি করি না। শ্রীবিষ্ণু-পূজানির্ম্মাল্য প্রসাদাদিদ্বারা বৈষ্ণবতত্ত্বের পূজা বিহিত হওয়ায় আমরা বৈষ্ণবরাজ শ্রীশিবকে গাঁজাসিদ্ধিআকন্দ-ধুস্তূরা বা ধুতুরা প্রভৃতি তামসিক বস্তুদ্বারা পূজা করি না। তদ্বস্তুর নির্ম্মাল্যদ্বারাই তদীয়-পূজা বিহিত হয়। আমরা সেই তদীয় তত্ত্বের নিকট তত্তত্ত্ব শ্রীভগবৎপাদপদ্মে শুদ্ধা ভক্তিই প্রার্থনা করিয়া থাকি, ইহাই তদীয়-বস্তুর শুদ্ধ সাত্ত্বিক আরাধনা।

আমরা আমাদের শ্রীপত্রিকার নববর্ষারম্ভে গ্রাহক গ্রাহিকা পাঠক পাঠিকা—সকলকেই আমাদের হার্দ্দ অভিনন্দন ও যথাযোগ্য অভিবাদন জ্ঞাপন করিতেছি। সকলেই প্রসন্ন হউন।

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ৬.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৩.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা .৫০ পঃ। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। পত্রিকার গ্রাহক যে কোন সংখ্যা হইতে হওয়া যায়। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইতে সঙ্ঘ বাধ্য নহেন। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫ পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে

৬ ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬ ফোন-৪৬-৫৯০০।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১) প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত—ভিক্ষা ১.০০

(২) শরণাগতি—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত— ,, .৮০

(৩) কল্যাণকল্পতরু ,, ,, ,, ,, ১.২০

(৪) গীতাবলী ,, ,, ,, ,, ১.০০

(৫) গীতমালা ,, ,, ,, ,, ১.১০

(৬) জৈবধর্ম্ম (রেক্সিন বাঁধান) ,, ,, ,, ,, ১৬.০০

(৭) মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ)—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী— ভিক্ষা ১.৫০

(৮) মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ) ঐ ,, ২.০০

(৯) শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)— ,, .৮০

(১০) উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)— ,, ১.০০

(১১) শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত—শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত — ,, ১.৭৫

(১২) SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by THAKUR BHAKTIVINODE — Re. 1.00

(১৩) শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে উচ্চ প্রশংসিত বাঙ্গালা ভাষার আদি কাব্যগ্রন্থ — শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয় — — — ভিক্ষা ৮.০০

(১৪) ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত — — ,, ২.০০

(১৫) শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার— ডাঃ এস্, এন ঘোষ প্রণীত — ,, ১.০০

(১৬) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত] — — ,, ১৬.০০

(১৭) প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত) — ,, .৫০

(১৮) একাদশীমাহাত্ম্য — — — ,, ২.৫০

অতিমর্ত্ত্য বৈরাগ্য ও ভজনের মূর্ত্ত আদর্শ—

(১৯) গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস — শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত — ,, ৩.০০

(২০) শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য — — ,, ২.৫০

(২১) শ্রীমদ্ভাগবত-মাহাত্ম্য — — — — ,, ২.০০

(২২) সচিত্র ব্রতোৎসবনির্ণয়-পঞ্জী

গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অবশ্য পালনীয় শুদ্ধতিথিযুক্ত ব্রত ও উপবাস-তালিকা সম্বলিত এই সচিত্র ব্রতোৎসবনির্ণয়-পঞ্জী শুদ্ধবৈষ্ণবগণের উপবাস ও ব্রতাদিপালনের জন্য অত্যাবশ্যক।

ভিক্ষা—১.০০ পয়সা। অতিরিক্ত ডাকমাশুল—০.২৫ পয়সা।

দ্রষ্টব্য ঃ—ভিঃ পিঃ যোগে কোন গ্রন্থ পাঠাইতে হইলে ডাকমাশুল পৃথক্ লাগিবে।

প্রাপ্তিস্থান ঃ—কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থবিভাগ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬

মুদ্রণালয় ঃ—

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-৭০০০২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

দ্বাবিংশ বর্ষ

২য় সংখ্যা

চৈত্র

১৩৮৮

শ্রীপুরীধামে শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
আবির্ভাবপীঠোপরি শ্রীমন্দির

সম্পাদক
রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ প্রবর্ত্তিত

একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি :—

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ :—

১। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ

কার্য্যাধ্যক্ষ :—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর :—

মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ :—

মূল মঠ :—১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ :—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬। ফোন : ৪৬-৫৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-৭০০০২৬

৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

৫। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর

৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৭। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৮। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-৫০০০০২(অঃ প্রঃ) ফোন : ৪৬০০১

১০। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ (আঃ) ফোন : ২৭১৭০

১১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর ৭৮৪০০১ (আসাম)

১২। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ (নদীয়া)

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া-৭৮৩১০১(আসাম)

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়—১৬০০২০ (পাঃ) ফোঃ ২৩৭৮৮

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড, পোঃ পুরী-৭৫২০০১(উড়িষ্যা)

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথমন্দির, পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১(ত্রিঃ) ফোঃ ১১৯৭

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন, জিলা—মথুরা

১৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড, পোঃ দেরাদুন ২৪৮০০১ (ইউ, পি)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন :—

১৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার, জেঃ কামরূপ (আসাম)

২০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ॥"

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, চৈত্র, ১৩৮৮
২২শ বর্ষ } ২০ বিষ্ণু, ৪৯৬ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ চৈত্র, সোমবার, ২৯ মার্চ্চ, ১৯৮২ { ২য় সংখ্যা

শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের বক্তৃতা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ২২শ বর্ষ ১ম সংখ্যা ৪র্থ পৃষ্ঠার পর]

কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ, হঠযোগ, রাজযোগ প্রভৃতিই অভক্তিযোগ। উহারা কখনও অপ্রতিহতা অহৈতুকী মুকুন্দসেবা নহে। 'চব্বিশঘণ্টার ভিতরে চব্বিশঘণ্টাকাল কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণ ব্যতীত জীবের আর অন্য কোন কর্ত্তব্য হইতে পারে না'—জীবের যখন এইরূপ উপলব্ধি হয়, তখনই তিনি ব্যাসদেবের ন্যায় জ্যোতিরভ্যন্তরে শ্যামসুন্দর পূর্ণপুরুষকে দর্শন করিতে পারেন। পূর্ণপুরুষ কৃষ্ণে যাঁহার পূর্ণ বিশ্বাস, তিনি স্বতন্ত্রভাবে অন্য দেবদেবীর পূজা করেন না। তিনি "যথা তরোর্মূলনিষেচনেন তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ"—এই ভাগবতীয় বাক্যটী জানেন। অপূর্ণ বস্তুর পূজা দ্বারা অন্য অপূর্ণ বস্তুর ঈর্ষা উপস্থিত হয়। কিন্তু কৃষ্ণে পরমপরিপূর্ণতা বিরাজমান। শ্রীসঙ্কর্ষণ-প্রদ্যুম্নাদি অথবা মূল-প্রকাশবিগ্রহ বলদেব হইতে প্রকটিত সকলেই কৃষ্ণচন্দ্রে অবস্থিত। মায়াও কৃষ্ণে অবস্থিত—গর্হিত ভাবে পশ্চাদ্দেশে। অসুরমোহনার্থ ভগবান্ শাক্যসিংহের 'প্রকৃতিতে নির্ব্বাণ' বলিয়া যে নাস্তিক্যবাদ-প্রচার, বা 'ঈশ্বরকৃষ্ণের' সাংখ্যকারিকা লিখিত 'প্রকৃতিলয়' প্রভৃতি যে-সমস্ত কথা, তাহা কুদার্শনিকের মতবাদ। মায়া বা প্রকৃতি পূর্ণপুরুষত্বের কোনরূপ হানি করিতে পারে না, কিন্তু 'মায়া' বলিতে পূর্ণপুরুষকে লক্ষ্য করে না। পূর্ণপুরুষ কখনও জীবকে সম্মোহন করেন না। মায়া স্বীয় বিক্ষেপাত্মিকা ও আবরণীরূপা বৃত্তিদ্বয়দ্বারা জীবকে আচ্ছাদন করেন। মায়া সর্ব্বদা পূর্ণপুরুষের প্রসাদ-প্রদানার্থ প্রস্তুত, কিন্তু যাহারা নিষ্কপটভাবে পূর্ণ-পুরুষের প্রসাদগ্রহণে অনিচ্ছুক, মায়া তাহাদিগকেই অভিভূত করিয়া থাকেন।

কৃষ্ণসেবা ব্যতীত নিত্য-কৃষ্ণদাস বৈষ্ণবের অন্য কোনও চেষ্টা নাই। কৃষ্ণবিস্মৃতি হইতেই জীবের দেহাত্মাভিমান উদিত হয়। জীব তখন 'আমি নিত্য-কৃষ্ণদাস' এই কথা ভুলিয়া গিয়া স্থূল ও লিঙ্গদেহে আমিত্বের আরোপ করিয়া মায়ার দাস্য করিতে ধাবিত হয়। স্বরূপতঃ বৈষ্ণব হইলেও নিজকে অবৈষ্ণব-বুদ্ধি করিবার যোগ্যতা তাহার আছে।

হৃদয়ের সুপ্ত সিদ্ধভাবকে উন্মুখ ইন্দ্রিয়সমূহ দ্বারা সাধন করিয়া প্রকট বা পরিস্ফুট করিতে হয়। জাতরতি ব্যক্তি পাঁচপ্রকার-রতিবিশিষ্ট হইয়া স্বারসিকী রতির

দ্বারা বিষয়বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়া থাকেন। ধর্ম্ম, অর্থ ও কামাদি-লাভের জন্য যে ঈশ্বরারাধনার অভিনয়, তাহা কৃষ্ণসেবা নহে। ধর্ম্মকামী ব্যক্তি সূর্য্যের উপাসনা, অর্থকামী ব্যক্তি গণেশের উপাসনা, কামকামী ব্যক্তি শক্তির উপাসনা এবং মোক্ষকামী ব্যক্তি শিবের উপাসনা করিয়া থাকেন। দেবগণকে খাজাঞ্চি করিয়া লইয়া তাঁহাদের দ্বারা নিজের সেবা করাইয়া লইবার চেষ্টা হইতেই পঞ্চোপাসনার উৎপত্তি কিন্তু কৃষ্ণসেবা তাদৃশী নহে; কৃষ্ণসেবা—অপ্রাকৃত শ্রীকামদেবের সেবা—শুদ্ধ-চেতনের অস্মিতার দ্বারা শ্রীশ্যামসুন্দরের পাদপদ্মের নিত্যা অহৈতুকী অপ্রতিহতা সেবা—অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের ও অপ্রাকৃত মনের কার্য্য। জড়-মনের যাবতীয় কার্য্য-সমূহ বহির্জ্জগতের আশ্রয়ে সংঘটিত হয় (চৈঃ চঃ অন্ত্য ৪র্থ পঃ)—

"দীক্ষা-কালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ।
সেইকালে কৃষ্ণ তাঁরে করে আত্মসম॥
সেই দেহ করে তাঁর চিদানন্দময়।
অপ্রাকৃত-দেহে কৃষ্ণের চরণ ভজয়॥"

আরোপের বা অন্তশ্চিন্তিত কাল্পনিক মনোময় দেহের দ্বারা নশ্বর চেষ্টার অনুরূপ তথা-কথিত কৃষ্ণসেবার কথা গোস্বামিপাদগণ কখনও বলেন নাই। আমরা যে আবহাওয়ায় আছি, তাহাতে লোককে বুঝান যায় না বলিয়া অচিন্ত্যভেদাভেদ-বিচারে মনোবৃত্তির ক্রিয়ার আধারকে পরিবর্ত্তন করিয়া সিদ্ধদেহের ভূমিকায় নিয়োগাভিপ্রায়ে (চৈঃ চঃ মধ্য ২২শ পঃ)—'মনে নিজ সিদ্ধ-দেহ করিয়া ভাবন। রাত্রিদিন চিন্তে রাধাকৃষ্ণের চরণ॥" প্রভৃতি বাক্য বলা হইয়াছে। ইহ-জগতের স্থূল ও লিঙ্গ দেহের দ্বারা অপ্রাকৃতবস্তুর সেবা হয় না। যখন আমাদের অপ্রাকৃত দেহের দ্বারা অপ্রাকৃত কৃষ্ণ-বস্তুর সেবা হইতে থাকে, তখন বাহ্য-দেহে তাহার স্পন্দনক্রিয়া দেখিতে পাওয়া যায় মাত্র।

"অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্‌গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ॥"

—এই কথা শ্রীগৌরসুন্দর যে শ্রীরূপ-গোস্বামিপ্রভুকে বলিয়াছেন, সেই শ্রীরূপের পশ্চাতে অনুগমন না করায় আমাদের দুর্ভাগ্যের পরাকাষ্ঠা আমরা বেশ উপলব্ধি করিতে পারিতেছি। সম্বন্ধজ্ঞানবিশিষ্ট অপ্রাকৃত দেহের দ্বারা যখন আমরা শ্রীকৃষ্ণসেবা করিবার জন্য লুব্ধ হই, তখন আমাদের বাহিরের দেহও মায়ার পূজা না করিয়া সর্ব্বদা বৈকুণ্ঠ-নামগ্রহণে উৎকণ্ঠিত হয়। তখন (ভাঃ ১০।৩৫।৯)—

"বনলতাস্তরব আত্মনি বিষ্ণুং ব্যঞ্জয়ন্ত্য ইব পুষ্পফলাঢ্যাঃ।
প্রণতভারবিটপা মধুধারাঃ প্রেমহৃষ্টতনবো ববৃষুঃ স্ম॥"

অর্থাৎ 'পুষ্পফলাঢ্যা বনলতা, বিটপীসকল ও ভারাবনত কৃষ্ণপ্রেমোৎফুল্লতনু বনস্পতিরাজি, আত্মগত শ্রীকৃষ্ণকে প্রকট করিয়া মধুধারা বর্ষণ করিয়াছিলেন।' (চৈঃ চঃ মধ্য ৮ম পঃ)—

"স্থাবর জঙ্গম দেখে, না দেখে তার মূর্ত্তি।
সর্ব্বত্র স্ফুরয়ে তাঁর ইষ্টদেব-মূর্ত্তি॥"

মহাভাগবত এইরূপ মনে করেন,—'সকলেই বিষ্ণুর উপাসনায় মত্ত, কেবল আমিই বিষ্ণু-বিমুখ, আমি প্রাণপ্রভুর সেবা করিতে পারিলাম না।'—যেমন শ্রীগৌরসুন্দর বলিয়াছিলেন (চৈঃ চঃ মধ্য ২য় পঃ)—

"ন প্রেমগন্ধোঽস্তি দরাপি মে হরৌ
ক্রন্দামি সৌভাগ্যভরং প্রকাশিতুম্।
বংশীবিলাস্যাননলোকনং বিনা
বিভর্ম্মি যৎপ্রাণপতঙ্গকান্ বৃথা॥"

হায়, কৃষ্ণে আমার লেশমাত্রও প্রেমগন্ধ নাই! তবে যে আমি ক্রন্দন করি, তাহা কেবল নিজের সৌভাগ্যাতিশয্য প্রকাশ করিবার জন্য। বংশীবদন শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রানন-দর্শন বিনা আমার প্রাণপতঙ্গধারণ বৃথাই হইতেছে মাত্র। (চৈঃ চঃ অন্ত্য ২০শ পঃ)—

"প্রেমের স্বভাব যাঁহা প্রেমের সম্বন্ধ।
সেই মানে,—'কৃষ্ণে মোর নাহি ভক্তিগন্ধ'॥"

শ্রীবল্লভাচার্য্য যখন শ্রীমন্মহাপ্রভুকে আড়াইল-গ্রামে লইয়া যাইতেছিলেন, তখন শ্রীবল্লভ-ভট্টের বিচারপ্রণালী দেখিয়া মহাপ্রভু স্বীয় ভাব সম্বরণ করিলেন (চৈঃ চঃ মধ্য ১৯শ পঃ)—

"ভট্টের সঙ্কোচে প্রভু সম্বরণ কৈলা।
দেশ-পাত্র দেখি' মহাপ্রভু ধৈর্য্য হৈলা॥"

আবার একদিন রায়-রামানন্দের সহিত মিলনে মহাপ্রভুর প্রেমোল্লাস হইলে বৈদিক-ব্রাহ্মণগণের বিচার-প্রণালী দেখিয়া মহাপ্রভু ভাব সম্বরণ করিয়াছিলেন। (চৈঃ চঃ মধ্য ৮ম পঃ)—

"বিজাতীয় লোক দেখি' কৈলা সম্বরণ।"

"আপন-ভজনে কথা না কহিবে যথা-তথা"—ইহাই আচার্য্যগণের আদেশ ও উপদেশ।

অত্যন্ত গুহ্যাদপি গুহ্য রাইকানুর রসগানের পদাবলী যদি আমাদের মত লম্পট-ব্যক্তি হাটে-বাজারে ঘাটে-বাটে-মাঠে যা'র তা'র কাছে গান বা বর্ণন করে, তবে কি উহা-দ্বারা জগজ্জঞ্জাল উপস্থিত হয় না? বাহ্যজগতের প্রতীতি প্রবল থাকিতে আমরা যে যাজন করিতেছি বলিয়া অভিমান করি, তাহা নিরর্থক। আমার কি লেশমাত্রও ভগবানের জন্য অনুরাগ হইয়াছে?—একবার নিষ্কপটে অন্তরাত্মাকে জিজ্ঞাসা করিলে বুঝা যায়।

ইহা-দ্বারা বলা হইতেছে না যে, ভজনের ক্রিয়া ছাড়িয়া দিতে হইবে। বলা হইতেছে যে, অধিকারানুযায়ী ক্রমপথানুসারে অগ্রসর হইতে হইবে,—

"আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া।
ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাৎ ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ॥
অথাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি।
সাধকানাময়ং প্রেম্ণঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ॥"

সদ্গুরুর শ্রীচরণাশ্রয় ব্যতীত আমাদের ভজনক্রিয়া বা অনর্থনিবৃত্তির সম্ভাবনা নাই। অনর্থনিবৃত্তি না হইলে শ্রীকৃষ্ণসেবায় নৈরন্তর্য্য ও রুচি হইতে পারে না। যেদিন আমরা সেবক-বিগ্রহ শ্রীগুরুদেবকে চৈতন্যদেবের সহিত অভিন্ন বলিয়া উপলব্ধি করিতে পারিব, সেই-দিনই আমাদের শ্রীগৌরসুন্দরের সেবা-লাভ হইবে। সেইদিন আমরা আমাদের বিভিন্ন সিদ্ধ স্থায়ী আত্মরতিতে শ্রীরাধা-গোবিন্দের নিভৃতসেবা করিতে থাকিব। তৎকালে ব্রহ্মানুসন্ধান পর্য্যন্ত আমাদের নিকট নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর ও অপ্রয়োজনীয় বলিয়া বোধ হইবে,—মহান্ত-গুরুদেবকে যখন সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের নিজ-জন বলিয়া উপলব্ধি হয়, তখনই শ্রীরাধা-গোবিন্দের লীলাকথা আমাদের শুদ্ধ নির্ম্মল হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয়। তখন শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর চম্পকাভা-দ্বারা উদ্ভাসিত, শ্রীমতীর উদ্‌ঘূর্ণা-চিত্রজল্পাদি-চেষ্টা-দ্বারা প্রফুল্লিত শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীরূপ-দর্শন আমাদের ভাগ্যে ঘটে।

প্রেমদাতা শ্রীগৌরসুন্দরের পরিকর মধ্যে গণিত হইলে জীবের আর প্রেমদান লীলা ব্যতীত অন্য কোনও কার্য্য থাকে না। তখন শ্রীগৌরসুন্দরের—

"পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম।
সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥"

—এই বাণী স্মরণ করিয়া, শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীহরিদাসের প্রতি শ্রীগৌরচন্দ্রের যে আজ্ঞা—সেই আজ্ঞার বাহকসূত্রে 'পিয়নের' কার্য্য করিতে থাকিব। তখন সকলজীবের দ্বারে-দ্বারে গিয়া বলিব,—

"ভজ কৃষ্ণ, কহ কৃষ্ণ, লহ কৃষ্ণ নাম।
কৃষ্ণ পিতা, কৃষ্ণ মাতা, কৃষ্ণ ধন-প্রাণ॥"

তখন শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতের (৯০ সংখ্যা) অনুসরণে এই বলিয়া ভিক্ষা করিব ;—

"দন্তে নিধায় তৃণকং পদয়োর্নিপত্য
কৃত্বা চ কাকুশতমেতদহং ব্রবীমি।
হে সাধবঃ সকলমেব বিহায় দূরাৎ
চৈতন্যচন্দ্রচরণে কুরুতানুরাগম্॥"

অসৎসঙ্গ

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]

অসৎসঙ্গত্যাগ,—এই বৈষ্ণব-আচার।
'স্ত্রীসঙ্গী'—এক অসাধু, 'কৃষ্ণাভক্ত' আর॥
(শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ২২।৮৪)

—শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশ এই। সর্ব্বকালে ও সর্ব্বস্থলে অসৎসঙ্গ-পরিত্যাগই বৈষ্ণবজনের আচরণ। একস্থানে বসিলে বা একনৌকায় নদীপার হইলে সঙ্গ হয় না।

উভয়ের প্রীতি ও আসক্তির সহিত কোন কর্ম্ম কৃত হইলে তাহাকেই 'সঙ্গ' বলে। অসতের সঙ্গে প্রীতিসহকারে অসদ্-বিষয়ের আলোচনা করাই অসৎসঙ্গ। অসৎ দুই প্রকার—স্ত্রীসঙ্গী ও কৃষ্ণাভক্ত। স্ত্রীসঙ্গে যাহাদের প্রীতি, তাহারাই স্ত্রীসঙ্গী। কনক-কামিনী-মুগ্ধ সংসারী জীব, তথা ললনা-লোলুপ সহজিয়া, বাউল, সাঁই প্রভৃতি ছলধর্ম্মিগণ ও বামাচারী তান্ত্রিকগণ—ইহারা সকলেই স্ত্রীসঙ্গীর উদাহরণ-স্থল। মূলকথা, যে সমস্ত পুরুষ স্ত্রীতে প্রীতি করে এবং যে-সমস্ত স্ত্রী পুরুষে আসক্ত, তাহারাই স্ত্রীসঙ্গী বলিয়া কথিত হইয়াছে। বৈষ্ণবজন সর্ব্বপ্রযত্নে তাদৃশ স্ত্রীসঙ্গীর সঙ্গ পরিত্যাগ করিবেন, ইহাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর আজ্ঞা।

কতকগুলি লোক শুষ্কজ্ঞান ও শুষ্কবৈরাগ্যবলে যোষিৎসঙ্গ হইতে দূরে থাকে; কিন্তু তাহারা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের উপাসনা করে না। তাহারাই দ্বিতীয় শ্রেণীর অসৎ—কৃষ্ণ অভক্ত। কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী, দেবান্তর-উপাসক, মায়াবাদী, নাস্তিক ইত্যাকার নানা-প্রকারে কৃষ্ণাভক্তগণ পরিদৃশ্যমান হইয়া থাকে। বৈষ্ণবগণ যত্ন-সহকারে তাহাদের সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধবুদ্ধিভক্তগণের সহিত সঙ্গ করিয়া থাকেন; যদিও উপরিউক্ত কৃষ্ণভক্তগণের মধ্যে কেহ কেহ অল্পপরিমাণে ঈশ্বরসম্বন্ধে সচেষ্ট, তথাপি যতদিন তাহারা প্রাকৃতগুণ-বন্ধনমুক্ত না হয়, ততদিন তাহাদের কৃষ্ণেতর ভজনে স্বাভাবিকী নিষ্ঠাই বর্ত্তমান থাকে এবং তাহাদিগের প্রাকৃত চিত্তে প্রাকৃত ক্ষোভ সর্ব্বদাই ক্রিয়া করে। প্রাকৃত বিষয়সমূহ অসৎ বলিয়া ভক্তের পরিত্যাজ্য। কৃষ্ণাভক্তগণ অপ্রাকৃত অধিকার লাভ করিলেই কৃষ্ণভক্ত হইয়া পড়ে; কিন্তু যতদিন তাহারা প্রাকৃতবুদ্ধি থাকে, ততদিন ভক্তগণ অসজ্‌জ্ঞানে তাহাদের সঙ্গ করিতে পরাঙ্মুখ হন।

স্ত্রীসঙ্গী ও কৃষ্ণাভক্ত—এই দুই প্রকার অসতের মধ্যে আবার দুইটি শ্রেণী লক্ষিত হয়। প্রথম শ্রেণীর অসৎ—অজ্ঞ বা বালিশ; দ্বিতীয় শ্রেণী—অপরাধী বা দ্বেষী। যে-সমস্ত লোক শঠতা না থাকিলেও অজ্ঞতাবশতঃ স্ত্রীসঙ্গ প্রিয় বা কৃষ্ণ ব্যতীত অন্যদেবোপাসনা-তৎপর, তাহারা অজ্ঞ বা বালিশ, সুতরাং ভক্তজনের কৃপাপাত্র। ভক্তগণ যদি সত্যসত্যই তাহাদিগকে অজ্ঞ বলিয়া বুঝিতে পারেন, তবে অবশ্যই তাহাদের প্রতি কৃপা প্রকাশ করিবেন। তাহাদিগকে কৃপা করিতে হইলে যতটুকু সঙ্গ তাহাদের সহিত আবশ্যক, ভক্তগণ তাহা করিয়া থাকেন। তাহাতে অসৎসঙ্গ-দোষ হয় না। বিশেষতঃ, উভয়ের প্রীতির সহিত কোন বিষয়ের আলাপ-ব্যবহারই সঙ্গ। অজ্ঞশ্রেণীর অসজ্জন যদি ভক্তের ভক্তিকথায় প্রীতি প্রকাশ না করেন, তাহা হইলে ভক্ত অসজ্‌জ্ঞানে তাঁহাকে ত্যাগ করিবেন; কিন্তু ভক্তের কথায় প্রীতি করিলে তিনি আর অসৎ-শ্রেণীভুক্ত থাকেন না, সৎ হইয়া পড়েন এবং অতিশীঘ্রই ভক্ত বলিয়া পরিগণিত হন; সুতরাং ভক্তজন তাদৃশ জনের সঙ্গ করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না। পক্ষান্তরে যাহারা প্রতিষ্ঠাশা বা ভুক্তি-মুক্তি-বাঞ্ছার দ্বারা চালিত হইয়া শঠতা আশ্রয় করত ধর্ম্মধ্বজী যোষিৎসঙ্গী হয়, কিংবা মায়াবাদাদি দুষ্টমত আশ্রয় করে, তাহারা অপরাধী বা দ্বেষী। ভক্তগণ বিশেষ যত্ন-সহকারে তাহাদিগকে উপেক্ষা করিবেন, কোনমতে তাহাদিগের সঙ্গ করিবেন না। তাহাদিগকে কৃপা করিবার ছলে তাহাদের সঙ্গ করিয়া অনেকে অবশেষে অধঃপতিত হন। তাহাদের হৃদয়স্থ কৃষ্ণবহির্ম্মুখ ভাবগুলি এরূপ প্রবল যে, তাহাদের সঙ্গ করিলে শুদ্ধ বৈষ্ণবেরও প্রেমাভাব হইয়া পড়ে। শ্রীমদ্‌গৌরচন্দ্র ইহা শ্রীমুখে (শ্রীচৈঃ ভাঃ মঃ ১৭।১৬, ১৯) বলিয়াছেন,—

প্রভু বলে,—"হৈল আজি পাষণ্ডি-সম্ভাষ।

* * * *

এই বা কারণে নহে প্রেম-পরকাশ॥"

সংসর্গফলেই মনুষ্য সৎ বা অসৎ হইয়া পড়ে। "সংসর্গজা হি গুণদোষা ভবন্তি সর্ব্বে"—ইহাই শাস্ত্র-বাক্য। সৎসঙ্গের অনন্ত মাহাত্ম্য শাস্ত্রে যেরূপ পুনঃ পুনঃ কথিত হইয়াছে, অসৎসঙ্গেরও অপার দোষরাশি শাস্ত্রে সেইরূপ বর্ণিত আছে। যতদিন পর্য্যন্ত অপ্রাকৃত তত্ত্বে শুদ্ধা রতির উদয় না হয়, ততদিন বিষয়-তৃষ্ণা সম্পূর্ণরূপে বিগত হয় না। অবসর পাইলেই ইন্দ্রিয় বিষয়ের প্রতি ধাবমান হয়। বিশেষত', যোষিৎ হইতে

পুরুষের অনেক অমঙ্গল উৎপন্ন হয়। শ্রীমদ্ভাগবতে (৩।৩১।৩৫) কথিত হইয়াছে,—

ন তথাস্য ভবেন্মোহো বন্ধশ্চান্য-প্রসঙ্গতঃ।
যোষিৎসঙ্গাদ্ যথা পুংসো যথা তৎসঙ্গিসঙ্গতঃ॥

যোষিৎসঙ্গ ও যোষিৎসঙ্গীর সঙ্গফলে জীবের যেরূপ মোহবন্ধ উপস্থিত হয়, অন্য বিষয়-প্রসঙ্গে সেরূপ কুফল হয় না। মনুষ্যের সত্য, শৌচ, দয়া, ধর্ম্ম, শম, দম প্রভৃতি সমুদয় সদ্‌গুণ যোষিৎসঙ্গীর সঙ্গক্রমে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। অতএব কোনও সুবুদ্ধি ব্যক্তি এতাদৃশ যোষিৎ-ক্রীড়ামৃগের সঙ্গ করিবেন না। শ্রীমদ্ভাগবতে যথা,—

সত্যং শৌচং দয়া মৌনং বুদ্ধির্হ্রীঃ শ্রীর্যশঃ ক্ষমা।
শমো দমো ভগশ্চেতি যৎ সঙ্গাদ্ যাতি সংক্ষয়ম্॥
তেষ্বশান্তেষু মূঢ়েষু খণ্ডিতাত্মস্বসাধুষু।
সঙ্গং ন কুর্য্যাচ্ছোচ্যেষু যোষিৎ-ক্রীড়ামৃগেষু চ॥

(শ্রীভাঃ ৩।৩১।৩৩-৩৪)

ভগবদ্ভক্তগণ ভগবৎ-সম্বন্ধ ব্যতীত ক্ষণমাত্রও যাপন করিতে পারেন না। অসৎসঙ্গে অসদ্‌বিষয়েরই আলোচনা হয়। তাহাতে ভক্তহৃদয়ে অতীব দুঃখ হইয়া থাকে। সেইজন্য বলিয়াছেন,—

বরং হুতবহজ্বালা-পঞ্জরান্তর্ব্যবস্থিতিঃ।
ন শৌরিচিন্তাবিমুখ-জনসংবাসবৈশসম্॥

(কাত্যায়ন-সংহিতা-বচন)

জলন্ত অনলজ্বালা বরং সহ্য হয়, পিঞ্জরাবদ্ধ হওয়া বরং ভাল, তথাপি অভক্তজনের সহিত সহবাস বা সম্ভাষণ ভক্তের সহ্য হয় না।

যতদিন ভজনে অনর্থনিবৃত্তি না হয়, ততদিন ভজনপ্রয়াসী ভক্তজন যত্নসহকারে সর্ব্বদোষাকর অসৎসঙ্গ পরিত্যাগ করিবেন। ভজন করিতে করিতে অনর্থ নিবৃত্তি হইলে আর অসৎসঙ্গে প্রবৃত্তি থাকে না, তবুও দুই-একদিন ঘটনা হইয়া পড়ে, তাহাতে নানা ক্লেশ উদয় করায়। ভক্ত এ বিষয়ে অতিশয় সাবধান হইবেন; যেহেতু অসৎসঙ্গত্যাগই বৈষ্ণবের আচরণ এবং শ্রীকৃষ্ণ-নামৈক-শরণতাই বৈষ্ণবের লক্ষণ। আমরা যেন প্রভুর কৃপায় অসৎসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া একান্তভাবে শ্রীকৃষ্ণৈক-শরণ হইতে পারি, ইহাই প্রার্থনা। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখোক্তি এই,—

এত সব (অসৎসঙ্গ) ছাড়ি' আর বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম।
অকিঞ্চন হঞা লয় কৃষ্ণৈকশরণ॥
* * * *
সেইকালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসম॥

(শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ২২।৯০, অঃ ৪।১৯২)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের

পত্রে উপদেশ

(৫৭)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড
কলিকাতা-২৬
৭।৯।৭৮

স্নেহভাজনেষু,

তোমার ২৫।৮।৭৮ তাং এর পত্র পাইয়াছি। আশা করি করুণাময় শ্রীগৌরহরির কৃপায় গোয়াল-পাড়া মঠের শ্রীজন্মাষ্টমী উৎসব ভালভাবে ও নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়াছে।

তোমার পূর্ব্বাশ্রমের সম্বন্ধযুক্ত দুইটি ছেলে মারা যাওয়ায় তোমার চিত্ত বিচলিত হওয়ার কোন কারণ নাই। তোমার শ্রীমদ্ভাগবত হইতে জানা আছে—শ্রীকৃষ্ণের উক্তি নন্দমহারাজাদির প্রতি "কর্ম্মণা জায়তে জন্তুঃ কর্ম্মণৈব প্রলীয়তে। সুখং দুঃখং ভয়ং ক্ষেমং কর্ম্মণৈবাভিপদ্যতে॥" ইহা শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রযজ্ঞ বন্ধ করিবার জন্যই পিতা এবং খুল্লতাতদিগকে বলিয়াছিলেন। তোমার পক্ষে বিষয়ীলোকের ন্যায় অথবা দেহ-গৃহাসক্ত ব্যক্তিগণের ন্যায় কুটুম্বাদির মধ্যে জন্মমৃত্যুতে সুখ-দুঃখাদি দ্বারা বিচলিত হওয়া আমি আশঙ্কা করিব না।

শ্রীমান্ গিরি মহারাজের সহিত তুমি ঐ অঞ্চলে থাকিয়া প্রচারাদি করতঃ সেবানুকূল্যাদির ব্যবস্থা করিয়াছ। আরব্ধ শ্রীমন্দির যত শীঘ্র সম্ভব সম্পূর্ণ করিতে পারিলে সুখের বিষয় হইবে। শ্রীমন্দিরের সম্মুখে সঙ্কীর্ত্তন-ভবনও অত্যাবশ্যক। যেসব নূতন ছেলের চিত্ত বিচলিত হয়, তাহাদিগকে বুঝাইয়া সদাচারে রাখিয়া হরিভজন করিতে সাহায্য করা আমাদের কর্ত্তব্য।

তোমরা সকলে আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ জানিবে।

নিত্যশুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীভক্তিদয়িত মাধব

* * *

(৫৮)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড,
কলিকাতা-২৬
৯।১০।৭৫

প্রীতিভাজনেষু—

আপনার ৩।১০।৭৫ ও ৮।১০।৭৫ তারিখের পত্রদ্বয় পর পর পাইয়াছি।

** যদি আগরতলা হইতে কয়েকজন ভক্ত শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমায় যোগদান করিতে ইচ্ছা করে, তাহা হইলে বি** দাসকে তাহাদের সঙ্গে পাঠাইতে পারেন। মঠসেবকগণ সমস্ত কামনা হইতে মুক্ত হইয়া মঠে বাস করিতে আসে নাই। তাহাদের ইতর কামনায় আমরা প্রশ্রয় দিতে পারি না। কিন্তু ভক্তির অনুকূল কোন বাঞ্ছা করিলে এবং তাহা আমাদের সামর্থ্যের মধ্যে হইলে আমরা অনুমোদন বা কোথায়ও কোথায়ও সমর্থন করিয়া থাকি। সাধারণের পক্ষে ভগবদ্ধামাদি দর্শন ও পরিক্রমণের ইচ্ছার মধ্যে দেশ-ভ্রমণাদি বা স্থান-দর্শনাদি ভোগপ্রবৃত্তি না থাকে, এমন নয়। তথাপি ভক্তিসম্বন্ধযুক্ত বলিয়া উহা সমর্থন করা হয়। অত্যন্ত কঠোরতা বা তীব্র বৈরাগ্য সকলের পক্ষে সম্ভব নয়। যুক্ত আহার যুক্তবিহারাদিই ভক্তিপথ-পথিক সাধকের পক্ষে সমীচীন।

তথাকার সকল মঠসেবকদিগকে আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ জানাইবেন এবং আপনি আমার প্রীতি সম্ভাষণ জানিবেন। ইতি—

শ্রীগৌরজন কিঙ্কর—
শ্রীভক্তিদয়িত মাধব

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

(৫৯)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড
কলিকাতা-২৬
৮।৯।৭৯

স্নেহভাজনেষু—

তোমার ২৯।১২।৭৫ এবং ২।১।৭৬ তারিখের পত্র পর পর পাইয়াছি।

* * মঠ সেবকদের পরস্পর সহনশীল হইয়া মঠে বাস করা উচিত। সকলের স্বভাব ও যোগ্যতা একপ্রকার নয় বলিয়া পরস্পরের মধ্যেই সহনশীলতা ও ধৈর্য্যের অত্যাবশ্যকতা রহিয়াছে। মোট কথা. আমার বক্তব্য এই যে, সুকৃতি বলেই মনুষ্য শ্রীহরিভজনের জন্য মঠে বাস করিতে বা সাধনভজন করিতে আসে। কিন্তু সাধকের মধ্যে কেবল সুকৃতিই থাকিবে, দুষ্কৃতি থাকিবে না—এইরূপ নয়। সুতরাং সুকৃতির ফলে সাধন-ভজনে ইচ্ছা বা সাধু ভক্তের সঙ্গ করে, কিন্তু প্রাক্তন দুষ্কৃতির ফলে পুনঃ অন্যায় কার্য্যও করিতে পারে বলিয়া তাহাদের প্রতি ক্রুদ্ধ না হইয়া তাহাদের সংশোধনের জন্য বন্ধুভাবে সাহায্য ও পরামর্শ দেওয়াই সমীচীন মনে করি। হিংসা বৃত্তি সাধুর স্বভাব নয়।

শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠের অন্যতম সেবক শ্রীচৈতন্য দাসেরও মন খারাপ হইয়াছে কোন কোন কারণে জানিলাম। সে গেলে তাহাকেও উপদেশ দান ও স্নেহ প্রকাশ পূর্ব্বক শ্রীহরিভজনে উদ্বুদ্ধ রাখিবে। বিশেষ আবশ্যক হইলে অন্য মঠেও বদলী করা যাইতে পারে।

তোমরা সকলে আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ জানিবে।

ইতি—
নিত্যশুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীভক্তিদয়িত মাধব

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও দৈববর্ণাশ্রম

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

ভক্তবৎসল শ্রীভগবান্ তাঁহার ভক্তের জাতি কুল বিদ্যা প্রভৃতি কিছুই দেখেন না। শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মহিমা-বর্ণন-প্রসঙ্গে নাগরাজ (বিষ্ণুভক্ত শেষ, অনন্ত বা বাসুকী) ভাবাবিষ্ট সর্পক্ষতডঙ্ক অর্থাৎ সর্পক্রীড়ক বা সাপুড়িয়ার মুখোক্তি উদ্ধার করতঃ লিখিতেছেন—

"জাতি, কুল,—সব নিরর্থক, বুঝাইতে।
জন্মিলেন নীচ কুলে প্রভুর আজ্ঞাতে॥
অধম কুলেতে যদি বিষ্ণুভক্ত হয়।
তথাপি সে-ই সে পূজ্য—সর্ব্বশাস্ত্রে কয়॥
উত্তম কুলেতে জন্মি' শ্রীকৃষ্ণে না ভজে।
কুলে তার কি করিবে, নরকেতে মজে॥
এই সব বেদবাক্যের সাক্ষী দেখাইতে।
জন্মিলেন হরিদাস অধম কুলেতে॥
প্রহ্লাদ যে হেন দৈত্য, কপি—হনুমান্।
এইমত হরিদাস নীচজাতি নাম॥
হরিদাস-স্পর্শবাঞ্ছা করে দেবগণ।
গঙ্গাও বাঞ্ছেন হরিদাসের মজ্জন॥"

—চৈঃ ভাঃ আঃ ১৬।২৩৭-২৪২

শ্রীহরিদাসের শ্রীমুখে শ্রীনামের জপকর্ত্তা হইতেও উচ্চ-

সংকীর্ত্তনকারীর শ্রেষ্ঠতা বিষয়ক সিদ্ধান্তশ্রবণে হরিনদী গ্রামের দুর্জ্জন ব্রাহ্মণের জাতিমদমত্ততা-হেতু দম্ভভরে শ্রীঠাকুরপ্রতি কঠোর বিদ্রূপোক্তিফলে সেই বিপ্রাধমের অবিলম্বে ভীষণ বসন্ত ব্যাধিগ্রস্ত হইবার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন-মুখে শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবনদাস কতিপয় শাস্ত্রবাক্য উদ্ধার করিয়া কহিতেছেন—

"রাক্ষসাঃ কলিমাশ্রিত্য জায়ন্তে ব্রহ্মযোনিষু।
উৎপন্না ব্রাহ্মণকুলে বাধন্তে শ্রোত্রিয়ান্ কৃশান্॥"

(বরাহ পুরাণোক্ত মহেশ-বাক্য)

"কলিযুগে রাক্ষস সকল বিপ্রঘরে।
জন্মিবেক সুজনের হিংসা করিবারে॥"

—চৈঃ ভাঃ আঃ ১৬।৩০০—৩০১

শ্রীনাম ও নামাশ্রিত গুরু-বৈষ্ণবনিন্দক ও তৎসমর্থক-গণ বাহ্যে বাহ্মণব্রুব হইলেও অন্তরে রাক্ষস-স্বভাব বলিয়া যমদণ্ড্য।

"এসব বিপ্রের স্পর্শ, কথা, নমস্কার।
ধর্ম্মশাস্ত্রে সর্ব্বথা নিষেধ করিবার॥" —ঐ ৩০২

এবিষয়ে শাস্ত্রপ্রমাণ—

"কিমত্র বহুনোক্তেন ব্রাহ্মণা যে হ্যবৈষ্ণবাঃ।
তেষাং সম্ভাষণং স্পর্শং প্রমাদেনাপি বর্জ্জয়েৎ॥
শ্বপাকমিব নেক্ষেত লোকে বিপ্রমবৈষ্ণবম্।
বৈষ্ণবো বর্ণবাহ্যোঽপি পুনাতি ভুবনত্রয়ম্॥"

(পদ্মপুরাণ)

[অর্থাৎ এবিষয়ে অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই, পরন্তু যে-সকল ব্রাহ্মণ অবৈষ্ণব, ভ্রমেও তাহাদিগকে সম্ভাষণ বা স্পর্শ করিবে না!

জগতে কুক্কুরভোজি চণ্ডালের ন্যায় (অর্থাৎ চণ্ডালের দর্শন যেমন অবৈধ বা নিষিদ্ধ, তদ্রূপ) অবৈষ্ণব বিপ্রকেও দর্শন করা উচিত নহে। বৈষ্ণব (ব্রাহ্মণগুরু) বর্ণ-নিরপেক্ষ হইয়াই অর্থাৎ যে কোন বর্ণে আবির্ভূত হউন না কেন, ত্রিভুবনকে পবিত্র করিয়া থাকেন।]

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল ঠাকুর হরিদাসকে বরদান-প্রসঙ্গে কহিতেছেন—

"জাতি, কুল, ক্রিয়া, ধনে কিছু নাহি করে।
প্রেমধন, আর্ত্তিবিনা না পাই কৃষ্ণেরে॥
যে তে কুলে বৈষ্ণবের জন্ম কেনে নহে।
তথাপিহ সর্ব্বোত্তম সর্ব্বশাস্ত্রে কহে।
যে পাপিষ্ঠ বৈষ্ণবের জাতিবুদ্ধি করে।
জন্ম জন্ম অধম যোনিতে ডুবি' মরে॥"

—চৈঃ ভাঃ ম ১০।৯৯, ১০০, ১০২

শ্রীবলি-বামন-সংবাদে শ্রীভগবদুক্তি—

"জন্মকর্ম্মবয়োরূপবিদ্যৈশ্বর্য্যধনাদিভিঃ।
যদ্যস্য ন ভবেৎ স্তম্ভস্তত্রায়ং মদনুগ্রহঃ॥"

—ভাঃ ৮।২২।২৬

[অর্থাৎ সেই মানবজন্মে যদি কোন ব্যক্তির উত্তম জন্ম, কর্ম্ম, বয়স, রূপ, বিদ্যা, ঐশ্বর্য্য বা ধনাদির গর্ব্ব না হয়, তাহা হইলে, উহাই তাহার প্রতি আমার অনুগ্রহ!]

অর্থাৎ উত্তমকুলে জন্মলাভ বা প্রচুর অর্থাদি প্রাপ্তিতে অহঙ্কার না আসিয়া তদ্দ্বারা ভগবদ্ ভজনপ্রবৃত্তি বিশিষ্ট হওয়াই শ্রীভগবানের অনুগ্রহলক্ষণ। জন্ম, ঐশ্বর্য্য, শ্রুত (পাণ্ডিত্য) ও শ্রী (রূপ)—এই চারিটিতে মানুষকে অহঙ্কারোন্মত্ত করিয়া তুলে, ঐ সকল মদমত্তব্যক্তি কখনই ভগবৎকৃপা লাভ করিতে পারে না।

"নীচ-জাতি নহে কৃষ্ণভজনে অযোগ্য।
সৎকুল-বিপ্র নহে ভজনের যোগ্য॥
যেই ভজে, সেই বড়, অভক্ত-হীন, ছার।
কৃষ্ণভজনে নাহি জাতি-কুলাদি বিচার॥
দীনেরে অধিক দয়া করেন ভগবান্।
কুলীন, পণ্ডিত, ধনীর বড় অভিমান॥"

—(চৈঃ চঃ অ ৪।৬৬-৬৮)

ভক্তরাজ প্রহ্লাদও শ্রীনৃসিংহ পাদপদ্মের স্তুতি-প্রসঙ্গে কহিতেছেন—

"বিপ্রাদ্দ্বিষড়্‌গুণযুতাদরবিন্দনাভ-
পাদারবিন্দবিমুখাৎ শ্বপচং বরিষ্ঠম্।
মন্যে তদর্পিত-মনোবচনেহিতার্থ-
প্রাণং পুনাতি স কুলং ন তু ভূরিমানঃ॥"

—ভাঃ ৭।৯।১০

অর্থাৎ "কৃষ্ণপাদপদ্ম-বিমুখ দ্বাদশগুণ-বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ অপেক্ষাও যাঁহার কৃষ্ণে মন, বচন, চেষ্টা, অর্থ ও প্রাণ অর্পিত, এবম্ভূত শ্বপচকেও শ্রেষ্ঠ বলিয়া আমি মনে করি,

কেন না, তিনি (শ্বপচকুলোদ্ভূত ভক্ত) স্বীয় কুল পবিত্র করেন, আর ভূরিমান-বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ তাহা করিতে পারেন না। [ভাঃ ৭।৯।৯ পূর্ব্বশ্লোকোক্ত দ্বাদশটি গুণ—ধন, অভিজন (সৎকুলে জন্ম) রূপ (সৌন্দর্য্য), তপঃ (স্বধর্ম্ম বা কৃচ্ছ্রসাধ্য বা অনশন রূপ তপস্যা); শ্রুত (পাণ্ডিত্য), ওজঃ (ইন্দ্রিয়নৈপুণ্য), তেজঃ (কায়কান্তি), প্রভাব (প্রতাপ), বল (শারীর শক্তি), পৌরুষ (উদ্যম), বুদ্ধি (প্রজ্ঞা), যোগ (যমনিয়মাদি অষ্টাঙ্গ কর্ম্মযোগ)। ব্রাহ্মণের সনৎসুজাতোক্ত দ্বাদশগুণঃ—"জ্ঞানঞ্চ সত্যঞ্চ দমঃ শ্রুতঞ্চ হ্যমাৎসর্য্যং হ্রীস্তিতিক্ষানসূয়া। যজ্ঞশ্চ দানঞ্চ ধৃতিঃ শমশ্চ মহাব্রতা দ্বাদশ ব্রাহ্মণস্য ॥"]

সুতরাং শুদ্ধভক্তিরই প্রাধান্য সর্ব্বশাস্ত্রে কীর্ত্তিত হইয়াছে। এক সময়ে শ্রীরামানুজাচার্য্যপাদের গুরুদেব শ্রীমহাপূর্ণ কোন শূদ্রকুলোদ্ভূত ভক্তের অপ্রকটের পর তাঁহার দেহের সৎকার সম্পাদন করায় কর্ম্মজড় স্মার্ত্ত ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় তাঁহার কার্য্য অব্রাহ্মণোচিত হইয়াছে বলিয়া নিন্দা করিতে থাকেন এবং মহাপূর্ণের সামাজিক আত্মীয়-স্বজনও তাঁহাকে সমাজচ্যুত করেন। শ্রীরামানুজ তচ্ছ্রবণে শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিকট উপস্থিত হইলে মহাপূর্ণ কহিলেন—"আমি ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারেই কার্য্য করিয়াছি। কেন না মহাজনের পথ অনুসরণ করাই ধর্ম্ম। জটায়ু তির্য্যক্‌যোনিতে আবির্ভূত হইলেও ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র তাঁহাকে ভগবদ্‌ভক্তবিচারে তাঁহার ঔর্দ্ধদৈহিক কৃত্যাদি স্বহস্তে সম্পাদন করিয়াছিলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ক্ষত্রিয়কুলে আবির্ভূত হইয়াও শূদ্রকুলে আবির্ভূত দাসীপুত্র মহাত্মা বিদূরের পূজাদি করিয়াছেন। সুতরাং আমিও ভক্তের সেবাসৌভাগ্য লাভ করিয়া নিজেকে কৃতকৃতার্থ মনে করিতেছি। বহির্ম্মুখ স্মার্ত্তসমাজ আমাকে একঘ'রে করিয়াছে, ইহা দ্বারা পরম মঙ্গলময় শ্রীভগবান্ আমার দুঃসঙ্গত্যাগ রূপ মঙ্গলই বিধান করিয়াছেন।"

'প্রপন্নামৃত' গ্রন্থে লিখিত আছে—একসময়ে চণ্ডাল-কুলোদ্ভূত তিরুপ্পানি নামক এক দক্ষিণদেশীয় পরমভক্ত কাবেরী নদীতীরে হরিকীর্ত্তন করিতে করিতে বাহ্যসংজ্ঞা-শূন্য হইয়া পতিত হন। সেই সময়ে শ্রীরঙ্গনাথদেবের 'মুনি' নামক জনৈক পূজারী ব্রাহ্মণ শ্রীবিগ্রহের অভিষেকার্থ কাবেরী নদীর জল লইয়া শ্রীমন্দিরাভিমুখে গমনকালে অকস্মাৎ পথিমধ্যে চণ্ডাল-কুলোদ্ভূত তিরুপ্পানিকে গাঢ় নিদ্রাচ্ছন্ন দেখিয়া কএকবার রূঢ়স্বরে তাঁহাকে আহ্বান করিলেন। তাহাতে কোন সাড়া পাইলেন না। চণ্ডালকে স্পর্শ করিলে তিনি অপবিত্র হইবেন, তাঁহার সেবনেবার জলও অপবিত্র হইয়া যাইবে, মনে করিয়া তিনি দূর হইতে তদ্‌গাত্রে একটি লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিলেন। ভক্তবর তিরুপ্পানি জাগ্রত হইয়া পথ ছাড়িয়া দিলেন। এদিকে পূজারী মুনি শ্রীরঙ্গনাথ-মন্দিরের সম্মুখীন হইয়া দেখিলেন—মন্দিরের দ্বার ভিতর হইতে রুদ্ধ। অনেকক্ষণ ধরিয়া ডাকাডাকির পর মন্দিরাভ্যন্তর হইতে একটি শব্দ পূজারীর কর্ণে প্রবিষ্ট হইল। শ্রীরঙ্গনাথ বলিতেছেন—"ব্রাহ্মণাভিমানি পূজারী তাঁহার ভক্তকে অস্পৃশ্য চণ্ডাল জ্ঞানে যে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিয়াছে, সেই লোষ্ট্র তাঁহারই (অর্থাৎ শ্রীরঙ্গনাথেরই) শ্রীঅঙ্গে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। পূজারী সেই ভক্তকে স্কন্ধে লইয়া মন্দির প্রদক্ষিণ না করা পর্য্যন্ত মন্দিরের দ্বার কিছুতেই উন্মুক্ত হইবে না।" পূজারী তচ্ছ্রবণে নিজেকে ভক্তচরণে কৃতাপরাধ জানিয়া সেই ভক্তকে স্কন্ধে লইয়া শ্রীমন্দির প্রদক্ষিণ করিলে মন্দিরের দ্বার উন্মুক্ত হইল। পূজারী ভক্ত তিরুপ্পানির নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতঃ শ্রীরঙ্গনাথের পাদমূলে পতিত হইয়া পুনঃ পুনঃ ক্ষমা প্রার্থনাপূর্ব্বক তাঁহার অভিষেক ও পূজাদি সম্পাদন করিলেন। 'মুনি' নামক পূজারী বাহন হইয়াছিলেন বলিয়া ভক্তবর শ্রীতিরুপ্পানি শ্রী-সম্প্রদায়ে 'মুনিবাহন' আলবর বা আলোয়ার নামে অদ্যাপি পূজিত হইতেছেন। ব্রাহ্মণকুলশিরোমণি শ্রীরামানুজাদি আচার্য্যগণ সেই মুনিবাহন আলোয়ারের নিত্যপূজা বিধান করিয়াছেন।

শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকুলে আবির্ভূত শ্রীআলবন্দারু ঋষি অতিহীন, শূদ্রকুলোদ্ভূত ভক্তচূড়ামণি শ্রীশঠকোপকে প্রণাম করিয়া বলিয়াছেন—

"মাতা পিতা যুবতয়স্তনয়া বিভূতিঃ
সর্ব্বং যদেব নিয়মেন মদন্বয়ানাম্।
আদ্যস্য নঃ কুলপতের্বকুলাভিরামং

শ্রীমত্তদঙ্ঘ্রিযুগলং প্রণমামি মূর্দ্ধ্না ॥”

(আলবন্দারু স্তোত্র ।

অর্থাৎ “আমাদিগের কুলের প্রথম আচার্য্য শ্রীশঠকোপের শ্রীমৎ চরণযুগলকে আমি মস্তকদ্বারা প্রণাম করিতেছি। আমার বংশীয় অধস্তন শিষ্যবর্গের সমস্ত সম্পত্তিই ঐ শ্রীমৎপদযুগল। তাহাদের মাতা, পিতা, স্ত্রী, পুত্র এবং ঐশ্বর্য্য—সর্ব্বস্বই ঐ শ্রীশঠকোপদেবের শ্রীচরণ।”

পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ভগবদ্ভক্ত বৈষ্ণবের কোন প্রকার অবমাননাই কখনও সহ্য করিতে পারেন নাই। যে কোন কুলোদ্ভূত শুদ্ধভক্ত বৈষ্ণব যে, ব্রাহ্মণেরও গুরুস্থানীয় ও পূজ্য, ইহা শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ বহু সচ্ছাস্ত্রপ্রমাণ প্রদর্শনমুখে তারস্বরে জানাইয়াছেন। তাঁহার মেদিনীপুর জেলাস্থ 'বালিঘাই' নামকস্থানে বৈষ্ণবশাস্ত্রে পরমপণ্ডিত শ্রীমদ্ বিশ্বম্ভরানন্দ দেবগোস্বামী মহাশয়ের সভাপতিত্বে বিগত ২২ শে ভাদ্র ১৩১৮ বঙ্গাব্দ ইং ৮ই সেপ্টেম্বর ১৯১১ খৃষ্টাব্দ শুক্রবারে অনুষ্ঠিত বহু বিদ্বন্মণ্ডলি মণ্ডিত ধর্ম্মসভায় প্রদত্ত অভিভাষণটি 'ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবের তারতম্য বিষয়ক সিদ্ধান্ত' নামক গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হইয়াছে। কর্ম্মজড়স্মার্ত্ত শৌক্র ব্রাহ্মণগণ এবং তাঁহাদের পদলেহী ব্রাহ্মণকুলোদ্ভূত বৈষ্ণব বা গোস্বামিব্রুবগণ ব্রাহ্মণেতর কুলোদ্ভূত বৈষ্ণবের বিপ্রসাম্য স্বীকার না করায় তাঁহাদের দশমদিবসে অশৌচান্ততা ও একাদশ দিবসে করণীয় শ্রাদ্ধকৃত্যাদি সম্পাদন সম্বন্ধে নানাপ্রকার বাদ উত্থাপন করেন। আমরা এতৎ সম্বন্ধে অযথা তর্কবিতর্ক উত্থাপনের পরিবর্ত্তে পূর্ব্বপক্ষকারিমহোদয়গণকে বৈষ্ণবস্মৃতিরাজ শ্রীহরিভক্তিবিলাস ৫ম বিঃ ২২২-২২৪ সংখ্যায় বিচারিত 'শ্রীশালগ্রামশিলাপূজানিত্যতা' বিষয়টি শ্রীশ্রীগোপালভট্ট গোস্বামিপাদোদ্ধৃত মূল ও তৎসহ শ্রীশ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদকৃতা দিগ্‌দর্শিনী টীকা বিশেষ মনোযোগের সহিত আলোচনার জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছি। মূল শ্লোকগুলি এই—

পাদ্মে—শালগ্রাম শিলা পূজাং বিনা যোঽশ্নাতি কিঞ্চন।
স চাণ্ডালাদি বিষ্ঠায়ামাকল্পং জায়তে কৃমিঃ ॥

স্কান্দে চ—গৌরবাচলশৃঙ্গাগ্রৈর্ভিদ্যতে তস্য বৈ তনুঃ।
ন মতির্জায়তে যস্য শালগ্রামশিলার্চ্চনে ॥ ইতি।

এবং শ্রীভগবান্ সর্ব্বৈঃ শালগ্রাম শিলাত্মকঃ।
দ্বিজৈঃ স্ত্রীভিশ্চ শূদ্রৈশ্চ পূজ্যো ভগবতঃ পরৈঃ ॥

তথা স্কান্দে শ্রীব্রহ্মনারদ-সংবাদে চাতুর্ম্মাস্য ব্রতে শালগ্রাম শিলার্চ্চাপ্রসঙ্গে—

ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বিশাং সচ্ছূদ্রাণামথাপি বা।
শালগ্রামেঽধিকারোঽস্তি ন চান্যেষাং কদাচন ॥

তত্রৈবান্যত্র—

স্ত্রিয়ো বা যদি বা শূদ্রা ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়াদয়ঃ।
পূজয়িত্বা শিলাচক্রং লভন্তে শাশ্বতং পদম্ ॥ ইতি।

অতো নিষেধকং যদ্যদ্বচনং শ্রূয়তে স্ফুটং।
অবৈষ্ণবপরং তত্তদ্বিজ্ঞেয়ং তত্ত্বদর্শিভিঃ ॥

যথা—ব্রাহ্মণবৈস্য পূজ্যোঽহং শুচেরপ্যশুচেরপি।
স্ত্রীশূদ্রকরসংস্পর্শো বজ্রাদপি সুদুঃসহঃ ॥

প্রণবোচ্চারণাচ্চৈব শালগ্রাম শিলার্চ্চনাং।
ব্রাহ্মণীগমনাচ্চৈব শূদ্রশ্চণ্ডালতামিয়াং ॥

সন্ধার্য্যা বৈষ্ণবৈর্যত্নাচ্ছালগ্রাম শিলাস্থবং।
সা চার্চ্চ্যা দ্বারকাচক্রাঙ্কিতোপেতৈব সর্ব্বদা ॥

শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদ সদ্গুরুচরণাশ্রিত শ্রীবিষ্ণুমন্ত্র দীক্ষাপ্রাপ্ত শ্রীবিষ্ণুবৈষ্ণবসেবা রত শূদ্রকুলোদ্ভূত ব্যক্তিকেও শ্রীশালগ্রাম পূজায় পর্য্যন্ত অধিকার অর্থাৎ যাগাধিকার প্রদান করিয়াছেন। শ্রীবিষ্ণুমন্ত্র দীক্ষা অপ্রাপ্ত অবৈষ্ণব স্ত্রী শূদ্র দ্বিজাধমগণের শ্রীশালগ্রামস্পর্শ তদঙ্গে বজ্রপাততুল্য হইলেও শ্রীবিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তির পক্ষে ঐ সকল কঠোর শাস্ত্রানুশাসন প্রযোজ্য নহে। পরমারাধ্য প্রভুপাদ যজ্ঞেশ্বরের যাগ বা পূজাধিকার প্রাপ্ত ব্রাহ্মণেতর কুলোদ্ভূত ব্যক্তির উপনয়নসংস্কার পর্য্যন্ত প্রবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। আপাত দর্শনে উহা চমকপ্রদ হইলেও 'সত্য'—সত্যই। তাহাকে জোর করিয়া বাধাদিবার শক্তি কাহারো নাই। “যেই ভজে সেই বড়, অভক্ত—হীন ছার। কৃষ্ণভজনে নাহি জাতিকুলাদি বিচার ॥” ইহাই জগদ্গুরু শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দরের শ্রীমুখবাক্য। ইহার পালনে সমাজে কোন বিশৃঙ্খলা সংঘটিত হইতে পারে না। ইহারই নাম দৈববর্ণাশ্রম; অদৈব বা আসুর-বর্ণাশ্রম বিচারেই মনুষ্যসমাজে নানা প্রকার বিশৃঙ্খলা ঘটিয়া থাকে।

Statement about ownership and other particulars about newspaper 'Sree Chaitanya Bani'

1. Place of publication :	Sri Chaitanya Gaudiya math 35, Satish Mukherjee Road, Calcutta-26
2. Periodicity of its publication :	Monthly
3. & 4. Printer's and Publisher's name :	Sri Mangalniloy Brahmachary
Nationality :	Indian.
Address :	Sri Chaitanya Gaudiya math 35, Satish Mukherjee Road, Calcutta-26
5. Editor's name :	Srimad Bhakti Ballabh Tirtha Maharaj
Nationality :	Indian
Address :	Sri Chaitanya Gaudiya math 35, Satish Mukherjee Road, Calcutta-26
6. Name & address of the owner of the newspaper :	Sri Chaitanya Gaudiya Math 35, Satish Mukherjee Road, Calcutta-26

I, Mangalniloy Brahmachary, hereby, declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

Sd. **Mangalniloy Brahmachary**
Signature of Publisher

Dated 27. 3. 1982

ইং ১৯৮১ সালে শ্রীধাম মায়াপুরে
ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শ্রীগৌরপূর্ণিমা তিথিবাসরে গৃহীত ভক্তিশাস্ত্রী পরীক্ষার ফল
গুণানুসারে

দ্বিতীয় বিভাগ

১। শ্রীসুব্রত দাসাধিকারী, তেজপুর
(ডাক্তার শ্রীসুনীল আচার্য্য)
২। শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী, গৌহাটী
৩। শ্রীমতী গীতা দেবী, তেজপুর
(শ্রীমতী গীতা আচার্য্য)
৪। শ্রীলক্ষ্মণ চন্দ্র দাস ব্রহ্মচারী, যশড়া

তৃতীয় বিভাগ

১। শ্রীরাধামোহন দাস, নিদয়া (নদীয়া)
২। শ্রীসহদেব দাসাধিকারী, কলিকাতা
৩। শ্রীচৈতন্যচরণ দাস ব্রহ্মচারী, কৃষ্ণনগর
৪। শ্রীসুধীর কৃষ্ণ দাসাধিকারী
আমধরা (বীরভূম)
৫। শ্রীনিমাইদাস ব্রহ্মচারী, কলিকাতা

শ্রীপুরীধামস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে দশাহব্যাপী বিরাট্ মহোৎসব

শ্রীপুরীধামে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাব পীঠোপরি নবনির্ম্মিত নবচূড়াবিশিষ্ট পরমসুরম্য শ্রীমন্দিরে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-শ্রীশ্রীজগন্নাথ-বলরাম-সুভদ্রা-সুদর্শনচক্রাদি শ্রীবিগ্রহসহ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও বৈষ্ণবাচার্য্য চতুষ্টয়ের শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা এবং শ্রীল প্রভুপাদের ১০৮বর্ষপূর্ত্তি শুভাবির্ভাব তিথিতে তাঁহারই শুভ আবির্ভাবস্থলে শ্রীব্যাসপূজা উপলক্ষে গত ২১ মাঘ, ৪।২।৮২ বৃহস্পতিবার হইতে ১ ফাল্গুন, ১৩।২।৮২ শনিবার পর্য্যন্ত যে দশাহব্যাপী বিরাট্ মহোৎসবের আয়োজন হইয়াছিল, তন্মধ্যে ৪।২।৮২ হইতে ৮।২।৮২ পর্য্যন্ত পঞ্চদিবস শ্রীমঠদ্বারের সম্মুখবর্ত্তী বহিঃপ্রাঙ্গণস্থ প্যাণ্ডেলে প্রত্যহ সন্ধ্যা ৬-৩০ ঘটিকায় পাঁচটি ধর্ম্মসভার বিশেষ অধিবেশন হইয়াছে। ৯।২।৮২ মঙ্গলবার হইতে ১৩।২।৮২ শনিবার পর্য্যন্তও মঠমধ্যে শ্রীমন্দির-সম্মুখস্থ অন্তঃপ্রাঙ্গণে ঐরূপ ধর্ম্মসভার অধিবেশন হয়।

শ্রীপুরীধামে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের 'আবির্ভাব পীঠে সুরম্যমন্দির ও শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে দশাহব্যাপী বিরাট্ মহোৎসবের সংবাদ গত ১১।২।৮২ তারিখের ওড়িষ্যার সুপ্রসিদ্ধ 'সমাজ পত্রিকায় শ্রীমন্দিরের ফটো সহ প্রকাশিত হইয়াছে।

পঞ্চদিবসীয় পঞ্চসভার বক্তব্যবিষয় ছিল যথাক্রমে— 'শান্তি লাভের উপায়', 'ভগবান্ ও ভগবৎপ্রেম', 'মনুষ্যজীবনের বৈশিষ্ট্য', 'শ্রীচৈতন্যদেব ও শ্রীনাম সঙ্কীর্ত্তন' এবং 'পুরুষোত্তম শ্রীজগন্নাথদেব'।

সভাপতি— ১ম দিবস— বোম্বাই প্রদেশের প্রাক্তন গভর্ণর ও ওড়িষ্যার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ডঃ শ্রীহরেকৃষ্ণ মহাতাব ; **২য় দিবস**—ঝাড়গ্রাম শ্রীগৌরসারস্বত মঠাধ্যক্ষ ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ ; **৩য় দিবস**—শ্রীজয়ন্ত কুমার মুখোপাধ্যায় এড্ভোকেট্ কলিকাতা ; **৪র্থ ও ৫ম দিবস** ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ। ১ম দিনের সভাপতি উৎকলভাষায়, অবশিষ্ট সকলে বাংলা ভাষায় ভাষণ দেন।

প্রধান অতিথি ও বিশিষ্ট বক্তা—১ম দিবস— (প্রঃ অঃ) শ্রীচিন্তামণি পাণিগ্রাহী এম-পি এবং (বিঃ বঃ) বাঁকী কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ শ্রীরাজকিশোর রায় ও পুরী মিউনিসিপ্যালিটির প্রাক্তন চেয়ারম্যান শ্রীবামদেব মিশ্র ; **২য় দিবস— (** বিঃ বঃ) — পুরীর জেলাধীশ— শ্রীঅশোক কুমার মিশ্র ; **৩য় দিবস**—(প্রঃ অঃ) – কটক হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি শ্রীরঙ্গনাথ মিশ্র ; **৪র্থ দিবস**— (বিঃ বঃ) – শ্রীনারায়ণ মিশ্র, এড্ভোকেট, পুরী ওড়িষ্যা ; **৫ম দিবস — (**প্রঃ অঃ) — ওড়িষ্যা রাজ্যসরকারের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজানকীবল্লভ পট্টনায়ক ও (বিঃ বঃ — শ্রীসদাশিব রথশর্ম্মা।

১ম দিবসের প্রঃ অঃ ও বিঃ বঃ উভয়েই উৎকল ভাষায়, ২য় দিবসের বিঃ বঃ ইংরাজী ভাষায়, ৩য় দিবসের বিঃ বঃ উৎকল ভাষায়, ৪র্থ দিবসের বিঃ বঃ ইংরাজী ভাষায় এবং ৫ম দিবসের প্রঃ অঃ ও বিঃ বঃ উভয়েই উৎকল ভাষায় ভাষণ দিয়াছেন।

এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন দিবসে ভাষণ দিয়াছেন— ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ (ইনি ৪।২ ও ৫।২ ভাষণ দিয়া ৬।২ ঝাড়গ্রাম যাত্রা করেন), বীরভূমস্থ শ্রীনিত্যানন্দ গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসৌরভ ভক্তিসার মহারাজ, শ্রীনবদ্বীপ ধামস্থ গৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির অধ্যক্ষ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ, শ্রীমায়াপুরস্থ শ্রীগৌড়ীয় সঙ্ঘাধ্যক্ষ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ অকিঞ্চন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ, শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠের যুগ্ম সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় মঙ্গল মহারাজ, অন্ধ্রপ্রদেশের রাজামুন্দ্রী রাজমহেন্দ্রীস্থ) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মিশনের অধ্যক্ষ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব পুরী মহারাজ, গৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠের অধ্যাপক ও শ্রীচৈতন্যবাণী পত্রিকার সহকারী সম্পাদক

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ প্রমুখ ত্রিদণ্ডিপাদগণ।

হিন্দী ভাষাভাষি শ্রোতৃবৃন্দের বোধসৌকর্য্যার্থ শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজ ও শ্রীমন্ মঙ্গল মহারাজকে প্রায়ই হিন্দী ভাষায় বলিতে হইয়াছে। অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীমৎ পুরী মহারাজ উৎকল ভাষায় বলিয়াছেন। প্রত্যহ সভাশেষে ধন্যবাদ প্রদান ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়াছেন শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজ। উপক্রম বা উদ্বোধন ও উপসংহার সঙ্গীত কীর্ত্তন করিয়াছেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিললিত গিরি মহারাজ, শ্রীমদ্ যজ্ঞেশ্বর দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীমদ্ দুর্দ্দৈবদমন দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীমদ্ লক্ষ্মণ দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীমদ্ উপানন্দ দাসাধিকারী প্রমুখ ভক্তবৃন্দ।

৬।২ ও ৮।২।৮২ তারিখের প্রধান অতিথির ভাষণ—প্রধান বিচারপতি শ্রীআর, এন, মিশ্র তাঁহার ভাষণে বলেন,—"ভগবানের সৃষ্ট সমস্ত প্রাণিগণের মধ্যে মনুষ্যই শ্রেষ্ঠ। ভগবান্ একমাত্র মানুষকেই ভাল-মন্দ ও পাপ-পুণ্যের তারতম্য বিচার করিবার ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন। যদি মানুষ ঐ ঈশ্বর প্রদত্ত বিশেষ ক্ষমতার সাহায্যে নিজেদের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানের উন্নতি না করিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহারা একজন সাধারণ প্রাণী অপেক্ষা কোন উচ্চ-মানের উপযোগী হইবেন না। মানুষ, উৎকৃষ্ট কর্য্যের দ্বারা তাঁহার সুখ্যাতি এবং অপকৃষ্ট ও পাপময় কার্য্যের দ্বারা নিজের অখ্যাতির বোঝাই বাড়াইতে পারেন। মনুষ্যজন্মের তাৎপর্য্য হইল,—মনুষ্য বিশেষ ভাবে ভগবদ্ ভজনের দ্বারা মায়া-কবলিত জন্মমৃত্যুর হস্ত হইতে নিজেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করিতে পারেন।

ওড়িষ্যার মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজে, বি, পট্টনায়ক তাঁহার ভাষণে বলেন—"আমরা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীগৌড়ীয় মঠ এবং ইস্‌কনের নিকট তাঁহাদের অসাধারণ অব-

ধর্ম্মসভার তৃতীয় অধিবেশন
প্রথম সারিতে উপবিষ্ট বামপার্শ্ব হইতে
প্রধান বিচারপতি শ্রীরঙ্গনাথ মিশ্র, শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজ এবং শ্রীজয়ন্তকুমার মুখোপাধ্যায়;
দ্বিতীয় সারিতে—শ্রীমদ্ দামোদর মহারাজ, ঝাড়গ্রাম মঠের স্বামিজী ও
শ্রীমদ্ গিরি মহারাজ

ধর্ম্মসভার পঞ্চম অধিবেশন
প্রথম সারিতে বামপার্শ্ব হইতে—শ্রীসদাশিব রথশর্ম্মা (ভাষণরত),
মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজানকীবল্লভ পট্টনায়ক, শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজ
[সভাপতির আসন গ্রহণ করেন পূজ্যপাদ শ্রীমৎ পুরী মহারাজ]

দানের জন্য কৃতজ্ঞ, কারণ তাঁহারা শ্রীজগন্নাথদেব ও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মহিমা পৃথিবীর সর্ব্বত্র কীর্ত্তন ও বিস্তার করিতেছেন। তাঁহারা বিশ্বের অনেক গুরুত্বপূর্ণ সহরেও শ্রীজগন্নাথ দেবের রথযাত্রা অনুষ্ঠান প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। ভগবান্ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, শ্রীজগন্নাথ দেবকে, পুরুষোত্তম ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণেরই বিগ্রহ বলিয়া দর্শন করিয়াছেন। পুরীর শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দির ভারতের ও বিশ্বের বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বিগণের পবিত্র মিলনস্থল।"

৬।২।৮২, ২৩শে মাঘ শনিবার শ্রীশ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর শুভ আবির্ভাব তিথি-পূজা উপলক্ষে মঠবাসী সকলেই উপবাসী থাকিয়া শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীচৈতন্যভাগবতাদি গ্রন্থ হইতে শ্রীনিত্যানন্দমহিমা শ্রবণ কীর্ত্তন করিয়াছেন।

৭।২।৮২, ২৪শে মাঘ রবিবার প্রাতে শ্রীমঠ হইতে এক বিরাট্ নগর সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা বাহির হইয়া প্রথমে শ্রীশ্রীজগন্নাথ মন্দিরের সিংহদ্বারে শ্রীশ্রীপতিত-পাবন জগন্নাথ দেবকে প্রণাম করেন, পরে তথা হইতে যাত্রা করিয়া শ্রীমন্দিরের বহির্ম্মণ্ডল প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক সহরের বিশেষ বিশেষ রাজপথ ভ্রমণ করতঃ বেলা প্রায় ১১ ঘটিকায় নির্ব্বিঘ্নে শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। শ্রীপুরী সহরের নিকটবর্ত্তী বিভিন্ন পল্লী হইতে ৫০টি সংকীর্ত্তন পার্টি ১৪৬ খানি মৃদঙ্গসহ আসিয়া এই শোভাযাত্রার শোভা বর্দ্ধন করেন। এতদ্ব্যতীত শ্রীমঠেরও ১৪ খানি মৃদঙ্গসহ সংকীর্ত্তন পার্টি সম্মিলিত হইয়া ১৬০ খানি মৃদঙ্গসহ প্রায় আড়াই হাজার ভক্তবৃন্দের একটি বিরাট্ শোভাযাত্রা বাহির হন। পুরীধামের ইতিহাসে এইরূপ বিশাল সঙ্কীর্ত্তন-সঙ্ঘ মনে হয় এই সর্ব্বপ্রথম সম্মিলিত হইলেন। নিম্নে পুরীজেলার বিভিন্ন গ্রাম হইতে আগত সঙ্কীর্ত্তন-দলের মৃদঙ্গ ও লোকসংখ্যা বিবৃত হইল :—

১। শ্রীগৌরাঙ্গ সাহু গ্রাম চারিনলা, মৃদঙ্গ ২টি লোক ২০জন
২। „ হরিহর রাউত ,, বাটগাঁ, ,, ২ „ ,, ৩০ ,,
৩। „ বাবাজী পরিড়া „ নোয়াগাঁ ,, ৩ „ ,, ১০ ,,
৪। „ ইন্দ্রমণি প্রধান „ উত্তরকণা ,, ৩ „ ,, ২৫ ,,
৫। „ আনন্দ প্রধান „ তড়জঙ্গ ডিহসাহী ৪ „ ,, ৫৫ „
৬। „ ভ্রমর নায়ক „ অরেইপড়া ,, ৪ „ ,, ৪০ ,,
৭ „ গঙ্গাধর বরাড় „ উত্তরণা মঠসাহী ২ ,, ,, ৩০ „
৮। „ বাইধর নায়ক ,, গৌড়সাহী ,, ৩ ,, ,, ১৮ „
৯। „ শ্রীধর জেনা ,, উত্তরণা ,, ৩ ,, ,, ২০ „
১০। „ শিব জেনা ,, হস্তক ,, ৪ „ ,, ৩০ ,,
১১। „ কৃষ্ণচন্দ্রমহাপাত্র „ নাউরীকেরা ,, ২ „ ,, ২০ „
১২। „ নিতানন্দ জেনা „ বৈরাগী গরুড়া ৪ „ ,, ২৫ „
১৩। „ কস্তুরী বিশাড় „ চমার কেরা ,, ২ „ ,, ১৫ „
১৪। „ হট পরিড়া „ নই মুহ ,, ২ ,, ,, ১৫ ,,
১৫। ,, বাবাজী জেনা ,, তড়জঙ্গ কুলসাহী ২ ,, ,, ২৫ ,,
১৬। ,, ভিখারী জেনা ,, তড় কুলসাহী ,, ৩ ,, ,, ২৫ ,,
১৭। ,, ভ্রমরবর প্রধান ,, গাদিসাহী ,, ২ ,, ,, ২০ „
১৮। ,, বৃন্দাবন প্রধান „ তড়জঙ্গ ডিহসাহী „ ৮ ,, ,, ৪০ „
১৯। ,, ভাগীরথী প্রধান ,, আড়তঙ্গা ,, ৪ ,, ,, ২০ ,,
২০। ,, ভজমন সাহু ,, নাহাকপাটনা ,, ২ ,, ,, ১৫ ,,
২১। ,, মণি চন্দ্র ,, বীরপ্রতাপপুর „ ২ ,, ,, ২০ ,,
২২। ,, ঈশ্বরপ্রধান ,, অড়সনা জাগা ,, ২ ,, ,, ৪০ ,,
২৩। ,, পূর্ণচন্দ্র সাহু ,, বড়তেঁতুলিয়া ,, ৪ ,, ,, ৩০ ,,
২৪। ,, ভিখারী দাস ,, সান তেঁতুলিয়া ,, ২ ,, ,, ১৫ ,,
২৫। ,, শ্যামসুন্দর প্রধান ,, থন্টপুর ,, ৪ ,, ,, ২৫ ,,
২৬। ,, অর্জ্জুন জেনা ,, কুসুপদা ,, ৪ ,, ,, ২৫ ,,
২৭। ,, মুড়ি মহাপাত্র ,, মঙ্গরাজপুর ,, ২ ,, ,, ২০ ,,
২৮। ,, রামচন্দ্র মহারাণা ,, ব্রাহ্মণ আড়ঙ্গিয়া ,, ৪ ,, ৩০ ,,
২৯। ,, বংশীধর প্রধান ,, ধাউড়িয়া ,, ৪ ,, ,, ৩০ ,,
৩০। ,, লক্ষ্মণ স্বাইঁ ,, নোয়াবালিয়া ,, ২ ,, ,, ১৫ ,,
৩১। ,, মহেশ্বর স্বাইঁ ,, পিতেইপুর ,, ৪ ,, ,, ২০ ,,
৩২। ,, চৈতন্য প্রধান ,, দাণ্ডগঙ্গানারায়ণপুর ,, ৪ ,, ২৫ ,,
৩৩। ,, ভগবান্ নায়ক ,, অড়সনা ,, ৪ ,, ,, ২০ ,,
৩৪। ,, সুরথ স্বাইঁ ,, ভিখারী পড়া ,, ৪ ,, ,, ৩০ ,,
৩৫। ,, যদুমণি বারিক ,, চালিশ বাটিয়া ,, ২ ,, ,, ১৫ ,,
৩৬। ,, লক্ষ্মণ প্রধান ,, নাউরী কেরা ,, ২ ,, ,, ২০ ,,
৩৭। ,, নারায়ণ পরিড়া ,, গোলাসাহী ,, ২ ,, ,, ২০ ,,
৩৮। ,, সহদেব ,, পট্টনায়কসাহী ,, ২ ,, ,, ২০ ,,
৩৯। ,, ভীম মহারাণা ,, পঞ্চমোহান ,, ২ ,, ,, ২০ ,,
৪০। ,, সহদেব নায়ক ,, পড়া উত্তর ,, ২ ,, ,, ২০ ,,
৪১। ,, বনা রাউত ,, রাহাঙ্গীরিয়া ,, ৪ ,, ,, ৬০ ,,
৪২। ,, বংশী বারিক ,, রেণুম ,, ২ ,, ,, ১৫ ,,
৪৩। ,, ধ্রুব প্রধান ,, নোয়াপাটনা ,, ২ ,, ,, ২০ ,,
৪৪। ,, পরমানন্দ মুহুলি ,, আলঙ্গিয়া ,, ২ ,, ,, ১৫ ,,
৪৫। ,, বাসুদেব মানিয়া ,, পাইকসাহী ,, ২ ,, ,, ২০ ,,
৪৬। ,, ইন্দ্রমণি বেহেড়া ,, করড়ি ,, ৪ ,, ৩০ ,,
৪৭। ,, সদানন্দ পরিড়া ,, পীরহাট ,, ২ ,, ২০ ,,
৪৮। ঈশ্বর প্রধান ,, পীরহাট, বড়সাহী ,, ২ ,, ,, ২০ ,,
৪৯। বৈকুণ্ঠ প্রধান ,, পীরহাট, নোয়াসাহী ,, ২ ,, ১০ ,,
৫০। ,, হালুমার্থা ,, অঙ্কিয়া ,, ৩ ,, ,, ২৫ ,,

মৃদঙ্গ ১৪৬ লোক ১২০৩

শ্রীমঠের ১৪ খানি মৃদঙ্গ সহ মোট ১৬০ মৃদঙ্গ। ঐ সংকীর্ত্তন পার্টির লোকসংখ্যা ১২০৩। সুতরাং শ্রীমঠের ও ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে সমাগত ভক্তনরনারীর সংখ্যা সম্মিলিত হইয়া শোভাযাত্রায় ন্যূনাধিক ২৫০০ আড়াই হাজার ভক্তের সমাবেশ হইয়াছে। ৫০টি কীর্ত্তনপার্টি ৬।২ তারিখে সারারাত্র ব্যাপিয়া শ্রীমঠে আসিয়া সম্মিলিত হইতে থাকেন। দুইদিবসই সকলে শ্রীমঠে প্রসাদ পাইয়া গিয়াছেন।

৮।২।৮২ পূর্ব্বাহ্ণে আমরা সংকীর্ত্তনমণ্ডলিসহ শ্রীজগন্নাথ মন্দির মধ্যে গমনপূর্ব্বক দ্বারদেশে শ্রীপতিত পাবন জগন্নাথ দেব ও বাইশ পহাচ পার্শ্বে শ্রীনৃসিংহ দেবকে প্রণাম করতঃ শ্রীমন্দিরের অন্তঃপ্রাঙ্গণস্থ শ্রীমন্ মহাপ্রভুর পাদপীঠ বন্দনা করিয়া মূলমন্দির বারচতুষ্টয় উদ্দণ্ড নৃত্যকীর্ত্তনসহ প্রদক্ষিণ করি। মঠাধ্যক্ষ আচার্য্যদেব স্বয়ংই ভাববিহ্বল হইয়া কীর্ত্তন করিতেছিলেন। অতঃপর আমরা সংকীর্ত্তনসহ শ্রীমন্দিরমধ্যে প্রবেশ করি। তথায় নাটমন্দিরে শ্রীজগন্নাথবলরামসুভদ্রা সমক্ষে অনেকক্ষণ নৃত্যকীর্ত্তন চলিতে থাকে। আমাদের শ্রীমঠের পাণ্ডা—শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রিয়পার্ষদ শ্রীল কানাই খুঁটিয়ার

বংশধর শ্রীমদ্ গোপীনাথ খুঁটিয়া মহাশয় আমাদের সঙ্গে ছিলেন, তিনি শ্রীমঠাধ্যক্ষ আচার্য্যদেব ও বৃদ্ধ পুরী মহারাজকে শ্রীরত্নবেদীর সম্মুখস্থ শ্রীমুখশালায় লইয়া গিয়া শ্রীশ্রীজগন্নাথবলরামসুভদ্রাজিউর শ্রীমুখচন্দ্র ভালভাবেই দর্শন করান। তখন ভোগ উঠিবার আয়োজন হইতেছিল। আমরা অতঃপর কীর্ত্তনমুখে শ্রীবিজয়-বিগ্রহ-মন্দির, আদিনৃসিংহ, যজ্ঞবেদী শ্রীরঘুনাথ মন্দির, ষড়্ভুজ মহাপ্রভু, শ্রীসীমাচলনৃসিংহ, শ্রীরোহিণীকুণ্ড, শ্রীবিমলামাতা, শ্রীবেণীমাধব, শ্রীসাক্ষিগোপাল, শ্রীসত্য-ভামা ও শ্রীমহালক্ষ্মী রুক্মিণীদেবী, শ্রীলক্ষ্মীনৃসিংহ প্রভৃতি শ্রীমূর্ত্তিদর্শন ও প্রণাম করতঃ শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-রাধানয়নমণি শ্রীজগন্নাথ বলরাম সুভদ্রা সুদর্শন চক্র এবং দক্ষিণাবর্ত্তক্রমে শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য, শ্রীমদ্ বিষ্ণুস্বামী, শ্রীমন্নিম্বাদিত্য ও শ্রীমদ্ রামানুজাচার্য্যপাদের শ্রীপাদপদ্ম বন্দনা করি।

৯।২।৮২ হইতে ১৩।২।৮২ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাব তিথি পর্য্যন্ত পঞ্চদিবস প্রত্যহ সন্ধ্যায় অন্তঃপ্রাঙ্গণে শ্রীমন্দিরের সম্মুখস্থ মণ্ডপে সভার অধিবেশন হয়। ৯।২ তারিখের সভায় ৮।২ তারিখের নির্দ্ধারিত 'পুরুষোত্তম শ্রীজগন্নাথদেব' বিষয়ই আলোচিত হয়। ভাষণ দিয়াছিলেন—পণ্ডিতপ্রবর শ্রীবঙ্কিম চন্দ্র পণ্ডা তর্ক-তর্কতীর্থ—বাংলাভাষায়, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ ও মঠাধ্যক্ষ আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ হিন্দী ভাষায়, শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ বঙ্গভাষায়। পুরীমহারাজই সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। ঐ দিবস প্রাতে সঙ্কীর্ত্তনমুখে শ্বেতগঙ্গা, গঙ্গামাতা মঠ, শ্রীকাশীমিশ্র ভবন—শ্রীরাধাকান্ত মন্দির গম্ভীরা ও শ্রীসিদ্ধবকুল পরিক্রমা করা হয়। শ্রীগঙ্গামাতা মঠের শ্রীমন্দিরের সিংহাসনের মধ্যস্থলে দর্শন করা হইল শ্রীরাধারসিক রায়, তদুপরি শ্রীরাধামদনমোহন তদ্বামে শ্রীশ্রীজগবন্ধু ও শ্রীশ্রীরাধাশ্যামসুন্দর, শ্রীরসিক রায়ের দক্ষিণ পার্শ্বে শ্রীরাধারাধাবিনোদ ও শ্রীরাধারাধা-রমণ, তন্নিম্নভাগে শ্রীদামোদর শালগ্রাম। আরও কএকটি শালগ্রাম দর্শন করা হইল, তাহা অপূর্ব্ব দর্শন—দশা-বতার মুদ্রাবিশিষ্ট।

১০।২ তারিখেও প্রাতে পরিক্রমা বাহির হয়। আমরা প্রথমে শ্রীশ্রীপতিতপাবন জগন্নাথদেবকে প্রণাম করিয়া বরাবর স্বর্গদ্বারে গেলাম, তথায় মহাতীর্থ সমুদ্র স্পর্শ ও প্রণাম করতঃ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের 'ভজনকুটী' দর্শন ও প্রণাম করি। কুটীরটি খুবই জীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। উহার বাহিরের দেওয়ালগাত্রে একটি প্রস্তরফলকে বঙ্গাক্ষরে লিখিত আছে—

> "গৌরপ্রভোঃ প্রেমবিলাসভূমৌ
> নিষ্কিঞ্চনো ভক্তিবিনোদ নামা।
> কোঽপি স্থিতো ভক্তিকুটীরকোষ্ঠে
> স্মরন্নিশং নামগুণং মুরারেঃ॥"

পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদও ঐ ভক্তিকুটীতে কিছুদিন থাকিয়া ভজনাদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। অতঃ-পর আমরা ঐ কুটীর অপরপার্শ্বস্থ পুরুষোত্তম গৌড়ীয় মঠে প্রবেশ করিয়া শ্রীমন্দির মধ্যে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গরাধা-গোবিন্দজিউ দর্শন ও প্রণাম করি। নাটমন্দিরে বসিয়া কিছুক্ষণ কীর্ত্তনও করা হয়। পরে তথা হইতে আমরা ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপসিদ্ধান্তী মহারাজের শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় আসনে যাই। তথায় এক মন্দিরে নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজের শ্রীমূর্ত্তি, পার্শ্বস্থ অপর মন্দিরে তদারাধ্য শ্রীশ্রীগুরুগৌরা রাধাগোবিন্দজীউ এবং শ্রীগোপীশ্বর মহা-দেবজীউ দর্শন ও প্রণাম করি। পরে তথা হইতে শ্রীসাতাসন মঠে শ্রীশ্রীজগদানন্দ পণ্ডিত ঠাকুরের সেবিত শ্রীগিরিধারীজিউ দর্শনান্তে শ্রীহরিদাস সমাধিমন্দিরে গমনপূর্ব্বক শ্রীমন্দির মহামন্ত্র কীর্ত্তনমুখে বারচতুষ্টয় প্রদক্ষিণ করতঃ শ্রীশ্রীনিতাইগৌরসীতানাথ শ্রীবিগ্রহ ও শ্রীনামাচার্য্য ঠাকুর হরিদাসের সমাধি মন্দিরে প্রণাম করি। পরে তথা হইতে আমরা যাই শ্রীনীলাদ্রিগৌড়ীয় মঠে, তথায় শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গরাধাবিনোদবিহারী জীউর পাদপদ্ম বন্দনা করি। পরে তথা হইতে শ্রীচটকপর্ব্বতে শ্রীপুরুষোত্তম মঠে যাই। তথায় সর্ব্বাগ্রে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের ভজনকুটীর দর্শন, প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিয়া শ্রীশ্রীগৌরগদাধর ও শ্রীশ্রীরাধাবিনোদমাধবজিউর মাধ্যাহ্নিক ভোগারতি দর্শনান্তে প্রণাম করি। পরে

তথা হইতে শ্রীটোটাগোপীনাথ মন্দিরে গমন করি। পূজারী শ্রীপদ্মনাভ দাসাধিকারীজি পদ্মাসনে উপবিষ্ট শ্রীগোপীনাথজিউর পাদপদ্ম কৃপা করিয়া দর্শন করান। আচার্য্য শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজ 'শ্রীক্ষেত্র' গ্রন্থ হইতে শ্রীটোটাগোপীনাথ ও শ্রীযমেশ্বর মহাদেব মাহাত্ম্য পাঠ করিয়া শুনান। শ্রীগোপীনাথ প্রথমে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর নিকটই আত্মপ্রকাশ করেন। মহাপ্রভু প্রিয় গদাধর পণ্ডিত গোস্বামিপ্রভুকে সেই শ্রীবিগ্রহের সেবাভার প্রদান করেন। আমরা শ্রীগোপীনাথ মন্দির হইতে শ্রীযমেশ্বর মহাদেব মন্দিরে গমন করি। শ্রীযমেশ্বর হরিহরতত্ত্ব। আমরা গর্ভমন্দিরে গিয়া দর্শন ও প্রণামান্তে মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করি।

সন্ধ্যায় শ্রীমন্দিরের সম্মুখস্থ অন্তঃপ্রাঙ্গণে সভার অধিবেশন হয়। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ, মঠাধ্যক্ষ শ্রীল আচার্য্যদেব, শ্রীমঠের যুগ্মসম্পাদক শ্রীমদ্ ভক্তিহৃদয় মঙ্গল মহারাজ ও শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ ভাষণ দান করেন।

১১৷২৷৮২ প্রাতে কতিপয় ভক্ত শ্রীমদ্ গতিকৃষ্ণ দাসাধিকারী প্রভুর সহিত শ্রীশ্রীনীলমাধব দর্শনার্থ গমন করেন। ইনিই পরম ভক্ত শবররাজ বিশ্বাবসু পূজিত। ইনিই মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্নকে উপলক্ষ্য করিয়া নীলাচলে শ্রীজগন্নাথবলরামসুভদ্রা রূপে আত্মপ্রকাশ-পূর্ব্বক দর্শন দান করতঃ ত্রিজগৎকে ধন্য ধন্যাতিধন্য কৃতকৃতার্থ করিতেছেন। প্রত্যাবর্ত্তনকালে শ্রীভুবনেশ্বর ও সাক্ষিগোপাল হইয়া মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। রাত্রি অধিক হইয়া যাওয়ায় সাক্ষিগোপাল আর দর্শন হয় নাই, শ্রীঅনন্ত বাসুদেব ও শ্রীভুবনেশ্বরের দর্শন পাইয়াছেন। সর্ব্বতীর্থসার বিন্দুসরোবরের জল সকলেই মস্তকে ধারণ করিয়াছেন।

শ্রীমঠে সন্ধ্যায় পূর্ব্ববৎ সভার অধিবেশন হয়। অদ্য পূজপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিকুমুদ সন্ত মহারাজের আগমনে ভক্তবৃন্দ—সকলেই বিশেষ হর্ষোৎফুল্ল হন। তিনি ও শ্রীমঠাধ্যক্ষ আচার্য্যদেব হিন্দীভাষায়, উদালা শ্রীবি ডি গৌড়ীয় মঠের শ্রীমৎ সাগর মহারাজ উৎকল ভাষায়, শ্রীমৎ ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজের শিষ্য শ্রীমদ্ ভাগবত মহারাজ বাংলাভাষায় ভাষণ দান করেন।

১২৷২৷৮২—অদ্যও সন্ধ্যার পর পূর্ব্ববৎ ধর্ম্মসভার অধিবেশন হয়। ভাষণ দিয়াছিলেন — পূজ্যপাদ সন্ত মহারাজ, শ্রীমন্ মঙ্গল মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ, পূজনীয় সন্ত মহারাজের শিষ্য শ্রীমদ্ ভারতী মহারাজ, পূজ্যপাদ ভক্তিসার মহারাজ, শ্রীমদ্ অরণ্য মহারাজ এবং মঠাধ্যক্ষ আচার্য্য শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজ।

১৩৷২৷৮২—অদ্য পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সাক্ষাৎ আবির্ভাবস্থলীতে আমাদের চিরাভীপ্সিত শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-মহামহোৎসব। সমগ্র প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য জগৎ যে শ্রীগুরুপাদপদ্মের ভুবনপাবন নাম-মহিমা-গানে মুখরিত, যাঁহার শ্রীমুখনিঃসৃত শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণী শ্রবণে উৎ-কণ্ঠিত—লালায়িত সেই জগদ্গুরু প্রভুপাদের আবির্ভাব-তিথিপূজা তাঁহারই আবির্ভাবপীঠে, ইহা তদ্বিঘসাশী শিষ্যপ্রশিষ্য সম্প্রদায়ের চিরবাঞ্ছিত — চিরাকাঙ্ক্ষিত। অদ্যই দশাহব্যাপী উৎসবের সমাপ্তি দিবস। কিন্তু হায়, আজ প্রতিমুহূর্ত্তেই শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের এই লুপ্তপ্রায় মহাতীর্থ ভুবনপাবন আবির্ভাবপীঠের উদ্ধারকর্ত্তা শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের পরমপ্রিয়তম নিজজন নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের শ্রীপাদপদ্মের পবিত্র স্মৃতি হৃদয় মধ্যে জাগরূক হইয়া বড়ই মর্ম্মন্তুদ হইয়া উঠিতেছে। যদিও নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট প্রভুপাদের নিত্যসঙ্গীরূপে তিনি এখানে শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের নিত্যপূজারত আছেন, তথাপি আমরা বহিশ্চক্ষুদ্বারা সেই নিত্যচিন্ময় সৌন্দর্য্য দর্শনে অসমর্থ হইয়া আজ তাঁহার বিরহে বড়ই কাতর হইয়া পড়িতেছি, তিনি কৃপাপূর্ব্বক তাঁহার সেই অপরূপ রূপলাবণ্য দর্শনের দিব্যচক্ষু প্রদান করিলেই আমরা তাঁহার সেই অপ্রাকৃত কাঞ্চনস্বরূপের রূপমাধুর্য্য ও সেবাসৌন্দর্য্য দর্শনে কৃতকৃতার্থ হইতে পারি।

শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রিত ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ তাঁহার সতীর্থগণের অনুমোদনে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাবপীঠোপরি প্রতিষ্ঠিত শ্রীগুরুপাদপদ্মের পরমসুন্দর শৈলী অর্চ্চা পূজায়

ব্রতী হন। তিনি পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদ প্রদত্ত শ্রীব্যাসপূজা পদ্ধতি অনুসারে অষ্টদল মহাপদ্মের মধ্যস্থলে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপঞ্চক (মধ্যস্থলে শ্রীমহাপ্রভু, তাঁহার চতুষ্পার্শ্বে শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত শ্রীগদাধর ও শ্রীবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ); তদ্বামে শ্রীকৃষ্ণপঞ্চক (মধ্যস্থলে শ্রীকৃষ্ণ ও তৎচতুষ্পার্শ্বে শ্রীবাসুদেব সঙ্কর্ষণ প্রদ্যুম্ন অনিরুদ্ধ), পদ্মমধ্যবর্ত্তী শ্রীগৌরকৃষ্ণ দক্ষিণে শ্রীব্যাসপঞ্চক (মধ্যে শ্রীবেদব্যাস, চতুষ্পার্শ্বে শ্রীপৈল, জৈমিনি, বৈশম্পায়ন ও সুমন্ত মুনি), দক্ষিণাবর্ত্তক্রমে — শ্রীবৈয়াসকিপঞ্চক বা আচার্য্যপঞ্চক (মধ্যস্থলে শ্রীশুকাচার্য্য, চতুষ্পার্শ্বে শ্রীরামানুজ, শ্রীমধ্বাচার্য্য, শ্রীবিষ্ণুস্বামী ও শ্রীনিম্বাদিত্য), শ্রীসনকাদিপঞ্চক (মধ্যে শ্রীবিষ্বক্‌সেন ও তৎচতুষ্পার্শ্বে চতুঃসন) ও শ্রীগুরুপরম্পরাপঞ্চক (মধ্যস্থলে অস্মৎ সম্প্রদায়প্রবর্ত্তক ব্রহ্মা, তৎচতুষ্পার্শ্বে দীক্ষাগুরু, পরমগুরু, পরাৎপরগুরু ও পরমেষ্ঠীগুরু) যথাবিধি পূজা করেন। আমাদের সম্প্রদায়ের গুরুপরম্পরা, বিষ্বক্‌সেন চতুঃসনাত্মিকা পঞ্চদেবতা, নবযোগেন্দ্র, দশ শুদ্ধভক্ত, মহাভাগবত, পৌর্ণমাস্যাদি মাতৃকা, অষ্টসখী, অষ্টমঞ্জরী পূজাও ঐ গুরুপরম্পরা-পূজার সহিত করা হয়। পূজাকালে সামান্যাকারে ভোগপ্রদত্ত হইলেও পূজাশেষে বিশেষ ভোগনিবেদনান্তে ১০৮ প্রদীপ দ্বারা আরাত্রিক সম্পাদিত হয়। অতঃপর পুষ্পাঞ্জলি-প্রদান আরম্ভ করা হয়। সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ ও গৃহস্থ পুরুষভক্তগণের পুষ্পাঞ্জলি প্রদানের পর স্ত্রীভক্তগণ পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন। অর্চ্চন ও পুষ্পাঞ্জলি প্রদানাদি সমস্তই মহাসঙ্কীর্ত্তনমুখে সুসম্পন্ন হইয়াছে। ইহা এক অপূর্ব্ব দৃশ্য। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের হরিকীর্ত্তনমুখরিত বাসভবনে প্রভুপাদের প্রকটলীলা আবিষ্কৃত হইয়াছিল। আজ তাঁহার সেই পরমপবিত্র ১০৮বর্ষপূর্ত্তি জন্মতিথিপূজাও মহাসঙ্কীর্ত্তনমুখে অনুষ্ঠিত হইল।

এই সময়ে শ্রীমন্দিরসম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে মঠাধ্যক্ষ আচার্য্যদেব ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ এক অপূর্ব্বভাবে বিভাবিত হইয়া প্রবল আর্ত্তির সহিত বাহ্যজ্ঞানশূন্যাবস্থায় যেভাবে কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাহা এক বিশেষ উল্লেখযোগ্য ও স্মরণযোগ্য ঘটনা। তাঁহার সেই আর্ত্তিপূর্ণ কীর্ত্তন সকলেরই মর্ম্মস্পর্শী হইয়াছিল। আজ তাঁহার এই কীর্ত্তনদ্বারাই শ্রীব্যাসপূজা ও অঞ্জলিপ্রদানাদি সকল অঙ্গই সুসম্পূর্ণ হইল। শ্রীল প্রভুপাদ কীর্ত্তন বড় ভালবাসিতেন— "শ্রীদয়িতদাস কীর্ত্তনেতে আশ কর উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম রব" ইত্যাদি। তাই মনে হইল — এই আর্ত্তিভরা কীর্ত্তনমধ্যে প্রভুপাদ সাক্ষাদ্ভাবে আবির্ভূত হইয়া তাঁহার ভক্তবৃন্দের পূজা গ্রহণ করিলেন।

মাধ্যাহ্নিক ভোগারতির পর আজ অগণিত ভক্ত নরনারী নানাবিচিত্রতাপূর্ণ প্রসাদ সম্মান করিবার সৌভাগ্য প্রাপ্ত হন।

সন্ধ্যায় পূর্ব্ববৎ ধর্ম্মসভার অধিবেশন হয়। অদ্য দশম অধিবেশন। পুরী সামন্ত চন্দ্রশেখর কলেজের প্রিন্সিপাল শ্রীহৃদয়ানন্দ রায় মহোদয় অদ্যকার সভায় সভাপতির আসন অলংকৃত করেন। ভাষণ দেন যথাক্রমে—শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিকুমুদ সন্ত মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিসৌরভ ভক্তিসার মহারাজ, অধ্যক্ষ আচার্য্য শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজ এবং যুগ্ম সম্পাদক শ্রীমন্ মঙ্গল মহারাজ। অতঃপর সভাপতি মহারাজ তাঁহার অভিভাষণ প্রদান করেন। শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলে মহামন্ত্র কীর্ত্তনান্তে সভা ভঙ্গ হয়।

১৪।২ তারিখে শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবকে বন্দনা ও সন্ধ্যায় তাঁহার প্রসাদ সম্মান করতঃ আমরা শ্রীজগন্নাথ এক্সপ্রেসে কলিকাতা যাত্রা করি। বিভিন্ন স্থানের যাত্রীগণও স্বস্ব স্থানাভিমুখে যাত্রা করেন।

শ্রীভগবান্ এবং তন্নিজজন শ্রীগুরুবৈষ্ণবের কৃপাশীর্ব্বাদে উৎসবটি একরূপ নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইল।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামিপাদের তৃতীয় বর্ষপূর্ত্তি বিরহ-মহোৎসব

গত ১৬ই গোবিন্দ (৪৯০ গৌরাব্দ), ১২ই ফাল্গুন (১৩৮৮), ইং ২৪শে ফেব্রুয়ারী (১৯৮২) বুধবার শুক্লা প্রতিপত্তিথিতে বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম শ্রীশ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজ ও শ্রীশ্রীল রসিকানন্দ দেব গোস্বামিপাদের পরমমঙ্গলময়ী তিরোভাব তিথিপূজা বাসরে নিখিল ভারতব্যাপী শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিদয়িত মাধব মহারাজের তৃতীয় বর্ষপূর্ত্তি বিরহতিথিপূজা-মহোৎসব তদীয় পূত চরিত্র ও শিক্ষা শংসন এবং মহাপ্রসাদ বিতরণ-মুখে মহাসমারোহে নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীমঠের সংকীর্ত্তনমণ্ডপে একটি বিদ্বন্মণ্ডলিমণ্ডিত মহতী সভার অধিবেশন হয়, এই সভার সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজ। ভাষণ দিয়াছিলেন যথাক্রমে—য়্যাড্‌ভোকেট শ্রীজয়ন্ত কুমার মুখোপাধ্যায়, য়্যাটর্নি শ্রীনন্দলাল দে, মঠাধ্যক্ষ আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, শ্রীমঠের জয়েন্ট সেক্রেটারী ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিহৃদয় মঙ্গল মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ (হিন্দী ভাষায়) ও সভাপতি। মধ্যাহ্নে ভোগারাত্রিকের পর অগণিত নরনারী প্রসাদ সম্মান করেন।

পূজ্যপাদ মহারাজের আবির্ভাবলীলা — শ্রীউত্থান একাদশী বাসরে পরমারাধ্য পরমহংস শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের তিরোভাবতিথিপূজা-মুখে এবং তিরোভাবলীলাও পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল জগন্নাথ-দাস বাবাজী মহারাজ ও শ্রীশ্রীল রসিকানন্দ দেব গোস্বামী প্রভু — এই দুই মহাপুরুষের তিরোভাব-তিথিপূজা বাসরে। অদ্ভুত সমাবেশ! "সর্ব্বমহাগুণগণ, বৈষ্ণবশরীরে। কৃষ্ণভক্তে কৃষ্ণের গুণ সকলি সঞ্চারে॥" — এই মহাবাক্যানুসারে তাঁহাতে শুদ্ধবৈষ্ণবোচিত বহু সদ্গুণের সমাবেশ পরিলক্ষিত হয়। পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের প্রকটলীলাকালে তিনি তাঁহার বহু মনোজ্ঞ সেবাসম্পাদনপূর্ব্বক তাঁহার প্রচুর স্নেহপ্রীতিভাজন হইয়াছিলেন, তাঁহার অপ্রকট লীলাবিষ্কার কালেও শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ তাঁহাকে দিয়াই তাঁহার আবির্ভাবপীঠের উদ্ধার সাধন করাইয়া তদুপরি অভ্রভেদী সুরম্য মন্দির নির্ম্মাণ ও তাহাতে আমাদের আরাধ্য বিগ্রহগণের নিত্যসেবা প্রকট করাইলেন। শ্রীগুরুদেব তাঁহার প্রতি যে এখনও নিত্যপ্রসন্ন, ইহাই, তাহার জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত। তাঁহার পরম পবিত্র সরলতা, সহিষ্ণুতা গুণ, সতীর্থ-প্রীতি, শিষ্যবাৎসল্য, শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবসেবায় সুদৃঢ় নিষ্ঠা, শ্রীগুরুপাদপদ্মের মনোঽভীষ্ট সম্পাদনে—গুরুদত্ত সাধন-ভজনে অদম্য উৎসাহ, প্রাণান্ত পরিশ্রম প্রভৃতি সদ্গুণ বৈষ্ণবজগতে আদর্শ-স্থানীয় ও অনুসরণীয়। 'দুঃখমধ্যে কোন্ দুঃখ হয় গুরুতর?' শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই প্রশ্নে রায় রামানন্দ যে "কৃষ্ণভক্তবিরহ বিনা দুঃখ নাহি দেখি পর" এই উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন, ইহা সম্পূর্ণ সমীচীন। পূজ্যপাদ মাধব মহারাজের ন্যায় একজন আদর্শ বৈষ্ণবাচার্য্যের অভাব সত্যই অতীব মর্ম্মন্তুদ। কৃষ্ণই কৃপা-পরবশ হইয়া আমাদিগকে তাঁহার ন্যায় এক আদর্শবৈষ্ণবের সঙ্গ প্রদান করিয়াছিলেন, স্বতন্ত্র কৃষ্ণের ইচ্ছা, তিনিই আবার সেই সঙ্গ ভঙ্গ করিয়া দিলেন। আমাদেরই দুর্দ্দৈব-প্রাবল্যে আমরা আজ তাঁহার দুর্লভ সঙ্গ হারাইয়াছি। এক্ষণে তাঁহারই অহৈতুকীকৃপা-শক্তি-সঞ্চার ব্যতীত আমাদের এই তপ্ত হৃদয়ের আর অন্য কোন সান্ত্বনা নাই। তিনি তাঁহার নিত্যধাম হইতে তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত তাঁহার বড় সাধের এই বিরাট্ প্রতিষ্ঠানটির প্রতি কৃপাদৃষ্টিপাত করিলেই ইহার ঔদার্য্য গাম্ভীর্য্য সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকিয়া তাঁহার উত্তরোত্তর সুখদায়ক হইবে। তিনি পরোক্ষে থাকিয়া তাঁহার বিষাদী অবোধ সন্তানগণের হৃদয়ে কৃপাশক্তি সঞ্চার করিলেই তাঁহার সঞ্চারিত শক্তি-প্রভাবেই তাহারা তাঁহার মনোঽভীষ্ট সম্পাদনে অবশ্যই সমর্থ হইবে—অমিত বল অমিত উৎসাহ অমিত উদ্যম লাভ করিয়া অসাধ্য সাধন করিবে। তিনি তাঁহার অজ্ঞ সন্তানগণের জ্ঞাত অজ্ঞাত সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়া তাহাদিগকে তাঁহার অশোক অভয় অমৃতাধার শ্রীপাদপদ্মে স্থান দান করুন, প্রসন্ন হউন, ইহাই তচ্চরণে আমাদের একান্ত প্রার্থনা।

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ৬'০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৩'০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা '৫০ পঃ। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। পত্রিকার গ্রাহক যে কোন সংখ্যা হইতে হওয়া যায়। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইতে সঙ্ঘ বাধ্য নহেন। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫ পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে

৬ ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১) প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত—ভিক্ষা ১.০০
(২) শরণাগতি—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত— ,, .৮০
(৩) কল্যাণকল্পতরু ,, ,, ,, ,, ১.২০
(৪) গীতাবলী ,, ,, ,, ,, ১.০০
(৫) গীতমালা ,, ,, ,, ,, ১.২০
(৬) জৈবধর্ম (রেক্সিন বাঁধান) ,, ,, ,, ,, ১৬.০০
(৭) মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ)—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী— ভিক্ষা ১.৫০
(৮) মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ) ঐ ,, ২.০০
(৯) শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত) — ,, .৮০
(১০) উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)— ,, ১.০০
(১১) শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত—শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত — ,, ১.৭৫
(১২) SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by THAKUR BHAKTIVINODE — Re 1.00
(১৩) শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে উচ্চ প্রশংসিত বাঙ্গালা ভাষার আদি কাব্যগ্রন্থ — শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয় — — — ভিক্ষা ৮.০০
(১৪) ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত — — ,, ২.০০
(১৫) শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার— ডাঃ এস্, এন ঘোষ প্রণীত — ,, ২.০০
(১৬) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত] — — ,, ১৯.০০
(১৭) প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত) — ,, .৫০
(১৮) একাদশীমাহাত্ম্য — — — ,, ২.৫০
অতিমর্ত্ত্য বৈরাগ্য ও ভজনের মূর্ত্ত আদর্শ—
(১৯) গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস — শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত — ,, ৩.০০
(২০) শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য — — ,, ২.৫০
(২১) শ্রীমদ্ভাগবত-মাহাত্ম্য — — — — ,, ২.০০

(২২) সচিত্র ব্রতোৎসবনির্ণয়-পঞ্জী

গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অবশ্য পালনীয় শুদ্ধতিথিযুক্ত ব্রত ও উপবাস-তালিকা সম্বলিত এই সচিত্র ব্রতোৎসবনির্ণয়-পঞ্জী শুদ্ধবৈষ্ণবগণের উপবাস ও ব্রতাদিপালনের জন্য অত্যাবশ্যক।

ভিক্ষা—১.০০ পয়সা। অতিরিক্ত ডাকমাশুল—০.২৫ পয়সা।

দ্রষ্টব্য :—ভিঃ পিঃ যোগে কোন গ্রন্থ পাঠাইতে হইলে ডাকমাশুল পৃথক্ লাগিবে।

প্রাপ্তিস্থান :—কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থবিভাগ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬

মুদ্রণালয় :—
শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-৭০০০২৬

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

দ্বাবিংশ বর্ষ
৩য় সংখ্যা

বৈশাখ
১৩৮৯

শ্রীপুরীধামে শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
আবির্ভাবপীঠোপরি শ্রীমন্দির

সম্পাদক

রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ প্রবর্ত্তিত

একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি :—

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ :—

১। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ

কার্য্যাধ্যক্ষ :—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর :—

মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস-সি

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ :—

মূল মঠ :— ১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ :—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬। ফোন : ৪৬-৫৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-৭০০০২৬

৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

৫। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর

৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৭। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৮। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-৫০০০০২ (অঃ প্রঃ) ফোন : [illegible]

১০। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ (আঃ) ফোন : ২৭১৭০

১১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর ৭৮৪০০১ (আসাম)

১২। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ (নদীয়া)

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া-৭৮৩১০১ (আসাম)

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়—১৬০০২০ (পাঃ) ফোঃ ২৩৭৮৮

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড, পোঃ পুরী-৭৫২০০১ (উড়িষ্যা)

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথমন্দির, পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১ (ত্রিঃ) ফোঃ ১২৯৭

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন, জিলা—মথুরা

১৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড, পোঃ দেরাদুন-২৪৮০০১ (ইউ, পি)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন :—

১৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার, জেঃ কামরূপ (আসাম)

২০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥"

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, বৈশাখ, ১৩৮৯
২২শ বর্ষ } ২১ মধুসূদন, ৪৯৬ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ বৈশাখ, বৃহস্পতিবার, ২৯ এপ্রিল, ১৯৮২ { ৩য় সংখ্যা

শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের বক্তৃতা

স্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ বিদ্বৎ-সভা, উল্টাডিঙ্গি, কলিকাতা

সময়—সন্ধ্যা ৭ ঘটিকা, শনিবার, ৬ই ভাদ্র, ১৩৩২

ওঁ অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥
"যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥"

আমাদের আজকার আলোচ্য বিষয়—"আত্মার নিত্যবৃত্তি।" কোনও বস্তুবিষয়ের জ্ঞানলাভ দুইপ্রকারে সাধিত হয়। ব্যক্তিগত ইন্দ্রিয়জ ধারণায় বা সমষ্টিগত ইন্দ্রিয়জ-ধারণায় আরোহবাদাশ্রয়ে আমাদের ইন্দ্রিয়-বৃত্তিতে বস্তুর যে কল্পিত প্রতিফলন, তাহা একপ্রকার জ্ঞান বটে, কিন্তু উহা-দ্বারা বাস্তব-সত্য বস্তু নির্ণীত হয় না। কিন্তু বাস্তবজ্ঞান সাক্ষাৎ সেই নিত্য-সত্তাবান্ বস্তু হইতে নির্গত হইয়া আমাদের প্রাক্তন জ্ঞান বা ধারণার পরিবর্ত্তন করিয়া থাকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে,—যেমন, সূর্য্যের নিকট হইতে আলোক আগমন করিয়া যখন আমাদের চক্ষুর্গোলকে পতিত হয়, তখন তাহা-দ্বারা সূর্য্যের যে দর্শন-লাভ হয়, তাহাই সূর্য্যসম্বন্ধে বাস্তবজ্ঞান। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—বাস্তব-জ্ঞানই বেদ্য।

ইন্দ্রিয়-দ্বারা যে জ্ঞান লব্ধ হয়, তাহা বস্তুবিষয়ক জ্ঞান নহে;—যেমন, কালিদাসের 'কুমারসম্ভব' যদি কাব্যরসে অনধিকারী অপ্রাপ্তবয়স্ক অপরিপক্কবুদ্ধি কোন বালকের হস্তে পতিত হয়, তাহা হইলে সে ঐ কবির কাব্যের কোন মধুরতাই উপলব্ধি করিতে পারে না। কিন্তু তাহাই যদি আবার কোন পরিণত-বয়স্ক পরিপক্কবুদ্ধি কাব্যবিষয়ে অধিকারিব্যক্তির আলোচনার বিষয় হয়, তাহা হইলে কবির কাব্যের যাথার্থ্য উপলব্ধ হইয়া থাকে। বহির্জ্জগতের জ্ঞান—পরিবর্ত্তনশীল বা কালক্ষোভ্য ; উহা অভিজ্ঞতা ও সময়ের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে-সঙ্গে পরিবর্ত্তিত হয়। বালকের জ্ঞান হইতে যুবার জ্ঞান অধিক, যুবার জ্ঞান হইতে প্রৌঢ়ের জ্ঞান অধিক, প্রৌঢ়ের জ্ঞান হইতে বৃদ্ধের জ্ঞান অধিক ; আশীতি-বর্ষ বৃদ্ধ হইতে শতবর্ষ বৃদ্ধের

জ্ঞান অধিক ; আবার, শতবৎসর পরমায়ু অপেক্ষা কেহ যদি সহস্রবৎসর পরমায়ু এবং তদপেক্ষা কেহ যদি দশসহস্র বৎসর অধিক পরমায়ু লাভ করিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহার জ্ঞান আরও অধিক হইতে পারে। এইরূপে অনন্তকাল ধরিয়া যিনি যত অধিক জ্ঞান সংগ্রহ করিতে পারিবেন, তাঁহার জ্ঞান সেইপরিমাণে তত অধিক হইতে থাকিবে এবং পূর্ব্বপূর্ব্ব-জ্ঞান অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র, পরিমেয়, অসম্পূর্ণ বা নানাপ্রকারে অধিকতর দোষযুক্ত বলিয়া উপলব্ধ হইবে। সুতরাং যে জ্ঞান এরূপ পরিবর্ত্তনশীল, পরিমেয় অসম্পূর্ণ ও কাল-ক্ষোভ্য, সেইরূপ জ্ঞান কখনও আমাদিগকে বাস্তবজ্ঞান বা অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব নির্ণয় করিয়া দিতে পারে না। এইরূপ জ্ঞানের নামই অধিরোহ বা অক্ষজ জ্ঞান। শ্রীমদ্ভাগবত (১০।২।৩২) এই অধিরোহজ্ঞানের কথা বলিতে গিয়াই বলিয়াছেন,—

"যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন-
স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ
পতন্ত্যধোঽনাদৃত-যুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥"

—হে পদ্মলোচন শ্রীকৃষ্ণ! আপনার ভক্ত-ব্যতীত অন্য যাহারা নিজদিগকে বিমুক্ত বলিয়া অভিমান করেন, আপনার প্রতি ভক্তি না থাকায় তাহাদের বুদ্ধি শুদ্ধা নহে। তাহারা শম-দমাদি অত্যন্ত কৃচ্ছ্র-সাধন-ষট্‌ক-ফলে আপনাদিগকে জীবন্মুক্ত বোধ করিলেও সর্ব্বাশ্রয়স্বরূপ আপনার পাদপদ্মকে অনাদর করিয়া অধঃপতিত হয় অর্থাৎ পুনরায় সংসার-দশা প্রাপ্ত হয়।

অধিরোহ-বাদীর ধারণা এই যে, উপায়ের দ্বারা লভ্য উপেয়বস্তুর লাভ হইয়া গেলে উপায় হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। তাঁহাদের উপায় ও উপেয়ে ভেদ আছে; এমন কি, তাঁহাদের ধারণা, — উপায় এতদূর অনিত্য ক্রিয়াবিশেষ যে, উপায়ের হাত হইতে কোনপ্রকারে পরিত্রাণ পাইলেই 'রক্ষা পাইয়াছি' বলিয়া তাঁহারা মনে করিয়া থাকেন। নীচ হইতে উপরে উঠিবার চেষ্টার নাম অর্থাৎ জাগতিক জ্ঞান সংগ্রহপূর্ব্বক জাগতিক অভিজ্ঞান ও ইন্দ্রিয় সম্পত্তি লইয়া উপরের বস্তু দেখিবার প্রয়াসের নাম—'আরোহ-বাদ'; উহা-দ্বারা বাস্তব-বস্তুর জ্ঞান-লাভ হয় না। বাস্তব-বস্তু অনেকসময়ে কল্পনার ছাঁচে কাল্পনিক বস্তু-রূপে গঠিত হইয়া কাল্পনিক জ্ঞান উদয় করায়।

সূর্য্য হইতে আলোক নির্গত হইয়া যখন আমাদের চক্ষুর্গোলকে পতিত হয়, তখন ইহাতে কোন বাধা নাই; ইহা — নির্ব্বাধ-জ্ঞান। যেমন পৃথিবী হইতে বহুদূরে অবস্থিত হইয়াও সূর্য্য যেস্থানে আছে, সেই-স্থান হইতেই সূর্য্যালোক নির্গত হওয়ায়, সত্যিকার আলোকের অপলাপ বা পরিবর্ত্তন হইতে পারে না, তদ্রূপ বাস্তব-বস্তুর জ্ঞানটী আমার নিকটে অবতরণ করিয়া আমাকে বাস্তব-বস্তু দর্শন করাইতেছে; ইহারই নাম—'অবতারবাদ'। স্বতঃকর্ত্তৃত্বধর্ম্ম-বিশিষ্ট বাস্তববস্তু যখন নিজেই তাঁহার স্বরূপ প্রপঞ্চে নির্ব্বাদ ও অবিকৃতরূপে দর্শন করাইয়া থাকেন, তখনই বস্তু-বিষয়ে বাস্তবজ্ঞান লাভ হয়; ইহারই নাম অবরোহবাদ বা অধোক্ষজ-সেবা-পথ।

"আত্মার নিত্যবৃত্তি" সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে আমাদিগের সর্ব্বপ্রথমে 'আত্মা' কাহাকে বলে, তদ্বিষয়ে সুষ্ঠ অভিজ্ঞান লাভ করা আবশ্যক। 'আত্মা'-শব্দের অর্থ 'আমি'। এই 'আত্মার' বা 'আমি'র বিচার করিতে গিয়া প্রথম-মুখে বহির্জ্জগতের জীবের বিচার এই হয় যে, এই পরিদৃশ্যমান ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ ও ব্যোম-নির্ম্মিত স্থূলদেহ-ই 'আমি'। 'স্থূলদেহ-ই আমি' এইরূপ অনুভূতি আসিলে আমরা স্থূলশরীরকেই নানা-প্রকারে সাজাইয়া থাকি; ভাল খাওয়া-দাওয়া, ভাল থাকার জন্য ব্যস্ত হই;—"শরীর-মাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্" এই মন্ত্র-সাধনই তখন আমাদের অনুশীলনীয় ধর্ম্ম হইয়া পড়ে।

যখন আমরা কেবলমাত্র স্থূলশরীরকেই 'আমি' মনে না করিয়া স্থূলশরীরের মধ্যস্থিত চেতনের বৃত্তিটুকুকে অর্থাৎ স্থূলশরীর ও সূক্ষ্মশরীরের মিশ্রভাবকে বা চিদা-ভাসকে 'আত্মা' বলিয়া মনে করি, তখন আমরা প্রকৃতপ্রস্তাবে সূক্ষ্মশরীরকেই 'আমি' বলিয়া বিচার করি এবং নানা-প্রকার বাহ্যক্রিয়া-কলাপাদি-দ্বারা সূক্ষ্ম-

শরীরের উন্নতিবিধান-কল্পে যত্ন করিয়া থাকি। তখন আমাদের বিচার উপস্থিত হয়,—'কেবল নিজ স্থূল শরীরেই 'আমিত্ব' আবদ্ধ না রাখিয়া ঐ 'আমিত্ব'-কে কিছু বিস্তার করা যাউক'; তখন আমরা ভাবি,—'হৃদয় বিশাল করা কর্ত্তব্য, পরোপকারব্রত পালন এবং জগদ্‌বাসীর স্থূলশরীরের উপকার করা কর্ত্তব্য, স্থূলশরীরের সেবা-শুশ্রূষা ও রক্ষার জন্য দাতব্য-চিকিৎসালয় ও সেবাশ্রম প্রভৃতি স্থাপন করা আবশ্যক, সমাজের সংস্কার করা কর্ত্তব্য, দেশের স্বাধীনতা লাভ করা দরকার, সত্যকথা বলা কর্ত্তব্য, পাঁচটা লোককে খাওয়ান-দাওয়ান—একটা ভাল কাজ, সামাজিক-বিধি বিধান করা কর্ত্তব্য, অশান্তি নিরাকরণ করা আবশ্যক, নীতিপরায়ণ হওয়া উচিত, সূক্ষ্মশরীরের উন্নতি, পরিপুষ্টি ও তোষণের জন্য বিদ্যাভ্যাস, কাব্য, ব্যাকরণ, সাহিত্য, অলংকার বা দর্শনশাস্ত্রাদির আলোচনা আবশ্যক;—এইরূপ নানাপ্রকার চিন্তা-স্রোত ও ক্রিয়া-কলাপ তখন আমাদের বৃত্তি বা স্বভাব হইয়া পড়ে। যখন আমরা স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরকেই 'আত্মা' বলিয়া মনে করি, তখন ঐসকল বিচারচিন্তা ও ক্রিয়া-কলাপই আমাদের নিত্য-বৃত্তি বলিয়া মনে হয়।

কিন্তু শ্রুতি ও তদনুগ স্মৃত্যাদি শাস্ত্রে স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীর 'আত্মা' বলিয়া উল্লিখিত হয় নাই, (গীতা ২।২০, ২২)—

"ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচি-
ন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং
পুরাণো হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥"
"বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা-
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥"

স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীর—এই দুইটী উপাধি বা অনাত্মবস্তু। আত্মা—অবিনাশী, অপরিবর্ত্তনশীল; দেহ ও মন—পরিবর্ত্তনশীল। মনের ধর্ম্মে পরস্পর প্রণয় ও বিবাদ-বিসম্বাদ বা রাগ ও দ্বেষ বিরাজমান। স্বার্থসিদ্ধির অর্থাৎ ইন্দ্রিয়তর্পণের ব্যাঘাত হইলেই 'বিবাদ' এবং ইন্দ্রিয়তর্পণের ব্যাঘাত না হইলেই 'প্রণয়'। প্রতিমুহূর্ত্তে আমরা দেহ ও মনের পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করি,—প্রতিমুহূর্ত্তে দেহ-পরমাণুসমূহ পরিবর্ত্তিত হইতেছে। নবপ্রসূত শিশুর দেহ, বালকের দেহ, কিশোরের দেহ, যুবার দেহ, প্রৌঢ়ের দেহ ও বৃদ্ধের দেহের রূপগঠন—পরস্পর পৃথক্। আমাদের মনের অবস্থাও প্রতিমুহূর্ত্তে পরিবর্ত্তিত হইতেছে,—প্রাতকালের মন, মধ্যাহ্নের মন, প্রদোষের মন, রাত্রিকালের মন ও নিশীথের মনের অবস্থায় পরস্পর ভেদ। এই স্থূল ও সূক্ষ্ম উপাধিদ্বয় "আমি" বস্তুকে আবরণ করিয়া ইতর কিছু প্রদর্শন করিতেছে। আমরা যদি ধান্যক্ষেত্রে ধান্যের সহিত সমবর্দ্ধিত শ্যামাঘাস ও মুস্তক প্রভৃতি আগাছাগুলিকে দূর হইতে 'ধান্যক্ষেত্র' বলিয়া নির্দ্দেশ করি তাহা হইলে উহা-দ্বারা বস্তুর যাথার্থ্য নিরূপিত হইল না। ধান্যক্ষেত্র হইতে আগাছা উৎপাটন করিলে তবে উহাকে 'ধান্যক্ষেত্র' বলিবার সার্থকতা হইবে। অচেতন ও চেতনের বৃত্তির একত্র সমাবেশ হইয়া বর্ত্তমানে মিশ্রচেতনভাবকে আমরা অনেক-সময় 'আমি' বলিয়া মনে করি। কিন্তু চেতন—স্বতঃকর্ত্তৃত্ব-ধর্ম্ম-বিশিষ্ট। যদি মনই 'আমি' হইত, তাহা হইলে মন 'আমি যাহা নই', তাহা আমাকে মনে করাইতেছে কেন? মন ত' চেতনের আলোচনা করে না, মন ত' সর্ব্বদা অচেতনবস্তুর দর্শনে নিজকে নিযুক্ত করিয়া রাখে। মন কেবল-চেতনধর্ম্মবিশিষ্ট নহে,—অচেতনধর্ম্মের সহিত সম্যক্ সংমিশ্রণ-ফলে কেবল-চেতনধর্ম্মযুক্ত বস্তুর দর্শনে অসমর্থ। আত্মা কখনও অনাত্মার অনুশীলন করে না। আত্মবস্তু—নিত্যবস্তু, অপরিণামি বস্তু। মনই যদি 'আত্মা' বা 'নিত্যবস্তু' হইত, তাহা হইলে আমি একসময়ে মূর্খ, একসময়ে পণ্ডিত, একসময়ে নিদ্রিত ও একসময়ে জাগরূক থাকিই বা কেন? আত্মার ত' কখনও অচেতন-বৃত্তি নাই।

আত্মার বৃত্তি—একমাত্র পরমাত্মার অনুশীলন; আত্মবৃত্তিতে অন্য কোনপ্রকার ব্যাপার নাই। চেতনের বৃত্তির বা ধর্ম্মের অপব্যবহার-ফলে পরমাত্মা ব্যতীত

খণ্ডবস্তুতে মমতা-নিবন্ধন আমাদের আত্মার বৃত্তি লুপ্ত হইয়া রহিয়াছে। 'আত্মার বৃত্তি লুপ্ত'—এ'কথাও ঠিক নয়; কারণ, চেতনের বৃত্তি কখনও লুপ্ত থাকে না; চেতনের বৃত্তি—সর্ব্বদা ক্রিয়াশীলা; তবে আত্মার বৃত্তির দ্বারা যখন পরমাত্মার অনুশীলন হয়, তখনই আত্মার বৃত্তির যথার্থ ব্যবহার।

যখন আত্মবৃত্তির দ্বারা আত্মানুশীলন হইতেছে না, তখনই আত্মার বৃত্তি বিপর্য্যস্ত হইয়াছে জানিতে হইবে; তখনও আত্মবৃত্তি বর্ত্তমান আছে, কিন্তু অনিত্য-বস্তুতে ধাবিত হইতেছে—এইমাত্র; যেমন, 'আমরা যদি কাশীতে যাইব' মনে করিয়া হাওড়া-ষ্টেশনে উপস্থিত না হইয়া শিয়ালদহ-ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়া দার্জ্জিলিংএর গাড়ীতে চড়িয়া বসি, তাহা হইলে আমাদের ষ্টেশনে যাওয়া হইল, গাড়ীতে চড়া হইল, শারীরিক চেষ্টা-মাত্র করা হইল; কিন্তু আমাদের গন্তব্যপথে পৌঁছান হইল না। আমাদের আত্মার বৃত্তিটী ক্রিয়াশীল রহিয়াছে, কিন্তু অনাত্মবস্তুতে নিযুক্ত করার ফলে বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে,—আত্মার বৃত্তিটী আছে, কিন্তু তাহার অপব্যবহার হইতেছে মাত্র। বর্ত্তমান-কালে চেতনের বৃত্তিদ্বারা দর্শন-স্পর্শনাদি ব্যাপার নশ্বর জড়বিষয়ে নিবিষ্ট রহিয়াছে। 'আমি'র বা আমার অনুশীলনীয়—একমাত্র 'পরম' + 'আত্মা'; কিন্তু বর্ত্তমানকালে পরমবস্তুর অনুশীলন না হইয়া অ-পরম (অবম) বস্তুর অনুশীলন হইতেছে; নাসিকা এখন দুর্গন্ধ গ্রহণ করিতেছে, চক্ষু এখন কুরূপ দর্শন করিতেছে,—ইন্দ্রিয়বৃত্তির প্রয়োগে এখন ভুল হইয়া যাইতেছে। বর্ত্তমানকালে 'আমার সুখ' ও 'আমি'—এই উভয়ের মধ্যে যে মিত্রতা, তাহা কাল্পনিক-মাত্র। আমি যদি প্রকৃতপক্ষে সুখের অধিকারী হই, তাহা হইলে আমাকে সুখভোগাধিকার হইতে কে বঞ্চিত করে? কিন্তু স্পষ্টই দেখিতে পাই,—সুন্দর দন্ত প্রখরদৃষ্টি চক্ষু সকলই নষ্ট হইয়া যায়; বার্দ্ধক্যে স্পর্শশক্তিও কম হইয়া পড়ে। আসব অর্থাৎ মদ্য একক্ষণের জন্য আনন্দ প্রদান করিয়া পরমুহূর্ত্তেই আনন্দের অভাব আনিয়া দেয় কেন?

যাহারা দেহ ও মনের দ্বারা স্থূল ও সূক্ষ্ম জগতের সেবা করে, তাহাদের জন্য সমুচিত দণ্ড অপেক্ষা করিতেছে;—তাহারা পুনঃ পুনঃ দুঃখ-সাগরে নিমজ্জিত হইবে। নিত্য-বৃত্তির অপব্যবহার-ফলেই এইরূপ অসুবিধা ঘটিয়া থাকে। আমাদের এইরূপ দুর্দ্দশার মধ্যে যখন কোন মহাজন কৃপা করিয়া আমাদের দুর্দ্দশার কথাগুলি জানাইয়া দেন, যখন আমরা কায়মনোবাক্যে সেই মহানুভবের চরণ আশ্রয় করিয়া তাঁহার আনুগত্যে ভগবৎসেবায় উন্মুখ হই তখনই আমাদের মঙ্গলোদয়ের কাল উপস্থিত হয়; (ভাঃ ১০।১৪।৮)—

"তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষ্যমাণো
ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্।
হৃদ্বাগ্বপুর্ভির্বিদধন্নমস্তে
জীবেত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্॥"

অনাত্মবৃত্তিতে সময় নষ্ট করা বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক নহে। স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহের ক্রিয়া-সমূহ যদি আত্মার বৃত্তি হইত, তাহা হইলে সমস্তই আমাদের দেহের সঙ্গে সঙ্গে গমন করিত। কিন্তু আমাদের স্থূল ও সূক্ষ্ম ধারণা এবং আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ এখানেই পড়িয়া থাকে।

'তবে আত্মার বৃত্তি কি?'—এই বিষয়ের অনুসন্ধান-স্পৃহা আমাদের চিত্তে উপস্থিত হয়। নির্ব্বিশেষবাদিগণ বলেন,—কেবল চেতনভাব বা চিন্মাত্রই আত্মার বৃত্তি। অবশ্য যে চিন্মাত্রোপলব্ধিতে জড়ত্ব নিরাসপূর্ব্বক অপ্রাকৃতত্ব স্থাপিত হইয়াছে, সেই চিন্মাত্রে দোষ নাই। কিন্তু যে চিন্মাত্রে চিৎএর বিলাস নাই, তাহাকে 'নাস্তিকতা' ব্যতীত আর কিছুই বলা যায় না। পরমাত্মার সহিত আত্মার বিলীন হইয়া যাওয়ার বিচারে আত্মার কোন ক্রিয়া থাকে না। আত্মা—চেতনধর্ম্মযুক্ত; চেতনের ক্রিয়া অর্থাৎ চিদ্বিলাস না থাকিলে আত্মার বিনাশমাত্র সাধিত হয়। ঐরূপ কাল্পনিক চিন্মাত্রের সহিত প্রস্তরতার ভেদ কোথায়? রূপদর্শন, ঘ্রাণগ্রহণ, রসস্বাদন, ত্বক্‌স্পর্শ ও শব্দশ্রবণাদির ফলে আনন্দের উদয় হয়। যেস্থলে চেতনের ক্রিয়া থাকে না, যেস্থলে 'আস্বাদ্য' 'আস্বাদক' ও

'আস্বাদন'-ক্রিয়ার নিত্য অবস্থান নাই, সেইস্থলে আনন্দের উপলব্ধিই বা কোথায়? ত্রিগুণাত্মক আমি দোষযুক্ত বটে, কিন্তু ত্রিগুণাতীত আমি—নিত্য সত্য ও উপাদেয় বস্তু। উপাদেয়ের সহিত অনুপাদেয়ের সাম্য-বিচারে যদি উপাদেয় বস্তুই পরিত্যক্ত হইল, তাহা হইলে সেইরূপ নিষ্ক্রিয়াবস্থা ত'—প্রস্তরাদি অচেন বস্তুতেও রহিয়াছে! জড়দোষ নিরাকরণ করিতে গিয়া সদ্‌গুণেরও নিরাকরণ করিতে হইবে,- এইরূপ যুক্তি বা চেষ্টা মূর্খতা বা আত্মবঞ্চনা-মাত্র; —যেমন আমার একটী ফোড়া হইয়াছে; আমি কোন বৈদ্যের নিকট গমন করিয়া আমায় ফোড়ার যন্ত্রণা হইতে নিরাময় করিবার জন্য পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি আমাকে পরামর্শ দিলেন,—"তুমি গলায় ছুরি দাও, তাহা হইলেই ফোড়ার যন্ত্রণা হইতে চিরনিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিবে।" ফোড়া আরোগ্য করাই আমার দরকার, আত্মবিনাশ আবশ্যক নহে। মায়াবাদিগণ ফোড়া নিরাময় করিতে গিয়া আত্মবিনাশ করিয়া ফেলেন। এই অচিদ্বৈচিত্র্যযুক্ত পৃথিবীর অসুবিধারই চিকিৎসা করিতে হইবে। কিন্তু তাই বলিয়া চিদ্বৈচিত্র্যও নাশ বা অস্বীকার করিতে হইবে—এইরূপ কুবিচার মূর্খতা-মাত্র। ভক্তগণ এই পরামর্শ গ্রহণ করেন না। 'আমি'র বৃত্তি—চেতনের বৃত্তি নাশ করা কখনও বিধেয় নহে; 'আমি' নয় যে বস্তু, তাহার বিনাশ হউক। চেতনের নিত্যসত্য বৃত্তি আত্মবিনাশকে সর্ব্বপ্রকারে নিষেধ ও ধিক্কার করিয়া থাকে। আত্মবিনাশরূপ কাল্পনিক শান্তি বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি চাহেন না। পরমাত্মার অনুশীলনই আত্মার নিত্যবৃত্তি। আরোহবাদ-দ্বারা-লব্ধ নির্ব্বিশিষ্ট-ভাব - নাস্তিকতা-মাত্র উহা 'ধর্ম্ম'-শব্দ-বাচ্য নহে; উহা ধর্ম্ম-চাপা-দেওয়া কথা মাত্র। আমি আর যাইতে পারি না বলিয়া যাইতে যাইতে যাওয়ার কথা চাপা দিয়া নির্ব্বিশেষ-ভাবকে বরণ করা—একটা জাগতিক অনুমান-প্রসূত কষ্টকল্পনা-মাত্র অনাত্মবস্তুর দোষসমূহকেও আত্ম-বস্তু-মধ্যে গণনা করা, অচিদ্বিলাসের হেয়তা-সমূহকেও চিদ্বিলাসমধ্যে কল্পনা করা—অতিরিক্ত বাক্যবিন্যাস বা প্রজল্প-মাত্র। দেহ ও মনের অনুশীলন কখনও "নিত্য-বৃত্তি"-শব্দ বাচ্য নহে। 'আমি' জিনিষটী 'পরম আমার' অনুসন্ধান করে—'আত্মা' 'পরমাত্মার' অনুসন্ধান করিয়া থাকে।

(ক্রমশঃ)

জৈবধর্ম্ম

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]

প্রথম অধ্যায়

জীবের নিত্য ও নৈমিত্তিক ধর্ম্ম

পৃথিবীর মধ্যে জম্বুদ্বীপ শ্রেষ্ঠ। জম্বুদ্বীপের মধ্যে ভারতবর্ষ প্রধান। ভারতের মধ্যে গৌড়ভূমি সর্ব্বোত্তমা। গৌড়দেশের মধ্যে শ্রীনবদ্বীপমণ্ডল পরম উৎকৃষ্ট। শ্রীনবদ্বীপমণ্ডলের একদেশে ভাগীরথীকূলে শ্রীগোদ্রুমনামে একটী রমণীয় জনপদ নিত্য বিরাজমান। শ্রীগোদ্রুমের উপবনে প্রাচীনকালে অনেকগুলি ভজনানন্দী পুরুষ স্থানে স্থানে বাস করিতেন। যে-স্থলে কোন সময়ে শ্রীসুরভি স্বীয় লতামণ্ডপে ভগবান্ শ্রীগৌরচন্দ্রের আরাধনা করিয়াছিলেন, তাহার অনতিদূরে 'প্রদ্যুম্নকুঞ্জ'-নামে একটী ভজনকুটীর ছিল। তথায় নিবিড় লতাচ্ছন্ন একটী কুটীরের মধ্যে ভগবৎ-পার্ষদপ্রবর প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারীর শিক্ষা-শিষ্য শ্রীপ্রেমদাস পরমহংস বাবাজী মহাশয় নিরন্তর ভজনানন্দে কালযাপন করিতেন।

শ্রীপ্রেমদাস বাবাজী সর্ব্বশাস্ত্রে পণ্ডিত হইয়াও

শ্রীনন্দগ্রামের অভিন্ন তত্ত্ববোধে শ্রীগোদ্রুমবনকে একান্তমনে আশ্রয় করিয়াছিলেন। প্রত্যহ দুই লক্ষ হরিনাম এবং সর্ব্ববৈষ্ণব-উদ্দেশে শত শত দণ্ডবৎ ও গোপগৃহে মাধুকরীদ্বারা জীবননির্ব্বাহ, এই তাঁহার জীবনের নিয়ম হইয়া উঠিয়াছিল। যে-সময়ে তিনি ঐ কার্য্যসকল হইতে বিশ্রাম করিতেন, তখন কোনপ্রকার গ্রাম্যকথা না কহিয়া ভগবৎপার্ষদপ্রধান শ্রীজগদানন্দের 'প্রেমবিবর্ত্ত' সজলনয়নে পাঠ করিতেন। ঐকালে নিকটস্থ কুঞ্জবাসিগণ আসিয়া ভক্তিসহকারে তাঁহার পাঠ শ্রবণ করিতেন। করিবেন না কেন, যেহেতু 'প্রেমবিবর্ত্ত'-গ্রন্থ সমস্ত রসতত্ত্বে পরিপূর্ণ; আবার বাবাজী মহাশয়ের মধুস্রাবী স্বর শ্রবণ করিলে সমস্ত ভক্তবৃন্দের হৃদয় হইতে বিষয়-বিষানল বিদূরিত হইত।

একদা অপরাহ্নে নাম সংখ্যা সম্পূর্ণ করিয়া পরমহংস বাবাজী মহাশয় শ্রীমাধবীমালতী-লতামণ্ডপে উপবেশনপূর্ব্বক 'শ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত' পাঠ করিতে করিতে ভাবসমুদ্রে মগ্ন হইতেছেন, এমত সময় একটী চতুর্থাশ্রমী তাপস আসিয়া তাঁহার চরণে দণ্ডবৎপ্রণাম করিয়া অনেকক্ষণ পড়িয়া রহিলেন। বাবাজী মহাশয় প্রথমে ভাবানন্দে নিমগ্ন ছিলেন, কিন্তু অল্পক্ষণ-মধ্যেই তাঁহার বাহ্যস্ফূর্ত্তি হইলে সাষ্টাঙ্গপতিত সন্ন্যাসী মহাত্মাকে দর্শন করিয়া আপনাকে তৃণাধিক নীচজ্ঞানে সন্ন্যাসীর সম্মুখে পড়িয়া 'হা চৈতন্য! হা নিত্যানন্দ! এই অধমকে কৃপা কর' বলিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ সন্ন্যাসী ঠাকুরকে সম্ভাষণপূর্ব্বক কহিলেন,—"প্রভো! আমি অতিশয় হীন ও দীন, আমাকে আপনি কেন বিড়ম্বনা করিতেছেন?" সন্ন্যাসী তখন বাবাজী মহাশয়ের পদধূলী লইয়া উপবিষ্ট হইলেন। বাবাজী মহাশয়ও তাঁহাকে কলার বল্কলাসন দিয়া একপার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়া প্রেমগদ্গদবাক্যে কহিলেন,—"প্রভো! এ দীন ব্যক্তি আপনার কি সেবা করিতে যোগ্য?" কমণ্ডলু রাখিয়া যতীশ্বর তখন করজোড়ে কহিতে লাগিলেন—

"প্রভো! আমি অতিশয় ভাগ্যহীন। সাংখ্য, পাতঞ্জল, ন্যায়, বৈশেষিক, উত্তর-পূর্ব্ব-মীমাংসাদ্বয় এবং উপনিষদাদি বেদান্তশাস্ত্র বারাণস্যাদি বহুবিধ পুণ্যতীর্থে প্রচুর অধ্যয়নপূর্ব্বক শাস্ত্রতাৎপর্য্যবিতর্কে অনেক কাল যাপন করিয়া প্রায় দ্বাদশ বৎসর হইল শ্রীল সচ্চিদানন্দ সরস্বতীপাদের নিকট দণ্ড গ্রহণ করিয়াছি। দণ্ড গ্রহণ করিয়া সর্ব্বতীর্থ ভ্রমণ করিতে করিতে ভারতের সর্ব্বত্র শাঙ্করী সন্ন্যাসীদিগের সঙ্গ করিয়াছি। কুটিচক, বহূদক, হংস—এই তিন অবস্থা অতিক্রমপূর্ব্বক কিছুদিন পরমহংসপদ লাভ করিয়াছিলাম। মৌনাবলম্বনপূর্ব্বক বারাণসীক্ষেত্রে 'অহং ব্রহ্মাস্মি', 'প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম', 'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি শ্রীশঙ্করোদিত মহাবাক্য আশ্রয় করিয়াছিলাম। একদিবস কোন সাধুবৈষ্ণব উচ্চৈঃস্বরে হরিলীলা গান করিতে করিতে আমার সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেলেন। আমি চক্ষু উন্মীলন করতঃ দেখিলাম যে, সেই বৈষ্ণব অশ্রুধারায় স্নাত এবং তাঁহার সর্ব্বশরীর পুলকে পরিপূর্ণ। গদ্গদস্বরে "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ" এই নামটী বলিতেছেন ও নৃত্য করিতে করিতে স্খলিতপদ হইয়া পড়িয়া যাইতেছেন। তাঁহাকে দেখিয়া ও তাঁহার গান শ্রবণ করিয়া আমার হৃদয় যে কি একটী অনির্ব্বচনীয় ভাব উদয় হইল, তাহা আমি আপনার নিকট বর্ণন করিতে অক্ষম। ভাব উদয় হইল বটে, তথাপি স্বীয় পরমহংস-পদ-মর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্য আমি আর তাঁহার সহিত আলাপ করিতে পারিলাম না। হা ধিক্! ধিক্ আমার পদমর্য্যাদা! ধিক্ আমার ভাগ্য! কেন বলিতে পারি না, সেইদিন হইতে আমার চিত্ত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের শ্রীচরণে আকৃষ্ট হইল। পরে আমি ব্যাকুল হইয়া সেই বৈষ্ণবটির অনেক অন্বেষণ করিলাম। কিন্তু তাঁহাকে আর দেখিতে পাইলাম না। আমি দেখিলাম যে, সেই বৈষ্ণবদর্শনে ও তাঁহার মুখে নামশ্রবণে আমার যে বিমলানন্দ হইয়াছিল, তাহা আমি তৎপূর্ব্বে আর কখনই বোধ করিতে পারি নাই। মানবসত্তায় যে এরূপ সুখ আছে, তাহা কখনই জানিতাম না। আমি কয়েকদিন বিচার করিয়া স্থির করিলাম যে, আমার বৈষ্ণব-চরণাশ্রয় করাই শ্রেয়ঃ। আমি বারাণসী পরিত্যাগ করিয়া শ্রীধাম বৃন্দাবনে গেলাম। তথায় অনেক বৈষ্ণব

দেখিলাম। তাঁহারা শ্রীরূপ, সনাতন, জীব গোস্বামীর নাম করিয়া অনেক বিলাপ করেন। তাঁহারা শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলা স্মরণ করেন, আবার শ্রীনবদ্বীপ নাম করিয়া প্রেমে গড়াগড়ি দেন। আমার শ্রীনবদ্বীপ-দর্শনে লালসা হইয়া উঠিল। শ্রীব্রজধামের চৌরাশি ক্রোশ ভ্রমণ করতঃ আমি কয়েক দিবস হইল শ্রীমায়াপুরে আসিয়াছি। মায়াপুর-নগরে আপনার মহিমা শ্রবণ করিয়া অদ্য আপনার চরণাশ্রয় করিলাম। আপনি এ দাসকে নিজ কৃপাপাত্র করিয়া চরিতার্থ করুন।"

পরমহংস বাবাজী মহাশয় দন্তে তৃণ ধরিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে বলিলেন,—"সন্ন্যাসী ঠাকুর, আমি নিতান্ত অপদার্থ। উপর তৃপ্তি, নিদ্রা ও বৃথালাপে আমার জীবন বৃথা গেল। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রের লীলাস্থান আশ্রয় করিয়া দিনপাত করিতেছি। কিন্তু কৃষ্ণপ্রেম যে কি বস্তু, তাহা আস্বাদন দ্বারা বুঝিতে পারিলাম না। আপনি ধন্য! যেহেতু এক মুহূর্ত্তের জন্যও বৈষ্ণবদর্শনে প্রেম আস্বাদন করিয়াছেন। আপনি কৃষ্ণচৈতন্যের কৃপাপাত্র। এই অধমকে প্রেম আস্বাদনের সময় এক-এক বার স্মরণ করিলে আমি চরিতার্থ হইব। এই বলিতে বলিতে বাবাজী মহাশয় সন্ন্যাসী ঠাকুরকে দৃঢ় আলিঙ্গন দিবার সময় চক্ষের জলে তাঁহাকে স্নান করাইলেন। সন্ন্যাসী ঠাকুর বৈষ্ণব-অঙ্গ স্পর্শ করিয়া একটী অভূতপূর্ব্ব ভাব লাভ করিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে নৃত্য করিতে লাগিলেন। নৃত্যকালে তিনি এই পদ্য গান করিতে লাগিলেন—

"(জয়) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শ্রীপ্রভু নিত্যানন্দ।
(জয়) প্রেমদাস গুরু, জয় ভজন আনন্দ॥"

অনেকক্ষণ নৃত্য-কীর্ত্তনের পর স্থির হইয়া উভয়ে পরস্পর অনেক কথাবার্ত্তা কহিলেন। প্রেমদাস বাবাজী মহাশয় বিনীতভাবে কহিলেন,—"হে মহাত্মন্, আপনি এই প্রদ্যুম্নকুঞ্জে কিয়দ্দিন বাস করিয়া আমাকে পবিত্র করুন।" সন্ন্যাসী ঠাকুর কহিলেন,—"আমি আপনার চরণে আমার দেহ সমর্পণ করিলাম। কিয়দ্দিনের কথা কেন, আমার দেহত্যাগ পর্য্যন্ত আমি আপনার সেবা করিতে পাই, ইহাই আমার প্রার্থনা।"

সন্ন্যাসী ঠাকুর সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ। গুরুকুলে কিছুদিন বাস করিয়া গুরূপদেশ লইতে হয়, তাহা তিনি ভালরূপে জানেন। অতএব পরমানন্দে সেই কুঞ্জে কয়েকদিন অবস্থিতি করিলেন। পরমহংস বাবাজী কয়েকদিন পরে কহিলেন,—"হে মহাত্মন্, শ্রীপ্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী ঠাকুর কৃপা করিয়া আমাকে চরণে রাখিয়াছেন। তিনি আজকাল শ্রীনবদ্বীপমণ্ডলের একপ্রান্তে শ্রীদেবপল্লী-গ্রামে শ্রীশ্রীনৃসিংহ-উপাসনায় মগ্ন। আজ চলুন, মাধুকরী সমাপনপূর্ব্বক তাঁহার চরণ দর্শন করিয়া আসি।" সন্ন্যাসী ঠাকুর কহিলেন, "যে আজ্ঞা হয়, তাহাই পালন করিব।"

বেলা দুটার পর তাঁহারা উভয়ে শ্রীঅলকানন্দা পার হইয়া শ্রীদেবপল্লীতে উপস্থিত হইলেন। সূর্য্যটীলা অতিক্রম করতঃ শ্রীনৃসিংহদেবের মন্দিরে ভগবৎপার্ষদ শ্রীপ্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারীর চরণদর্শন পাইলেন। দূর হইতে পরমহংস বাবাজী মহাশয় দণ্ডবন্নিপতিত হইয়া শ্রীগুরুদেবকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন। ব্রহ্মচারী ঠাকুর ভক্তবাৎসল্যে আর্দ্র হইয়া শ্রীমন্দিরের বাহিরে আগমন-পূর্ব্বক পরমহংস বাবাজীকে উভয় হস্তের দ্বারা উত্তোলন করতঃ প্রেমালিঙ্গন করিয়া কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন। অনেকক্ষণ ইষ্টগোষ্ঠীর পর পরমহংস বাবাজী সন্ন্যাসী ঠাকুরের পরিচয় দিলেন। ব্রহ্মচারী ঠাকুর সাদরবাক্যে কহিলেন —"ভাই, তুমি যথাযোগ্য গুরু পাইয়াছ। প্রেমদাসের নিকট প্রেমবিবর্ত্ত শিক্ষা কর।"

"কিবা বিপ্র, কিবা ন্যাসী, শূদ্র কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা, সেই গুরু হয়॥"

(চৈঃ চঃ মধ্য ৮ম ১২৭)

সন্ন্যাসী ঠাকুরও বিনীতভাবে পরমগুরুর পাদপদ্মে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করতঃ কহিলেন,—"প্রভো! আপনি চৈতন্যপার্ষদ, আপনার কৃপাকটাক্ষে আমার ন্যায় শত শত অভিমানী সন্ন্যাসী পবিত্র হইতে পারে। কৃপা করুন।"

সন্ন্যাসী ঠাকুর ভক্তগোষ্ঠীর পরস্পর ব্যবহার পূর্ব্বে শিক্ষা করেন নাই। গুরু ও পরমগুরুতে যে-প্রকার ব্যবহার দেখিলেন, তাহাই সদাচার জানিয়া নিজ

গুরুর প্রতি অকৈতবে সেই দিন হইতে তদ্রূপ ব্যবহার করিতে লাগিলেন। সন্ধ্যা-আরাত্রিক দর্শন করতঃ উভয়ে শ্রীগোদ্রুমে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

কিছুদিন এই প্রকারে থাকিয়া সন্ন্যাসী ঠাকুর পরমহংস বাবাজীকে তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিতে বাসনা করিলেন। এখন বেশ ব্যতীত আর সমস্তই তাঁহার বৈষ্ণবের ন্যায় হইয়াছে। শমদমাদিগুণসম্পন্ন হইয়া সম্পূর্ণরূপে ব্রহ্মনিষ্ঠা পূর্ব্বেই লাভ করিয়াছিলেন। এখন সেই নিষ্ঠার উপর আবার পরব্রহ্মের চিল্লীলানিষ্ঠা জন্মিল। সঙ্গে সঙ্গে দীনভাব প্রবল হইয়া উঠিল।

একদিন অরুণোদয়সময়ে পরমহংস বাবাজী পরিষ্কৃত হইয়া তুলসীমালায় নাম-সংখ্যা করিতে করিতে মাধবী-মণ্ডপে বসিলেন। কুঞ্জভঙ্গলীলা-স্মৃতিজনিত প্রেমবারী তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় হইতে অনবরত পড়িতে লাগিল। স্বীয় সিদ্ধভাবে পরিভাবিত তৎকালোচিত সেবায় নিযুক্ত হইয়া আপনার স্থূল-দেহ-স্মৃতি হারাইতে লাগিলেন। সন্ন্যাসী ঠাকুর তাঁহার ভাবে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার নিকট উপবেশন করতঃ তাঁহার সাত্ত্বিকভাবসকল অবলোকন করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে পরমহংস বাবাজী কহিলেন—"সখি! কখ্খটীকে শীঘ্র নিস্তব্ধ কর, নতুবা আমার রাধাগোবিন্দের সুখনিদ্রা ভঙ্গ হইলে সখী ললিতা দুঃখ পাইবেন এবং আমাকে ভর্ৎসনা করিবেন। ঐ দেখ অনঙ্গমঞ্জরী তদ্বিষয়ে ইঙ্গিত করিতেছেন। তুমি রমণ-মঞ্জরী; তোমার এই নির্দ্দিষ্ট সেবা। তুমি তাহাতে যত্নবতী হও।"—বলিতে বলিতে পরমহংস বাবাজী অচেতন হইলেন। সন্ন্যাসী ঠাকুর স্বীয় সিদ্ধদেহ ও পরিচয় জানিয়া সেই হইতে সেই সেবায় নিযুক্ত হইলেন। ক্রমশঃ প্রাতঃকাল হইল। পূর্ব্বদিকে উষা আসিয়া শোভা বিস্তার করিতে লাগিল। পক্ষিগণ চারিদিকে আপন আপন গান করিতে লাগিল। মন্দ মন্দ সমীরণ বহিতে লাগিল। আলোক-প্রবেশ-সময়ে প্রদ্যুম্নকুঞ্জের মাধবীমণ্ডপের যে অপূর্ব্ব শোভা হইল, তাহা বর্ণনাতীত।

পরমহংস বাবাজী কদলীবল্কলাসনে উপবিষ্ট হইয়া আছেন। বাহ্যস্ফূর্ত্তি ক্রমে ক্রমে হইতেছে। নামমালা করিতে লাগিলেন। সেই অবসরে সন্ন্যাসী ঠাকুর বাবাজীর পদতলে সাষ্টাঙ্গ হইয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করতঃ সমীপে বিনীতভাবে উপবেশন পূর্ব্বক করযোড়ে কহিতে লাগিলেন —

"প্রভো! এই দীনজন একটী প্রশ্ন করিতেছে। উত্তর দান করিয়া তাহার প্রাণ শীতল করুন। ব্রহ্ম-জ্ঞানানলে দগ্ধ হৃদয়ে ব্রজরসের সঞ্চার করুন।"

বাবাজী কহিলেন,—"আপনি যোগ্যপাত্র। আপনি যে-প্রশ্ন করিবেন, আমি যথাসাধ্য উত্তর করিব।"

সন্ন্যাসী কহিলেন,—"প্রভো! আমি অনেক দিন হইতে ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা শুনিয়া 'ধর্ম্ম কি' তাহা অনেক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি। দুঃখের বিষয় যে, তাঁহারা তদুত্তরে যাহা যাহা বলিয়াছেন, সে-সমস্ত পরস্পর অনৈক্য। অতএব আমাকে বলুন, 'জীবের ধর্ম্ম কি?' এবং পৃথক্ পৃথক্ শিক্ষকেরা কেনই বা পৃথক্ পৃথক্ উপদেশকে ধর্ম্ম বলিয়া বলেন? ধর্ম্ম যদি এক হয়. তবে পণ্ডিতেরা সকলেই কেন সেই এক অদ্বিতীয় ধর্ম্মের অনুশীলন করেন না?"

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপ্রভুর পাদপদ্ম ধ্যান করিয়া পরমহংস বাবাজী মহাশয় কহিতে লাগিলেন,—"ওহে ভাগ্যবান্! ধর্ম্মতত্ত্ব যথাজ্ঞান বলিতেছি, শ্রবণ করুন। যে বস্তুর যাহা নিত্য স্বভাব, তাহাই তাহার নিত্য ধর্ম্ম। বস্তুর গঠন হইতে স্বভাবের উদয় হয়। কৃষ্ণের ইচ্ছায় যখন কোন বস্তু গঠিত হয়, তখন সেই গঠনের নিত্য-সহচররূপ একটী স্বভাব হয়। সেই স্বভাবই সেই বস্তুর নিত্য ধর্ম্ম। পরে যখন কোন ঘটনাবশতঃ বা অন্য-বস্তু-সঙ্গে সেই বস্তুর কোন বিকার হয়, তখন তাহার স্বভাবও বিকৃত বা পরিবর্ত্তিত হয়। পরিবর্ত্তিত স্বভাব কিছুদিনে দৃঢ় হইলে নিত্য স্বভাবের ন্যায় সঙ্গী হইয়া পড়ে। এই পরিবর্ত্তিত স্বভাব, স্বভাব নয়। ইহার নাম নিসর্গ। নিসর্গ স্বভাবের স্থলে বসিয়া আপনাকে স্বভাব বলিয়া পরিচয় দেয়। যথা—জল একটী বস্তু। তারল্য তাহার স্বভাব। ঘটনাবশতঃ জল যখন শিলা হয়, তখন কাঠিন্য তাহার নিসর্গ হইয়া স্বভাবের ন্যায় কার্য্য করে। বস্তুতঃ নিসর্গ নিত্য নয়, তাহা নৈমিত্তিক। কেননা, কোন নিমিত্ত

হইতে উদিত হয় এবং সেই নিমিত্ত বিদূরিত হইলে, স্বয়ং বিগত হয়। কিন্তু স্বভাব নিত্য। বিকৃত হইলেও তাহা অনুস্যূত থাকে। কাল ও ঘটনাক্রমে স্বভাব অবশ্যই নিজ পরিচয় দিতে পারেন।

বস্তুর স্বভাবই বস্তুর নিত্য ধর্ম্ম। বস্তুর নিসর্গই বস্তুর নৈমিত্তিক ধর্ম্ম। যাঁহাদের বস্তুজ্ঞান আছে, তাঁহারা নিত্য ও নৈমিত্তিক ধর্ম্মের প্রভেদ জানিতে পারেন। যাঁহাদের বস্তুজ্ঞান নাই, তাঁহারা নিসর্গকে স্বভাব মনে করেন এবং নৈমিত্তিক ধর্ম্মকে নিত্য ধর্ম্ম মনে করেন।"

সন্ন্যাসী ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বস্তু কাহাকে বলে এবং স্বভাবশব্দের অর্থ কি ?"

পরমহংস বাবাজী কহিলেন,—"বস্-ধাতুতে সংজ্ঞার্থে 'তু' প্রত্যয় করিয়া 'বস্তু'-শব্দ হয়। অতএব যাহার অস্তিত্ব আছে বা প্রতীতি আছে, তাহাই বস্তু। বস্তু দুই প্রকার অর্থাৎ বাস্তব বস্তু এবং অবাস্তব বস্তু। বাস্তব বস্তু পরমার্থ-ভূত তত্ত্ব। অবাস্তব বস্তু—দ্রব্য-গুণাদি-রূপ। বাস্তব বস্তুর অস্তিত্ব আছে। অবাস্তব বস্তুর অস্তিত্ব কেবল প্রতীত হয়। প্রতীতি কোনস্থলে সত্য, কোনস্থলে ভাণ মাত্র। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথমস্কন্ধের দ্বিতীয় শ্লোকে "বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদম্" এই কথায় বাস্তব বস্তু একমাত্র পরমার্থ—ইহা নির্ণীত হইয়াছে। ভগবান্ একমাত্র বাস্তব বস্তু। সেই বস্তুর পৃথক্ অংশ জীব ও সেই বস্তুর শক্তি মায়া। অতএব 'বস্তু'-শব্দে ভগবান্, জীব ও মায়া —এই তিন তত্ত্বকে বুঝিতে হয়। এই তিনের পরস্পর-সম্বন্ধজ্ঞানকে শুদ্ধ জ্ঞান বলা যায়। এই তিন তত্ত্বের বহুবিধ প্রতীতি আছে। সে-সমস্ত অবাস্তব বস্তুমধ্যে পরিগণিত। বৈশেষিক-দিগের দ্রব্য ও গুণসংখ্যা কেবল অবাস্তব বস্তুর আলোচনামাত্র। বাস্তব বস্তুর যে বিশেষ গুণ, তাহাই তাহার স্বভাব। জীব একটী বাস্তব বস্তু। জীবের যাহা নিত্য বিশেষ গুণ, তাহাই তাহার স্বভাব।

সন্ন্যাসী ঠাকুর কহিলেন,—"প্রভো! এই বিষয়টী আমি ভাল করিয়া জানিতে চাই।"

বাবাজী মহাশয় কহিলেন, — "শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর কৃষ্ণদাস কবিরাজ-নামক একটী কৃপাপাত্র আমাকে একখানি হস্তলিপি-গ্রন্থ দেখাইয়াছেন, সেই গ্রন্থের নাম শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত। তাহাতে শ্রীমহাপ্রভুর এ বিষয়ে একটী উপদেশ আছে, যথাঃ—

"জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।
কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি, ভেদাভেদ-প্রকাশ॥
কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদিবহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ॥"

(চৈঃ চঃ মধ্য ২০।১০৮, ১১৭)

কৃষ্ণ পরিপূর্ণ চিদ্বস্তু। তুলনাস্থলে অনেকে তাঁহাকে চিজ্জগতের একমাত্র সূর্য্য বলিয়া থাকেন। জীব তাঁহার কিরণকণা মাত্র। জীব অনেক। 'জীব কৃষ্ণের অংশ'—একথা বলিলে খণ্ড প্রস্তর যেমন পর্ব্বতের অংশ, সেরূপ বলা হয় না। কেননা, অনন্ত-অংশরূপ জীব শ্রীকৃষ্ণ হইতে নিঃসৃত হইলেও কৃষ্ণের কোন অংশ ক্ষয় হয় না। এই জন্য বেদসকল অগ্নির বিস্ফুলিঙ্গের সহিত জীবের একাংশে সাদৃশ্য বলিয়া থাকেন। বস্তুতঃ এ বিষয়ে তুলনার স্থল নাই। মহাগ্নির বিস্ফুলিঙ্গই বলুন, সূর্য্যের কিরণ-পরমাণুই বলুন, বা মণিপ্রসূত স্বর্ণই বলুন, কোন তুলনাই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয় না। কিন্তু এই সমস্ত তুলনার জড়ীয় ভাবাংশ পরিত্যাগ করিতে পারিলে, সহজ-হৃদয়ে জীবতত্ত্বের স্ফূর্ত্তি হয়। কৃষ্ণ বৃহচ্চিদ্বস্তু এবং জীব তাঁহার অণুচিদ্বস্তু। চিদ্ধর্ম্মে উভয়ের ঐক্য আছে; কিন্তু পূর্ণতা ও অপূর্ণতাভেদে উভয়ের স্বভাব ভেদ অবশ্যই সিদ্ধ হয়। কৃষ্ণ জীবের নিত্য প্রভু, জীব কৃষ্ণের নিত্য দাস, ইহা স্বাভাবিক বলিতে হইবে। কৃষ্ণ আকর্ষক, জীব আকৃষ্ট। কৃষ্ণ ঈশ্বর, জীব ঈশিতব্য। কৃষ্ণ দ্রষ্টা, জীব দৃষ্ট। কৃষ্ণ পূর্ণ, জীব দীন ও ক্ষুদ্র। কৃষ্ণ সর্ব্বশক্তিমান্, জীব নিঃশক্তিক। অতএব কৃষ্ণের নিত্য আনুগত্য বা দাস্যই জীবের নিত্য স্বভাব বা ধর্ম্ম। কৃষ্ণ অনন্তশক্তিসম্পন্ন; অতএব চিজ্জগৎপ্রকাশে যেমত পূর্ণশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়, তদ্রূপ জীব সৃষ্টিবিষয়ে তাঁহার একটী তটস্থা শক্তির পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। অপূর্ণ জগৎসংঘটনে কোন বিশেষ শক্তি কার্য্য করে। সেই শক্তির নাম তটস্থা।

তটস্থা শক্তির ক্রিয়া এই যে, চিদ্বস্তু ও অচিদ্বস্তু—এই উভয়ের মধ্যে এমত একটী বস্তু নির্ম্মাণ করে, যাহা চিজ্জগৎ ও অচিজ্জগৎ—উভয়ের সহিত সম্বন্ধ রাখিতে যোগ্য হয়। শুদ্ধ চিদ্বস্তু অচিদ্বস্তুর বিপরীত. অতএব স্বভাবতঃ তাহার অচিদ্বস্তুর সহিত সম্বন্ধ-ঘটনা হয় না। জীব চিৎকণ বটে কিন্তু কোন ঐশী শক্তি দ্বারা তাহা অচিৎসম্বন্ধের উপযোগী হইয়াছে। সেই ঐশী শক্তির নাম তটস্থা। নদীর জল ও ভূমি উভয়ের মধ্যে তট। তট ভূমিও বটে, জলও বটে, অর্থাৎ উভস্থ। উক্ত ঐশী শক্তি তটে স্থিত হইয়া ভূধর্ম্ম ও জলধর্ম্ম—দুইই একসত্তায় ধারণ করে; জীব চিদ্ধর্ম্মী বটে কিন্তু গঠন হইতেই জীব জড়ধর্ম্মের বশ হইবার যোগ্য। অতএব শুদ্ধ চিজ্জগতের ন্যায় জীব জড় সম্বন্ধাতীত নন। চিদ্ধর্ম্মপ্রযুক্ত তিনি জড়বস্তুও নন। জড় ও চিৎ—এই দুই তত্ত্ব হইতে পৃথক্ বলিয়া একটী জীবতত্ত্ব হইয়াছে। ঈশ্বর ও জীবে এই জন্য নিত্য ভেদ স্বীকার করা কর্ত্তব্য। ঈশ্বর মায়ার অধীশ্বর অর্থাৎ মায়া তাঁহার বশীভূত তত্ত্ব। জীব মায়াবশ্য অর্থাৎ কোন বিশেষ অবস্থায় তিনি মায়ার বশ হইয়া পড়িতে পারেন। অতএব ভগবান্, জীব ও মায়া—এই তিন তত্ত্ব পারমার্থিক সত্য ও নিত্য। ইহাদের মধ্যে 'নিত্যো নিত্যানাম্'—এই বেদবাক্যদ্বারা ভগবান্ তিন তত্ত্বের মূল নিত্য তত্ত্ব।

জীব স্বভাবতঃ কৃষ্ণের নিত্যদাস ও তটস্থা শক্তির পরিচয়। এই বিচারে সিদ্ধান্তিত হয় যে, জীব ভগবত্তত্ত্ব হইতে যুগপৎ ভেদ ও অভেদ, সুতরাং ভেদাভেদ-প্রকাশ। জীব মায়াবশ, কিন্তু ভগবান্ মায়ার নিয়ন্তা; এই স্থলে জীব ও ভগবানে নিত্য ভেদ। জীব স্বরূপতঃ চিদ্বস্তু, ভগবান্‌ও স্বরূপতঃ চিদ্বস্তু এবং জীব ভগচ্ছক্তি-বিশেষ। এই জন্যই এই অংশে তত্ত্বভয়ে নিত্য অভেদ। নিত্য ভেদ ও নিত্য অভেদ যদি যুগপৎ হয়, তবে নিত্য ভেদেরই পরিচয় প্রবল। কৃষ্ণের দাস্যই জীবের নিত্য ধর্ম্ম। তাহা ভুলিয়া জীব মায়াবশ হইয়া পড়ে, সুতরাং তখন হইতেই জীব কৃষ্ণবহির্ম্মুখ। মায়িক জগতে আগমনের সময় হইতেই যখন বহির্ম্মুখতা লক্ষিত হয়, তখন মায়িক জগতের কালের মধ্যে জীবের পতনের ইতিহাস নাই। এই জন্যই 'অনাদি-বহির্ম্মুখ' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। বহির্ম্মুখতা ও মায়াপ্রবেশ-কাল হইতেই জীবের নিত্যধর্ম্ম বিকৃত হইয়াছে। অতএব মায়াসঙ্গবশতঃ জীবের নিসর্গ উদয় হইলে নৈমিত্তিক ধর্ম্মের অবসর হইল। নিত্যধর্ম্ম এক, অখণ্ড ও নির্দ্দোষ। নৈমিত্তিক ধর্ম্ম নানা আকারে, নানা অবস্থায়, নানা লোককর্ত্তৃক, নানারূপে বিবৃত হয়।"

পরমহংস বাবাজী মহাশয় এই পর্য্যন্ত বলিয়া নিস্তব্ধ হইয়া হরিনাম করিতে আরম্ভ করিলেন। সন্ন্যাসী ঠাকুর ঐ সমস্ত তত্ত্বকথা শ্রবণ করতঃ দণ্ডবৎপ্রণতি-পূর্ব্বক কহিলেন,—"প্রভো! আমি অদ্য এই সকল কথা আলোচনা করি; যে-কিছু প্রশ্ন উদিত হয়, কল্য তাহা আপনার চরণে জ্ঞাপন করিব।"

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব ও বিধর্ম্মী আওরঙ্গজেব

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

[শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরম পূজনীয় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিদয়িত মাধব মহারাজের শ্রীচরণাশ্রিত উৎকলদেশীয় ভক্তপ্রবর পণ্ডিত শ্রীমদ্ গতিকৃষ্ণ দাসাধিকারী প্রভুর শ্রীপুরুষোত্তমধামে প্রদত্ত নোট অনুসারে লিখিত]

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে জগতের কোটি কোটি নরনারী যুগযুগান্তর ধরিয়া নিজ নিজ অন্তরের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও ভক্তি নিবেদন করিয়া আসিতেছেন। যুগ যুগ ধরিয়া এতাবৎকাল পর্য্যন্ত এই ভারতবর্ষে যত যত

সাধু মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছে ও হইতেছে, তাঁহারা সকলেই শ্রীজগন্নাথদেবকে নিজ নিজ ইষ্টদেবরূপেই দর্শন ও বরণ করিয়া আসিতেছেন। ভারতীয় সনাতনধর্ম্মাবলম্বিগণ—সকলেই শ্রীজগন্নাথদেবকে তাঁহাদের স্ব স্ব ইষ্টদেব বা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আরাধ্য দেবতা বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। শাক্ত শৈব, সৌর, গাণপত্য, বৈষ্ণব—এমনকি বৌদ্ধ জৈন মুসলমান খৃষ্টানগণ পর্য্যন্তও শ্রীশ্রীজগন্নাথপাদপদ্মে শ্রদ্ধা ও ভক্তি নিবেদন করিতেছেন। ত্রিজগতের নাথ শ্রীজগন্নাথও সকলের সকল দাবী মানিয়া লইয়া নিজেকে সকলের কাছেই বিলাইয়া দিতেছেন—'একো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্'—ইহাই ত' তাঁহারই শ্রীমুখনিঃসৃত শ্রৌতবাণী। 'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্' ইহাও ত' তাঁহারই শ্রীমুখবাক্য।

বিশেষতঃ উৎকলবাসিগণ শ্রীজগন্নাথগত প্রাণ। তাঁহারা মনে করেন—স্বয়ং পরংব্রহ্ম শ্রীভগবান্ই তাঁহাদিগকে তাঁহার অশোক-অভয়-অমৃতাধার শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় দিবার জন্যই উৎকলে নীলাম্বুধিতটে শ্রীপুরুষোত্তমধামে দারুব্রহ্মরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। এজন্য তাঁহাদের দৈনন্দিন জীবনের প্রত্যেক আচারে ব্যবহারে অনুষ্ঠানে শ্রীজগন্নাথদেবের আনুগত্যই পরিলক্ষিত হয়। অন্নপ্রাশন উপনয়ন বিবাহাদি যাবতীয় মাঙ্গলিক কর্ম্মে সর্ব্বাগ্রে তাঁহারা শ্রীজগন্নাথদেবের পূজা বিধান করতঃ তাঁহার অনুমতি প্রার্থনা করেন। শ্রাদ্ধাদি কৃত্য তাঁহার প্রসাদান্ন দ্বারাই সম্পাদন করিয়া থাকেন। শ্রীজগন্নাথদেবকে লইয়াই তাঁহাদের যাবতীয় বিধিবিধান পালিত হয়। এমন কি বিবাহ ব্রতাদিতে তাঁহারা সর্ব্বাগ্রে শ্রীজগন্নাথদেবকেই নিমন্ত্রণ জ্ঞাপন করেন, তাঁহাকেই নিমন্ত্রণপত্র পাঠান। উৎকলে রাজা নাই—রাজরাজেশ্বর সম্রাট্ চক্রবর্ত্তী স্বয়ংই শ্রীজগন্নাথ। উৎকল গজপতির স্বতন্ত্র অভিষেক নাই। কেননা তিনি জগন্নাথদেবের প্রতিনিধিস্বরূপ মাত্র। তাঁহার সেবকরূপেই তিনি রাজকার্য্য দেখাশুনা করেন। তাহার প্রমাণস্বরূপে প্রতিবৎসর রথযাত্রাকালে রথাগ্রে ঝাড়ু দিবার সময় উৎকলগজপতি সকলকেই প্রকাশ্যভাবে জানাইয়া দেন যে, তিনি রাজা নহেন, তিনি রাজরাজেশ্বর জগন্নাথদেবের একজন নগণ্য কিঙ্করানুকিঙ্কর মাত্র। এইজন্য পূর্ব্বে কোন হিন্দুরাজা ওড়িষ্যাকে আক্রমণ করিতে ইচ্ছা করেন নাই। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্য ঊনবিংশ পরিচ্ছেদে বর্ণিত আছে—গৌড়ের বাদশাহ আলাউদ্দীন সৈয়দ হুসেন সাহ (সেরিফ মক্কা) ওড়িষ্যা আক্রমণার্থ অভিযানকালে শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদকে সঙ্গে লইতে চাহিলে তিনি নির্ভীক ভাবেই বলিয়াছিলেন—"আপনি দেবতাকে দুঃখ দিবার জন্য শ্রীদেবলীলাক্ষেত্র উৎকলে অভিযান করিতেছেন, সুতরাং আপনার সহিত গমন করিতে আমি সম্পূর্ণ অসমর্থ।"—

"হেনকালে গেলা রাজা ওড়িয়া মারিতে।
সনাতনে কহে—তুমি চল মোর সাথে॥
তেঁহো কহে, যাবে তুমি দেবতায় দুঃখ দিতে।
মোর শক্তি নাহি, তোমার সঙ্গে যাইতে॥"

সেই রাজাধিরাজ জগদীশ্বর শ্রীজগন্নাথদেবকে উৎকলবাসী যে ভাবে কায়মনঃপ্রাণে সেবা করিয়া আসিতেছেন, তাহা জগতে এক অদ্বিতীয় ও অতুলনীয় আদর্শস্থানীয়। তাঁহার সেবার জন্য ব্যবস্থা আছে ৫৬ পৌটি ভোগ। এক পৌটির পরিমাণ—প্রায় ৩৬ কেজি। আবার পৌটি বলিতে ৫৬ প্রকার ভোগও বুঝাইয়া থাকে। প্রভুর সেবায় নিযুক্ত আছেন ৩৬ প্রকারের সেবক। যথা—পূজা-পাণ্ডা, শৃঙ্গারী, সূপকার ইত্যাদি। তাঁহার পরিধেয় বসন—রঙ্গীন সূক্ষ্ম রেশমের বস্ত্র, তাহাও তিথি নক্ষত্র অনুযায়ী তিনি পরিধান করেন। দিনে কমপক্ষে ৫ বার পোষাক পরিবর্ত্তন করা হয়। 'মণিমা' 'মণিমা' বলিয়া সম্বোধনে তাঁহার পহুড় হয় অর্থাৎ নিদ্রা ভাঙ্গে। নিদ্রা ভঙ্গের পর আনুষ্ঠানিকভাবে দন্তমার্জ্জন, মুখপ্রক্ষালন, তৈল মর্দ্দন, কর্পূরচন্দন মিশ্রিত সুবাসিত জলে স্নানাদি সমাধান করা হয়। 'মণিমা' 'মণিমা' শব্দকোলাহলমধ্যে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে চন্দন লেপন করা হয়। জ্যোতিষী সম্মুখে দণ্ডায়মান থাকিয়া সেইদিনের তিথি নক্ষত্রাদি সমস্ত বিবরণ পাঠ করিয়া শুনান। অনন্তর প্রাতর্ভোজন

জলযোগাদির পর শৃঙ্গার হয়। রাজরাজেশ্বর বেষ ধারণ করতঃ প্রভু ভক্তগণকে দর্শন দিবার জন্য অপেক্ষা করেন। তাঁহার আর্ত্ত ভক্তবৃন্দের আর্ত্তি শুনিবার জন্য রত্নসিংহাসনে বসেন। অতঃপর মধ্যাহ্ন ভোজনের সময় আসিলে তাঁহাকে মহারাজোপচারে অন্যূন ৫৬ প্রকারের ভোগবৈচিত্র্য অর্পণ করা হয়। ভোগের পর বিশ্রাম। পরে সেই সম্বোধন শব্দ — 'মণিমা' 'মণিমা'। রাত্রে রত্নপালঙ্কে পহুড়িবা ছুয়ন্ত অর্থাৎ শয়ন নিমিত্ত বিজয় করেন। পর্য্যায়ক্রমে এই প্রকার সেবার নীতি চলিতে থাকে রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত। শ্রীজগন্নাথ শয়ন করিবার পূর্ব্বে স্তব স্তুতি-পাঠ, বীণাবাদন, কুশলী নর্ত্তকীর নূপুরধ্বনি সহিত গীতগোবিন্দের সুললিত পদ্যগীতি শুনিতে শুনিতে সুখে নিদ্রা যান। জগতের নাথ — জগজ্জীবন — জগন্নাথের এই নিদ্রা যোগনিদ্রা ইহাতে মায়িক তমোগুণের কোন ক্রিয়া নাই। ভক্ত তাঁহাকে এই বলিয়া শয়ান দেন —"আগচ্ছ শয়নস্থানং প্রিয়াভিঃ সহ কেশব। দিব্য পুষ্পাঢ্য শয্যায়াং সুখং বিহর মাধব॥"

ওড়িয়া জাতির প্রাণকোটিপ্রিয়তম—জীবনের জীবন —সর্ব্বস্বধন শ্রীজগন্নাথ। তাঁহাকে বাদ দিয়া তাঁহাদের আর কোন স্বতন্ত্র পরিচয় নাই। উৎকলবাসী হিন্দু আবালবৃদ্ধবনিতার শ্রীশ্রীজগন্নাথপাদপদ্মে আছে স্বাভাবিকী প্রীতি — স্বভাবগত অনুরাগ। এইজন্য এইজাতি যুগে যুগে নিজ জীবনকেও পর্য্যন্ত বিপন্ন করিয়া শ্রীজগন্নাথের পিছনে পিছনে ছুটিয়াছেন। বহুবিধর্ম্মী বিভিন্ন সময়ে শ্রীজগন্নাথ মন্দির আক্রমণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কেননা জগন্নাথ-মন্দিরকে কর কবলিত করিতে পারিলেই সমগ্র ওড়িষ্যা সহজেই তাঁহাদের করায়ত্ত হইতে পারিবে — ওড়িষ্যার সকল সৌভাগ্য গৌরবরবি চির অস্তমিত হইবে, সেই জাতির সুপ্রাচীন বৈদিক যুগ হইতে সমুদ্ভূত যাবতীয় অভ্যুদয় কলা কৃষ্টি সংস্কৃতি মর্য্যাদা সর্ব্বথা চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইবে—এই প্রকার সনাতনধর্ম্মাবলম্বী হিন্দুগণের মর্ম্মভেদী আশা লইয়া প্রবল পরাক্রমী পরশ্রীকাতর হিন্দুবিদ্বেষী বাদশাহ আওরঙ্গজেব শ্রীজগন্নাথমন্দির আক্রমণ, লুণ্ঠন ও রথযাত্রা বন্ধ করিয়া দিবার জন্য সেনাপতি আক্রাম খাঁকে গোলকুণ্ডা হইতে পাঠাইলেন। ১৭৪৯ শকাব্দে ওড়িষ্যার গজপতি দিব্যসিংহদেবের রাজত্বকালে এই ঘটনা ঘটিয়া-ছিল। রাজা খবর পাইয়া রথের কাষ্ঠনির্ম্মিত সারথি, অশ্বসমূহ ও অন্যান্য মূর্ত্তি সহিদ খাঁর নিকট দিলেন ওড়িষ্যা আক্রমণের চিহ্নাদি প্রদর্শন করিয়া আওরঙ্গ-জেবকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য। আওরঙ্গজেবের ইচ্ছা ছিল—রথযাত্রা যাহাতে চিরতরে বন্ধ হইয়া যায়। এতদর্থে আওরঙ্গজেব পুনরায় মীর মহম্মদ নামক তাঁহার অন্য একজন সেনাপতিকে ওড়িষ্যার রথযাত্রা চিরতরে বন্ধ করিবার আদেশ দিয়া পাঠাইলেন। ছত্রিশগড় (রায়পুর, বিলাসপুর ইত্যাদি), পশ্চিম ওড়িষ্যার বিভিন্ন স্থানে, বঙ্গদেশ তথা ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে যাহাতে পুরীধামে কোন যাত্রী আসিতে না পারে, তজ্জন্য আওরঙ্গজেব স্থানে স্থানে সৈন্য মোতায়েন রাখিয়া যাত্রিগণকে ভীতি প্রদর্শনের ব্যবস্থা করাইয়া-ছিলেন। সে বৎসর আর রথযাত্রা হইবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। ব্যাপার গুরুতর দেখিয়া মোহান্ত রামদয়িত গোস্বামী (দীননাথ) নামক শ্রীশ্রীনৃসিংহদেবের জনৈক ভক্ত নবাবের নিকট হইতে রথযাত্রার অনুমতি লইবার জন্য গোলকুণ্ডায় গেলেন। এদিকে আওরঙ্গজেব এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিলেন যে, তাঁহার খোদা জগন্নাথরূপ ধারণ করিয়া রথযাত্রা চালাইবার জন্য তাঁহাকে আদেশ দান করিতেছেন। আওরঙ্গজেব এই স্বপ্ন দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলেন এবং চিন্তা করিতে লাগিলেন। এদিকে ঐ স্বপ্ন দর্শনের পরদিন মহান্ত রামদয়িত গোস্বামী তাঁহার নিকট পৌঁছিয়া রথযাত্রার অনুমোদন প্রার্থনার উপক্রম করিতে লাগিলেন। লীলাময় শ্রীভগবানের লীলা দুর্ঘটঘটনবিধাত্রী। আওরঙ্গজেবের চিত্ত আজ সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত। শ্রীজগন্নাথদেব তাঁহার হৃদয়ে খোদারূপে প্রবেশ করিয়া তাঁহার চিত্তের সকল কাঠিন্য দূরীভূত করিয়া তথায় কমনীয়তার উদয় করাইলেন। ফলে আওরঙ্গজেব আজ তাঁহার মার্কণ্ডপুর তহশীলের সমস্ত

ভূসম্পত্তি (অধুনা খুরদা রোড) শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে দান করিয়া সকল পাপ হইতে অব্যাহতি পাইলেন। মুর্শিদকুলি খাঁ তখন তাঁহার অধীনে সুবেদার ছিলেন। তিনি তাঁহার (আওরঙ্গজেবের) রথযাত্রা বন্ধের আদেশ উঠাইয়া লইলেন। ফলে সে বৎসর উৎকলগজপতি অতিবিপুল উৎসাহের সহিত রথাদি নির্ম্মাণ করাইয়া শুভ রথযাত্রা-মহোৎসব মহাসমারোহে সুসম্পন্ন করিলেন। সে বৎসর ওড়িষ্যার ৫৯টি মঠের বৈষ্ণববৃন্দ বহুদিনের স্থগিত নির্দ্দেশের পর প্রবল উৎসাহের সহিত রথযাত্রায় যোগদান পূর্ব্বক কীর্ত্তনাদির ব্যবস্থা করতঃ গুণ্ডিচা-যাত্রাকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিয়াছিলেন। আওরঙ্গজেবের প্রদত্ত ভূমিদানের দলিল বর্ত্তমান ওড়িষ্যা সরকারের আর কাইস্ (Archives) বিভাগে সুরক্ষিত আছে। মুর্শিদকুলি খাঁর আক্রমণও যে ভাবে বন্ধ হইয়াছিল সে সম্বন্ধেও দলিলাদি উক্ত বিভাগে সযত্নে সংরক্ষিত আছে, তাম্রফলকে লিখিত আছে।
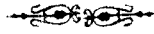
দুই মায়ের এক ছেলে

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় বামন মহারাজ]

সুকুমার বলিয়া এক ব্যক্তি ছিলেন। শিশুবেলায় তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। তাঁহার মায়ের নাম ছিল স্নেহলতা। তাঁহার গর্ভধারিণী মায়ের তিনিই একমাত্র পুত্র। শিশু অবস্থায় তাঁহাদের বাড়ীর পুরাতন সেবিকা দাসী অনামী. তিনিও মায়ের মত লালন পালন করিয়া সুকুমারকে নিজপুত্রের ন্যায় দেখিয়া আসিতেছেন। সুকুমারের যখন রূপে গুণে উপার্জ্জনে বেশ নামডাক যশঃ খ্যাতি প্রতিষ্ঠিত, তখন গৃহসেবিকা পুরাতন দাসী 'অনামী' 'সুকুমার আমার পুত্র' বলিয়া এক দাবী উঠাইলেন। গর্ভধারিণী মায়ের ত' স্বাভাবিক দাবীই থাকে 'আমার পুত্র' বলিয়া। মা স্নেহলতা ও দাসী অনামীর মধ্যে তুমুল বাদ বিসম্বাদ বাধিয়া গেল 'সুকুমার আমার' পুত্র বলিয়া। এখন প্রকৃত গর্ভধারিণী মা-ই বা কে, পুত্র সুকুমারও ঠিক করিতে অসমর্থ, কারণ তাঁহার জন্মস্থান লোকালয়ে ছিল না। দাসী অনামী শিশু হইতে পুত্রাধিক প্রীতি ও যত্ন-সহকারে সেবা করিয়া আসিতেছেন। দুই গর্ভে এক জনের জন্মও ত' জগতে শুনিতে ও দেখিতে পাওয়া যায় না, কাজেই স্নেহলতা ও অনামী উভয়েই মীমাংসার জন্য আদালতে উপস্থিত হইলেন। বিচারকগণ বলিলেন, তোমরা উভয়েই 'আমার ছেলে, আমার ছেলে' বলিয়া কলহ ও অশান্তি ভোগ করিতেছ। আচ্ছা এক কাজ কর, আমরা সমানভাবে ছেলেটিকে দুইভাগে কর্ত্তন করিয়া দিই, তোমরা উভয়ে এক একটি ভাগ লইয়া যাও, এই কথা শুনিয়া অনামী বলিলেন—তাই হোক্। সঙ্গে সঙ্গে স্নেহলতা বলিয়া উঠিলেন, মহাশয়, আমার পুত্র নয়, তথাপি ছেলেকে কাটিবেন না, ছেলে বাঁচিয়া থাকুক্। এই কথা শুনিয়া বিচারকগণ বলিয়া উঠিলেন—স্নেহলতা তাঁহার স্নেহদ্বারাই প্রমাণ করিলেন, তিনিই প্রকৃত গর্ভধারিণী জননী। অনামী, তুমি আর কোন কথা বলিবে না, বলিলেই দণ্ডনীয় হইবে। কিন্তু—রাজা জরাসন্ধ দুই মায়ের ছেলে।

"কৌতুকে কৌতুকে তিন যান ধীরে ধীরে।
ভীম বলে, জরাসন্ধ নাম কেনে তারে॥
ভীমের বচন শুনি বলেন নারায়ণ।
জরাসন্ধ নামের ভীম শুনহ কারণ॥
তার বাপ বৃহদ্রথ মগধ-নরপতি।
অনেক বয়সে তার নাহিল সন্ততি।
নানা যজ্ঞ, নানা দান কৈল নৃপবর।
নহিল সন্ততি তার সংসার-ভিতর॥
আচম্বিতে দুর্ব্বাসা আইল তাঁর ঘরে।
পাদ্য-অর্ঘ্য দিয়া পূজা করিল বিস্তরে॥
তুষ্ট হইয়া বলে মুনি মাগ রাজা বর।
কোন্ বর মাগিব বলি যুড়ি দুই কর॥

তোমার প্রসাদে মুনি সব আছে ঘরে।
অপুত্রক বলি লোক বলয় আমারে॥
তবে বৃহদ্রথ বলে চরণে পড়িয়া।
কেমতে আমার পুত্র হইবে আসিয়া॥
রাজার কাকুতি শুনি সদয় মুনিবর।
পুত্র হবে, উপায় রাজা করহ সত্বর॥
এক যজ্ঞ কর যদি সংযম করিয়া।
অচিরে বিশিষ্ট পুত্র হইবে আসিয়া॥
মুনিবাক্যে রাজা শুভক্ষণ বিচারিল।
ব্রাহ্মণ আনিয়া তবে যজ্ঞ আরম্ভিল॥
যজ্ঞপূর্ণদিনে রাজা পূর্ণাহুতি দিল।
এক ফল আনি মুনি রাজারে কহিল॥
এই ফল তব স্ত্রীরে দেহ খাইবারে।
হইবে বিশিষ্ট পুত্র শুন নৃপবরে॥
বলিয়া নড়িল মুনি আপনার ঘরে।
ফল হাতে করি রাজা অনুমান করে॥
একভাবে দুই নারী কারে ফল দিব।
একজনে দিলে আর জন নাহি জীব॥
অনুমান করি ফল দুই ভাগ করি।
দোঁহাকারে দৈল, খাও সম্বরণ করি॥
হরষিত হৈল দোঁহে দুভাগ পাইয়া।
স্বামী বাক্যে ফল দোঁহে খাইলেন গিয়া॥
দৈব-নির্ব্বন্ধ কভু খণ্ডন না যায়ে।
এককালে দুইজন গর্ভকেতু পায়ে॥
হইল সম্পূর্ণ গর্ভ পূর্ণ দশ মাস।
শুভক্ষণে প্রসবে দোঁহে একই দিবস॥
ভূমিষ্ঠ হইতে গর্ভ দেখি বিপরীত।
অর্দ্ধকায় তার দেহ দেখিতে কুৎসিত॥
একচক্ষু, অর্দ্ধনাক, এক বাহু পদে।
একরূপ দুইখান দেখি পরমাদে॥
বিপরীত দেখি কহে মগধ-ঈশ্বর।
ফেল লইয়া কুৎসিৎ পাপ, চলহ সত্বর॥
পূর্ব্বাপর,—গর্ভপাত যত তথা হয়ে।
চুপড়িতে করি বাঁশবনেতে ফেলায়ে॥
বাঁশ বনে দাসী লইয়া তাহারে ফেলিল।
না খাইল কেহ তারে, গোসাঞী রাখিল॥

জরা-নামে রাক্ষসী আছয়ে নগরে।
যত গর্ভপাত হয়ে, তাহা ভরয় উদরে॥
ধাইয়া খাইতে আইল গর্ভ দুই খান।
বিপরীত দেখি জরা করে অনুমান॥
হেন বিপরীত আমি কভু না দেখিল।
অর্দ্ধ-অর্দ্ধ কায়ে যেন কাটিয়া ফেলিল॥
উলটি পালটি চাহে কাটা গর্ভ নহে।
দুই হাতে দুই খান একত্র করয়ে॥
পরশিতে দুইখান হইল মিলন।
ওয়াচুয়া করি শিশু করয়ে ক্রন্দন॥
অদ্ভুত দেখিয়া জরা মনে মনে গুণি।
হেন বিপরীত কভু নাহি দেখি শুনি॥
লাখে লাখে গর্ভপাত আমি হেথা খাইল।
এই শিশু না খাইব মনেতে চিন্তিল॥
অপুত্রক রাজার পুত্র কত যত্নে হইল।
পুত্র হইল এবে তারে বিধি বিড়ম্বিল॥
আমা হৈতে পুত্র এই পাইল জীবন।
না করিমু মুঞি এই বালক ভক্ষণ॥
এতেক চিন্তিয়া জরা লইল কুমারে।
হরষিত হইয়া গেল রাজার দুয়ারে॥
সব কথা কহে জরা রাজার গোচরে।
গর্ব্ভপাত খাই বসি তোমার নগরে॥
গর্ব্ভপাত রাজঘরে আজি ত শুনিয়া।
খাইতে আইনু বাঁশবনেতে ধাইয়া॥
অর্দ্ধকায় দেখি মোর কৌতুক হইল।
দুই হাতে দুইখান একত্র করিল।
পরশিতে ধরে যোড়, জীবন পাইল।
দেখিয়া ত' মোর মনে দয়া উপজিল॥
না খাইনু পুত্র তব, আনিনু সত্বর।
লহ ত, আপন পুত্র, শুন নৃপবর॥
রাক্ষসীর বচন শুনি বৃহদ্রথ রাজা।
পুত্র পাইয়া রাক্ষসীর বড় কৈল পূজা॥
রাক্ষসীরে অনুগ্রহ করিল রাজন্।
নানা উপহার দিল করিতে ভক্ষণ॥
যাবৎ থাকিস্ জরা, আমার নগরে।
নানা উপহার আসি খাইস্ মোর ঘরে॥

আনন্দিত সর্ব্বলোক মগধ নগরে।
দুই মহাদেবীরে দিল পুত্র পালিবারে॥
সমভাবে দুইজন করয় পালন।
দুই মাতা, একপুত্র দৈবের লিখন॥
জরা নিশাচরী সেই যুড়িল তাহারে।
জরাসন্ধ তেজিঞি নাম ঘোষয়ে সংসারে।
মহারাজা হইয়া এবে সংসার জিনয়ে।
জরাসন্ধ নামতত্ত্ব কহিনু তোমায়ে॥

আকর গুরুতত্ত্ব শ্রীবলদেবই দেবকী ও রোহিণী উভয় গর্ভ সম্বন্ধযুক্ত। এজন্য উভয়স্থলে আকর্ষণ থাকায় তাঁহার এক নাম সঙ্কর্ষণ। ব্রজে মূল সঙ্কর্ষণ। তাঁহার দ্বারকায় ও মহাবৈকুণ্ঠে চতুর্ব্ব্যূহ মধ্যে সঙ্কর্ষণরূপ বিরাজিত। এই সঙ্কর্ষণের অংশই প্রথম পুরুষাবতার। তিনি দূর হইতে প্রকৃতির প্রতি ঈক্ষণ করেন। তাহাতেই প্রকৃতি ক্রিয়াবতী হইয়া চরাচর প্রসব করেন।

এই শ্রীবলদেবই অনন্তরূপে তাঁহার অনন্তবদনে নিরন্তর কৃষ্ণ গুণগাথা কীর্ত্তন করিয়াও শ্রীকৃষ্ণনামরূপ-গুণলীলামহিমার অন্ত পান না। তিনিই জীবতত্ত্বের মূল মালিক। তাঁহারই শ্রীমুখনিঃসৃত কৃষ্ণগাথা জীবের শ্রবণকীর্ত্তনাদি সাধনভক্ত্যঙ্গ মাধ্যমে সর্ব্বদা অনুশীলনীয়।

শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা ও শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসব

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীজিউর অপার করুণায় পূর্ব্বপূর্ব্ববৎসরের ন্যায় এবারও শ্রীধামমায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ মূল শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পক্ষ হইতে ষোলক্রোশ শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা ও শ্রীগৌরজন্মোৎসব একরূপ নির্ব্বিঘ্নেই সমাপ্ত হইয়াছে।

এবার ২৩ গোবিন্দ (৪৯৫ গৌরাব্দ), ১৯ ফাল্গুন (১৩৮৮, ইং ৬ মার্চ্চ (১৯৮২) বুধবার সন্ধ্যায় পরিক্রমার অধিবাস কীর্ত্তনোৎসব হয়। ২৪ গোবিন্দ, ২০ ফাল্গুন, ৪ মার্চ্চ বৃহস্পতিবার হইতে ২৮ গোবিন্দ, ২৪ ফাল্গুন; ৮ মার্চ্চ সোমবার পর্য্যন্ত পঞ্চদিবসে নবধা ভক্ত্যঙ্গের পীঠ স্থান স্বরূপ অন্তর্দ্বীপ, সীমন্তদ্বীপ, গোদ্রুমদ্বীপ, মধ্যদ্বীপ, কোলদ্বীপ, ঋতুদ্বীপ, জহ্নুদ্বীপ, মোদদ্রুমদ্বীপ ও রুদ্রদ্বীপ — এই নয়টি দ্বীপ কীর্ত্তন, শ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য পাঠ ও বক্তৃতা-মুখে পরিক্রমা করা হইয়াছে। বিভিন্ন দিবসে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিভিন্ন লীলাস্থানে ধামমাহাত্ম্য আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়াছেন — ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ। বিভিন্ন দিনে, বিভিন্ন লীলাস্থানে ও প্রত্যহ সন্ধ্যায় শ্রীমঠের নাট্যমন্দিরে সভার অধিবেশনে ভাষণ দিয়াছেন— উক্ত পুরী মহারাজ, মঠাধ্যক্ষ আচার্য্যদেব ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, শ্রীমঠের যুগ্ম সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় মঙ্গল মহারাজ, শ্রীপাদ কৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ, উদালা শ্রীবার্ষভানবীদয়িত গৌড়ীয়মঠের শ্রীমদ্ গিরিধারী দাস বাবাজী মহারাজ, আসামের শ্রীমদ্ হরিদাস ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রমুখ বৈষ্ণববৃন্দ।

এবার দৈবানুরোধে যাত্রিগণের পরিশ্রম লাঘবার্থ ২৩ ফাল্গুন পরিক্রমার ৪র্থ দিবসেই শ্রীরুদ্রদ্বীপ পরিক্রমার ব্যবস্থা করিতে হইয়াছে। পরিক্রমার শেষ দিনেই রুদ্রদ্বীপ পরিক্রমা করা হইয়া থাকে। ২৪ ফাল্গুন পরিক্রমার ৫ম বা সমাপ্তি দিবস কোলদ্বীপ, ঋতুদ্বীপ, জহ্নুদ্বীপ ও মোদদ্রুমদ্বীপ এই চারিটি দ্বীপ পরিক্রমা করা হয়। মোদদ্রুমদ্বীপে শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের শ্রীপাটে পাঠ কীর্ত্তনাদি সারিতে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া যায়। এজন্য বৈকুণ্ঠপুর মহৎপুরের উদ্দেশে প্রণাম করিয়া আমরা বরাবর খেয়াঘাটে গমন করি। যাত্রিগণের পার হইয়া ঈশোদ্যানস্থ মূল শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে রাত্রি প্রায় ৯॥ টা হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু ভক্তিবিঘ্নবিনাশন শ্রীশ্রীনৃসিংহদেবের কৃপায় পরিক্রমা নির্ব্বিঘ্নেই সমাপ্ত হইয়াছে। এবার পরিক্রমার অধিবাসদিবস হইতেই মধ্যে মধ্যে বৃষ্টি হইলেও তাহাতে

আমাদের পরিক্রমা বা কীর্ত্তনাদিতে কোন বিঘ্ন সংঘটিত হয় নাই। পরমকরুণাময় শ্রীশ্রীনৃসিংহদেবের এমনই করুণা যে, আমরা দেবপল্লীতে শ্রীনৃসিংহদেবের সম্মুখস্থ নাট্যমন্দিরে যখন নৃত্যকীর্ত্তনরত, সেই সময়ে বাহিরে বেশ এক পশলা বৃষ্টি হইয়া যায়, কিন্তু ভক্ত-বৎসল শ্রীভগবান্ নরহরির কৃপায় আমাদিগকে আর ভিজিতে হয় নাই। সে দিন একাদশী ও ত্রিস্পৃশা মহাদ্বাদশীর উপবাস। আমরা দেবের অতিথি হইয়া নৃসিংহদেবের ফলমূলাদি প্রসাদদ্বারা অনুকল্প করতঃ তাঁহার কৃপাশীর্ব্বাদ লইয়া হরিহর ক্ষেত্রে যাই, তথায় বসিয়া মধ্যদ্বীপোদ্দেশে প্রণতি জ্ঞাপন করি। সেখানে মাজিদা গ্রামে শ্রীহংসবাহন মহাদেব আছেন। পরমা-রাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের প্রকটকালে তথায় যাওয়া হইত, এখন সময়াভাবে আর তথায় যাওয়া হয় না, দূর হইতে প্রণতি জ্ঞাপন পূর্ব্বক এইস্থানে বসিয়া উভয় স্থানের মাহাত্ম্য পাঠ করিয়া দেওয়া হয়।

২৯ গোবিন্দ, ২৫ ফাল্গুন, ৯ মার্চ্চ মঙ্গলবার শ্রীশ্রীগৌরাবির্ভাব পৌর্ণমাসীর উপবাস ও শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দজিউর দোলযাত্রা মহোৎসব। আমরা এই দিবস যতিধর্ম্মবিচারে প্রাতে ক্ষৌরকর্ম্মাদি সমাপনান্তে ত্রিবেণীসঙ্গমে (ছুলোরঘাটে) স্নান সমাপনান্তে গঙ্গোদক লইয়া তদ্দ্বারা শ্রীক্ষেত্রপাল শিবপূজা করতঃ তাঁহাকে নতিস্তুতি ও তাঁহার কৃপা প্রার্থনা করি। পরে তথা হইতে শ্রীপাদ ভারতী মহারাজ, শ্রীপাদ মধুসূদন মহারাজ ও শ্রীপাদ যাযাবর মহারাজের মঠে প্রণতি জ্ঞাপনপূর্ব্বক শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করি। তথায় পরমপূজ্যপাদ শ্রীল মাধব মহারাজের সমাধি-মন্দিরে প্রণতিজ্ঞাপনপূর্ব্বক তুলসীমঞ্চে জলদান করি। পরে মূল মন্দির বন্দনা করতঃ শ্রীবিগ্রহগণের চরণে ফল্গু (ফাগু বা আবীর) নিবেদন পূর্ব্বক ঐ প্রসাদ মস্তকে ধারণ করি এবং তিলক আহ্নিক পূজাদি সমাপনান্তে শ্রীনাম গ্রহণ করিতে থাকি। শ্রীমঠের নাট্যমন্দিরে মঙ্গলারাত্রিককীর্ত্তন ও প্রভাতী কীর্ত্তনের পর হইতে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পারায়ণ আরম্ভ হইয়াছে। মধ্যে মধ্যে বিশিষ্ট বিশিষ্ট বক্তা ব্যাখ্যাও করিতেছেন। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত এইরূপ পারায়ণ চলিতে থাকে। এদিকে শ্রীমঠের বর্ত্তমান অধ্যক্ষ ও আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ মন্ত্র ও মহামন্ত্র দীক্ষাপ্রার্থী বহু ভক্ত নরনারীকে শ্রৌতপারম্পর্য্যে শাস্ত্রবিধানানু-সারে দীক্ষা মন্ত্র দান করিতে লাগিলেন। অপরাহ্নে নাট্যমন্দিরে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারিণী সভার অধিবেশন হয়। শ্রীমদ্ ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজের প্রস্তাবে ও বোলপুরের গৃহস্থভক্ত শ্রীমৎ সুধীর কুমার দাসাধি-কারী মহোদয়ের সমর্থনে শ্রীল তীর্থ মহারাজই ঐ সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। তিনি কিছু-ক্ষণ ভাষণ দিবার পর শ্রীমদ্ ভক্তি প্রমোদ পুরী মহারাজ অদ্যকার পরমপবিত্র তিথির আরাধনা সম্বন্ধে কিছু বলিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মাভিষেক, পূজাদি সম্পা-দনার্থ শ্রীমন্দিরে গমন করেন। অতঃপর উক্ত শ্রীচৈতন্য-বাণীপ্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে নিম্নলিখিত ভক্তবৃন্দকে শ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্র প্রদান করা হয়ঃ—

শ্রীগৌরাশীর্ব্বাদ পত্র

৯ই মার্চ্চ, ১৯৮২

(১) শ্রীরাইমোহন ব্রহ্মচারী (কলিকাতা)—ভক্তসেবাব্রত
(২) শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী (শ্রীমায়াপুর)—বিদ্যাকুশল
(৩) শ্রীনয়নমোহন দাসাধিকারী—সেবাপ্রমোদ
(৪) শ্রীরামকুমার দাস (তেজপুর)—সিদ্ধান্তামোদ
(৫) শ্রীবনোওয়ারিনা টিব্রাওয়ালা (তেজপুর)—সেবাব্রত
(৬) শ্রীমোহনলাল মাহাতো তেজপুর)—ভক্তসেবাব্রত
(৭) শ্রীরামস্বরূপ টিব্রাওয়ালা (তেজপুর)—সেবাসুন্দর
(৮) শ্রীমহেন্দ্রপ্রসাদ টিব্রাওয়ালা (তেজপুর)—ভক্তপ্রিয়
(৯) শ্রীকৃষ্ণপ্রিয় দাসাধিকারী (তেজপুর)—সেবাকোবিদ
(১০ শ্রীনারায়ণ চন্দ্র সাহা (তেজপুর)—ভক্তবান্ধব
(১১) শ্রীরাধাগোবিন্দ বনচারী (তেজপুর —সেবাপ্রাণ
(১২) শ্রীনিত্যানন্দ দাসাধিকারী (তেজপুর)—সেবাকুশল

অনন্তর গৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠের গত বৎসরের কার্য্যবিবরণী পাঠ করিয়া শুনান হয়।

পরে শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীগৌরজন্মলীলা পাঠ করেন। এদিকে মন্দিরাভ্যন্তরে শ্রীল পুরী মহারাজ শ্রীগৌরজন্মাভিষেক পূজাদি সম্পাদন

পূর্ব্বক ভোগ নিবেদন করেন। খড়্গপুর, পুরী ও বেহালাস্থিত শ্রীচৈতন্য আশ্রম এবং কেশিয়াড়ী শ্রীগৌরাঙ্গ-মঠের প্রতিষ্ঠাতা ও অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিকুমুদ সন্ত গোস্বামি মহারাজের প্রিয় শিষ্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিচার ভারতী মহারাজ ভোগারতি কীর্ত্তন করেন। অতঃপর পুরী মহারাজ আরতি আরম্ভ করিলে উক্ত শ্রীমদ্ ভারতী মহারাজই সন্ধ্যারতি কীর্ত্তন করেন। তৎপর কীর্ত্তনমুখে শ্রীমন্দির বারচতুষ্টয় পরিক্রমা করা হইলে নাটমন্দিরে অনেকক্ষণ যাবৎ নৃত্য কীর্ত্তনাদি হয়। উপবাসী ভক্তবৃন্দকে ফলমূলাদি অনুকল্প প্রদান করা হয়। কেহ কেহ অদ্য দিবারাত্র নিরম্বু উপবাসও করেন।

২৬ ফাল্গুন, ১০ মার্চ্চ বুধবার — অদ্য শ্রীমঠে শ্রীশ্রীজগন্নাথ মিশ্রের আনন্দোৎসব। সকাল সকাল পূজা ও ভোগরাগের ব্যবস্থা হয়। সহস্র সহস্র নর-নারী দলে দলে মহাপ্রসাদ সেবা করিতেছেন। ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে সমাগত পরিক্রমার যাত্রিগণ আজ অনেকেই প্রসাদ পাইবার পর স্ব-স্ব স্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন। অবশিষ্ট সকলে আগামী কল্য রওনা হইবেন। শ্রীশ্রীপুরীধামের রাজপরিবারভুক্ত বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দ অদ্য শান্তিপুর ও আগামী কল্য কালনা-কাটোয়া দর্শন করতঃ কলিকাতা মঠ হইয়া পুরীধামে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন।

আমরা বিভিন্ন স্থান হইতে সমাগত পরিক্রমার যাত্রিগণকে যথাযোগ্য অভিবাদন জ্ঞাপনপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে প্রত্যব্দ শ্রীধামপরিক্রমা ও শ্রীগৌরজন্মোৎসবে যোগদানপূর্ব্বক আমাদিগের আনন্দ বর্দ্ধন করিতে প্রার্থনা জানাইতেছি।

নববর্ষের শুভাভিনন্দন

বঙ্গীয় কালগণনায় ১৩৮৯ বঙ্গাব্দ আরম্ভ হইল। আমরা নববর্ষের শুভারম্ভে শ্রীশ্রীগুরু, বৈষ্ণব ও শ্রীভগবৎ পাদপদ্ম বন্দনা করতঃ শ্রীচৈতন্যবাণী-পত্রিকার বন্দনামুখে শ্রীপত্রিকার গ্রাহক গ্রাহিকা পাঠক পাঠিকা মহোদয়-মহোদয়াগণকেও আমাদের যথাযোগ্য অভিবাদন ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি। তাঁহারা সকলেই প্রসন্ন হউন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু তাঁহার শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থের শেষভাগে শ্রোতৃবৃন্দের শ্রীচরনবন্দনার আদর্শ প্রদর্শন করিয়া লিখিতেছেন—

'সব শ্রোতা বৈষ্ণবের বন্দিয়া চরণ।
চৈতন্যচরিত বর্ণন কৈলুঁ সমাপন॥'
"সব শ্রোতাগণের করি চরনবন্দন।
যাঁ-সবার চরণ-কৃপা শুভের কারণ॥
চৈতন্যচরিতামৃত যেই জন শুনে।
তাঁর চরণ ধুঞা করোঁ মুঞি পানে॥
শ্রোতার পদরেণু করোঁ মস্তক ভূষণ।
তোমরা এ অমৃত পিলে সফল হৈল শ্রম॥"

বস্তুতঃ ভক্ত শ্রোতৃবৃন্দ ভক্ত বক্তার শ্রীমুখামৃত-দ্রবসংযুত কৃষ্ণকথামৃত শ্রবণপুটে পান করিলে বক্তা নিজেকে কৃতকৃতার্থ ও ধন্যাতিধন্য জ্ঞান করিয়া থাকেন, তাঁহার কৃষ্ণকীর্ত্তন শ্রমকে সার্থক মনে করেন।

সাত্বত স্মৃতিরাজ শ্রীহরিভক্তিবিলাস গ্রন্থের চতুর্দ্দশ বিলাসে পদ্মপুরাণাদি বহু শাস্ত্রবাক্য উদ্ধার করতঃ বৈশাখমাসের মাহাত্ম্য প্রচুর পরিমাণে কীর্ত্তিত হইয়াছে। পদ্মপুরাণে পাতালখণ্ডে নারদাম্বরীষসংবাদে লিখিত আছে—বৈশাখমাস শ্রীহরির অত্যন্ত প্রিয়মাস। এই মাসে শ্রীহরির প্রীত্যর্থ নদ্যাদিতে বারদ্বয় স্নান, শ্রীকেশবব্রতের অনুষ্ঠান, সম্পত্তিসত্ত্বে দ্বিজাতিগণকে ফল, তিল, ঘৃত, জল, অন্ন, স্বর্ণ, শর্করা, বসন, ধেনু, পাদুকা, ছত্রাদি দান, জপ, হোম, ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠান, হবিষ্যভোজন, ধরাশয়নাদি ইন্দ্রিয়সংযম ব্রত পালনমুখে ত্রিসন্ধ্যা স্থিরচিত্তে ভক্তিসহকারে শ্রীশ্রীরাধামাধবের আরাধনা করিবে। যেমন সর্ব্বেশ্বরের শ্রীমাধব-সমান ঈশ্বর নাই, তেমন অতীব পাপসাগরে নিমগ্ন ব্যক্তির পক্ষে মাধব বা বৈশাখ-তুল্য তরণীও আর দৃষ্ট হয় না। বৈশাখব্রতের অনুষ্ঠান না করিলে

বেদপারঙ্গত ব্রাহ্মণকেও বৃক্ষ হইয়া জন্মগ্রহণ করিতে হয়। শাস্ত্রে বৈশাখমাসে প্রত্যহ প্রাতঃস্নানপূর্ব্বক শ্রীহরির অর্চ্চনার বিশেষ মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। বৈশাখমাস ভগবান্ শ্রীমধুসূদন শ্রীহরির অত্যন্ত প্রিয়।

মৎস্যপুরাণে বৈশাখ মাসে অক্ষয় তৃতীয়ার এইরূপ মাহাত্ম্য লিখিত আছে যে, ভগবান্ শ্রীহরি বৈশাখের শুক্লা তৃতীয়ায় যবের সৃষ্টি ও সত্যযুগের বিধান করেন এবং ত্রিপথগা সুরধুনীকে ব্রহ্মপুর হইতে ধরাধামে অবতরণ করাইয়াছিলেন। এজন্য উক্ত তিথিতে যব-হোম এবং যবদ্বারা শ্রীবিষ্ণুপূজা কর্ত্তব্য। দ্বিজাতি-গণকে সযত্নে যবদান ও যব ভোজন করাইতে হয়। পদ্মপুরাণেও বরাহপৃথ্বীসংবাদে লিখিত আছে—বৈশাখী শুক্লা তৃতীয়ায় সত্যযুগের আবির্ভাব এবং তদ্দিন হইতেই ত্রিবেদ-প্রতিপাদ্য ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এই তিথিতে স্নান, দান, পূজা, শ্রাদ্ধ, জপ, পিতৃতর্পণাদি অক্ষয় ফলদায়ক হয়। এই তিথি শ্রীহরির পরম প্রীতিকরী।

বিশেষতঃ এই অক্ষয়তৃতীয়া তিথিতেই শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের ২১ দিনব্যাপী চন্দনযাত্রা আরম্ভ হয়। এই তিথিতেই শ্রীশ্রীবদরীনারায়ণের দ্বার ছয়মাস পরে খোলা হয়।

ঐ পদ্মপুরাণের নারদাম্বরীষ সংবাদে জহ্নুসপ্তমীরও বহু মাহাত্ম্য লিখিত আছে। ঐ তিথিতে জহ্নুমুনি গঙ্গা দেবীকে পান করিয়া পুনরায় তাঁহাকে দক্ষিণ-কর্ণরন্ধ্রদ্বারা পরিত্যাগ করেন। এজন্য এই তিথিতে গঙ্গাস্নান, পূজা তর্পণাদির বহু মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে।

অতঃপর শুক্লা চতুর্দ্দশী তিথিতে ভক্তিবিঘ্নবিনাসন ভক্তবৎসল শ্রীশ্রীনৃসিংহদেবের আবির্ভাবতিথি-পূজার অনন্ত মহিমা বৃহন্নারসিংহ পুরাণাদিতে সবিস্তারে বর্ণিত আছে। ভক্তরাজ প্রহ্লাদ শ্রীভগবান্ নৃসিংহ-পাদপদ্মে তাঁহার ভক্ত্যুদয় ও তৎপ্রিয়ত্বলাভের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীভগবান্ তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—"প্রহ্লাদ, তুমি পূর্ব্ব জন্মে অবন্তী নগরে বসুশর্ম্মানামক একজন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের সুশীলা নাম্নী সতীসাধ্বীর গর্ভজাত পুত্র ছিলে, তোমার নাম ছিল বাসুদেব। ব্রাহ্মণের পঞ্চপুত্র মধ্যে সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র তুমি। তোমার অন্যান্য ভ্রাতা স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ও শাস্ত্রজ্ঞ হইলেও তুমি অধ্যয়নাদি না করিয়া সদাচারভ্রষ্ট ও নানা পাপকর্ম্মে লিপ্ত হইয়া পড়িলে। সর্ব্বদা বেশ্যাসক্ত হইয়া বেশ্যালয়েই পড়িয়া থাকিতে। এক দিন সেই বেশ্যার সহিত তোমার তুমুল কলহ উপস্থিত হয়। তাহাতে তোমরা উভয়েই দিবারাত্র নিরাহারে থাকিলে এবং সারারাত্রি জাগরণ করিলে। দৈবক্রমে সেইদিনটি ছিল,—আমারই ব্রতদিন —শ্রীনৃসিংহচতুর্দ্দশী। দৈবক্রমে ঐ দিনে অজ্ঞানে তোমাদের উভয়েরই উপবাস ও রাত্রি-জাগরণ হওয়ায় আমার বহু পুণ্যপ্রদ ব্রতানুষ্ঠান-জনিত ফললাভের সৌভাগ্য প্রাপ্ত হও। ব্রহ্মা এই ব্রতপ্রসাদেই চরাচর বিশ্বের সৃষ্টি-সামর্থ্য প্রাপ্ত হন। মহেশ্বরও এই ব্রতপ্রসাদে ত্রিপুরাসুরকে বিনাশ করেন। বহু দেবতা ঋষি ও নরপতি আমার এই ব্রতপ্রসাদে সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। এই ব্রতানুষ্ঠানফলেই তোমার আমার প্রতি এইরূপ উত্তমা ভক্তির উদয় হইয়াছে। সেই বেশ্যাটিও স্বর্গে অপ্সরা রূপে জন্ম গ্রহণপূর্ব্বক বহু ভোগ সম্ভোগ করতঃ আমাতে 'বিলীনা' অর্থাৎ প্রবিষ্টা হইয়াছে। তুমিও আমাতে প্রবিষ্ট হইয়াছ। কার্য্যার্থ অর্থাৎ ভক্তিপ্রবর্ত্তনার্থ পুনরায় আমার দেহ হইতে পৃথক্ হইয়া তোমার এইরূপ জন্ম হইয়াছে। আবার প্রয়োজনীয় কার্য্য সম্পাদন পূর্ব্বক শীঘ্রই আমাতে প্রবিষ্ট হইবে।"

এই ব্রতকথার শ্রবণকীর্ত্তন বহুফলপ্রদ। শ্রীনৃসিংহদেব এই তিথিতে অবতীর্ণ হইয়াছেন বলিয়া ইহা পরম-পবিত্র। সন্ধ্যা সময়ে ষোড়শোপচারে শ্রীনৃসিংহদেবের অর্চ্চন করিতে হয়। কিন্তু ভক্তপ্রেমবশ্য ভক্তবৎসল শ্রীনৃসিংহদেবের পূজার অগ্রেই তাঁহার ভক্ত প্রহ্লাদের পূজা অবশ্য কর্ত্তব্য। আগমে কথিত হইয়াছে—

প্রহ্লাদক্লেশনাশায় যা হি পুণ্যা চতুর্দ্দশী।
পূজয়েত্তত্র যত্নেন হরেঃ প্রহ্লাদমগ্রতঃ॥

অর্থাৎ প্রহ্লাদের দুঃখনাশার্থ যে পবিত্রা চতুর্দ্দশীর উদ্ভব, তাহাতে শ্রীনৃসিংহপূজার পূর্ব্বে সযত্নে প্রহ্লাদের পূজা কর্ত্তব্য।

অতঃপর বৈশাখী পৌর্ণমাসীর কথাও ঐ পদ্মপুরাণে যমব্রাহ্মণসংবাদে এইরূপ লিখিত আছে—এই তিথি

বরাহকল্পের আদি ও মহাফলদায়িনী। ইহা পালন না করিলে নরকগতি অবশ্যম্ভাবিনী। বেদের সদৃশ শাস্ত্র নাই, জাহ্নবী সদৃশ তীর্থ নাই, জলদান ও গোদান সদৃশ দান নাই এবং বৈশাখী পূর্ণিমা তুল্য পবিত্র তিথিও আর নাই। কোন শ্রোত্রিয় বিপ্র পূর্ব্বজন্মে নিখিল বৈদিক কর্ম্ম করিয়াও শ্রীভগবৎপ্রিয় একটি মাত্র বৈশাখী পূর্ণিমা কৃত্যও অকরণহেতু তাঁহার যাবতীয় বৈদিক কর্ম্ম নিষ্ফল হইয়া গিয়াছে, অধিকন্তু ঐ বৈশাখী পূর্ণিমা অনাদরহেতু তাঁহাকে 'বৈশাখ' নামক প্রেত হইয়া জন্ম গ্রহণ করিতে হইয়াছে। পথিমধ্যে ধনশর্ম্মার নিকট ঐ প্রেত তাঁহার প্রেতযোনি প্রাপ্তির উক্ত কারণ বলিয়াছিলেন।

সমস্ত বৈশাখকৃত্য করণে অসমর্থ ব্যক্তি শুক্লাত্রয়োদশী, চতুর্দ্দশী ও পৌর্ণমাসী—এই দিবসত্রয়ও অন্ততঃ প্রাতঃস্নান ও শ্রীভগবদর্চ্চনাদি বিধি পালন করিবেন। পূর্ণিমা পালনে অসমর্থ হইলে দশটি ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবেন।

যাহা হউক ঐসকল শাস্ত্রে জীবকে ভগবদনুশীলনে রুচিপ্রদানার্থ যে সকল ক্ষয়িষ্ণু ফলশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে, বুদ্ধিমান্ ভক্ত তাহাতে প্রলুব্ধ না হইয়া শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে প্রগাঢ় প্রীতিমূলা প্রেমভক্তিই প্রার্থনা করিবেন। শাস্ত্রোক্ত যাবতীয় বিধিনিষেধসূচকবাক্যের মুখ্যতাৎপর্য্য —"স্মর্ত্তব্যঃ সততং বিষ্ণুর্বিস্মর্ত্তব্যো ন জাতুচিৎ" অর্থাৎ সর্ব্বদা বিষ্ণুর স্মরণ করিবে, তাঁহাকে বিস্মৃত হইবে না। কৃষ্ণবিস্মৃতিই জীবের যাবতীয় অনর্থোদয়ের মূল কারণ। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে ব্যাধির নিদান ধরিয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা প্রদত্ত হইয়াছে। তদ্রূপ কৃষ্ণবহির্ম্মুখতাই আমাদের যাবতীয় আধি ব্যাধি অসুখ অশান্তির মূলীভূত কারণ। সেই নিদানানুসারে চিকিৎসায় প্রবৃত্ত না হইয়া শান্তি শান্তি করিয়া যুগযুগান্তর জন্মজন্মান্তর ধরিয়া চীৎকার করিয়া মরিলেও কোন ফলই লাভ হইবে না। বর্ত্তমানযুগ—কলিযুগ, কলি তাহার নিজ প্রভাব বিস্তার করিবেই করিবে। তাহার কবল হইতে রক্ষা পাইতে হইলে কলিযুগপাবন কলিভয়নাশন শ্রীশচীনন্দন-চরণাশ্রয়ই আমাদের একমাত্র পরমাগতি। তাঁহার 'কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ' মন্ত্রে সকলকেই অবিলম্বে দীক্ষিত হইতে হইবে। কৃপাম্বুধিমহাজন তাই তারস্বরে গাহিতেছেন—

"কলিকুক্কুর-কদন যদি চাও (হে)।
কলিযুগপাবন,　　কলিভয়নাশন,
শ্রীশচীনন্দন গাও (হে)॥
গদাধরমাদন,　　নিতা'য়ের প্রাণধন,
অদ্বৈতের প্রপূজিত গোরা।
নিমাঞি বিশ্বম্ভর,　　শ্রীনিবাস-ঈশ্বর,
ভক্তসমূহ চিত-চোরা॥
নদীয়া শশধর,　　মায়াপুর-ঈশ্বর,
নামপ্রবর্ত্তন সুর।
গৃহিজনশিক্ষক,　　ন্যাসিকুল নায়ক,
মাধব রাধাভাবপুর॥
সার্ব্বভৌমশোধন,　　গজপতি তারণ,
রামানন্দ-পোষণ বীর।
রূপানন্দবর্দ্ধন,　　সনাতন পালন,
হরিদাসমোদন ধীর॥
ব্রজরসভাবন,　　দুষ্টমতশাতন,
কপটীবিঘাতন কাম।
শুদ্ধভক্তপালন,　　শুষ্কজ্ঞানতাড়ন,
ছলভক্তিদূষণ রাম॥

স্বধামে শ্রীপাদ গিরীন্দ্রগোবর্দ্ধনদাস বাবাজী মহাশয়

গত ২২শে পৌষ (১৩৮৮), ইং ৭ই জানুয়ারী (১৯৮২) বৃহস্পতিবার অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকায় (শুক্লা-দ্বাদশী দিবা ঘ ৮।৪৬ মিঃ, সুতরাং শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে) ৫২ নং বাবুরাম ঘোষ লেনস্থ (কলিকাতা-৫) তচ্ছিষ্য শ্রীঅজিতকুমার নন্দীমহাশয়ের বাসগৃহে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীপাদপদ্ম স্মরণ করিতে করিতে তাঁহার সাধনোচিত ধামে মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন। বাবাজী মহাশয় বৃন্দাবন যাইবেন বলিয়া টিকেট পর্য্যন্ত করিয়া দৈবক্রমে অসুস্থ হইয়া পড়েন।

তিনি বাংলা ১৩০৭ সালে কার্ত্তিক মাসে উত্থান একাদশী তিথিতে বৃহস্পতিবারে জন্মগ্রহণ করেন। অপ্রকটও হইলেন ঐ গুরুবারে। তিনি ১৯৩০ সালে পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রয় করিয়াছিলেন। তিনি শ্রীল প্রভুপাদের প্রকটকালে বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয় মঠে থাকিয়া তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম সেবা করিতেন, তাঁহার অপ্রকট লীলাবিষ্কারের পর শ্রীধাম বৃন্দাবনে লালাবাবুর মন্দিরে থাকিয়া ভজন করিতেন। তিনি কয়েকখানি গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার স্বরচিত 'শ্রীব্রজধাম ও শ্রীগোস্বামিগণ' গ্রন্থে তিনি সংক্ষেপে তাঁহার আত্মপরিচয় প্রদান করিয়াছেন। পূজারী শ্রীরবি রায় শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের শিষ্য ও তাঁহার শ্রীবিগ্রহের সেবক ছিলেন। তিনি বৈদিক ব্রাহ্মণ কুলোদ্ভূত। 'সেই বংশের কৃপা মাগে দীন গোবর্দ্ধন'—এইরূপে বাবাজী মহাশয় তাঁহার পূর্ব্বাশ্রমের একটু সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। ৪৩ নং হরিশ চ্যাটার্জ্জী ষ্ট্রীটস্থ (কলিকাতা-২৬) শ্রীপ্রতিভা বসু নাম্নী তাঁহার এক বর্ষীয়সী মহিলা শিষ্যা প্রত্যহ আমাদের দক্ষিণ কলিকাতাস্থ শ্রীচৈতন্য-গৌড়ীয় মঠে পাঠ শুনিতে আসেন।

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট শ্রীল ভক্তিসৌধ আশ্রম মহারাজ

গত ২৩শে বিষ্ণু (৪৯৬ গৌরাব্দ), ১৮ই চৈত্র ১৩৮৮ বঙ্গাব্দ, ১লা এপ্রিল ১৯৮২ খৃষ্টাব্দ বৃহস্পতিবার শুক্লা নবমী তিথিতে (শুক্লা অষ্টমী রা ১১।৪৬, পরে নবমী) রাত্র ২-৩১ মিঃ এ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসৌধ আশ্রম মহারাজ তাঁহার ১।৩।১২ দমদম রোডস্থ শ্রীচৈতন্য মঠে (কলিকাতা-২) শ্রীহরিনাম স্মরণ করিতে করিতে সজ্ঞানে তদীয় স্বাভীষ্ট নিত্যধাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার শ্রীকলেবর পরদিবস শ্রীশ্রীরামচন্দ্রের শুভাবির্ভাব-তিথিপূজাবাসরে তাঁহার শ্রীধাম মায়াপুরস্থ মঠে সমাধিস্থ হইয়াছেন। বিশেষ বিবরণ পরবর্ত্তী সংখ্যায় প্রকাশের ইচ্ছা রহিল।

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ৬'০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৩'০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা '৫০ পঃ। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। পত্রিকার গ্রাহক যে কোন সংখ্যা হইতে হওয়া যায়। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইতে সঙ্ঘ বাধ্য নহেন। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬ ফোন-৪৬-৫৯০০

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১) প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা — শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত — ভিক্ষা ১.০০

(২) শরণাগতি — শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত — ,, .৮০

(৩) কল্যাণকল্পতরু ,, ,, ,, ,, ১.১০

(৪) গীতাবলী ,, ,, ,, ,, ১.০০

(৫) গীতমালা ,, ,, ,, ,, ১.২০

(৬) জৈবধর্ম্ম (রেক্সিন বাঁধান) ,, ,, ,, ,, ১৬.০০

(৭) মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ) — শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী — ভিক্ষা ১.৫০

(৮) মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ) ঐ ,, ১.০০

(৯) শ্রীশিক্ষাষ্টক — শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত) — ,, .৮০

(১০) উপদেশামৃত — শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত) — ,, ১.০০

(১১) শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত — শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত — ,, ১.২৫

(১২) SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS : by THAKUR BHAKTIVINODE — Rs. 1.00

(১৩) শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে উচ্চ প্রশংসিত বাঙ্গালা ভাষার আদি কাব্যগ্রন্থ — শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয় — — — ভিক্ষা ৮.০০

(১৪) ভক্ত-ধ্রুব — শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত — — ,, ১.০০

(১৫) শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার — ডাঃ এস্, এন্ ঘোষ প্রণীত — ,, ১.০০

(১৬) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত] ,, ১২.০০

(১৭) প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত) — ,, .৫০

(১৮) একাদশীমাহাত্ম্য — — — ,, ২.৫০

অতিমর্ত্ত্য বৈরাগ্য ও ভজনের মূর্ত্ত আদর্শ —

(১৯) গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস — শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত — ,, ৩.০০

(২০) শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য — — ,, ২.৫০

(২১) শ্রীমদ্ভাগবত-মাহাত্ম্য — — — — ,, ২.০০

(২২) সচিত্র ব্রতোৎসবনির্ণয়-পঞ্জী

গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অবশ্য পালনীয় শুদ্ধতিথিযুক্ত ব্রত ও উপবাস-তালিকা সম্বলিত এই সচিত্র ব্রতোৎসবনির্ণয়-পঞ্জী শুদ্ধবৈষ্ণবগণের উপবাস ও ব্রতাদিপালনের জন্য অত্যাবশ্যক।

ভিক্ষা—১.০০ পয়সা। অতিরিক্ত ডাকমাশুল—০.২৫ পয়সা।

দ্রষ্টব্য ঃ—ভিঃ পিঃ যোগে কোন গ্রন্থ পাঠাইতে হইলে ডাকমাশুল পৃথক্ লাগিবে।

প্রাপ্তিস্থান ঃ—কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থবিভাগ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬

মুদ্রণালয় ঃ—

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-৭০০০২৬

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

দ্বাবিংশ বর্ষ
৪র্থ সংখ্যা

জ্যৈষ্ঠ
১৩৮৯

শ্রীপুরীধামে শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
আবির্ভাবপীঠোপরি শ্রীমন্দির

সম্পাদক
রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ প্রবর্ত্তিত
একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি :—
পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ :—
১। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ

কার্য্যাধ্যক্ষ :—
শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর :—
মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ :—

মূল মঠ :—১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ :—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬। ফোন : ৪৬-৫৯০০
৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-৭০০০২৬
৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
৫। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর
৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)
৭। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)
৮। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা
৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-৫০০০০২(অঃ প্রঃ ফোন : ৪৬০০১
১০। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ (আঃ) ফোন : ২৭১৭০
১১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর ৭৮৪০০১ (আসাম)
১২। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ (নদীয়া)
১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া-৭৮৩১০১(আসাম)
১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়—১৬০০২০ (পাঃ) ফোঃ ২৩৭৮৮
১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড, পোঃ পুরী-৭৫২০০১(উড়িষ্যা)
১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথমন্দির, পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১(ত্রিঃ) ফোঃ ১২৯৭
১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন, জিলা—মথুরা
১৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড, পোঃ দেরাদুন ২৪৮০০১ (ইউ, পি)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন :—

১৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার, জেঃ কামরূপ (আসাম)
২০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥"

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৯
২২শ বর্ষ } ২৩ ত্রিবিক্রম, ৪৯৬ শ্রীগৌরাব্দ; ১৫ জ্যৈষ্ঠ, রবিবার, ৩০ মে, ১৯৮২ { ৪র্থ সংখ্যা

শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের বক্তৃতা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ২২শ বর্ষ ৩য় সংখ্যা ৪৫ পৃষ্ঠার পর]

জগতের বিচারপ্রণালী লইয়া আমরা অনেকক্ষণ-পর্য্যন্ত 'দাবা' খেলিতে পারি, কিন্তু তাহা-দ্বারা বাস্তব-সত্যে উপনীত হওয়া যায় না। আত্মার কথা-দ্বারা আত্মার অনুশীলন হয়। ছান্দোগ্যের 'কেন কং বিজানীয়াং' মন্ত্রে অনাত্মনিরাস সূচিত হইয়াছে। অনাত্ম-বস্তুতে যাহাদের 'আত্মা' বলিয়া বিচার উপস্থিত হয়, তাহাদের অক্ষজ-জ্ঞানোত্থ বিচার নিরসন করিবার জন্যই শ্রুতির উক্ত মন্ত্র; কারণ, বৃহদারণ্যকশ্রুতি "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যোঃ মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যোঃ" মন্ত্রে আত্মার দ্বারাই আত্মার অনুশীলন-কর্ত্তব্যতার কথা বলিয়াছেন। মুণ্ডকের "দ্বা সুপর্ণা", শ্বেতাশ্বতরের "অপানিপাদঃ" মন্ত্রসমূহ জীবাত্মা ও পরমাত্মার নিত্য সেব্যসেবক-সম্বন্ধ এবং ভগবানের অচিন্ত্য-শক্তিমত্তা প্রতিপাদন করিয়াছেন।

জড়জগতে একটী মাটীর জিনিষ অপর একটী মাটীর জিনিষের সহিত আলাপ করিতে পারে না এবং দুইটী মাটীর জিনিষ একসঙ্গে পরস্পর মারামারি করিয়া ভগ্ন হইয়া গেলেও কিছু হয় না। পরমাত্মা—প্রয়োজক কর্ত্তা, জীবের তাৎকালিক বদ্ধাভিমানের যোগ্যতানুসারে তাহাকে সুখদুঃখরূপ ফল ভোগ করা'ন। তখন বদ্ধজীবের দর্শনে জগদ্রূপি-ভগবান্ ভোগ্য হইয়া পড়ে। "ঈশাবাস্য"-শ্রুতি তাহার হৃদয়ে জগদ্রূক থাকে না। সে মনে করে,—'জিহ্বা হইয়াছে আমার ইন্দ্রিয়-তর্পণ করিবার জন্য, 'কুক্কুর-দন্ত' হইয়াছে মৎস্য-মাংসাদি বস্তু গ্রহণ করিবার জন্য, উপস্থ হইয়াছে আমার ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিবার জন্য।' অনাত্মবৃত্তিতে 'আমি'—বহু স্ত্রীর ভর্ত্তা, বহু আশ্রয়ের 'বিষয়' ও বহু বিষয়ের 'আশ্রয়' এবং বহুস্থানের মালিক। এইরূপ অসদ্-বুদ্ধিতে জীবগণ নিজদিগকে 'কর্ম্মফলের ভোক্তা' কল্পনা করিয়া কর্ম্মকাণ্ডে প্রবৃত্ত হয়। এই দুঃসঙ্গের প্রবলতা-বশতঃ ইন্দ্রিয়তর্পণেচ্ছার নিমিত্ত সমগ্র জগৎ লালায়িত। যেখানে যত বক্তা, যেখানে যত ধর্ম্মের শ্রোতা, সকলেই প্রথমেই জানিতে চা'ন,—তাঁহাদের ব্যক্তিগত ইন্দ্রিয়তর্পণের কি কথা আছে। তাঁহারা অনাত্মবৃত্তির কথার জন্য লালায়িত। 'আমার ভোগ', 'আমার সুখ', 'আমার শান্তি', 'দেহি'-'দেহি'-রবে জগৎ পরিপূরিত;—

কেহই কৃষ্ণের ভোগের কথা, কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়-তর্পণের কথা একবার ভুলক্রমেও কীর্ত্তন করে না। যে-দিন 'হৃষীকেশের সেবা করাই একমাত্র কর্ত্তব্য' বলিয়া আমাদের মনে হইবে সেইদিনই আমাদের মঙ্গল উপস্থিত হইবে।

দেবতা হউক, মানুষই হউক, ভগবদনুশীলনই সকলের একমাত্র নিত্যকৃত্য। যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং' শ্রুতিমন্ত্রে পুণ্য ও পাপময় কর্ম্মকাণ্ডকে নিরাস করা হইয়াছে এবং 'ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা' এই গীতোপনিষদ্-বাক্যে পরম-সমতা' উপদিষ্ট হইয়াছে।

"মুক্তোঽপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে"

—শ্রীসর্ব্বজ্ঞমুনির এই বাক্য উদ্ধার করিয়া শ্রীধরস্বামী মুক্তকুলেরও নিত্য-সেবাপরায়ণতা প্রতিপাদন করিয়াছেন। যেখানে যত অস্তিত্ব বা অস্মিতা আছে, সেই সমস্ত অস্মিতার দ্বারা পরমপুরুষেরই সেবা হওয়া উচিত; আমরা যে যেখানে অবস্থিত আছি, সেখান হইতে হরিসেবাই আমাদের একমাত্র কর্ত্তব্য। ইহ-জগতে ও পরজগতে দেব, মানুষ, পশু, পক্ষী প্রভৃতি যতপ্রকার অস্তিত্ব, তাহাদের সকলেরই ভগবানের সেবা ব্যতীত অন্য কোনই কৃত্য নাই। অন্য সমস্ত ক্রিয়া 'আত্মবৃত্তি' শব্দ-বাচ্য নহে; কেন না, অন্য বস্তু বা অন্য বৃত্তি নিরন্তর পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে।

যেদিন ভূলোক হইতে আমাদের চিন্ময়ী ইন্দ্রিয়-বৃত্তি গোলোকে নীত হইবে, যেদিন আমরা স্বরূপে মধুর-রতিতে কৃষ্ণের বংশীধ্বনি শ্রবণ করিবার যোগতা লাভ করিব, যেদিন সেই মুরলীধ্বনিতে আমাদের শুদ্ধচিত্ত আকৃষ্ট হইবে, সেদিন আমরা কেবল শুদ্ধসত্ত্ব হৃদয়ে ব্যাকুল হইয়া অপ্রাকৃত রাসস্থলীতে গমন করিব। তখন প্রাজাপত্য-ধর্ম্ম আমাদিগকে টানিয়া রাখিতে পারিবে না এবং লোক-ধর্ম্ম, বেদ-ধর্ম্ম, দেহ-ধর্ম্ম, দেহসুখ, আত্মসুখ, দুস্ত্যাজ্য আর্য্য-পথ, নিজ-স্বজন-পরিজনাদির তাড়ন-ভর্ৎসন প্রভৃতি কিছুই আমাদিগের আকর্ষণের বস্তু হইবে না। আমরা জগতের যাবতীয় প্রতিষ্ঠাকে তৃণের ন্যায় জ্ঞান করিয়া, স্বর্গসুখাদিকে আকাশকুসুমের ন্যায় নিরর্থক মনে করিয়া, মুক্তিকে শুক্তির মত জ্ঞান করিয়া অকিঞ্চনা গোপীর ঐকান্তিক-ধর্ম্ম গ্রহণ করিব। তখন ভগবানের শ্রীনামমধুরিমা শ্রীগুরুবাক্যের দ্বারা আমাদের কর্ণে প্রবিষ্ট হইবে; চেতনচক্ষুর্দ্বারা ভগবানের শ্রীরূপ আমাদের নয়নপথের পথিক হইবে; সেই পরমাশ্চর্য্য রূপে আকৃষ্ট হইয়া আমরা ভগবানের সেবায় নিযুক্ত হইব—ভগবানের কথামৃতে লুব্ধ হইয়া ভগবানের সেবায় আকৃষ্ট হইব;—বাহ্যজগতের ভেজাল কথা, পচা কথা, পুরাতন কথা, হেয়ধর্ম্মযুক্ত কথা আমাদিগকে আর প্রমত্ত করিবে না। আমরা নিত্যবৃত্তি লাভ করিয়া স্থায়িভাব রতিতে আলম্বন ও উদ্দীপনরূপ বিভাব এবং অনুভাবাদি সামগ্রীর মিলনে কৃষ্ণভক্তি-রস প্রকটিত করিয়া কৃষ্ণেন্দ্রিয় তোষণ করিতে সমর্থ হইব। সর্ব্ববিধ অনর্থ নিবৃত্ত হইলে যে পরম-পীঠ লাভ হয়, তাহাই শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম।

আত্মবৃত্তি—পঞ্চবিধ-রত্যাত্মিকা। পঞ্চবিধ রতির দ্বারা পঞ্চবিধ রস প্রকাশ করিয়া কৃষ্ণসেবা করাই আত্মার নিত্যবৃত্তি। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই পঞ্চরস। শান্ত-রসটী প্রতিকূলভাব-বিহীন একটী নিরপেক্ষ অবস্থান-মাত্র। দাস্য-রস—কিয়ৎপরিমাণে মমতা-যুক্ত; সুতরাং তারতম্যবিচারে দাস্যরস—শান্ত-রসের গুণ ক্রোড়ীভূত করিয়া শান্তরস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সখ্যরস আরও উন্নত; ইহাতে দাস্য-রসের সম্ভ্রমরূপ কণ্টক নাই, বরং উহাতে বিশ্রম্ভরূপ প্রধান অলঙ্কার বিরাজমান। বাৎসল্য-রস—দাস্য-রস অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ; তাহাতে এতদূর মমতাধিক্য ঘনীভূতাকারে বর্ত্তমান যে, পরম বিষয়বস্তুকেও 'পাল্য' বা 'আশ্রিত' বলিয়া জ্ঞান হয়। মধুর-রস—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; তাহাতে শান্ত, দাস্য, সখ্য বাৎসল্য—এই চারি-রসের চমৎকারিতা পূর্ণরূপে প্রস্ফুটিত। এই পঞ্চবিধ রতিতে শ্রীকৃষ্ণ-সেবাই আত্মার অপ্রতিহতা অহৈতুকী নিত্যা বৃত্তি। জীবের আত্ম-স্বরূপবিচারে আমরা শুনিয়াছি (চৈঃ চঃ মধ্য ২০ পঃ)—

"জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।"

শ্রুতিমন্ত্রে যে 'আত্মরতিঃ', 'আত্মক্রীড়ঃ' প্রভৃতি শব্দ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা এই আত্মার নিত্য-কৃষ্ণসেবা বৃত্তি সম্বন্ধেই প্রযুজ্য। 'রমজ্' ধাতু হইতে

'রতি'-শব্দ নিষ্পন্ন। 'রনজ্'-ধাতুর তাৎপর্য্য—'অনুরাগ' বা 'টান'। 'আত্মা'-শব্দে 'আমি'; 'পরমাত্মা'-শব্দে 'পরম—আমি' অর্থাৎ প্রাভব ও বৈভব-শক্তিপূর্ণ কর্ত্তৃ-সত্তাধিষ্ঠানে কৃষ্ণের পক্ষেই সমগ্র পরম-আমিত্বের নিত্যাভিমান। বিষয়বিচারে কৃষ্ণেরই 'পরম-আমি'-বিচার, আশ্রয়-বিচারে বিভুচৈতন্যের অধীন প্রভু-বাধ্য অনুচিৎ 'ক্ষুদ্র আমি'। 'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি শ্রুতি তাহাই প্রতিপাদন করিয়াছেন। বাস্তব বস্তু—এক অদ্বিতীয়; তাহাই 'অদ্বয়জ্ঞান-তত্ত্ব' অর্থাৎ চিদ্বিলাস-বৈচিত্র্যযুক্ত অদ্বয়-তত্ত্ব। 'পরম-আমি'র বা বিষয়তত্ত্ব 'আমি'র স্বার্থ পূরণ করাই নিত্যাশ্রিত অস্মিতার নিত্য-বৃত্তি। কিন্তু এইস্থানে শ্রীমধুসূদন সরস্বতীপাদ সাযুজ্যমুক্তিকেও নিত্য-ভক্তির অন্তর্গত বলিয়া বিচার করিয়াছেন। তিনি বলেন,—'পরম-আমি'র সহিত অভিন্ন হইয়া যাওয়াই অর্থাৎ অদ্বৈত বা সাযুজ্য-মোক্ষ লাভ করাই 'আমি'র সালোক্যাদি লাভের ন্যায় অন্যতম স্বার্থ। কিন্তু ইহাতে নিত্য-চিদ্বিলাস-বৈচিত্র্য অত্যন্ত বাধা পাইতেছে সুতরাং এইরূপ বিচারের মূলে হৈতুক ভোগবাদ নিহিত। শুদ্ধাদ্বৈতবাদী শ্রীবিষ্ণুস্বামী ও তদনুগত শ্রীধরের শুদ্ধ-বিচারের সহিত মায়াবাদীর বিচারের এইস্থানে ভেদ। শ্রীধরের এই শুদ্ধসিদ্ধান্ত বুঝিতে না পারিয়া অক্ষজ-জ্ঞানিগণ 'ভক্ত্যেক-রক্ষক' শ্রীধরকেও মায়াবাদী বলিয়া মনে করিয়া ভ্রান্ত হন। শুদ্ধাদ্বৈত-বাদীর তদীয় সর্ব্বস্ব-ভাব ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীর বিশিষ্ট-ব্রহ্মবাদ লোকে বুঝিতে ভুল করিয়াছিল বলিয়াই সুদার্শনিকরূপে শুদ্ধ-দ্বৈতবাদগুরু শ্রীমধ্বাচার্য্যের আবির্ভাব।

নিত্যসত্য—বাস্তব সত্য,—পরম-সত্য একমাত্র কৃষ্ণ-দাস্যেই আবদ্ধ। রসময় রসিকশেখরের পাদপদ্মসেবায় প্রমত্ত জনগণের শ্রীচরণে কোন ভাগ্যবলে একবার চিরবিক্রীত হইতে পারিলে আমরাও সেই দুর্লভাদপি-দুর্লভ সেবায় অধিকার পাইব। সেদিন আমাদের কবে হইবে?

শ্রীগৌরসুন্দরের উক্তি হইতে আমরা মানবজীবনের কর্ত্তব্য জানিতে পারি। তিনি জাগতিক অভ্যুদয়ের কোন ব্যবস্থা পত্র দেন নাই,—তিনি জড়-জগতের মহত্ত্ব ও প্রতিষ্ঠার আশা ছাড়িয়া দিতে বলিয়াছেন। যাহার মহত্ত্ব নাই, তাহাকে মহত্ত্ব প্রদান করিবার উপদেশ দিয়াছেন, অপরে আক্রমণ করিলে তরুর ন্যায় সহিষ্ণু হইয়া আক্রান্ত হইতে বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, 'তৃণাদপি সুনীচ' ও 'তরোরপি সহিষ্ণু' হইয়া কৃষ্ণের সম্যক্ কীর্ত্তন কর।

"চেতো-দর্পণমার্জ্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকা-বিতরণং বিদ্যা-বধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥"

'চেতো-দর্পণ'-শব্দের দ্বারা চিত্তদর্পণে কুদার্শনিকের মতবাদ ও কৈতব-রাশির এবং প্রাক্তন অনর্থ ও অভদ্র-রাশির অপসারণ সূচিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের সম্যক্ কীর্ত্তন হইলে যাবতীয় অন্যাভিলাষ ও কুদার্শনিকের মতবাদ বিদূরিত হয়। শ্রীকৃষ্ণের সম্যক্ কীর্ত্তন হইলে কর্ম্ম-জ্ঞান-প্রমত্ততা-রূপ মহা-দাবাগ্নিজিহ্বা নির্ব্বাপিত হয়। শ্রীকৃষ্ণের সম্যক্‌কীর্ত্তন চন্দ্রের স্নিগ্ধ-জ্যোৎস্নার ন্যায় আমাদের হৃদয়ে অখিল-কল্যাণ-রূপ কোমল কুমুদরাশি প্রস্ফুটিত করিয়া দেয়। শ্রীকৃষ্ণের সম্যক্-কীর্ত্তন—বিদ্যা-বধূর প্রাণ-পতি প্রতি পদে-পদে কীর্ত্তন-কারীর আনন্দপয়োনিধিবর্দ্ধনকারী, অপ্রাকৃত পীযূষা-স্বাদপ্রদাতা, প্রেমবিধাতা ও সুপর্ণবিশিষ্ট আত্মবিহঙ্গমের চিদাকাশে চিদ্বিলাস-সেবা-স্বাধীনতা প্রদাতা।

কিন্তু বিমুখ-জগতে শ্রীকৃষ্ণের সম্যক্-কীর্ত্তনের গ্রাহক নাই! অনাত্ম প্রতীতিতে কিছুতেই কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনের প্রয়োজনীয়তার উপলব্ধি হয় না,—অন্যাভিলাষ ও জ্ঞান-কর্ম্মাদিরই বহুমানন হইয়া থাকে। এই বিমুখ জগতে কৃষ্ণের সম্যক্ কীর্ত্তন হওয়া দূরে থাকুক, আংশিক কীর্ত্তন পর্য্যন্ত হইতেছে না। অকৃষ্ণের কীর্ত্তনকে—মায়ার কীর্ত্তনকেই 'কৃষ্ণকীর্ত্তন' বলিয়া আত্মবঞ্চনা ও পরবঞ্চনা চলিতেছে। কৃষ্ণনাম-ব্যতীত জগতে ভব-ব্যাধির আর কোন ঔষধ নাই—

"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥"

হরিনাম ব্যতীত অন্য কোন গতি বা পন্থা নাই।

বর্ত্তমান-সময়ে হরিনামের মহা-দুর্ভিক্ষ উপস্থিত!—এখন হরিনামের দ্বারা, কৃষ্ণের দ্বারা উদরভরণ, প্রতিষ্ঠাশা, কামিনীসংগ্রহ, রোগ-নিরাময়, দেশের সুবিধা, সমাজের সুবিধা করিয়া লইবার জন্য সকলেই ব্যস্ত! কিন্তু হরিনাম—জড়-ভোগের যন্ত্র বা মুক্তিলাভের যন্ত্র নহেন। বর্ত্তমান-কালে কৃষ্ণে ভোগবুদ্ধিপরায়ণ ব্যক্তিগণ নামাপরাধ করিবার জন্য বড়ই ব্যস্ত! অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তনের পর আবার খাওয়া-দাওয়া-থাকার কথা, আবার বাদবিসম্বাদের কথা, আবার ইন্দ্রিয়তর্পণের কথা হইলে তাহাকে আর 'অষ্টপ্রহর' বলা যায় না। নিরন্তর হরিনামগ্রহণই 'অষ্টপ্রহর',—নামাপরাধ-গ্রহণ কখনও 'অষ্টপ্রহর' নহে। নামাপরাধের ফল—ভুক্তি। বর্ত্তমানের বিকৃত 'অষ্টপ্রহর'-রীতিতে হরিনাম বা বৈকুণ্ঠ-নাম কীর্ত্তিত হয় না,—মায়ার নাম কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। শুদ্ধনামকীর্ত্তনের ফলে কৃষ্ণে প্রীতির উদয় অবশ্যম্ভাবী। বর্ত্তমান-কালে মায়ার সংকীর্ত্তনকে 'কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন' বলিয়া জগতে প্রবঞ্চনা বা জুয়াচুরি চলিয়াছে। এই জুয়াচুরি হইতে কোমলশ্রদ্ধ লোকদিগকে উদ্ধার করা একান্ত দরকার।

ভগবান্ বিষ্ণু—ত্রিশক্তিধৃক্। বেদ বলেন,—"ত্রেধা নিদধে পদম্।" 'অন্তরঙ্গা', 'বহিরঙ্গা' ও 'তটস্থা' শক্তিত্রয়ই বিষ্ণুর তিনটী পদ। আমরা ভগবানের এই তিনটী শক্তিকে ভুলিয়া যাওয়ায় ভগবানের ত্রিবিক্রমত্ব বুঝিতে পারিতেছি না। কৃষ্ণকে আমাদের ইন্দ্রিয়-জ্ঞানগম্য মনে করিয়া নামাপরাধ করিতেছি, তাহাতে আমাদের কোনও মঙ্গল হইতে পারে না। কৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তনে কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়-তোষণ হয়। তদ্দ্বারা অমুক বড়লোক, অমুক অর্থদাতা, অমুক দেবতা সন্তুষ্ট হইবে,—এরূপ নহে। কৃষ্ণবস্তুকে অন্তর্গত করিবার চেষ্টা—মায়াবদ্ধজীবের নিকট মায়া বা ভোগের উপকরণ জড়েন্দ্রিয়ের অগ্রসর করিয়া যোগাইয়া দেওয়া-মাত্র।

আর এক শ্রেণীর ব্যক্তির মত এই যে, 'ভগবানের হাত, পা, চক্ষু, নাক, শরীর সব কাটিয়া দেও (!), ভগবানের সমস্ত ভোগ কাড়িয়া লও (!), যত ভোগের যন্ত্র ও ভোগের উপাদান মানুষ, পশু, পক্ষী বা যক্ষ-রক্ষঃ-পিশাচাদির জন্যই নির্ম্মিত হইয়াছে। কিন্তু 'ভোগ' ও 'ত্যাগ' উভয় প্রবৃত্তিই—বিষ্ঠার তাজা ও শুক্না অবস্থাদ্বয়; উভয়ই নিত্যকল্যাণার্থীর পরিত্যাগের বস্তু। 'কৃষ্ণ'—একজন ইতিহাসের মানুষ, 'কৃষ্ণ'—আমার ইন্দ্রিয়তর্পণের একজন বস্তু'—এইরূপ বুদ্ধিতে কৃষ্ণভজন হয় না, মায়ার ভজন হইয়া থাকে। 'অহং'-'মম'-বুদ্ধি লইয়া কোটি-কোটি বৎসর ধরিয়া উচ্চৈঃস্বরে নামাপরাধ কীর্ত্তন করিয়া পিত্ত বৃদ্ধি করিলেও শ্রীনামের কৃপা-লাভ হইবে না বা প্রেমফল লাভ করা যাইবে না (চৈঃ চঃ আদি ৮ম পঃ,—

"বহু জন্ম করে যদি শ্রবণ-কীর্ত্তন।
তবু ত' না পায় কৃষ্ণপদে প্রেমধন॥"

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ॥

জৈবধর্ম্ম

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]

দ্বিতীয় অধ্যায়

জীবের নিত্য-ধর্ম্ম শুদ্ধ ও সনাতন

পরদিন প্রাতে প্রেমদাস বাবাজী মহাশয় স্বীয় ব্রজ-ভাবে নিমগ্ন থাকায়, সন্ন্যাসী ঠাকুর তাঁহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে অবসর পান নাই। মধ্যাহ্ন-কালে মাধুকরী প্রাপ্ত হইয়া উভয়েই শ্রীমাধবীমালতী-মণ্ডপে উপবিষ্ট। পরমহংস বাবাজী মহাশয় কৃপাপূর্ব্বক কহিলেন,—"হে ভক্তপ্রবর! আপনি ধর্ম্মবিষয়ের মীমাংসা

শ্রবণ করিয়া কি স্থির করিলেন?" এই কথা শ্রবণ করতঃ সন্ন্যাসী ঠাকুর পরমানন্দে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"প্রভো! জীব যদি 'অনু' পদার্থ হয়, তবে তাঁহার নিত্যধর্ম্ম কিরূপে পূর্ণ ও শুদ্ধ হইতে পারে? জীবের গঠনের সহিত যদি তাঁহার ধর্ম্মের গঠন হইয়া থাকে, তবে সে-ধর্ম্ম কিরূপে সনাতন হয়?"

এই প্রশ্নদ্বয় শ্রবণ করিয়া শ্রীশচীনন্দনের পাদপদ্ম ধ্যানপূর্ব্বক সহাস্যবদনে পরমহংস বাবাজী কহিতে লাগিলেন,—"মহোদয়! জীব 'অনু' পদার্থ হইলেও তাঁহার ধর্ম্ম পূর্ণ, শুদ্ধ ও সনাতন। অনুত্ব কেবল বস্তুপরিচয়। বৃহদ্বস্তু একমাত্র পরব্রহ্ম বা কৃষ্ণচন্দ্র। জীবসমূহ তাঁহার অনন্ত পরমাণু। অখণ্ড অগ্নি হইতে যেরূপ অগ্নিবিস্ফুলিঙ্গসমূহ হইয়া থাকে, অখণ্ড চৈতন্য-স্বরূপ কৃষ্ণ হইতে তদ্রূপ জীবসমূহ নিঃসৃত হয়। অগ্নির একটী একটী বিস্ফুলিঙ্গ যেরূপ পূর্ণ অগ্নিশক্তি ধারণ করে, প্রতি জীবও তদ্রূপ চৈতন্যের পূর্ণ ধর্ম্মের বিকাশভূমি হইতে সমর্থ। একটী বিস্ফুলিঙ্গ যেরূপ দাহ্য বিষয় লাভ করিয়া ক্রমশঃ মহাগ্নির পরিচয় দিয়া জগৎকে দহন করিতে সমর্থ হয়, একটী জীবও তদ্রূপ প্রেমের প্রকৃত বিষয় যে কৃষ্ণচন্দ্র, তাঁহাকে লাভ করিয়া প্রেমের মহাবন্যা উদয় করিতে সমর্থ হন। যে-পর্য্যন্ত স্বীয় ধর্ম্মের প্রকৃত বিষয়কে সংস্পর্শ না করে, সে-পর্য্যন্ত সেই পূর্ণ ধর্ম্মের সহজ বিকাশ দেখাইতে অনু-চৈতন্য-স্বরূপ জীব অপারগ হইয়া প্রকাশ পান। বস্তুতঃ বিষয়-সংযোগেই ধর্ম্মের পরিচয়। 'জীবের নিত্যধর্ম্ম কি'—ইহা ভাল করিয়া অনুসন্ধান করুন। প্রেমই জীবের নিত্যধর্ম্ম, জীব অজড় অর্থাৎ জড়াতীত বস্তু। চৈতন্যই ইহার গঠন। প্রেমই ইহার ধর্ম্ম। কৃষ্ণদাস্যই সেই বিমল প্রেম। অতএব কৃষ্ণদাস্যরূপ প্রেমই জীবের স্বরূপ ধর্ম্ম।

জীবের দুইটী অবস্থা অর্থাৎ শুদ্ধাবস্থা ও বদ্ধাবস্থা। শুদ্ধ অবস্থায় জীব কেবল চিন্ময়। তখন তাহার জড়সম্বন্ধ থাকে না। শুদ্ধ অবস্থাতেও জীব অনু-পদার্থ। সেই অনুত্বপ্রযুক্ত জীবের অবস্থান্তর-প্রাপ্তির সম্ভাবনা। বৃহচ্চৈতন্যস্বরূপ কৃষ্ণের স্বভাবতঃ অবস্থান্তর নাই। তিনি বস্তুতঃ বৃহৎ, পূর্ণ, শুদ্ধ ও সনাতন। জীব বস্তুতঃ অনু, খণ্ড, অশুদ্ধ হইবার যোগ্য এবং অর্ব্বাচীন। কিন্তু ধর্ম্মতঃ জীব বৃহৎ, অখণ্ড, শুদ্ধ ও সনাতন। জীব যতক্ষণ শুদ্ধ, ততক্ষণই তাহার স্বধর্ম্মের বিমল পরিচয়। জীব যখন মায়াসম্বন্ধে অশুদ্ধ হন, তখনই তিনি স্বধর্ম্মবিকারপ্রযুক্ত অবিশুদ্ধ, অনাশ্রিত ও সুখ-দুঃখপিষ্ট। জীবের কৃষ্ণদাস্য-বিস্মৃতি হইবামাত্রই সংসার-গতি আসিয়া উপস্থিত হয়।

জীব যতক্ষণ শুদ্ধ থাকেন, ততক্ষণ তাঁহার স্বধর্ম্মের অভিমান। তিনি আপনাকে কৃষ্ণদাস বলিয়া অভিমান করেন। মায়াসম্বন্ধে অশুদ্ধ হইলেই সেই অভিমান সঙ্কুচিত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন আকার ধারণ করে। মায়াসম্বন্ধে জীবের শুদ্ধস্বরূপ লিঙ্গ ও স্থূলদেহে আবৃত হয়। তখন লিঙ্গশরীরের একটী পৃথক্ অভিমান উদিত হয়। সেই অভিমান আবার স্থূলদেহের অভিমানের সহিত মিশ্রিত হইয়া একটী তৃতীয় অভিমানরূপে পরিণত হয়। শুদ্ধ-শরীরে জীব কেবল কৃষ্ণদাস। লিঙ্গ-শরীরে জীব আপনাকে স্বকর্ম্ম-ফলের ভোক্তা অর্থাৎ ভোগ-কর্ত্তা বলিয়া মনে করেন। তখন কৃষ্ণদাসরূপ অভিমান লিঙ্গদেহাভিমানদ্বারা আবৃত হইয়া থাকে। আবার স্থূল দেহ লাভ করিয়া 'আমি ব্রাহ্মণ, আমি রাজা, আমি দরিদ্র, আমি দুঃখী, আমি রোগ-শোকদ্বারা অভিভূত, আমি স্ত্রী, আমি অমুকের স্বামী' ইত্যাদি বহুবিধ স্থূলাভিমানদ্বারা পরিচয় দিয়া থাকেন।

এই প্রকার মিথ্যা-অভিমানযুক্ত হইয়া জীবের স্বধর্ম্ম বিকৃত হয়। বিশুদ্ধ প্রেমই শুদ্ধ জীবের স্বধর্ম্ম। সুখ-দুঃখ, রাগদ্বেষরূপে সেই প্রেম বিকৃতভাবে লিঙ্গ-শরীরে উদিত হয়। ভোজন, পান ও জড়সঙ্গ-সুখ-রূপে সেই বিকার অধিকতর গাঢ় হইয়া স্থূল-শরীরে দেখা যায়। এখন দেখুন জীবের নিত্যধর্ম্ম কেবল শুদ্ধ অবস্থায় প্রকাশ পায়। বদ্ধ অবস্থায় যে ধর্ম্মের উদয় হয়, তাহা নৈমিত্তিক। নিত্যধর্ম্ম স্বভাবতঃ, পূর্ণ, শুদ্ধ ও সনাতন। নৈমিত্তিক ধর্ম্ম আর এক দিবস ভাল করিয়া ব্যাখ্যা করিব।

শ্রীমদ্ভাগবতশাস্ত্রে যে বিশুদ্ধ বৈষ্ণব-ধর্ম্ম লক্ষিত হয়,

তাহা নিত্যধর্ম্ম। জগতে যতপ্রকার ধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছে, সে-সমুদয় ধর্ম্মকে তিনভাগে বিভক্ত করিতে পারেন—নিত্য-ধর্ম্ম, নৈমিত্তিক-ধর্ম্ম ও অনিত্য-ধর্ম্ম। যে-সকল ধর্ম্মে ঈশ্বরের আলোচনা নাই ও আত্মার নিত্যত্ব নাই, সে-সকল অনিত্য-ধর্ম্ম। যে-সকল ধর্ম্মে ঈশ্বর ও আত্মার নিত্যত্ব স্বীকার আছে কিন্তু কেবল অনিত্য উপায়দ্বারা ঈশ্বর-প্রসাদ লাভ করিতে চায়, সে-সকল নৈমিত্তিক। যাহাতে বিমল-প্রেমদ্বারা কৃষ্ণদাস্য লাভ করিবার যত্ন আছে, সেই সব ধর্ম্ম নিত্য। নিত্যধর্ম্ম দেশভেদে, জাতিভেদে, ভাষা-ভেদে পৃথক্ পৃথক্ নামে পরিচিত হইলেও তাহা এক ও পরম উপাদেয়। ভারতে যে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচলিত আছে, তাহাই নিত্যধর্ম্মের আদর্শ। আবার আমাদের হৃদয়নাথ ভগবান্ শচীনন্দন যে-ধর্ম্ম জগৎকে শিক্ষা দিয়াছেন, তাহাই বৈষ্ণব ধর্ম্মের বিমল অবস্থা বলিয়া প্রেমানন্দী মহাজনগণ স্বীকার ও অবলম্বন করেন।"

এই স্থলে সন্ন্যাসী ঠাকুর করযোড়ে বলিলেন, "প্রভো, আমি শ্রীশচীনন্দনের প্রকাশিত বিমল বৈষ্ণব-ধর্ম্মের সর্ব্ব উৎকর্ষ সর্ব্বক্ষণ দেখিতেছি। শঙ্করাচার্য্য প্রকাশিত অদ্বৈতমতের হেয়ত্ব অনুভব করিতেছি বটে, কিন্তু আমার মনে একটী কথা উদিত হইতেছে, তাহা ভবদীয় শ্রীচরণে জ্ঞাপন না করিয়া রাখিতে চাহি না। সে কথাটী এই—প্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য যে ঘনীভূত প্রেমের মহাভাব অবস্থা দেখাইয়াছেন, তাহা কি অদ্বৈতসিদ্ধি হইতে পৃথক্ অবস্থা?"

পরমহংস বাবাজী মহাশয় শ্রীশঙ্করাচার্য্যের নাম শুনিয়া দণ্ডবৎপ্রণামপূর্ব্বক কহিলেন,—"মহোদয়, 'শঙ্করঃ শঙ্করঃ সাক্ষাৎ', একথা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবেন। শঙ্কর বৈষ্ণবদিগের গুরু, এইজন্য মহাপ্রভু তাঁহাকে আচার্য্য বলিয়া উল্লেখ করেন। শঙ্কর স্বয়ং পূর্ণ বৈষ্ণব। যে সময়ে তিনি ভারতে উদিত হইয়াছিলেন, সে সময়ে তাঁহার ন্যায় একটী গুণাবতারের নিতান্ত প্রয়োজন ছিল। ভারতে বেদশাস্ত্রের আলোচনা ও বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের ক্রিয়াকলাপ বৌদ্ধদিগের শূন্যবাদে শূন্যপ্রায় হইয়াছিল। শূন্যবাদ নিতান্ত নিরীশ্বর। তাহাতে জীবাত্মার তত্ত্ব কিয়ৎপরিমাণে স্বীকৃত থাকিলেও ঐ ধর্ম্ম নিতান্ত অনিত্য। সে সময় ব্রাহ্মণগণ প্রায়ই বৌদ্ধ হইয়া বৈদিকধর্ম্ম প্রায় পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। অসাধারণ-শক্তিসম্পন্ন শঙ্করা-বতার উদিত হইয়া বেদশাস্ত্রের সম্মান স্থাপনপূর্ব্বক শূন্যবাদকে ব্রহ্মবাদে পরিণত করেন। এই কার্য্যটী অসাধারণ। ভারতবর্ষ শ্রীশঙ্করের নিকট এই বৃহৎ কার্য্যের নিমিত্ত চিরঋণী থাকিবেন। কার্য্যসকল জগতে দুইপ্রকারে বিচারিত হয়। কতকগুলি কার্য্য তাৎ-কালিক ও কতকগুলি কার্য্য সার্ব্বকালিক। শঙ্করা-বতারের সেই বৃহৎ-কার্য্য তাৎকালিক। তদ্দ্বারা অনেক সুফল উদয় হইয়াছে। শঙ্করাবতার যে-ভিত্তি পত্তন করিলেন, সেই ভিত্তির উপর পরে শ্রীরামানুজাবতার ও শ্রীমধ্বাদি আচার্য্যগণ বিশুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। অতএব শঙ্করাবতার বৈষ্ণব-ধর্ম্মের পরম বন্ধু ও একজন প্রাগুদিত আচার্য্য।

শ্রীশঙ্কর যে বিচারপথ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহার সম্পত্তি বৈষ্ণবগণ এখন অনায়াসে ভোগ করিতেছেন। জড়বদ্ধ জীবের পক্ষে সম্বন্ধজ্ঞানের নিতান্ত প্রয়োজন। এই জড় জগতে স্থূল ও লিঙ্গদেহ হইতে চিদ্বস্তু পৃথক্ ও অতিরিক্ত, তাহা বৈষ্ণবগণ ও শঙ্করাচার্য্য উভয়েই বিশ্বাস করেন। জীবের সত্তাবিচারে তাঁহাদের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। জড়-জগতের সম্বন্ধ-ত্যাগের নাম মুক্তি, তাহা উভয়েই মানেন। মুক্তিলাভ করা পর্য্যন্ত শ্রীশঙ্কর ও বৈষ্ণবাচার্য্যগণের অনেক প্রকার ঐক্য আছে। হরিভজন-দ্বারা চিত্তশুদ্ধি ও মুক্তিলাভ—ইহাও শঙ্করা-চার্য্যের শিক্ষা। কেবল মুক্তি লাভের পর যে জীবের কি অপূর্ব্ব গতি হয়, তদ্বিষয়ে শঙ্কর নিস্তব্ধ। শঙ্কর একথা ভালরূপ জানিতেন যে, হরিভজনদ্বারা জীবকে মুক্তিপথে চালাইতে পারিলেই ক্রমশঃ ভজন-সুখে আবদ্ধ হইয়া জীব শুদ্ধভক্ত হইবেন। এই জন্যই শঙ্কর পথ দেখাইয়া আর অধিক কিছু বৈষ্ণব-রহস্য প্রকাশ করেন নাই। তাঁহার ভাষ্যসকল যাঁহারা বিশেষ বিচার করিয়া পড়িয়াছেন, তাঁহারা শঙ্করের গূঢ় মত বুঝিতে পারেন। যাঁহারা কেবল তাঁহার শিক্ষার বাহ্য অংশ লইয়া কাল-

যাপন করেন, তাঁহারাই কেবল বৈষ্ণব ধর্ম্ম হইতে বিদূরিত হ'ন।

অদ্বৈতসিদ্ধি ও প্রেম একপ্রকার বিচারে একই বলিয়া বোধ হয়। অদ্বৈতসিদ্ধির যে সঙ্কুচিত অর্থ করা যায়, তাহাতে তাহার ও প্রেমের পার্থক্য হইয়া পড়ে। প্রেম কি পদার্থ, তাহা বিচার করুন। একটী চিৎপদার্থ অন্য চিৎপদার্থের সহিত যে-ধর্ম্মের দ্বারা স্বভাবতঃ আকৃষ্ট হ'ন, তাহার নাম প্রেম। দুইটী চিৎ-পদার্থের পৃথক্ অবস্থান ব্যতীত প্রেম সিদ্ধ হয় না। সমস্ত চিৎপদার্থ যে ধর্ম্মদ্বারা পরম-চিৎপদার্থরূপ কৃষ্ণ-চন্দ্রে নিত্য আকৃষ্ট, তাহার নাম কৃষ্ণ-প্রেম। কৃষ্ণচন্দ্রের নিত্য পৃথক্ অবস্থান ও জীবনিচয়ের তাঁহার প্রতি যে অনুগত ভাবের সহিত নিত্য পৃথক্ অবস্থান, তাহা প্রেমতত্ত্বে নিত্যসিদ্ধ তত্ত্ব। আস্বাদক, আস্বাদ্য ও আস্বাদন—এই তিনটী পৃথক্ ভাবের অবস্থিতি সত্য। যদি প্রেমের আস্বাদক ও আস্বাদ্যের একত্ব হয়, তবে প্রেম নিত্যসিদ্ধ হইতে পারে না। যদি অচিৎ-সম্বন্ধ-শূন্য চিৎপদার্থের শুদ্ধ অবস্থাকে অদ্বৈতসিদ্ধি বলা যায়, তবে প্রেম ও অদ্বৈতসিদ্ধি এক হয়। কিন্তু অধুনাতন শাঙ্কর পণ্ডিতগণ চিদ্ধর্ম্মের অদ্বৈতসিদ্ধিতে সন্তুষ্ট না হইয়া চিদ্বস্তুর একতা-সাধনের যত্নদ্বারা বেদোদিত অদ্বয়তত্ত্বসিদ্ধির বিকার প্রচার করিয়া থাকেন। তাহাতে প্রেমের নিত্যত্বহানি হওয়ায় বৈষ্ণবগণ সে-সিদ্ধান্তকে নিতান্ত অবৈদিক সিদ্ধান্ত বলিয়া স্থির করিয়াছেন। শঙ্করাচার্য্য কেবল চিত্তত্ত্বের বিশুদ্ধ অবস্থানকে অদ্বৈত অবস্থা বলেন, কিন্তু তাঁহার অর্ব্বাচীন চেলাগণ তাঁহার গূঢ়ভাব বুঝিতে না পারিয়া তাঁহাকে ক্রমশঃ অপদস্থ করিয়া ফেলিতেছেন। বিশুদ্ধ প্রেমের অবস্থা-সকলকে মায়িক বলিয়া, মায়াবাদ-নামক একটী সর্ব্বাধম মত জগতে প্রচার করেন। মায়াবাদিগণ আদৌ একটী বই আর অধিক চিদ্বস্তু স্বীকার করেন না। চিদ্বস্তুতে যে প্রেমধর্ম্ম আছে, তাহাও স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন যে, ব্রহ্ম যতক্ষণ একাবস্থা প্রাপ্ত, ততক্ষণ তিনি মায়াতীত। যখন তিনি কোন স্বরূপ গ্রহণ করেন ও জীবরূপে নানা আকার প্রাপ্ত হ'ন, তখন তিনি মায়া-গ্রস্ত। সুতরাং ভগবানের নিত্য-শুদ্ধ চিদ্ঘন বিগ্রহকে মায়িক বলিয়া মনে করেন। জীবের পৃথক্ সত্তাকেও মায়িক মনে করেন। কাযে কাযেই প্রেম ও প্রেম-বিকারকে মায়িক মনে করিয়া অদ্বৈত-জ্ঞানকে নির্ম্মায়িক বলিয়া প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহাদের ভ্রান্তমতের অদ্বৈত-সিদ্ধি ও প্রেম কখনই এক পদার্থ হয় না।

কিন্তু ভগবান্ চৈতন্যদেব যে-প্রেম আস্বাদন করিতে উপদেশ করিয়াছেন এবং স্বীয় লীলাচরিতদ্বারা যাহা জগৎকে শিক্ষা দিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ মায়াতীত—বিশুদ্ধ অদ্বৈতসিদ্ধির চরম ফল। মহাভাব সেই বিশুদ্ধ প্রেমের বিকারবিশেষ। তাহাতে কৃষ্ণ-প্রেমানন্দ অত্যন্ত প্রবল; সুতরাং সংবেদক ও সংবেদ্যের পার্থক্য ও নিগূঢ় সম্বন্ধ একটী অপূর্ব্ব অবস্থায় নীত হয়। তুচ্ছ মায়াবাদ এই প্রেমের কোন অবস্থায় কোন কার্য্য করিতে পারে না।"

সন্ন্যাসী ঠাকুর সসম্ভ্রমে কহিলেন,—"প্রভো! মায়া-বাদ যে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর, তাহা আমার হৃদয়ে সম্পূর্ণ প্রতীত হইয়াছে এবং তৎসম্বন্ধে যে আমার সংশয় ছিল, অদ্য আপনার কৃপায় তাহা দূর হইল। আমার যে মায়াবাদাদি-সন্ন্যাসী বেশ, তাহা পরিত্যাগ করিতে আমার নিতান্ত স্পৃহা হইতেছে।"

বাবাজী মহাশয় কহিলেন,—"মহাত্মন্, আমি বেশের প্রতি কোনপ্রকার রাগ-দ্বেষ রাখিতে উপদেশ করি না। অন্তঃকরণের ধর্ম্ম পরিষ্কৃত হইলে, বেশ সহজেই পরিষ্কার হইয়া পড়ে। যেখানে বাহ্যবেশের বিশেষ আদর, সেখানে অন্তরের ধর্ম্মের প্রতি বিশেষ অমনো-যোগ। আমার বিবেচনায় প্রথমে অন্তঃশুদ্ধি করিয়া যখন সাধুদিগের বাহ্যাচারে অনুরাগ হয়, তখন বাহ্য বেশাদি নির্দ্দোষ হয়। আপনি স্বীয় হৃদয়কে সম্পূর্ণ-রূপে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অনুগত করুন। তাহা হইলে যে-সকল বাহ্য সম্বন্ধে রুচি হইবে, তাহা আচরণ করিবেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই বাক্যটী সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবেন—

'মর্কট-বৈরাগ্য না কর' লোক দেখাঞা।
যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ' অনাসক্ত হঞা॥

অন্তরে 'নিষ্ঠা কর, বাহ্যে লোক-ব্যবহার।
অচিরাৎ কৃষ্ণ তোমায় করিবেন উদ্ধার॥'
(চৈঃ চঃ মধ্য ১৬শ অঃ ২৩৮-৩৯)

সন্ন্যাসী ঠাকুর সে-বিষয়ের ভাব বুঝিয়া আর বেশ-পরিবর্ত্তনের কথা উত্থাপন করিলেন না। করযোড়ে কহিতে লাগিলেন,—"প্রভো, আমি যখন আপনার শিষ্য হইয়া চরণাশ্রয় করিয়াছি, তখন আপনি যে উপদেশ করিবেন, আমি তাহা বিনা তর্কে মস্তকে ধারণ করিব। আপনার উপদেশ শ্রবণ করিয়া আমি বুঝিতে পারিলাম যে, বিমলকৃষ্ণপ্রেমই একমাত্র বৈষ্ণব-ধর্ম্ম। তাহাই জীবের নিত্য-ধর্ম্ম। সেই ধর্ম্ম পূর্ণ-শুদ্ধ ও সহজ। নানা দেশে যে নানাপ্রকার ধর্ম্ম প্রচলিত আছে সে-সব ধর্ম্মের বিষয় কিরূপ ভাবনা করিব?"

বাবাজী মহাশয় বলিলেন,—"মহাত্মন্, ধর্ম্ম এক—দুই বা নানা নহে। জীবমাত্রেরই একটী ধর্ম্ম। সেই ধর্ম্মের নাম বৈষ্ণব-ধর্ম্ম। ভাষাভেদে, দেশভেদে ও জাতিভেদে ধর্ম্ম ভিন্ন হইতে পারে না। অনেকে নানা নামে জৈবধর্ম্মকে অভিহিত করেন; কিন্তু পৃথক্ ধর্ম্মের সৃষ্টি করিতে পারেন না। পরম-বস্তুতে অণু-বস্তুর যে নির্ম্মল চিন্ময় প্রেম তাহাই জৈবধর্ম্ম অর্থাৎ জীব-সম্বন্ধীয় ধর্ম্ম। জীবসকল নানা-প্রকৃতি-সম্পন্ন হওয়ায় জৈবধর্ম্মটী কতকগুলি প্রাকৃত আকারের দ্বারা বিকৃতরূপে লক্ষিত হয়। এইজন্য বৈষ্ণবধর্ম্ম নাম দিয়া জৈব ধর্ম্মের শুদ্ধাবস্থাকে অভিহিত করা হইয়াছে। অন্যান্যধর্ম্মে যে-পরিমাণে বৈষ্ণব-ধর্ম্ম আছে, সেই পরিমাণে সে ধর্ম্ম শুদ্ধ।

কিছু দিবস পূর্ব্বে আমি শ্রীব্রজধামে ভগবৎপার্ষদ শ্রীল সনাতন গোস্বামীর শ্রীচরণে একটি প্রশ্ন করিয়াছিলাম। যাবনিক ধর্ম্মে যে 'এস্ক্' বলিয়া শব্দ আছে, তাহার অর্থ কি নির্ম্মল প্রেম, না আর কিছু—এই আমার প্রশ্ন ছিল। গোস্বামী মহোদয় সর্ব্বশাস্ত্রে পণ্ডিত, বিশেষতঃ যাবনিক ভাষায় তাঁহার পাণ্ডিত্যের অবধি নাই। শ্রীরূপ, শ্রীজীব প্রভৃতি অনেক মহামহোপাধ্যায় সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন। শ্রীল সনাতন গোস্বামী মহোদয় কৃপা করিয়া এই কথাগুলি বলিয়াছিলেন—

"হাঁ, 'এস্ক্'-শব্দের অর্থ প্রেম বটে। যাবনিক উপাসকগণ ঈশ্বর-ভজন-বিষয়েও 'এস্ক্'-শব্দ ব্যবহার করেন; কিন্তু প্রায়ই 'এস্ক্'-শব্দে মায়িক প্রেমকে লক্ষ্য করিয়া থাকেন। 'লয়লা মজনুর' ইতিবৃত্ত ও হাফেজের 'এস্ক্'-ভাব-বর্ণন দেখিলে মনে হয় যে, যবনাচার্য্যগণ শুদ্ধ চিদ্বস্তু যে কি, তাহা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। স্থূলদেহের প্রেম বা কখনও লিঙ্গদেহের প্রেমকে তাঁহারা 'এস্ক্' বলিয়া লিখিয়াছেন। বিশুদ্ধ চিদ্বস্তুকে পৃথক্ করিয়া তাঁহারা কৃষ্ণের প্রতি যে বিমল প্রেম, তাহা অনুভব করেন নাই। সেরূপ প্রেম আমি যবনাচার্য্যের কোন গ্রন্থে দেখি নাই। কেবল বৈষ্ণব-ধর্ম্মেই দেখিতে পাই। যবনাচার্য্যদিগের 'রু' যে শুদ্ধ জীব, তাহাও বোধ হয় না। বরং বদ্ধভাবপ্রাপ্ত জীবকেই যে 'রু' বলিয়া থাকেন, এরূপ বোধ হয়। অন্য কোন ধর্ম্মেই আমি বিমল কৃষ্ণ-প্রেমের শিক্ষা দেখি নাই। বৈষ্ণব-ধর্ম্মে সাধারণতঃ কৃষ্ণপ্রেম উল্লিখিত আছে। শ্রীমদ্ভাগবতে 'প্রোজ্ঝিতকৈতব ধর্ম্ম'-রূপ শ্রীকৃষ্ণপ্রেম বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু আমার বিশ্বাস এই যে, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের পূর্ব্বে আর কেহ সম্পূর্ণ বিমল কৃষ্ণপ্রেমধর্ম্মের শিক্ষা দেন নাই। আমার কথায় যদি তোমাদের শ্রদ্ধা হয়, তবে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর।" আমি এই উপদেশ শ্রবণ করিয়া সনাতন গোস্বামীকে বার বার দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়াছিলাম।" সন্ন্যাসী ঠাকুরও সেই সময় দণ্ডবৎ-প্রণাম করিলেন।

পরমহংস বাবাজী মহাশয় কহিলেন,—"ভক্তপ্রবর, আপনার দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিতেছি, চিত্তনিবেশপূর্ব্বক শ্রবণ করুন্। জীবসৃষ্টি ও জীবগঠন—এই সকল শব্দ মায়িক সম্বন্ধে ব্যবহৃত হয়। জড়ীয় বাক্য কতকটা জড়ভাব আশ্রয় করিয়া কার্য্য করে। ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান—এই তিন অবস্থায় যে-কাল বিভক্ত, তাহা মায়াগত জড়ীয় কাল। চিজ্জগতের যে-কাল, তাহা সর্ব্বদা বর্ত্তমান। তাহাতে ভূত ও ভবিষ্যদ্রূপ বিভাগ-গত ব্যবধান নাই। জীব ও কৃষ্ণ সেইকালে

অবস্থান করেন। অতএব জীব নিত্য ও সনাতন এবং জীবের কৃষ্ণপ্রেমরূপ ধর্ম্ম ও সনাতন। এই জড়-জগতে আবদ্ধ হইবার পর জীবের সৃষ্টি, গঠন, পতন ইত্যাদি মায়িক-কালগত ধর্ম্মসকল জীবে আরোপিত হইয়াছে। জীব অণু-পদার্থ হইলেও চিন্ময় ও সনাতন। জড়-জগতে আসার পূর্ব্বেই তাহার গঠন। চিজ্জগতে কালের ভূত-ভবিষ্যদ্রূপ অবস্থা না থাকায়, সেইকালে যাহা যাহা থাকে, সকলই নিত্য বর্ত্তমান। জীব ও জীবের ধর্ম্ম বস্তুতঃ নিত্য বর্ত্তমান ও সনাতন। এ কথাটি আমি বলিলাম বটে, কিন্তু আপনি যতদূর শুদ্ধ চিজ্জগতের ভাব পাইয়াছেন, ততদূরই আপনার একথার যথার্থ অর্থ উপলব্ধি হইবে। আমি আভাসমাত্র দিলাম, আপনি অর্থটী চিৎসমাধিদ্বারা অনুভব করিয়া লইবেন। জড়-জাত যুক্তি ও তর্কদ্বারা এসকল কথা বুঝিতে পারিবেন না। জড়বন্ধন হইতে অনুভবশক্তিকে যত শিথিল করিতে পারিবেন, ততই জড়াতীত চিজ্জগতের অনুভব উদিত হইবে। আদৌ স্বীয় শুদ্ধ-স্বরূপের অনুভব এবং সেই স্বরূপের শুদ্ধ চিন্ময় কৃষ্ণনাম অনুশীলন করিতে করিতে জৈবধর্ম্মের উদয় প্রবলরূপে হইতে থাকিবে। অষ্টাঙ্গ-যোগ বা ব্রহ্ম-জ্ঞান-দ্বারা চিদনুভব বিশুদ্ধ হইবে না। সাক্ষাৎ কৃষ্ণানুশীলনই নিত্য-সিদ্ধ ধর্ম্মোদয় করাইতে সমর্থ। আপনি নিরন্তর উৎসাহের সহিত হরিনাম করুন। হরিনাম-অনুশীলনই একমাত্র চিদনুশীলন। কিছুদিন হরিনাম করিতে করিতে সেই নামে অপূর্ব্ব অনুরাগ জন্মিবে। সেই অনুরাগের সঙ্গে সঙ্গেই চিজ্জগতের অনুভব উদিত হইবে। ভক্তির যতপ্রকার অঙ্গ আছে, তন্মধ্যে শ্রীহরিনাম-অনুশীলনই প্রধান ও শীঘ্র ফলপ্রদ। অতএব শ্রীকৃষ্ণদাসের উপাদেয় গ্রন্থে এই কথাটী শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশ বলিয়া লিখিত আছে—

"ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি।
'কৃষ্ণপ্রেম', 'কৃষ্ণ' দিতে ধরে মহাশক্তি॥
তা'র মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাম-সংকীর্ত্তন।
নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন॥"

(চৈঃ চঃ অন্ত্য ৪র্থ অঃ ৭০, ৭১

মহাত্মন, যদি আপনি একথা জিজ্ঞাসা করেন যে, 'কাহাকে বৈষ্ণব বলিব?' আমি তাহার উত্তরে এই মাত্র বলিব,—যিনি নিরপরাধে কৃষ্ণনাম করেন, তিনি বৈষ্ণব। সেই বৈষ্ণব তিন প্রকার অর্থাৎ কনিষ্ঠ, মধ্যম ও উত্তম। যিনি মধ্যে মধ্যে কৃষ্ণনাম করেন, তিনি কনিষ্ঠ বৈষ্ণব। "যিনি নিরন্তর কৃষ্ণনাম করেন, তিনি মধ্যম বৈষ্ণব। যাঁহাকে দেখিলে মুখে কৃষ্ণনাম আইসে, তিনি উত্তম বৈষ্ণব। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষামতে অন্য কোন প্রকার লক্ষণ-দ্বারা বৈষ্ণব নির্ণয় করিতে হইবে না।"

সন্ন্যাসী ঠাকুর বাবাজীর শিক্ষামৃতে নিমগ্ন হইয়া "হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥"—এই নাম গান করিতে করিতে নৃত্য করিতে লাগিলেন। সে-দিন তাঁহার হরিনামে রুচি জন্মিল এবং সাষ্টাঙ্গে গুরুপাদপদ্মে পতিত হইয়া বলিলেন,—"প্রভো, দীনের প্রতি কৃপা করুন।"
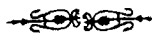
শ্রীশ্রীনীলমাধব-দর্শন

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজ]

গত ২৮ মাঘ, ১৩৮৮; ইং ১১ ফেব্রুয়ারী, ১৯৮২ বৃহস্পতিবার (তৃতীয়া দি ঘ ১০।৫২ মিঃ, উত্তর ফল্গুনী নক্ষত্র রা ঘ ৯।২ মিঃ। আমরা শ্রীপুরীধামস্থ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাব পীঠ হইতে প্রাতে ভক্তপ্রবর শ্রীমন্ গতিকৃষ্ণ দানাধিকারী প্রভুর সহিত বাসযোগে পুরী জেলাস্থিত খণ্ডপাড়া রাজার ভূতপূর্ব্ব রাজধানী 'খণ্ডপাড়া গড়' নামক সহরের প্রান্তভাগে অবস্থিত শ্রীনীলমাধব পর্ব্বতোপরিস্থ শ্রীশ্রীনীলমাধবজিউর দর্শন লাভার্থ গমন করি। শ্রীনীলমাধব মন্দিরের পাদধৌত করিয়া মহানদী প্রবহমানা। আমরা প্রথমে মহানদীর

পবিত্র স্বচ্ছজলে অবগাহন করিয়া পর্ব্বতে আরোহণ করি। পূর্ব্বে অনেকে অনেক ভয় দেখাইয়াছিলেন—অত্যুচ্চ পর্ব্বত অনেক সিঁড়ি ইত্যাদি, যাহাই হউক, বৃদ্ধ পুরী মহারাজ পর্য্যন্তও স্বচ্ছন্দে উঠিয়া গেলেন। তবে যাত্রীদের মধ্যে এক ভদ্রমহিলা পথিমধ্যে উদরাময় রোগাক্রান্ত হওয়ায় তাঁহাকে ডাক্তার দেখান, চিকিৎসার ব্যবস্থা করা প্রভৃতি ব্যাপারে গতিকৃষ্ণ প্রভুকে একটু উদ্বেগ পাইতে হইয়াছিল। ভদ্রমহিলা খুব দুর্ব্বল হইয়া পড়ায় তাঁহার ভাগ্যে আর শ্রীনীলমাধব দর্শন সম্ভবপর হইল না। তিনি মন্দিরের বহির্ভাগে দ্বারদেশে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। আমরা পাণ্ডা-ঠাকুরের সহিত বেলা প্রায় ১০।১০॥ টায় শ্রীবিগ্রহ দর্শনার্থ গমন করি। ৫৲ প্রণামীর ব্যবস্থা করিয়া বৃদ্ধ পুরী মহারাজ শ্রীমন্দিরাভ্যন্তরে শ্রীনীলমাধব শ্রীবিগ্রহের পাদপদ্ম স্পর্শ সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। আমাদের যাত্রিগণের মধ্যে অনেকেই শ্রীনীলমাধবের পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি, পুষ্পমাল্য ও ভোগরাগাদি নিবেদনের সৌভাগ্য বরণ করিয়াছিলেন। গতিকৃষ্ণপ্রভুর নিবাসস্থান এই শ্রীমন্দিরেরই অনতিদূরে অবস্থিত বলিয়া তিনি এখানকার অনেকেরই সহিত সুপরিচিত। পাণ্ডা ঠাকুরের সহিত ব্যবস্থা করিয়া শ্রীমন্দিরের বহির্ম্মণ্ডলস্থ শ্রীহনুমান্‌জীর প্রশস্ত মন্দির-প্রাঙ্গণে আমাদিগের সকলেরই অন্ন প্রসাদ পাইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। প্রসাদ পাইবার পর আমরা পুনরায় বাসযোগে ভুবনেশ্বর ও সাক্ষিগোপাল হইয়া পুরীধামস্থ শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করি। তাড়াতাড়ি করিয়া শ্রীবিন্দুসরোবরের জল মস্তকে ধারণ করতঃ আমরা প্রথমে শ্রীঅনন্তবাসুদেব, পরে শ্রীভুবনেশ্বর দর্শন করিলাম, কিন্তু রাত্রি অধিক হইয়া পড়ায় সাক্ষিগোপাল দর্শন আর ভাগ্যে ঘটিয়া উঠিল না। যাহা হউক আমরা এক্ষণে শ্রীনীলমাধব সম্বন্ধে পণ্ডিত শ্রীমদ্ গতিকৃষ্ণ প্রভুর সৌজন্যে যে সকল তথ্য সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহা নিম্নে বিবৃত করিবার চেষ্টা করিতেছি।

শ্রীনীলমাধব, মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্নের নিকট শ্রীজগন্নাথ-বিগ্রহরূপে প্রকটিত হইবার পর তাঁহার পরমভক্ত শবররাজ শ্রীবিশ্বাবসু শ্রীব্রহ্মার নিকট প্রার্থনা জ্ঞাপন করিলেন—হে পিতামহ, আপনি জগজ্জীবকে উদ্ধার করিবার জন্য আমার প্রিয়তম প্রভুকে মূর্ত্তিচতুষ্টয়রূপে (শ্রীজগন্নাথ বলরাম সুভদ্রা ও সুদর্শনচক্র) প্রকটিত করাইলেন, কিন্তু যে ঠাকুরকে আমরা বংশপরম্পরা-ক্রমে উপাসনা করিয়া আসিতেছিলাম, তাঁহাকে ছাড়িয়া যে আমরা কোনক্রমেই জীবন ধারণ করিতে পারিব না। আপনার শ্রীপাদপদ্মে আমি ৩টি বর প্রার্থনা করিতেছি, আপনি কৃপাপূর্ব্বক আমার এই মনোঽভীষ্ট পুরণ করুন। আমার প্রার্থনীয় **প্রথম বর** এই যে,—আপনি যে মূর্ত্তিচতুষ্টয় প্রতিষ্ঠা করিলেন, ভবিষ্যতে যদি সেই মূর্ত্তির কোন প্রকারে অঙ্গবৈকল্য সাধিত হয়, তাহা হইলে আমার বংশের লোকই তাঁহাদের নবকলেবর প্রকাশের সমস্ত দায়িত্ব লইবে। **দ্বিতীয় বর**—আপনি সারাবৎসর এই মূর্ত্তিচতুষ্টয়কে বৈদিক বিধান অনুযায়ী অর্চ্চনাদি করুন, তাহাতে আমার কোন আপত্তি নাই, কিন্তু বর্ষমধ্যে একমাস কাল অর্থাৎ স্নান পূর্ণিমা হইতে আষাঢ়ী পূর্ণিমা পর্য্যন্ত এই একমাস আমার বংশধরগণই ঐ শ্রীমূর্ত্তির সেবা করিবে, তৎকালে কোন মন্ত্র-তন্ত্র বিধিনিষেধাদি বিচার থাকিবে না। আমার প্রার্থনীয় **তৃতীয় বর** এই যে,—আমরা কখনই আমাদের প্রিয়তম শ্রীনীলমাধব বিগ্রহকে ছাড়িয়া কোনমতেই জীবন ধারণ করিতে পারিব না, সুতরাং আমাদের জন্য আমার প্রিয় নীলমাধব ঐ নীলমাধবরূপেই প্রকট থাকিয়া আমাদিগকে তাঁহার নিত্যসেবার অধিকার প্রদান করিবেন।

জগদ্‌গুরু ব্রহ্মা প্রিয়বিরহবিহ্বল ভক্তবর বিশ্বাবসুর এই প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া অতীব সন্তুষ্ট হইলেন। দেবতারা সকলেই বিশ্বাবসুকে ধন্য ধন্য বলিতে বলিতে আনন্দে পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। তখন ভক্তপ্রেমবশ্য ভক্তবৎসল ভগবান্ নীলমাধব তাঁহার পরমভক্ত বিশ্বাবসুর প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাঁহার বরাভয়প্রদ করকমলদ্বারা ভক্তের শিরোদেশ স্পর্শ করিয়া বলিতে লাগিলেন—

"ব্রুবাণঃ শিরোঘ্রাণেন প্রোবাচ পুরুষোত্তমঃ।
নীলমাধবরূপেণ তব বংশো মম প্রিয়ঃ॥

ধ্রুবং তিষ্ঠামি জগতি যাবৎ সূর্য্য সুধাকরম্।
নীলাদ্রিকন্দরারূঢ়ে ন চ অন্যে প্রয়োজনম্॥
ধন্যোঽহং কৃতকৃত্যোঽহং তব ভক্ত্যা নৃপোত্তম।
নীলমাধবরূপেণ তিষ্ঠামি কন্দরে সদা॥"

শ্রীনীলমাধব মূর্ত্তি বহু প্রাচীন, কে যে তাঁহার প্রতিষ্ঠাতা তাহা কেহই বলিতে পারেন না। শ্রীবিশ্বাবসুর বংশধরগণের একটি পুরাণ আছে, তাহার নাম—'কৌলিক পুরাণ' (বা ইন্দ্রনীলমণি পুরাণ), সেই পুরাণ অনুসারে দয়িতাপতিগণ শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের নবকলেবর প্রতিষ্ঠা ও রথযাত্রা প্রভৃতি সম্পাদন করেন। তাহা তালপাতার পুঁথি আকারে সংরক্ষিত। উহা দয়িতাপতিগণ নিজেরা পাঠ করেন। কাহাকেও গ্রন্থাকারে মুদ্রিত করিতে দেন না। খুব সাবধানে রাখেন। ঐ পুরাণের 'মাধবোপাখ্যানম্' শীর্ষক কএকটি সংস্কৃত শ্লোক নিম্নে প্রকাশিত হইল (প্রাচীন হস্ত লিখিত পুঁথি, পাঠোদ্ধারকালে বহুসাবধানতা অবলম্বনসত্ত্বেও স্থানে স্থানে ত্রুটি অনিবার্য্য হইয়াছে।)—

"সাবগুণা (সর্ব্বগুণং) পরং ধাম মাধবঃ সাধবপ্রিয়ঃ।
নিত্যং স্মরণীয়ং পুণ্যং মাধবচরিতোত্তমম্॥
যুগান্তে কৃষ্ণনিধিকো যো যো বংশোদ্ভবগুণঃ।
ওড্রদেশে গৃহাবাসে পূজয়ন্ মাধবং হরিম্॥
কল্পকল্পান্তরে রম্যে সাগরপ্রমুখালয়ে।
ইন্দ্রনীলমণিমূর্ত্তিং যজন্তি ভক্তিভাবতঃ॥
শাবরা বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠা নীলগোত্রসমুদ্ভবাঃ।
প্রত্যক্ষং মাধবং নিতং সাবরণমুপাশ্রিতম্॥
রাজাধিরাজ গালস্য কৃতবর্ম্মাদয়ো নৃপাঃ।
বৃষকেতু কেতুভদ্রাঃ শবরদ্বীপপালকাঃ॥
ভালচন্দ্রমহাকায়া বিশ্বাবসুকুলোদ্ভবাঃ।
কল্পকল্পান্তরে গৃহে মাধবং পরিপূজয়ন্॥
মহানদীতটে রম্যে ব্যালগুম্ফা সমাশ্রয়ে।
পূজয়ন্ মাধবং ভক্ত্যা ইন্দ্রনীলমণিপ্রভম্॥
অগম্যকণ্টকাকীর্ণপল্লীভিল্লগণৈর্যুতে।
পূজয়ামাস নিভৃতে বনপুষ্পফলৈঃ সহ॥
কৃতবর্ম্মা মহাতেজা বিষ্ণুভক্তিপরায়ণঃ।
সহসা দর্শনলুব্ধঃ কণ্টকাকীর্ণভূধরে *॥
মহানদীতটে তস্মিন্ ব্যালগুহাচলস্থিতে।
কৃতকৃত্যো ভবেদ্ভূপো মাধবং শবরাত্মকম্॥
পূজয়ন্ মাধবং তত্র বনজসুমনৈঃ সহ।
হস্তে কৃত্বা সমানীতং নীলাদ্রিকন্দরং প্রতি॥
কল্পান্তে শঙ্করঃ সাক্ষাৎ যতির্যোগেশ্বরেশ্বরঃ।
ইন্দ্রনীলমণিমূর্ত্তিং দর্শনং কৃতবান্ তদা॥
নীলাচলগুহানাথং মাধবং সাধবপ্রিয়ম্।
যস্য দর্শনমাত্রেণ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥
গুহ্যং গুহ্যতমং তত্ত্বং শাবরাণাং সুখপ্রদম্।
যে শৃণ্বন্তি বিদন্তি তে যান্তি স্বর্গং ন সংশয়ঃ॥
ইন্দ্রাদয়ো দেবগণা মাধবার্চ্চনতৎপরাঃ।
লভন্তে পরমানন্দং গুপ্তপূজাবলোকনৈঃ॥
নীলাখ্য-মাধবঃ সাক্ষাৎ পাবনঃ পুরুষোত্তমঃ।
লোকে বেদে পরোদেবঃ সদ্যো মুক্তিপ্রদায়কঃ॥
শৃণ্বন্তি যে ইদং ভক্ত্যা প্রণমন্তি পদে পদে।
মাধব নাম মাত্রেণ লভন্তে পরমাং গতিম্॥
ত্বরিতং জন্মজন্মস্য তুলপ্রাংশুসমং তথা।
উড্ডীয়তে চ গগনে শ্রবণাৎ চরিতোত্তমম্॥
শবরকুলদেবস্য চরিতং পাপনাশকম্।
শ্রবণাৎ মুক্তিদং সাক্ষাদ্ দেবানামপি দুর্ল্লভম্।
ইন্দ্রনীলমণিমূর্ত্তেশ্চরিতং মোক্ষদায়কম্।
গোপিতং সর্ব্বশাস্ত্রেষু সুলভং কিঙ্করার্থদম্॥"

—ইন্দ্রনীলমণি পুরাণান্তর্গত মাধবোপাখ্যানে

শ্রীনীলমাধব দর্শন করিয়া মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্নপ্রেরিত পুরোহিত বিদ্যাপতি এই প্রকার স্তব করিয়াছিলেন—

"প্রধানপুরুষাতীত সর্ব্বব্যাপিন্ পরাৎপর।
চরাচরপরিণাম পরমার্থ নমোঽস্তু তে॥
শ্রুতিস্মৃতিপুরাণেতিহাস সম্প্রতিপাদিতৈঃ।
কর্ম্মভিস্ত্বং সমারাধ্য এক এব জগৎপতে॥
নমস্তে দেবদেবায় ত্রয়ীরূপায় † তে নমঃ।
চন্দ্রসূর্য্যাদিরূপেণ জগদ্ভাসয়তে সদা॥
সর্ব্বতীর্থময়ী গঙ্গা যস্য পাদাব্জসঙ্গমাৎ।
পুনাতি সকলান্ লোকান্ তস্মৈ পাবয়তে নমঃ॥

* অধুনা কণ্টিলা সহর।

† শ্রীনীলমাধবই ত্রয়ীরূপ।

নির্ম্মলায় স্বরূপায় শুভরূপায় মায়িনে।
সর্ব্বসঙ্গবিহীনায় নমস্তে বিশ্বসাক্ষিণে॥
নমস্তে কমলাকান্ত নমস্তে কমলাসন।
নমঃ কমলপত্রাখ্য (ক্ষ) ত্রাহি মাং পুরুষোত্তম॥"

—স্কন্দপুরাণ উৎকলখণ্ড

শ্রীনীলপর্ব্বতের কতিপয় সোপান অতিক্রম করতঃ শ্রীনীলমাধবমন্দিরে প্রবেশপথে দক্ষিণপার্শ্বে শ্রীরাধা-রাসেশ্বর মন্দির দৃষ্ট হয়। এখানে কার্ত্তিকমাসে শ্রীভগবৎপ্রীত্যর্থ একমাস রাসলীলা অভিনীত হয়। যাঁহারা অভিনয় করেন, তাঁহারা একমাস মন্দিরে অবস্থানপূর্ব্বক প্রসাদ পাইয়া বিশেষ নিষ্ঠার সহিত ঐ লীলা করেন। শ্রীমন্দিরে প্রবেশ পথে বামপার্শ্বে 'শ্রী' সম্প্রদায়ের 'রঘুনাথ মঠ' নামক একটি প্রাচীন বড় মঠ আছে। সেখানে যে শ্রীশালগ্রাম আছেন, তিনি ইতস্ততঃ ঘোরা-ফেরা করেন। এজন্য তিনি দিবাভাগে সারাদিন সিংহাসনেই থাকেন, রাত্রে তাঁহাকে বাক্সমধ্যে রাখা হয়। শ্রীমন্দিরের সিংহদ্বারে পতিতপাবন শ্রীশ্রীজগন্নাথ-দেব বিরাজিত। সিংহদ্বার অতিক্রম করিয়া বামপার্শ্বে কাশীবিশ্বনাথ আছেন। তাঁহার দক্ষিণদিকে শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের স্নানবেদী। এই স্নানবেদীতে দাঁড়াইয়া বিশাল মহানদীর পরপারে দিগন্তবিস্তৃত পর্ব্বতমালা দৃষ্ট হয়। ঐ স্থানেই ঝারিখণ্ডপথ — যে পথ দিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীধামবৃন্দাবনে গমন করিয়াছিলেন। এখনও ঐ অঞ্চলে ব্যাঘ্রাদি পশু দৃষ্ট হয়। কিছুদিন পূর্ব্বে একটী বড় ব্যাঘ্র শ্রীনীলমাধবমন্দিরে কিভাবে আসিয়া পড়িয়াছিল। পরে মারা পড়ে। অদূরে পশ্চিমদিকে মহানদীতীরে উড়িষ্যার সুবিখ্যাত সর্পসঙ্কুল পর্ব্বত — মণিভদ্রা, তুঙ্গভদ্রা ও কুশভদ্রা। ঐ মণিভদ্রা পর্ব্বতে পঞ্চপাণ্ডব বনবাসকালে ছিলেন। এখনও তথায় 'পাণ্ডবগুহা' নামে একটি গুহা দৃষ্ট হয়। নীলমাধব মন্দিরের পূর্ব্বদিকে ত্রেযাশৃঙ্গ পর্ব্বত। মহাভারতে বর্ণিত আছে ত্রেযা-শৃঙ্গ নামক একটি রাক্ষস তথায় বাস করিত। এখনও তাহার দুর্গের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। কিছুদিন পূর্ব্বে ঐ দুর্গমধ্যে একটি মনুষ্যের মেরুদণ্ড (Spinal cord) পাওয়া যায়। তাহা ২০ হাত লম্বা। ঐ সুবৃহৎ মেরুদণ্ডটি অদ্যাপি ভুবনেশ্বর সরকারী যাদুঘরে (Museum এ) সংরক্ষিত আছে। মণিভদ্র পর্ব্বতে গতিকৃষ্ণ প্রভু সচক্ষে ২০ হাত ৪০ হাত লম্বা সাপ দেখিয়াছেন। ঐ পর্ব্বতের নিকটে ১ মাইল দূরে তাঁহার মাতুলালয়। একবার তাঁহার মামা একটি সাপকে মহিষ গিলিতে দেখিয়াছেন। তাঁহার এক মামা সুতীব্র সর্পবিষে পুড়িয়া গিয়াছেন। সাপুড়িয়ারা অদ্যাপি সেখান হইতে বিষধর সর্প ধরিয়া আনে।

নীলমাধব মন্দিরে প্রবেশপথে বামদিকে অজানানাথ শিব (ইনি জানা বা অজানা সমস্ত পাপ নাশ করেন), বটগণেশ, বটমঙ্গলা, ক্ষেত্রপালশিব, অনন্তশয়ন নারায়ণ, শ্রীনৃসিংহ দেব ও সূর্য্যদেবের মন্দির এবং ভোগরন্ধনশালা (একটি সুড়ঙ্গ দিয়া তথায় যাইতে হয়) বিরাজিত।

শ্রীমন্দিরের দক্ষিণদিকে মুক্তিমণ্ডপ ও শ্রীসিদ্ধেশ্বর শিব-মন্দির। কল্পান্তে সাক্ষাৎ যতি যোগেশ্বর হরশঙ্কর ইন্দ্রনীল-মণিমূর্ত্তি দর্শন করিয়া এই সিদ্ধেশ্বর শিবলিঙ্গরূপে বিরাজিত। সূর্য্যের উত্তরায়ণ গতিকালে লিঙ্গও উত্তরদিকে ঝুঁকিয়া পড়েন, আবার দক্ষিণায়নকালে ঐরূপ দক্ষিণদিকে ঝুঁকিয়া পড়েন। এই শিবের অভিষেক করিতে জল পাওয়া যায় না, জল কোথায় অদৃশ্য হইয়া যায়।

শ্রীমন্দিরের দক্ষিণদ্বারে বহির্গমনকালে দক্ষিণদিকে শ্রীরাধাকান্ত মঠ; ঐ মঠের শ্রীরাধাকান্ত মূর্ত্তি ৫ ফিট উচ্চ।

মন্দির বেষ্টন মধ্যে (চক্রবেড়ে) রোহিণীকুণ্ড, ভূষণ্ডিকাক, বিজয়বিগ্রহ মন্দির, রঘুনাথমন্দির (শ্রীরাম-লক্ষ্মণজানকীমূর্ত্তি), বিমলা দেবীর মন্দির (শ্রীমন্দিরের পশ্চিমদিকে), সরস্বতী ও ষষ্ঠীদেবীর মন্দির, শ্রীগোপী-নাথ মন্দির শ্রীলক্ষ্মীদেবীর মন্দির, এই লক্ষ্মীমন্দিরের পশ্চাদ্দিকে ভদ্রকালী মন্দির বিরাজিত।

শ্রীমন্দিরের উত্তরদিকে একটি ছোট শ্রীবিষ্ণুপদচিহ্ন মন্দির আছে। তৎপর শ্রীজগন্নাথ মন্দির। এই মন্দিরের শ্রীবলরাম আগে ছিলেন মহানদীর পশ্চিমপারে বৌদ-রাজার শ্রীবিগ্রহ। বৌদরাজ্য শ্রীনীলমাধব মন্দিরের পশ্চিমদিকে প্রায় ১০০ মাইল দূরে অবস্থিত। শ্রীবল-

রাম বৌদরাজকে একদা রাত্রে স্বপ্নে জানান যে, “আমি শ্রীনীলমাধবমন্দিরে অবস্থান করিব। আমাকে মহানদীর জলে ভেলার উপর রাখিয়া ভাসাইয়া দিবে। আমি নিজেই তথায় চলিয়া যাইব। “রাজা শ্রীবলদেবের বাক্যানুসারে সেই ভাবে তাঁহাকে ভাসাইয়া দিলে তিনি ভাসিতে ভাসিতে পরদিন প্রাতে নীলমাধব মন্দির পাদমূলে উপস্থিত হইলেন। ঐ শ্রীমন্দিরের গুহায় অবস্থিত ভগবদ্ভজনরত এক সাধু দৈবক্রমে প্রাতে মহানদীজলে স্নান করিতে গিয়া দূর হইতে দেখিলেন জলে কি একটা ভাসিতেছে। তিনি তৎক্ষণাৎ ঐ ভেলাটি ধরিয়া তীরে আনিয়া দেখিলেন-তাহাতে একটি অপূর্ব্বসুন্দর শ্রীবলরাম মূর্ত্তি। তিনি ঐ মূর্ত্তি লইয়া শ্রীজগন্নাথমন্দিরে রাখেন। ইনিই শ্রীজগন্নাথমন্দিরে সর্ব্বাগ্রে আসেন। পরে শ্রীজগন্নাথ ও সুভদ্রা আত্ম-প্রকাশ করেন।

শ্রীনীলমাধবমন্দিরের উত্তরদ্বার দিয়া নীচে নামিলে নীলমাধবের স্নানঘাট দৃষ্ট হয়। এখানে কোন বিশেষ যোগের সময় কুম্ভস্নানযোগের ন্যায় লক্ষ লক্ষ নরনারী আসিয়া স্নান করেন। শ্রীনীলমাধবের বিজয়বিগ্রহকে ঐ ঘাটে স্নান করান হয়।

শ্রীনীলমাধব মন্দিরের পশ্চিমদিকে— শ্রীহনুমানজীর মন্দির। এস্থান হইতে চতুর্দ্দিকের দৃশ্য অতি মনোরম। এই শ্রীমন্দির প্রাঙ্গণে বসিয়াই আমরা শ্রীনীলমাধবজিউর অন্নপ্রসাদ পাইয়াছিলাম। সেস্থান হইতে উত্তরপশ্চিম-দিকে মহানদীর দিগন্তবিস্তৃত বালুকাসজ্জা ও দূরদিগ্‌-বলয়ে অগণিত পর্ব্বতপুঞ্জ দৃষ্ট হয়। সন্ধ্যাকালীন দৃশ্য আরও নয়নমনোঽভিরাম। শ্রীহনুমান্‌মন্দিরের নিম্নদেশে সাধুদিগের ভজনগুহা বিরাজিত। ঐস্থানে সাধুরা স্বচ্ছন্দে থাকিয়া ভজনসাধন করিতে পারেন।

শ্রীনীলমাধব মন্দিরের বাহিরে যে সকল দেবালয় আছেন, তন্মধ্যে যোগমায়া চণ্ডীমন্দিরটি বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। ইনি নীলমাধব-ক্ষেত্র-রক্ষয়িত্রী। ইনি সত্য যুগে ব্যাঘ্ররূপ ধারণ করিয়া ক্ষেত্র রক্ষা করিতেন। এখনও এই চণ্ডীদেবী সম্বন্ধে অনেক কৌতূহলপূর্ণ ঘটনা শুনা যায়। তন্মধ্যে একটি ঘটনা—শ্রীমন্দিরের কাছাকাছি যে সকল জমি আছে, তাহার ফসল রাত্রে কোন দুষ্টপ্রকৃতি ব্যক্তি গরুকে দিয়া খাওয়াইতে গেলে চণ্ডীদেবী ঐ জমির মালিককে রাত্রে জাগাইয়া দেন—“তুমি শীঘ্র উঠ, তোমার ফসল নষ্ট হইতেছে, রক্ষা কর।” এখনও ঐ চণ্ডী দেবী পূজারীর সহিত সাক্ষাদ্‌ভাবে বার্ত্তালাপ করিয়া থাকেন। আরও বৈশিষ্ট্য এই যে, শ্রীনীলমাধবের প্রসাদ নির্ম্মাল্য দ্বারাই তাঁহার পূজা বিহিত হয়। উহাই তাঁহার অত্যন্ত প্রিয়।

আর একটি দর্শনীয়—শ্রীরঘুনাথ মন্দির। এখানে শ্রীরামলক্ষ্মণ ও সীতাদেবীর শ্রীমূর্ত্তি নিত্য পূজিত হইতেছেন। শ্রীরামনবমী হইতে আরম্ভ করিয়া প্রায় ১৷৷/২ মাস পর্য্যন্ত তথায় শ্রীরামলীলা প্রদর্শিত হয়। ইহা উড়িষ্যার মধ্যে বিখ্যাত।

অপরটি—শ্রীমন্মহাপ্রভুর মন্দির। এখানে শ্রীশ্রীমন্নিত্যা-নন্দ প্রভু ও শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর বিশাল বিগ্রহ বিরাজিত। সেবারও পারিপাট্য লক্ষিত হয়। এই মন্দিরে অনেক গোস্বামিশাস্ত্রের প্রাচীন পুঁথি রহিয়াছে।

আর একটি উল্লেখযোগ্য মন্দির — শ্রীশ্রীরাধাকুঞ্জ-বিহারীজিউর মন্দির। এখানে জন্মাষ্টমী হইতে আরম্ভ করিয়া কার্ত্তিকমাসের শেষ পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ কৃষ্ণলীলা প্রদর্শিত হয়।

চন্দনসরোবরটিও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এখানে অক্ষয় তৃতীয়া হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রীশ্রীনীলমাধব জিউর ২১ দিন ব্যাপী চন্দনযাত্রা হয়। প্রতিদিন সন্ধ্যায় শ্রীনীলমাধব, শ্রীশ্রীদেবী ও ভূদেবীর বিজয়বিগ্রহ —শ্রীমদনমোহন এবং শ্রীলক্ষ্মী ও শ্রীসরস্বতী দেবী চন্দন-সরোবরে নৌকাবিহার করেন। ঐ সময়ে ২১ দিন ব্যাপী বহু ভক্তসমাগম হয়।

ভৈমী একাদশী হইতে মাঘী পূর্ণিমা পর্য্যন্ত শ্রীনীল-মাধবের বিভিন্ন বেষ হয়। সেই উৎসব উপলক্ষে বিরাট্ মেলা বসিয়া যায়। তাহাতে লক্ষাধিক লোক-সমাবেশ হয়। উৎসব ৫ দিন ব্যাপী হইলেও মেলা ১৫।২০ দিন পর্য্যন্ত থাকে।

খণ্ডপড়া (বা খণ্ডপত্তন দুর্গ) রাজার রাজত্ব থাকা কালে ২১ দিন ব্যাপী চন্দনযাত্রা সময়ে তিনি মন্দির

হইতে তাঁহার রাজভবন পর্য্যন্ত দীর্ঘ ৯ মাইল রাস্তা মহা আড়ম্বরপূর্ণ শোভাযাত্রা করিয়া শ্রীশ্রীমদনমোহনকে তাঁহার রাজভবনে ঐ ২১ দিনের মধ্যে একদিন লইয়া যাইতেন। ঐ দীর্ঘ ৯ মাইল রাস্তা বিভিন্ন সুদৃশ্য তোরণপতাকাদিদ্বারা সুসজ্জিত হইত। শোভাযাত্রায় খণ্ডপাড়া রাজ্যের সমস্ত কীর্ত্তন পার্টি, ব্যাণ্ড পার্টি থাকিত, খণ্ডায়ত দিগের যুদ্ধকৌশল ও বিভিন্ন বাজী প্রভৃতি প্রদর্শিত হইত। রাজ্যের প্রজাবর্গই ঐ সকল ব্যয়ভার সানন্দে বহন করিতেন।

খণ্ডপাড়া রাজ্য বৃটিশরাজত্বকালেও স্বাধীন ছিল। দেশ স্বাধীন হইবার পর ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে সর্দ্দার বল্লভ ভাই পেটেলের উদ্যোগে অন্যান্য গড়জাত সহ উহা ভারত সহ মিশ্রিত হয়।

রাজার শ্রীনহর অর্থাৎ রাজভবনমধ্যে প্রকাণ্ড শ্রীজগন্নাথমন্দির, গোপালমন্দির, গোপীনাথমন্দির, রঘুনাথ মন্দির, 'দয়ার সাগর' কৃষ্ণমূর্ত্তি, শ্রীকুঞ্জবিহারী, শ্রীনৃসিংহদেব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর মন্দির ছাড়াও আরও অনেক মন্দির আছে। ঐ সকল মন্দিরের কারুকার্য্যও অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক। শ্রীমন্মহাপ্রভুর মন্দিরের সেবার পারিপাট্য সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। মন্দিরগুলিও বেশ বড় বড়। শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীঅঙ্গে অনেক স্বর্ণ ও রৌপ্যের অলঙ্কার বিরাজিত।

ঐ রাজবংশে পৃথিবীর বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ্ এবং সিদ্ধান্তদর্পণ-রচয়িতা মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত সামন্ত চন্দ্রশেখর আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের একান্ত ভক্ত ছিলেন। তাঁহার রচিত সমস্ত সংস্কৃত গ্রন্থেই শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের প্রচুর মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে। তিনি তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বে নিজ মৃত্যুকাল গণনা করিয়া সেই নির্দ্ধারিত সময়ে শ্রীপুরীধামে দেহরক্ষার জন্য আসিতেছিলেন। বাঞ্ছাকল্পতরু শ্রীহরি তাঁহার ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূরণ করিলেন। তিনি পুরীর মার্কণ্ডেয়েশ্বর সাহীস্থ বাসভবনে শ্রীশ্রীজগন্নাথ মন্দিরের নীলচক্রদিকে দৃষ্টি স্থির করিয়া 'হা জগন্নাথ' 'হা জগন্নাথ' শব্দ উচ্চারণ করিতে করিতে নিজের গণিত নির্দ্দিষ্ট সময়েই দেহ রক্ষা করিয়াছিলেন। স্যর যোগেশ চন্দ্র রায় নামক একজন বাঙ্গালী সজ্জন তাঁহার সমস্ত জ্যোতির্বিজ্ঞানসিদ্ধান্ত পাশ্চাত্যদেশে প্রচার করিবার জন্য ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন বলিয়া জানা যায়। গুণগ্রাহী বৃটিশ সরকার সামন্ত চন্দ্রশেখরকে 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধিতে বিভূষিত করিয়াছিলেন। এক্ষণে ভারতের পঞ্জিকা তাঁহার সিদ্ধান্ত অনুসারে গণিত হইয়া থাকে।

এই খণ্ডপাড়া রাজবংশ খুবই ধার্ম্মিক—ভগবদনুরক্ত। শ্রীবিগ্রহের সেবার জন্য তাঁহারা বহু সুগন্ধ ফুল ও সুমিষ্ট ফলের বন ও উপবন প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। চম্পা, বকুল, নাগেশ্বর প্রভৃতি সুগন্ধ পুষ্প এবং উত্তম উত্তম সুমিষ্ট আম্রাদি ফল যাহাতে প্রত্যহ ঠাকুর সেবায় লাগে, ইহাই পরমভক্ত রাজার অভিপ্রেত ছিল। রাজার প্রতিষ্ঠিত আম্রকাননে এমন সুন্দর সুন্দর সুমিষ্ট আম্র ছিল, যাহা সমগ্র ভারতে খুবই দুর্লভ।

শ্রীনীলমাধব মন্দিরের পূর্ব্বদিকে একমাইল দূরে মহানদীতটে পরমা বৈষ্ণবীশক্তি শ্রীনারায়ণীদেবীর মন্দির বিরাজিত। ইনি গোশৃঙ্গ নামক দৈত্যের আরাধ্যা দেবতা বলিয়া খ্যাতা। খুব প্রত্যক্ষ দেবতা। বহু প্রাচীন সেবা। ইনি অনেকের অনেক কামনা বাসনা পূরণ করেন। কোন ফলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি তাঁহার প্রার্থনা পূরণার্থে আর্ত্তিভরে দেবীর পূজা করিলে দেবী সেই ব্যক্তির উপর যদি প্রসন্না হন, তাহা হইলে পূজকের প্রদত্ত অর্ঘ্য দেবীর প্রসন্নতার নিদর্শন স্বরূপে পূজকের হস্তে আপনা হইতেই খসিয়া পড়ে। শুনাযায়, ইহা অনেকেই অদ্যাপি প্রত্যক্ষ করিতেছেন।

শ্রীনারায়ণী মন্দিরের পূর্ব্বদিকে ১ মাইল দূরে মহানদীতটে একটি সুন্দর তপোবন বিরাজিত। সেখানে মহাকবি শ্রীল জয়দেব গোস্বামীর ভজনকুটী অবস্থিত। ইহার নিকটস্থ গ্রামের নাম শ্রীজয়দেবের আরাধ্য দেবতা শ্রীশ্রীরাধামাধবজিউর নামানুসারে 'মাধবপুর' — অধুনা 'মাধ বা মাধোপুর' বলিয়া খ্যাত। শ্রীজয়দেব ঐখানে বসিয়াই শ্রীগীতগোবিন্দ মহাকাব্য রচনা করেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। এক্ষণে সেই আশ্রম শ্রীরামানুজ সম্প্রদায়ের হস্তে।

মহানদীর অপরতটে শ্রীনীলমাধব মন্দিরের প্রায়

১০ মাইল পূর্ব্বদিকে বিখ্যাত শক্তিপীঠ—৫২ পীঠের অন্যতমা দেবী ভট্টারিকা তীর্থ বিরাজিত। দেবী শ্রীনীলমাধবের দিকে মুখ করিয়া অবস্থিতা। এই দেবীতীর্থের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এই যে, প্রতিদিন শ্রীশ্রীনীলমাধবজিউর প্রসাদান্নদ্বারা দেবীর ভোগ সম্পাদিত হয়। এজন্য প্রতিদিনই প্রসাদ লইবার জন্য নৌকার ব্যবস্থা আছে। প্রকাশ থাকে যে, যত বন্যা ঝড় বৃষ্টি হউক না কেন, ভট্টারিকা পীঠ হইতে প্রসাদ পাইবার জন্য শ্রীনীলমাধবমন্দিরতটে নৌকা আসিবেই আসিবে। শাস্ত্রের প্রকৃত সিদ্ধান্তও তাহাই — তিনি যে 'নারায়ণী'—'বিষ্ণুমায়া' মহাবৈষ্ণবী শক্তি, শ্রীবিষ্ণুপ্রসাদ নির্ম্মাল্য ব্যতীত তিনি ত' অন্য কিছুই গ্রহণ করিবেন না। শ্রীপুরীধামে মা বিমলাদেবীও শ্রীজগন্নাথের প্রসাদ ব্যতীত আর কিছুই গ্রহণ করেন না। বৈষ্ণবরাজ শ্রীভুবনেশ্বর মহাদেবের ভোগও শ্রীঅনন্তবাসুদেব প্রসাদান্নদ্বারা সম্পাদিত হইয়া থাকে। 'হ্যুৎকলে পুরুষোত্তমাৎ' এই পদ্মপুরাণান্তর্গত শ্রীব্যাসবাক্যানুসারে শ্রীপুরুষোত্তমধাম হইতেই সর্ব্বত্র আদর্শ বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত এবং আদর্শ বৈষ্ণবসদাচার প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে।

শ্রীনীলমাধব মন্দিরের অপর তটে—শ্রীবাণেশ্বর শিবমন্দির বিরাজিত। ইনি বাণাসুরের আরাধ্য দেবতা—'বাণেশ্বর' নামে খ্যাত। ইনিও শ্রীনীলমাধব মন্দিরের সহিত সম্বন্ধযুক্ত। অর্থাৎ ইঁহার পূজা ভোগরাগাদিও শ্রীনীলমাধবপ্রসাদনির্ম্মাল্যদ্বারা সম্পাদিত হইয়া থাকে।

পুরী শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের রত্নবেদীর উপর যে সপ্ত শ্রীমূর্ত্তি (শ্রীবলদেব-সুভদ্রা-জগন্নাথ-সুদর্শন-লক্ষ্মী-সরস্বতী এবং শ্রীনীলমাধব) নিত্য সেবিত হইতেছেন, তন্মধ্যে শ্রীনীলমাধব মূর্ত্তি অন্যতম। চক্রবেড়ের মধ্যে শ্রীনীলমাধব মন্দিরও বিরাজমান আছেন। স্কন্দপুরাণে উৎকলখণ্ডে লিখিত আছে—

"সপ্তাভরণসংযুক্তং নীলাদ্রিমণ্ডলপরং।
শ্রীভূমাধবচক্রশ্চ চক্রী ভদ্রা হলী ক্রমাৎ॥"

শ্রীশ্রীল কৃষ্ণদাস বাবাজী মহারাজের ব্রজরজঃ প্রাপ্তি

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমারাধ্য গুরুপাদপদ্ম ১০৮শ্রী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামিপ্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রিত পরমপূজনীয় ভজনানন্দী মহাত্মা শ্রীশ্রীল কৃষ্ণদাস বাবাজী মহারাজ গত ৪ মধুসূদন, ৪৯৬ গৌরাব্দ; ২৯ চৈত্র, ১৩৮৮ বঙ্গাব্দ; ইং ১২ এপ্রিল, ১৯৮২ খৃষ্টাব্দ সোমবার কৃষ্ণা পঞ্চমী (কৃষ্ণা চতুর্থী রা ৮।৭) তিথিতে শ্রীব্রজমণ্ডলে সুপ্রসিদ্ধ নন্দগ্রামে পাবনসরোবরতটস্থ শ্রীশ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদের ভজনকুটিরে রাত্রি ৯ ঘটিকায় শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারী জিউর শ্রীপাদপদ্ম স্মরণ করিতে করিতে ব্রজবাসী বৈষ্ণবগণের শ্রীমুখোচ্চারিত উচ্চনামসংকীর্ত্তনকোলাহলমধ্যে প্রায় অশীতিবর্ষ বয়সে ব্রজরজঃ প্রাপ্ত হইয়াছেন। পরদিবস মঙ্গলবার আমাদের সতীর্থ শ্রীপাদ রাসবিহারী দাস বাবাজী মহাশয় স্থানীয় ব্রজবাসী ও বাবাজীগণের সাহায্যে বেলা প্রায় ২ ঘটিকার মধ্যেই উক্ত ভজনকুটীর সীমানামধ্যেই তাঁহার শ্রীঅঙ্গের সমাধিপ্রদানসেবা সুসম্পন্ন করিয়াছেন। ঐদিবস (মঙ্গলবার) প্রাতে শ্রীধাম বৃন্দাবনস্থ শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠে লোকমারফত সংবাদ প্রেরণ করা হইয়াছিল। ঐসংবাদ বেলা প্রায় ১০ ঘটিকায় শ্রীমঠে পৌঁছিবামাত্রই শ্রীপাদ ইন্দুপতি ব্রহ্মচারী প্রভু শ্রীনবীনকৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী এবং ইম্‌লীতলা মঠের শ্রীমদ্ বনবিহারী দাস বাবাজী মহাশয়কে সঙ্গে লইয়া নন্দগ্রাম যাত্রা করেন। তাঁহাদের মথুরায় বাস বদল করতঃ কোশী হইয়া নন্দগ্রাম পৌঁছিতে বেলা ২॥ টা বাজিয়া যায়। তাঁহারা তথায় পৌঁছিয়া শুনিলেন, তাহার আধঘণ্টা পূর্ব্বেই সমাধিপ্রদান-কার্য্য সম্পূর্ণ হইয়া গিয়াছে।

আমরা গত কার্ত্তিক মাসে ব্রজমণ্ডল পরিক্রমাকালে যখন তাঁহাকে ঐ ভজনকুটীরে দর্শন করিয়াছিলাম, তখন তিনি পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন,—আমি

এস্থান হইতে আর কোথায়ও যাইব না। নন্দগ্রাম বরাবরই তাঁহার ভজনানুকূল প্রিয়স্থান ছিল। বাঞ্ছাকল্পতরু শ্রীহরি তাই তাঁহাকে সেই স্থানেই আত্মসাৎ করিলেন। তাঁহার আবির্ভাবস্থান ছিল পূর্ব্ববঙ্গে। একটি উচ্চ শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত বৈদ্যবংশে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি বি-এ পর্য্যন্ত বিদ্যাভ্যাস করিয়া আনুমানিক ১৯২৫ কি ১৯২৬ সালে পরমারাধ্য প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রয় করেন। তাঁহার শ্রীগুরুদত্ত ব্রহ্মচারী নাম ছিল—শ্রীস্বাধিকারানন্দ দাস ব্রহ্মচারী। মঠে আমরা বরাবরই তাঁহার দিবারাত্র নামভজনে প্রগাঢ় অনুরাগ লক্ষ্য করিয়া আসিয়াছি। অপূর্ব্ব স্মরণশক্তি ছিল তাঁহার। কত যে স্তবস্তুতি তিনি আবৃত্তি করিতেন, তাহা শুনিয়া আমরা স্তম্ভিত হইয়া যাইতাম। মনে হইত মাসাধিককাল দিবারাত্র আবৃত্তি করিলেও তাহা যেন ফুরাইবার নহে। শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত শ্রীমদ্ভাগবতের রাসপঞ্চাধ্যায়, ব্রহ্মার স্তব স্তবাবলী, স্তবমালার বহুস্তব, বিরুদাবলী, বিলাপকুসুমাঞ্জলী প্রভৃতি তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল। তিনি ঐসকল প্রত্যহ আবৃত্তি করিতে করিতে লক্ষনাম গ্রহণ করিতেন।' পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ তাঁহাকে বলিতেন—তিনি 'নামসিদ্ধ'। তাঁহার সংস্কৃত উচ্চারণ খুবই সুন্দর সুস্পষ্ট ছিল। কণ্ঠস্বরও অতি মধুর ছিল। মৃদঙ্গও সুন্দর বাজাইতেন। বৈষ্ণবোচিত দৈন্য ও বৈরাগ্য ছিল তাঁহার আদর্শস্থানীয়। অতিপূত চরিত্র, ক্রোধ হিংসা দ্বেষ তাঁহাতে কোন দিনই লক্ষিত হয় নাই। কেহ ক্রোধ প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে কিছু বলিলে তিনি তচ্ছ্রবণে 'হরে কৃষ্ণ' বলিয়া হাসিয়াই উঠিতেন। কাহারও সহিত তর্কযুদ্ধ করিবার জন্য প্রবৃত্ত হইতেন না। 'কৃষ্ণভক্তে কৃষ্ণগুণ সকলি সঞ্চরে', ইহা তাঁহার চরিত্রে সর্ব্বক্ষণ দেদীপ্যমান ছিল। সর্ব্বগুণসম্রাজ্ঞী ভক্তিদেবীর পরমকৃপাপাত্র ছিলেন তিনি, তাই দেবতারা সর্ব্বসদ্গুণ লইয়া তাঁহাতে বাস করিতেন। তাঁহার শ্রীমুখে সর্ব্বক্ষণই হরিনাম উচ্চারিত হইত। মঠের প্রায় সকল বৈষ্ণবই তাঁহাকে ভালবাসিতেন। শ্রীচৈতন্য-গৌড়ীয় মঠের প্রতিষ্ঠাতা এবং অধ্যক্ষ আচার্য্য নিত্য-লীলাপ্রবিষ্ট ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিদয়িত মাধব মহারাজ তাঁহাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। বাবাজী মহাশয়ও তাঁহার স্নেহাকৃষ্ট হইয়া তাঁহার বিভিন্ন মঠে অবস্থানপূর্ব্বক বিভিন্ন উৎসবে ও পরিক্রমাদিতে যোগদান করতঃ তাঁহাকে সুখ দান করিতেন। নন্দগ্রামে ভজনকুটীতে অবস্থানপূর্ব্বক অপ্রকটলীলাবিষ্কারের পূর্ব্বে তিনি আমাদের শ্রীধাম বৃন্দাবনস্থ মঠেই অবস্থান করিতেছিলেন। শ্রীধাম মায়াপুরস্থ আকর মঠরাজ শ্রীচৈতন্য মঠে পরমারাধ্য প্রভুপাদের ভজনকুটি ভক্তিবিজয় ভবনের ত্রিতলোপরিস্থ একটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ তাঁহার অতীব প্রিয় নির্জ্জন ভজনস্থান ছিল। এতদ্ব্যতীত তিনি আমাদের সমগ্রভারতব্যাপী মঠসমূহের মধ্যে যখন যে মঠে যাইতেন, তখন সেই মঠেই তিনি একটি নিভৃত ভজনস্থান দেখিয়া লইতেন। 'দেখো ভাই নামবিনা দিন নাহি যায়' এই মহাজনবাক্যের আদর্শস্থল ছিলেন তিনি। বৃথা বাক্যালাপে তিনি কখনই কালাতিপাত করেন নাই। অজাতশত্রু তিনি। আজ তাঁহার কথা যতই স্মরণ হইতেছে, ততই যেন তাঁহার অভাববোধ গাঢ় হইতে গাঢ়তর ভাবে হৃদয়কে অত্যন্ত উদ্বেলিত করিয়া তুলিতেছে। পরিক্রমাদির সময় অনেক সময়ে তাঁহার সহিত একসঙ্গে থাকিবার সুযোগ হইয়াছে, তাহাতে দেখিয়াছি সারারাত্রই তিনি বসিয়া বসিয়া শ্লোকাবৃত্তিসহ নাম গান করিতেছেন। সারাপথ মৃদঙ্গবাদন করিতে করিতে নামগানে তাঁহাকে একটুও শ্রান্ত ক্লান্ত হইতে দেখি নাই সবসময়েই হাসিমুখ। কত ধনাঢ্য ব্যক্তি তাঁহাকে কত অর্থ ও বহুমূল্য দ্রব্যাদি দান করিয়াছেন, তিনি তৎসমুদয়ই নিজে কিছুমাত্র ভোগ না করিয়া ভগবৎসেবার্থ বা বৈষ্ণবসেবার্থ বিতরণ করিয়া দিয়াছেন। ছোট একটু বস্ত্র পরিধান করিতেন তাহা জানুর উপরেই থাকিত। বিছানাপত্র, গাত্রবস্ত্র প্রভৃতিও ছিল অতি সাধারণ দারুণ শীতের মধ্যেও তিনি অতি সামান্য শীতবস্ত্র লইয়াই অম্লানবদনে সন্তুষ্টচিত্তে কাটাইয়াছেন। যাঁহার চিত্ত সর্ব্বক্ষণই ভগবচ্চিন্তায় নিমগ্ন থাকে, তাঁহার বহির্ব্বিষয়ের দিকে লক্ষ্যই থাকে না। লাভ পূজা প্রতিষ্ঠার জন্য কোনদিনই তাঁহাকে আগ্রহান্বিত বা

লালায়িত দেখা যায় নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখোচ্চারিত তৃণাদপি শ্লোকের যেন মূর্ত্ত আদর্শ ছিলেন তিনি। হায়! তাঁহার ন্যায় নামভজনানন্দী আদর্শ বৈষ্ণবের সঙ্গচ্যুত হইয়া এই অধন্য জীবন আর কতদিন এই ধরাধামে নরকযন্ত্রণা ভোগ করিতে চাহিবে, তাহা জানি না। শ্রীব্রজমণ্ডলের প্রায় সকলস্থানেই এবং শ্রীগৌড়-মণ্ডল ও শ্রীক্ষেত্রমণ্ডলের অনেক স্থানে, এতদ্ব্যতীত আমাদের প্রায় সকল মঠেই তাঁহার দেওয়া 'কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ' এবং মহামন্ত্র, হিন্দী ও বাংলা ভাষায় মুদ্রিত বিজ্ঞাপনাদি বিরাজমান থাকিয়া তাঁহার মধুর স্মৃতি সর্ব্বক্ষণ জাগাইয়া দিতেছে। ব্রজের অনেক স্থানেই প্রস্তর ফলকের মাধ্যমেও তিনি ঐ সকল বাণী প্রচার করিয়াছেন।

শ্রীধামনবদ্বীপস্থ শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠাধ্যক্ষ আচার্য্য পরমপূজনীয় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামিমহারাজ বিরচিত শ্রীশ্রীপ্রভুপাদপদ্মস্তবকঃ, শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদবিরহদশকম্, শ্রীশ্রীদয়িতদাসদশকম্, শ্রীশ্রীমদ্ গৌরকিশোর নমস্কার দশকম্, সপ্তৃতিশ্লোকাত্মক শ্রীশ্রীপ্রেমধামদেব স্তোত্রম্ প্রভৃতি স্তোত্র তাঁহার অত্যন্ত প্রিয় ছিল। বিশেষতঃ প্রেমধামদেব স্তোত্রমধ্যস্থ—

"কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণনাম কীর্ত্তনম্
রাম রাম গানরম্য দিব্যছন্দ নর্ত্তনম্।
যত্র যত্র কৃষ্ণনামদানলোকনিস্তরম্
প্রেমধাম দেবমেব নৌমি গৌরসুন্দরম্॥"

—এই ২২শ শ্লোকটি এবং পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ-কীর্ত্তিত 'দুষ্ট মন তুমি কিসের বৈষ্ণব' এই গীতি-মধ্যস্থ "সেই ত্রুটিকথা ভুলনা সর্ব্বথা কর উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম রব" ইত্যাদি পদাবলী তিনি প্রায়শঃই কীর্ত্তন করিতেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর ও তৎপ্রিয় পার্ষদ গোস্বামি-গণের নামভজনোপদেশাবলী তিনি ক্ষুদ্র পুস্তিকাকারে মুদ্রণ করাইয়া তাহা বিনামূল্যে সর্ব্বত্র বিতরণ করিয়াছেন ও করাইয়াছেন। শ্রীনামের আচারে ও প্রচারে তাঁহার অদম্য উৎসাহ ছিল। কৃপা করিয়া কৃষ্ণ তাঁহার ন্যায় নামনিষ্ঠ বৈষ্ণবের সঙ্গসৌভাগ্য দান করিয়াছিলেন, আজ আমাদেরই দুর্ভাগ্যবশতঃ আমরা তাঁহার সেই সঙ্গ হইতে বঞ্চিত হইলাম—'স্বতন্ত্র কৃষ্ণের ইচ্ছা হৈল সঙ্গ ভঙ্গ'।

তিনি অদোশদরশী বৈষ্ণব, জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাত-সারে তচ্চরণে কৃত আমাদের যাবতীয় ত্রুটিবিচ্যুতি তিনি নিজগুণে অমায়ায় মার্জ্জনা করুন, ইহাই প্রার্থনা।

আমাদেরই দুর্দ্দৈবফলে পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের নিজজনগণ একে একে সকলেই নিত্যধামে তাঁহার শ্রীপাদপদ্মের নিত্যসেবাধিকার লাভ করতঃ আমাদিগকে তাঁহাদের প্রকট সঙ্গ সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত করিতেছেন। তাঁহারা অমায়ায় কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকেও অচিরে সেই নিত্যারাধ্য গুরুপাদপদ্মের নিত্যসেবালাভের উপযোগী করিয়া লউন, ইহাই নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট তাঁহাদের শ্রীপাদ-পদ্মে আমাদের একান্ত প্রার্থনা।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔডুলোমী মহারাজ গত ২১ পৌষ (১৩৮৮), ইং ৬ জানুয়ারী (১৯৮২) বুধবার রাত্রি ১২টার সময় একাদশী দিঃ ১১।৫ মিঃ, সুতরাং) শুক্লা দ্বাদশী তিথিতে; শ্রীপাদ গোবর্দ্ধনদাস বাবাজী মহাশয় ২২শে পৌষ (১৩৮৮) অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকায়; পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসৌধ আশ্রম মহারাজ গত ১৮ই চৈত্র (১৩৮৮), ১ এপ্রিল ১৯৮২) বৃহস্পতিবার রাত্রি ২-৩০টায় (অষ্টমী রা ১১।৪৬ মিঃ) শুক্লা নবমী তিথিতে এবং শ্রীল কৃষ্ণদাস বাবাজী মহারাজ গত ২৯শে চৈত্র (১৩৮৮), ১২ এপ্রিল (১৯৮২) সোমবার রাত্রি ৯ টায় (চতুর্থী রা ৮।৩, সুতরাং) কৃষ্ণা পঞ্চমী তিথিতে পরপর দেহরক্ষা করিয়া আমাদিগকে সতর্ক করা সত্ত্বেও হায়, কিমাশ্চর্য্যমতঃ পরম্—শেষাস্থিরত্ব-মিচ্ছন্তি! নিশ্বাসে নৈব বিশ্বাসঃ কদা রুদ্ধো ভবিষ্যতি! দেখিয়াও দেখি না! শুনিয়াও শুনি না!

শ্রীল বাবাজী মহারাজের গুণাকৃষ্ট বৈষ্ণবগণ বিভিন্ন মঠে তাঁহার বিরহোৎসব সম্পাদন করিয়াছেন ও করিতেছেন। আমাদের শ্রীধাম মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ মূল শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠে এবং উহার শ্রীধাম বৃন্দাবনস্থ শাখামঠে শ্রীল বাবাজী মহারাজের বিরহোৎসব সম্পা-দিত হইয়াছে। পরম পূজ্যপাদ শ্রীল ভক্তিহৃদয় বনমহারাজের সহিত পূজ্যপাদ বাবাজী মহাশয়ের বিশেষ হৃদ্যতা ছিল। তাঁহার (অর্থাৎ পূজ্যপাদ বনমহারাজের) পরমপ্রিয় গৃহস্থশিষ্য শ্রীমৎ প্রাণতোষ কুমার বসু

মহাশয়ের বিশেষ আগ্রহে বাবাজী মহারাজ তাঁহার কলিকাতাস্থ (১১ নং বলরাম বোস ফার্ষ্ট লেন, কলিকাতা-২০) 'কৃষ্ণনিকেতন' নামক বাসভবনে মধ্যে মধ্যে অবস্থানপূর্ব্বক তাঁহাকে নামমহিমা শ্রবণ করাইতেন। সেই প্রাণতোষ বাবুরই বিশেষ উদ্যোগে এবং অর্থানুকূল্যে গত ১লা জ্যৈষ্ঠ (১৩৮৯), ১৬ই মে (১৯৮২) রবিবার পূজ্যপাদ বন মহারাজ-প্রতিষ্ঠিত বেহালা ৮৬ নং ডায়মণ্ডহারবার রোডস্থ ভজনাশ্রমে অপরাহ্নে পূজ্যপাদ বাবাজী মহারাজের বিরহসভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় পৌরোহিত্য করিয়াছিলেন—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ এবং ভাষণ দিয়াছিলেন—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিকুমুদ সন্ত মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিকঙ্কণ তপস্বী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রাপণ দামোদর মহারাজ এবং ইস্কনের ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমৎ চারু মহারাজ। শেষে সভাপতির অভিভাষণের পর উপস্থিত সকলকেই বিচিত্র প্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল।

কানাডায় শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার

[শ্রীমন্মঙ্গল মহারাজের টোরোণ্টো (কানাডা) হইতে ২৯।৩।৮২ তারিখে লিখিত পত্র হইতে সংগৃহীত]

শ্রীধামমায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ মূল শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ ও তৎশাখা মঠসমূহের যুগ্ম সম্পাদক (Joint Secretary) ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিহৃদয় মঙ্গল মহারাজ গত ২৮ ফাল্গুন, ১৩৮৮; ইং ১২ই মার্চ্চ; ১৯৮২ শুক্রবার শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারার্থ কলিকাতা হইতে বিমানযোগে কানাডা (Canada) যাত্রা করেন। তাঁহার কানাডা টোরোণ্টো (Torronto) সহর হইতে গত ২৯-৩-৮২ (১৫ই চৈত্র, ১৩৮৮) সোমবার তারিখে লিখিত পত্রে প্রকাশ—তাঁহাকে লণ্ডন বিমানবন্দরে নামিয়া তথায় বিমান বদল করতঃ কানাডার বিমানে উঠিতে হয়। কিন্তু তৎকালে Strike (ধর্ম্মঘট) চলিতে থাকায় লণ্ডন হইতে Plane (বিমান) ছাড়িতে ৬ ঘণ্টা বিলম্ব হইয়াছিল। তিনি টোরোণ্টো বিমানবন্দরে পৌঁছান মধ্যরাত্রে। বিমান হইতে নামিয়া তিনি মিঃ জিওফ্রে গিউলিয়ানো (Mr. Geoffrey Giuliano) নামক ভদ্রমহোদয়কে ফোন করিতেই তিনি তখনই তাঁহার প্রাইভেট কার যোগে বিমান বন্দরে আসিয়া মহারাজকে তাঁহার গৃহে লইয়া যান। পূর্ব্বের ব্যবস্থামত ইনি মহারাজকে তাঁহার গৃহে লইবার জন্য যথাসময়ে তাঁহার পরিবারসহ বিমানবন্দরে আসিয়াছিলেন, কিন্তু বিমান অনেক লেট দেখিয়া ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হন। যাহা হউক মহারাজ তাঁহার গৃহে ৭ দিন অবস্থান করতঃ পূর্ব্বপরিচিত ব্রাম্প্টন (Brampton) সহরে আজ ৬ দিন চলিয়া আসিয়াছেন। এখান হইতে আগামী কল্য অর্থাৎ ৩০শে মার্চ্চ তারিখে তিনি পুনরায় উক্ত জিওফ্রে মহাশয়ের ভবনে গমন করতঃ তথায় রাত্রিটুকু থাকিয়া ৩১শে মার্চ্চ তথা হইতে মন্ট্রিলে (Montreal) যাইবেন। তথায় ইন্‌কামট্যাক্স অফিসার শ্রীযুত রাজ শুক্লা (Mr. Raj Sukla—Incometax Offier—3422 Garneys Street, Laurent (Quebee), H 4K 2M2 Canada ঠিকানায়) নামক একজন উত্তরপ্রদেশবাসী ভারতীয় ভদ্রলোকের গৃহে থাকিবেন। ৩।৪ সপ্তাহের মত তথায় থাকিয়া তিনি এপ্রিলের শেষের দিকে পুনরায় মন্ট্রিলে প্রত্যাবর্ত্তন করতঃ মিঃ জিউফ্রের সহিত আমেরিকায় যাইবেন। মিঃ জিউফ্রে খাস আমেরিকা নিবাসী সজ্জন, তথায় একমাস অবস্থানপূর্ব্বক পুনরায় টোরোণ্টো নগরে প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক কিছুদিন তথায় প্রচারকার্য্য করিবেন। অবশ্য যদি ভিসা (Visa) বাড়ান সম্ভব হয়, তবেই থাকিবেন নতুবা ইংলণ্ড হইয়া ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন।

একটি মর্য্যাদাসম্পন্ন হোটেলের সুসজ্জিত হলে মর্য্যাদাসম্পন্ন উচ্চশিক্ষিত শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে একটি সভার ব্যবস্থা হইয়াছিল। হলটি ভাড়া করিয়াছিলেন শ্রীযুক্ত প্রেমসাগর এবং শ্রোতৃমণ্ডলীর জন্য বিচিত্র প্রসাদেরও

ব্যবস্থা করিয়াছিলেন তিনি। উহাতে মহারাজের বহু উচ্চশিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত সজ্জন-বৃন্দের সহিত পরিচিত হইবার সুযোগ হইয়াছে। প্রায় প্রত্যেক দিনই মহারাজের বিভিন্ন স্থানে ভাষণ হইতেছে। ইতিমধ্যে একটি টেলিভিসন শো (Television Show)-তেও মহারাজ অর্দ্ধঘণ্টাব্যাপী প্রশ্নোত্তরমুখে ভগবৎকথা বলিয়াছেন। চিত্রসহ উহা সংগৃহীত হইয়াছে এবং তাহা মিঃ জিওফ্রের নিকট সংরক্ষিত আছে। ভারতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে তিনি উহা সঙ্গে লইয়া আসিবেন এবং কলিকাতা টি-ভি সেণ্টারে প্রচারার্থ দিবেন। তাঁহার আরও দুইবার টি-ভিতে কথা বলিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে।

মহারাজ মাদৃশ আলস্যপ্রধান ধাতুব্যক্তির মত বসিয়া বসিয়া সময় কাটাইবার ব্যক্তি নহেন। শ্রীহরিকথা-কীর্ত্তনে তাঁহার অদম্য উৎসাহ। মিঃ জিওফ্রে বহু অর্থ ব্যয়ে তাঁহার অনেকগুলি ফটো তুলিয়াছেন। তাঁহার বিশেষ ইচ্ছা, তাঁহার গৃহে তাঁহার অতিথি হিসাবে অবস্থিত মহারাজের ফটোটি আমাদের পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তিনি একজন ধর্ম্মপ্রাণ গৃহস্থ ভক্ত। তাঁহার পত্নীও খুব ভক্তিমতী এবং হরিকথা শ্রবণে বিশেষ আগ্রহান্বিতা। তাঁহার নাম—Mrs Barindra (শ্রীমতী বারীন্দ্রা)-ভারতীয় নামের মত। স্বামী স্ত্রী উভয়েই নিরামিষাশী, তদ্দেশপ্রচলিত কোনপ্রকার মাদক-দ্রব্যই গ্রহণ করেন না। নিম্নে মিঃ জিওফ্রেসহ মহারাজের একটি ফটো প্রকাশিত হইল—

আনন্দপুরে বার্ষিক ধর্ম্মানুষ্ঠান

আনন্দপুরবাসী শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত ভক্তবৃন্দের বিশেষ আহ্বানে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সদলবলে বিগত ৩ চৈত্র, ১৭ মার্চ্চ বুধবার কলিকাতা হইতে মেদিনীপুর জেলান্তর্গত আনন্দপুরে শুভপদার্পণ করিলে স্থানীয় ভক্তবৃন্দ কর্ত্তৃক পুষ্পমাল্য ও সংকীর্ত্তনসহযোগে বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধিত হন। ভক্তবৃন্দ পূজনীয় শ্রীল আচার্য্যদেব ও বৈষ্ণববৃন্দের অনুগমনে শ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীসনাতন দাসাধিকারী প্রভুর (ডাক্তার সরোজ সেনের) বাসভবনে আসিয়া উপনীত হন। উক্ত বাসভবনে শ্রীল আচার্য্যদেবের ও বৈষ্ণবগণের থাকার সুব্যবস্থা হয়। বিভিন্নভাবে প্রচারানুকূল্যের জন্য শ্রীল আচার্য্যদেব সমভিব্যাহারে আসেন পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ কৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিজয় বামন মহারাজ, শ্রীগোলোকনাথ ব্রহ্মচারী, শ্রীপ্রভুপদ ব্রহ্মচারী, শ্রীভূধারী ব্রহ্মচারী ও শ্রীলক্ষ্মণ ব্রহ্মচারী। স্থানীয় শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় সেবাশ্রম প্রাঙ্গণে ৩ চৈত্র ১৭ই মার্চ্চ বুধবার হইতে ৫ চৈত্র, ১৯ মার্চ্চ শুক্রবার পর্য্যন্ত প্রত্যহ রাত্রি ৮ ঘটিকায় বিশেষ ধর্ম্মসভার আয়োজন হয়। ধর্ম্মসভার প্রথম ও তৃতীয় অধিবেশনে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাচার্য্য সভাপতিরূপে বৃত হন। রামগড় রাজা মহোপাধ্যায় শ্রীরণজিৎ কিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, ডি-লিট মহোদয় দ্বিতীয় অধিবেশনে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভায় বক্তৃতা করেন পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ কৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারী, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিজয় বামন মহারাজ। সভার আদি ও অন্তে শ্রীবিশ্বনাথ দে ও শ্রীলক্ষ্মণ ব্রহ্মচারী সুললিত ভজনকীর্ত্তনের দ্বারা শ্রোতৃবৃন্দের আনন্দ বর্দ্ধন করেন। ১৯ মার্চ্চ শুক্রবার অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় সেবাশ্রম হইতে বহু মৃদঙ্গাদিসহ বিরাট নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হইয়া বিভিন্ন রাস্তা পরিক্রমা কালে স্থানীয় নরনারীগণের মধ্যে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় সেবাশ্রমের সদস্যবৃন্দ পরিক্রমায় যোগদানকারী ভক্তবৃন্দকে মহাপ্রসাদ পরিবেশন করতঃ পরিতুষ্ট করেন।

শ্রীসনাতন দাসাধিকারী প্রভু তাঁহার সহধর্ম্মিণী ও পরিজনবর্গের আন্তরিকতার সহিত বৈষ্ণবসেবার প্রচেষ্টা বিশেষভাবে প্রশংসনীয়। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় সেবাশ্রমের সদস্যবৃন্দ ধর্ম্মসভা ও মহোৎসবাদির যাবতীয় ব্যবস্থা করতঃ ধন্যবাদার্হ হন।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ধর্ম্মসভার শেষ অধিবেশনে তাহার অভিভাষণে বলেন —'কলিযুগপাবনাবতারী সংকীর্ত্তনপিতা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু কলিহত জীবের পরিত্রাণের জন্য শ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তনকেই পরমোপায় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনের দ্বারা জীবের সর্ব্বার্থ সিদ্ধি হইবে। শ্রীমন্মহাপ্রভু 'যেরূপে লইলে নাম প্রেম উপজয়। তার লক্ষণ শ্লোক শুন রামরায়' এইরূপ উক্তির পর "তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা। অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয় সদা হরিঃ॥ শিক্ষাষ্টকের এই তৃতীয় শ্লোকে নামসংকীর্ত্তন বিধি সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। শ্রীল রূপগোস্বামিপাদ ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে কি অবস্থায় হরিনাম কীর্ত্তিত হয় তৎসম্বন্ধে লিখিয়াছেন— "অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেৎ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ। সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ॥" হরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবায় সর্ব্বতোভাবে সমর্পিতাত্ম ব্যক্তির জিহ্বায় হরিনাম স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হয়। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ ও শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় সেবাশ্রম হরি-গুরু-বৈষ্ণব সেবার প্রতিষ্ঠান। যেখানে সেবাবিচার পরিত্যক্ত হইয়া নিজ ব্যক্তিগত স্বার্থ, পদমর্য্যাদার বিচার কর্ত্তৃত্ব ও ক্ষমতালাভের দুর্দ্দমনীয় লালসা ও প্রতিযোগিতা আসিয়া উপস্থিত হয়, সেখানে মঠ ও আশ্রমাদির বৈভব সাধকের হিত সাধন না করিয়া অহিতসাধনই করিয়া থাকে। কর্ত্তৃত্ব ও ভোগপ্রবৃত্তি আসিলেই সাধক অধঃপতিত হইতে বাধ্য। আমাদের পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেব এবং পরমগুরুপাদপদ্ম মঠ মন্দিরাদি স্থাপন করিয়া যান নাই—বহির্ম্মুখ ব্যক্তিগণের বিষয়ভোগ, কর্ত্তৃত্ব ও ক্ষমতা বন্টনের প্রতিযোগিতার স্থানে পরিণত করার জন্য। উক্ত প্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণরূপে হরিগুরুবৈষ্ণব সেবার

প্রতিষ্ঠান। সেবার অধিকার শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত ব্যক্তিগণেরই আছে। ভোগের অধিকার কাহারও নাই। পরিশ্রম ও উদ্যম করিয়া কিছু হৈ হুল্লা করিলেই তাহা ভক্তি হইবে না, যদি উহা হরি-গুরু-বৈষ্ণব আনুগত্য রহিত হয় ও তাঁহাদের প্রীতির জন্য বিহিত না হয়।"

পাঞ্জাব চণ্ডীগড়স্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের বার্ষিক উৎসব

শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, ৯ মূর্ত্তি ত্যক্তাশ্রমী ও গৃহস্থ ভক্তবৃন্দসহ বিগত ১০ চৈত্র, ২৪ মার্চ্চ বুধবার কলিকাতা হইতে হিমগিরি এক্সপ্রেসে যাত্রা করতঃ পরদিন প্রাতে আম্বালা ক্যাণ্ট ষ্টেশনে পৌঁছিলে শ্রীপাদ ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ ও শ্রীপাদ ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ স্থানীয় বহু ভক্তবৃন্দসহ তাঁহাদিগকে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন। আম্বালা হইতে চারিটী মটর কারযোগে পূজনীয় বৈষ্ণববৃন্দ চণ্ডীগড় মঠে আসিয়া পৌঁছিলে প্রতীক্ষমান ভক্তবৃন্দ কর্ত্তৃক সংকীর্ত্তন ও জয়ধ্বনিসহ পুনঃ অভ্যর্থিত হন। শ্রীল আচার্য্যদেব সমভিব্যাহারে আসেন—পূজ্যপাদ শ্রীমৎ কৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ, শ্রীমদনগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীভূধারী ব্রহ্মচারী, শ্রীগোলোক নাথ ব্রহ্মচারী, শ্রীঅমরেন্দ্র মিশ্র, শ্রীত্রিভুবনেশ্বর দাস ও ইঞ্জিনীয়ার শ্রীবিজয়রঞ্জন দে। চণ্ডীগড় মঠের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে শ্রীমঠের বিশাল সংকীর্ত্তনভবনে ১৭ চৈত্র, ২১ মার্চ্চ বুধবার হইতে ২১ চৈত্র, ৪ এপ্রিল রবিবার পর্য্যন্ত প্রত্যহ রাত্রি ৮ ঘটিকায় পাঁচটী বিশেষ ধর্ম্মসভার অধিবেশন হয়। সভাপতির আসন গ্রহণ করেন যথাক্রমে — হরিয়াণা রাজ্যসরকারের মন্ত্রী শ্রীযুক্ত মঙ্গেরাম গুপ্ত, (Mange Ram Gupta.) কর্ণেল ডক্টর শ্রীপি·সি বর্ম্মণ (Dr. P. C. Verman.), পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রী জ, কে, মিত্তল পাঞ্জাব ও হরিয়াণা হাইকোর্টের বার-এসোসিয়েসনের প্রেসিডেণ্ট শ্রী ডি, ভি, সেহগাল (Sree D. V. Sehgal), পাঞ্জাব ও হরিয়াণা হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি শ্রী এম্, আর, শর্ম্মা (Mr. Justice M. R. Sarma)। পাঞ্জাব ও হরিয়াণা হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি শ্রী এম্, এম্, পুঞ্চি (Sree M. M. Punchi) ও ব্রিগেডিয়ার শ্রী পি, এস্, যশপাল (Brig. P. S. Jaspal) প্রথম ও তৃতীয় অধিবেশনে প্রধান অতিথিপদে বৃত হন। ধর্ম্মসভায় শ্রীল আচার্য্যদেব প্রত্যহ ভাষণ প্রদান করেন। তদ্ব্যতীত বিভিন্নদিনে বক্তৃতা করেন পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ কৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারী, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ। ভাষণ হিন্দীভাষাতেই হইয়াছিল। শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী ও শ্রীরাধাকান্ত ব্রহ্মচারী ভাষণের আদি ও অন্তে সুললিত ভজন কীর্ত্তনের দ্বারা শ্রোতৃবৃন্দের আনন্দ বর্দ্ধন করেন।

৩১শে মার্চ্চ শ্রীমঠের অধিষ্ঠাতৃ শ্রীবিগ্রহগণের পূজা, মহাভিষেক ও বিশেষ ভোগরাগাদি অনুষ্ঠানের পর সর্ব্বসাধারণে মহাপ্রসাদ বিতরণ মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

৩রা এপ্রিল শনিবার অপরাহ্ণ ৩-৩০ টায় শ্রীমঠের অধিষ্ঠাতৃ শ্রীবিগ্রহগণ বিরাট্ সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা ও বিচিত্র বাদ্যাদি সহযোগে শ্রীমঠ হইতে বাহির হইয়া ২০, ২১, ২২, ২৩, ১৭, ১৮, ১৯, ২৭, ৩০ সেক্টর-সমূহ পরিভ্রমণ করতঃ সন্ধ্যায় শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

শ্রীমঠের শুভানুধ্যায়ী কলিকাতা বেহালা নিবাসী ইঞ্জিনীয়ার শ্রীবিজয়রঞ্জন দে মহোদয় আচার্য্য সমভিব্যাহারে চণ্ডীগড় মঠের বার্ষিক উৎসবে যোগদানের জন্য আসেন। তিনি স্থানীয় ইঞ্জিনীয়ারদের সহিত আলোচনান্তে চণ্ডীগড় মঠের শ্রীমন্দিরের নবপার্শ্বযুক্ত বিশাল গম্বুজের কার্য্য আরম্ভ করাইয়া ভক্তগণের আনন্দবর্দ্ধন করেন। তিনি নিঃস্বার্থভাবে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের বিভিন্ন মন্দিরের কার্য্য পরিদর্শন করতঃ পূজনীয় বৈষ্ণবগণের প্রচুর আশীর্ব্বাদভাজন হইয়াছেন।

চণ্ডীগড় মঠের ত্যক্তাশ্রমী ও গৃহস্থ ভক্তবৃন্দের অক্লান্ত পরিশ্রম ও সেবাপ্রচেষ্টায় উৎসবটি সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

পাঞ্জাবে শ্রীচৈতন্য-বাণী প্রচার

জালন্ধর (পাঞ্জাব) :—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ প্রচারপার্টিসহ গত ২৫ চৈত্র, ৮ এপ্রিল বৃহস্পতিবার চণ্ডীগঢ় হইতে জালন্ধরে শুভবিজয় করিলে স্থানীয় ভক্তগণ কর্ত্তৃক বিশেষভাবে সম্বর্দ্ধিত হন। প্রচারপার্টিতে ছিলেন পূজ্যপাদ শ্রীল কৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীমঠের সহকারী সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ, মঠের অন্যতম সহকারী সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ, বৃন্দাবন মঠের ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিললিত নিরীহ মহারাজ, শ্রীমদনগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্ত ব্রহ্মচারী, শ্রীরাধাকান্ত ব্রহ্মচারী, শ্রীগোলোকনাথ ব্রহ্মচারী, শ্রীঅমরেন্দ্র মিত্র, চণ্ডীগঢ় মঠের শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী এবং দেরাদুনের শ্রীদেবকীনন্দন দাসাধিকারী ও শ্রীমুগুদ্ধিলালজী। শ্রীভকতসিং পার্কস্থিত বাবা লালদয়ালজীর মন্দিরের সুপ্রশস্ত প্রাঙ্গণে বিশাল সভামণ্ডপে ৮ এপ্রিল বৃহস্পতিবার হইতে ১১ এপ্রিল রবিবার পর্য্যন্ত জালন্ধর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সংকীর্ত্তনসভার পক্ষ হইতে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব উপলক্ষে বার্ষিক ধর্ম্মসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। পাঞ্জাবের বিভিন্ন স্থান হইতে সংকীর্ত্তন পার্টি ও ভক্তবৃন্দ এই ধর্ম্মসম্মেলনে যোগ দেন। ৮ই এপ্রিল রাত্রিতে, অন্যান্য দিবস প্রাতে অপরাহ্ণে ও রাত্রিতে ধর্ম্মসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বক্তৃতা করেন শ্রীমঠের আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ ও পূজ্যপাদ শ্রীমৎ কৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী। এতদ্ব্যতীত পাঞ্জাব রাজ্য সরকারের প্রাক্তন মন্ত্রী মহন্ত শ্রীরামপ্রকাশজী ও শ্রীরামানন্দী সম্প্রদায়ের মহন্তজী সভায় মুখ্য অতিথিরূপে ভাষণ প্রদান করেন।

১০ই এপ্রিল শনিবার সভামণ্ডপ হইতে বিরাট্ নগর-সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা বাহির হইয়া সহরের মুখ্য মুখ্য রাস্তা পরিভ্রমণ করতঃ স্থানীয় ভক্তগণ কর্ত্তৃক শ্রীমঠের প্রচারকেন্দ্রের জন্য সংগৃহীত জমিতে এবং নির্ম্মীয়মাণ গৃহপ্রাঙ্গণে পৌঁছিয়া বহুক্ষণ নৃত্য কীর্ত্তনের পর বাবালালদয়ালজীর মন্দিরে আসিয়া সমাপ্ত হয়।

মঠাশ্রিত গৃহস্থভক্তদ্বয় শ্রীরামভজনপাণ্ডে ও শ্রীধর্ম্মপালজী ধর্ম্মসম্মেলন ও মহোৎসবের আয়োজনের মুখ্য উদ্যোক্তারূপে প্রশংসনীয় সেবা করেন। ভক্তবৃন্দের আগ্রহে শ্রীগোলোকনাথ ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক ছায়াছিত্রযোগে শ্রীগৌরলীলা ও শ্রীকৃষ্ণলীলা প্রদর্শিত হয়। শ্রীপাদ ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ সংক্ষেপে লীলাসমূহের তাৎপর্য্য বুঝাইয়া দেন। ভক্তগণের প্রার্থনায় শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাচার্য্য ১২ ও ১৩ এপ্রিল সহরে অবস্থান করতঃ আদর্শ নগরস্থ ভক্তপ্রবর শ্রীহিন্দলালজীর বাসভবনে, শ্রীকৃষণপুরস্থ শ্রীমন্দিরে ও মঠাশ্রিত ভক্ত শ্রীশ্যামলালজীর গৃহে হরিকথা কীর্ত্তন করেন। শ্রীপাদ ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ কৃষণপুরস্থ শ্রীমন্দিরে এবং শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ হিন্দপালজীর গৃহে কিছু সময়ের জন্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষাবৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে ভাষণ দেন।

পাঞ্জাবে **হোসিয়ারপুরে** ১৪ এপ্রিল হইতে ১৮ এপ্রিল, **লুধিয়ানায়** ১৯ এপ্রিল হইতে ২০ এপ্রিল এবং **রাজপুরায়** ২৬ এপ্রিল হইতে ২৯ এপ্রিল পর্য্যন্ত শ্রীল আচার্য্যদেব পার্টিসহ অবস্থান করতঃ বিপুলভাবে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করেন। প্রত্যেক স্থানে প্রত্যহ প্রাতে, অপরাহ্ণে ও রাত্রিতে সভা হয় এবং কোন কোন দিন ছয় সাত স্থানেও বক্তৃতা কীর্ত্তনাদির ব্যবস্থা হয়। প্রত্যেক স্থানে বিরাট্ নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা-সহ সহর পরিভ্রমণ করা হয়। হোসিয়ারপুরে শ্রীমদনগোপাল আগরওয়াল, শ্রীবিদ্যাসাগর শর্ম্মা, শ্রীঅমরচাঁদ সৈনী গৃহস্থ ভক্তত্রয়ের ও শ্রীসচ্চিদানন্দ আশ্রমের সদস্যগণের, লুধিয়ানায় ইলাইচিগির মন্দিরের সদস্যগণের এবং রাজপুরায় শ্রীরঘুনাথ সালদি, শ্রীমূলরাজ বালিয়া ও শ্রী কে সি উংরেজীর হার্দ্দী সেবাপ্রচেষ্টা বিশেষভাবে প্রশংসনীয়া।

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ৬'০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৩'০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা '৫০ পঃ। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। পত্রিকার গ্রাহক যে কোন সংখ্যা হইতে হওয়া যায়। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইতে সঙ্ঘ বাধ্য নহেন। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫ পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে

৬ ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০২ ফোন-৪৬-৫৯০০।

মুদ্রণালয় ঃ—

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-৭০০০২৬

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

দ্বাবিংশ বর্ষ

৫ম সংখ্যা

আষাঢ়

১৩৮৯

শ্রীপুরীধামে শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
আবির্ভাবপীঠোপরি শ্রীমন্দির

সম্পাদক

রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ প্রবর্ত্তিত

একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি :—

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ :—

১। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ

কার্য্যাধ্যক্ষ :—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর :—

মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ :—

মূল মঠ :—১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ :—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬। ফোন : ৪৬-৫৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-৭০০০২৬

৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

৫। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর

৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৭। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৮। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-৫০০০০২ (অঃ প্রঃ) ফোন : ৪৬০০১

১০। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ (আঃ) ফোন : ২৭১৭০

১১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর ৭৮৪০০১ (আসাম)

১২। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ (নদীয়া)

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া-৭৮৩১০১ (আসাম)

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়—১৬০০২০ (পাঃ) ফোঃ ২৩৭৮৮

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড, পোঃ পুরী-৭৫২০০১ (উড়িষ্যা)

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথমন্দির, পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১ (ত্রিঃ) ফোঃ ১২৯৭

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন, জিলা—মথুরা

১৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড, পোঃ দেরাদুন ২৪৮০০১ (ইউ, পি)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন :—

১৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার, জেঃ কামরূপ (আসাম)

২০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥"

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, আষাঢ়, ১৩৮৯
২২শ বর্ষ } ২৪ বামন, ৪৯৬ শ্রীগৌরাব্দ; ১৫ আষাঢ়, বুধবার, ৩০ জুন, ১৯৮২ { ৫ম সংখ্যা

শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের বক্তৃতা

স্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ, উল্টাডিঙ্গি, কলিকাতা
সময়—রবিবার, ৭ই ভাদ্র, ১৩৩২

সর্ব্বপ্রাণীর মধ্যে মনুষ্যই শ্রেষ্ঠ। কিন্তু 'মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়?' বিচার করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, হরিতোষণেই মনুষ্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অধিকার ও যোগ্যতা রহিয়াছে। যদি বল, মানুষ বিচারশক্তি-সম্পন্ন বলিয়া শ্রেষ্ঠ, কিন্তু এই বিচারশক্তি অনেক-সময়ে অনেকানেক পশু-পক্ষীতেও লক্ষিত হয়। কিন্তু পশু-পক্ষিগণের বিচারশক্তি থাকিলেও উহাদের দূর-দর্শন নাই। এই দূরদর্শন হরিতোষণে পর্য্যবসিত হইলেই সার্থকতা লাভ করিয়া থাকে। আহার, নিদ্রা, ভয়াদি ব্যাপার—পশুতে ও মানুষে সমান। পশুকে চাবুক দেখাইলে পশু ভীত হয়, গায় হাত বুলাইলে পশু সন্তুষ্ট হয়; কিন্তু পশুরা পূর্ব্বের কথা জানে না, পরের কথাও জানে না। অক্ষরাত্মক বা শব্দাত্মক বস্তুর সাহায্যে পূর্ব্ব অভিজ্ঞতার কথায় পশুদের অধিকার নাই।

মানবজাতির সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন গ্রন্থ 'ঋক্‌সংহিতা'য় আমরা পূজ্য, পূজক ও পূজাবিষয়ক নিদর্শন পাই। ঐ সংহিতার মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন দেবতার স্তব গ্রথিত রহিয়াছে। স্তবকারিগণ তাৎকালিক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। আমরা ঐ আদিম সভ্যতার গ্রন্থ হইতে 'পূজন' কথাটী জানিতে পারি। নিজাপেক্ষা শ্রেষ্ঠের পূজন করা কর্ত্তব্য, আনুগত্য-ধর্ম্মই 'পূজন', শ্রেষ্ঠ বস্তুই পূজ্য। পূজক যে পূজ্যের অধীন এবং পূজন-ক্রিয়া যে আনুগত্য-সূচক, এইসকল কথা উক্ত গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত হইতে পারে।

পরবর্ত্তি-কালের বিচারে বহ্বীশ্বরবাদ (Polytheisn) বা পঞ্চোপাসনা (Henotheism) ক্রমশঃ সমৃদ্ধি লাভ করিয়া 'অহংগ্রহোপাসনা' (Pantheism)-রূপে পরিণত হইয়াছে। প্রথমে বহু বৃহৎ, শ্রেষ্ঠ বা পূজ্য-বস্তুর দর্শনে বহু-দেবতা-পূজার সূচনা। এই বহ্বীশ্বরবাদ হইতেই ক্রমশঃ নশ্বরবৈচিত্র্যে অবস্থিতিকালে 'অব্যক্তা প্রকৃতিতে লয়' বা 'মায়াবাদ' অর্থাৎ বহু হইতে চরমে কোন একটী চিদারোপিত জড়-নির্ব্বিশিষ্ট অবস্থায় আরোহণ-চেষ্টা জীবহৃদয়ে উৎপন্ন হয়।

আবার, বহু শ্রেষ্ঠ বস্তু বা দেবতাকে পূজ্য-জ্ঞান হইলেও ঐ বহু শ্রেষ্ঠ দেবতা যাঁহাকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পূজ্য জ্ঞান করিয়া পূজা বিধান করেন এবং যিনি অসমোর্দ্ধ, ঋঙ্‌মন্ত্র তাঁহাকেই এই বলিয়া স্তব করিয়া থাকেন (১।২২।২০)—

"ওঁ তদ্‌বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ, দিবীব চক্ষুরাততম্।" অর্থাৎ সূরিগণই সেই বিষ্ণুর পরম নিত্যপদ নিত্যকাল দর্শন বা সেবা করিয়া থাকেন।

ঋক্‌সংহিতায় এরূপ কোন দেবতার উল্লেখ পাওয়া যায় না, যাহা—বিষ্ণুর পরম পদ হইতে শ্রেষ্ঠ। বিভিন্ন দেবতার পূজা, শ্রেষ্ঠ, ধনী, বলবান্, পণ্ডিত, কুলীনের সম্মান অর্থাৎ আমা-হইতে শ্রেষ্ঠ-বস্তুর প্রাপ্য সম্মান-প্রদান—কিছু দোষাবহ কার্য্য নহে; কিন্তু স্বতন্ত্রোপাসনা অর্থাৎ ঐ দেবগণের ভগবদ্দাস্যের বা বৈষ্ণবতার অভাবকে পূজ্য জ্ঞানে পূজা করাই দূষণীয়। উহা-দ্বারা 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' মন্ত্র-প্রতিপাদ্য অদ্বয়-বস্তুর সেবা হয় না, পরন্তু বেদান্তবিরোধী বহ্বীশ্বরবাদ স্বীকৃত হইয়া থাকে মাত্র।

তত্ত্ব-বস্তু—এক ও অদ্বিতীয়; উহাই অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব। সর্ব্বশ্রেষ্ঠতত্ত্ব-বস্তুটী কি, তাহা ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর 'ব্রহ্মসংহিতা'-গ্রন্থ হইতে জগজ্জীবকে শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন—

"ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্॥"

শ্রীব্যাসদেবও পদ্মপুরাণে সেই কথাই কীর্ত্তন করিয়াছেন,—

"বিষ্ণৌ সর্ব্বেশ্বরেশে তদিতরসমধীর্যস্য বা নারকী সঃ।"

যাঁহারা সর্ব্বেশ্বরেশ্বর বিষ্ণুর সহিত তদধীন তত্ত্বকে সমপর্য্যায়ে দর্শন করেন, তাঁহাদের বাস্তবজ্ঞানের অভাব হইয়াছে; কিন্তু বাস্তব অদ্বয় পূজ্যবস্তুর শক্তিমত্তার অভাব হয় নাই; গীতা (৯।২৩)—

"যেঽপ্যন্যদেবতা ভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্॥"

মূল বিষ্ণুব্যতীত অন্যান্য দেবতা সেই অদ্বয়তত্ত্ব-বস্তুর অধীনতত্ত্ব হওয়ায় তাঁহাদিগের প্রতি যে সম্মান দেখান হয়, তাহা ফলতঃ অদ্বয়বস্তুই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন; কিন্তু পূজকের উক্ত কার্য্যটী অবৈধ। সেইরূপ অবৈধকার্য্যের দ্বারা পূজক কখনও মঙ্গল লাভ করিতে পারেন না। সকল বস্তু যাঁহাকে পূজা করিয়া থাকেন, সেই তত্ত্বই অদ্বয়তত্ত্ব শ্রীভগবান্। 'গৃহপতির দ্বারদেশে অবস্থিত ভৃত্যই গৃহপতি'—এইরূপ মনে করিলে গৃহপতির সম্মান সুষ্ঠুরূপে হয় না। ঐরূপ মনে-করা-রূপ ভ্রান্তিটী 'অবিধি'; কিন্তু বস্ত্বন্তরের ধারণার পরিবর্ত্তে পূজ্য-বোধে বাস্তব-বস্তুর পূজা কার্য্যটী কিছু অবিধি নহে।

শ্রীগৌরসুন্দর আমাদিগকে মানদ-ধর্ম্ম সুষ্ঠুভাবে শিক্ষা দিয়াছেন। যদি আমাদের মানদধর্ম্মের অভাব থাকে, তাহা হইলে বাহ্যজগতের বস্তুর কামনা-হেতু হৃদয় মৎসর থাকায় শ্রীহরিকীর্ত্তন জিহ্বাগ্রে উদিত হন না। বৈষ্ণবগণ—নির্ম্মৎসর, তাঁহারা—মানদ; সুতরাং অন্যান্য দেবতা বা জাগতিক শ্রেষ্ঠ বস্তুসমূহের যথোপযুক্ত সম্মান দিতে তাঁহারা কুণ্ঠিত হন না; তাঁহারা কৃষ্ণাধিষ্ঠান জানিয়া সকল দেবতা ও জীবকেই সম্মান দিয়া থাকেন। তবে তাঁহারা কৃষ্ণসম্বন্ধ বাদ দিয়া কাহাকেও সম্মান দিবার পক্ষপাতী নহেন। বাহ্য-জগতের কর্ম্মিগণ এরূপ তাৎকালিক সম্মান প্রদান করিলেও, উহা তাহাদের মৎসর হৃদয়ের সাময়িক উচ্ছ্বাস ও কপটতা-মাত্র।

ঋকের স্তব যদি আমরা বিশেষরূপে লক্ষ্য করি, তবে দেখি যে, "ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্" কথাটী ঋকের মূল কথা। যদিও অন্যান্য দেবগণ বিষ্ণুর সহিত দেব-পর্য্যায়ে গণিত হইয়াছেন, তথাপি বিষ্ণুর তুরীয় পদই 'পরম পদ'; তাহাই সূরিগণের নিত্যসেব্য। আবার, ঐসকল দেবতা পরতত্ত্ব অদ্বয় বিষ্ণুরই বিভিন্ন শক্তি বলিয়া তাঁহাদিগকে দেব-পর্য্যায়ে গণনা করা কিছু অযৌক্তিকও নহে। কিন্তু তাঁহারা কেহই স্বতন্ত্র তত্ত্ব নহেন। আমরা অনেক-সময় মাতাপিতাকে "প্রত্যক্ষ দেবতা" বলিয়া থাকি; অধিকতর শৌর্য্য-বীর্য্যসম্পন্ন ব্যক্তিকে 'দেবতা'-নামে অভিহিত করি. কিন্তু তাঁহারাই কি পরমেশ্বর? তাঁহাদের উপর আর কি কেহ ঈশ্বর

নাই ?—এইরূপ বিচার করিলে দেখিতে পাই যে, তাঁহারা পরমেশ্বর নহেন। তাঁহারা বিষ্ণুর অণ্বংশ-তত্ত্ব ; ভগবানের কোন-কোন গুণ বা বিভূতি বিন্দু-বিন্দু-পরিমাণে প্রাপ্ত হইয়াছেন বলিয়া তাঁহারা আমাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। কিন্তু অসমোর্দ্ধ পরমতত্ত্ব-বস্তুর ন্যায় একচ্ছত্র-শ্রেষ্ঠতা ও স্বাতন্ত্র্য অন্য কাহারও নাই। এইজন্যই বিভিন্ন দেবতা-গণ প্রাকৃত লোকসমূহের দ্বারা তাহাদের জ্ঞানের দৌড় (পরিমাণ ও যোগ্যতানুসারে 'পরমতত্ত্ব' বলিয়া বিবেচিত হইলেও সূরিগণ অর্থাৎ পূর্ণ-প্রজ্ঞব্যক্তিগণ-কর্ত্তৃক বিষ্ণুর তুরীয় পদই 'পরম পদ' বলিয়া সেবিত। তাই পূর্ণপ্রজ্ঞ শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যপাদ প্রাচীনতম বেদমন্ত্ররূপ শব্দপ্রমাণ-দ্বারা বিষ্ণুকেই 'পরতত্ত্ব' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

অন্যান্য অবিকুণ্ঠ ও অব্যাপক বস্তুকে ইন্দ্রিয়সমূহ-দ্বারা দর্শন করিতে করিতে আমাদের এরূপ দুর্ব্বুদ্ধি সঞ্চিত হইয়াছে যে, সেইরূপ ধারণা ও সেইরূপ বুদ্ধি আমরা বৈকুণ্ঠ বা ব্যাপক-বস্তু অর্থাৎ আমাদের অক্ষজ-ধারণার অগম্য অধোক্ষজ বিষ্ণুবস্তুর উপরও প্রয়োগ করিতে ধাবিত হই।

মানুষের শ্রেষ্ঠতা কোথায় ? মানুষ শ্রৌতপথ অর্থাৎ পূর্ব্ব-পূর্ব্ব-মহাজনগণের প্রদর্শিত আচরণের বিষয় শ্রবণ করিতে পারে এবং তদনুসারে জীবন গঠন করিতে সমর্থ হইবার যোগ্যতা লাভ করিতে পারেন। বহু জন্ম-জন্মান্তরের পর জীব সুদুর্ল্লভ অনিত্য অথচ পর-মার্থপ্রদ মানব-জন্ম লাভ করেন। সুতরাং ভগবৎসেবাই যে মানব-জন্মের একমাত্র কৃত্য, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। ভগবজ্‌জ্ঞান লাভ করাই মনুষ্যজীবনের চরম ফল। এই গমনশীল জগতে মানুষ হয় দেবত্বের দিকে অগ্রসর হইবেন, নতুবা পশুত্বের দিকে অধোগতিই হইবেন। ভগবানের সেবার কথা বাদ দিয়া যে 'আমি', —যে 'আমি' নিত্য-ভগবানের নিত্যদাস নহে, সেই নশ্বর 'আমি'র কখনও সুবিধা বা মঙ্গল-লাভ হয় না।

হরিকথার দুর্ভিক্ষ হইতে আমাদিগকে রক্ষা করেন,—এমন বান্ধব কে আছেন ? মনুষ্য-জাতি অহঙ্কারের বশবর্ত্তী হইয়া এতদূর দুর্ব্বিবেকী যে, কুসিদ্ধান্ত-বাক্য-গুলিকে 'সিদ্ধান্ত' বলিয়া প্রচার করিবার দাম্ভিকতা করেন এবং হিতাহিত-বিবেচনার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া আপাতমধুর ইন্দ্রিয়-তর্পণপর কথাকেই বরণ করিয়া নিজের পায়ে নিজেই কুঠারাঘাত করেন। সৎসঙ্গ-প্রভাবে যদি আমরা পশু-স্বভাব ব্যক্তিগণের সঙ্গ হইতে পৃথক্ থাকিবার সুবিধা পাই, তবেই আমাদের মঙ্গলের সম্ভাবনা। মানুষ ঐরূপ অসৎসঙ্গে পতিত হইলে কখনও খুব প্রাকৃত বাহাদুর (!), কখনও বা প্রাকৃত পাগল হইয়া যান, 'যিনি সর্ব্বদা হরিসেবা-তৎপর, তাঁহার সঙ্গ ছাড়া আর অন্য কিছু করিব না, হরিভজনেই মনুষ্যজীবনের সার্থকতা, এবং কাল-বিলম্ব না করিয়া এই মুহূর্ত্ত হইতেই হরিভজন করিতে থাকিব'—এইরূপ দৃঢ় উৎসাহ ও নিশ্চয়তা লইয়া আমা-দিগের মনুষ্যজীবনের চরম-কল্যাণ-সাধনে ব্রতী হওয়া আবশ্যক। আমরা যদি কাল-বিলম্ব করি, তবে অন্য বহির্ম্মুখ অসৎ লোক আমাদের নিকট আসিয়া আমা-দিগকে দুষ্ট পরামর্শ দিবার সুযোগ ও সময় পাইবে। কখনও তাহারা বলিবে,—'শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্', কখনও তাহারা বলিবে,—'স্বদেশের-সেবা করাই পরম-ধর্ম্ম', কখনও বা তাহারা বলিবে,—'যে গ্রামে বাস করিতেছ সেই গ্রামের, সেই গ্রাম্য-দেবতার বা সমাজের মহত্ত্ব বিবর্দ্ধন করাই তোমার ধর্ম্ম।' এইরূপ নানা দেহধর্ম্ম ও মনোধর্ম্মের উপদেশ প্রদান করিয়া তাহারা আমাদের সর্ব্বনাশ সাধন করিবে। তাহাদের মনোহর বাক্য শুনিয়া আমরাও তখন বলিব,—'যখন ঈশ্বর আমাদিগকে কুক্কুর-দন্ত (Canine teeth) প্রদান করিয়াছেন, যখন এত পশু-পক্ষি-মৎস্যাদি জন্তুসমূহ সৃষ্টি করিয়াছেন এবং সেইগুলিকে আমাদের খাদ্য ও শরীর-পুষ্টির উপযোগী করিয়া পাঠাইয়াছেন, তখন আমরা ঐগুলি ভক্ষণ করিয়া আমাদের দেহের পুষ্টি ও আমাদের দেহের সম্পর্কযুক্ত যাবতীয় লোকের দেহের পুষ্টি বিধান করিব ও করাইব এবং ঐ সকলকেই ঈশ্বরনির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য বলিয়া প্রচার করিব।' তখন আমাদের বিচার হইবে,—'যেহেতু আমরা যুবক, সেহেতু আমরা যুবার ধর্ম্ম অবশ্য প্রতিপালন করিব ; যেহেতু

ঈশ্বর আমাদিগকে একাদশ ইন্দ্রিয় প্রদান করিয়াছেন, সেহেতু আমরা তত্তৎ ইন্দ্রিয়দ্বারা ইন্দ্রিয়ভোগ্য যাবতীয় সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া ভোগ করিব, আর আমাদেরই ইন্দ্রিয়বৃত্তির পরিচালন-দ্বারা সুখসুবিধা-ভোগের জন্য—ঈশ্বরের হাত নাই, পা নাই, চক্ষু নাই, নাসিকা নাই, সুতরাং তাঁহাকে 'নিরাকার', 'নির্ব্বিশেষ', 'নির্ব্বিলাস', 'নিরঞ্জন' প্রভৃতি বলিব এবং যত চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও সমগ্র বাহ্যজগতের বিষয়সমূহ, সমস্তই আমাদের ভোগের জন্য প্রস্তুত হইয়াছে! —ইত্যাদি অপরাধময় বিচার জগতে প্রচার করিব।' তখন আমাদের নিত্য-মঙ্গলের পরিপন্থি-ব্যক্তিদিগকেই আমরা 'বন্ধু' বলিয়া বরণ করিব; কারণ, তাঁহারা আমা-দিগের ইন্দ্রিয়তর্পণের অনুকূল কথাগুলি বলিয়া আমাদিগের আপাতমধুর সুখের পথ দেখাইয়া দেন। কিন্তু এই-সকল বন্ধু কতদিন পর্য্যন্ত যথার্থ বন্ধুর কার্য্য করিবেন? তাঁহাদের কতদূর ক্ষমতা বা সামর্থ্য আছে? আমরা কি ঐসকল বন্ধুর স্বরূপ বিচার করিবার বা তলাইয়া দেখিবার একটুও সময় পাই না?

যে-ইন্দ্রিয়সমূহদ্বারা আমরা বাহ্যজগৎ দেখিতেছি, সেই ইন্দ্রিয়সমষ্টিই কি 'আমি'? শ্রীভগবান্ থাকুন বা না থাকুন, তাহাতে আমাদের ক্ষতিবৃদ্ধি নাই, আমরা কিন্তু নিত্যধর্ম্মের আলোচনা ছাড়িয়া দিয়া বর্ত্তমান-কালে দেশ বা সমাজ-শাসন (civic administration) লইয়া ব্যস্ত! আমরা অনেকে ধর্ম্মের নাম করিয়া অধর্ম্মকেই 'ধর্ম্ম' বলিয়া বুঝিয়া রাখিয়াছি—অত্যন্ত নাস্তিক ব্যক্তিকেই 'ধার্ম্মিক' ও ঈশ্বর-বিশ্বাসী মনে করিতেছি — অত্যন্ত বিষ্ণু-বিরোধী ও 'বৈষ্ণবাপরাধী' ব্যক্তিকেই 'পরম-বৈষ্ণব' বলিয়া কল্পনা করিতেছি, 'ভোগা-দেওয়া' কথাকেই 'ধর্ম্মোপদেশ' বলিয়া মনে করিয়াছি—পুণ্য ও পাপের অর্জ্জনের জন্যই নানাবিধ চেষ্টা করিতেছি, — কখনও বা পুণ্য ও পাপ ত্যাগ করিবার চেষ্টার ছল দেখাইয়া নাস্তিক হইয়া পড়িতেছি। (মুণ্ডকে ৩৷৩)—

"যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং
কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্।
তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয়
নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি॥"

শ্রুতি বলেন,—যখন ব্রহ্মযোনিকে অর্থাৎ ব্রহ্ম যাঁহার অঙ্গকান্তি, সেই হেমকান্তি পরমেশ্বর পুরুষোত্তমকে জীব দর্শন করেন, তখন তিনি বিদ্বান্ হন এবং পুণ্য-পাপ-প্রবৃত্তি পরিত্যাগ করেন; তখন তিনি অঞ্জন অর্থাৎ মনোধর্ম্মের মলিনতা হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া, হরিসেবায় নিযুক্ত বলিয়া পরমসাম্য বা শান্তি অবস্থা লাভ করেন; (চৈঃ চঃ মধ্য ২০শ পঃ)—

"কৃষ্ণভক্ত—নিষ্কাম, অতএব শান্ত।
ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধি-কামী, সকলই অশান্ত॥"

মানুষ কি এতই মূর্খ যে, কৃষ্ণভজন ব্যতীত তাহার আর কোন কর্ত্তব্য থাকিতে পারে,—এরূপ বিচার বা কল্পনা করিয়া পরমার্থপ্রদ দুর্ল্লভ মনুষ্যজন্মকে অকাতরে নষ্ট করিতে পারে! জীবের কৃষ্ণভজন ব্যতীত আর কোনও কর্ত্তব্য নাই বা থাকিতে পারে না। এ-বিষয়ে আপনারা কি একবারও বিবেচনা করেন না, একবারও ভাবিয়া দেখেন না একবারও মনুষ্য-নামের সার্থকতা দেখাইতে পারেন না? নিরন্তর হরিভজন করুন—সর্ব্ব-জীবকে হরিভজনে নিযুক্ত করুন,—সকল জীবের চেতন-বৃত্তির নিকট হরিভজন করিবার কথা কীর্ত্তন করুন। সকল জীবের, সকল অজীবের কৃষ্ণপাদপদ্মে অবস্থানই একমাত্র পরিপূর্ণ সার্থকতা। সমস্ত ইতর চেষ্টা পরিহার করিয়া কৃষ্ণ-পাদপদ্মে চেতনের বৃত্তিসমূহ নিযুক্ত করাই আমাদের একমাত্র কর্ত্তব্য। বহু বস্তু কখনও আমাদের পূজ্য হইতে পারে না। সর্ব্বপূজ্যতম বস্তুর প্রভায় ম্লান হইয়া অন্যান্য বস্তুসমূহের স্বতন্ত্রভাবে পূজ্যত্ব আর কল্পিত হইতে পারে না। বিষ্ণুর পদই 'পরম' পদ; তিনিই আমাদের একমাত্র সেবনীয় বস্তু।

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ॥

শাস্ত্র অর্থপ্রদ ও পরমার্থপ্রদ

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]

শাস্ত্র দুই প্রকার, অর্থাৎ অর্থপ্রদ ও পরমার্থপ্রদ। ভূগোল, ইতিহাস, জ্যোতিষ, পদার্থবিদ্যা, মানসবিজ্ঞান, আয়ুর্ব্বেদ, ক্ষুদ্রজীব বিবরণ, গণিত, ভাষাবিদ্যা, ছন্দবিদ্যা, সঙ্গীত, তর্কশাস্ত্র, যোগবিদ্যা, ধর্ম্মশাস্ত্র, দণ্ডবিধি, শিল্প, অস্ত্রবিদ্যা প্রভৃতি সমস্ত বিদ্যাই অর্থপ্রদ শাস্ত্রের অন্তর্গত। যে শাস্ত্র যে বিষয়কে বিশেষরূপে ব্যক্ত করে এবং তদনুযায়ী যে সাক্ষাৎ ফল উৎপন্ন করে, তাহাই তাহার অর্থ। অর্থ সকল পরস্পর সাহায্য করতঃ অবশেষে আত্মার পরম গতি রূপ যে পরম ফল উৎপন্ন করে তাহাই পরমার্থ। যে শাস্ত্রে ঐ পরম ফল প্রাপ্তির আলোচনা আছে, তাহার নাম পারমার্থিক শাস্ত্র।

দেশ বিদেশে অনেক পারমার্থিক শাস্ত্র রচিত হইয়াছে। ভারতবর্ষে ঋষিগণ অনেক দিবস হইতে পরমার্থ বিচার করিয়া অনেক পারমার্থিক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। তন্মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবতই সর্ব্বপ্রধান। ঐ গ্রন্থখানি বৃহৎ, অষ্টাদশ সহস্র শ্লোকবিশিষ্ট। ঐ গ্রন্থে* জগতের সমস্ত তত্ত্বই সর্গ, বিসর্গ, স্থান, পোষণ, উতি, মন্বন্তর কথা, ঈশ কথা, নিরোধ, মুক্তি ও আশ্রয় এই দশটী বিষয় বিচারক্রমে কোন স্থলে সাক্ষাদুপদেশ ও কোনস্থলে ইতিহাস ও অন্যান্য কথা উল্লেখে সমালোচিত হইয়াছে। তন্মধ্যে আশ্রয় তত্ত্বই পরমার্থ। আশ্রয়তত্ত্ব নিতান্ত নিগূঢ় ও অপরিসীম। আশ্রয়তত্ত্ব জীবের পক্ষে স্বতঃসিদ্ধ হইলেও মানবগণের বর্ত্তমান বদ্ধাবস্থায় ঐ অপ্রাকৃত তত্ত্ব স্পষ্টরূপে ব্যক্ত করা কঠিন। এই বিধায় ভাগবতরচয়িতা দশম তত্ত্ব স্পষ্টরূপে বোধগম্য করণাশয়ে পূর্ব্বোলিখিত নয়টী তত্ত্বের আলোচনা করিতে বাধ্য হইয়াছেন †।

এবম্বিধ অপূর্ব্ব গ্রন্থ একাল পর্য্যন্ত উত্তম রূপ ব্যাখ্যাত হয় নাই। স্বদেশস্থ মানবগণকে ভারবাহী ও সারগ্রাহী রূপ দুই ভাগে বিভাগ করা যাইতে পারে। তন্মধ্যে ভারবাহী বিভাগই বৃহৎ। সারগ্রাহী মহোদয়গণের সংখ্যা অল্প। তাঁহারা স্বয়ং শাস্ত্রতাৎপর্য্য গ্রহণ করিয়া নিজ নিজ আত্মার উন্নতি সাধন করেন। এতন্নিবন্ধন শ্রীমদ্ভাগবতের যথার্থ তাৎপর্য্য এ পর্য্যন্ত স্পষ্টরূপে প্রদর্শিত হয় নাই। শ্রীমদ্ভাগবতের সারগ্রাহী অনুবাদ করিবার জন্য আমার নিতান্ত বাসনা ছিল, কিন্তু এবম্বিধ বিপুল গ্রন্থের অনুবাদ করণে আমার অবকাশ নাই। তজ্জন্য সম্প্রতি ঐ গ্রন্থের মূল তাৎপর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক প্রয়োজনীয় বিষয় সকল শ্রীকৃষ্ণসংহিতা গ্রন্থরূপে সংগ্রহ করিলাম। সংগ্রহ করিয়াও সন্তোষ না হওয়ায় তাহাকে বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিলাম। আশা করি পরমার্থতত্ত্ব নিরূপণে এই গ্রন্থখানি বিজ্ঞজনেরা সর্ব্বদা গাঢ়রূপে আলোচনা করিবেন।

* অত্র সর্গঃ বিসর্গশ্চ স্থানং পোষণমূতয়ঃ।
মন্বন্তরেশানুকথা নিরোধো মুক্তিরাশ্রয়ঃ॥ ভাগবতং।

† দশমস্য বিশুদ্ধ্যর্থং নবানামিহ লক্ষণং।
বর্ণয়ন্তি মহাত্মানঃ শ্রুতেনার্থেন চাঞ্জসা॥ ভাগবতং।

আচার্য্য শ্রীরামানুজ ও শ্রীযাদবপ্রকাশ

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজ]

শ্রীরামানুজ সম্প্রদায়ের সুপ্রসিদ্ধ আচার্য্য—শ্রীযামুনাচার্য্য ৯১৬ খৃষ্টাব্দে মাতুরায় ব্রাহ্মণবংশে আবির্ভূত হন। তাঁহার পিতৃদেব শ্রীঈশ্বর মুনি। তাঁহার আবির্ভাবকালে তাঁহার পিতামহ শ্রীনাথমুনি প্রকট ছিলেন। শ্রীঈশ্বরভট্ট আল্‌বর শ্রীনাথমুনির পিতৃদেব। শ্রীঈশ্বর মুনি শ্রীনাথ মুনির পুত্র। ইঁহারা তিনমূর্ত্তিই বীরনারায়ণপুর বাসী ছিলেন। এই স্থানটি চিদাম্বরম্ (চিত্রকূটম্) হইতে ১৫ মাইল দূরে অবস্থিত। শ্রীনাথমুনির পূর্ণনাম—শ্রীরঙ্গনাথ মুনি। এই বীরনারায়ণপুরেই তাঁহাদের গৃহদেবতা মান্নার কয়েল (Mannar Koil) বা মান্নানার—শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীরাজগোপাল জিউর প্রসিদ্ধ মন্দির বিরাজিত। শ্রীযামুনমুনি ১০ বৎসর বয়ঃক্রমকালে পিতৃহীন হন। পিতামহ শ্রীনাথমুনিও সন্ন্যাসগ্রহণ করেন। সুতরাং যামুন বৃদ্ধা পিতামহী ও জননীর নিকট অতিকষ্টে লালিত পালিত হন। কিন্তু শৈশবাবস্থা হইতেই তাঁহার অসামান্য প্রতিভা লক্ষিত হয়। মাত্র ১২ বৎসর বয়সেই তিনি পাণ্ড্যরাজের সভাপণ্ডিত বিদ্বজ্জন কোলাহলকে শাস্ত্রযুদ্ধে পরাজিত করিয়া পাণ্ড্যরাজের অর্দ্ধসিংহাসন লাভ করেন। পরে শ্রীরঙ্গনাথের অশেষ কৃপায় তিনি শ্রীরামমিশ্রের নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া শ্রীযামুনাচার্য্য বা আল্‌বন্দার নামে অভিহিত হন এবং শ্রীরঙ্গমে সমগ্র শ্রীসম্প্রদায়ের সার্ব্বভৌম আচার্য্যপদে অধিষ্ঠিত হন। তাঁহার সংস্কৃত ভাষায় রচিত স্তোত্ররত্নম্, সিদ্ধিত্রয়ম্, আগমপ্রামাণ্যম্ ও গীতার্থসংগ্রহ নামক গ্রন্থচতুষ্টয় শ্রীসম্প্রদায়ে বিশেষভাবে সমাদৃত হইয়া থাকেন।

ঐ আচার্য্যপ্রবর শ্রীযামুনাচার্য্যের শিষ্য নম্বী বা মহাপূর্ণের দুইটি ভগ্নী ছিলেন—তাঁহাদের একজনের নাম—ভূমিপ-পিরাট্টী বা ভূদেবী। অপরজনের নাম—পেরিয়া-পিরাট্টী বা শ্রীদেবী। জ্যেষ্ঠা ভগ্নী ভূদেবীকে আসুরি কেশবপ-পেরুমাল বা আসুরি কেশবাচার্য্য (অর্থাৎ যিনি বহু যাগানুষ্ঠাতা) বিবাহ করেন। মাদ্রাজের নিকট শ্রীপেরেম্বুদুর তাঁহার বাসস্থান। ভূদেবী 'কান্তিমতী' এবং শ্রীদেবী 'দ্যুতিমতী' নামেও অভিহিতা হইতেন। শ্রীদেবীকে বিবাহ করেন—শ্রীকমলনয়ন ভট্ট। তিনি মঝলই মঙ্গলম্ গ্রামে ভট্টমণি বংশে উদ্ভূত। ঐ শ্রীভূদেবীগর্ভেই শ্রীসম্প্রদায়াচার্য্য বিশিষ্টাদ্বৈত মতপ্রবর্ত্তক আচার্য্য শ্রীরামানুজ ৯৩৮ শকাব্দায় ইং ১০১৬ খৃষ্টাব্দে—মতান্তরে ৯৩৯ বা ৯৪০ শকাব্দায় জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীযামুনাচার্য্যশিষ্য তিরুমলয় নম্বী (রামানুজের মাতুল যিনি শ্রীশৈলপূর্ণ নামে খ্যাত) শিশু রামানুজের আবির্ভাব-সংবাদ শুনিবামাত্র তাঁহাকে দর্শনার্থ মাদ্রাজ রেলপথে তিরুবল্লুর স্টেশনের ১০ মাইল দূরবর্ত্তী শ্রীপেরামবুদুর পল্লীতে দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইলেন। তথায় পৌঁছিয়া তিনি বন্ধুবর আসুরীকেশবাচার্য্যকে অত্যুল্লাসে আলিঙ্গন করতঃ এক অপূর্ব্ব দিব্য পুত্ররত্ন লাভ জন্য প্রচুর আনন্দ প্রকাশ করিলেন এবং শিশুতে বিবিধ সুলক্ষণ দেখিয়া ভবিষ্যতে তিনি যে একজন মহাপুরুষ হইবেন, তাহা পুনঃ পুনঃ কহিতে লাগিলেন। তাঁহার নামকরণ করিলেন—লক্ষ্মণদেশিক, কহিলেন—সাক্ষাৎ রামানুজ লক্ষ্মণই এই বালকরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। এই লক্ষ্মণই পরবর্ত্তিকালে শ্রীরামানুজ নামে বিশ্ববিশ্রুত হন।

বালক রামানুজ ক্রমে বাল্যপৌগণ্ডকৈশরাবস্থা অতিক্রম পূর্ব্বক যৌবনাবস্থা প্রাপ্ত হইলেন। বহু বিদ্যা অর্জ্জন করিলেন। বিদ্যাভ্যাসে তাঁহার ক্রমবর্দ্ধমান অনুরাগ। ব্রাহ্মণোচিত যাবতীয় সংস্কারে তিনি সুসংস্কৃত ছিলেন। ষোড়শ বর্ষ বয়সে পিতা তাঁহাকে ব্রহ্মচর্য্য হইতে গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশ করাইলেন। অতঃপর তিনি বেদান্ত অধ্যয়নের জন্য সুপণ্ডিত শিক্ষকান্বেষণার্থ গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। পরে কাঞ্চীপুরম্ বা কাঞ্জিভেরামের নিকট তিরুপ পুটকুঝি নামক স্থানে যাদব প্রকাশ নামক এক বেদান্তের অধ্যাপকের সন্ধান পাইয়া তাঁহার নিকট অন্যান্য ছাত্রের সহিত বেদান্ত অধ্যয়ন

করিতে লাগিলেন। ইনি শাঙ্কর বৈদান্তিক। ইতোমধ্যে কমলনয়নভট্ট মধ্বলই মঙ্গলম্ (বর্ত্তমানে এই স্থানটী কাঞ্জিভেরামের নিকট মধুরমঙ্গলম্ নামে খ্যাত) নামক স্থানে পত্নী শ্রীদেবীর গর্ভে একটি পুত্র সন্তান লাভ করিলেন। তিরুমলই নম্বী এই সংবাদ পাইবামাত্র দ্রুতগতিতে মধুরমঙ্গলম্ গ্রামে কমলনয়নভট্ট গৃহে উপনীত হইলেন এবং শ্রীদেবীর গর্ভজাত সন্তানটিকে দেখিয়া তাঁহার ভাগ্যের প্রশংসা করিতে করিতে খুবই আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। নম্বী বালকের ভাগ্য বিচার করিয়া দেখিলেন—এই বালক অদূর ভবিষ্যতে পরমধার্ম্মিক বিদ্বান্ সংসারবিরক্ত মহাপুরুষ হইবেন। বালকের নাম রাখিলেন—গোবিন্দ। ব্রাহ্মণোচিত যাবতীয় সংস্কারে তাঁহাকে সুসংস্কৃত করা হইল। বিদ্যাও প্রচুর অধ্যয়ন করিলেন। বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে পিতা যথাকালে তাঁহাকে গার্হস্থ্যাশ্রমধর্ম্মে প্রবেশ করাইলেন। মাতৃস্বসাতনয় রামানুজ অধ্যাপক যাদবপ্রকাশ সমীপে বেদান্ত অধ্যয়ন করিতেছেন জানিতে পারিয়া তিনিও অতীব হৃষ্ট চিত্তে ভ্রাতা রামানুজসহ ঐ অধ্যাপক সমীপে বেদান্ত অধ্যয়ন করিতে মনঃস্থ করিলেন।

অধ্যাপকের অধ্যাপনা চলিতেছে। একদিন অধ্যাপক তৈত্তিরীয় (২।১।৬) উপনিষদুক্ত 'সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম' (অর্থাৎ সত্যস্বরূপ, চিন্ময় অসীমতত্ত্বই ব্রহ্ম) বাক্য ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বলিতে লাগিলেন—সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত—এই সমস্ত গুণ যুগপৎ ব্রহ্মে থাকিতে পারে না। দৃষ্টান্ত দেখাইলেন—একটি গাভীর ভগ্নশৃঙ্গতা, শৃঙ্গশূন্যতা এবং সম্যক্ শৃঙ্গযুক্ততা কখনই একই সময়ে সংঘটিত হইতে পারে না। তদ্রূপ ব্রহ্মও একই সময়ে নানাবিধ গুণসম্পন্ন হইতে পারেন না। সুতরাং গুণসমূহ উক্ত ব্রহ্ম যুক্তিবিরুদ্ধ। অর্থাৎ ব্রহ্ম নির্গুণ, ইহাই তাঁহাদের প্রতিপাদ্য। শ্রীরামানুজ এই ব্যাখ্যার প্রতিবাদ করিয়া কহিলেন—ব্রহ্ম যখন সত্যস্বরূপ, তখন তাঁহাকে গুণরহিত বলিতে গেলে তাঁহাকে একটি অবাস্তব বস্তু বা সত্তা বা অস্তিত্ববিহীন তত্ত্ববিশেষ (nonentity) রূপে প্রতিপাদন করিতে হয়। ব্রহ্মের সত্তা বা অস্তিত্ব স্বীকার করিতে গেলেই তাঁহার গুণ স্বীকার করিতেই হইবে। গুণহীনব্রহ্মের কোন অস্তিত্বই থাকিতে পারে না, তিনি অসত্য হইয়া পড়েন। বস্তুর সত্তা স্বীকার করিতেই হইবে। বিশেষতঃ সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত—এই গুণত্রয় পরস্পরে অসমঞ্জস অসঙ্গত বা বিরুদ্ধ তত্ত্ব (inconsistent) নহে। আলোক এবং অন্ধকারের যুগপৎ অস্তিত্ব অবশ্যই অস্বীকার্য্য। কিন্তু ব্রহ্ম সত্য—এই শ্রুতিবাক্যে ব্রহ্মের নিত্যকালীয় সত্তা স্বীকৃত হইতেছে। 'জ্ঞান' বলিতে ব্রহ্মের নিত্য চেতনতা বা চিন্ময়ত্ব স্বীকৃত হইতেছে, তাহা না হইলে ব্রহ্ম একটি চেতনতাশূন্য জড়বস্তু রূপে প্রতিপন্ন হইয়া পড়েন। সুতরাং জ্ঞান ব্রহ্মের অবিচ্ছেদ্য স্বরূপ। ব্রহ্ম অচিৎ বা অজ্ঞান নহেন। তিনি জ্ঞান অর্থাৎ অপ্রাকৃত দিব্য চিন্ময় তত্ত্ব স্বরূপ। অতঃপর তৃতীয়তঃ ব্রহ্মকে অনন্ত বা অসীমতত্ত্ব বলা হইয়াছে। তাঁহার সত্তা—সত্যতা বা চেতনতা মানবের অক্ষজ বা ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান-গণ্ডীর অন্তর্ভুক্ত একটি সীমিত তত্ত্ববিশেষ নহেন, তিনি অধোক্ষজ—অতীন্দ্রিয়—অসীম—কুণ্ঠধর্ম্মাতীত। সুতরাং ব্রহ্ম নিত্য সত্য, নিত্য জ্ঞান-চিৎ, চৈতন্য বা চিন্ময় স্বরূপ বিশিষ্ট ও অসীম অর্থাৎ প্রাকৃত স্থান (Space), কাল বা আকৃতি (mode) প্রভৃতি দ্বারা সীমাবিশিষ্ট কোন বদ্ধ (Conditioned) জড়তত্ত্ববিশেষ নহেন। অতএব ব্রহ্মের সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত গুণত্রয় পরস্পরে সম্বন্ধযুক্ত সুসংবদ্ধ—কোন অসংবদ্ধ তত্ত্ববিশেষ নহেন। যেমন কোন পুষ্পের রক্তবর্ণত্ব, কোমলত্ব ও সুগন্ধিত্ব প্রভৃতি গুণ যুগপৎ সামঞ্জস্যযুক্ত, তদ্রূপ ব্রহ্মের সত্যাদি গুণ পরস্পরে সুসমঞ্জসভাবে সুসংবদ্ধ, গাভীর শৃঙ্গ দৃষ্টান্ত এইস্থলে কোনক্রমেই যুক্তিসঙ্গত হয় না। বরং পূর্ব্বোক্ত পুষ্পের দৃষ্টান্ত বা সূর্য্যের আলোক ও উত্তাপ যুগপৎ বিদ্যমানতার দৃষ্টান্ত কিয়ৎপরিমাণে যুক্তিযুক্ত হইতে পারে। সুতরাং অনন্ত কল্যাণগুণবারিধি অনন্ত অপ্রাকৃত গুণসম্পন্ন ব্রহ্মকে নির্গুণরূপে প্রতিপাদন কখনও সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম—শ্রুতির প্রতিপাদ্য বা লক্ষীভূত বিষয় হইতে পারে না বরং শ্রুতির বিপরীতার্থবোধক হইয়া পড়ে। নির্গুণ বলিতে প্রাকৃতগুণ শূন্যতা বটে, কিন্তু তিনি

অনন্ত অপ্রাকৃত গুণসম্পন্ন। অধ্যাপক যাদবপ্রকাশ শ্রীরামানুজের এই প্রকার কেবলাদ্বৈতবাদবিধ্বংসী অকাট্য-যুক্তিসঙ্গত বাক্য শ্রবণে মনে মনে স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। বাহিরে একটু ঘৃণাসূচক ভাবের সহিত 'তুমি আমার সহিত তর্কে প্রবৃত্ত হইতেছ?' এইটুকু মাত্র বলিয়া নিস্তব্ধ হইলেন।

আর একদিবস শিষ্য শ্রীরামানুজ অধ্যাপক গুরু যাদবপ্রকাশের অঙ্গে তৈলমর্দ্দন সেবা করিতেছেন। এমন সময়ে গুরু যাদবপ্রকাশ শিষ্য রামানুজসমীপে ছান্দোগ্য উপনিষদ্ হইতে 'আদিত্যমণ্ডলমধ্যে যে হিরণ্ময় পুরুষ দৃষ্ট হন, তাঁহার নখাগ্র হইতে সমস্তই স্বর্ণের ন্যায় সমুজ্জ্বল (ছাঃ ১।৬।৬), 'তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় রক্তবর্ণ পুণ্ডরীক বা পদ্মসদৃশ' (ছাঃ ১।৬।৭) অর্থাৎ 'তস্য যথা কপ্যাসং পুণ্ডরীকমেবমক্ষিণী' ইহার পরবর্ত্তী অংশ—'তস্যোদিতি নাম, স এষ সর্ব্বেভ্যঃ পাপ্‌মভ্যঃ উদিতঃ উদেতি হ বৈ সর্ব্বেভ্যঃ পাপ্‌মভ্যো য এবং বেদ॥' (ছাঃ ১।৬।৭)। এই সমগ্র শ্রুতিবাক্যের অর্থ—'সেই পুরুষের চক্ষুর্দ্বয় রক্তবর্ণ পদ্মসদৃশ, তাঁহার নাম উৎ, কারণ সেই এই পুরুষ সমস্ত পাপ হইতে উৎ+ইত= উদিত বা উত্তীর্ণ। যিনি তাঁহাকে এইরূপে জানেন, তিনিও সমস্ত পাপ হইতে উত্তীর্ণ হন।"

উক্ত শ্রুতিবাক্যের আচার্য্য শঙ্করকৃত ভাষ্য এইরূপঃ—

"তস্যৈবং সর্ব্বতঃ সুবর্ণবর্ণস্যাপ্যক্ষ্ণোর্ব্বিশেষঃ। কথম্? তস্য যথা কপের্ম্মর্কটস্যাসঃ কপ্যাসঃ। আসেরুপবেশনার্থস্য করণে ঘঞ্; কপিপৃষ্ঠান্তো যেনোপবিশতি। কপ্যাস ইব পুণ্ডরীকমত্যন্ততেজস্বি এবমস্য দেবস্যাক্ষিণী" ইত্যাদি।

অর্থাৎ "এইরূপে জ্যোতির্ম্ময় সেই ভগবানের সর্ব্বাঙ্গই সুবর্ণময় হইলেও চক্ষুর বৈশিষ্ট্য আছে—যেমন বানরের অন্যান্য অঙ্গ অপেক্ষা পৃষ্ঠপ্রান্তভাগ অর্থাৎ যাহা দ্বারা বানর উপবেশন করে, সেই লাঙ্গুলের নিম্নভাগ যেরূপ, তাঁহার চক্ষু দুইটি সেইরূপ পুণ্ডরীকের মত অতি তেজস্বী, তাহা দ্বারা তিনি সবই দেখিতে পান।"

আচার্য্য যাদবপ্রকাশ ঐ শ্রুতিবাক্যের শাঙ্করভাষ্যানুরূপ ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে শ্রীভগবানের পরমসুন্দর চক্ষুর সহিত বানরের পশ্চাদ্দেশের তুলনা করিলে রামানুজ অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন। তাঁহার চক্ষু হইতে কএক-বিন্দু উষ্ণ অশ্রু আচার্য্যের অঙ্গে পতিত হইলে আচার্য্য চমকিত হইয়া রামানুজের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন—রামানুজ সজলনেত্র, বিষন্ন বদন। জিজ্ঞাসা করিলেন—একি রামানুজ, তুমি কি অন্তরে খুব বেদনা অনুভব করিতেছ? রামানুজ উত্তর দিলেন—হাঁ গুরুদেব। আপনার 'কপ্যাসং' শব্দের সম্পূর্ণ বিকৃতার্থ আমার হৃদয়কে অত্যন্ত ব্যথা প্রদান করিয়াছে। গুরু ক্রোধভরে বলিয়া উঠিলেন—তাহা হইলে তোমার ব্যাখ্যাটি কি? তখন রামানুজ কহিতে লাগিলেন—আপনি কি দেখিতে পাইতেছেন না—'ক' শব্দের অর্থ জল। কং পিবতি ইতি কপিঃ অর্থাৎ জল পান করেন বা শোষণ করেন, এই অর্থে 'কপি' শব্দার্থ সূর্য্য। অস' ধাতু বিকসনে, ন তু উপবেশনে। সুতরাং 'আস' শব্দে বিকশিত বা প্রস্ফুটিত এইরূপ অর্থ। পুণ্ডরীক অর্থে পদ্ম। সুতরাং সেই আদিত্যমণ্ডল মধ্যবর্ত্তী শ্রীভগবান্ বিষ্ণুর চক্ষুর্দ্বয় সূর্য্যবিকসিত পদ্মের ন্যায় পরম সুন্দর—এই অর্থই অতীব সমীচীন। সূর্য্য পদ্মিনী নায়ক এবং চন্দ্র কুমুদিনীনায়করূপেই প্রসিদ্ধ। আচার্য্য শঙ্কর সাক্ষাৎ শঙ্করাবতার তিনি যে কপ্যাস' শব্দের 'সূর্য্যবিকসিত' এইরূপ অর্থ জানেন না তাহা নহে, কিন্তু লোকবঞ্চনার্থই তিনি ঐরূপ অশ্লীল দৃষ্টান্ত অবতারণা করিয়াছেন। শ্রীভগবানের ব্যক্তিত্ব অস্বীকার করতঃ নির্ব্বিশেষবাদ স্থাপনার্থই তাঁহার অন্তর্গত উদ্দেশ্য। গুরু যাদবপ্রকাশ শিষ্য রামানুজের অকাট্যযুক্তিসঙ্গত মায়াবাদ বিধ্বংসী ব্যাখ্যা শ্রবণে অত্যন্ত ক্রোধোদ্দীপ্ত হইয়া বলিতে লাগিলেন—"উদ্ধত বালক, তুমি যদি আমার শিক্ষা বহুমানন না করিতে পার, তাহা হইলে তোমার আর আমার নিকট বিদ্যাভ্যাস করিবার প্রয়োজন নাই, আমাকে ত্যাগ করাই ভাল।" রামানুজ ইহার উত্তরে কিছুই না বলিয়া যথোচিত বিনয়সহকারে উঠিয়া গেলেন।

এদিকে যাদবপ্রকাশ শ্রীরামানুজের অলৌকিক প্রতিভা, ঐশ্বরিক ক্ষমতা, শাস্ত্রবিচারনৈপুণ্যাদি বিচার করিয়া

স্থির করিলেন—'এই বালক ভবিষ্যতে কেবলাদ্বৈতবাদের একজন মহাশত্রু হইবে, তাঁহারও প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিয়া বৈদান্তিক জগতে তাঁহার যাবতীয় খ্যাতি সমস্তই নষ্ট করিয়া দিবে, সুতরাং ইঁহাকে এজগৎ হইতে যে কোন উপায়ে হউক সরাইতেই হইবে।' এইপ্রকার অতি হীন মাৎসর্য্যের বশবর্ত্তী হইয়া তিনি তাঁহার মতানুবর্ত্তী শিষ্যগণকে ডাকাইলেন এবং নানাপ্রকার জল্পনা কল্পনার পর স্থির করিলেন—'রামানুজের সহিত এখন সকলেই প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার করিয়া তাহার বিশ্বাস উৎপাদন করতঃ কএকদিন পরে তাহাকে লইয়া সকলেই তীর্থভ্রমণে তীর্থরাজ বারাণসীতে যাইবেন, তথায় উত্তর বাহিনী গঙ্গার মণিকর্ণিকা ঘাটে তাহাকে (রামানুজকে) জলে ডুবাইয়া মারিয়া ফেলিবেন।' এই নারকীয় ষড়যন্ত্র অনুসারে যাদবপ্রকাশের পক্ষাবলম্বী ছাত্রগণ রামানুজের সহিত খুব প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার করিতে লাগিল। কএকদিন পরে তৎসহ তীর্থযাত্রাচ্ছলে বারাণসী যাত্রা করিল। শ্রীভগবদিচ্ছায় শ্রীরামানুজের মাতৃস্বস্রেয় (মাতৃস্বসা তনয় বা মাসতুতো ভাই) গোবিন্দ ভট্টও ঐসহ ছিলেন। তিনি যাদবপ্রকাশের কূটচক্রান্ত কোনপ্রকারে জানিয়া ফেলিয়াছিলেন। অন্যান্য ছাত্রও গোবিন্দকে মনে মনে সন্দেহের চক্ষে দেখিত এবং গোবিন্দ যাহাতে রামানুজের সহিত কোন নিভৃত আলাপ করিতে না পারেন তদ্বিষয়ে তাঁহার উপর খুব তীব্র দৃষ্টি রাখিত এবং তাঁহাকে নানা কৌশলে রামানুজের নিকট হইতে সর্ব্বদা দূরে দূরে রাখিবার চেষ্টা করিত। যাহা হউক এই ভাবে তীর্থযাত্রিগণ ক্রমশঃ বিন্ধ্যপর্ব্বতে আসিয়া পড়িয়াছেন। সঙ্গের যাত্রিগণ একটু অগ্রগামী হইয়াছেন, রামানুজ একটু পিছনে পড়িয়াছেন, দৈবক্রমে তাঁহার একটু শৌচে যাইবার প্রয়োজন হইল, ইত্যবসরে গোবিন্দও কিভাবে পিছনে রামানুজের সহিত ক্ষণকালের জন্য একটু নিভৃত আলাপ করিবার সুযোগ পাইয়া ভ্রাতা রামানুজকে অতি সংক্ষেপে যাদবপ্রকাশের সমস্ত কূট চক্রান্ত প্রকাশ করিলেন এবং রামানুজকে অবিলম্বে ঐসকল বিষকুম্ভ পয়োমুখ সঙ্গিগণের দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ করিবার পরামর্শ দিয়া দ্রুতগতি অগ্রগামী দলের সহিত মিশিলেন।

এদিকে শ্রীরামানুজ ভ্রাতা গোবিন্দের নিকট যাদবপ্রকাশ ও তদনুগ ছাত্রগণের দারুণ ষড়যন্ত্রের ইঙ্গিত পাইবামাত্র প্রসিদ্ধ পথ ছাড়িয়া দিয়া গভীর জঙ্গলের মধ্য দিয়া চলিতে লাগিলেন। তাঁহার চরণতল ক্ষতবিক্ষত হইয়া গেল, রুধির ধারা নির্গত হইতে লাগিল। সূর্য্যের প্রখর তাপে সন্তপ্ত, ক্ষুধায় তৃষ্ণায় অত্যন্ত কাতর, চলচ্ছক্তিরহিত প্রায়, অতীব ক্লান্ত শ্রান্ত নিঃসহায়, নিরাশ্রয়, কোথায় যাই, কি করি—এইপ্রকার অবস্থায় কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়। এমন সময় সহসা তিনি এক ব্যাধদম্পতির সাক্ষাৎকার পাইলেন এবং ভাবিলেন—শ্রীভগবান্‌ই বোধ হয় এই নিবিড় অরণ্য মধ্যে দুর্গমস্থানে তাঁহাদের রূপ ধরিয়া তাঁহাকে দেখা দিলেন। যাহা হউক রামানুজ তাঁহাদের পরিচয় এবং তাঁহারা কোথায় যাইতেছেন জানিতে চাহিলেন। তাঁহারা বলিলেন—আমরা ব্যাধ, উত্তরপ্রদেশে অবস্থিত সিদ্ধাশ্রম হইতে আসিতেছি, ক্রমশঃ দক্ষিণদিক্‌স্থ সত্যব্রতক্ষেত্রে (কঞ্জিভিরাম্ বা কাঞ্চীপুরম্ পৌরাণিক নাম) যাইতেছি। রামানুজ তাঁহাদিগকে বিনয়নম্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আমি কি সেই পবিত্র মন্দির দর্শনার্থ আপনাদের অনুগমন করিতে পারি?' তাঁহারা খুব হৃষ্টচিত্তে রামানুজকে তাঁহাদের অনুগমন করিতে বলিলেন। রামানুজ অতিকষ্টে তাঁহাদের অনুগমন করিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ বিন্ধ্যপর্ব্বত অদৃশ্য হইল এবং সূর্য্যও অস্তাচলে গমন করিতেছেন। শ্রীরামানুজ সন্ধ্যায় তাঁহার সন্ধ্যাহ্নিক ও স্তবস্তুতি পাঠাদি সমাপ্ত করিলেন। অন্ধকার ক্রমশঃ ঘনীভূত হইতে লাগিল। তাঁহারা তিনজনেই একটি বৃহৎ বৃক্ষতলে উপবিষ্ট হইলেন এবং ক্রমশঃ গভীর নিদ্রাভিভূত হইলেন। এদিকে ব্যাধের স্ত্রী তাঁহার স্বামীকে বলিতেছেন, 'প্রিয়তম, আমি বড় তৃষ্ণার্ত্ত, আমাকে একটু পানীয় জল আনিয়া দিতে পার?' ব্যাধ তদুত্তরে বলিতেছেন—'প্রিয়ে একটু অপেক্ষা কর, এখন প্রভাত হইয়া আসিতেছে, আমি তোমাকে সুশীতল ও স্বচ্ছজলপূর্ণ একটি সুন্দর পুষ্করিণী দেখাইয়া দিতেছি।' রামানুজের কর্ণকুহরে ব্যাধদম্পতির এই

কথোপকথন প্রবিষ্ট হইলে রামানুজ চিন্তা করিতে লাগিলেন — আহা এই পরমদয়ার্দ্রহৃদয় ব্যাধপত্নী তৃষ্ণার্ত্তা আমার যদি শক্তি থাকিত, আমি এই সকরুণ ব্যাধদম্পতির একটু সেবা করিতে পারিলে নিজেকে কৃতকৃতার্থ মনে করিতাম, কিন্তু আমি যে অজানা অচেনা স্থানে। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে রামানুজ পুনরায় তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়িলেন।

রাত্রি প্রভাত হইয়াছে, প্রাতঃকালীন মৃদুমন্দ সমীরণ প্রবাহিত হইতেছে। শ্রীরামানুজের নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি হৃদয়ে ভগবচ্চিন্তা করিতে করিতে প্রাতঃকালীন স্তব-স্তুত্যাদি পাঠ করিতে লাগিলেন। অতঃপর তিনি পুনরায় যাত্রা আরম্ভ করিবার জন্য তাঁহার পথপ্রদর্শক-দ্বয়ের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে গিয়া তাঁহাদিগকে আর দেখিতে পাইলেন না। তিনি উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে ডাকিতে চারিদিকে তাঁহাদের অনুসন্ধান করিতে লাগি-লেন, কোথায়ও তাঁহাদের আর দর্শন পাইলেন না। অতঃপর তিনি ভয়ে ভয়ে কএকপদ অগ্রসর হইলেন বটে, কিন্তু কোথায় যাইতেছেন কিছুই বুঝিতে পারি-লেন না। এতক্ষণে সূর্য্য পূর্ব্বাকাশে উদিত হইয়াছেন। রামানুজ চারিদিকে তাকাইতে লাগিলেন, লোককোলা-হল কর্ণে গেল। আর একটু অগ্রসর হইয়া দেখিলেন একটি সুন্দর পুষ্করিণী, তাহার চতুর্দ্দিকে সুন্দর ফুল ও ফলের বাগান। তথায় অনেকগুলি লোক দাঁড়াইয়া আছে, দেখিলেন। আপন মনে বলিতে লাগিলেন— আহা! গতকল্য কি দিনই না গিয়াছে, আর আজ কি সুন্দর দিন। আচ্ছা এটি কোন্ দেশ? নিকটে কি কোন সহর আছে? লোকে তাঁহার দিকে বিস্ময়ের সহিত তাকাইয়া বলিতে লাগিলেন—তুমি কি তোমার সম্মুখে ঐ পরমোজ্জ্বল পুণ্যকোটি বিমানম্ দেখিতে পাইতেছ না? এই কথায় চমকিত হইয়া রামানুজ উপরের দিকে তাকাইতেই দেখিলেন কাঞ্চীপুরমের পরম পূজ্য শ্রীশ্রীবরদরাজের শ্রীমন্দিরের বিশাল গোপুরম্। তিনি যুগপৎ আনন্দে ও বিস্ময়ে হতভম্ব হইয়া পড়িলেন। তিনি তখন ভক্তিগদ্‌গদ চিত্তে চিন্তা করিতে লাগিলেন, আচ্ছা আমার গতকল্যকার পথপ্রদর্শক সেই ব্যাধদম্পতি —আমার পরমারাধ্য পরমকরুণাময় স্বয়ং শ্রীশ্রীলক্ষ্মী-নারায়ণ ভিন্ন আর কেহই নহেন। তিনি একরাত্রে আমাকে সেই বিন্ধ্যপর্ব্বত হইতে সহস্র মাইল দূরে শ্রীবরদরাজের পাদপদ্মে আনিয়া দিলেন। অহো তাঁহার দয়ার আর সীমা নাই। দীন হীন আর্ত্তজনের প্রতি তিনি এই-রূপেই অহৈতুকী কৃপা বিতরণ করিয়া থাকেন! রামানুজ ভক্তিরসে আপ্লুত হইয়া বারম্বার ভগবৎ পাদপদ্মে প্রণতি জ্ঞাপন করিতে লাগিলেন। যাদবপ্রকাশাদির প্রতি অপচিকীর্ষা এবং দারুণ পথ ক্লেশাদির কথা আর তাঁহার চিত্তে বেদনাদায়ক হইল না। তিনি ভক্তিরসামৃত-সমুদ্রে নিমজ্জিত হইয়া রহিলেন। সেই দিন হইতে সেই পরম পবিত্র পুষ্করিণী হইতে তিনি প্রত্যহ বরদ-রাজের অভিষেকের জন্য জল বহন করিয়া লইয়া যাইতেন। ভক্তবৎসল ভগবান্ তাঁহার ভক্তকে প্রথমে দুঃখ সহাইয়া পরে এই ভাবেই তাঁহার অফুরন্ত বাৎসল্য প্রদর্শন করিয়া থাকেন। লীলাময় শ্রীভগবানের লীলা-রহস্যও অতীব দুরবগাহ। এই মায়াবাদগুরু যাদব-প্রকাশ আবার পরবর্ত্তিসময়ে শ্রীরামানুজের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া ছিলেন। [শ্রীশ্রীরামানুজের জীবনভাগবত আমরা ক্রমশঃ আরও আলোচনা করিবার ইচ্ছা পোষণ করিতেছি। প্রবন্ধ বিস্তার ভয়ে অদ্য এখানেই সমাপ্ত করা হইল।]
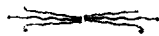
কানাডায় (উত্তর আমেরিকায়) শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার

মণ্ট্রিয়ালস্থ ম্যাকগিল ইউনিভারসিটির ধর্ম্মবিষয়ক গবেষণাকক্ষে শ্রীমন্মঙ্গল মহারাজ

ধর্ম্মশিক্ষা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক মিঃ ষ্টিবেনশন ও প্রফেসর ক্যাথারিন ইয়ং এর
সহিত দেড়ঘণ্টাকাল কথোপকথনের সংক্ষেপ তর্জ্জমা

তাং ১৫ই এপ্রিল ১৯৮২ ; সময় বেলা ২-৩০ মিঃ হইতে ৪ টা পর্য্যন্ত

শ্রীমন্মঙ্গল মহারাজ প্রসঙ্গক্রমে বলেন,—

"জ্ঞানময় জগতেই জ্ঞান বিকাশ লাভ করে। ইহাই স্বভাবসিদ্ধ। জড়জগৎ স্বভাবতঃই অজ্ঞানময়। তন্মধ্যে জ্ঞানের কোন উপাদান (Component) নাই। তজ্জন্য জড়াধারে জ্ঞান প্রতিফলিত হইলেও তথায় আধারিভূত (absorbed) হয় না। জড়জগতে প্রতিফলিত জ্ঞানকে আদ্যন্তযুক্ত বিচার করিয়া বদ্ধজীবকুল বিবর্ত্তগ্রস্ত হইলেও মুক্তপুরুষের মুক্তদৃষ্টিতে তাহা আদ্যন্তরহিত, দেশকালাতীত বা জড়াতীত ও শুদ্ধ।"

"ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচি-
ন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥" —গীঃ ২।২০

(এই আত্মা কখনও জন্মে না বা কখনও মরে না। অথবা পুনঃ পুনঃ তাহার উৎপত্তি বৃদ্ধি হয় না। কারণ আত্মা জন্মরহিত, নিত্য, অপক্ষয়রহিত অর্থাৎ নিত্য নবীন অথচ পুরাতন ; জন্ম-মরণশীল শরীর বিনষ্ট হইলেও আত্মার বিনাশ নাই।)

"নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ॥
অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ।
নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ॥"
—গীঃ ২।২৩-২৪

(এই আত্মাকে শস্ত্রাদি ছেদন করিতে পারে না ; অগ্নি দগ্ধ করিতে পারে না ; জল সিক্ত করিতে পারে না ; এবং বায়ু ইহাকে শুষ্ক করিতে পারে না। এই জীবাত্মা অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য এবং অশোষ্য। ইনি নিত্য, সর্ব্বত্রগামী, স্থির ও অবিচলিত এবং সনাতন অর্থাৎ সদা বিদ্যমান।)

"ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥"
—গীঃ ৭।৪-৫

(ক্ষিতি, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার এই প্রকারে আমার এই মায়াশক্তি অষ্টধা বিভক্ত। হে মহাবীর অর্জ্জুন! এই বহিরঙ্গা নামক প্রকৃতি নিকৃষ্টা, কিন্তু ইহা হইতে ভিন্ন জীবস্বরূপ আমার তটস্থা শক্তিকে উৎকৃষ্টা বলিয়া জানিবে। যে চেতনাশক্তিদ্বারা এই জগৎ নিজ নিজ কর্ম্ম দ্বারা ভোগার্থ গৃহীত হইয়া থাকে। আমার অন্তরঙ্গা শক্তি নিঃসৃত চিজ্জগৎ ও বহিরঙ্গা শক্তি-নিঃসৃত জড় জগৎ, এই উভয় জগতের মধ্যবর্ত্তী বা উপযোগী বলিয়া এই জীবশক্তিকে তটস্থাশক্তি বলা যায়।)

মহাজনোক্তিতে আমরা পাই—

"মনরে, কেন মিছে ভজিছ অসার।
ভূতময় এ-সংসার, জীবের পক্ষেতে ছার,
অমঙ্গল সমুদ্র, অপার॥
ভূতাতীত শুদ্ধজীব, নিরঞ্জন সদা শিব,
মায়াতীত প্রেমের আধার।
তব শুদ্ধসত্ত্ব তাই, এ জড়জগতে ভাই,
কেন মুগ্ধ হও বার বার॥
ফিরে দেখ একবার, আত্মা অমৃতের ধার,
তাতে বুদ্ধি উচিত তোমার।"
—ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ

অতএব আমরা যদি চিৎকণ জীবতত্ত্বে নিজদিগকে বিচার করিতে পারি, তবে আর কালবিলম্ব না করিয়া এই মুহূর্ত্ত হইতেই অদ্বয়-জ্ঞান তত্ত্বের অনুশীলনে যত্নবান হইব। তাহাতেই আমাদের পরম সুখ, পরাশান্তি লাভ হইবে এবং সর্ব্ববিধ সৌভাগ্য ও পবিত্রতাদি সদ্‌গুণাবলীর প্রকাশ হইবে। আমরা জয়যুক্ত হইব। এই অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব জৈবজগতে পরম আকর্ষণীয় বস্তু। বেদানুগ শাস্ত্রসমুচ্চয়ে তিনি 'কৃষ্ণ' নামে পরিচিত। শাস্ত্রশিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবতশাস্ত্র তাঁহার পরিচয়ে "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্" শব্দ প্রয়োগ করতঃ এমনকি রাম, নৃসিংহ, বরাহ, বামনাদি অসংখ্য ভগবদবতারগণ হইতেও তাঁহাকে 'অচিন্ত্যভেদাভেদ' সিদ্ধান্তাবলম্বনে পৃথক্ করতঃ তাঁহার অসমোর্দ্ধত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। ব্যাপ্ত্যর্থে প্রয়োগের দরুণ কৃষ্ণনামই কৃষ্ণরূপ, কৃষ্ণগুণ, কৃষ্ণলীলা, কৃষ্ণপরিকর ও কৃষ্ণধামাদি চিদ্বিলাসযুক্ত। তজ্জন্য জিহ্বায় কৃষ্ণশব্দের স্পন্দন অত্যাবশ্যক। জিহ্বায় কৃষ্ণস্পন্দনই বস্তুতঃ কৃষ্ণকীর্ত্তন। বহুব্যক্তির একত্র মিলনে উচ্চ কীর্ত্তনের নামই সঙ্কীর্ত্তন। জৈব জগতের সর্ব্ব সুমঙ্গল উহাতেই সুসংরক্ষিত।

দেড়ঘণ্টাকাল আলাপনান্তে ধর্ম্মবিভাগের প্রধান অধ্যাপক মিঃ স্টিবেনশন্ প্রসন্নচিত্তে মন্তব্য করিলেন —বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ধর্ম্মবিষয়ের একটা তুলনামূলক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা অতীব বাঞ্ছিত।

প্রফেসর ক্যাথারিন ইয়ং ভারতের বৈধব্যদশাগ্রস্ত মহিলাগণের প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপন করতঃ তাঁহাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপের জন্য ভারতীয় মনীষিগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন।

স্বরচিত শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ও তাঁহার প্রেমধর্ম্ম "Sree Chaitanya Mahaprabhu and His Divine love" পুস্তিকাগুলি তাঁহাদের হস্তে প্রদত্ত হইলে তাঁহারা প্রসন্নতাসহকারে বলেন—"আমরা ভারতবর্ষে গমন করিলে অবশ্যই আপনাদের মঠ পরিদর্শন করিব।"

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পঞ্চশতবর্ষ আবির্ভাব উদযাপন সমিতি কর্ত্তৃক আয়োজিত ধর্ম্মসভা ও উত্তর কালীনগর নামযজ্ঞ সমিতি কর্ত্তৃক আয়োজিত শ্রীহরিনাম-সংকীর্ত্তন

গত ১৪ই জ্যৈষ্ঠ (১৩৮৯), ইং ২৯শে মে (১৯৮২) শনিবার বেলা ১ ঘটিকায় কৃষ্ণনগর শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠরক্ষক ও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পঞ্চশতবর্ষ আবির্ভাব উদ্‌যাপন সমিতির সহ-সভাপতি ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজের নেতৃত্বে এক বিরাট্ নগরসংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা উত্তর কালীনগর মন্দির প্রাঙ্গণ হইতে বাহির হইয়া কৃষ্ণনগর সহরের বিভিন্ন রাস্তা পরিক্রমা করতঃ মন্দিরপ্রাঙ্গণে ফিরিয়া আসেন। উক্ত নগরসংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রায় বহুলোকের সমাগম হইয়াছিল। বেলা তিন ঘটিকায় উক্ত শ্রীপাদ দামোদর মহারাজ সভামণ্ডপে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন। বেলা ৫ ঘটিকায় শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর পঞ্চশতবর্ষ আবির্ভাব উদ্‌যাপন সমিতি কর্ত্তৃক আয়োজিত ধর্ম্মসভায় ও উত্তর কালীনগর নামযজ্ঞ সমিতি কর্ত্তৃক আয়োজিত ধর্ম্মসভায় শ্রীচৈতন্যদেব প্রবর্ত্তিত প্রেমধর্ম্মের সার্ব্বজনীনত্ব সম্বন্ধে ভাষণ দেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ এবং শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সম্বন্ধে ভাষণ দেন মূল শ্রীনবদ্বীপ কার্য্যকরী সমিতির সভাপতি প্রভুপাদ শ্রীনিমাইচাঁদ গোস্বামী মহোদয়। উক্ত সভায় শ্রীচৈতন্যপ্রবর্ত্তিত সার্ব্বজনীন প্রেমধর্ম্মের এবং

শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত আধ্যাত্মিক বিভিন্ন তত্ত্ব বিষয়ে ভাষণ দান করেন — কালনা কমিটির সম্পাদক শ্রীকান্ত ভৌমিক, নবদ্বীপ কমিটির সদস্য শ্রীতিনকড়ি বাগচী, কৃষ্ণনগর কমিটির সদস্য শ্রীশ্রীপদ দাস ও সত্যরঞ্জন দাসগুপ্ত এবং কৃষ্ণনগর কমিটির সহ-সম্পাদক ও নামযজ্ঞ সমিতির সম্পাদক শ্রীঅরবিন্দ পাড়ই। শ্রীঅরবিন্দ পাড়ই উপস্থিত সকল বৈষ্ণববৃন্দকে প্রণাম জানান। ঐদিন রাত্রি ৮ ঘটিকায় শ্রীমোহনকালী বিশ্বাস শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের লীলাকীর্ত্তন পরিবেশন করিয়া উপস্থিত সকল ভক্তবৃন্দকে আনন্দ দান করেন।

৩০শে ও ৩১শে মে ১৬ প্রহরব্যাপী হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তন হয়। ১লা জুন কীর্ত্তন সমাপনান্তে মহাপ্রভুর ভোগ-রাগ ও মহোৎসব সম্পাদিত হয়। উক্ত মহোৎসবে প্রায় দু'হাজার ভক্তবৃন্দ প্রসাদ পান।

যশড়া শ্রীজগন্নাথ মন্দিরে স্নানযাত্রা মহোৎসব

গত ২২শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৯; ইং ৬ই জুন, ১৯৮২; রবিবার শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রিয়পার্ষদ শ্রীল জগদীশ পণ্ডিত ঠাকুরের শ্রীপাটস্থ শ্রীজগন্নাথমন্দিরে শ্রীচৈতন্য-গৌড়ীয় মঠের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের সাক্ষাৎ উপস্থিতিতে ও প্রতিষ্ঠানের পরিচালক সমিতির সেবাপরিচালনায় উক্ত শ্রীমন্দিরের অধিষ্ঠাতৃ বিগ্রহ শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নান-যাত্রা মহোৎসব অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এবারও মহা-সমারোহে নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়াছে। উক্ত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিদয়িত মাধব মহারাজ ঐ প্রাচীন শ্রীপাটের সেবাভার প্রাপ্তির পর হইতে তাঁহারই শুভেচ্ছায় তদীয় সতীর্থ বৃদ্ধ শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজই প্রত্যব্দ জ্যৈষ্ঠী পূর্ণিমায় ঐ শ্রীজগন্নাথ-দেবের মহাভিষেক সম্পাদন করিয়া আসিতেছেন। এবারও তিনি তাঁহার সতীর্থের কৃপানির্দ্দেশানুসারে ঐ সেবা সম্পাদন করেন। শ্রীপাটের পূর্ব্বাচরিত প্রথা-নুসারে শ্রীজগন্নাথদেব স্নানবেদীতে শুভযাত্রা করিবার পূর্ব্বাহ্ণে শ্রীমন্দিরের যাবতীয় বিগ্রহগণের (জগন্নাথ, শ্রীগৌরগোপাল, শ্রীকৃষ্ণবলরাম, শ্রীরাধা-রাধাবল্লভ, শ্রীগিরিধারী ও শ্রীশালগ্রামাদির) যথাবিধি অভিষেক পূজা ভোগরাগ ও আরাত্রিকাদি সম্পাদিত হয় এবং শ্রীমন্দির-প্রাঙ্গণে আয়োজিত সভায় কীর্ত্তন এবং ভক্তি-ভক্ত-ভগবন্মহিমা সূচক ভাষণাদি প্রদত্ত হয়। তদনুযায়ী এবারও উক্ত বৃদ্ধ পুরী মহারাজ শ্রীমন্দিরের পূজাদি কৃত্য সম্পাদন করেন এবং আচার্য্য শ্রীল তীর্থ মহারাজ তাঁহার স্বভাবসুলভ উদাত্ত কণ্ঠে মন্দিরপ্রাঙ্গণস্থ সভায় ভাষণ দান করেন। বারবেলা থাকায় শ্রীশ্রীজগ-ন্নাথদেব স্নানবেদীতে প্রায় ১১॥ ঘটিকায় শুভযাত্রা করেন। ভূতপূর্ব্ব সেবাইত শ্রীবিশ্বনাথ দেবগোস্বামী, শ্রীগৌরগোস্বামী, শ্রীসুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমঠের বলিষ্ঠ সেবকগণসহ মহাসঙ্কীর্ত্তন ও বিপুল জয়ধ্বনি মধ্যে শ্রীজগন্নাথদেবকে সিংহাসন হইতে নামাইয়া স্নানবেদীতে লইয়া চলেন। শ্রীজগন্নাথসহ শ্রীদামোদর শালগ্রাম, পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও তন্নিজজন শ্রীশ্রীল মাধব গোস্বামিপাদের আলেখ্যার্চ্চাও স্নানবেদীতে শুভবিজয় করেন। শ্রীজগন্নাথদেব স্নানবেদীতে আরোহণ করিলে শ্রীশালগ্রামসহ তাঁহার মহাভিষেক আরম্ভ হয়। পঞ্চ-গব্য, পঞ্চামৃত সর্ব্বৌষধি, মহৌষধি, কর্পূর, চন্দনাদি নানাবিধ উপকরণসমন্বিত ১০৮ ঘট গঙ্গাজলে (প্রাতে মঠসেবকগণ কর্ত্তৃক সংকীর্ত্তন সহযোগে গঙ্গা হইতে আনীত) পাবমানী সূক্ত, শ্রীসূক্ত ও পুরুষসূক্ত—এই

বৈদিক সূক্তত্রয় এবং অন্যান্য মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে মৃদঙ্গমন্দিরা শঙ্খঘণ্টাদি বাদ্যধ্বনিসহ মহাসঙ্কীর্ত্তন কোলাহলমধ্যে প্রভুর মহাস্নান সম্পাদিত হয়।

মন্দিরে এবং স্নানবেদীতে মহাস্নান ও পূজাদি কৃত্য সম্পাদনকালে মঠসেবকগণসহ স্থানীয় ভক্তবর শ্রীসুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায় পুরী মহারাজকে অনেক সহায়তা করেন। এদিকে স্নানবেদীর সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে সেবকবৃন্দসহ শ্রীল আচার্য্যদেবের প্রাণবন্ত উদাত্ত সঙ্কীর্ত্তন অগণিত দর্শক যাত্রিবৃন্দের প্রখর সূর্য্যতাপ ক্ষুধাতৃষ্ণাদিজনিত ক্লেশ—সবই বিস্মৃত করাইয়া দিয়াছিল। স্নান, শৃঙ্গার পূজা, ভোগরাগ আরাত্রিকাদি সুসম্পন্ন হইবার পর আচার্য্যদেব ভক্তগণসহ কীর্ত্তনমুখে স্নানবেদী বারচতুষ্টয় পরিক্রমণান্তে জয়গানের পর দণ্ডবৎপ্রণাম করেন। অতঃপর বিভিন্নস্থান হইতে সমাগত ভক্তবৃন্দকে শ্রীজগন্নাথদেবের প্রসাদ বৈচিত্র্য দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়। আচার্য্যদেবও মঠসেবকগণসহ প্রসাদ সম্মান পূর্ব্বক স্নানদর্শনার্থ সমাগত ভক্তবৃন্দের সহিত ভগবৎপ্রসঙ্গ আলোচনা করেন।

এবার আকাশের অবস্থা ভাল থাকায় স্নানযাত্রা মহোৎসব ও মেলা নির্ব্বিঘ্নেই সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হয়। সারাদিন অগণিত নরনারী যাত্রিবৃন্দকে দর্শন দিয়া সন্ধ্যায় শ্রীজগন্নাথ সপরিকরে শ্রীমন্দিরে নির্ব্বিঘ্নে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। পুরীধামে স্নানযাত্রার পর ১৫ দিন জগন্নাথের দর্শন বন্ধ থাকে যশড়ায় শ্রীজগদীশ পণ্ডিত ঠাকুর মাত্র দিবসত্রয় অদর্শন বা অনবসর পালনের আদর্শ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। এজন্য এখানে শ্রীজগন্নাথ সিংহাসনের পশ্চিমভাগে ভূতলে পূর্ব্বাভিমুখে অবস্থান করেন। সেবাপূজা যথারীতি চলিতে থাকে।

রাত্রিতে শ্রীমন্দিরালিন্দে সভার অধিবেশন হয়। কীর্ত্তনের পর শ্রীল আচার্য্যদেব ও বৃদ্ধ পুরী গোস্বামী মহারাজ ভাষণ দেন। আচার্য্যদেব অদ্য সকালের ট্রেণে কলিকাতা হইতে যশড়া শুভবিজয় করেন। ২৩শে জ্যৈষ্ঠও তথায় অবস্থান করিয়া ২৪শে জ্যৈষ্ঠ কলিকাতা মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। বৃদ্ধ পুরী গোস্বামী মহারাজ ২১শে জ্যৈষ্ঠ আসিয়া ২৩শে কলিকাতা মঠে ফিরিয়া যান। পুরী গোস্বামী মহারাজের সহিত আসিয়াছিলেন শ্রীবলভদ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীদেবপ্রসাদ ব্রহ্মচারী, শ্রীরাধাকান্ত ব্রহ্মচারী ও ভক্ত শ্রীসনাতন দাস। স্নানযাত্রা দিবস কলিকাতা হইতে বহুভক্ত যশড়ায় গিয়া স্নান দর্শনান্তে কলিকাতা প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন। বনগাঁ, পায়রাডাঙ্গা, রাণাঘাট, কৃষ্ণনগর, শ্রীমায়াপুর প্রভৃতি স্থান হইতেও বহুভক্ত সমাগম হইয়াছিল। পায়রা ডাঙ্গার শ্রীবিনয়ভূষণ দত্ত মহোদয় সপরিবারে স্নানযাত্রা মহোৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। তিনি যশড়া শ্রীপাটের সংস্কারাদি সেবাকার্য্যে নানাভাবে সহায়তা করিয়া থাকেন।

যশড়া শ্রীপাটের স্নানযাত্রা মহোৎসবের সাফল্য সম্পাদন সম্পর্কে বিভিন্ন সেবাকার্য্যে মঠরক্ষক শ্রীনিমাই দাস বনচারী, শ্রীগৌরহরিদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীপ্রভুপদ দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীবৈকুণ্ঠদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীকানাইদাস ব্রহ্মচারী এবং সোমড়া (জেঃ হুগলী) গ্রামবাসী শ্রীবিশ্বম্ভর দাসাধিকারী প্রমুখ ভক্তবৃন্দের প্রাণময়ী সেবাচেষ্টা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। সোমবার ভক্তবর বিশ্বম্ভর দাস শ্রীজগন্নাথ মন্দিরে ভক্তনিবাস নির্ম্মানার্থ ইতোমধ্যে ৬০০০ ইষ্টক দান করিয়াছেন। সপরিকর শ্রীজগন্নাথদেব তাঁহার উপর প্রসন্ন হইয়া তাঁহার সেবা প্রবৃত্তি উত্তরোত্তর ক্রমবর্দ্ধমানা করিয়া দিউন, ইহাই শ্রীভগবচ্চরণে আমাদের একান্ত প্রার্থনা।

স্থানীয় ভক্তপ্রবর শ্রীসুকৃতি বন্দ্যোপাধ্যায় বা পাঁচু ঠাকুর মহাশয় শ্রীপাটের সর্ব্বতোমুখী সেবা সমৃদ্ধি বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি দিয়া থাকেন। এজন্য আমরা তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ কৃষ্ণদাস বাবাজী মহারাজের তিরোধান উপলক্ষে দক্ষিণ কলিকাতাস্থিত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে বিরহসভা ও বিরহোৎসব

পূজ্যপাদ শ্রীমৎ কৃষ্ণদাস বাবাজী মহারাজ বিগত ২৯ চৈত্র, ১২ এপ্রিল সোমবার কৃষ্ণাপঞ্চমী তিথিতে শ্রীব্রজমণ্ডলে নন্দগ্রামে পাবনসরোবরের তটে শ্রীল সনাতন গোস্বামীর ভজন কুটীরে তিরোধান লীলা করিয়াছেন। পূজ্যপাজ বাবাজী মহারাজের অপ্রাকৃত বৈষ্ণবোচিত গুণ অবধারণে আমরা অসমর্থ। কিন্তু বাহ্যতঃ যাহা আমাদের নিকট প্রতীত হইয়াছে তাহাতে তাঁহাকে অত্যন্ত বিষয়বিরক্ত, দেহের সৌখ্যের প্রতি ঔদাসীন্য; সর্ব্বদা কৃষ্ণনামরসে ও শ্রীকৃষ্ণমহিমাসূচকগানে নিমগ্ন এবং সর্ব্বদা সহাস্তবদনরূপে দেখিয়াছি। শ্রীকৃষ্ণনাম মহামন্ত্র কীর্ত্তনে তাঁহার অত্যাগ্রহ লক্ষ করিয়াছি এবং যে কেহ মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিলে তিনি উল্লসিত হইয়া উঠিতেন, তখন তাঁহার নয়নে ও বদনে প্রফুল্লতার ভাব উদ্ভাসিত হইতে দেখিয়াছি। "হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥" —মহামন্ত্র তিনি বড় অক্ষরে মুদ্রিত করিয়া যত্র তত্র বিতরণ এবং মন্দির, মঠ ও ধর্ম্মস্থানাদিতে সংস্থাপিত করিতেন। বিশেষতঃ পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেবের অন্তর্দ্ধানলীলার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে তাঁহার বিরহবিহ্বল হরিকীর্ত্তন এবং শ্রীল গুরুদেবের অন্তর্দ্ধানের পর তাঁহার নির্ব্বেদপূর্ণ ঔদাসীন্যের গাঢ়তর অবস্থা, শ্রীল গুরুদেবের শ্রীচরণাশ্রিত ব্যক্তিগণকে নিরাশ্রিত দেখিয়া তাঁহাদের প্রতি অসীম স্নেহ প্রদর্শন ও শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের বাণী প্রচারে উৎসাহ প্রদান, অস্মদীয় গুরুপাদপদ্মের মনোঽভীষ্ট—পুরুষোত্তমধামে শ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাবস্থানে সুরম্য মন্দির নির্ম্মাণে আনুকূল্যকারিগণের হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা সংবর্দ্ধন প্রচেষ্টা এবং তাঁহার নিকট প্রদত্ত যাবতীয় প্রণামী তদুদ্দেশ্যে প্রদান তাঁহার নিষ্কপট হরিসেবার জাজ্জ্বল্যমান দৃষ্টান্ত স্থাপন করিতেছে। শ্রীল গুরুদেবের অন্তর্দ্ধানলীলা তাঁহার হৃদয়ে শেল বিদ্ধ হইয়াছিল; তদাশ্রিত বৈষ্ণবগণের সহিত ভ্রমণ করিয়া তিনি ভুলিবার চেষ্টা করিয়াও ভুলিতে পারেন নাই। অস্মদীয় শ্রীল গুরুদেবের তাঁহার সতীর্থের অভাব কোন প্রকারে পূর্ত্তি হইতে পারে না ইহা বুঝিতে পারিয়া তিনি ইহলোকে অবস্থিতির আকাঙ্ক্ষা শূন্য ও আকর্ষণ রহিত হইয়া পড়িলেন। নিজাভীষ্ট শ্রীগৌরহরির পাদপদ্মে ও শ্রীরাধাগোবিন্দের পাদপদ্মে যাইবার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হইলেন। বৈষ্ণবগণ প্রাণপণ চেষ্টা করিলেও তাঁহার সেই দুর্দ্দমনীয় আকাঙ্ক্ষাকে

নিবারণ করিতে পারিলেন না। ভক্তবাঞ্ছাপূর্ত্তিকারী ভক্তবৎসল শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার ইচ্ছা জানিয়া তাঁহাকে সনাতন গোস্বামীর ভজনস্থলী পাবন সরোবরে আত্মসাৎ করিলেন। ভাগ্যহীন আমরা তাঁহার সাক্ষাৎসঙ্গ ও কৃপা হইতে বঞ্চিত হইলাম। আমরা গুরুদেবের আশ্রিত বলিয়া অভিমান করি, কিন্তু গুরুদেবের অন্তর্দ্ধানে সেই বিরহ-বিহ্বলভাব কোথায়? আমরা সর্ব্ববিষয়ে অযোগ্য হইলেও তাঁহার নিকট হইতে যে স্নেহ লাভ করিয়াছি, তাহার ঋণ পরিশোধ করিবার ক্ষমতা আমাদের নাই। যদি কোনও দিন তাঁহার পরমপ্রিয় মহামন্ত্র সর্ব্বক্ষণ নিরপরাধে কীর্ত্তন করিতে রুচি ও যোগতা লাভ করিতে পারি, তাহা হইলে সেই দিনই তাঁহার স্নেহ ঋণ কিয়ৎপরিমাণে পরিশোধ করিবার চেষ্টা হইতে পারে। আমাদের সর্ব্বক্ষণ হরিকীর্ত্তনের যোগ্যতা কবে লাভ হইবে জানি না, তথাপি চিরাচরিত প্রথানুসারে আমরা ক্ষুদ্র জীব চেষ্টা করি আমাদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতে। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত ভক্তবৃন্দ শ্রীধাম মায়াপুরে, বৃন্দাবনধামে ও পুরুষোত্তমধামে পূজ্যপাদ বাবাজী মহারাজের বিরহোৎসব সম্পন্ন করিয়াছেন। পুনঃ কলিকাতা নিবাসী ও পশ্চিমবঙ্গ নিবাসী ভক্তবৃন্দ তাঁহাদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের জন্য কলিকাতা ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোডস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে গত ১১ জ্যৈষ্ঠ, ২৬ মে বুধবার বিশেষ বিরহসভা ও বিরহোৎসবের আয়োজন করেন।

শ্রীমঠের সান্ধ্য বিশেষ ধর্ম্মসভার অধিবেশনে চেতলা গৌড়ীয় মঠের ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক বোধায়ন মহারাজ তাঁহার ভাষণে বলেন— "পূজ্যপাদ বাবাজী মহারাজের সহিত আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয় শ্রীমায়াপুরে ব্যাসপূজার দিন। শেষ রাত্রি ৩ টায় শ্রীল প্রভুপাদের সমাধিমন্দিরে একাকী কীর্ত্তন করছেন— তাঁর দু'চোখ দিয়ে অজস্র ধারায় অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছে, মনে হলো যেন এক ঐশ্বরিক শক্তি তাঁর ভিতরে প্রকাশিত হয়েছে। শ্রীমায়াপুরে ভক্তিবিজয় ভবনের (যে গৃহে প্রভুপাদ অবস্থান করতেন) উপরের তলার একটী ঘরে তিনি প্রতিদিন তিনলক্ষ হরিনাম করতেন। তিনি বিবিক্তানন্দী ছিলেন। তিনি হরিবাসর তিথিতে সমস্ত রাত্রি হরিকীর্ত্তন করতেন। আমার মনে পড়ে এক সময় পূজ্যপাদ বাবাজী মহারাজের সঙ্গে আমরা নিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব স্থান একচক্রধাম দর্শনে বের হই। কিন্তু ষ্টেশনে নেমেই রাত্রি হয়ে গেল। সেই সময় একচক্রধামে যাওয়ার কোনও বাস পাওয়া গেল না। রাত্রিটা ষ্টেশনে কাটতে হলো। দেখলাম ষ্টেশনের Waiting Room এ বসে বাবাজী মহারাজ সমস্ত রাত্রি কীর্ত্তন করলেন। তাঁর কীর্ত্তনস্বর অতীব মধুর ছিল। তিনি যখন হৃদয়ের আর্ত্তিসহকারে কীর্ত্তন করতেন তখন নিতান্ত পাষাণ হৃদয়ও বিগলিত হত।"

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের সম্পাদক শ্রীপাদ ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ তাঁহার ভাষণে বলেন— "বিষ্ণুবৈষ্ণবের স্মৃতিতেই সমস্ত অভাব দূরীভূত ও সর্ব্বাভীষ্ট লাভ হয়। বিষ্ণুবৈষ্ণব বৈকুণ্ঠ বস্তু। বদ্ধজীব বিষ্ণুবৈষ্ণবের মহিমা কীর্ত্তনে সমর্থ নহে। অথচ বিষ্ণুবৈষ্ণবের মহিমা কীর্ত্তন ব্যতীত জীবের কল্যাণ লাভের আর অন্য কোনও উপায়ই নাই। আমাদের ভরসা এই—পূর্ব্ব মহাজনগণ যে ভাবে বিষ্ণুবৈষ্ণবের মহিমা কীর্ত্তন করে গেছেন, তার অনুকীর্ত্তন করার চেষ্টা আমরা করতে পারি।

পূজ্যপাদ বাবাজী মহারাজের সহিত প্রথম পরিচয় হয় ইং ১৯৫৫ সালে। ১৯৫৬ সালে ব্রজমণ্ডল পরিক্রমাকালে বাবাজী মহারাজের সহিত ব্রহ্মাণ্ডঘাটে একত্রে রাত্রি যাপনের সৌভাগ্য হয়েছিল। সে সময় দেখেছি তিনি সারারাত্রি আস্তে আস্তে হরিকীর্ত্তন করলেন। পরিক্রমাকালে দেখেছি তিনি দীর্ঘ পথ পদব্রজে চলে মৃদঙ্গ বাজিয়ে হরিকীর্ত্তন করছেন। তাঁর হরিকীর্ত্তন এতই প্রাণ মাতানো ও হৃদয়গ্রাহী হতো যে শ্রবণমাত্রই চিত্ত আকৃষ্ট হত।"

পরমপূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ বিশেষ কারণবশতঃ বিরহ-সভায় যোগদান করিতে না পারায় তাঁহার নির্দ্দেশক্রমে পূজ্যপাদ বাবাজী মহারাজ সম্বন্ধে তাঁহার লিখিত শ্রীচৈতন্য-বাণী পত্রিকায় প্রকাশিত

প্রবন্ধটী শ্রীপাদ ভারতী মহারাজ পাঠ করিয়া শুনাইয়া দেন।

চেতলা গৌড়ীয় মঠের পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিকঙ্কন তপস্বী মহারাজও পূজ্যপাদ বাবাজী মহারাজের পূত চরিত্র ও শিক্ষা সম্বন্ধে অনেক কথা বলেন।

সভায় বিশিষ্ট অতিথিরূপে যোগদান করিয়াছিলেন শ্রীকিরণময় নন্দ এম্-এল্-এ, শ্রীপ্রাণতোষ কুমার বসু ও শ্রীসিংহানিয়াজী।

রাত্রিতে বিরহোৎসবে সমুপস্থিত বহু শত ভক্তবৃন্দকে বিচিত্র মহাপ্রসাদের দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়।

দেরাদুনে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাচার্য্য

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ প্রচার পার্টি সহ বিগত ১৬ বৈশাখ, ৩০ এপ্রিল শুক্রবার রাজপুরা হইতে দেরাদুনে শুভপদার্পণ করিলে স্থানীয় ভক্তবৃন্দ কর্ত্তৃক সম্বর্দ্ধিত হন। ১লা মে হইতে ৭ই মে পর্য্যন্ত ১৮৭, ডি-এল্ রোডস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের বিশেষ ধর্ম্মসভার অধিবেশনে শ্রীল আচার্য্যদেব প্রত্যহ ভাষণ প্রদান করেন। তদ্ব্যতীত বিভিন্ন দিনে বক্তৃতা করেন পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ কৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীমঠের সহসম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ ও শ্রীমঠের অন্যতম সহসম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ। ভাষণের আদি ও অন্তে মুগ্ধভাবে ভজন কীর্ত্তন করেন শ্রীরাধাকান্ত ব্রহ্মচারী ও শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী। শ্রীল আচার্য্যদেব ২০ ইন্দ্ররোডস্থ সৎসঙ্গ ভবনে, ২০ প্রীতম রোডস্থ ডাক্তার শ্রীবলবীর সিং এর সাহিত্যকেন্দ্রে, রাজপুরা রোডস্থ শ্রীজি পি নায়ারের গৃহে, নিউ ক্যান্ট রোডস্থ শ্রীবি-কে শুক্লাজীর বাসভবনে, ইঞ্জিনীয়ার শ্রীসিঙ্গেলজীর বাসগৃহে এবং আধাইওয়ালা শিবমন্দিরে বিশেষ ধর্ম্মসম্মেলনে, স্থানীয় বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির সমাবেশে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষার বৈশিষ্ট্য ও শ্রীভাগবতধর্ম্মের সর্ব্বোত্তমতা সম্বন্ধে ভাষণ প্রদান করেন। প্রত্যহ প্রাতে স্থানীয় দিলারামবাজারস্থ শ্রীসনাতনধর্ম্ম মন্দিরে শ্রীল আচার্য্যদেব যুগধর্ম্ম শ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তনের মহিমা সম্বন্ধে বলেন। শ্রীপাদ ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ ও শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজও তথায় বক্তৃতা করেন। শ্রীল আচার্য্যদেব শেষ অধিবেশনে বলেন—"শ্রীমন্মহাপ্রভু কৃষ্ণপ্রেমকেই জীবের শ্রেষ্ঠ পুরুষার্থরূপে নির্ণয় করিয়াছেন। কামময় ভূমিকা জড়জগতে কৃষ্ণপ্রেমের গ্রাহক অতীব বিরল। কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে লিখিয়াছেন—'অকৈতব কৃষ্ণপ্রেম, যেন জাম্বুনদ হেম, সেই প্রেমা নৃলোকে না হয়। যদি হয় যোগ, কভু না হয় বিয়োগ, বিয়োগ হৈলে কভু না জীয়য়॥' জড়জগতের মনুষ্যগণ—যাহারা তাহাদের স্থূল সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়-তর্পণ করিয়া থাকেন, তাহারাই তাহাদিগকে ভাল বাসিয়াছেন ও ভালবাসার পাত্র এইরূপ মনে করেন। কামের ইন্ধনপ্রদানকারীকেই বদ্ধজীব প্রেমিক বলিয়া মনে করে। কামসম্বন্ধযুক্ত প্রীতিতে স্বার্থসম্বন্ধ থাকায়, স্বার্থের ব্যাঘাত হইলেই আবার তথাকথিত প্রিয়তম জন শত্রুতে পরিণত হয়। বিশুদ্ধ প্রীতির অধিষ্ঠান কামময় ভূমিকা জড়জগতে নাই। কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছাকেই প্রেম বলে। যিনি কৃষ্ণপ্রীতি সাধন করেন, তাঁহার কৃষ্ণসম্বন্ধে সর্ব্বজীবে যথার্থ প্রীতি রহিয়াছে। তাঁহার প্রীতিতে কোনও ভেজাল নাই, উহা নিঃস্বার্থ প্রীতি। কৃষ্ণপ্রীতি সাধনকারী ব্যক্তিগণ কখনও বদ্ধজীবের অসৎ প্রবৃত্তির ইন্ধন দেন না। বৈষ্ণবাপরাধ বা গুর্ব্বাপরাধ-প্রবৃত্তিকে প্রশ্রয় দেন না। উহার দ্বারা আমাদের যথার্থ প্রীতি স্থাপিত হয়, অপ্রীতি সূচিত হয় না। কিন্তু বৈষ্ণবাপরাধপ্রবণ, গুর্ব্বাপরাধপ্রবণ কামান্ধ বদ্ধ জীব তাহা বুঝিতে পারে না। কামপরায়ণ জীব মাৎসর্য্যযুক্ত হয়। সে তাহার মাৎসর্য্যভাবকে গোপন রাখিয়া নানাপ্রকার যুক্তিজাল বিস্তার করিয়া উহা প্রেম বলিয়া প্রচারের কপটপ্রয়াস করে। কিন্তু ভাবিতে ভুলিয়া যায়, চিত্তের অধিষ্ঠাতারূপ কর্ম্মফলপ্রদাতা শ্রীহরি ভিতরেই অবস্থান করিতেছেন। তাঁহাকে ফাঁকি দেওয়া সম্ভব নয়। আমরা অনর্থযুক্ত বদ্ধজীব

প্রেমের বড় বড় কথা আওড়াইলেও দেহাত্মবুদ্ধিবশতঃ কনক কামিনী প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি নানাপ্রকার অবান্তর মতলবযুক্ত হইয়া কপটাশ্রিত অসৎ ধর্ম্মই জগতে প্রচার করিয়া থাকি। উহাতে স্ব-পর কাহারই কল্যাণ সাধিত হয় না। শুদ্ধভক্তের আদর্শ জীবনই প্রকৃত প্রচার।

'আপনি আচরি ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়।
আপনি না কৈলে ধর্ম্ম শিখান না যায়॥' "

ত্যক্তাশ্রমী ও গৃহস্থভক্তবৃন্দ দেরাডুনে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারসেবায় বিভিন্নভাবে আনুকূল্য করিয়া বৈষ্ণবগণের স্নেহদৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

হিমাচলপ্রদেশে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার

সিমলাস্থিত শ্রীসনাতন ধর্ম্মমন্দিরের সভ্যগণের এবং মঠাশ্রিত গৃহস্থভক্ত শ্রীমদ্ সুন্দরগোপাল দাসাধিকারী প্রভুর (শ্রীশক্তি চন্দ্র কামরের) বিশেষ আহ্বানে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সতীর্থ সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিগণ সমভিব্যাহারে দেরাডুন হইতে চণ্ডীগড় হইয়া গত ২৬ বৈশাখ, ১০ই মে সিমলায় প্রথম শুভপদার্পণ করেন। স্বামীজীগণ সিমলায় অবস্থিতির প্রথম কএকদিন অতিরিক্ত বর্ষা ও শিলাবৃষ্টি হওয়ায়, নিকটবর্ত্তী পাহাড়ে বরফ পড়ায় অতিরিক্ত ঠাণ্ডা অনুভব করেন। সিমলার অধিবাসিগণ বলেন এই সময়ে এইরূপ বর্ষা এখানে অস্বাভাবিক, ইহা পূর্ব্বে কখনও হয় নাই। সিমলার রাস্তা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর, দৃশ্যও মনোরম। সহরের অভ্যন্তরে ঘনবসতিপূর্ণ-এলাকায় যানবাহনের কোন ব্যবস্থা নাই, সকলেই পদব্রজে চলেন, আবহাওয়া ঠাণ্ডা থাকায় পদব্রজে চলায় কোনও কষ্ট বোধ হয় না। তবে পাহাড়ী রাস্তা উচ্চ নীচ থাকায় অনভ্যস্ত ব্যক্তির পক্ষে উঁচুতে ওঠার সময় কষ্টানুভব হয়। সরকারী পানীয় জল ছাড়া অন্য কোন বিকল্প ব্যবস্থা নাই। সরবরাহ একদিন বন্ধ হইলে নাগরিকগণের খুবই দুর্গতি হয়। বাস অপেক্ষা ট্রেনে ভ্রমণে দৃশ্যাবলীর সৌন্দর্য্য অধিক অনুভবের বিষয় হয়।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাচার্য্য ১০ই মে হইতে ১৮ই মে পর্য্যন্ত প্রত্যহ প্রাতে, ১৭ই মে পর্য্যন্ত প্রত্যহ অপরাহ্ণে শ্রীসনাতন ধর্ম্মমন্দিরে ভাষণ প্রদান করেন। এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন দিনে বক্তৃতা করেন মুখ্যভাবে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ এবং কোনও কোনও দিন ভাষণ দেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ। এতদ্ব্যতীত শ্রীল আচার্য্যদেব প্রত্যহ রাত্রিতে এবং কোনও কোনও দিন পূর্ব্বাহ্ণে সহরের বিভিন্নস্থানে বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের গৃহে এবং প্রসিদ্ধ শ্রীহনুমানজীর মন্দির ও নাভা এষ্টেটে (Nabha Estate এ) বক্তৃতা করেন। শ্রীপাদ ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ, সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী ও শ্রীরাধাকান্ত ব্রহ্মচারীর সুললিত ভজনকীর্ত্তন ও নামসংকীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া শ্রোতৃবৃন্দ উল্লসিত হন।

শ্রীসনাতনধর্ম্মমন্দিরের সভাপতি, সহকারী-সভাপতি ও স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ বলেন—তাঁহারা সনাতন ধর্ম্মের প্রকৃত বিচার শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণী পূর্ব্বে কখনও শুনেন নাই। তাঁহারা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিমল প্রেমধর্ম্মেরবাণী শ্রবণ করিয়া খুবই আকৃষ্ট হইয়াছেন। তাঁহারা সভায় শ্রীল আচার্য্যদেবের নিকট বিশেষ ভাবে প্রার্থনা জানান আগামী বৎসর অন্ততঃ ২০ দিনের জন্য যেন সিমলাতে প্রচার প্রোগ্রাম করা হয়।

শ্রীসনাতনধর্ম্ম মন্দিরের মন্ত্রী ও সিমলানিবাসী গৃহস্থ ভক্ত শ্রীমৎ সুন্দরগোপাল দাসাধিকারী প্রভু সাধুগণের সেবার জন্য বহুবিধভাবে যত্ন করিয়া সকলের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

হায়দরাবাদ মঠের বার্ষিক উৎসবে যোগদানের জন্য শ্রীল আচার্য্যদেব সতীর্থ সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিগণ সমভিব্যাহারে ১৮ই মে অপরাহ্ণে সিমলা হইতে ট্রেণ যোগে দিল্লী যাত্রা করেন।

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ৬'০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৩'০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা '৫০ পঃ। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। পত্রিকার গ্রাহক যে কোন সংখ্যা হইতে হওয়া যায়। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইতে সঙ্ঘ বাধ্য নহেন। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫ পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬ ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬ ফোন-৪৬-৫৯০০।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১) প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত—ভিক্ষা ১.০০
(২) শরণাগতি—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত— ,, .৮০
(৩) কল্যাণকল্পতরু ,, ,, ,, ,, ১.২০
(৪) গীতাবলী ,, ,, ,, ,, ১.০০
(৫) গীতমালা ,, ,, ,, ,, ১.২০
(৬) জৈবধর্ম্ম (রেক্সিন বাঁধান) ,, ,, ,, ,, ১৬.০০
(৭) মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ)—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী— ভিক্ষা ২.৫০
(৮) মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ) ঐ ,, ২.০০
(৯) শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত— ,, .৮০
(১০) উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)— ,, ১.০০
(১১) শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত—শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত — ,, ১.৭২
(১২) SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by THAKUR BHAKTIVINODE — Rs. ১.০০
(১৩) শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে উচ্চ প্রশংসিত বাঙ্গালা ভাষার আদি কাব্যগ্রন্থ— শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয় — — — ভিক্ষা ৮.০০
(১৪) ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত — — ,, ২.০০
(১৫) শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার— ডাঃ এস্, এন্ ঘোষ প্রণীত — ,, ১.০০
(১৬) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত] — ,, ১৬.০০
(১৭) প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত) — ,, .৫০
(১৮) একাদশীমাহাত্ম্য — — — ,, ২.৫০
অতিমর্ত্ত্য বৈরাগ্য ও ভজনের মূর্ত্ত আদর্শ—
(১৯) গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস — শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত — ,, ৩.০০
(২০) শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য — — ,, ১.৫০
(২১) শ্রীমদ্ভাগবত-মাহাত্ম্য — — — — ,, [illegible]

(২২) সচিত্র ব্রতোৎসবনির্ণয়-পঞ্জী

গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অবশ্য পালনীয় শুদ্ধতিথিযুক্ত ব্রত ও উপবাস-তালিকা সম্বলিত এই সচিত্র ব্রতোৎসবনির্ণয়-পঞ্জী শুদ্ধবৈষ্ণবগণের উপবাস ও ব্রতাদিপালনের জন্য অত্যাবশ্যক।

ভিক্ষা—১.০০ পয়সা। **অতিরিক্ত ডাকমাশুল**—০.২৫ পয়সা।

দ্রষ্টব্যঃ—ভিঃ পিঃ যোগে কোন গ্রন্থ পাঠাইতে হইলে ডাকমাশুল পৃথক্ লাগিবে।

প্রাপ্তিস্থানঃ—কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থবিভাগ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬

মুদ্রণালয়ঃ—
শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-৭০০০২৬

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

দ্বাবিংশ বর্ষ

৬ষ্ঠ সংখ্যা

শ্রাবণ

১৩৮৯

শ্রীপুরীধামে শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
আবির্ভাবপীঠোপরি শ্রীমন্দির

সম্পাদক

রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ প্রবর্তিত

একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি :—

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ :—

১। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ

কার্য্যাধ্যক্ষ :—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর :—

মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ :—

মূল মঠ :— ১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ :—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬। ফোন : ৪৬-৫৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-৭০০০২৬

৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

৫। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর

৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৭। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৮। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-৫০০০০২(অঃ প্রঃ) ফোন : ৪৬০০১

১০। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ (আঃ) ফোন : ২৭১৭০

১১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর ৭৮৪০০১ (আসাম)

১২। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ (নদীয়া)

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া-৭৮৩১০১(আসাম)

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়—১৬০০২০ (পাঃ) ফোঃ ২৩৭৮৮

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড, পোঃ পুরী-৭৫২০০১(উড়িষ্যা)

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথমন্দির, পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১(ত্রিঃ) ফোঃ ১১৯৭

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন, জিলা—মথুরা

১৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড, পোঃ দেরাদুন ২৪৮০০১ (ইউ, পি)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন :—

১৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার, জেঃ কামরূপ (আসাম)

২০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥"

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রাবণ, ১৩৮৯
২২শ বর্ষ } ২৬ শ্রীধর ৪৯৬ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ শ্রাবণ, রবিবার, ১ আগষ্ট, ১৯৮২ { ৬ষ্ঠ সংখ্যা

শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের বক্তৃতা

স্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ, বিদ্বৎসভা, উল্টাডিঙ্গি, কলিকাতা

সময়—বৃহস্পতিবার, ১১ই ভাদ্র, ১৩৩২ শ্রীরাধাষ্টমী তিথি

"যস্যাঃ কদাপি বসনাঞ্চলখেলনোত্থ-
ধন্যাতিধন্য পবনেন কৃতার্থমানী।
যোগীন্দ্রদুর্গমগতির্মধুসূদনোঽপি
তস্যা নমোঽস্তু বৃষভানুভুবো দিশেঽপি॥"

'যে শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনীর বস্ত্রাঞ্চল সঞ্চলন-স্পৃষ্ট অনিল ধন্যাতিধন্য হইয়া কৃষ্ণের গাত্র স্পর্শ করায় যোগীন্দ্রগণেরও অতি-দুর্লভ শ্রীনন্দনন্দন আপনাকে কৃত-কৃতার্থ মনে করিয়াছিলেন, সেই শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনীর উদ্দেশে আমাদের প্রণাম বিহিত হউক'—এই কথাটী 'শ্রীরাধারসসুধানিধি'-গ্রন্থে ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী কীর্ত্তন করিয়াছেন। শ্রীপ্রবোধানন্দ স্বয়ং একজন যূথেশ্বরী; তিনি কৃষ্ণলীলায় তুঙ্গবিদ্যা। আমরাও শ্রীপ্রবোধানন্দপাদের অনুগমনেই বৃষভানুকুমারীর অভি-মুখে প্রণাম করিতেছি।

জগতে শোভা-সৌন্দর্য্য ও গুণের আধারস্বরূপ নানা প্রকার বস্তু বিদ্যমান। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র অখিল রসের ও শোভা সৌন্দর্য্যাদি গুণের মূল সমাশ্রয়। তিনি—সমস্ত ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য ও জ্ঞানের মূল আশ্রয়তত্ত্ব। আবার, সেই পূর্ণতম ভগবান্—যাঁহার 'আশ্রয়' ও 'বিষয়', সেই স্বরূপটী যে কত বড়, তাহা মানব-জ্ঞানের, এমন কি, অনেক মুক্তপুরুষগণেরও ধারণার অতীত। যে শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যে সমস্ত জগৎ লালায়িত ও মোহিত যিনি নিজের মাধুর্য্যে নিজেই মোহিত সেই ভুবনমোহন মদনমোহনও যাঁহাদ্বারা মোহিত হন, তিনি যে কত বড় বস্তু, তাহা ভাষা-দ্বারা অপর-লোককে বুঝান যায় না।

যদিও কৃষ্ণ বিষয়তত্ত্ব, তথাপি তিনি আশ্রয়েরই 'বিষয়'। জড়-জগতে যে-প্রকার পুরুষ ও স্ত্রীর মধ্যে বস্তুতঃ পার্থক্য ও জড় সম্বন্ধ রহিয়াছে—উচ্চাবচ ভাব রহিয়াছে—পরস্পর ভেদ রহিয়াছে, শ্রীমতী রাধিকার ও শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে সেই প্রকার ভেদ ও সম্বন্ধ নাই। কৃষ্ণাপেক্ষা বৃষভানুনন্দিনী অশ্রেষ্ঠা নহেন। শ্রীকৃষ্ণই 'আস্বাদক' ও 'আস্বাদিত'-রূপে নিত্যকাল দুই দেহ ধারণ করিয়া আছেন। যে কৃষ্ণের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে

তিনি স্বয়ংই মুগ্ধ হন, সেই কৃষ্ণ অপেক্ষা যদি শ্রীমতী রাধিকার সৌন্দর্য্য বেশী না হয়, তবে মোহনকার্য্য হইতে পারে না। শ্রীমতী রাধা—ভুবনমোহন-মনোমোহিনী, হরিহৃদ্ভৃঙ্গ-মঞ্জরী, মুকুন্দমধুমাধবী, পূর্ণচন্দ্র কৃষ্ণের পূর্ণিমা-স্বরূপিণী এবং কৃষ্ণকান্তাগণের শিরোমণি স্বরূপা অংশিনী। বৃষভানুনন্দিনীর তত্ত্ব জীবের বা জীব-সমষ্টির ভাষায় বুঝান যায় না। সেবকের এরূপ ভাষা নাই,—যাহা সেব্য বস্তুকে সম্যক্ বর্ণন করিতে পারে। কিন্তু সেবকের তত্ত্ব বর্ণন করিতে সেব্যই সমর্থ; তাই ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র স্বয়ং আমাদিগকে শ্রীমতী রাধারাণীর তত্ত্ব জানাইতে পারেন। আর একজন আছেন, তিনিও গোবিন্দানন্দিনীর তত্ত্ব আমাদের শুদ্ধাত্মার উপলব্ধির বিষয় করাইতে সমর্থ,—যিনি বৃষভানুসুতা ও কৃষ্ণের সাক্ষাৎ সেবা করেন অর্থাৎ শ্রীগৌরসুন্দরের নিজ-জন শ্রীগুরুদেব বা গৌরশক্তিগণ। যে কৃষ্ণচন্দ্র "রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত-তনু" হইয়াছেন অর্থাৎ রাধিকার ভাব ও দ্যুতি গ্রহণ করিয়াছেন, সেই কৃষ্ণচন্দ্রই প্রপঞ্চে শ্রীমতীর মহিমার কথা প্রকাশ করিতে পারেন। তাঁহার প্রিয়তম দাসগণও সেই পরম তত্ত্ব বলিতে পারেন, তদ্ব্যতীত অপর কোন ব্যক্তিই সমর্থ নহেন।

পূর্ব্বে জগতে যেরূপ বৃষভানুরাজকুমারীর কথা প্রচারিত হইয়াছিল অর্থাৎ আচার্য্য নিম্বার্কপাদ শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভৃতিকে শ্রীরাধাগোবিন্দের যেরূপ সেবা-প্রণালীর কথা বলিয়াছেন, তাহাতে শ্রীমতীর মহিমা প্রপঞ্চে তত সুসমৃদ্ধভাবে প্রকাশিত হয় নাই। মাধ্যাহ্নিক-লীলায় যাঁহাদের আদৌ প্রবেশাধিকার ছিল না, তাঁহাদের নিকটই শ্রীরাধাগোবিন্দের ঐরূপ নৈশ-লীলা কথা বহুমানিত হইয়াছিল। কলিন্দতনয়া-তটে নৈশ-বিহারের কথা—যাহা শ্রীনিম্বার্কপাদ কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাহা হইতে শ্রীগৌরসুন্দরের প্রিয়তম শ্রীল রূপপাদ ও তদনুগগণ-কথিত শ্রীরাধাগোবিন্দের মাধ্যাহ্নিক-লীলা-মধুরিমার উৎকর্ষের কথা তারতম্যবিচারে অনেক উন্নত ও সুসম্পূর্ণ। দ্বৈতাদ্বৈত-বিচার হইতে অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-বিচারাশ্রিত রসের উৎকর্ষের কথা, গোলোকের নিভৃত স্তরের কথা, রাধাকুণ্ডতট-কুঞ্জের নিকটবর্ত্তী চিন্ময়-কল্পতরুতলে নবনবায়মান অপূর্ব্ব বিহার-কথা গৌরসুন্দরের পূর্ব্বে কোন উপাসক বা আচার্য্যই সুষ্ঠুভাবে বর্ণন করিতে সমর্থ হন নাই। তাঁহারা কেহ কেহ রাসস্থলীর লীলার কথা-মাত্র অবগত ছিলেন; কিন্তু মধ্যাহ্নকালে বৃষভানুনন্দিনী কি-প্রকার কৃষ্ণসেবার অধিকার লাভ করিয়া থাকেন, পূর্ব্বে কাহারও সেই মাধুর্য্য-সৌন্দর্য্য-সেবায় অধিকার ছিল না। বংশীধ্বনিতে আকৃষ্ট হইয়া অনূঢ়া ও পরোঢ়া প্রভৃতি বহু বহু কৃষ্ণ-সেবিকা রাসস্থলীতে যোগদানের অধিকার পাইয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীরূপ-কথিত 'দোলারণ্যাম্বুবংশীহৃতিরতিমধুপানার্ক-পূজাদি-লীলৌ'-পদ-নির্দ্দিষ্ট লীলা-পরা-কাষ্ঠায় প্রবেশ-সৌভাগ্যের কথা মধুর-রস-সেবী গৌরজন গৌড়ীয় ব্যতীত অন্যের যে লভ্য নহে;—এ কথা নিয়মানন্দ-সম্প্রদায়ের কাহারও জানা নাই।

শ্রীমতীর পাল্যদাসীর উন্নত পদবী-সন্দর্শন মানব-জ্ঞানের অন্তর্গত নহে। বার্ষভানবীর নিত্যকাল অন্তরঙ্গ-সেবা-নিরত নিজ-জন ব্যতীত এ-সকল কথা কেহ কখনও কোনক্রমেই জানিতে পারেন না। যে-দিন আপনাদের কোনরূপ বাহ্যজগতের অনুভূতি থাকিবে না, তুচ্ছ নীতি, তপঃ কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগাদির চেষ্টা থুৎকারের বস্তু বলিয়া মনে হইবে, ঐশ্বর্য্যপ্রধান শ্রীনারায়ণের কথাও ততদূর রুচিকর বোধ হইবে না, রাসস্থলীর নৃত্যও তত বড় কথা বলিয়া বোধ হইবে না, সেইদিনই আপনারা এইসকল কথা বুঝিতে পারিবেন। শ্রীরাধাগোবিন্দ-সেবার কথা এদেশের ভাষায় বলা যায় না। 'স্বকীয়া', 'পারকীয়া' শব্দগুলি বলিলে আমরা উহা আমাদের ইন্দ্রিয়তর্পণের ধারণার সহিত মিশাইয়া ফেলি। এইজন্যই শ্রীরাধাগোবিন্দ-লীলা-কথা বলিবার, শুনিবার ও বুঝিবার অধিকারী বড়ই বিরল,—জগতে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

একশ্রেণীর প্রাকৃত সহজিয়াগণ বলিয়া থাকেন যে, শ্রীরূপপাদ পারকীয়া-সেবায় উন্মত্ততা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, কিন্তু শ্রীজীব সেরূপ নহেন। সেই অক্ষজ-ধারণাকারিগণ ভোগপরতা-ক্রমে বিচার করিয়া যাহা

সিদ্ধান্ত করেন, প্রকৃত কথা সেরূপ নহে। শ্রীরূপানুগ-প্রবর শ্রীজীবপাদ শ্রীরূপগোস্বামি-প্রভুর স্থানেই আচার্য্য-পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। শ্রীজীবপাদ 'গোপালচম্পূ' গ্রন্থে শ্রীরাধাগোবিন্দের বিবাহ-কথা বর্ণনা করিয়াছেন বলিয়া এবং সন্দর্ভাদি গ্রন্থে তিনি বিচারপ্রধান মার্গ অবলম্বন করিয়াছেন বলিয়াই প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায় শ্রীজীব-পাদ-কর্ত্তৃক শ্রীরূপ-প্রবর্ত্তিত বিশুদ্ধ পারকীয়-বিচার স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে বলিয়া মিথ্যা কল্পনা বা আরোপ করেন। প্রকৃত-প্রস্তাবে, ঘটনা তাহা নহে। আমরা দুই-তিন শত বৎসর পূর্ব্বের প্রাকৃত-সাহজিকগণের ঐতিহ্যে এইরূপ কুবিচার লক্ষ্য করি। আজও প্রাকৃত-সাহজিক-সম্প্রদায়ে সেই উদ্‌গার প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীজীবপাদ—শ্রীরূপানুগ-গৌড়ীয়গণের আচার্য্য; তিনি আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্র জীবগণকে কুপথ হইতে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। রুচিবিকৃতি যাহাদিগকে গ্রাস করিয়াছে, অপ্রাকৃত চিদ্বৈচিত্র্যের কথা বুঝিবার সামর্থ্য যাহাদের নাই, সেইসকল জড়স্তব্ধ লোক যাহাতে মহা-অসুবিধার মধ্যে না পড়িতে পারে, তজ্জন্যই শ্রীজীব-পাদ ঐরূপ সুসিদ্ধান্ত-বিচার দেখাইয়াছেন। যাঁহারা নীতির পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছেন, যাঁহারা অতি কঠোর বৈরাগ্য ও বৃহদ্‌ব্রতধর্ম্মযাজনে পারদর্শিতা লাভ করিয়াছেন—এইরূপ ব্যক্তিগণও যে আশ্চর্য্য-লীলার এক কণিকাও বুঝিতে সমর্থ নহেন, সেইরূপ পরম-চমৎকারময়ী চিন্ময়ী পারকীয়া লীলা অনধিকারি জনগণ বুঝিতে অসমর্থ হইবে বলিয়াই শ্রীজীবপাদ কোনও-কোনও স্থলে তত্তদধিকারীর যোগ্যতানুসারে নীতিমূলক বিচার প্রদর্শন করিয়াছেন। ইহা-দ্বারা কৃষ্ণ-ভজনে কোনপ্রকার দোষ আসে নাই। গোপলচম্পূ-বর্ণিত রাধাগোবিন্দের বৈধ-বিবাহ—তাহাদের পারকীয়-ভাবের প্রতি আক্রমণ নহে। পারকীয়রসের পরমশ্রেষ্ঠা নায়িকা বৃষভানুসুতা মায়িক অভিমন্যুর সহিত প্রাজাপত্য-বন্ধন বিচ্ছিন্ন করিয়া, সম্পূর্ণরূপে পতিবঞ্চনা করিয়া, সর্ব্বক্ষণ অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দনের সেবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন। ইহা-দ্বারা প্রাকৃতবিচারপরিপূর্ণ-মস্তিষ্ক-যুক্তসহজিয়াগণ মনে করিতে পারেন যে, শ্রীমতী রাধিকা প্রাকৃত-জার-রতা ছিলেন; কিন্তু অরুন্ধতী অপেক্ষাও বৃষভানুনন্দিনীর পাতিব্রত্য অধিক;—বার্ষভানবী হইতেই সমগ্র পাতিব্রত্যধর্ম্ম উদ্ভূত হইয়াছে। যাবতীয় সুনীতির মূলবস্তু বৃষভানুনন্দিনীর পাদপদ্মেই আবদ্ধ; (চৈঃ চঃ মধ্য ৮ম পঃ),—

"যাঁর পতিব্রতা-ধর্ম্ম বাঞ্ছে' অরুন্ধতী।"

শ্রীকৃষ্ণ — সকল বিষ্ণুতত্ত্বের অংশী; শ্রীমতীও সকল মহালক্ষ্মীর অংশিনী। অংশী অবতারিস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ প্রাভব, বৈভব ও পুরুষাদি অবতার-গণকে বিস্তার করেন, তদ্রূপ অংশিনী শ্রীমতী রাধিকাও লক্ষ্মীগণ, মহিষীগণ ও ব্রজাঙ্গনাগণকে বিস্তার করেন। শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্বপতি এবং শ্রীবৃষভানুনন্দিনীই তাঁহার নিত্যকাল পরিপূর্ণতম-সেবাধিকারিণী; সুতরাং তিনি নিত্যকান্তা-শিরোমণি ব্যতীত অন্য কিছু নহেন।

শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র 'বিষয়'; স্থায়ি-রতিবিশিষ্ট যাবতীয় জীবাত্মা—সেই ভগবত্তত্ত্বেরই 'আশ্রয়'। শান্ত, দাস্য, সখ্য বাৎসল্য ও মধুর, এই পঞ্চপ্রকার শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক রতি বা স্থায়িভাব — জীবাত্মার স্বরূপসিদ্ধ। এই স্থায়িভাবস্বরূপা রতি স্বয়ং আনন্দরূপা হইয়াও সামগ্রীর মিলনে রসাবস্থা লাভ করেন। সামগ্রী চারিপ্রকার —(১) বিভাব, (২) অনুভাব, (৩) সাত্ত্বিক, (৪) ব্যভিচারী বা সঞ্চারী। রত্যাস্বাদন-হেতু-রূপ বিভাব দুইপ্রকার — আলম্বন ও উদ্দীপন। আলম্বন দুইপ্রকার—বিষয় ও আশ্রয়। যিনি—রতির বিষয়, অর্থাৎ যাঁহার প্রতি রতি ক্রিয়াবতী, তিনি 'বিষয়'রূপ আলম্বন অর্থাৎ বিষয়রূপ আলম্বনই রতির আধেয় এবং যিনি—রতির আধার অর্থাৎ যাঁহাতে রতি বর্ত্তমান তিনিই 'আশ্রয়'রূপ আলম্বন।

বৈকুণ্ঠাদি-ধামে ত্রিবিধ কালই যুগপৎ বর্ত্তমান। বৈকুণ্ঠাদি লোকের হেয় প্রতিফলনস্বরূপ এই জড়-জগতে যেমন ভূত-কাল বা ভাবি-কালের সৌভাগ্য বর্ত্তমান-কালে অনুভূত হয় না, মূল আকর-স্থানীয় অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠাদি ধামে তদ্রূপ নহে; তথায় সমস্ত সৌভাগ্য একই কালে যুগপৎ অনুভূত হইয়া থাকে।

গোলোকে অদ্বয়জ্ঞান শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র 'বিষয়' ও

অনন্তকোটি জীবাত্মাই তাঁহার 'আশ্রয়'। আশ্রয়গণ কিছু 'বিষয়' হইতে পৃথক্ বা দ্বিতীয় বস্তু নহেন; তাঁহারা—অদ্বয়জ্ঞান বিষয়েরই 'আশ্রয়'। বস্তুত্বে 'এক' ও শক্তিত্বে 'বহু',—ইহাই বিষয় ও আশ্রয়ের মধ্যে সম্বন্ধ। অক্ষজ-ধারণাকারী সাহজিকগণ এই বিষয় ও আশ্রয়ের কথা বুঝিতে অসমর্থ। নির্ব্বিশেষবাদিগণের নিকট বিষয় ও আশ্রয়গণের স্থান নাই। শ্রীল নরহরিতীর্থের পূর্ব্বাশ্রমের অধস্তন বিশ্বনাথ কবিরাজ 'সাহিত্য-দর্পণ'-নামক অলঙ্কার-গ্রন্থে বিষয় ও আশ্রয়ের কথা এতদূর সুষ্ঠুভাবে বলিতে পারেন নাই; এমন কি, 'কাব্যপ্রকাশ'-কার বা ভরত-মুনিও তাহা বলিতে অসমর্থ হইয়াছেন। শ্রীল রূপপাদের লেখনীতে অপ্রাকৃত বিষয় ও আশ্রয়ের কথা পরিস্ফুটরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। অদ্বয়জ্ঞান বিষয়তত্ত্ব ব্রজেন্দ্রনন্দনে অনন্ত-কোটি জীবাত্মা আশ্রয়রূপে বিরাজমান থাকিলেও মূল আশ্রয়তত্ত্ব (বিগ্রহ)—পাঁচটী; মধুর-রসে শ্রীবৃষভানুনন্দিনী, বাৎসল্য-রসে নন্দ-যশোদা, সখ্য-রসে সুবলাদি, দাস্য-রসে রক্তকাদি, এবং শান্ত-রসে গো, বেত্র ও বেণু প্রভৃতি। শান্তরসে সঙ্কুচিত-চেতন চিন্ময় গো, বেত্র, বেণু, কদম্ববৃক্ষ এবং যামুন-সৈকত প্রভৃতি অজ্ঞাতভাবে শ্রীকৃষ্ণের নিরন্তর সেবা করিতেছেন।

যাঁহাদের বহির্জ্জগতের কথায় সময় নষ্ট করিবার অবসর আর নাই, তাঁহারাই এইসকল কথার মর্ম্ম বুঝিতে পারেন। শ্রীল রূপপাদ ইহা দেখাইবার জন্যই বিষয়ত্যাগের অভিনয় করিয়া শুষ্ক রুটী ও চানা চিবাইয়া এক-এক বৃক্ষতলে এক-এক রাত্রি বাস করিয়া 'কৃষ্ণ-প্রীত্যর্থে ভোগত্যাগের আদর্শ দেখাইয়া এইসকল কথা বুঝিবার অধিকার ও যোগ্যতা প্রদান করিয়াছেন। আমরা যে-স্থানে ও যে-ভূমিকায় অবস্থান করিতেছি, তাহাতে কৃষ্ণপ্রণয়মূর্ত্তি শ্রীরাধার তত্ত্বকথা আমাদের স্থূলজড়েন্দ্রিয়ের গোচরীভূত হইতে পারে না। বৃষভানুনন্দিনী—আশ্রয়জাতীয় কৃষ্ণবস্তু। যে-রাজ্যে স্থূলজগৎ, সূক্ষ্মজগৎ বা নির্ব্বিশেষ চিন্মাত্রের অনুভূতি নাই, যে-অপ্রাকৃতধামে চিদ্বিলাস-চমৎকারিতা পরিপূর্ণরূপে বর্ত্তমান, শ্রীরাধিকা তাহার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া বর্ত্তমান। তিনি কৃষ্ণের সেবা করিবার জন্য কৃষ্ণবক্ষে আরোহণ করেন, তিনি কৃষ্ণের সেবা করিবার জন্য কৃষ্ণকে তাড়ন ও ভর্ৎসন পর্য্যন্ত করেন, এই সকল কথা সামান্য মানব-যুক্তির উন্নতস্তরে অধিরোহণ করিবার কথা নয়, নির্ব্বিশেষবাদীর চিন্মাত্র-পর্য্যন্ত কথা নয়; পরন্তু যাঁহার কৃষ্ণসেবার জন্য লৌল্য উপস্থিত হইয়াছে, তিনিই কেবল আত্মবৃত্তিতে এইসকল কথার মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে পারেন।

শ্রীমতী রাধিকা — স্বয়ংরূপ-শ্রীকামদেবের স্বয়ংরূপা কামিনী। স্বয়ং শ্রীরূপ-গোস্বামী - যাঁহার অনুগত, সেই বৃষভানুনন্দিনী—যাবতীয় অপ্রাকৃত নারীকুলের মূল আকর-বস্তু। শ্রীকৃষ্ণ যেমন অংশী, শ্রীমতীও তদ্রূপ অংশিনী; শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনীর স্বরূপ-বর্ণনে পাই (চৈঃ চঃ মধ্য ৮ম পঃ) — "কৃষ্ণলীলা-মনোবৃত্তি-সখী আশ-পাশ"। সহস্র-সহস্র গোপীর যূথেশ্বরীগণ, মূল অষ্টসখীর সহস্র-সহস্র পরিচারিকা-বৃন্দ বৃষভানুনন্দিনীর সর্ব্বক্ষণ সেবা করিতেছেন। মনোবৃত্তিরূপা সখীগণ আটপ্রকার—(১) অভিসারিকা, (২) বাসকসজ্জা (৩) উৎকণ্ঠিতা, (৪) খণ্ডিতা (৫) বিপ্রলব্ধা, (৬) কলহান্তরিতা, (৭) প্রোষিতভর্ত্তৃকা এবং (৮) স্বাধীনভর্ত্তৃকা।

বৃষভানুনন্দিনী বিভিন্ন সেবিকাগণের দ্বারা সেব্যের বিপ্রলম্ভ সমৃদ্ধ করিয়া চিদ্বিলাস-চমৎকারিতা উৎপাদন করেন। বৃষভানুনন্দিনীর আটদিকে আটটী সখী। বার্ষভানবী—যুগপৎ অষ্টসখীর অষ্টভাবে পরিপূর্ণা। কৃষ্ণ যে ভাবের ভাবুক, যে-রসের রসিক, যে-রতির বিষয়, কৃষ্ণ যখন যাহা যাহা চা'ন সেইসকল ভাবের পরিপূর্ণ উপকরণরূপে কৃষ্ণেচ্ছাপূর্ত্তিময়ী হইয়া অনন্ত-কাল শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ-সেবা-রসে নিমগ্না।

শ্রীকৃষ্ণে চতুঃষষ্টি গুণ পরিপূর্ণরূপে শুদ্ধচিন্ময়ভাবে সর্ব্বদা দেদীপ্যমান। শ্রীনারায়ণে ষষ্টি গুণ বর্ত্তমান থাকিলেও শ্রীকৃষ্ণে তাহা আরও অত্যদ্ভুতরূপে বিরাজমান। আবার, শ্রীকৃষ্ণ যে অপূর্ব্ব চারিটী গুণের নায়ক, তাহা শ্রীনারায়ণেও প্রকাশিত হয় নাই। শ্রীকৃষ্ণ—সর্ব্বলোক-চমৎকারিণী লীলার কল্লোল-বারিধি;

তিনি—অসমোর্দ্ধরূপশোভা-বিশিষ্ট ; তিনি—ত্রিজগতের চিত্তাকর্ষি-মুরলী-বাদনকারী ; তিনি—শৃঙ্গার-রসের অতুল প্রেম-দ্বারা শোভা-বিশিষ্ট প্রেষ্ঠমণ্ডলের সহিত বিরাজমান ; অর্থাৎ তিনি ক্রীড়া (লীলা)-মাধুরী, শ্রীবিগ্রহ (রূপ)-মাধুরী, বেণুমাধুরী ও সেবক-মাধুরী—এই চারিটী অসাধারণ গুণ লইয়া নিত্যধামে বিরাজমান। এই চারিটী গুণ শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত নারায়ণে পর্য্যন্ত নাই।

এই জড়-জগৎ চিদ্ধামেরই বিকৃত প্রতিফলন। চিদ্ধামে একজন সেব্য, সকলেই তাঁহার সেবক ; আর অচিজ্জগতে সেব্য ও সেবকের সংখ্যা বহু। চিদ্ধামে একমাত্র সেব্য-বস্তুর সুখতাৎপর্য্যই সেবকগণের নিত্যচিন্ময় স্বার্থ। সেই চিদ্ধামেরই বিকৃত প্রতিফলন এই অচিজ্জগতে বহু সেব্য ও বহু সেবক ছিল, আছে ও থাকিবে। এই জড়-জগতে সেবক ও সেব্যের স্বার্থ—পরস্পর ভিন্ন। এখানে সেবক নিজের সুখের বিঘ্নকর হইলেই সেব্যের সেবা পরিত্যাগ করিয়া থাকে ; অর্থাৎ এককথায় এইস্থানে সেব্য ও সেবকের নিঃস্বার্থপরত্ব নাই এবং এই স্থানে সমস্তই এক-তাৎপর্য্যের অভাব বা ব্যভিচার-দোষ-দুষ্ট। পত্নী পতির সেবা করিয়া থাকে—নিজের অনিত্য স্বার্থের জন্য, এবং পতি পত্নীকে ভালবাসিয়া থাকে—নিজের ভোগ বা ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্য অর্থাৎ পতির স্বার্থ ও পত্নীর স্বার্থ—এক নহে। এইস্থানে যত বড় সতী স্ত্রী বা যত নীতিপরায়ণ স্বামীই হউন না কেন, দেহধর্ম্ম ও মনোধর্ম্মে তাঁহারা আবদ্ধ থাকেন বলিয়া তাঁহাদের চেষ্টা—হৈতুকী, অনৈকান্তিকী ও অব্যবসায়াত্মিকা। আত্মধর্ম্ম একমাত্র কৃষ্ণসেবা ব্যতীত কোথাও অব্যভিচারিণী সেবা নাই। এই জড়-প্রপঞ্চের পুত্রের প্রতি পিতামাতার যে স্নেহ, মাতাপিতার প্রতি পুত্রের যে শ্রদ্ধা দেখা যায়, তন্মধ্যেও স্থূল বা সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়তর্পণ-স্পৃহা বা ব্যভিচার। দেহ ও মনের রাজ্যেই পরস্পর ভোক্তৃ-ভোগ্য-সম্বন্ধ, সুতরাং শুদ্ধ-সেব্য-সেবক-সম্বন্ধ নাই বা থাকিতে পারে না।

যে-স্থানে অদ্বয়জ্ঞান-ব্রজেন্দ্রনন্দন একটীমাত্র শক্তিমান্ পুরুষ বা বিষয়তত্ত্ব—যেস্থানে আর দ্বিতীয় পুরুষ নাই, সেস্থানে আর ব্যভিচার হইতে পারে না। সেস্থানে 'বিষয়' এক—'একমেবাদ্বিতীয়ম্' ; শক্তি—অনন্ত অর্থাৎ শক্তিমত্তত্ত্বে ও শক্তিতত্ত্ব-বিচারে অদ্বয়জ্ঞান বিষয়ের বা বস্তুর একত্ব, আশ্রয় বা শক্তির অনন্তত্ব। শ্বেতাশ্বতর (৬।৮) বলেন,—

> "ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে,
> ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে।
> পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে,
> স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ॥"

অদ্বয়জ্ঞান শক্তিমৎ-তত্ত্ববস্তু 'এক' হইলেও শক্তি বিবিধ হওয়ায়, শক্তিবিচারে বিশেষ-বিশেষ ধর্ম্ম বর্ত্তমান। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী শক্তিবৈশিষ্ট্য নিরূপণ করিয়াছেন অর্থাৎ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদে বস্তুর অদ্বয়ত্ব ও শক্তির বৈশিষ্ট্য স্থাপিত হইয়াছে। সুতরাং তাহাতে আশ্রয়জাতীয়ত্ব-রহিত কেবলাদ্বৈতপর বিচার নাই।

এই দেবীধামে ভোগ্যবস্তুসমূহ ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানে মাপিয়া লওয়া যায়। সেই ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানের সাহায্যে অতীন্দ্রিয়-রাজ্যের অধিশ্বরী শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী ও তাঁহার পরিকরগণের অর্থাৎ চতুর্ব্বিধ-রসের রসিক আশ্রয়তত্ত্ব-সমূহের সহিত বিষয়তত্ত্বের কেহ যেন গোলমাল না করিয়া ফেলেন। আলঙ্কারিকের পরিভাষা 'বিষয়' ও 'আশ্রয়'—দার্শনিক-ভাষায় 'শক্তিমান্' ও 'শক্তি', ভক্তের ভাষায় 'সেব্য' ও 'সেবক' বলিয়া উক্ত হন। আমরা যদি নিত্য আশ্রয়জাতীয় বিগ্রহকে আশ্রয় করিতে পারি, তাহা হইলেই প্রকৃতপ্রস্তাবে বিষয়ের সন্ধান পাইব। বৃষভানুনন্দিনীর 'সুদুর্ল্লভাদপি সুদুর্ল্লভ' চরণাশ্রয়—বিভিন্নাংশ জীবের পক্ষে যে কত বড় লোভনীয় ব্যাপার, তাহা শ্রীগৌরলীলার পূর্ব্বে এরূপ সুষ্ঠুভাবে প্রকাশিত হয় নাই। 'রাধা-ভাবদ্যুতি-সুবলিত' 'অনর্পিত-চর-প্রেম-প্রদাতা 'মহাবদান্য' শ্রীগৌরসুন্দরই এই গুহ্যতম কথা জগজ্জীবকে সুষ্ঠুভাবে জানাইয়াছেন।

আচার্য্য নিম্বার্কপাদ শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর উপাসনার কথা বলিলেও তাহাতে ততদূর সুষ্ঠুতা প্রদর্শিত হয় নাই ; কারণ, তাহাতে স্বকীয়বাদের কথা উল্লেখ থাকায় বস্তুতঃ তাহা রুক্মিণীবল্লভের উপাসনা-তাৎপর্য্যেই পর্য্যবসিত হইয়াছে। (চৈঃ চঃ আদি ৪র্থ পঃ ও মধ্য ৮ম পঃ)

"পারকীয়ভাবে অতি রসের উল্লাস।
ব্রজ বিনা ইহার অন্যত্র নাহি বাস॥
ব্রজবধূগণে এই ভাব নিরবধি।
তাঁর মধ্যে শ্রীরাধায় ভাবের অবধি॥"

* * * *

"গোপী-আনুগত্য বিনা, ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে।
ভজিলেহ নাহি পায় ব্রজেন্দ্রনন্দনে॥"

শ্রীবিষ্ণুস্বামিপাদের আনুগত্যবিচারে লীলাশুক শ্রীবিল্বমঙ্গল কৃষ্ণকর্ণামৃত-গ্রন্থে মধুর-রসাশ্রিত লীলার কথা কীর্ত্তন করিলেও তাহাতে শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রচারিত বৃষভানুসুতার মাধ্যাহ্নিক-লীলার পরম-চমৎকারিতা প্রদর্শিত হয় নাই; এমন কি, শ্রীজয়দেবের গীতগোবিন্দ গ্রন্থেও উহা কীর্ত্তিত হয় নাই।

শ্রীজয়দেবের 'গীতগোবিন্দ'-গ্রন্থ হইতে আমরা জানিতে পারি যে, শ্রীমতী বার্ষভানবী রাসক্রীড়া-কালে 'সাধারণী' বিচারে অন্যান্য গোপীগণের সহিত সম-পর্য্যায়ে গণিতা হওয়ায় অভিমানভরে রাসস্থলী পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। রাসস্থলী পরিহারপূর্ব্বক শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনীর সঙ্গলাভাশায় কৃষ্ণকর্ত্তৃক একমাত্র তাঁহারই অনুসন্ধান-কার্য্যের দ্বারা, শ্রীমতী যে কিরূপ কৃষ্ণাকর্ষিণী, তাহাই প্রকৃষ্টরূপে প্রমাণিত হইতেছে।

বৃষভানুনন্দিনীর গূঢ় কথা শ্রীমদ্ভাগবতের মধ্যে অস্পষ্টভাবে ইঙ্গিতরূপে উক্ত হইয়াছেন। শ্রীমতী রাধিকার কথা অতীব গোপনীয় ও গুহ্য ব্যাপার বলিয়া শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীশুকদেব অর্ব্বাচীন বহির্ম্মুখ পাঠকগণের নিকট ঐরূপ অস্পষ্টভাবে বর্ণন করিয়াছেন।

শ্রীবার্ষভানবী—জগন্মাতা; তিনি—যাবতীয় শক্তি-জাতীয় বস্তুসমূহের জননী; তিনি—বিভিন্ন শক্তি-পরিচয়োত্থ ধর্ম্ম ও সংজ্ঞা-সমূহেরও আকর; তিনি—স্বয়ংরূপ পরমেশ্বর কৃষ্ণের পরমেশ্বরী 'পরা-শক্তি'। 'শক্তিমদ্বস্তু' বলিতে যাহা বুঝায়, 'শক্তি' বলিতেও তাহাই বুঝায়। শ্রীমতী—বলদেবাদিরও পূজ্যা; শ্রীঅনঙ্গ-মঞ্জরী-পর্য্যন্ত শ্রীমতী রাধিকার সেবার জন্য সর্ব্বদা ব্যস্ত। এই শ্রীঅনঙ্গমঞ্জরীই শ্রীনিত্যানন্দ-বলদেবপ্রভুর অভিন্নবিগ্রহ ঈশ্বরী বলিয়া বিখ্যাত।

যাঁহারা বার্ষভানবীর শ্রীচরণাশ্রয়কে পরম-লোভনীয় বলিয়া জ্ঞান না করেন, তাঁহাদের বিচারে ধিক্। বার্ষভানবীর আশ্রিত জনগণই পরমধন্য। সেই বার্ষ-ভানবীর আশ্রিত জনগণের সুমহান্ আশ্রয় যাঁহারা লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারিলেই আমাদের পরম-মঙ্গল হইবে। অতএব—

"দিব্যদ্বৃন্দারণ্যকল্পদ্রুমাধঃ
শ্রীমদ্রত্নাগারসিংহাসনস্থৌ।
শ্রীশ্রীরাধা-শ্রীলগোবিন্দদেবৌ
প্রেষ্ঠালীভিঃ সেব্যমানৌ স্মরামি॥"

'অপ্রাকৃত জ্যোতির্ম্ময় বৃন্দাবনে চিন্ময় কল্পতরুর তলে রত্নমন্দিরস্থিত সিংহাসনে উপবিষ্ট এবং সেবা-পরা শ্রীরূপমঞ্জরী প্রভৃতি ও শ্রীললিতাদি প্রিয়নর্ম্মসখী-গণের দ্বারা পরিবৃত শ্রীরাধাগোবিন্দকে আমি স্মরণ করিতেছি।'

কনিষ্ঠ, মধ্যম ও উত্তম বিচারে সাধক ত্রিবিধ

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]

পরমার্থতত্ত্বে সকল লোকেরই অধিকার আছে। কিন্তু আলোচকগণের অবস্থাক্রমে তাঁহাদিগকে তিন ভাগে বিভাগ করা যায় *। যাঁহাদের স্বাধীন বিচার শক্তির উদয় হয় নাই, তাঁহারা কোমলশ্রদ্ধ নামে প্রথম ভাগে অবস্থান করেন। বিশ্বাস ব্যতীত তাঁহাদের গতি নাই। শাস্ত্রকার যাহা বলিয়াছেন, তাহা ঈশ্বরাজ্ঞা বলিয়া না মানিলে তাঁহাদের অধোগতি হইয়া পড়ে। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বের স্থূলার্থের অধিকারী, সূক্ষ্মার্থ বিচারে তাঁহাদের অধিকার নাই। যে পর্য্যন্ত সাধুসঙ্গ ও সদুপদেশ দ্বারা ক্রমোন্নতি সূত্রে তাঁহারা উন্নত না

* যশ্চ মূঢ়তমো লোকে যশ্চ বুদ্ধেঃ পরংগতঃ। তাবুভৌ সুখমেধেতে ক্লিশ্যত্যন্তরিতো জনঃ॥ ভাগবত

হন সে পর্য্যন্ত তাঁহারা বিশ্বাসের আশ্রয়ে আত্মোন্নতির যত্ন পাইবেন। বিশ্বস্ত বিষয়ে যুক্তিযোগ করিতে সমর্থ হওয়ায় যাঁহারা পারংগত না হইয়াছেন, তাঁহারা যুক্ত্যধিকারী বা মধ্যমাধিকারী বলিয়া পরিগণিত হন। পারংগত পুরুষেরা সর্ব্বার্থসিদ্ধ। তাঁহারা অর্থ সকল দ্বারা স্বাধীন চেষ্টাক্রমে পরমার্থ সাধনে সক্ষম। ইঁহাদের নাম উত্তমাধিকারী। এই ত্রিবিধ আলোচকদিগের মধ্যে এই গ্রন্থের অধিকারী কে, তাহা নির্ণয় করা আবশ্যক। কোমলশ্রদ্ধ মহোদয়গণ ইহার অধিকারী নহেন। কিন্তু ভাগ্যোদয় ক্রমে ক্রমশঃ উচ্চাধিকার প্রাপ্ত হইয়া পরে অধিকারী হইতে পারেন। পারংগত মহাপুরুষদিগের এই গ্রন্থে নিজ নিজ সিদ্ধান্ত দূরীকরণ ব্যতীত আর কোন সাক্ষাৎ প্রয়োজন নাই। তথাপি এতদ্‌গ্রন্থালোচন দ্বারা মধ্যমাধিকারীদিগকে উন্নত করিবার চেষ্টায় এই গ্রন্থের সমাদর করিবেন। অতএব মধ্যমাধিকারী মহোদয়গণ এই গ্রন্থের যথার্থ অধিকারী। শ্রীমদ্ভাগবতে পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ লোকেরই অধিকার আছে। ঐ অপূর্ব্ব গ্রন্থের প্রচলিত টীকা টিপ্পনি সকল প্রায় কোমলশ্রদ্ধ পুরুষদিগের উপকারার্থ বিরচিত হইয়াছে। টীকা টিপ্পনিকারেরা অনেকেই সারগ্রাহী ছিলেন, কিন্তু তাঁহারা যতদূর কোমলশ্রদ্ধদিগের প্রতি দয়া প্রকাশ করিয়াছেন ততদূর মধ্যমাধিকারীদিগের প্রতি করেন নাই। যে যে স্থলে জ্ঞানের চর্চ্চা করিয়াছেন, সেই সেই স্থলে কেবলব্রহ্মজ্ঞানের উল্লেখ থাকায় বর্ত্তমান যুক্তিবাদিদিগের উপকার হইতেছে না। সম্প্রতি অস্মদ্দেশীয় অনেকে বিদেশীয় শাস্ত্র ও বিজ্ঞান আলোচনা করিয়া তাৎপর্য্য অন্বেষণ করেন। পূর্ব্বোক্ত কোমলশ্রদ্ধ পুরুষগণের উপযোগী টীকা, টিপ্পনি ও শাস্ত্রকারের পরোক্ষবাদ * দৃষ্টি করিয়া তাঁহারা সহসা হতশ্রদ্ধ হইয়া হয় কোন বিজাতীয় ধর্ম্ম অবলম্বন করেন, অথবা তদ্রূপ কোন ধর্ম্মান্তর সৃষ্টি করিয়া ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত হন। ইহাতে শোচনীয় এই যে, পূর্ব্ব মহাজনকৃত অনেক পরিশ্রমজাত অধিকার হইতে অধিকারান্তর গমনোপযোগী সম্যক্ সোপান পরিত্যাগপূর্ব্বক নিরর্থক কালক্ষেপজনক সোপানান্তর গঠনে প্রবৃত্ত হন। মধ্যমাধিকারীদিগের শাস্ত্রবিচার জন্য যদি কোন গ্রন্থ থাকিত তাহা হইলে আর উপধর্ম্ম, ছলধর্ম্ম, বৈধর্ম্ম ও ধর্ম্মান্তরের কল্পনারূপ বৃহদনর্থ ভারতবর্ষে প্রবেশ করিত না। উপরি উক্ত অভাব পরিপূরণ করাই এই শাস্ত্রের প্রধান উদ্দেশ্য। বস্তুতঃ এই শাস্ত্রদ্বারা কোমলশ্রদ্ধ, মধ্যমাধিকারী, উত্তমাধিকারী ত্রিবিধ লোকেরই স্বতঃ পরতঃ উপকার আছে। অতএব তাঁহারা সকলেই ইহার আদর করুন।

পরমার্থতত্ত্বে সাম্প্রদায়িকতা স্বভাবতঃ হইয়া পড়ে। আচার্য্যগণ যখন প্রথমে তত্ত্ব নিরূপণ করিয়া শিক্ষা দেন তখন সাম্প্রদায়িকতা দ্বারা তাহা দূষিত হন না, কিন্তু কালক্রমে পরম্পরা প্রাপ্ত বিধি সকল দৃঢ়মূল হইয়া সাধ্যবস্তুর সাধনোপায় সকলকে ভিন্ন ভিন্ন করিয়া দেশ দেশান্তরে ভিন্ন ভিন্ন জনমণ্ডলের ধর্ম্মভাব সকলের আকৃতি ভিন্ন করিয়া দেয় †। যে মণ্ডলে যে বিধি চলিত হইয়াছে তাহা ভিন্ন মণ্ডলে না থাকায় এক মণ্ডল অন্য মণ্ডল হইতে ভিন্ন হইয়া যায় ও ক্রমশঃ স্ব স্ব উপাধি ও উপকরণ সকলকে অধিক মান্য করিয়া ভিন্ন ভিন্ন মণ্ডলীয় ব্যক্তিগণকে বিদ্বেষ করতঃ অপদস্থ জ্ঞান করে। এই সম্প্রদায় লক্ষণটী প্রাচীনকাল হইতে সর্ব্বদেশে দৃষ্ট হয়। কোমলশ্রদ্ধ পুরুষদিগের মধ্যে ইহা অত্যন্ত প্রবল। মধ্যমাধিকারীরাও কিয়দংশে ইহাকে বরণ করেন। উত্তমাধিকারীগণের সাম্প্রদায়িকতা নাই। লিঙ্গনিষ্ঠাই সম্প্রদায়ের প্রধান চিহ্ন। লিঙ্গ তিন প্রকার অর্থাৎ অলোচকগত, আলোচনাগত ও আলোচ্যগত। সাম্প্রদায়িক সাধকগণ কতকগুলি বাহ্যচিহ্ন স্বীকার করেন তাহাই আলোচকগত লিঙ্গ। মাল্যতিলকাদি, গৈরিক বস্ত্রাদি ও বিদেশীয়গণের মধ্যে বাপটিসম্ সুন্নতাদি ইহার উদাহরণ। উপাসনা কার্য্যে যে সকল ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য নির্ণীত হয় তাহাই আলো-

* পরোক্ষবাদবেদোঽয়ং বালানামনুশাসনং।
কর্ম্মমোক্ষায় কর্ম্মাণি বিধত্তে হ্যগদং যথা॥ ভাগবতং

† যথা প্রকৃতি সর্ব্বেষাং চিত্রা বাচঃ স্রবন্তিহি।
এবং প্রকৃতিবৈচিত্র্যাদ্ভিদ্যন্তে মতয়ো নৃণাং।
পারম্পর্য্যেণ কেষাঞ্চিৎ পাষণ্ডমতয়োঽপরে॥ ভাগবতং

চনাগত লিঙ্গ। যজ্ঞ, তপস্যা, হোম, ব্রত, স্বাধ্যায়, ইজ্যা, দেবমন্দির, বিশেষ বিশেষ বৃক্ষ নদ্যাদির বিশেষ বিশেষ পাবিত্র্য, মুক্তকচ্ছতা, আচার্য্যাভিমান, বদ্ধ-কচ্ছতা, চক্ষুনিমীলন, বিশেষ বিশেষ পুস্তকাদির সম্মাননা আহারীয় বস্তু সমুদায়ে বিধি নিষেধ, বিশেষ বিশেষ দেশ কালের পবিত্রতা ইত্যাদি ইহার উদাহরণ। পরমেশ্বরের নিরাকার সাকার ভাবস্থাপন, ভগবদ্ভাবের নির্দ্দেশক নিরূপণ অর্থাৎ মূর্ত্ত্যাদি স্থাপন, তাঁহার অবতার চেষ্টা প্রদর্শন ও বিশ্বাস, স্বর্গ নরকাদি কল্পনা, আত্মার ভাবী অবস্থা বর্ণন ইত্যাদি আলোচ্যগত লিঙ্গের উদাহরণ। এই সকল পারমার্থিক চেষ্টা নির্গত লিঙ্গদ্বারা সম্প্রদায় বিভাগ হইয়া উঠে। পরন্তু দেশভেদে কাল-ভেদে, ভাষাভেদে, ব্যবহারভেদে, আহারভেদে, পরিধেয় বস্ত্রাদিভেদে ও স্বভাবভেদে যে সকল ভিন্নতা উদয় হয় তদ্দ্বারা জাত্যাদিভেদ লিঙ্গ সকল পারমার্থিক লিঙ্গ সকলের সহিত সংযোজিত হইয়া ক্রমশঃ এক দল মনুষ্যকে অন্য দল হইতে এরূপ পৃথক্ করিয়া তুলে যে তাহারা যে মানব জাতিত্বে এক এরূপ বোধ হয় না। এবম্বিধ ভিন্নতাবশতঃ ক্রমশঃ বাগ্‌বিতণ্ডা, পরস্পর আহারাদি পরিত্যাগ, যুদ্ধ ও প্রাণনাশ পর্য্যন্ত অপ-কার্য্য দৃষ্ট হয়। কনিষ্ঠাধিকারী অর্থাৎ কোমলশ্রদ্ধ পুরুষদিগের মধ্যে ভারবাহিত্ব প্রবল হইলে এই শোচনীয় ঘটনা অনিবার্য্য হইয়া উঠে। যদি সারগ্রাহী প্রবৃত্তি স্থান প্রাপ্ত হয় তবে লিঙ্গাদিজনিত বিবাদ বিসম্বাদে প্রবৃত্ত না হইয়া কোমলশ্রদ্ধ পুরুষেরা উচ্চাধিকার প্রাপ্তির যত্ন পাইয়া থাকেন। মধ্যমাধিকারীরা বাহ্য লিঙ্গ লইয়া ততদূর বিবাদ করেন না, কিন্তু জ্ঞানগত লিঙ্গাদিদ্বারা তাঁহারা সর্ব্বদা আক্রান্ত থাকেন। কোমল-শ্রদ্ধ পুরুষদিগের লিঙ্গ সকলের প্রতি সময়ে সময়ে ঘৃণা প্রকাশ করিয়া তর্কগত আলোচ্য নিষ্ঠ লিঙ্গ স্থাপনার্থ তাঁহারা কনিষ্ঠাধিকারীদিগের প্রতিষ্ঠিত আলোচ্যগত লিঙ্গ অর্থাৎ মূর্ত্ত্যাদির অপ্রতিষ্ঠা করিয়া থাকেন *। এস্থলে তাঁহাদের ভারবাহিত্বকেই কারণ বলিয়া লক্ষ্য হয়। কেননা যদি তাঁহাদের উচ্চাধিকার প্রাপ্তি জন্য সারগ্রাহী চেষ্টা থাকিত তাহা হইলে উভয় লিঙ্গের সাম্বন্ধিক সম্মাননা করিয়া লিঙ্গাতীত বস্তু জিজ্ঞাসার উপলব্ধি করিতেন। বস্তুতঃ ভারবাহিত্বক্রমেই লিঙ্গ বিরোধ উপস্থিত হয়। সারগ্রাহী মহোদয়গণ অধিকার ভেদে লিঙ্গভেদের আবশ্যকতা বিচারপূর্ব্বক স্বভাবতঃ নির্ব্বৈর ও সাম্প্রদায়িক বিবাদ সম্বন্ধে উদাসীন হন †। এস্থলে জ্ঞাতব্য এই যে কনিষ্ঠ ও মধ্যমাধিকারীদিগের মধ্যে সারগ্রাহী ও ভারবাহী উভয়বিধ মনুষ্যই লক্ষিত হয়। ভারবাহী লোকেরা যে এই শাস্ত্র আদর করিয়া গ্রহণ করিবেন এরূপ আশা করা যায় না। লিঙ্গবিরোধ বিষয়ে সম্পূর্ণ ঔদাসীন্য অবলম্বনপূর্ব্বক ক্রমোন্নতি বিধির আদর করিলে কনিষ্ঠ ও মধ্যমাধিকারী সকলেই সারগ্রাহী হইয়া থাকেন। তাঁহারা আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ ও প্রিয়বান্ধব। জন্ম বা বাল্যকালে উপদেশ বশতঃ পূর্ব্ব হইতে আশ্রিত কোন বিশেষ সম্প্রদায় লিঙ্গ স্বীকার করিয়াও সারগ্রাহী মহাপুরুষগণ কার্য্যতঃ উদাসীন ও অসাম্প্রদায়িক থাকেন।

যে ধর্ম্ম এই শাস্ত্রে প্রতিষ্ঠিত ও ব্যাখ্যাত হইবে তাহার নামকরণ করা অতীব কঠিন। কোন সাম্প্র-দায়িক নামে উল্লেখ করিলে অপর সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধ হইবার সম্ভব। অতএব এই সনাতন ধর্ম্মকে সাত্বত ধর্ম্ম বলিয়া ভাগবতে ব্যাখ্যা করিয়াছেন ‡। ইহার অপর নাম বৈষ্ণব ধর্ম্ম। ভারবাহী বৈষ্ণবেরা শাক্ত, সৌর, গাণপত্য, শৈব ও বৈষ্ণব এই পঞ্চ সম্প্রদায়ের মধ্যে পরিগণিত। কিন্তু সারগ্রাহী বৈষ্ণবগণ বিরল অতএব অসাম্প্রদায়িক। অধিকারভেদে ভিন্ন ভিন্ন নাম প্রাপ্ত হইয়া পূর্ব্বোক্ত পাঁচটী পারমার্থিক সম্প্রদায় ভারতবর্ষে প্রচলিত হইয়া আসিয়াছে। মানবদিগের প্রবৃত্তি দুই প্রকার অর্থাৎ আর্থিক ও পারমার্থিক। আর্থিক প্রবৃত্তি হইতে দেহপোষণ, গেহনির্ম্মাণ, বিবাহ,

* মন্মায়ামোহিতধিয়ঃ পুরুষাঃ পুরুষর্ষভ।
শ্রেয়ো বদন্ত্যনেকান্তং যথা কর্ম্ম যথা রুচিঃ॥ ভাগবতং

† অকিঞ্চনস্য দান্তস্য শান্তস্য সমচেতসঃ।
ময়া সন্তুষ্টমনসঃ সর্ব্বাঃ সুখময়া দিশঃ। ভাগবতং

‡ ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো নির্ম্মৎসরাণাং সতামিত্যাদি। ভাগবতং।

সন্তানোৎপাদন, বিদ্যাভ্যাস, ধনোপার্জ্জন, জড়বিজ্ঞান, শিল্পকর্ম্ম রাজ্য ও পুণ্যসঞ্চয় প্রভৃতি নানাবিধ কার্য্য নিঃসৃত হয়। পশু ও মানবগণের মধ্যে অনেকগুলি কর্ম্মের ঐক্য আছে কিন্তু মানবগণের আর্থিক চেষ্টা পশুদিগের নৈসর্গিক চেষ্টা হইতে শ্রেষ্ঠ। সমস্ত আর্থিক চেষ্টা ও কার্য্য করিয়াও মানবগণ স্বধর্ম্মাশ্রয়ের চেষ্টা না করিলে দ্বিপদ পশু বলিয়া ব্যাখ্যাত হয়। শুদ্ধ আত্মার নিজধর্ম্মকে স্বধর্ম্ম বলা যায়। শুদ্ধ অবস্থায় জীবের স্বধর্ম্ম প্রবলরূপে প্রতীয়মান হয়। বদ্ধাবস্থায় ঐ স্বধর্ম্ম পারমার্থিক চেষ্টারূপে পরিণত আছে। পূর্ব্বোল্লিখিত অর্থ সমস্ত চেষ্টার অধীন হইয়া তাহার কার্য্য সাধন করিলে অর্থ সকল চরিতার্থ হয় নতুবা তাহারা মানবগণের সর্ব্বোচ্চতা সম্পাদন করিতে পারে না *। অতএব কেবল অর্থচেষ্টা হইতে পরমার্থ চেষ্টার উদয়কালকে ঈষৎ সাম্মুখ্য বলা যায়। ঈষৎ সাম্মুখ্য হইতে উত্তমাধিকার পর্য্যন্ত অসংখ্য অধিকার লক্ষিত হয় †। প্রাকৃত জগতে ব্রহ্মজিজ্ঞাসার নাম শাক্তধর্ম্ম। প্রকৃতিকে জগৎকর্ত্রী বলিয়া ঐ ধর্ম্মে লক্ষিত হয়। শাক্তধর্ম্মে যে সকল আচার ব্যবহার উপদিষ্ট আছে সে সকল ঈষৎ সাম্মুখ্য উদয়ের উপযোগী। আর্থিক লোকেরা যে সময়ে পরমার্থ জিজ্ঞাসা করেন নাই তখন তাঁহাদিগকে পরমার্থ তত্ত্বে আনিবার জন্য শাক্তধর্ম্মোপদিষ্ট আচার সকল প্রলোভনীয় হইতে পারে। শাক্তধর্ম্মই জীবের প্রথম পারমার্থিক চেষ্টা এবং তদধিকারস্থ মানবগণের পক্ষে নিতান্ত শ্রেয়ঃ। সাম্মুখ্য অর্থাৎ ঈশ্বরসাম্মুখ্য প্রবল হইলে দ্বিতীয়াধিকারে জড়ের মধ্যে উত্তাপের শ্রেষ্ঠতা ও কর্ম্মক্ষমতা বিচারিত হইয়া উত্তাপের মূলাধার সূর্য্যকে উপাস্য করিয়া ফেলে। তৎকালে সৌরধর্ম্মের উদয় হয়। পরে উত্তাপকেও জড় বলিয়া বোধ হইলে পশু চৈতন্যের শ্রেষ্ঠতা বিচারে গাণপত্য ধর্ম্ম তৃতীয় স্থূলাধিকারে উৎপন্ন হয়। চতুর্থ স্থূলাধিকারে শুদ্ধ নরচৈতন্য শিবরূপে উপাস্য হইয়া শৈবধর্ম্মের প্রকাশ হয়। পঞ্চমাধিকারে জীবচৈতন্যেতর পরম চৈতন্যের উপাসনা রূপ বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রকাশ হয়। পারমার্থিক ধর্ম্ম স্বভাবতঃ পঞ্চ প্রকার, অতএব সর্ব্ব দেশেই এই সকল ধর্ম্ম কালে কালে ভিন্ন ভিন্ন নামে প্রচলিত হইয়া আসিয়াছে। স্বদেশ বিদেশে যে সকল ধর্ম্ম প্রচলিত আছে, ঐ ধর্ম্মগুলিকে বিচার করিয়া দেখিলে এই পঞ্চ প্রকারের কোন না কোন প্রকারে রাখা যায়। খ্রীষ্ট ও মহম্মদের ধর্ম্ম সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণবধর্ম্মের সদৃশ। বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্ম শৈব ধর্ম্মের সদৃশ। ইহাই ধর্ম্মতত্ত্বের বৈজ্ঞানিক বিচার। যাঁহারা নিজ ধর্ম্মকে ধর্ম্ম বলিয়া অন্যান্য ধর্ম্মকে বিধর্ম্ম বা উপধর্ম্ম বলেন, তাঁহারা কুসংস্কারপরবশ হইয়া সত্য নির্ণয়ে অক্ষম। বস্তুতঃ অধিকারভেদে সাম্বন্ধিক ধর্ম্মকে ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া বলিতে হইবে। কিন্তু স্বরূপ ধর্ম্ম এক মাত্র। মানবগণের সাম্বন্ধিক অবস্থায় সাম্বন্ধিক ধর্ম্ম সকলকে অস্বীকার করা সারগ্রাহীর কার্য্য নহে। অতএব সাম্বন্ধিক ধর্ম্ম সকলের যথাযোগ্য সম্মান করিয়া আমরা স্বরূপ ধর্ম্ম সম্বন্ধে বিচার করিব।

* ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিশ্বক্সেনকথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েৎ যদি রতিং শ্রম এবহি কেবলং॥ ভাগবতং

† ঈষৎ সাম্মুখ্যমারভ্য প্রীতিসম্পন্নতাবধিঃ।
অধিকারা হ্যসংখ্যেয়াঃ গুণাঃ পঞ্চবিধা মতাঃ॥ দত্তকৌস্তুভং

তমঃ, রজস্তম, রজ, রজঃসত্ত্ব ও সত্ত্ব এই পাঁচটী গুণ ক্রমে পাঁচ প্রকার ধর্ম্ম মানবগণের পঞ্চ স্থূল স্বভাব হইতে উদয় হয়। স্বভাব ও গুণ বিচারে অর্থবাদী পণ্ডিতেরা গুণের নীচতা হইতে উচ্চতা পর্য্যন্ত পাঁচটী স্থূল বিভাগ করিয়াছেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু শান্তিপুর হইতে নীলাচলপথে

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজ]

শ্রীমন্মহাপ্রভু ২৪ বৎসরকাল শ্রীধামমায়াপুরস্থ নিজ-গৃহে অবস্থানলীলা করতঃ ২৪ বৎসর শেষে যে মাঘমাস, তাহার শুক্লপক্ষে—সম্ভবতঃ মাঘীপূর্ণিমায় কাটোয়ার শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদের শিষ্য শ্রীল কেশবভারতী মহা-রাজের নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ লীলা করেন—

চব্বিশ বৎসর শেষ যেই মাঘ মাস।
তার শুক্লপক্ষে প্রভু করিলা সন্ন্যাস॥

—চৈঃ চঃ মঃ ৩৩

সন্ন্যাসগ্রহণান্তে মহাপ্রভু প্রেমাবেশে বৃন্দাবনগমনোদ্যত হইয়া ত্রিদণ্ডিভিক্ষুগীতি কীর্ত্তন করিতে করিতে বাহ্য-জ্ঞানশূন্যাবস্থায় তিন দিন রাঢ়দেশে ভ্রমণ করেন। অবন্তীদেশীয় ত্রিদণ্ডিভিক্ষু গাহিয়াছিলেন —

এতাং সমাস্থায় পরাত্মনিষ্ঠা-
মুপাসিতাং পূর্ব্বতমৈর্ম্মহদ্ভিঃ।
অহং তরিষ্যামি দুরন্তপারং
তমো মুকুন্দাঙ্‌ঘ্রি নিষেবয়ৈব॥

— ভাঃ ১১।২৩।৫৭

অর্থাৎ "আমি প্রাচীন মহজ্জনের উপাসিত এই পরাত্মনিষ্ঠারূপ ভিক্ষুকাশ্রম গ্রহণপূর্ব্বক কৃষ্ণপাদপদ্ম নিষেবণ-দ্বারা এই দুরন্তপার সংসাররূপ তমঃ উত্তীর্ণ হইব।"

মহাপ্রভুও সন্ন্যাসবেষ গ্রহণ করিয়া দৈন্যভরে কহিতে লাগিলেন—"আহা, এই ভিক্ষুবাক্যটি বড়ই সুন্দর। ইহাতে কৃষ্ণপাদপদ্ম-সেবাই ব্রতরূপে নির্দ্ধারিত হইয়াছে। আর ইহাতে যে সন্ন্যাসবেষের কথা আছে, তাহারও তাৎপর্য্য—জড়াত্মনিষ্ঠাত্যাগপূর্ব্বক পরাত্মনিষ্ঠা। কায়-মনোবাক্যে মুকুন্দসেবাদ্বারাই কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখতারূপ অনিত্য জড়সংসারাসক্তি নিবৃত্ত হইয়া থাকে। ভালই হইয়াছে, আমি যখন সেই বেষই গ্রহণ করিয়াছি, তখন আমার বৃন্দাবনে গিয়া নিভৃতে বসিয়া কৃষ্ণনিষেবণ ব্যতীত আর দ্বিতীয় কি কৃত্য থাকিতে পারে? কৃষ্ণসেবাই আমার একমাত্র মুখ্য কৃত্য।" ইহাই বলিতে বলিতে প্রেমোন্মত্ত মহাপ্রভু দিগ্‌বিদিক্ বা দিবারাত্র জ্ঞানশূন্য হইয়া রাঢ়দেশের কঠিন মাটীতে পদব্রজে দ্রুতগতি চলিতে লাগিলেন। মহাপ্রভুর পিছনে পিছনে ছুটিলেন শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু, শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্যরত্ন ও শ্রীমুকুন্দদত্ত—এই তিন মূর্ত্তি। প্রভুর প্রেমাবিষ্ট দিব্য-মূর্ত্তি দর্শনমাত্রেই লোকের মুখে আপনা হইতেই কৃষ্ণ-নাম উচ্চারিত হইতে ও মনে কৃষ্ণ-স্মৃতি জাগিয়া উঠিতে লাগিল। পথিমধ্যে স্থানে স্থানে গোপবালকগণ গোচারণ করিতেছে, তাহাদেরও মুখে আপনা হইতেই উচ্চস্বরে হরিধ্বনি নির্গত হইতে লাগিল। মহাপ্রভু তাহাদের মস্তকে হস্ত দিয়া স্নেহভরে কহিতে লাগিলেন— 'আহা বালকগণ, তোমরা আজ আমাকে কৃষ্ণনাম শুনাইয়া সত্যসত্যই কৃতার্থ করিলে তোমরাই ভাগ্য-বান্, তোমরা ধন্য।' মহাপ্রভু বৃন্দাবনে যাইতেছি— এই ভাবাবিষ্ট হইয়া দিবারাত্র ছুটিতেছেন, আহার নাই, বিশ্রাম নাই, নিদ্রা নাই, সঙ্গে যে নিত্যানন্দ প্রভুরা আসিতেছেন, তাঁহার প্রেমাবেশে মূর্চ্ছিত হইয়া মধ্যে মধ্যে ভূতলে স্থানাস্থান জ্ঞানশূন্য হইয়া আছাড় খাইয়া পড়িবার সময় নিত্যানন্দপ্রভুই যে বুক পাতিয়া প্রভুকে ধরিয়া রাখিতেছেন, সে সম্বন্ধেও কোন জ্ঞানই মহাপ্রভুর নাই। দরদী নিত্যানন্দ মহাপ্রভুকে কোন প্রকারে শান্তিপুরে অদ্বৈতভবনে লইয়া গিয়া বিশ্রাম করাইবার অভিপ্রায়ে চন্দ্রশেখর আচার্য্যকে কহিলেন, "তুমি আর কালবিলম্ব না করিয়া অতিশীঘ্র শান্তিপুরে যাও, তথায় শ্রীআচার্য্যপাদকে সংবাদ দাও, আমি মহাপ্রভুকে লইয়া তাঁহার মন্দিরে যাইতেছি, তিনি যেন অবিলম্বে সাবধানে ডোর কৌপীন বহির্ব্বাস-সহ নৌকা লইয়া শান্তিপুর ঘাটে অপেক্ষা করেন। তাঁহাকে জানাইয়াই তুমি তথা হইতে বরাবর শ্রীনবদ্বীপ-মায়াপুরে গিয়া শ্রীশচীমাতা ও অন্যান্য ভক্তবৃন্দকে সংবাদ দাও এবং তাঁহাদিগকে বরাবর শান্তিপুর অদ্বৈতভবনে লইয়া আইস। আমি এদিকে যে কোন উপায়ে হউক মহাপ্রভুকে গঙ্গাতীর পথে লইয়া যাই।" প্রভু নিত্যা-নন্দের যুক্তিমত আচার্য্যরত্ন তৎক্ষণাৎ শান্তিপুরাভিমুখে

ছুটিলেন, তথা হইতে নবদ্বীপে গিয়া সংবাদ দিবেন। এদিকে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু কৌশল করিয়া পূর্ব্ব হইতেই গোপবালকগণকে শিখাইয়া রাখিলেন—"ওহে বালকগণ, আমাদের এই প্রভু যদি তোমাদিগকে বৃন্দাবনে যাইবার পথের সন্ধান জিজ্ঞাসা করেন, তাহা হইলে তোমরা এই গঙ্গাতীরপথ দেখাইয়া দিও।" অনন্তর মহাপ্রভু বালকগণের নিকট যখন জিজ্ঞাসা করিলেন—"শুন শিশুগণ, কহ দেখি, কোন্ পথে যাব বৃন্দাবন?" নিত্যানন্দপ্রভুর শিক্ষানুসারে শিশুগণ গঙ্গাতীরপথ দেখাইয়া দিল। মহাপ্রভু সেইপথে বৃন্দাবনভাবাবেশে ধাবিত হইলেন। সহসা নিত্যানন্দপ্রভু মহাপ্রভুর সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলে আজ তিন দিন পরে মহাপ্রভু তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—'শ্রীপাদ তোমার কোথাকে গমন?' প্রভু কহিলেন—'তোমার সঙ্গে যাব বৃন্দাবন।' মহাপ্রভু কহিলেন —'কতদূরে আছে বৃন্দাবন?' তদুত্তরে নিত্যানন্দ কহিলেন,—'কর এই যমুনা দরশন।' এই কথা বলিতে বলিতে নিত্যানন্দ প্রভু মহাপ্রভুকে গঙ্গাতটে লইয়া আসিলেন। বৃন্দাবনভাবাবেশে মহাপ্রভুর গঙ্গাকে যমুনা জ্ঞান হইল। অহো ভাগ্য, যমুনারে পাইনু দরশন' এই বলিয়া মহাপ্রভু যমুনার স্তব পাঠ করিতে লাগিলেন—

"চিদানন্দভানোঃ সদানন্দসূনোঃ
পরপ্রেমপাত্রী দ্রবব্রহ্মগাত্রী।
অঘানাং লবিত্রী জগৎক্ষেমধাত্রী
পবিত্রীক্রিয়ান্নো বপুর্মিত্রপুত্রী॥"

—চৈঃ চঃ নাটক ৫।১৩ সংখ্যাধৃত পাদ্মবাক্য

[অর্থাৎ "চিদানন্দসূর্য্যস্বরূপ নন্দনন্দনের সর্ব্বদা প্রেমের পাত্রী, ব্রহ্মদ্রবস্বরূপিণী, পাপনাশিনী, জগতের মঙ্গলকারিণী, সূর্য্যপুত্রী যমুনা আমাদের শরীরকে পবিত্র করুন।"]

এই শ্লোক পাঠ করতঃ গঙ্গাকে যমুনাজ্ঞানে প্রণাম করিয়া মহাপ্রভু গঙ্গাস্নান করিলেন। এক কৌপীন মাত্র সম্বল, দ্বিতীয় পরিধেয় কোন বস্ত্র নাই। এমন সময়ে শ্রীশান্তিপুরনাথ আচার্য্য নৌকারোহণে নূতন কৌপীন বহির্ব্বাসসহ সম্মুখে আসিয়া মহাপ্রভুকে প্রণাম করিলেন। আচার্য্যপাদকে দেখিয়া মহাপ্রভুর মনে সংশয় জাগিল। কহিলেন—"তুমি ত' আচার্য্যগোসাঞি, এথা কেনে আইলা। আমি বৃন্দাবনে তুমি কেমতে জানিলা?" তখন আচার্য্য সরল ভাবেই কহিলেন—"তুমি যাঁহা, সেই বৃন্দাবন। মোর ভাগ্যে গঙ্গাতীরে তোমার আগমন॥"

এইবার আজ তিনদিন পরে মহাপ্রভুর বাহ্যজ্ঞান হইল। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যসমীপে নিত্যানন্দপ্রভুর চাতুর্য্যের কথা জানাইয়া কহিলেন—"নিত্যানন্দ আমারে বঞ্চিলা। গঙ্গাকে আনিয়া মোরে যমুনা কহিলা॥" ইহাতে আচার্য্য কহিলেন—"প্রভো, শ্রীপাদের বাক্য মিথ্যা নহে, তুমি এখন যমুনাতেই স্নান করিয়াছ। কেন না — 'গঙ্গায় যমুনা বহে হঞা একধার। পশ্চিমে যমুনা বহে, পূর্ব্বে গঙ্গাধার॥' গঙ্গার পশ্চিমে যমুনাধারা প্রবহমানা। তুমি সেই যমুনাধারাতেই স্নান করিয়াছ। যাহা হউক, তুমি এক্ষণে আর্দ্র কৌপীন ছাড়িয়া শুষ্ক কৌপীন ধারণ কর। প্রেমাবেশে তিনদিন উপবাসী আছ, আজ আমার গৃহে তোমাকে ভিক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে। চল, শীঘ্র আমার গৃহে আসিয়া ভিক্ষা গ্রহণ কর। আমি তোমার জন্য সামান্য একমুষ্টি অন্ন ও কিছু শুখারুখা ব্যঞ্জন (চচ্চড়ি জাতীয়), রসা শাকাদি পাক করিয়াছি মাত্র। শীঘ্র নৌকায় উঠ।" এই বলিয়া শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যপ্রভু মহাপ্রভুকে শান্তিপুরস্থ নিজগৃহে লইয়া আসিয়া সানন্দঅন্তরে পাদপ্রক্ষালন করতঃ সুখাসনে উপবেশন করাইলেন। প্রথমে আচার্য্যগৃহিণী শ্রীসীতাদেবী পাক করিয়াছেন। শ্রীআচার্য্য তিনপাত্রে ভোগ সাজাইলেন। কৃষ্ণের ভোগ ধাতুপাত্রে এবং দুইপ্রভুর ভোগ অখণ্ড কলাপাতে সমানভাবে সাজান হইল। তিনখানি আসন দেওয়া হইল। ভোগের উপরে তুলসীমঞ্জরী ও তিনটি জলপাত্রে সুবাসিত জল দিয়া আচার্য্য কৃষ্ণের ভোগ কৃষ্ণকে নিবেদন করিলেন। অন্য দুইপাত্র সাক্ষাৎ শ্রীগৌরনিত্যানন্দকে পাওয়াইবেন বলিয়া তাহা অনিবেদিত অবস্থায় রাখিলেন। অতঃপর যথাবিধি ভোগারতি সম্পাদন করিলেন। আরতিকালে দুইপ্রভুকে ডাকিয়া আরতি দেখাইলেন। তৎপর কৃষ্ণকে

শয়নদান করিয়া আচার্য্য দুইপ্রভুকে গৃহমধ্যে প্রবেশ করতঃ ভোগ গ্রহণার্থ নিবেদন করিলেন। প্রভুদ্বয় মুকুন্দ ও হরিদাসকে গৃহমধ্যে আসিয়া প্রসাদ পাইবার জন্য ডাকিলেন। মুকুন্দ কহিলেন — তাঁহার কিছু কৃত্য আছে, পরে পাইবেন অর্থাৎ উচ্ছিষ্ট ভোজনাকাঙ্ক্ষা ইঙ্গিতে জ্ঞাপন করিলেন। শ্রীহরিদাস ঠাকুরও অত্যন্ত দৈন্যভরে নিজের দীনতা জানাইয়া গৃহের বাহিরে তাঁহাদের উচ্ছিষ্ট একমুষ্টি পাইবার আকাঙ্ক্ষা জানাইলেন। আচার্য্য দুইপ্রভুকে গৃহমধ্যে লইয়া আসন গ্রহণ করিতে বলিলেন। প্রসাদবৈচিত্র্য দর্শনে মহাপ্রভু অত্যন্ত উল্লাস সহকারে কহিতে লাগিলেন—

"ঐছে অন্ন যে কৃষ্ণকে করায় ভোজন।
জন্মে জন্মে শিরে ধরোঁ তাঁহার চরণ॥"

মহাপ্রভু আচার্য্যের মনঃকথা চিন্তা না করিয়া সরলভাবে তিনটি ভোগকেই কৃষ্ণের নৈবেদ্য বিচারপূর্ব্বক তাঁহাদের দুইজনের জন্য স্বতন্ত্র আসন ও স্বতন্ত্র ভোজনপাত্র দিতে বলিলে আচার্য্য দুইজনের হাত ধরিয়া তন্নির্দ্ধারিত দুই আসনে বসাইয়া দিলেন। মহাপ্রভু আচার্য্যকেও তৎসহ বসিতে বলিলে আচার্য্য কহিলেন আমি পরিবেশন করিয়া পরে বসিব। মহাপ্রভু বিবিধ বিচিত্র উপকরণ সমন্বিত অন্ন সন্ন্যাসীর পক্ষে সন্ন্যাসব্রতহানিকারক ইত্যাদি বলিয়া দৈন্য প্রদর্শন করিলে এবং এত অন্ন ভোজনে অসামর্থ্য ও উচ্ছিষ্ট রাখাও সন্ন্যাসধর্ম্ম বিরুদ্ধ ইত্যাদি জানাইলে আচার্য্য কহিতে লাগিলেন—

"আচার্য্য কহে—ছাড় তুমি আপনার চুরি।
আমি জানি তোমার সন্ন্যাসের ভারিভুরি॥
ভোজন করহ, ছাড় বচন-চাতুরী।
প্রভু কহে, এত অন্ন খাইতে না পারি॥
আচার্য্য বলে, অকপটে করহ আহার।
যদি খাইতে না পার, রহিবেক আর॥
প্রভু বলে, এত অন্ন নারিব খাইতে।
সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম নহে উচ্ছিষ্ট রাখিতে॥
আচার্য্য বলে, নীলাচলে খাও চৌয়ান্নবার।
একবারে অন্ন খাও শত শত ভার॥
তিনজনার ভক্ষ্যপিণ্ড তোমার একগ্রাস।
তার লেখায় এই অন্ন নহে পঞ্চগ্রাস॥
মোর ভাগ্যে মোর ঘরে তোমার আগমন।
ছাড়হ চাতুরী প্রভু, করহ ভোজন॥"

ইহা বলিয়া আচার্য্য দুইপ্রভুর হাতে জল দিলেন। তাঁহারা উভয়ে হাসিতে হাসিতে ভোজন করিতে লাগিলেন। এদিকে আচার্য্যের সহিত নিত্যানন্দের প্রেমকোন্দল উপস্থিত হইল। নিত্যানন্দ ভঙ্গী করিয়া কহিতে লাগিলেন — "আজ তিন উপবাসের পরে একটু পারণ করিব বলিয়া আশা ছিল; কিন্তু একগ্রাস অন্নে আমার অর্দ্ধপেটও ভরিল না।' আচার্য্য কহিলেন—'তুমি তৈর্থিক সন্ন্যাসী, কখনও ফলমূল খাও, কখনও বা উপবাসী থাক, আজ দরিদ্র ব্রাহ্মণগৃহে যে একমুষ্টি অন্ন পাইয়াছ, তাহাতেই সন্তুষ্ট হও। ছাড় লোভ-মন।' নিত্যানন্দ বলিলেন — তাহা হইবে কেন? যখন নিমন্ত্রণ করিয়াছ, তখন আমি যতটুকু ভোজন করিতে পারি, ততটুকু ত' তোমাকে দিতেই হইবে।' নিত্যানন্দবাক্য শ্রবণে আচার্য্য প্রীতিভরে কহিতে লাগিলেন—'ভ্রষ্ট অবধূত তুমি, কেবল উদরভরণার্থ ও ব্রাহ্মণকে দণ্ডদানার্থই বুঝি তোমার সন্ন্যাস! তুমি দশবিশ মানের (চারণেরা কাঠাকে 'মান' বলে) অন্ন খাইতে পার, আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ, তাহা কোথা হইতে পাইব। সুতরাং আর পাগলামি করিও না। যে মুষ্ট্যেক অন্ন পাইয়াছ, তাহা খাইয়াই উঠ। ঝুটা ছড়াইও না।' মহাপ্রভু হাসিতে লাগিলেন। এইরূপ হাস্যরসে দুইপ্রভুর ভোজনলীলা হইতেছে। আচার্য্য বিবিধ ব্যঞ্জনবৈচিত্র্য পুনঃ পুনঃ পরম প্রীতিভরে অনুরোধ করিতে করিতে পরিবেশন করিতেছেন। মহাপ্রভু আচার্য্যের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন। নিত্যানন্দপ্রভু অন্তরে প্রীতিভরা, বাহিরে কৃত্রিম ক্রোধভরে বলিয়া উঠিলেন— "* * আমার পেট না ভরিল। লঞা যাহ, তোর অন্ন কিছু না খাইল।" ইহা বলিতে বলিতে একমুষ্টি অন্ন সম্মুখভাগে ছড়াইয়া দিলেন। আচার্য্যের অঙ্গে দুইচারিটি অন্নের স্পর্শহেতু আচার্য্য প্রেমভরে নৃত্য করিতে লাগিলেন আর কহিতে লাগিলেন—

'অবধূতের ঝুটা লাগিল মোর অঙ্গে।
পরম পবিত্র মোরে কৈল এই ঢঙ্গে॥
তোরে নিমন্ত্রণ করি' পাইনু তার ফল।
তোর জাতিকুল নাহি সহজে পাগল॥
আপনার সম মোরে করিবার তরে।
ঝুটা দিলে, বিপ্র বলি' ভয় না করিলে?'

নিত্যানন্দ কহিলেন—আচার্য্য, তুমি এই কৃষ্ণের প্রসাদকে 'ঝুটা' বলিলে, ইহাতে তোমার অপরাধ হইল, তুমি যদি শতেক সন্ন্যাসী ভোজন করাইতে পার, তাহা হইলেই এই অপরাধের খণ্ডন হইতে পারে।

(ক্রমশঃ)

শব্দ ও শব্দব্রহ্ম

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ]

সর্ব্বাগ্রে মদীশ্বর শ্রীরূপানুগাচার্য্যবর ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তর শতশ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের কোটিচন্দ্র সুশীতল শ্রীপাদপদ্ম বন্দনা করিয়া উপরি উক্ত বিষয় সম্বন্ধে একটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ রচনা করিতে প্রয়াস পাইতেছি।

পরিদৃশ্যমান বিশ্বের চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বের অন্তর্গত পঞ্চতন্মাত্রের অন্যতম তত্ত্বের নাম "শব্দ" এবং "শব্দব্রহ্ম" বলিতে মুখ্যতঃ শ্রীভগবন্নামকেই নির্দ্দেশ করা হইয়া থাকে। এক্ষণে আমরা প্রথমতঃ জড়জগতের "জড়শব্দের" বিষয়ই আলোচনা করিতেছি।

শব্দই জগৎকে পরিচালনা করিতেছে। শব্দই জীবকে নাচায়, হাসায়, কাঁদায় ও শক্তি যোগায়। শব্দই জীবকে শত্রু করে, মিত্র করে। সাধারণ উদাহরণ স্বরূপ আমরা দেখিতে পাই যে, কোন ব্যক্তিকে যদি উৎসাহ-ব্যঞ্জক শব্দ প্রয়োগ করি, তাহা হইলে সে একা দশজনের কাজ করিতে পারে। আর যদি তাহাকে কটুবাক্য প্রয়োগ করা যায়, তাহা হইলে সে মরমে মরিয়া যায়, হতোৎসাহ হইয়া পড়ে। একজনের কাজও তাহার পক্ষে করা সম্ভব হয় না। ফুটবল খেলায় খেলোয়াড়গণ খেলা করিতে করিতে ক্লান্ত হইয়া পড়িলেও তাহাদিগকে উৎসাহ দিলে তাহারা পুনরায় নবোদ্যমে ক্লান্তি ভুলিয়া দ্বিগুণ উৎসাহে খেলায় মাতিয়া উঠে। নৃত্যকলার শিক্ষকগণ ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশে "দৃমিকি দৃমিকি" শব্দ উচ্চারণ করিলেই তাহারা তালে তালে নৃত্য আরম্ভ করিয়া দেয়। বিদ্যালয়ে ছুটির ঘণ্টার "শব্দ" শুনিবার সঙ্গে সঙ্গেই ছাত্রগণ পরম উল্লসিত হইয়া গৃহাভিমুখে যাত্রা করে। সচরাচর শ্রমিক মহলে দেখা যায়, কোন ভারী বস্তু উত্তোলনের সময় তাহাদের মধ্যে যখন একজন "হেঁইয়ারে মার টান"—এই শব্দ বলেন, সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকগণ শরীরে শক্তি লাভ করিয়া সকলে একত্রে টান মারিয়া থাকে। এইভাবে শব্দশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। শব্দই জীবকে আনন্দ দেয়। শব্দহীন অবস্থান জীবের পক্ষে আদৌ সুখদায়ক হয় না। তাহারও একটী উদাহরণ পাঠকবর্গের নিকট নিবেদন করিতেছি.—

একসময়ে জনৈক ব্যক্তি তাঁহার নিকটতম কোন কুটুম্ববাড়ী গিয়াছিলেন। কুটুম্বগণ তাঁহার যত্নের কোন প্রকার ত্রুটী বিচ্যুতি করেন নাই। আদর আপ্যায়নও প্রভুত পরিমাণে করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা উক্ত ব্যক্তির সহিত কোন প্রকার বাক্যালাপ করেন নাই। এই কারণে আগন্তুক ব্যক্তিটী অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইলেন। তিনি মনে মনে ভাবিলেন যে আদর যত্নের ত্রুটী নাই বটে, কিন্তু কেহই তাঁহার সহিত কোন প্রকার আলাপ করিতেছে না, সুতরাং তিনি এত আদর যত্ন পাইয়াও আলাপের অভাবে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া কোন প্রকারে রাত্রটি যাপন পূর্ব্বক বিষণ্ণ বদনে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। সুতরাং পরিলক্ষিত হইতেছে যে, গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা প্রচুর পরিমাণে থাকিলেও শব্দাভাবে

জীব আনন্দ বা শান্তি লাভ করিতে পারে না। এই শব্দের অদ্ভুত বিচিত্র ক্ষমতা! জীবন্ত মানুষকেও ভূত বানাইতে পারে। ইহার একটী চমৎকার উদাহরণ পণ্ডিতগণ দিয়া থাকেন।

কোন দেশের এক রাজার ভগবান্ নামে এক প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। রাজা সকল মন্ত্রী অপেক্ষা তাঁহাকে অধিক ভাল বাসিতেন। ইহাতে ঈর্ষান্বিত হইয়া অন্যান্য মন্ত্রিগণ পরস্পর পরামর্শ করিলেন যে, ভগবান্ রাজার খুবই প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিয়াছে। সে জীবিত থাকিতে আমরা কেহই প্রধানমন্ত্রীর পদ পাইব না। সুতরাং ছলে বলে কলে কৌশলে উহাকে সরাইতেই হইবে। সে সুযোগও আসিয়া গেল। একসময় উক্ত ভগবান্ কোন কার্য্য উপলক্ষে বিদেশে গিয়াছিলেন। কার্য্যগতিকে তাঁহার প্রত্যাবর্ত্তনে বিলম্ব হয়, পরে তিনি রাজধানীতে ফিরিলেও অন্যান্য মন্ত্রী ছল-চাতুরী করিয়া তাঁহাকে রাজদরবারে কোনমতেই আসিতে দিল না। রাজা ভগবানের জন্য অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। অন্যান্য মন্ত্রীদেরও জিজ্ঞাসাবাদ করিলেন যে, ভগবান্ এখনও ফিরে নাই কেন? তখন অন্যান্য মন্ত্রিগণ বলিতে লাগিলেন,—"কেন মহারাজ! আপনি শোনেন নাই? তিনি তো বিদেশে গিয়া দেহত্যাগ করিয়াছেন।" এই কথা শুনিবামাত্র রাজা শোকে অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইয়া পড়িলেন। এদিকে ভগবান্ও মন্ত্রীদের চাতুরীর ফলে রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিতেছেন না। রাজদরবারে ভগবানের দীর্ঘকাল অনুপস্থিতি লক্ষ্য করিয়া রাজারও প্রধানমন্ত্রী মৃত বলিয়া সত্যধারণা হইল। তখন ভগবান্ চিন্তা করিল, যে কোন প্রকারেই হউক রাজার সহিত দেখা করিতেই হইবে। তিনি এই চিন্তা করিয়া সচরাচর পারিষদবর্গ লইয়া মহারাজ যে রাস্তা দিয়া ভ্রমণ করেন, সেই রাস্তার ধারে একটি বটগাছের উপর বসিয়া রহিলেন। মহারাজ যখন মন্ত্রী পারিষদ-বর্গসহ ভ্রমণ করিতে করিতে উক্ত গাছের নিম্নে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, সেই সময়ে ভগবান্ চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"মহারাজ! এই যে আমি ভগবান্! এই যে আমি ভগবান্!" তখন মন্ত্রীবর্গ একস্বরে বলিয়া উঠিল, "হুজুর! ভগবান্ তো মরে গেছে, সে গাছে ভূত হয়ে আছে! চলুন! চলুন! তাড়াতাড়ি আমরা চলে যাই, নইলে ভূত আমাদের ঘাড়ে চড়বে। রাজাও ভয় পাইয়া দ্রুত চলিয়া গেলেন। সুতরাং দেখুন শব্দের দ্বারা জীবন্ত ভগবান্-মন্ত্রীও ভূত হইয়া গেল।

এতক্ষণ ধরিয়া আমরা যে 'শব্দের' আলোচনা করিলাম, দার্শনিক পণ্ডিতগণ ইহাকে 'জড়শব্দ' বা 'শব্দ-সামান্য' বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন। এই শব্দের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত যে সুখ-শান্তি ও আনন্দের কথা বলা হইল, তাহা জড়ানন্দমাত্র। ইহার দ্বারা জীবের নিত্যশান্তি বা নিত্যানন্দ লাভ হইতে পারে না। এই জড় শব্দের ক্রিয়া কেবল দেহ ও মনের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। কিন্তু এই দেহ ও মন নিতান্ত অনিত্য ও প্রকৃতির নিয়মে পরিবর্ত্তন-শীল। সুতরাং অনিত্য দেহ ও মনের দ্বারা নিত্য সুখ-শান্তি কিরূপে সম্ভব হইবে? তাহা ছাড়া এই জড়জগতে জীবসকল সর্ব্বক্ষণ ত্রিতাপ জ্বালায় দগ্ধীভূত, তদুপরি নানা অভাব অনটনে প্রপীড়িত। জীব বলিতে শাস্ত্র জীবাত্মাকেই লক্ষ্য করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ জীবাত্মাই 'আমি' শব্দবাচ্য। আমরা সাধারনতঃ 'আমার' দেহ ভাল নয়, 'আমার' মন ভাল নয় বলিয়া থাকি। সুতরাং ইহার দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে 'আমার' দেহ 'আমার' মন বস্তুতঃ 'আমি' দেহ বা মন নহি। 'আমি' বলিতে শুদ্ধ চেতন আত্মা। ইহা দেহ ও মন হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। এই চিন্ময় আত্মার সুখ বিধান করিতে হইলে জড়শব্দ অর্থাৎ শব্দ সামান্যের আলোচনা হইতে বিরত থাকিয়া শব্দব্রহ্মের অনুক্ষণ অনুশীলন করিতে হইবে।

বেদ-বেদান্ত, শ্রুতি-স্মৃতি, উপনিষদ্-পুরাণাদি শাস্ত্র-সমূহ 'শব্দব্রহ্ম' বলিতে পরব্রহ্মকেই বিশেষতঃ শ্রীভগ-বন্নাম ও রূপ গুণ-লীলাকেই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। শব্দ সামান্যের দোষ এই যে, শব্দ ও শব্দী এক বস্তু নহে। কিন্তু চিন্ময় জগতে গোলোক-বৃন্দাবনে যে শব্দের আলোচনা হয়, তাহা চিন্ময়, তাহা ভগবৎ সম্বন্ধীয় শব্দ, সেই 'শব্দ এবং 'শব্দী' একই বস্তু। যেমন উদাহরণ স্বরূপ

বলিতে পারা যায় — জড়জগতে 'আম' শব্দে আম আসিয়া উপস্থিত হয় না, 'আলোক' শব্দে অন্ধকার দূরীভূত হয় না, 'জল' শব্দে পিপাসা মিটে না। কিন্তু চিন্ময় জগতে 'কৃষ্ণ' শব্দে ভক্ত কৃষ্ণকে পাইয়া থাকেন। সেখানে শব্দ ও শব্দী একই বস্তু। সে জগতে শব্দ চেতনময়ী তথা চিন্তামণি। উক্ত শব্দে জড়ীয় শব্দের ন্যায় কোন অভাব পরিলক্ষিত হয় না। শাস্ত্রে উক্ত আছে —

নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্য-রসবিগ্রহঃ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যোমুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ॥

(ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ২য় লহরী ১০৮)

"কৃষ্ণনাম" চিন্তামণি-স্বরূপ, স্বয়ং কৃষ্ণ, চৈতন্যরস-বিগ্রহ, পূর্ণ, মায়াতীত, নিত্যমুক্ত। কেননা, নাম ও নামীতে ভেদ নাই।

সুতরাং এই শাস্ত্র-বাণীতে আমরা জ্ঞাত হইতেছি যে, কৃষ্ণনাম ও নামী কৃষ্ণ-স্বরূপ অভিন্ন। কোন প্রকার ভেদ নাই। ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেব বলিয়াছেন—

'নাম', 'বিগ্রহ', 'স্বরূপ'— তিন একরূপ।
তিনে 'ভেদ' নাহি, তিন 'চিদানন্দ-রূপ'॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ১৭।১৩১)

শব্দব্রহ্মের অনুশীলন অর্থাৎ ভগবন্নামানুশীলন দ্বারাই জীব ভগবদ্ধামে চলিয়া যাইতে পারে এবং ভগবৎসেবা লাভ করিয়া পরাশান্তি ও পরমানন্দের অধিকারী হইতে পারে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

"মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥"

(গীঃ ১৮।৬৫)

শ্রীভগবান্ শ্রীঅর্জ্জুনের মাধ্যমে জগজ্জীবকে উপদেশ করিতেছেন যে,—"তোমরা আমাতে মনোনিবেশ কর, আমার ভজন করিয়া আমার ভক্ত হও, আমার পূজা কর, আমাকেই প্রণাম কর। তাহা হইলে আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি,— তোমরা আমায় পাইবে।" আরও বলিয়াছেন,—

তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্॥

(গীঃ ১৮।৬২)

অর্থাৎ "হে ভারত, তুমি সর্ব্বভাবে সেই ঈশ্বরের শরণাগত হও, তাঁহার প্রসাদে পরাশান্তি লাভ করিবে এবং নিত্যধাম প্রাপ্ত হইবে। শ্রীভগবদ্ধাম লাভ করিলে জীবের এই জন্ম-মরণ, জরা-ব্যাধি সঙ্কুল জড়জগতে আর প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয় না।" সেইজন্য শ্রীভগবান্ পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন— (গীঃ ৮।১৬ ও ১৫।৬)—

"মাং প্রাপ্যৈব তু কৌন্তেয় পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে"

এবং "যদ্‌গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম"। শ্রীভগবান্‌কে ও শ্রীভগবদ্ধামকে লাভ করিলে আর পুনরায় জন্ম হয় না। শ্রীভগবান্ শ্রীমুখপদ্মবাক্যে জীবকে তারস্বরে উক্ত অভয় দান করিয়াছেন। তাঁহার অভয়-বাণী স্মরণ করতঃ তচ্চরণে শরণাগত হইয়া নিরন্তর তাঁহার নামভজন করিলেই আমাদের পরমকল্যাণ সাধিত হইবে।

স্কন্দপুরাণে উল্লেখ আছে—

মধুর মধুরমেতন্মঙ্গলং মঙ্গলানাং
সকলনিগমবল্লী-সৎফলং চিৎস্বরূপম্॥
সকৃদপি পরিগীতং শ্রদ্ধয়া হেলয়া বা
ভৃগুবর নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণনাম॥

"এই হরিনাম সর্ব্ববিধ মঙ্গলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মঙ্গল-স্বরূপ, মধুর হইতে সুমধুর। নিখিল শ্রুতিলতিকার চিন্ময় নিত্যফল। হে ভার্গবশ্রেষ্ঠ! শ্রদ্ধায় হউক বা হেলায় হউক, মানব যদি কৃষ্ণনাম একবারও প্রকৃষ্টরূপে অর্থাৎ নিরপরাধে কীর্ত্তন করেন, তাহা হইলে সেই নাম তৎক্ষণাৎ নরমাত্রকেই পরিত্রাণ করিয়া থাকেন।"

কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীশ্রীমন্ মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য-দেবের শ্রীমুখোচ্চারিত মহামন্ত্রঃ—

"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥"

এই শব্দব্রহ্মের নিরন্তর অনুশীলনের উপদেশ সকল-শাস্ত্রই দিয়াছেন। পরমারাধ্য শ্রীনামাচার্য্য শ্রীশ্রীল হরিদাস ঠাকুর প্রত্যহ তিন লক্ষ শব্দব্রহ্মের অনুশীলন করিয়া বিশ্ববাসীকে শ্রবণ করাইয়া জগাইমাধাইয়ের ন্যায় অগণিত পাপী তাপীকে পরাশান্তি ও পরানন্দ দান করিয়াছেন।

"অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ" বেদান্তের (৪।৪।২২) এই অন্তিম সূত্রের দ্বারা আমাদিগকে শিক্ষা দিতেছেন যে, অনুক্ষণ শব্দব্রহ্মের আবৃত্তির দ্বারা তাহার আনুষঙ্গিক ফলেই জীব সংসার মুক্ত হইয়া শ্রীভগবান্‌কে ও ভগবদ্ধাম শ্রীগোলোক বৃন্দাবন লাভ করিতে পারেন। তখন আর তাঁহাকে এই জগতে পুনরাবৃত্তি করিতে হয় না। সেইজন্য অন্য সূত্রে বলিয়াছেন—

"আবৃত্তিরসকৃদুপদেশাৎ"

অর্থাৎ শ্রীভগবন্নামরূপ শব্দব্রহ্ম পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি কর। দিনে একবার করিলেই হইবে না। সর্ব্বক্ষণ উচ্চারণ করিতে হইবে। তদ্দ্বারাই সর্ব্বার্থসিদ্ধি অর্থাৎ কৃষ্ণপ্রেম লাভ হইবে। শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণমিলিততনু শ্রীশ্রীমন্ মহাপ্রভু সেইজন্য বলিয়াছেন "কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ"। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে (অন্ত্য ৩।১২৯, মধ্য ২৫।১৪৭)

"নিরন্তর নাম কর, তুলসী সেবন।
অচিরাৎ পাবে তবে কৃষ্ণের চরণ॥"

"নিরন্তর কর কৃষ্ণনাম সঙ্কীর্ত্তন।
হেলায় মুক্তি পাবে, পাবে প্রেমধন॥"

শ্রীভগবান্ ও শ্রীভগবদ্ধাম প্রাপ্ত হইতে পারিলে জীবের আর কোন দুঃখই থাকিবে না। ভগবান্ ও ভগবদ্ধাম উভয়ই আনন্দস্বরূপ, সেখানে জড়জগতের কোন দুঃখ দুর্দ্দশা, অভাব-অনটন হিংসাদ্বেষ নাই। জীব সেখানে চিন্ময় দেহে সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ প্রেমময় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সেবা পাইয়া পরা শান্তি লাভ করিতে পারিবেন। শ্রীনাম-মহিমা সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্য ভাগবতে মধ্য ২৩।৭৬-৭৮ ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদি ৭।৭৩, অন্ত্য ২০।১৩-১৪ উক্ত আছে যে,—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

প্রভু কহে কহিলাম এই মহামন্ত্র।
ইহা জপ গিয়া সবে করিয়া নির্ব্বন্ধ॥

ইহা হৈতে সর্ব্বসিদ্ধি হইবে সবার।
সর্ব্বক্ষণ বল ইথে বিধি নাহি আর॥

কৃষ্ণমন্ত্র হৈতে হবে সংসার মোচন।
কৃষ্ণনাম হৈতে পাবে কৃষ্ণের চরণ॥

সঙ্কীর্ত্তন হৈতে পাপ সংসার নাশন।
চিত্তশুদ্ধি, সর্ব্বভক্তি সাধন উদ্‌গম॥
কৃষ্ণ প্রেমোদ্‌গম, প্রেমামৃত আস্বাদন।
কৃষ্ণপ্রাপ্তি, সেবামৃত সমুদ্রে মজ্জন॥

শ্রীমদ্ভাগবতেও উক্ত হইয়াছে,—

কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ॥

অর্থাৎ সত্যযুগে ধ্যান, ত্রেতাযুগে যজ্ঞ, আর দ্বাপর যুগে অর্চ্চনদ্বারা যাহা লাভ হয়, কলিযুগে কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্ত্তনদ্বারাই তাহা লাভ হইয়া থাকে। আরও উক্ত আছে,—"কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তসঙ্গঃ পরং ব্রজেৎ।" অর্থাৎ কীর্ত্তনদ্বারাই বন্ধনমুক্ত হইয়া জীব ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হয়।

আর একটি বিশেষ কথা এই যে,—শ্রীনামব্রহ্মের অনুশীলনের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীভগবানের রূপ, গুণ, লীলা ও পরিকরবৈশিষ্ট্যযুক্ত শব্দব্রহ্মনিচয়েরও আলোচনা করাও কর্ত্তব্য। সেইজন্য শ্রীমদ্ভাগবতাদি ভক্তিশাস্ত্রও শ্রবণকীর্ত্তন করিতে হইবে।

শব্দব্রহ্ম সম্বন্ধে আরও বহু কথা আছে, কিন্তু পাঠকবর্গের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিবার ভয়ে অধিক বিস্তৃত করিলাম না। তবে শ্রীনাম করিতে হইলে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশমতেই করা কর্ত্তব্য। তিনি আমাদিগকে তৃণাদপি সুনীচ ও তরুর ন্যায় সহিষ্ণু এবং অমানি-মানদ হইয়া সদা সর্ব্বদা এই কৃষ্ণনাম মহামন্ত্রের অনুশীলন করিতে বিশেষভাবে উপদেশ করিয়াছেন। অতএব এই শ্রীকৃষ্ণনামই আমাদের একমাত্র জীবাতু হউক এবং সেই সঙ্গে পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের রচিত শ্রীপ্রেমভক্তিচন্দ্রিকার

"আন কথা না শুনিব, আন কথা না বলিব,
সকলি কহিব পরমার্থ।"

শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর -"গ্রাম্যকথা না শুনিবে, গ্রাম্য-বার্ত্তা না কহিবে"—এই উপদেশও আমাদের বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

শ্রীমন্দিরে বজ্রপাত-রহস্য

[পুরী শ্রীজগন্নাথমন্দির হইতে প্রকাশিত 'শ্রীমন্দির' পত্রিকায় ১৯৮১ সালে উৎকল ভাষায় লিখিত প্রবন্ধ। লেখক ওড়িষ্যার লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যসেবী শ্রীগৌরীকুমার ব্রহ্মা। শ্রীগৌড়ীয় মঠাশ্রিত উৎকল-দেশীয় ভক্তবর শ্রীমৎ সত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক বঙ্গভাষায় অনূদিত।]

প্রায় নব্বই বৎসর আগেকার কথা। ইহা গল্প নহে, নিছক সত্য ঘটনা। পুরী সহরে হঠাৎ চাঞ্চল্য উঠিল যে, শ্রীজগন্নাথদেবের প্রত্যহ যে সোনার থালায় ভোগ হয়, সেই ভোগ কি প্রকারে হইবে? আবার কেহ কেহ বলিতে লাগিলেন—তাঁহার স্নানই বা কিপ্রকারে সম্পাদিত হইবে? ব্যাপার গুরুতর। শ্রীভগবানের স্নানাদির জল গর্ভমন্দিরের যে নালা দিয়া নিষ্কাশিত হয়, তাহা আজ ২ দিন যাবৎ বন্ধ হইয়া আছে, জল নিষ্কাশিত হইতেছে না। রত্নবেদীর চারিদিক্ ডুবিয়া যাইতেছে। শত শত কলস জল জমিয়া আছে। ইহাতে দেবতার ভোগই বা কি প্রকারে হইবে, স্নানাদিই বা কিপ্রকারে ব্যবস্থা করা যাইবে!

সংবাদটি রাজার কর্ণগোচর হইল। রাজা খুব চিন্তিত হইয়া বিভিন্ন অভিজ্ঞ ব্যক্তির পরামর্শ লইলেন। দেওয়ালের ভিতর দিয়া যে জল নিষ্কাশনের নালা আছে, সেটি নিশ্চয়ই কোনপ্রকারে কোন কিছু দ্বারা অবরুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু দেওয়াল এত পুরু যে, তাহার ভিতরে কোন নল বা শলাকাদি ঢোকান কোন ক্রমেই সহজসাধ্য ব্যাপার নহে। এতদ্ব্যতীত শ্রীমন্দিরের যে প্রাচীন নকসা আছে, তাহা হইতে জানা গেল যে, ঐ প্রণালিকাটি আঁকাবাঁকা ভাবে অবস্থিত। রাজমিস্ত্রীরা বহু চেষ্টা করিয়াও ভগ্নমনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। নানাপ্রকার চেষ্টাচরিত্র করা হইল, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। দেখিতে দেখিতে পনর কুড়িদিন কাটিয়া গেল, জল ক্রমশঃ বাড়িয়াই চলিতেছে। ঠাকুর সেবায় খুবই অস্বস্তি বোধ হইতেছে। রাজগুরু রাজাকে রাত্রে জগন্নাথের নিকট ধন্না দিতে পরামর্শ দিলেন। রাজাও তদনুসারে ধন্না দিতে লাগিলেন। একদিন শেষরাত্রে তন্দ্রাবস্থায় রাজাকে কেহ স্বপ্নে বলিলেন—'আগামীকল্য বৈকালে সব ঠিক হইয়া যাইবে'। করুণাময় শ্রীজগন্নাথেরই অহৈতুকী কৃপা। স্বপ্ন পাইয়া রাজা চমকিয়া উঠিলেন। সকালে স্বপ্ন-বৃত্তান্ত চারিদিকে রটিয়া গেল। সকলেই আশায় উৎকণ্ঠায় কালাতিপাত করিতেছেন যে কতক্ষণে বৈকাল আসিবে, সকল বিপদ্ দূরীভূত হইবে! কি করিয়া যে বিপন্মুক্ত হইতে পারিবেন, তাহা কেহ কল্পনায়ও আনিতে পারিতেছেন না। বেলা ১২টার পূর্ব্বে হইতেই হাজার হাজার লোক শ্রীমন্দিরে সমবেত হইল। সকলেরই হৃদয়ে অভূতপূর্ব্ব কৌতূহল। সময়টি কার্ত্তিক মাসের প্রথম ভাগ। সকালবেলা আকাশ বেশ নির্ম্মল ছিল। হঠাৎ বেলা ২ ঘটিকা হইতে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। দেখিতে দেখিতে বেশ এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গেল। বহির্ভাগে অবস্থিত যাত্রিগণ শ্রীমন্দিরের ছাদের নিম্নে আশ্রয় লইলেন। ভীষণ বজ্রপাত আরম্ভ হইল। বড়মন্দিরের বহির্ভাগে অবস্থিত লোকসকল দেখিতে পাইলেন যে দক্ষিণ দরজার উপর বজ্রপাত হইয়াছে, কিন্তু মুক্তিমণ্ডপের নিম্নে অবস্থিত জনসাধারণ দেখিতে পাইলেন—কল্পবটবৃক্ষের উপরেই বজ্রপতন হইয়াছে, সেই বজ্র অগ্নিশিখাকারে নাটমন্দিরের দক্ষিণ দরজায় প্রবিষ্ট হইয়া গরুড়স্তম্ভ পর্য্যন্ত আসিয়া মোড় দিয়া গর্ভমন্দিরে ঢুকিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল। সকল দর্শনার্থী বা যাত্রীই মনে করিতে লাগিলেন—বজ্র যেন জ্বলন্ত অগ্নি রেখাকারে তাঁহাদের স্ব স্ব মস্তকের মাত্র এক হস্ত উপর দিয়া তীব্রবেগে প্রধাবিত হইল। সকলেই স্তম্ভিত, নির্ব্বাক্ নিস্পন্দ অত্যন্ত ভয়াকুলিত চিত্ত। বাহিরে বৃষ্টি চলিতেই আছে। বজ্রাঘাতে বড় মন্দিরের কি কোন ক্ষতি হইল? সকলেরই হৃদয়ে দারুণ আশঙ্কা! সকলেই চারিদিকে ভীতিবিহ্বলচিত্তে

তাকাইতেছেন। কিছুক্ষণ পরেই জগমোহন বা নাট্য-মন্দিরের ভিতর হইতে এক অতীব বিস্ময়সূচক ধ্বনি উত্থিত হইল। একটু পরেই পরস্পরে বলাবলি করিতে লাগিলেন যে, রত্নসিংহাসনের চতুর্দ্দিকে যে জল জমা হইয়াছিল, তাহা ধীরে ধীরে ক্রমশঃ নিষ্কাশিত হইতেছে। কি আশ্চর্য্যের কথা! 'জয় জগন্নাথ' ধ্বনিতে শ্রীমন্দিরের আকাশ বাতাস মুখরিত হইয়া উঠিল। অল্প সময় পরেই বৃষ্টি থামিয়া গেল, মেঘ কোথায় সরিয়া গেল, আকাশ নির্ম্মল হইল। দেখিতে দেখিতে রাজা আসিয়া সিংহদ্বারে উপস্থিত। বীরবাদ্য বিঘোষিত হইল। বাইশ পহাচের উপরেই মহাভিড়—সহস্র সহস্র লোক-সংঘট্ট। সকলেরই মুখে 'জয় জগন্নাথ', 'জয় গজপতি মহারাজের জয়' বলিয়া তুমুল জয়ধ্বনি। ঠিক সেই সময়ে শ্রীমন্দিরের মুখ্যসেবক আসিয়া রাজাকে জানাইলেন — "মহারাজ, গর্ভমন্দিরের জলনিষ্কাশনের নালার মধ্যে একটা বড় সাপ কিভাবে থাকিয়া গিয়াছিল, বজ্রাগ্নিতে ঐ সাপ খণ্ড খণ্ড হইয়া বাহির হইয়া গিয়াছে।" রাজা সবিস্ময়ে নিজে গিয়া স্বচক্ষে ঐ ঘটনা প্রত্যক্ষ করিলেন। গজপতি মহারাজই ত' শ্রীজগন্নাথের সর্ব্বপ্রধান সেবক। আজ ভক্তবৎসল ভগবান্ তাঁহার ভক্তের প্রবল আর্ত্তিতেই এই অঘটন ঘটন করাইলেন। গজপতি মহারাজ, তাঁহার পরিজনবর্গ, শ্রীমন্দিরের সেবকবৃন্দ ও সমবেত লক্ষ লক্ষ যাত্রী আবালবৃদ্ধবনিতা—সকলেরই হৃদয় আজ শ্রীজগন্নাথের এই অভূতপূর্ব্ব অত্যদ্ভুত কৃপাপ্রকাশচিন্তায় ভরপূর! আহা, দয়াময় শ্রীভগবান্ অদ্যাপি এইরূপ অভাবনীয়-ভাবে তাঁহার দীনহীন প্রজাগণের প্রতি অহৈতুকী কৃপা বিতরণ করিয়া থাকেন। হতভাগ্য আমরা দেখিয়াও দেখি না, শুনিয়াও শুনি না। নানাপ্রকার নাস্তিক্যবাদ—সংশয় উত্থাপন পূর্ব্বক আত্মবঞ্চিত হইব! সেদিন সারাদিবারাত্র শ্রীজগন্নাথের সেই দুর্ঘটঘটনবিধাত্রী কৃপার জ্বলন্ত নিদর্শন প্রত্যক্ষ করিবার জন্য শ্রীমন্দির লোকে লোকারণ্য!

লেখক জানাইতেছেন — "১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে আমার পিতা স্বর্গত পণ্ডিত চন্দ্রশেখর ব্রহ্মার সহিত আমি পুরীতে আসিয়াছিলাম প্রথমা পরীক্ষা দিবার জন্য, সেই সময়ে পিতৃদেব আমাকে এই অত্যাশ্চর্য্য ঘটনাটির কথা বলিয়াছিলেন। কিন্তু আমি তৎকালে সেই ঘটনাটিকে একটি প্রাচীন কিম্বদন্তিহিসাবরূপে গ্রহণ করিয়াছিলাম। পরে স্বর্গত অনিরুদ্ধদাস আই-এ-এস্ মহাশয় ওড়িষ্যা সরকারের অধীনে সাংস্কৃতিক বিভাগের সেক্রেটারী থাকাকালীন তাঁহাকে আমি এই ঘটনাটি বলিয়াছিলাম। তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন—'ইহা একটি লোকপ্রচলিত কিম্বদন্তী বিশেষ নহে, ইহা সম্পূর্ণ সত্য ঘটনা। দিল্লীতে ভারতসরকারের যে দপ্তর আছে, তাহাতে এই ঘটনার বিস্তৃত বিবরণী লিপিবদ্ধ আছে। আমি যে জগন্নাথ মন্দির সম্বন্ধে পুস্তক লিখিতেছি, তাহাতে এই বিবরণীটির উল্লেখ করিব।' যাঁহাদের সুবিধা আছে, তাঁহারা দিল্লী দপ্তর হইতে এই প্রত্যক্ষ প্রমাণ-মূলক ঘটনাটি আনিতে পারিলে একটা বড়ই জনহিতকর কার্য্য হয়। জগন্নাথমন্দিরের বিচিত্র ঘটনা-বলী যদি নদীশযাতুল্য হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমি ভাবিতেছি এইরূপ ঘটনাটি, তাহার একটি সামান্য বালুকণা মাত্র।"

শ্রীভগবানের অনন্ত মহিমা। তাঁহার মহিমাজ্ঞান হইতেই আমাদের চিত্ত তাঁহাতে দৃঢ় হইয়া লাগে। এজন্য এইরূপ মহিমা পুনঃ পুনঃ আলোচ্য। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—"চিত্ত দৃঢ় হঞা লাগে মহিমা জ্ঞান হৈতে॥"

— চৈঃ চৈঃ আ ২।১১৮

শ্রীপুরীধামস্থ শ্রীচৈতন্যচন্দ্র আশ্রমে শ্রীশ্রীগুরুদেব-শ্রীচৈতন্যচন্দ্র-শ্রীরাধাবৃন্দাবনচন্দ্র ও শ্রীজগন্নাথ বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা-মহামহোৎসব

শ্রীপুরুষোত্তমধামে শ্রীগুণ্ডিচামন্দির পার্শ্বস্থ শ্রীচৈতন্য-চন্দ্র আশ্রমের নবনির্ম্মিত মন্দিরে গত ১৭ বামন (৪৯৬ গৌরাব্দ), ৮ আষাঢ় (১৩৮৯), ২৩ জুন (১৯৮২) বুধবার শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের শুভরথযাত্রাবাসরে ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ ও শ্রীমদ্‌ভক্তি-প্রমোদ পুরী মহারাজের পৌরোহিত্যে শ্রীশ্রীগুরুদেব-শ্রীচৈতন্যচন্দ্র-শ্রীরাধাবৃন্দাবনচন্দ্র এবং শ্রীজগন্নাথ বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা-মহোৎসব মহাসমারোহে নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়াছে। এই আশ্রমের অধ্যক্ষ আচার্য্য—বিশ্ববিশ্রুত শ্রীগৌড়ীয় মঠাশ্রিত পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবৈভব পুরী মহারাজ। ইনি ইংরাজী, বাংলা, হিন্দী, তেলেগু, তামিল ও উৎকলভাষায় অনর্গল ভাষণ-দানে সমর্থ। পূর্ব্বগোদাবরী রাজমহেন্দ্রীতে, পশ্চিম-গোদাবরী কভুরে, গঞ্জামজেলায় বহরমপুরে, সমুদ্রতটে বিশাখাপত্তনমে (ওয়ালটেয়ারে) এবং আরও কএকটি স্থানে ইঁহার মঠ আছে। অন্ধ্র ও উৎকল প্রদেশের বহু উচ্চ শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত নরনারী ইঁহার শ্রীমুখে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণী শ্রবণে আকৃষ্ট হইয়া শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত প্রেমধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন ও করিতেছেন। গুণ্ডিচামন্দির ও তৎসংলগ্ন আইটোটা উদ্যানকে শ্রীমন্মহাপ্রভু সাক্ষাৎ বৃন্দাবনভূমিরূপে দর্শন করিতেন। সেই অভিন্ন শ্রীবৃন্দাবনধামেই পূজ্য-পাদ পুরী মহারাজের শ্রীচৈতন্যচন্দ্র আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। গুণ্ডিচামন্দিরের দক্ষিণদিক্‌স্থ প্রাচীরের পার্শ্বে একটি রাস্তা, তাহার দক্ষিণ পার্শ্বেই মহারাজের আশ্রম অবস্থিত, একেবারে গুণ্ডিচামন্দির সংলগ্ন স্থান। সাক্ষাৎ সেই শ্রীবৃন্দাবনধামেই মহারাজের আরাধ্যদেবতা শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র অধিষ্ঠিত হইলেন। শ্রীমন্দির প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বদিবস — শ্রীগুণ্ডিচামন্দিরমার্জ্জন দিবসে পূর্ব্বাহ্ণে শ্রীমন্দির প্রতিষ্ঠার কিছু প্রারম্ভিক আনুষঙ্গিক কৃত্য এবং সন্ধ্যায়ও অধিবাসকৃত্যাদি সম্পন্ন হয়। রথযাত্রা-দিবস সকাল ৮টার পূর্ব্ব হইতেই শ্রীবিগ্রহপ্রতিষ্ঠাঙ্গভূত কার্য্য আরম্ভ করিয়া দেওয়া হয়। পূজ্যপাদ পরি-ব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ নবদ্বীপস্থ শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজকে লইয়া শ্রীবিগ্রহগণের অভিষেকাদি কৃত্য এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ আশ্রমাধ্যক্ষ আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব পুরী মহারাজকে লইয়া যজ্ঞাদিকৃত্য সম্পাদন করেন। অনন্তর শ্রীবিগ্রহ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলে প্রাণপ্রতিষ্ঠাদি আনুষ্ঠানিক কৃত্য সম্পাদন করেন শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ। অতঃপর পূজা, ভোগরাগ ও আরাত্রিকাদি কৃত্য যথাবিধি সম্পাদন করা হয়। বলাবহুল্য শ্রীবিগ্রহপ্রতিষ্ঠাঙ্গভূত যাবতীয় কৃত্য মৃদঙ্গমন্দিরাদি বাদ্য ধ্বনিসহ মহাসঙ্কীর্ত্তনমধ্যেই সুসম্পন্ন হইয়াছে। বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ শ্রুতি-স্মৃতি-ন্যায় প্রস্থানত্রয় পারায়ণ করিয়াছেন। শ্রীপাদ আনন্দলীলাময়-বিগ্রহ দাসাধিকারী, শ্রীপাদ নিত্যানন্দদাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীসত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রমুখ বৈষ্ণব-গণও ভক্তিশাস্ত্র পারায়ণ করিয়াছেন। অন্ধ্রপ্রদেশ, উৎকল ও বঙ্গের বিভিন্ন স্থান হইতে, এমনকি ব্রজধাম হইতেও বহু ভক্তসমাগম হইয়াছিল। প্রত্যহ সকাল-সন্ধ্যায় শ্রীআশ্রমে দৈনন্দিন পাঠকীর্ত্তন হয়। মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় পুরুষোত্তম তীর্থ মহারাজ প্রত্যহ আশ্রমবাসী ছাত্রগণকে ব্রহ্মসংহিতাদি শাস্ত্র এবং স্তবস্তুতি প্রভৃতি শিক্ষা দিয়া থাকেন। শ্রীআশ্রমের নাটমন্দিরে ২৩।৬ তারিখ হইতে ৩০।৬ তারিখ পর্য্যন্ত অষ্টাহব্যাপী প্রত্যহ সন্ধ্যায় 'বিশ্বসাধুসম্মিলনী' নামক ধর্ম্মসভার বিশেষ অধিবেশন হয়। বয়োজ্যেষ্ঠ প্রাচীন বলিয়া প্রত্যহই শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজকেই সভাপতির আসন গ্রহণ করিতে হয়। বক্তব্যবিষয় নির্দ্ধারিত ছিল যথাক্রমে (১) শ্রীজগন্নাথ ও শ্রীরাধাকৃষ্ণ মন্দির প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য, (২) ভগবৎপ্রাপ্তির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায়, (৩) শ্রীকৃষ্ণপ্রেমই জীবের পরম প্রয়োজন, (৪)

আধুনিক জগতের সমস্যা ও তাহার সমাধান, (৫) সমগ্র বিশ্বে শ্রীচৈতন্যের অবদান, (৬) কলিযুগের বৈশিষ্ট্য, (৭) কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তির বৈশিষ্ট্য এবং (৮) নামসঙ্কীর্ত্তনই সাধ্য ও সাধন।

প্রতিদিনই সভাপতি বঙ্গভাষায় তাঁহার অভিভাষণ প্রদান করেন। শ্রীরাজমহেন্দ্রী, বিশাখাপত্তনম্ ও পুরী প্রভৃতি আশ্রমের অধ্যক্ষ ও আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবৈভব পুরী মহারাজ প্রতিদিনই তেলেগু অথবা উৎকলভাষায় ভাষণ দান করেন। এতদ্ব্যতীত বিশিষ্ট বক্তৃবৃন্দের মধ্যে পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ, ঝাড়গ্রাম (বঙ্গভাষায়) ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিকুমুদ সন্ত মহারাজ, খড়্গপুর ও বেহালা (বঙ্গভাষায়), ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ, মথুরা (হিন্দীভাষায়), ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ, নবদ্বীপ (বঙ্গভাষায়), ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় পুরুষোত্তম তীর্থ মহারাজ, বিশাখাপত্তনম্ (উৎকলভাষায়), ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিজীবন জনার্দ্দন মহারাজ, খড়্গপুর (উৎকলভাষায়), পণ্ডিত শ্রীমন্ মধুসূদন ষড়ঙ্গী — বিশাখাপত্তনম্ অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত সংস্কৃত বিভাগের অধ্যক্ষ (অধুনা অবসরপ্রাপ্ত—উকলভাষায়), পণ্ডিত শ্রীচৈতন্য-চরণ দাস বাবাজী মহারাজ, পুরী (উৎকলভাষায়), পণ্ডিত শ্রীবামদেব মিশ্র—চেয়ারম্যান পুরী মিউনিসি-পালিটি (উৎকলভাষায়), অধ্যাপক শ্রীফকিরমোহন দাস, কটক উৎকলবিশ্ববিদ্যালয় (উৎকলভাষায়), পণ্ডিত শ্রীদামোদর পাণ্ডা কমিশনার অলইণ্ডিয়া লেবার ওয়েল-ফেয়ার (উৎকলভাষায়), চন্দ্রশেখর কলেজের প্রিন্সিপাল শ্রীহৃদয়ানন্দ রায় (উৎকলভাষায়), শ্রীপরমার্থীপত্রের সম্পাদক উপদেশক পণ্ডিত শ্রীযতিশেখরদাস ভক্তিশাস্ত্রী, কটক (উৎকলভাষায়), শ্রীজাহ্নবী জীবন দাস, শ্রীবাসু-ঘোষ, শ্রীগৌরাঙ্গচরণ দাস বাবাজী মহারাজ, শ্রীসত্য-গোবিন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ও শ্রীনরসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী (উৎকলভাষায়) প্রভৃতি বিভিন্ন দিনে বিভিন্ন ভাষায় ভাষণ দান করেন। প্রত্যহ সন্ধ্যা ৬টা হইতে রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত সভা হইয়াছে। বিভিন্ন স্থান হইতে সমাগত পঞ্চশতাধিক ভক্তকে দুইবেলা বিবিধপ্রসাদবৈচিত্র্যদ্বারা আপ্যায়িত করা হইয়াছে। ২২।৬ হইতে ৩০।৬ তারিখ পর্য্যন্ত নবরাত্রব্যাপী উৎসবের প্রতিদিনই মধ্যাহ্নে ও রাত্রে অকাতরে প্রসাদবিতরণ মহোৎসব হইয়াছে বিশেষতঃ শ্রীবিগ্রহপ্রতিষ্ঠাদিবস অগণিত নরনারী মহা-প্রসাদ সম্মানের সৌভাগ্য বরণ করিয়াছেন।

উৎসবটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছে। পুরীধামস্থ আমাদের সকল মঠের সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারীই এই উৎসবে যোগদান করিয়াছেন। শ্রীবিগ্রহগণও নয়নমনোহরা শোভা বিস্তার করিয়া সকলেরই চিত্তাকর্ষক হইতেছেন।

শ্রীপাদ শ্রৌতী মহারাজ রথযাত্রাদিবসই বৈকালের ট্রেণে এবং পুরী মহারাজ ৩।৭ তারিখে পুরী এক্সপ্রেসে কলিকাতা যাত্রা করেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিহৃদয় বন মহারাজের ব্রজবিজয়

পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের নিকট দীক্ষা হরিনাম ও ত্রিদণ্ডসন্ন্যাসবেষপ্রাপ্ত উচ্চশিক্ষিত প্রাচীন সন্ন্যাসী, ইংরাজী, হিন্দী ও বাংলাভাষায় সুপ্রসিদ্ধ অনর্গল বক্তা পরম পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ ৮২ বৎসর বয়সে গত ১ শ্রীধর (৪৯৬ গৌরাব্দ), ২২ আষাঢ় (১৩৮৯ বঙ্গাব্দ), ইং ৭ই জুলাই (১৯৮২ খৃষ্টাব্দ), বুধবার কৃষ্ণ দ্বিতীয়া তিথিতে রাত্রি ৯.৪ মিনিটের সময় তাঁহার শ্রীধামবৃন্দাবন কালিয়দহস্থিত 'ভজনকুটীরে' প্রশান্তবদনে স্পষ্টভাবে কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিতে করিতে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের নিত্যলীলায় প্রবেশ করিয়াছেন। (আগামী সংখ্যায় তাঁহার কথা আরও বিশদভাবে আলোচনার ইচ্ছা রহিল।)

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ৬'০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৩'০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা '৫০ পঃ। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। পত্রিকার গ্রাহক যে কোন সংখ্যা হইতে হওয়া যায়। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইতে সঙ্ঘ বাধ্য নহেন। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫ পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬ ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০২ ফোন-৪৬-৫৯০০।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১) প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত—ভিক্ষা ১.০০
(২) শরণাগতি—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত— ,, .৮০
(৩) কল্যাণকল্পতরু ,, ,, ,, ,, ১.১৫
(৪) গীতাবলী ,, ,, ,, ,, ১.০০
(৫) গীতমালা ,, ,, ,, ,, ১.২০
(৬) জৈবধর্ম্ম (রেক্সিন বাঁধান) ,, ,, ,, ,, ১৬.০০
(৭) মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ)—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী— ভিক্ষা ২.৫০
(৮) মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ) ঐ ,, ২.০০
(৯) শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)— ,, .৮০
(১০) উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)— ,, ১.০০
(১১) শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত—শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত — ,, ১.৭৫
(১২) SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by THAKUR BHAKTIVINODE — Rs 1.00
(১৩) শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে উচ্চ প্রশংসিত বাঙ্গালা ভাষার আদি কাব্যগ্রন্থ — শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয় — — — ভিক্ষা ৮.০০
(১৪) ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত — ,, ২.০০
(১৫) শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার— ডাঃ এস্, এন ঘোষ প্রণীত — ,, ১.০০
(১৬) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত] — — ,, ১২.০০
(১৭) প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত) — ,, .৫০
(১৮) একাদশীমাহাত্ম্য — — — ,, ১.৫০
অতিমর্ত্ত্য বৈরাগ্য ও ভজনের মূর্ত্ত আদর্শ —
(১৯) গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস — শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত — ,, ৩.০০
(২০) শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য — — ,, ২.৫০
(২১) শ্রীমদ্ভাগবত-মাহাত্ম্য — — — — ,, ১.০০

(২২) সচিত্র ব্রতোৎসবনির্ণয়-পঞ্জী

গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অবশ্য পালনীয় শুদ্ধতিথিযুক্ত ব্রত ও উপবাস-তালিকা সম্বলিত এই সচিত্র ব্রতোৎসবনির্ণয়-পঞ্জী শুদ্ধবৈষ্ণবগণের উপবাস ও ব্রতাদিপালনের জন্য অত্যাবশ্যক।

ভিক্ষা—১.০০ পয়সা। অতিরিক্ত ডাকমাশুল—০.২৫ পয়সা।

দ্রষ্টব্য :—ভিঃ পিঃ যোগে কোন গ্রন্থ পাঠাইতে হইলে ডাকমাশুল পৃথক্ লাগিবে।

প্রাপ্তিস্থান :—কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থবিভাগ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬

মুদ্রণালয় :—

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-৭০০০২৬

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

দ্বাবিংশ বর্ষ
৭ম সংখ্যা

ভাদ্র
১৩৮৯

শ্রীপুরীধামে শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের আবির্ভাবপীঠোপরি শ্রীমন্দির

সম্পাদক
রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ প্রবর্ত্তিত
একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা
সম্পাদক-সঙ্ঘপতি :—
পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ
সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ :—
১। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ
কার্য্যাধ্যক্ষ :—
শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।
প্রকাশক ও মুদ্রাকর :—
মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ :—

মূল মঠ :—১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ :—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬। ফোন : ৪৬-৫৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-৭০০০২৬

৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

৫। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর

৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৭। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৮। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-৫০০০০২ (অঃ প্রঃ) ফোন : ৪৬০০১

১০। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ (আঃ) ফোন : ২৭১৭০

১১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর ৭৮৪০০১ (আসাম)

১২। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ (নদীয়া)

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া-৭৮৩১০১ (আসাম)

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়—১৬০০২০ (পাঃ) ফোঃ ২৩৭৮৮

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড, পোঃ পুরী-৭৫২০০১ (উড়িষ্যা)

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথমন্দির, পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১ (ত্রিঃ) ফোঃ ১২৯৭

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন, জিলা—মথুরা

১৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড, পোঃ দেরাদুন ২৪৮০০১ (ইউ, পি)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন :—

১৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার, জেঃ কামরূপ (আসাম)

২০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ॥"

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ভাদ্র, ১৩৮৯
২২শ বর্ষ } ২৮ হৃষীকেশ ৪৯৬ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ ভাদ্র, বুধবার, ১ সেপ্টেম্বর, ১৯৮২ { ৭ম সংখ্যা

শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের বক্তৃতা

স্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ, বিদ্বৎসভা, উল্টাডিঙ্গি, কলিকাতা
সময়—সন্ধ্যা, ভাদ্র, ১৩৩২

সাম্প্রদায়িক ঐতিহ্য-পাঠে ও অনুসন্ধানে বিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায় যে বহু প্রাচীন, তাহা জ্ঞাত হওয়া যায়। বিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়ের প্রথম-পর্য্যায়ে আমরা 'শ্রীদেবতনু' বিষ্ণুস্বামীর নাম দেখিতে পাই। প্রথম পর্য্যায়ের বিষ্ণুস্বামিগণের মধ্যে শ্রীনৃসিংহোপাসনা-প্রণালীর কথাই ঐতিহ্যে বর্ণিত রহিয়াছে। শ্রীবল্লভাচার্য্য বলেন,—তৎকালে ভারতে বিষ্ণুস্বামিগণের মধ্যে গোপালের উপাসনাই প্রচলিত ছিল। 'সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ'কার সায়নমাধব রসেশ্বর দর্শনের মধ্যে বিষ্ণুস্বামীর অতি-সামান্য উল্লেখ করিয়াছেন। তাহাতে তিনি বিষ্ণুস্বামীকে নৃসিংহোপাসক বলিয়াই বর্ণনা করিয়াছেন। 'বল্লভ-দিগ্বিজয়' ও অন্যান্য সাম্প্রদায়িক ঐতিহ্য-গ্রন্থ হইতেও জানা যায় যে, বিষ্ণুস্বামিগণ দশ-নামী ও অষ্টোত্তরশত-নামী ত্রিদণ্ডি-বৈষ্ণব-সন্ন্যাসী ছিলেন।

দ্বিতীয়-পর্য্যায়ের বিষ্ণুস্বামিগণের মধ্যে আমরা 'শ্রীরাজগোপাল' বিষ্ণুস্বামীর নাম দেখিতে পাই। তিনি দ্বারকায় শ্রীরণছোড়জীউর বিগ্রহ স্থাপন করেন। বল্লভাচার্য্যের অনুগত ব্যক্তিগণ পরবর্ত্তি-সময়ে আন্ধ্রবিষ্ণুস্বামীর অভ্যুদয়ের কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

মধ্যবর্ত্তি-সময়ে শ্রীবিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়ের অনুগত শ্রীধর-স্বামিপাদকে বাহিরের দিকে মর্য্যাদা-মার্গে নৃসিংহোপাসক বলিয়াই আমরা জানিতে পারি। শ্রীকৃষ্ণোপাসনাও তাঁহার হৃদয়ে বিশেষ প্রবল ছিল।

কাহারও কাহারও মতে, শ্রীধরস্বামিপাদ কেবলাদ্বৈতবাদী ছিলেন। শ্রীবল্লভাচার্য্যের মতও তাহাই। প্রায় সার্দ্ধ-শতাব্দী পূর্ব্বে 'দীপিকাদীপনে'র লেখক তৎকালে বৃন্দাবন-মথুরা-প্রভৃতি স্থানে বল্লভীয়-চিন্তা-স্রোতের প্রাবল্য ও সঙ্গ-ফলে শ্রীধরস্বামিপাদকে 'কেবলাদ্বৈতবাদী' মনে করিয়াছিলেন, কিন্তু নাভদাস-লিখিত 'ভক্তমাল' ও অপরাপর সাম্প্রদায়িক ঐতিহ্য এবং শ্রীধরের উক্তি ও বিচারসমূহ সূক্ষ্মদৃষ্টিদ্বারা নিরপেক্ষভাবে পাঠ করিলে তাঁহার প্রতি উক্ত ধারণার বিপরীত ভাবই প্রমাণিত হয়।

শ্রীধরস্বামিপাদ কখনও কেবলাদ্বৈতবাদী হইতে পারেন না তিনি শুদ্ধাদ্বৈতবাদী ছিলেন। শুদ্ধাদ্বৈত-বাদ মতে বস্তুর অংশ—জীব, বস্তুর শক্তি—মায়া, বস্তুর কার্য্য—জগৎ; তজ্জন্য জীব, মায়া ও মায়িক জগৎ সকলই 'বস্তু'-শব্দবাচ্য। ভাগবতে দ্বিতীয় শ্লোকের "বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং তাপত্রয়োন্মূলনম্" এই চরণের টীকায় শ্রীধর স্বামিপাদ বলিয়াছেন,—"বাস্তব-শব্দেন বস্তুনোঽংশো জীবো, বস্তুনঃ শক্তির্মায়া চ, বস্তুনঃ কার্য্যং জগচ্চ তৎ সর্ব্বং বস্ত্বেব, ন ততঃ পৃথক্।" এই বাক্যদ্বারা তিনি যে কখনও কেবলাদ্বৈতবাদী ছিলেন না,—ইহা বেশ বুঝা যায়। নির্ব্বিশেষ-কেবলাদ্বৈতবাদী কখনও জীবের বাস্তব-সত্তা, তত্ত্ববস্তু অর্থাৎ ব্রহ্মের শক্তি ও বস্তুর কার্য্য স্বীকার করেন না। কেবলা-দ্বৈতবাদী মায়াকে অবস্তু, বস্তুকে নির্ব্বিশেষ, জীব ও ব্রহ্মকে ত্রিবিধভেদহীন, জগৎকে অসত্য, জৈবজ্ঞানের বিবর্ত্ত-জন্য তাৎকালিকী অনুভূতির মিথ্যাত্বই বিচার করিয়া থাকেন।

শ্রীধরস্বামী শ্রীমদ্ভাগবতের স্ব-কৃত 'ভাবার্থদীপিকা'-টীকায় অন্য কোন আচার্য্যের নাম উল্লেখ না করিয়া কেবলমাত্র শ্রীবিষ্ণুস্বামীর নামই উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতের ১।৭।৬ শ্লোকের টীকায় "তদুক্তং বিষ্ণু-স্বামিনা—'হ্লাদিন্যা সংবিদাশ্লিষ্টঃ সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরঃ। স্বাবিদ্যা-সংবৃতো জীবঃ সংক্লেশনিকরাকরঃ॥' তথা "স ঈশো যদ্বশে মায়া, স জীবো যস্তয়ার্দ্দিতঃ। স্বাবির্ভূত-পরানন্দঃ স্বাবির্ভূতসুখদুঃখভূঃ॥ স্বাদৃগুত্থবিপর্য্যাস-ভবভেদজ-ভীশুচঃ। যন্মায়য়া জুষন্নাস্তে তমিমং নৃহরিং নুমঃ॥" এবং ৩।১২।২ শ্লোকের টীকায় 'শ্রীবিষ্ণুস্বামি প্রোক্তা বা' প্রভৃতি শ্রীবিষ্ণুস্বামি-বাক্যের উল্লেখ-দ্বারা শ্রীধরস্বামিপাদ যে শ্রীবিষ্ণুস্বামিপাদের অনুগত হ্লাদিনী-সংবিদাশ্লিষ্ট সচ্চিদানন্দ মায়াধীশ শ্রীনৃসিংহের উপাসক শুদ্ধাদ্বৈতবাদী ছিলেন, তাহাই স্পষ্টই প্রমাণিত হইতেছে।

নাভদাসজীর 'শ্রীভক্তমাল'গ্রন্থ হইতেও জানা যায় যে, বিষ্ণুস্বামীর পরমানন্দ-নামক একজন অধস্তন ছিলেন। পারম্পর্য্যক্রমে এই পরমানন্দই শ্রীধরস্বামিপাদের গুরু। শ্রীধরস্বামিপাদ শ্রীমদ্ভাগবতের টীকার প্রারম্ভে মঙ্গলা-চরণে "যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দ-মাধবম্" এই শ্লোকে ভগবদভিন্ন গুরুদেবের বন্দনা করিয়াছেন।

মায়াবাদিগণ পঞ্চোপাসনা অবলম্বন-পূর্ব্বক নৃপঞ্চাস্যের পরিবর্ত্তে পঞ্চোপাস্যের অন্যতম রুদ্রের উপাসনা স্বীকার করিয়া চরমে নির্ব্বিশেষ প্রাপ্তিকেই 'সাধ্য' বলিয়া জানেন। কিন্তু শ্রীধরপাদের ভাগবতীয়-টীকার মঙ্গলাচরণ হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, তিনি ঐরূপ নির্ব্বিশেষ মায়াবাদীর বিচার অবলম্বন না করিয়া শ্রীরুদ্র সম্প্রদায়-ভুক্তরূপে পরমধাম, জগদ্ধাম, দশমতত্ত্ব আশ্রিতাশ্রয়বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণকে এবং শ্রীনারায়ণের বিলাসবিগ্রহ সদাশিবকে পরস্পর-আলিঙ্গিত বিগ্রহরূপ বন্দনা করিয়াছেন,—

"মাধবোমাধবাবীশৌ সর্ব্বসিদ্ধিবিধায়িনৌ।
বন্দে পরস্পরাত্মানৌ পরস্পর-নতিপ্রিয়ৌ॥"

উক্ত মঙ্গলাচরণের প্রথমশ্লোকেও 'নৃসিংহমহং ভজে" এই বাক্যদ্বারা শ্রীধরস্বামী যে নৃসিংহোপাসক ছিলেন, তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়।

শ্রীধরের গুরুভ্রাতার নাম—শ্রীলক্ষ্মীধর-স্বামী। এই শ্রীলক্ষ্মীধর —'শ্রীনাম-কৌমুদী' নামক গ্রন্থের লেখক। শ্রীধরস্বামিপাদও শ্রীনামের অপ্রাকৃতত্ব ও নিত্যত্ব-সম্বন্ধে অনেক শ্লোক রচনা করিয়াছেন। শ্রীল রূপপাদ 'পদ্যাবলী'-গ্রন্থে তাহার অধিকাংশ সংগ্রহ করিয়াছেন। ঐসমস্ত শ্লোক আলোচনা করিলেও দেখিতে পাওয়া যায় যে, শ্রীধরস্বামিপাদ কিছুতেই নির্ব্বিশেষ-কেবলাদ্বৈতবাদী বা মায়াবাদী হইতে পারেন না; কারণ, নির্ব্বিশেষ কেবলাদ্বৈতবাদিগণ কখনও শ্রীভগবানের এবং তদীয় নাম, রূপ, গুণ ও লীলার অভেদ, চিন্ময়ত্ব ও নিত্যত্ব স্বীকার করেন না। সায়নমাধবের 'রসেশ্বর দর্শন'-পাঠে জানা যায় যে, শ্রীবিষ্ণুস্বামিপাদ শ্রীনৃসিংহদেবের নিত্য অভিন্ন নামরূপাদি স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং শ্রীধরস্বামিপাদ যে বিষ্ণুস্বামী-মতাবলম্বী শুদ্ধাদ্বৈতবাদী ত্রিদণ্ডি-বৈষ্ণবযতি ছিলেন, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই।

শ্রীধরস্বামিপাদ যদি কেবলাদ্বৈতবাদী বা মায়াবাদী হইতেন, তাহা হইলে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীবল্লভ-ভট্টজীকে শাসন করিয়া শ্রীধরস্বামিপাদকে 'জগদ্গুরু' বলিয়া স্বীকার এবং শ্রীধরস্বামীর অনুগত হইয়া ভাগবতের

ব্যাখ্যা করিবার জন্য আচার্য্য ও জগজ্জীবকে শিক্ষা দান করিতেন না। শ্রীধরস্বামিপাদ কেবলাদ্বৈতবাদী হইলে শ্রীল জীব-গোস্বামিপাদও তাঁহাকে "ভক্ত্যেকরক্ষক" বলিয়া সংজ্ঞা প্রদান করিতেন না। শ্রীমন্মহাপ্রভু, শ্রীজীব প্রভু ও শ্রীবৈষ্ণবাচার্য্যগণ নির্ব্বিশেষ-মায়াবাদিগণকে 'ভক্তির রক্ষাকারী' বলিবার পরিবর্ত্তে "ভক্তির সর্ব্বনাশকারী" বলিয়াই ব্যক্ত করিয়াছেন। বৈষ্ণবাচার্য্যগণের যে-কোন গ্রন্থ আলোচনা করিলে ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইবে।

চতুর্যুগের কালনিরূপণে পণ্ডিতগণের সিদ্ধান্ত

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]

সাত্বত বা অসাম্প্রদায়িক বৈষ্ণব ধর্ম্মই স্বরূপ ধর্ম্ম অর্থাৎ জীবের নিত্য ধর্ম্ম। কিন্তু মায়াবাদ সম্প্রদায় মধ্যে যে বৈষ্ণব ধর্ম্ম দৃষ্ট হয়, তাহা এই স্বরূপ ধর্ম্মের গৌণ অনুকরণ মাত্র। সেই সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণব ধর্ম্ম নির্গুণ অর্থাৎ মায়াবাদ শূন্য হইলেই সাত্বত ধর্ম্ম হয়। সাত্বত ধর্ম্মে যে দ্বৈত, দ্বৈতাদ্বৈত, শুদ্ধদ্বৈত ও বিশিষ্টা দ্বৈত ভেদে সম্প্রদায়-ভেদ, তাহা বৈষ্ণব তত্ত্বের বিচিত্র ভাবের পরিচয় মাত্র। প্রকৃত প্রস্তাবে কোন মূল তত্ত্বভেদ জনিত সম্প্রদায় ভেদ নয়। মায়াবাদই ভক্তি তত্ত্বের বিপরীত ধর্ম্ম। যে বৈষ্ণবেরা মায়াবাদ স্বীকার করিয়াছেন তাঁহারা শুদ্ধ বৈষ্ণব নন।

এই শুদ্ধ বৈষ্ণব ধর্ম্ম অস্মদ্দেশে কোন্ সময়ে উদিত হয় ও কোন্ কোন্ সময়ে উন্নত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা বিচার করা কর্ত্তব্য। এই বিষয় বিচার করিবার পূর্ব্বে অন্যান্য অনেক বিষয় স্থির করা আবশ্যক। অতএব আমরা প্রথমে ভারতভূমির প্রধান প্রধান পূর্ব্ব ঘটনার কাল আধুনিক বিচারমতে নিরূপণ করিয়া পরে সম্মানিত গ্রন্থ সকলের ঐ প্রকার কাল স্থির করিব। গ্রন্থ সকলের কাল নিরূপিত হইলেই তন্মধ্যে বৈষ্ণব ধর্ম্মের ইতিহাস যাহা আধুনিকমতে স্পষ্ট হইবে, তাহা প্রকাশ করিব। আমরা প্রাচীন পদ্ধতি ক্রমে কালের বিচার করিয়া থাকি, কিন্তু এখনকার লোকদের উপকারার্থে আধুনিক পদ্ধতি অবলম্বন করিব।

ভারতবর্ষের অতি পূর্ব্বতন ইতিহাস বিস্মৃতিরূপ ঘোরান্ধকারে আবৃত আছে কেননা প্রাচীনকালের কোন আনুপূর্ব্বিক ইতিহাস নাই। চতুর্ব্বেদ, রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণ সকলে যে কিছু সংবাদ পাওয়া যায়, তাহা হইতে যৎকিঞ্চিৎ অনুমান করিয়া যাহা পারি স্থির করিব। সর্ব্বাগ্রে আর্য্য মহাশয়েরা সরস্বতী ও দৃষদ্বতী এই দুই নদীর মধ্যে ব্রহ্মাবর্ত্ত নামে একটী ক্ষুদ্র দেশ পত্তন করিয়া বাস করিয়াছিলেন। দৃষদ্বতীর বর্ত্তমান নাম কাগার *। আর্য্যগণ যে অন্য কোন দেশ হইতে আসিয়া ব্রহ্মাবর্ত্তে বাস করেন, তাহা ব্রহ্মাবর্ত্ত নামের অর্থ আলোচনা করিলে অনুমিত হয়। তাঁহারা কোথা হইতে আসিয়াছিলেন, তাহা স্থির করিতে পারা যায় নাই। কিন্তু তাঁহারা উত্তর পশ্চিম দেশ হইতে আসিয়াছিলেন, ইহাও বিশ্বাস হয় †। যে সময়ে তাঁহারা আসিয়াছিলেন সে সময় তাঁহারা তৎকালোচিত সভ্যতাসম্পন্ন ছিলেন ইহাতেও সন্দেহ নাই। যেহেতু তাঁহাদের নিজ সভ্যতার গৌরবে

---

* মহাভারতীয় বনপর্ব্বের নিম্নলিখিত শ্লোকটী এতদ্বিষয়ে কিছু সন্দেহ উৎপত্তি করে। সারগ্রাহিগণ সাক্ষাদবলোকন দ্বারা তাহা দূর করিবেন,—

দক্ষিণেন সরস্বত্যা দৃষদ্বত্যুত্তরেণ চ।
যে বসন্তি কুরুক্ষেত্রে তে বসন্তি ত্রিপিষ্টপে॥

† কাশ্মীর নিকটস্থ দেবিকা তীর্থ উদ্দেশে মহাভারতে কথিত হইয়াছে,—

প্রসূতির্যত্র বিপ্রাণাং শ্রূয়তে ভরতর্ষভ॥

তাঁহারা আদিমবাসীদিগের প্রতি অনেক তাচ্ছল্য প্রকাশ করিতেন। কথিত আছে যে, আদিম নিবাসীদিগের প্রতি তাচ্ছল্য করায় তৎকালে তাহাদের অধিপতি রুদ্রদেব আর্য্যদিগের উপর বিক্রম দেখাইয়া প্রজাপতিদিগের মধ্যে দক্ষের কন্যা সতীর পাণিগ্রহণ করিয়া সন্ধি স্থাপন করেন। আর্য্যেরা স্বভাবতঃ এতদূর গর্ব্বিত যে, সতীকন্যার বিবাহের পর আর কন্যা ও জামাতাকে আদর করিলেন না। তজ্জন্য সতী দেবী আপনার প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করিয়া দক্ষযজ্ঞে দেহত্যাগ করায়, শিব ও তাঁহার পার্ব্বতীয় অনুচরেরা আর্য্যদিগের প্রতি বিশেষ বিশেষ অত্যাচার করিতে লাগিলেন। পরে ব্রাহ্মণেরা শিবকে যজ্ঞভাগ দিয়া সন্ধি স্থাপন করিতে বাধ্য হইলেন। তথাপি আর্য্যগণের শ্রেষ্ঠতা রাখিবার জন্য শিবের আসন ঈশান কোণে স্থিত হইবে, এরূপ নির্দ্ধারিত হইল। আর্য্যদিগের ব্রহ্মাবর্ত্ত সংস্থাপনের অনতিদীর্ঘকালের মধ্যেই যে দক্ষযজ্ঞ হইয়াছিল, ইহাতে সন্দেহ নাই; যেহেতু দক্ষপ্রভৃতি দশজনকে আদ্য প্রজাপতি রূপে বর্ণন করা হইয়াছে। দক্ষ প্রজাপতির পত্নীর নাম প্রসূতি। তিনি ব্রহ্মার পুত্র স্বায়ম্ভুব মনুর কন্যা। স্বায়ম্ভুব মনু ও প্রজাপতিগণই প্রথম ব্রহ্মাবর্ত্তবাসী। ব্রহ্মার পুত্র মরীচি, তাঁহার পুত্র কশ্যপ, তাঁহার পুত্র বিবস্বান্, তাঁহার পুত্র বৈবস্বত মনু ও বৈবস্বত মনুর পুত্র ইক্ষ্বাকু। এতদ্দ্বারা বিবেচনা করিতে হইবে যে, ব্রহ্মার ষষ্ঠ পুরুষে সূর্য্যবংশের আরম্ভ হয়। ইক্ষ্বাকু রাজার সময় আর্য্যেরা ব্রহ্মর্ষি দেশে বাস করিতেছিলেন। পূর্ব্বোক্ত ছয়পুরুষ আধুনিক গণনাক্রমে দুইশত বৎসর ভোগ করিয়াছিলেন। এই দুইশত বৎসর মধ্যেই ব্রহ্মাবর্ত্ত স্বল্প স্থান হওয়ায় ব্রহ্মর্ষি-দেশ সংস্থাপিত হয়। বংশবৃদ্ধির সম্বন্ধে বিশেষ যত্ন থাকায় আর্য্যদিগের সন্তানাদি এত বৃদ্ধি হইল যে, ব্রহ্মাবর্ত্ত দেশটী সংকীর্ণ বোধ হইল। আধুনিক পণ্ডিতগণ বলেন যে, চন্দ্র প্রভৃতি কতকগুলি সুসভ্য লোককে আর্য্যশাখার মধ্যে ঐ সময় গ্রহণ করা হয়। উক্ত গণনা মতে স্বায়ম্ভুব মনু হইতে বৈবস্বত মনু পর্য্যন্ত আটটী মনু ঐ দুই শত বৎসরের মধ্যে গত হন। যেহেতু স্বায়ম্ভুব মনুর অব্যবহিত পরেই অগ্নিপুত্র স্বারোচিষ মনু প্রাদুর্ভূত হন। স্বায়ম্ভুব মনুর পৌত্র উত্তম মনু। তাঁহার ভ্রাতা তামস মনু। তাঁহার অন্যতর ভ্রাতা রৈবত মনু। স্বায়ম্ভুবের সপ্তম পুরুষে চাক্ষুষ মনু। বৈবস্বত মনু ব্রহ্মা হইতে পঞ্চম পুরুষ। সাবর্ণি মনু বৈবস্বতের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। অতএব ইক্ষ্বাকুর পূর্ব্বেই মনু সকল মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছিলেন, ইহাতে সন্দেহ নাই। দক্ষ সাবর্ণি, ব্রহ্মসাবর্ণি, ধর্ম্মসাবর্ণি, রুদ্রসাবর্ণি, দেবসাবর্ণি ও ইন্দ্রসাবর্ণি ইঁহারা আধুনিক কল্পিত। যদি ঐতিহাসিক হন, তবে ঐ দুই শত বৎসরের মধ্যে ভারতভূমির ভিন্ন ভিন্ন খণ্ডে বাস করিয়াছিলেন বলিতে হইবে। চাক্ষুষ মনুর সময়ে সমুদ্র মন্থন হয়—এরূপ কথিত আছে। বৈবস্বত মনুর সময় বামন অবতার। বলিরাজার যজ্ঞের পর ছলনার দ্বারা অসুরদিগকে বহিষ্কৃত করা হয়। মনুবংশের রাজাগণ ব্রহ্মাবর্ত্তের বাহিরে রাজত্ব করিতেন, কিন্তু প্রথমাবস্থায় রাজ্যশাসনপ্রণালী অথবা সাংসারিক বিধান সকল এবং বিদ্যার চর্চ্চা ভাল ছিল না। সমুদ্রমন্থনকালে ধন্বন্তরির উৎপত্তি। ঐ সময়েই অশ্বিনীকুমার উৎপন্ন হন। সমুদ্রমন্থনে যে বিষের উৎপত্তি হইল, তাহা রুদ্রবংশীয় শিব সংহার করিলেন। এই সকল বিবেচনা করিয়া চিকিৎসাবিদ্যার চর্চ্চা ঐ কালে বিশেষ রূপে হইতেছিল—এরূপ অনুমান করিতে হইবে। রাহুনামা অসুরকে দুই খণ্ড করিয়া রাহুকেতু রূপে সংস্থান করাও ঐ সময়ে লক্ষিত হয়। ইহাতে তৎকালে জ্যোতিষ শাস্ত্রের আলোচনা হইতেছিল এরূপ বোধ হয়। ঐকালের মধ্যে তাহার সৃষ্টি হইয়াছিল এমত বোধ হয় না। তৎকালের কোন লিখিত সংবাদ না থাকায় ঐ কালটী অত্যন্ত বিপুল বোধ হইত, এমন কি তাহার বহুদিবস পরে যখন কালবিভাগ হইল, তখন এই এক এক মনু এক সপ্ততি মহাযুগ ভোগ করিয়াছেন এমত বর্ণিত হইয়া গেল। রাজাদিগের মধ্যে যিনি ব্যবস্থাপক হইতেন, তিনিই মনু নাম প্রাপ্ত হইয়া জনগণের শ্রদ্ধাস্পদ

হইতেন। এত অল্পকালের মধ্যে এতগুলি ব্যবস্থাপক হওয়ার দুইটী কারণ ছিল। একটী এই যে, তখন অক্ষর সৃষ্টি না হওয়ায় ব্যবস্থাগ্রন্থ ছিল না, কেবল শ্রুতিমাত্র থাকিত। ঐ সকল শ্রুতিতে অন্যান্য আবশ্যকীয় শ্রুতি যোগ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন মন্বন্তর কল্পিত হইত। দ্বিতীয় কারণ এই যে, প্রজা বৃদ্ধি ক্রমে তখন আর্য্য-নিবাসটী বহু খণ্ডে বিভক্ত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন রাজার অধীন হইলে ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থাপক হইয়া উঠিল। আধুনিক বিদ্বদ্বর্গ মন্বন্তরের এই এই প্রকার অর্থ করিয়া থাকেন। তাহাতে যে কিছু সার আছে, তাহা সারগ্রাহিগণ আদর করেন। ভারবাহী জনগণের পক্ষে অলৌকিক বর্ণন অনেক স্থানে উপকারী হয় *।

তাঁহাদের মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাইবার জন্য অলৌকিক চরিত্র বর্ণন ও কাল বিভাগ অবলম্বিত হইয়াছিল। মহর্ষিগণ কোমলশ্রদ্ধ ব্যক্তিগণের উপকারার্থে এবং দেশান্তরীয় মিথ্যা কালকল্পনা নিরস্তকরণাভিপ্রায়ে মন্বন্তরাদি কল্পনা স্বীকার করিয়াছেন। শাস্ত্রোদিত ইতিহাস ও কালবিভাগ পদ্ধতি যে মিথ্যা ও কল্পিত, তাহা আমরা কখনই বলিতে পারি না।

আধুনিক পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন—ইক্ষাকুর সময় হইতে রাজাদিগের নামাবলি পাওয়া যায়। সূর্য্যবংশীয় রাজাদিগের নামাবলি অনেক বিশ্বাস করা যাইতে পারে। তদ্দৃষ্টে ইক্ষাকু হইতে রামচন্দ্র ৬৩ পুরুষ। প্রতি রাজা পঞ্চবিংশতি বৎসর ভোগ করিয়াছেন—এরূপ বিচার করিলে ইক্ষাকু হইতে রামচন্দ্র পর্য্যন্ত ১৫৭৫ বৎসর হয়। ঐ বংশে ৯৪ পুরুষে রাজা বৃহদ্বল কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে অভিমন্যুকর্ত্তৃক হত হন। ইক্ষাকু হইতে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধটী ২,৩৫০ বৎসর পরে ঘটনা হয়। সমস্ত মন্বন্তর কাল ২০০ বৎসর, তাহা যোগ হইলে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ২৫৫০ বৎসর পূর্ব্বে ব্রহ্মাবর্ত্তের পত্তন বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

চন্দ্রবংশীয় রাজাদিগের বংশাবলী বিশ্বস্ত নয়। ইক্ষাকুর সমকালীন ইলা, যাহা হইতে পুরূরবাদি করিয়া যুধিষ্ঠির পর্য্যন্ত ৫০ পুরুষের উল্লেখ আছে। যুধিষ্ঠিরের অতি পূর্ব্বতন রামচন্দ্র যে ৬৩ পুরুষ, তাহা উক্ত বংশাবলী বিশ্বাস করিলে মানা যায় না। বাল্মীকি অতি প্রাচীন ঋষি, তাঁহার সংগ্রহ যতদূর নির্দ্দোষ হইবে, ততদূর অপেক্ষাকৃত আধুনিক ঋষিদিগের সংগ্রহ নির্দ্দোষ হইবে না। অপিচ সূর্য্যবংশীয় রাজারা অনেক দিন হইতে বলবান্ থাকায় তাঁহাদের কুলাচার্য্যগণ তাঁহাদের বংশাবলী অধিক দিন হইতে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন সন্দেহ নাই। পক্ষান্তরে চন্দ্রবংশী দিগের মূলে দোষ আছে। বোধ হয় সূর্য্যবংশীয়েরা বহুকাল রাজত্ব করিলে যযাতি বলবিক্রমশালী হইয়া উঠেন। সূর্য্যবংশে প্রবেশ করিতে না পারিয়া কল্পনা পূর্ব্বক নিজ বংশকে পুরূরবা নহুষের সহিত যোগ করিয়া দেন। এতৎকার্য্য করিয়াও তিনি ও তদ্বংশীয় অনেকেই সূর্য্যবংশীয়দিগের সহিত জ্ঞাতিত্ব স্থাপন করিতে সক্ষম হন নাই। পুনশ্চ যযাতিপুত্র অনু, তদ্বংশে পুরূরবা হইতে দশরথের সখা রোমপাদ † রাজা ১৪ পুরুষ। অপিচ পুরূরবা হইতে যদুবংশে ১৬ পুরুষে কার্ত্তবীর্য্য অর্জ্জুনের উৎপত্তি হয়। তিনি পরশুরামের শত্রু। ইহাতে অনুমিত হয় যে, রামচন্দ্রের ১৩ বা ১৪ পুরুষ পূর্ব্বে যযাতি রাজা রাজ্য করেন। ঐ সময় হইতে চন্দ্রবংশের কল্পনা। এতন্নিবন্ধন সূর্য্যবংশের বংশাবলী ধরিয়া তাঁহারা কাল বিচার করিয়া থাকেন।

সূর্য্যবংশীয় রাজারা প্রথমে যমুনাতীরে ব্রহ্মর্ষিদেশে বাস করিতেন। সূর্য্যবংশে দশম রাজা শ্রাবস্ত শ্রাবস্তী-পুরী নির্ম্মাণ করেন। অযোধ্যানগর মনুকর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়া থাকা রামায়ণে কথিত আছে। কিন্তু অনেকে অনুমান করেন, বৈবস্বত মনু যামুন প্রদেশে বাস করিতেন। তৎপুত্র ইক্ষাকুই প্রথমে অযোধ্যানগর পত্তন করিয়া বাস করেন। যেহেতু তাঁহার পুত্রেরা আর্য্যাবর্ত্তে অবস্থান করেন, এরূপ লিখিত আছে। বৈবস্বত হইতে পঞ্চবিংশতি পর্য্যায় বিশালরাজা কর্ত্তৃক

* পরোক্ষবাদো বেদোঽয়ং বালানামনুশাসনম্। ভাগবতং।

† রোমপাদ ইতি খ্যাতস্তস্মৈ দশরথঃ সখা।
শান্তাং স্বকন্যাং প্রাযচ্ছদৃষ্যশৃঙ্গ উবাহ তাং ॥ ভাগবতং।

বৈশালীপুরী নির্ম্মিতা হয়। শ্রাবস্তীনগর উত্তর কোশলের রাজধানী অযোধ্যা হইতে প্রায় ৩০ ক্রোশ উত্তর। উহার বর্ত্তমান নাম সাহেৎ মাহেৎ। বৈশালীনগর পাঠনার উত্তর পূর্ব্ব প্রায় ১৪ ক্রোশ। ইহাতে বোধ হয় যে, সূর্য্যবংশীয় রাজারা যমুনা হইতে কৌশিকী [কুশী] নদী পর্য্যন্ত গঙ্গার পশ্চিম তীরে প্রবলরূপে রাজ্য করিতেন। ক্রমশঃ চন্দ্রবংশীয় রাজারা প্রবল হইলে তাঁহারা নিস্তেজ হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা আরো বলেন যে, সূর্য্যবংশীয় মান্ধাতা পর্য্যন্ত আর্য্যগণেরা মিথিলা ও গাঙ্গ্যভূমিকে আর্য্যাবর্ত্ত বলিতেন, কিন্তু সগররাজার পরেই ভগীরথের সময় গঙ্গাসাগরান্ত ভূমিকে আর্য্যাবর্ত্ত বলিয়া পরিগণন করা হইয়াছিল। আর্য্যগণ আর্য্যভূমি অতিক্রমণ করিয়া দেহত্যাগ করিলে নরকস্থ হন, ইহা তৎপূর্ব্বে শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত বলিয়া স্থির ছিল। তৎকালে আর্য্যাবর্ত্ত কেবল হিমালয় ও বিন্ধ্য পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী বলিয়া স্বীকৃত ছিল *। কিন্তু সগরবংশীয়েরা বঙ্গীয় অখাতের নিকটবর্ত্তী ম্লেচ্ছদেশে † প্রাণত্যাগ করায় ঐ স্থান পর্য্যন্ত আর্য্যাবর্ত্তকে সমৃদ্ধ না করিলে সূর্য্যবংশের বিশেষ নিন্দা থাকে, এই আশঙ্কায় তদ্বংশীয় দিলীপ অংশুমান প্রভৃতি ভগীরথ পর্য্যন্ত অনেকেই ব্রহ্মবর্ত্তাধীশ ঋষিগণের সভাপতি ব্রহ্মার উপাসনা করিয়া গঙ্গাসাগর পর্য্যন্ত ভূমিকে আর্য্যাবর্ত্ত বলিয়া ব্যবস্থাপিত করিয়াছিলেন। আধুনিক মতে উক্ত রাজাগণ সমুদ্রকুল পর্য্যন্ত গঙ্গার মাহাত্ম্য লইয়া গিয়াছিলেন মাত্র, গঙ্গার ন্যায় নদীকে সমগ্র কাটিয়া লইয়া গিয়াছিলেন এরূপ সম্ভব নয়। এজন্য মনুসংহিতায় আর্য্যাবর্ত্ত পূর্ব্বসমুদ্র হইতে পশ্চিম সমুদ্র পর্য্যন্ত হিমালয় ও বিন্ধ্যগিরিদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী দেশ বলিয়া কথিত হইয়াছে ‡। অতএব ভগীরথের সময় হইতে আর্য্যাবর্ত্ত ও দাক্ষিণাত্যের বিভাগ চলিয়া আসিতেছে।

সম্প্রতি আধুনিকমতে চতুর্যুগের কাল নিরূপণ দেখাইতেছি। মান্ধাতা রাজার সময় পর্য্যন্ত সত্যযুগ। তৎপরে কুশলবের রাজ্য পর্য্যন্ত ত্রেতাযুগ। মহাভারতের যুদ্ধ পর্য্যন্ত দ্বাপরযুগ। সত্যযুগ ৬১০ বৎসর, ত্রেতাযুগ ১১২৫ বৎসর, দ্বাপরযুগ ৭৭৫, এইরূপ সমগ্র ২৫৫০ বৎসর **। প্রাচীন পণ্ডিতগণ এই সকল সিদ্ধান্ত স্বীকার করেন না।

যুগবিশেষে তীর্থ নির্ণয়ে দেখা যায় যে, সত্যযুগে কুরুক্ষেত্রই তীর্থ ছিল। কুরুক্ষেত্র ব্রহ্মাবর্ত্তের নিকট।

---

* আর্য্যাবর্ত্তঃ পুণ্যভূমির্ম্মধ্যং বিন্ধ্যহিমাগয়োঃ।
স্বামিধৃতবচনং।

† সভাপর্ব্বে ভীমের পূর্ব্বদিক্ বিজয় বর্ণনে কথিত আছে—নির্জ্জিত্যাজ্যৌ মহারাজ! বঙ্গরাজমুপাদ্রবৎ।
সমুদ্রসেনং নির্জ্জিত্য চন্দ্রসেনঞ্চ পার্থিবং॥
তাম্রলিপ্তঞ্চ রাজানং কর্ব্বটাধিপতিং তথা।
সুহ্মাণামধিপঞ্চৈব যে চ সাগরবাসিনঃ।
সর্ব্বান্ ম্লেচ্ছগণাংশ্চৈব বিজিগ্যে ভরতর্ষভ॥

‡ আসমুদ্রাত্তু বৈ পূর্ব্বাদাসমুদ্রাত্তু পশ্চিমাৎ।
তয়োরেবান্তরং গির্য্যোরার্য্যাবর্ত্তং বিদুর্বুধাঃ॥ মনু।

** ভারতযুদ্ধের কিছু পূর্ব্ব হইতে কলিকাল প্রবৃত্ত হইয়া আজ পর্য্যন্ত প্রায় ৩৮০০ বৎসর হইয়াছে। পঞ্জিকাকারেরা বলেন যে, ১৮০০ শকাব্দায় কলিকালের ৪৯৮৯ বৎসর গত হইয়াছে। বোধ হয়, ব্রাত্যাধিকারে মহাভারত ও অন্যান্য পুরাণ দৃষ্টে পঞ্জিকা গণনা আরম্ভ হয়, কিন্তু "যদা দেবর্ষয়ঃ সপ্ত মঘাসু বিচরন্তি হি। তদা প্রবৃত্তস্ত কলির্দ্বাদশাব্দশতাত্মকঃ॥" এই প্রকার বচন সকলের বর্ত্তমান প্রবৃত্তিকে ভূতপ্রবৃত্তিরূপে নির্দ্দিষ্ট করায় গণকদিগের ১১৭৯ বৎসরের ভুল হয়। বাস্তবিক "আরম্ভাৎ ফলপর্য্যন্তং যাবদেকৈকরূপিণী। ক্রিয়া সংসাধ্যতে তাবদ্বর্ত্তমানঃ স কথ্যতে॥"—এই ব্যাকরণ-লক্ষণ মতে তাঁহাদের ভ্রম স্বীকার করিতে হইবে। ফলতঃ পরীক্ষিতের ভাগবত শ্রবণের পূর্ব্বে মঘানক্ষত্রে সপ্তর্ষি মণ্ডলের ৩০ বৎসর ৪ মাস ভোগ হইয়াছিল, এই বিবেচনায় ১২০০ বৎসর হইতে ২১ বৎসর বাদ দিলে ১১৭৯ বৎসর হয়। ঐ কাল পঞ্জিকাকারদিগের মতে কলিভুক্ত ৪৯৭৯ বৎসর হইতে বাদ দিলে ঠিক ৩৮০০ স্থির হয়। সারগ্রাহিগণ শেষোক্ত ৩৮০০ বৎসরকে কলের্গতাব্দা বলিয়া তাঁহাদের পঞ্জিকায় লিখিতে পারেন। গ্র. ক।

ত্রেতাযুগে আজমীরের নিকট পুষ্করকে তীর্থ বলিয়া স্থির করা হইয়াছে। দ্বাপরে নৈমিষারণ্য ক্ষেত্রই তীর্থ। নৈমিষারণ্যের বর্ত্তমান নাম নিমখার বা নিমসার। লক্ষ্ণৌ নগরের প্রায় ২২ ক্রোশ উত্তর পশ্চিমে গোমতী-তীরে ঐ স্থানটী দৃষ্ট হয়। কলিকালে গঙ্গা তীর্থ। ব্রহ্মাবর্ত্ত, ব্রহ্মর্ষিদেশ, মধ্যদেশ এবং পুরাতন ও আধুনিক আর্য্যাবর্ত্ত যেরূপ ক্রমশঃ কালে কালে সংস্থাপিত হইয়াছিল, তদ্রূপ যুগে যুগে দেশের কলেবর বৃদ্ধিক্রমে কুরুক্ষেত্র হইতে আরব্ধ হইয়া গঙ্গাসাগর পর্য্যন্ত তীর্থ-সকল বিস্তৃত হইল। তত্তৎকালগত মানবগণের বুদ্ধি-বৃত্তির উন্নতিক্রমে যুগে যুগে অবতারসকলের বর্ণন আছে। ধর্ম্মভাব যেরূপ ক্রমশঃ উন্নত হইল, সেইরূপ তারকব্রহ্ম মন্ত্র সকলও ক্রমশঃ প্রস্ফুটিত হইল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীমহাপ্রভু শান্তিপুর হইতে নীলাচলপথে

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজ]

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৬ষ্ঠ সংখ্যা ১১৩ পৃষ্ঠার পর]

আচার্য্য কহিলেন—'* * না করিব সন্ন্যাসী নিমন্ত্রণ। সন্ন্যাসী নাশিল মোর সব স্মৃতি ধর্ম্ম ॥' অর্থাৎ বৈষ্ণব-সন্ন্যাস দ্বারা কর্ম্মজড় স্মার্ত্ত বিধি লুপ্ত হইয়া যায়। এই সমস্ত কথোপকথনই বহু শিক্ষাগর্ভ। দুইপ্রভুর ভোজনলীলার পর আচার্য্য বিশ্রামার্থ উত্তম শয্যা ও লবঙ্গ-এলাচীবীজ-তুলসীমঞ্জরী প্রভৃতি মুখবাস দিয়া সর্ব্বাঙ্গ সুগন্ধি চন্দনলিপ্ত করতঃ বক্ষের উপর সুগন্ধি পুষ্পমাল্য অর্পণ করিলেন। আচার্য্য পাদ-সম্বাহন করিতে চাহেন, কিন্তু মহাপ্রভু সঙ্কুচিত হইয়া বলিলেন—

"বহুত নাচাইলে তুমি ছাড়হ নাচান।
মুকুন্দ-হরিদাস লইয়া করহ ভোজন॥"

আচার্য্যেরও মনে সেই ইচ্ছা ছিল। তিনি তাঁহা-দিগকে লইয়া ভোজন করিলেন।

শন্তিপুরবাসী মহাপ্রভুর আগমন শ্রবণে তাঁহার শ্রীচরণ দর্শনার্থ দলে দলে সমবেত হইতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ বিশ্রাম লাভের পর মহাপ্রভু তাঁহাদিগকে দর্শন দিলেন। মহাপ্রভুর পরমোজ্জ্বল গৌরকান্তি দর্শনে সকলেই কৃতকৃতার্থ হইলেন। সন্ধ্যায় আচার্য্য মহা-সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। তাঁহার কীর্ত্তনের পদ—

'কি কহব রে সখি আজুক আনন্দ ওর।
চিরদিন মাধব মন্দিরে মোর॥'

[এই পদটি শ্রীবিদ্যাপতিবিরচিত। ইহার অবশিষ্ট পদসমূহ এইরূপ—

"পাপসুধাকর যত সুখ দেল।
পিয়া মুখ দরশনে ততসুখ ভেল॥
আচর ভরিয়া যদি মহানিধি পাই।
তবু হাম পিয়া দূরদেশে না পাঠাই॥
শীতের রজনী পিয়া, গিরিষীর বা'।
বরিষার ছত্র পিয়া, দরিয়ার না'॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারি,
সুজনক দুখ দিবস দুইচারি॥"]

এই পদ গান করিতে করিতে আচার্য্য প্রেমোন্মত্ত হইয়া নর্ত্তনরত, আচার্য্যকে ধরিয়া নিত্যানন্দও নাচি-তেছেন, হরিদাসও আনন্দে বিভোর হইয়া নৃত্যকীর্ত্তন-রত। আচার্য্য নাচিতে নাচিতে পুনঃ পুনঃ মহাপ্রভুর চরণ ধরিয়া গাহিতে লাগিলেন,—অনেক দিন ধরিয়া আমাকে ফাঁকি দিয়াছ, এবার তোমাকে ঘরে পাইয়াছি, তোমাকে বাঁধিয়া রাখিব, আর ছাড়িয়া দিব না। একপ্রহর রাত্রি পর্য্যন্ত আচার্য্য নৃত্য কীর্ত্তন করিলেন। মহাপ্রভুকে কৃষ্ণবিরহব্যাকুল হৃদয়ে ভূমিতে পড়িতে দেখিয়া আচার্য্য নৃত্য সম্বরণ করিলেন। সুকণ্ঠ মুকুন্দ

মহাপ্রভুর তৎকালোচিত অন্তরের ভাবানুরূপ গান ধরিলেন—

"হাহা প্রাণ প্রিয়সখি, কি না হইল মোরে।
কানুপ্রেমবিষে মোর তনু মন জরে॥
রাত্রিদিনে পোড়ে মন সোয়াস্তি না পাই।
যাঁহা গেলে কানু পাঁউ, তাঁহা উড়ি' যাঁউ॥"

মুকুন্দের মধুরকণ্ঠনিঃসৃত মধুমাখা কীর্ত্তন শ্রবণে মহাপ্রভু অত্যন্ত প্রেমবিহ্বল হইয়া "অশ্রু, কম্প, পুলক, স্বেদ, গদ্‌গদবচন। ক্ষণে উঠে, ক্ষণে পড়ে, ক্ষণেক রোদন॥" ইত্যাদি সাত্ত্বিক বিকারাচ্ছন্ন হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে নির্ব্বেদ, হর্ষাদি ব্যভিচারী বা সঞ্চারী ভাবোদয়ে কখনও মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে অচেতন হইয়া পড়িতে লাগিলেন, কখনও বা হুঙ্কার গর্জ্জন করতঃ উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে লাগিলেন। নিত্যানন্দ প্রভু খুব সাবধানে মহাপ্রভুর সঙ্গে সঙ্গে, আছাড় খাইয়া ভূতলে পড়িবার সময় বুক পাতিয়া প্রভুকে ধরিতে লাগিলেন। শ্রীঅদ্বৈত, শ্রীহরিদাসও মহাপ্রভুর সহিত উদ্দণ্ড নৃত্যকীর্ত্তনরত। তিনদিন উপবাসের পর ভোজনান্তে অতি অল্পক্ষণ বিশ্রামের পরই এইরূপ ৩।৪ ঘণ্টাকাল উদ্দণ্ড নৃত্যে মহাপ্রভুর পরিশ্রম হইতেছে জানিয়া নিত্যানন্দপ্রভু মহাপ্রভুকে ধরিয়া রাখিলেন। প্রেমাবিষ্ট মহাপ্রভুর অবশ্য প্রেমাবেশে শ্রমজ্ঞান নাই। নিত্যানন্দ ইঙ্গিতে আচার্য্য গোসাঞিও কীর্ত্তন রাখিলেন। পরে মহাপ্রভুর তৎকালোচিত বিভিন্ন সেবা সম্পাদনপূর্ব্বক তাঁহাকে শয়ন করাইলেন। এইমত মহাপ্রভু শ্রীঅদ্বৈতভবনে ১০ দিন অবস্থানপূর্ব্বক ভোজনকীর্ত্তনলীলা করিলেন। শ্রীআচার্য্য একরূপে অকাতরে পরমানন্দে সমভাবে সপরিকর মহাপ্রভুর সেবা করিয়াছেন। মহাপ্রভুর শ্রীঅদ্বৈত-ভবনে অবস্থিতির দ্বিতীয় দিবস প্রাতে শ্রীআচার্য্যরত্ন শ্রীশচী মাতাকে দোলায় চড়াইয়া ভক্তবৃন্দসহ শ্রীধাম মায়াপুর হইতে শান্তিপুর অদ্বৈতভবনে আসিয়া পৌঁছিলেন। নদীয়া নগরের আবালবৃদ্ধবনিতা মহাপ্রভুকে দর্শন করিবার জন্য ছুটিয়াছেন। শ্রীঅদ্বৈতভবন আজ লোকে লোকারণ্য।

মহাপ্রভু প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে নামসংকীর্ত্তন করিতেছেন, এমন সময়ে শ্রীশচীমাতার শ্রীঅদ্বৈতভবনে শুভাগমন হইলে মহাপ্রভু মাতৃদেবীর সম্মুখে গিয়া দণ্ডবৎ হইয়া পড়িলেন। মা দেখিতেছেন তাঁহার সেই শিশু নিমাই। নিমাইকে কোলে উঠাইয়া মা কাঁদিতে লাগিলেন। মাতাপুত্র উভয়েই উভয়ের দর্শনে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। নিমাইএর মুণ্ডিত মস্তকে সেই সুন্দর চাঁচর কেশ না দেখিয়া মায়ের আর দুঃখের সীমা নাই। মা নিমাইকে বুকের মধ্যে ধরিয়া শ্রীঅঙ্গে হাত বুলাইতে বুলাইতে বারম্বার মুখের দিকে তাকাইতে লাগিলেন কিন্তু মায়ের দুইচক্ষু অশ্রুভারাক্রান্ত, যেন অশ্রুর প্লাবন আসিয়া গেল, অবিরাম অশ্রুধারা, নিমাইএর মুখখানি ভাল করিয়া দেখিতে পাইতেছেন না, গদ্‌গদ কণ্ঠ, কাঁদিয়া কাঁদিয়া ভগ্নস্বরে কহিতে লাগিলেন—'বাছারে নিমাঞি, তোমার অগ্রজ বিশ্বরূপের মত আমার সহিত নিষ্ঠুরতা করিও না, সন্ন্যাসগ্রহণের পর সে আর আমাকে দর্শন দিল না, তুমিও সেরূপ করিলে আমার মরণ নিশ্চিত জানিবে।' মাতৃভক্তশিরোমণি মহাপ্রভুও বাৎসল্যরসাবেশে কাঁদিয়া কাঁদিয়া কহিতে লাগিলেন—

(কাঁদিয়া বলেন প্রভু)—'শুন মোর আই।
তোমার শরীর এই, মোর কিছু নাই॥
তোমার পালিত দেহ, জন্ম তোমা হৈতে।
কোটিজন্মে তোমার ঋণ না পারি শোধিতে॥
জানি' বা না জানি' যদি করিলুঁ সন্ন্যাস।
তথাপি তোমারে কভু নহিব উদাস॥
তুমি যাঁহা কহ, আমি তাঁহাই রহিব।
তুমি যেই আজ্ঞা কর, সেই ত' করিব॥'

ইহা বলিতে বলিতে মহাপ্রভু মাতৃদেবীকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিতে লাগিলেন। মাও তুষ্ট হইয়া তাঁহার নিমাইকে বারম্বার কোলে করিতে লাগিলেন। অতঃপর শ্রীআচার্য্য শচীমাতাকে গৃহাভ্যন্তরে লইয়া গেলেন। এদিকে মহাপ্রভু একে একে শ্রীবাস, রামাই, বিদ্যানিধি, গদাধর, গঙ্গাদাস, বক্রেশ্বর, শুক্লাম্বর, বুদ্ধিমন্ত খান, নন্দনাচার্য্য, শ্রীধর, বিজয়, বাসুদেব, দামোদর, মুকুন্দ, সঞ্জয় প্রভৃতি তদ্‌গতপ্রাণ নবদ্বীপবাসী সকলভক্তগণের সহিতই মিলিত হইলেন। সকলের প্রতিই

কৃপাদৃষ্টি করতঃ সকলকেই দৃঢ় প্রেমালিঙ্গন দানে কৃতার্থ করিলেন। মহাপ্রভুর সুন্দর কেশ না দেখিয়া ভক্তগণের হৃদয় দুঃখে বিদীর্ণ হইতে থাকিলেও তাঁহার সন্ন্যাসলীলায় অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য দর্শনে সকলেই মহাসুখ পাইলেন। সকলেই 'হরি 'হরি' বলিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। আচার্য্যমন্দির ত' সাক্ষাৎ বৈকুণ্ঠপুরীই, নিরন্তর শ্রীহরিসেবারত ভক্তগণ-সমাগমে তাঁহাদের অবিরাম কৃষ্ণকোলাহলে তাহা আরও মধুময় হইয়া উঠিল। অদ্বৈতভবনে মহাপ্রভুকে দর্শনের জন্য শ্রীনবদ্বীপ ও অন্যান্য গ্রাম হইতে বহু ভক্ত আসিতেছেন, সকলকেই আচার্য্য বাসাঘর ও অন্ন-পানাদি ভক্ষ্য দান করিয়া সন্তুষ্ট করিতেছেন। শুধু একদিনের জন্য নহে, মহাপ্রভুর আচার্য্যগৃহে অবস্থানকাল পর্য্যন্ত প্রত্যহ মহামহোৎসবের আয়োজন হইতেছে। আচার্য্য গোঁসাইর ভাণ্ডার অক্ষয় অব্যয়, যতদ্রব্যই ব্যয় করিতেছেন, ততই আবার কোথা হইতে কিভাবে আসিয়া পড়িয়া ভাণ্ডারটীকে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিতেছে! শচীমাতা সেইদিন হইতেই রন্ধনের ভার লইলেন। ভক্তবৃন্দসহ মহাপ্রভু সেই মাতৃপাচিত অন্ন ভোজন করিতে লাগিলেন। শ্রীবাসাদি বিপ্রভক্তগণের মহাপ্রভুকে ভিক্ষা দিতে ইচ্ছা থাকিলেও শচীমাতা সকল ভক্তকে মিনতি করিয়া কহিলেন- আমি আর নিমাঞির দর্শন কবে বা কোথায় পাইব ? তোমাদের সহিত ত' সময়ান্তরে বিভিন্ন স্থানে দেখা হইতে পারিবে। অভাগিনী আমার সহিত হয়ত এইমাত্র দরশন। এজন্য 'যাবৎ আচার্য্যগৃহে নিমাঞির অবস্থান। মুঞি ভিক্ষা দিব, সবাকারে মাগো দান॥' মায়ের কাতর প্রার্থনায় ভক্তগণ মাকে নমস্কার করিয়া সকলেই আনন্দের সহিত মাতার ইচ্ছায় সম্মতি দান করিলেন। মাতৃবাঞ্ছা পূরণার্থ মাতৃভক্তশিরোমণি মহাপ্রভু ভক্তগণকে একত্র করিয়া কহিতে লাগিলেন—"তোমাদের আদেশ না লইয়াই আমি বৃন্দাবন গমনোদ্যত হইয়াছিলাম, কিন্তু যাত্রা সফল হইল না, বিঘ্ন আসিয়া পড়িল। এক্ষণে কথা এই যে যদিও আমি সহসা সন্ন্যাসাশ্রম স্বীকার করিয়া বসিয়াছি, তথাপি তোমরা ইহা সত্য বলিয়া জানিও যে, তোমাদের সম্বন্ধে আমি কখনই উদাসীন হইতে পারিব না। আমি যাবজ্জীবন তোমাদিগকে এবং আমার গর্ভধারিণী মাতাকে ছাড়িতে পারিব না। কিন্তু বিচার করিয়া দেখ, সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণের পর সন্ন্যাসীর গৃহস্থের মত নিজজন্মস্থানে আত্মীয় স্বজন কুটুম্বাদি লইয়া বাস করা ত' কখনই সন্ন্যাসোচিত ধর্ম্ম হইতে পারে না। সুতরাং ধর্ম্মবিগর্হিত আচরণ জন্য আমাকে লোকের নিকট নিন্দনীয় না হইতে হয়, অথচ মাতৃবাঞ্ছা ও ভক্তবাঞ্ছাপূর্ত্তিরূপ দুই ধর্ম্ম বজায় থাকে, তোমরা সকলে মিলিয়া আমাকে এইযুক্তি বলিয়া দাও, আমি তাহাই করিব।' মহাপ্রভুর এই মধুরবাক্য শ্রবণে প্রীত হইয়া আচার্য্যাদি সকলেই শচীমাতার নিকট গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে সকল কথা নিবেদন করিলেন। তচ্ছ্রবণে শচীমাতা কহিতে লাগিলেন—ইহা সত্য বটে, পুত্র যদি আমার নিকট থাকে তাহা হইলে আমার খুবই সুখ হয়. কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহাও সত্য বটে যে, আশ্রমধর্ম্মাচারের অপলাপ জন্য লোকনিন্দা হইয়া পড়িলে তাহাও ত' আমার পক্ষে অতীব দুঃসহ হইয়া উঠিবে। আমিত' আমার নিমাঞির নিন্দা কোন ক্রমেই সহ্য করিতে পারিব না। সুতরাং আমার মতে ইহাই যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয় যে, যদি আমার নিমাই নীলাচলে থাকে, তাহা হইলেই সব দিক্ বজায় থাকে, নীলাচল নবদ্বীপ যেন দুইটি ঘর। প্রতিবৎসর তোমরা তথায় যাও, তোমাদের নিকট আমার নিমাইএর সংবাদ পাইতে পারিব আবার আমার নিমাইও যদি কখনও গঙ্গাস্নান উপলক্ষে নবদ্বীপে আসে তাহা হইলে হয়ত তাহার দেখা পাইব। আমার নিজ সুখদুঃখকে আমি গণনা করি না, তাহার যাহাতে সুখ, তাহাকেই নিজসুখ বলিয়া মনে করি—

"তেঁহো যদি ইঁহা রহে, তবে মোর সুখ।
তার নিন্দা হয় যদি, তবে মোর দুঃখ॥
তাতে এই যুক্তি ভাল, মোর মনে লয়।
নীলাচলে রহে যদি দুই কার্য্য হয়॥
নীলাচলে নবদ্বীপে যেন দুই ঘর।

লোকগতাগতিবার্ত্তা পাব নিরন্তর ॥
তুমি সব করিতে পার গমনাগমন।
গঙ্গাস্নানে কভু তার হবে আগমন ॥
আপনার দুঃখসুখ তাহা নাহি গণি।
তার যেই সুখ, তাহা নিজ-সুখ মানি ॥"

শচীমাতার বিচার শ্রবণে ভক্তগণ পরমপ্রীত হইয়া তাঁহার স্তব করিতে করিতে কহিতে লাগিলেন —"বেদ আজ্ঞা যৈছে, মাতা, তোমার বচন ॥" —মা, তোমার বাক্য সাক্ষাৎ বেদ-আজ্ঞাতুল্য। ভক্তগণ তৎক্ষণাৎ মহাপ্রভুর নিকট গিয়া মাতৃ অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলে মহাপ্রভু পরম আনন্দ লাভ করিলেন।

মহাপ্রভু যে দশদিন আচার্য্য-গৃহে নিজ ভক্তবৃন্দসহ অবস্থান করিলেন, আচার্য্য সে কয়দিন দিবারাত্র সেবানন্দে বিভোর। সাক্ষাৎ মহাবিষ্ণুর অবতার শ্রীআচার্য্য। তাঁহার ইচ্ছামাত্রেই মহাপ্রভুর দর্শনার্থী অগণিত ভক্তের আহার বাসস্থান পরিচর্য্যা তত্ত্বাবধানাদির জন্য অর্থদ্রব্য লোকজনাদির ব্যবস্থা কিভাবে কোথা হইতে অনায়াসে হইয়া যাইতেছে, তাহা এক অভাবনীয় ব্যাপার। শ্রীমন্মহাপ্রভুও সাক্ষাৎ স্বয়ং ভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন, শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুও সেই সর্ব্বশক্তিমান্ মূল সঙ্কর্ষণ-সর্ব্বজীবপ্রভু কৃষ্ণাগ্রজ বলদেব। শচীমাতাও সেই সাক্ষাৎ মা যশোদা। ব্রজলীলার সমস্ত পরিকরসহ আজ ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণই গৌরলীলা-রত। শচীমাতার হৃদয়ে শ্রীগৌরকৃষ্ণই তাঁহার নীলাচলগমন-বুদ্ধিযোগ-প্রদাতা। তিনি তাঁহার শ্রীগৌরলীলার যাবতীয় বৈশিষ্ট্য নীলাচলে নীলাম্বুধিতটে প্রকাশ করিবেন, নীলাচলনাথ যে তাঁহারই অভিন্নবিগ্রহ, তাঁহার মহিমা প্রচার করিবেন, তাঁহার রথযাত্রায় যে রাধারাণীর নীলাচলরূপ কুরুক্ষেত্র হইতে কৃষ্ণকে লইয়া সুন্দরাচলরূপ ব্রজেগমনসদৃশ গূঢ়রহস্য অন্তর্নিহিত—'কৃষ্ণ লঞা ব্রজে যাই'—এ ভাব অন্তরে' (চৈঃ চঃ ম ১।৫৬) তাহা জানাইবেন, 'বিধিভক্ত্যে ব্রজভাব পাইতে নাহি শক্তি' (চৈঃ চঃ আ ৩।১৫), অথচ রাগভক্তি বড় সহজ-লভ্য ব্যাপার নহে, এজন্য পুরীধামে গম্ভীরায় শ্রীস্বরূপরামরায়ের কণ্ঠ ধারণ করিয়া 'নামসঙ্কীর্ত্তন কলৌ পরম উপায়' এই বাক্য দ্বারা নামসঙ্কীর্ত্তনকেই রাগমার্গে প্রবেশাধিকার লাভের—ব্রজভাব পাইবার পরম উপায় বলিয়া নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক 'ছন্নঃকলৌ পুরুষোত্তমাৎ' বাক্যের সার্থকতা সম্পাদন করিবেন, সাধ্য-সাধনতত্ত্বের পরম গূঢ় রহস্য রায়রামানন্দসংবাদে ব্যক্ত করিবেন ইত্যাদি বহু কার্য্য সম্পাদনার্থ শ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্ন্যাস-গ্রহণপূর্ব্বক নীলাচলবিজয়লীলা। তাৎকালিকীপ্রথানুযায়ী তিনি একদণ্ড-গ্রহণলীলাভিনয় করিলেও শ্রীমদ্ভাগবতীয় ত্রিদণ্ডিভিক্ষুগীতি কীর্ত্তন করিতে করিতে সেই বেষ কৈল' ইত্যাদি বাক্যদ্বারা মহাপ্রভু তাঁহার একদণ্ড-মধ্যে বৈষ্ণবসন্ন্যাসলিঙ্গ ত্রিদণ্ডই যে অনুস্যূত, তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন, আবার শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু মহাপ্রভুর সেই একদণ্ডকে তিন খণ্ড করিয়া তাহা আরও সুস্পষ্ট করিয়া দিয়াছেন।

শ্রীঅদ্বৈতভবনে দশাহ অবস্থান কালে ভক্তবৃন্দ প্রত্যহ রাত্রে মহাপ্রভুর দিব্য ভাবাবেশে অপূর্ব্ব নর্ত্তনকীর্ত্তন দর্শনের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন। দিব্যভাবাবিষ্ট মহাপ্রভুকে ক্ষণে ক্ষণে আছাড় খাইয়া ভূমিতে পড়িতে দেখিয়া আত্যন্তিক বাৎসল্য বশতঃ ভয়বিহ্বলা শচীমাতা কাঁদিতে কাঁদিতে শ্রীভগবান্ বিষ্ণুসকাশে প্রার্থনা জানাইতেছেন—

"চূর্ণ হৈল, হেন বাসোঁ নিমাঞি কলেবর।
হাহা করি' বিষ্ণুপাশে মাগে এই বর ॥
বাল্যকাল হৈতে তোমার যে কৈলুঁ সেবন।
তার প্রতিফল মোরে দেহ নারায়ণ ॥
যেকালে নিমাঞি পড়ে ধরণী উপরে।
ব্যথা যেন নাহি লাগে নিমাঞি শরীরে ॥"

মাতৃদেবীর শ্রীমুখ হইতে নিজহৃদ্গত অভিপ্রায়ানুসারে স্বীয় অবস্থিতিস্থান-নির্দ্দেশ পাইয়া মহাপ্রভু নীলাচল গমনোদ্যত হইয়া নবদ্বীপবাসী ভক্তবৃন্দকে সসম্মানে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন -'তোমরা সকলেই আমার পরম বান্ধব, আজ কয়েকদিন তোমাদের সঙ্গলাভে আমি পরম আনন্দ লাভ করিয়াছি। এক্ষণে আমি তোমাদের সকলের নিকটেই এই ভিক্ষা প্রার্থনা করিতেছি যে, তোমরা এখন সকলেই ঘরে গিয়া

কৃষ্ণসংকীর্ত্তন কর। কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণকথা ও কৃষ্ণ-আরাধনা লইয়া কালাতিপাত কর। তোমরা সকলেই আমাকে আজ্ঞা দাও, আমি এখন নীলাচল যাত্রা করি। মধ্যে মধ্যে আমি এদিকে আসিয়া তোমাদিগের সহিত মিলিত হইব।' ইহা বলিয়া সকলকেই যথাযোগ্য মান দান করতঃ বিদায় দিয়া মহাপ্রভু নীলাচলযাত্রায় মন স্থির করিলে নামাচার্য্য ঠাকুর হরিদাস কাঁদিতে কাঁদিতে অত্যন্ত দৈন্যসহকারে কাতরভাবে কহিতে লাগিলেন—"প্রভো তুমি নীলাচলে যাইবে, কিন্তু নিতান্ত অধম আমি, আমি ত' আর তথায় যাইতে পারিব না? তোমার দর্শনও ত' আর পাইব না, তাহা হইলে এই পাপিষ্ঠ জীবন কি করিয়া ধারণ করিব? আমার গতি কি হইবে?" ভক্তবৎসল মহাপ্রভু ভক্তের হৃদয়-বিদারক দৈন্যে অত্যন্ত বিহ্বল হইয়া কহিতে লাগিলেন — 'হরিদাস, তুমি দৈন্য সম্বরণ কর, তোমার দৈন্যে আমার চিত্ত অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছে। আমি তোমার জন্য শ্রীজগন্নাথপাদপদ্মে নিবেদন জানাইব, তোমাকে আমি শ্রীপুরুষোত্তমে লইয়া যাইব।' অতঃপর শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য অত্যন্ত বিনয়সহকারে মহাপ্রভুকে আর দুইচার দিন তাঁহার গৃহে অবস্থিতির জন্য প্রার্থনা জানাইলেন। মহাপ্রভু আচার্য্যের বাক্য লঙ্ঘন করিতে পারিলেন না। আরও কয়েকদিন রহিয়া গেলেন। শ্রীআচার্য্য, শচীমাতা, ভক্তবৃন্দ — সকলেই বড় আনন্দ লাভ করিলেন। প্রতিদিন আচার্য্যগৃহে মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল, দিনে ভক্তগণসঙ্গে কৃষ্ণকথারঙ্গ, রাত্রে মহাসঙ্কীর্ত্তনানন্দ। শচীমাতা সানন্দে নিমাইএর প্রিয় বিভিন্ন ব্যঞ্জন রন্ধন করিতে লাগিলেন, মহাপ্রভু তাহা ভক্তবৃন্দসহ গ্রহণ করিয়া মাতৃদেবীর মনোবাঞ্ছা পূরণ করিতে লাগিলেন। পুত্রমুখ দর্শন করিতে করিতে পুত্রকে স্বহস্তে ভোজন করাইয়া মায়ের আর আনন্দের সীমা নাই বটে কিন্তু কএকদিন পরেই আবার দারুণ বিরহের কথা স্মরণ করিতেই মায়ের হৃদয় কাঁদিয়া উঠিতেছে। আচার্য্য সগোষ্ঠী কায় মনঃ প্রাণে সপরিকর মহাপ্রভুর সেবানন্দে বিভোর হইয়া আছেন। কএক দিন পরেই কুসুমাপেক্ষা কোমল অথচ বজ্রাপেক্ষা কঠিনচিত্ত মহাপ্রভু ভক্তগণকে কহিলেন,"—তোমরা সকলে নিজ নিজগৃহে গিয়া নামসঙ্কীর্ত্তন কর, পুনরায় আমার সহিত মিলন হইবে, কখনও বা আমি নিজেই গঙ্গাস্নান করিতে আসিয়া তোমাদের সহিত মিলিত হইব।" শ্রীআচার্য্য শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু, পণ্ডিতজগদানন্দ, দামোদর পণ্ডিত ও মুকুন্দ দত্ত—এই চারিজনকে মহাপ্রভুর সঙ্গে যাইবার জন্য ব্যবস্থা করিলেন। মহাপ্রভু শচীমাতার চরণ বন্দনা করিয়া ও তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করতঃ তাঁহার নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন। আচার্য্যের গৃহে ক্রন্দনের রোল উঠিল, সকলেই মহাপ্রভুর বিরহবেদনায় অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িলেন। নিরপেক্ষ মহাপ্রভু দ্রুতগতি পুরীপথে অগ্রসর হইলেন। বিরহবিহ্বল আচার্য্য কাঁদিতে কাঁদিতে মহাপ্রভুর পশ্চাদনুসরণ করিতে লাগিলেন। কিয়দ্দূর আসিবার পর মহাপ্রভু করজোড়ে আচার্য্যকে মিষ্টবাক্যে প্রবোধ দিয়া কহিতে লাগিলেন,—'আচার্য্য, তুমি বিহ্বল হইয়া পড়িলে কাহারও প্রাণ থাকিবে না, তুমি প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া মাকে প্রবোধ দাও, ভক্তগণকে সমাধান কর, তুমি অধৈর্য্য হইয়া পড়িলে তাহাদিগকে আর কে রক্ষা করিবে?' এই বলিয়া মহাপ্রভু আচার্য্যকে আলিঙ্গন করতঃ নিরস্ত করাইয়া স্বচ্ছন্দে গঙ্গাতীরে তীরে ছত্রভোগপথে নীলাচলাভিমুখে অগ্রসর হইলেন! শ্রীচৈতন্যভাগবত আদি ১২শ অধ্যায়ে লিখিত আছে—

'শিশুকালে নিমাইকে দেখিয়া এক সর্ব্বজ্ঞ জ্যোতিষী গণিয়া-পড়িয়া বলিয়াছিলেন—তুমিই দ্বারকাধীশ, তুমিই সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন — শ্রীরাধিকার প্রাণবন্ধু, তুমিই মৎস্য কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, তুমিই হলমুষলধর বলরাম—তুমিই সাক্ষাৎ শ্রীজগন্নাথ, তোমার দক্ষিণে শ্রীসুভদ্রা ও তদ্দক্ষিণে শ্রীবলরাম বিরাজমান।'

মহাপ্রভু কমলপুরে আসিয়া দূর হইতে শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরের ধ্বজা বা চূড়া ও চক্র দর্শনমাত্রে প্রেমানন্দে বিভোর হইয়া কহিতে লাগিলেন—

"প্রাসাদাগ্রে নিবসতি পুরঃ স্মেরবক্ত্রারবিন্দো।
মামালোক্য স্মিতসুবদনো বালগোপালমূর্ত্তিঃ॥"

[অর্থাৎ "ঐ দেখ, প্রাসাদের উপরিভাগে বিকশিত

কমলবদন বালগোপালরূপী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আমাকে দেখিয়া মন্দমধুর হাস্যদ্বারা শ্রীমুখের শোভা বিস্তার করিতে করিতে অবস্থান করিতেছেন।"]

"(প্রভু বলে —) দেখ প্রাসাদের অগ্রমূলে।
হাসেন আমারে দেখি শ্রীবালগোপালে॥"

—চৈঃ ভাঃ অ ২।৪০৯-১০

কমলপুর গ্রাম হইতে পুরী জগন্নাথমন্দির মাত্র চারিদণ্ডের পথ। কিন্তু প্রেমাবেশে প্রভুর দণ্ডবৎ করিতে করিতে তথায় আসিয়া পৌঁছিতে সুদীর্ঘ ৩ প্রহর বা ২২॥ দণ্ড বা ৯ ঘণ্টা সময় লাগিল। মহাপ্রভু জগন্নাথকে দর্শন করিতেছেন — সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন মদনমোহন। শ্রীকৃষ্ণও শ্রীভুবনেশ্বর শিব সমীপে শ্রীপুরুষোত্তমমাহাত্ম্য এইরূপ বলিতেছেন যে,—

"সর্ব্বকালে সেইস্থানে আমার বসতি।
প্রতিদিন আমার ভোজন হয় তথি॥"

— চৈঃ ভাঃ অ ২।৩৭০

পদ্মপুরাণে ক্রিয়াযোগসারে (১১শ অঃ) লিখিত আছে—

"তত্রান্নপাচিকা লক্ষ্মীঃ স্বয়ং ভোক্তা জনার্দ্দনঃ।"

শ্রীজগন্নাথ ও মহাপ্রভু অভিন্নকলেবর। জগন্নাথ দারুব্রহ্মরূপে অচল, আর মহাপ্রভু গৌরব্রহ্মরূপে সচল। (চৈঃ চঃ ম ১।১৬৩) সেই অচল ব্রহ্মের মহিমাপ্রকাশার্থই আজ পুরীধামে সচলব্রহ্মের শুভাবির্ভাব-লীলা।
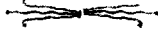
আগরতলাস্থিত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা-মহোৎসব

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা অস্মদীয় পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুদেব নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ আগরতলাস্থিত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে (শ্রীশ্রীজগন্নাথমন্দিরে) শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা উপলক্ষে শ্রীগুণ্ডিচামন্দির মার্জ্জন তিথি হইতে পুনর্যাত্রা পর্য্যন্ত দশদিনব্যাপী বিশেষ ধর্ম্মানুষ্ঠানের প্রবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার প্রবর্ত্তিত বার্ষিক ধর্ম্মানুষ্ঠান তাঁহার কৃপাপ্রার্থনামুখে তদাশ্রিত আগরতলাস্থিত ভক্তবৃন্দ এইবারও যথারীতি ৭ই আষাঢ়, ১৩৮৯ বঙ্গাব্দ, ২২শে জুন ১৯৮২ খৃষ্টাব্দ মঙ্গলবার হইতে ১৬ই আষাঢ়, ১লা জুলাই বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত মহাসমারোহে সুসম্পন্ন করিয়াছেন। উক্ত মহৎ ধর্ম্মানুষ্ঠানে যোগদানের জন্য শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ কলিকাতা হইতে বিমানযোগে আগরতলা বিমানবন্দরে গত ৫ আষাঢ়, ২০ জুন রবিবার অপরাহ্নে শুভপদার্পণ করিলে স্থানীয় মঠবাসী ও বহু গৃহস্থ ভক্ত কর্ত্তৃক সংকীর্ত্তন ও পুষ্পমাল্যাদি সহযোগে বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধিত হন।

৮ই আষাঢ়, ২৩শে জুন বুধবার শ্রীরথযাত্রা দিবসে অপরাহ্ণ ৩-৩০ ঘটিকায় শ্রীমঠ হইতে শ্রীবলদেব, শ্রীসুভদ্রা ও শ্রীজগন্নাথজীউ শ্রীবিগ্রহগণ সুরম্য রথারোহণে বিরাট্ সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা ও বাদ্যভাণ্ডাদি সহযোগে বহির্গত হইয়া সহরের মুখ্য মুখ্য রাস্তা পরিভ্রমণ করতঃ সন্ধ্যা ৬-৩০টায় শ্রীমঠে নবনির্ম্মীয়মাণ শ্রীগুণ্ডিচামন্দিরে আসিয়া প্রবেশ করেন। আনুমানিক পঞ্চাশ হাজারের অধিক নরনারী রথাকর্ষণে, সংকীর্ত্তনে ও দর্শনার্থীরূপে রথযাত্রায় যোগ দেন। ত্রিপুরা রাজ্য সরকার কর্ত্তৃক নিয়োজিত বহু সরকারী পুলিশ স্থানীয় সজ্জনগণের সহায়তায় আন্তরিকতার সহিত অক্লান্তপরিশ্রম করিয়া রথযাত্রাটীকে সাফল্যমণ্ডিত করেন এবং বিশেষ সাবধানতার সহিত পরিচালনা করতঃ কোনপ্রকার দুর্ঘটনা হইতে দেন নাই। ত্রিপুরা রাজ্যসরকারের পুলিশ-ব্যাণ্ডও রথযাত্রায় যোগ দেয়। নবনির্ম্মীয়মাণ সুরম্য শ্রীগুণ্ডিচামন্দিরের মুখ্যভাবে সেবানুকূল্য করিয়া মেলাঘরের শ্রীবিরাজমোহন সাহা পূজনীয় বৈষ্ণবগণের প্রচুর আশীর্ব্বাদ ভাজন হন। রথযাত্রায় শ্রীল আচার্য্যদেব কর্ত্তৃক প্রারম্ভিক সংকীর্ত্তনের পর শ্রীযজ্ঞেশ্বর ব্রহ্মচারী,

শ্রীঅরবিন্দ লোচন ব্রহ্মচারী, শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনঙ্গমোহন বনচারী ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ মুখ্যভাবে কীর্ত্তন করেন।

শ্রীমঠের সংকীর্ত্তন মণ্ডপে শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা উপলক্ষে ৯ আষাঢ়, ২৪ জুন বৃহস্পতিবার হইতে ১৫ আষাঢ়, ৩০ জুন বুধবার পর্য্যন্ত অনুষ্ঠিত সপ্তাহব্যাপী সান্ধ্য ধর্ম্মসভার অধিবেশনে যথাক্রমে সভাপতিপদে বৃত হন শ্রীমদনগোপাল গোস্বামী পাঠকসম্রাট, ত্রিপুরা রাজ্যসরকারের মন্ত্রী শ্রীব্রজগোপাল সংস্কৃত বিভাগের প্রধান অধ্যাপক শ্রীভারত চন্দ্র রায়, আগরতলা এম্-বি-বি কলেজের দর্শন বিভাগের প্রধান অধ্যাপক শ্রীসুখময় ঘোষ ও শ্রীহেমেন্দ্রনাথ কর, এড্ভোকেট। শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ প্রত্যহ অভিভাষণ প্রদান করেন। এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন দিনে বক্তৃতা করেন শ্রীমঠের সহকারী সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ, আগরতলা মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ ও

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রার একটি দৃশ্য

রায়, আগরতলা পি ডব্লিউ ডির চিফ ইঞ্জিনিয়ার শ্রীনীহারকান্তি সিংহ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আগরতলাস্থিত স্নাতকোত্তর বিভাগের ইতিহাসের প্রধান অধ্যাপক ডঃ শ্রীহীরালাল চট্টোপাধ্যায়, স্থানীয় প্রসিদ্ধ পাঠক শ্রীহরেন্দ্র চন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ত্রিপুরা ষ্টেটের রাজকুমার শ্রীসহদেব কিশোর দেববর্ম্মণ ও শ্রীপ্রাণগোপাল গোস্বামী। ধর্ম্মসভার দ্বিতীয় অধিবেশন হইতে সপ্তম অধিবেশন পর্য্যন্ত যথাক্রমে প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন অধ্যাপক শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র অষ্টতীর্থ ভক্তিসিদ্ধান্তরত্ন, ত্রি র, মার্চ্চেন্ট এসোসিয়েসনের সেক্রেটারী শ্রীমোহনলাল সাহা, বিলোনীয়া কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ শ্রীসুরেশ চন্দ্র পাল, আগরতলা মহিলা কলেজের শ্রীমোহিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। ধর্ম্মসভায় বক্তব্যবিষয় নির্দ্ধারিত ছিল যথাক্রমে—'শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর শিক্ষা', 'শ্রীবিগ্রহসেবার প্রয়োজনীয়তা', কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি', 'পরাশান্তি লাভের উপায়', 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার শিক্ষা', 'জীবের সাধ্য ও সাধন,' 'কলিযুগধর্ম্ম শ্রীনামসংকীর্ত্তন'। উপরি উক্ত বিষয়সমূহের উপর ...ল আচার্য্যদেবের তত্ত্বজ্ঞানগর্ভ ভাষণ শ্রবণ করিয়া স্থানীয় শ্রোতৃবৃন্দ বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হন।

সভার আদি ও অন্তে শ্রীযজ্ঞেশ্বর ব্রহ্মচারী, শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী ও শ্রীঅনঙ্গমোহন বনচারী মুখ্যভাবে কীর্ত্তন করিয়া শ্রোতৃবৃন্দের উল্লাস বর্দ্ধন করেন।

১৬ই আষাঢ়, ১লা জুলাই—শ্রীবলদেব, শ্রীসুভদ্রা ও

শ্রীজগন্নাথদেবের পুনর্যাত্রা বিরাট্ সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা সহযোগে অনুষ্ঠিত হয় এবং শ্রীগুণ্ডিচামন্দির হইতে মূল শ্রীজগন্নাথ মন্দিরে শ্রীবিগ্রহগণ প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

এইবার রথযাত্রায় চিরাচরিত প্রথানুযায়ী ফলাদি শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীপাদপদ্মে পৌঁছাইবার জন্য নিক্ষিপ্ত হইলেও পূর্ব্বাপেক্ষা সজোরে নিক্ষেপণকার্য্য অনেকটা হ্রাস পাওয়ায় সাধুগণ উল্লসিত হইয়াছেন। অবশ্য ভক্তগণ যখন ভক্তিভাবে ফল শ্রীজগন্নাথদেবের পাদপদ্মে পৌঁছাইবার জন্য যত্ন করেন, সেই সুযোগে ২।৪টী দুষ্ট মতলবযুক্ত ব্যক্তি প্রস্তর নিক্ষেপ করিয়া মঠের দুজন সেবককে আঘাত করে। শ্রীজগন্নাথদেবের কৃপায় তাহাদের আঘাত গুরুতর হয় নাই। যাহারা ঐ জাতীয় জঘন্য কার্য্য করে, তাহারা নিশ্চয়ই বিধর্ম্মী, সনাতন-ধর্ম্মের ভক্তিময় কার্য্যকে কলুষিত করিবার অসৎ অভিপ্রায়ে করিয়া থাকে। ভক্ত সজ্জনগণ যদি তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখেন, তবে এই জাতীয় অপরাধময় কার্য্যও বন্ধ হইতে পারে। প্রত্যেক ক্রিয়ারই সমজাতীয় প্রতিক্রিয়া হয়। হিংসা করিলেই হিংসিত হইতে হইবে। এজন্য বেদের উপদেশ 'মা হিংস্যাং সর্ব্বাণি ভূতানি'। ইহা হিংসাকারী ব্যক্তিগণের স্মরণ রাখা উচিত।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ, শ্রীননীগোপাল বনচারী, শ্রীশচীনন্দন ব্রহ্মচারী, শ্রীবৃন্দাবন দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীমধুসূদন ব্রহ্মচারী, শ্রীপ্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী, শ্রীগৌরাঙ্গদাস, শ্রীরাজেন দাস, শ্রীমহন্ত প্রভৃতি মঠবাসী ও গৃহস্থ ভক্ত এবং সজ্জনগণের অক্লান্ত পরিশ্রম ও সেবাপ্রচেষ্টায় উৎসবটী সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

হায়দরাবাদস্থিত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে বার্ষিক উৎসব

অন্ধ্রপ্রদেশের রাজধানী হায়দরাবাদস্থিত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে বার্ষিক উৎসবে যোগদানের জন্য শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সদলবলে শিমলা হইতে দিল্লী হইয়া অন্ধ্রপ্রদেশ এক্সপ্রেসে গত ৭ জ্যৈষ্ঠ, ২২ মে সেকেন্দ্রাবাদ ষ্টেশনে শুভ পদার্পণ করিলে স্থানীয় ভক্তগণ কর্ত্তৃক সম্বর্দ্ধিত হন। শ্রীল আচার্য্যদেব সমভিব্যাহারে আসেন পূজ্যপাদ শ্রীমৎ কৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীমঠের সহকারী সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীরাধাকান্ত ব্রহ্মচারী, শ্রীভূধারী ব্রহ্মচারী ও আনন্দপুরের শ্রীঅমরেন্দ্র মিশ্র। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠের অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব পুরী মহারাজ রাজমহেন্দ্রী হইতে হায়দরাবাদ মঠের বার্ষিক উৎসবে যোগদানের জন্য আসেন।

২৩ মে রবিবার প্রাতঃ ৮ ঘটিকায় শ্রীমঠ হইতে অধিষ্ঠাতৃ শ্রীবিগ্রহগণ সুরম্য রথারোহণে সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা-সহযোগে সহরের মুখ্য মুখ্য রাস্তা পরিভ্রমণ করতঃ শ্রীমঠে বেলা ১১টায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

২৩ শে ও ২৫ মে শ্রীমঠের সংকীর্ত্তন ভবনের সান্ধ্য ধর্ম্মসভার বিশেষ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন ওস্মানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের অধ্যক্ষ শ্রীবি-আর শাস্ত্রী ও ওস্মানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দী বিভাগের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ডঃ শ্রীরামনিরঞ্জন পাণ্ডে।

২৫ মে পূর্ব্বাহ্ণ ১০ ঘটিকায় অনুষ্ঠিত ধর্ম্মসভায় মাননীয় বিচারপতি শ্রীবি মাধব রাও সভাপতিপদে বৃত হইয়া "শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা" সম্বন্ধে অভিভাষণ প্রদান করেন। তিনি তাঁহার ভাষণে হায়দরাবাদস্থিত মঠের দ্রুত ক্রমোন্নতি দর্শনে উল্লাস প্রকাশ করতঃ মঠের সেবকগণকে ভূয়সী প্রশংসা করেন। উক্ত দিবস পূর্ব্বাহ্ণে শ্রীবিগ্রহগণের বিশেষ পূজা মহাভিষেক ও মধ্যাহ্নে ভোগরাগের পর সমাগত সহস্রাধিক নরনারীকে বিচিত্র মহাপ্রসাদের দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়।

ধর্ম্মসভায় বক্তৃতা করেন শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব পুরী মহারাজ, শ্রীমঠের

সহসম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ ও ডঃ শ্রীবেদপ্রকাশ শাস্ত্রী এম্‌ এ, পি এইচ্‌ ডি, ডি-লিট্‌, ডি-এস্‌ সি।

হায়দরাবাদ মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবৈভব অরণ্য মহারাজ, শ্রীবিশ্বেশ্বর ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্ত দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীশ্যামানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনিত্যকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী, শ্রীঅচিন্ত্যকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী, শ্রীপ্রবীর, শ্রীচন্দ্রাইয়া, শ্রীবলভদ্র দাসাধিকারী, শ্রীজগৎদাসজী প্রভৃতি মঠবাসী ও গৃহস্থ ভক্তগণের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় উৎসবটী সাফল্যমণ্ডিত হয়।

বেহালা শ্রীচৈতন্য আশ্রমে ঝুলনযাত্রা মহোৎসব

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুকম্পিত পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিকুমুদ সন্ত মহারাজের প্রতিষ্ঠিত বেহালা শ্রীচৈতন্য আশ্রমে শ্রীশ্রীরাধামদনমোহন জীউর বড় বিগ্রহের পঞ্চদিবসব্যাপী ঝুলনযাত্রা মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এতদুপলক্ষে বিভিন্ন দিনে পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিকাশ হৃষীকেশ মহারাজ, পণ্ডিত শ্রীহরিদাস ভক্তিশাস্ত্রী, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমৎ সাধু মহারাজ (শ্রীল তীর্থ মহারাজের আশ্রিত), ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিচার ভারতী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিগ্রহ আশ্রম মহারাজ ও শ্রীচৈতন্য আশ্রমের অধ্যক্ষ আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সন্ত মহারাজ ভাষণ দেন। বিষয়বস্তু যথাক্রমে 'ভগবান্‌ ও মায়া', 'সুখ ও দুঃখ', 'ভোগ ও ত্যাগ', 'ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম', 'শ্রীবলদেব ও গুরুতত্ত্ব'। অধ্যাপক শ্রীযুত আশুতোষ ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুত ভবানী মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুত বিনোদকিশোর গোস্বামী, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকঙ্কণ তপস্বী মহারাজ ও পণ্ডিত শ্রীহরিদাস ভক্তিশাস্ত্রী যথাক্রমে সভাপতির কার্য্য করিয়াছেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিহৃদয় বন মহারাজের ব্রজধামে নিত্যলীলাপ্রবেশ

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমারাধ্যতম জগদ্গুরু ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি বিষ্ণুপাদের শ্রীচরণাশ্রয়ে পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও ত্রিদণ্ডসন্ন্যাসবেষপ্রাপ্ত, শ্রীধাম মায়াপুরস্থ বর্ত্তমান রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্যমঠের সভাপতি আচার্য্য, শ্রীধাম বৃন্দাবনে প্রাচ্যদর্শন বিদ্যালয়ের (Institute of Oriental Philosophy) প্রতিষ্ঠাতা, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে ইংরাজী, হিন্দী ও বাংলা ভাষায় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত প্রেমধর্ম্মের জগদ্বিশ্রুত সুবক্তা বাগ্মিপ্রবর পূজ্যপাদ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ গত ১ শ্রীধর (৪৯৬ গৌরাব্দ), ২২ আষাঢ় (১৩৮৯ বঙ্গাব্দ), ৭ জুলাই (১৯৮২ খৃষ্টাব্দ) বুধবার কৃষ্ণদ্বিতীয়া তিথিতে (প্রতিপৎ দিবা ২।৩ মিঃ) উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রে সাক্ষাৎ শ্রীবৃন্দাবনধামে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রিয়তম পার্ষদপ্রবর শ্রীশ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদের সমাধিপীঠ ও তদারাধ্য শ্রীশ্রীমদনমোহনমন্দির সন্নিহিত তদীয় কালিয়দহস্থিত 'ভজনকুটীর' নামক ভজনাশ্রমে রাত্রি ৯টা ৪ মিনিটে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গরাধামদনমোহনজিউর শ্রীপাদপদ্ম স্মরণ করিতে করিতে তচ্ছিষ্যগণের অবিশ্রান্ত কৃষ্ণকীর্ত্তন-কোলাহল মধ্যে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের নিত্যলীলাকুঞ্জে সম্পূর্ণ সজ্ঞানে নিত্যলীলায় প্রবেশ করেন। সেই লীলাকুঞ্জে শ্রীরাধানিত্যজন শ্রীশ্রীনয়নমণি-চরণসান্নিধ্য লাভ করিয়া তাঁহার আর আনন্দের সীমা নাই বটে, কিন্তু হায়, এ ভৌমজগতে আমরা তাঁহার প্রকটসঙ্গ-সৌভাগ্য

হইতে চিরতরে বঞ্চিত হইয়া আজ মহাদুঃখসমুদ্রে নিমজ্জিত। "কৃপা করি কৃষ্ণ মোদের দিয়াছিল সঙ্গ। স্বতন্ত্র কৃষ্ণের ইচ্ছা হৈল সঙ্গভঙ্গ॥" পরমারাধ্য প্রভুপাদের নিজজনগণ শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের অতিদুঃসহ বিরহদুঃখ সহ্য করিতে না পারিয়া একে একে সকলেই তাঁহার কোটিচন্দ্রসুশীতল চরণান্তিকে মহাপ্রয়াণ করিতেছেন। ধরিত্রীদেবী ক্রমশঃ রত্নশূন্যা হইয়া পড়িতেছেন। শ্রীভগবৎপাদপদ্মে শুদ্ধপ্রেম সম্পত্তিশালী ভক্তরত্নই ত' ধরিত্রীদেবীর যথার্থ মহামূল্যরত্নসম্পদ্।

পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদ ইং ১৯১৮ সালে ফাল্গুনী পূর্ণিমায় শ্রীধামমায়াপুরে ত্রিদণ্ডসন্ন্যাসগ্রহণলীলা প্রকট করিয়া পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীমন্মহাপ্রভুর শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণী প্রচারের সঙ্কল্প করিলে ভগবদিচ্ছায় তাঁহার প্রচার-কার্য্যের সহায়ক বিভিন্ন যোগ্যতাসম্পন্ন ভক্ত তাঁহার শ্রীচরণে আসিয়া মিলিত হইতে লাগিলেন। পূজ্যপাদ বন মহারাজ ছিলেন সেই সকল ভগবৎপ্রেরিত সুযোগ্য ভক্তবৃন্দের অন্যতম। তিনি ইং ১৯০১ সালে ২৩শে মার্চ্চ ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগণান্তর্গত 'বহর' নামক গ্রামে এক স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ব্রহ্মর্ষি রজনীকান্ত মুখোপাধ্যায় জ্যোতিষাচার্য্য বিক্রমপুর ব্রাহ্মণসমাজে একজন বিশিষ্ট গণ্যমান্য ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার পরমাভক্তিমতী মাতৃদেবীও 'ব্রহ্মর্ষি-গৃহিনী রূপে সর্ব্বত্র সম্মানিতা হইতেন। তাঁহার পিতৃদত্ত নাম ছিল— শ্রীনরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। তাঁহাদের পূর্ব্বনিবাস ছিল— নদীয়াজেলান্তর্গত শান্তিপুরের নিকটবর্ত্তী ফুলিয়াগ্রামে। শ্রীসুষেণপণ্ডিত, শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিত ও সার্বভৌম শ্রীমাধবানন্দ পণ্ডিত—এই তিন ভ্রাতাই ছিলেন শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রিয়পার্ষদ। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত তাঁহার প্রিয়তম জগদানন্দের প্রেমকোন্দল সর্ব্বজন সুবিদিত। শ্রীনরেন্দ্রনাথ তৃতীয় ভ্রাতা শ্রীমাধবানন্দবংশধর। ঐ বংশোদ্ভূত পূর্ব্বপুরুষ শ্রীপার্ব্বতীচরণ মুখোপাধ্যায় শ্রীশ্রীমন্নিত্যানন্দ পুত্র শ্রীবীরভদ্রের কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। ঐ বংশে বহু সাধুসন্ন্যাসী আবির্ভূত হইয়াছেন। শ্রীভগবদ্গীতার টীকাকার ভক্তবর শ্রীঅর্জ্জুন মিশ্র, বাংলাভাষায় পয়ারছন্দে শ্রীরামায়ণগ্রন্থ-প্রণেতা কবিবর শ্রীকীর্ত্তিবাস ঐ বংশোদ্ভূত।

শিশুকাল হইতেই শ্রীনরেন্দ্রনাথের শ্রীকৃষ্ণলীলায় স্বাভাবিক অনুরাগ দৃষ্ট হইত। পরবর্ত্তী সময়ে মঠজীবনে তাহা ক্রমশঃ আরও পরিস্ফুট ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে থাকে। তিনি বিশ্ববিশ্রুত স্বদেশপ্রেমিক মহাত্মা সি আর দাসের জন্মভূমি তেলিরবাগ গ্রামে (বহরগ্রাম হইতে ১ মাইল দূরে অবস্থিত) ঐ মহাত্মার পিতা ও পিতৃব্য প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে কিছুকাল অধ্যয়ন করতঃ ১৯১৪ সালে রাঁচী ইংলিশ মিশন স্কুলে ভর্ত্তি হন। পরে তথা হইতে পাটনা আসিয়া তত্রত্য বিশ্ববিদ্যালয়ে যথাসময়ে বি-এ পরীক্ষা দিবার পর পিতৃদেবের চিকিৎসার জন্য ঢাকা গাণ্ডারিয়া পল্লীতে একটি বাসা ভাড়া করিয়া অবস্থান করিতে থাকেন। পিতার দশম ও সর্ব্ব কনিষ্ঠ পুত্র তিনি অত্যন্ত স্নেহের দুলাল। স্কুলকলেজেও শিক্ষক ছাত্র সকলেরই প্রিয়। খুব মেধাবী ছাত্র ছিলেন তিনি। আরও ইংলিশ মিডিয়ামে পাঠাভ্যাস করায় ইংরাজী ভাষায় তাঁহার প্রচুর অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছিল। বিদ্যালয়ে নাটকাভিনয়েও তাঁহার সবিশেষ পারদর্শিতা দৃষ্ট হইত। কিন্তু অধুনা তিনি সর্ব্বদাই উদ্ভ্রান্ত চিত্ত! আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবের স্নেহমায়ামমতার দুর্জ্জয় আকর্ষণ আজ তাঁহার আর বিন্দুমাত্রও চিন্তার বিষয় হইতেছে না। কোথায় সদ্গুরু পাই, কৃষ্ণ ভজন করিয়া জীবন সার্থক করিতে পারি—এই চিন্তাই এক্ষণে তাঁহার অত্যন্ত বলবতী হইয়া উঠিয়াছে। এই সময়ে দৈবানুগ্রহে ঢাকা শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয় মঠের সন্ধান পাইয়া তত্রত্য সেবকগণের নিকট পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অতিমর্ত্ত্য মহিমা শ্রবণে তাঁহার শ্রীচরণ দর্শনাকাঙ্ক্ষায় তিনি অবিলম্বে কলিকাতা ছুটিয়া আসেন। তথায় শ্রীগৌড়ীয় মঠে শ্রীল প্রভুপাদের দর্শন ও অফুরন্ত স্নেহ পাইয়া এবং তাঁহার শ্রীমুখে অপূর্ব্ব বীর্য্যবতী হরিকথা শ্রবণ করিয়া নূতন জীবন যাপনে প্রস্তুত হন। কিছুদিন হরিকথা শ্রবণের পর তাঁহাকে তাঁহার নিজ ভাষায় একটি প্রবন্ধ লিখিতে বলা হয়। তাঁহার লিখিত সেই প্রবন্ধ সাপ্তাহিক গৌড়ীয় ২য় বর্ষ ৪৮ তম

সংখ্যায় (১০ই শ্রাবণ, ১৩৩১ ; ২৬শে জুলাই ১৯২৪) "আত্মীয় কে ?" শীর্ষক প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ প্রবন্ধ তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী 'নরেন্দ্রনাথ' নামেই প্রকাশিত হয়। ইহার কিছুদিন পরে তিনি শ্রীল প্রভুপাদের নিকট পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা লাভ করিয়া শ্রীনন্দসূনু ব্রহ্মচারী নামে পরিচিত হন এবং আরও কিছুকাল পরে অর্থাৎ ১৯শে ভাদ্র (১৩৩২) ৪ঠা সেপ্টেম্বর (১৯২৫) শ্রীপাদ নন্দসূনু ব্রহ্মচারী ও শ্রীপাদ গৌরেন্দু ব্রহ্মচারী শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্মে ত্রিদণ্ডসন্ন্যাস গ্রহণপূর্ব্বক যথাক্রমে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ নামে অভিহিত হন।

১৬ই মাঘ (১৩৩১), ২৯শে জানুয়ারী ১৯২৫) বৃহস্পতিবার শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর আবির্ভাবদিবস শ্রীল প্রভুপাদের আনুগত্যে শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা আরম্ভ হয়। এই পরিক্রমায় শ্রীপাদ নন্দসূনু ব্রহ্মচারী শ্রীল প্রভুপাদের অনুব্রজ্যা করতঃ বহুস্থানে বক্তৃতা দিয়া ও শ্রীগুরুবৈষ্ণবের বিভিন্ন সেবাকার্য্য সুষ্ঠুরূপে সম্পাদন করিয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মের প্রচুর স্নেহ ও প্রীতিভাজন হন।

১৯২৬ সালে এপ্রিল মাসে শ্রীপাদ বন মহারাজ চক্রধরপুরে 'সনাতনজৈবধর্ম্ম' সম্বন্ধে এক হৃৎকর্ণরসায়ন ভাষণ দান করেন। এখান হইতেই তাঁহার ইংরাজীভাষায় বক্তৃতার প্রথম সূত্রপাত হয়। বাগ্মিতা ছিল তাঁহার একটি ভগবদ্দত্ত স্বাভাবিকী শক্তি, পরমারাধ্য প্রভুপাদের কৃপাশক্তি প্রভাবে তাহা আরও সুসমৃদ্ধ হয়। বাংলা, ইংরাজী ও হিন্দী এই তিনটি ভাষাতেই তিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা অনর্গল ভাষণ দিতে পারিতেন।

পরমারাধ্য প্রভুপাদের কৃপাশীর্ব্বাদ ও কৃপানির্দ্দেশ শিরে ধারণ করিয়া তিনি আসমুদ্র হিমাচল—ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত অদম্য উৎসাহে নির্ভীক্ চিত্তে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণী পাঠ-বক্তৃতাদি মাধ্যমে বিপুলভাবে প্রচার করিতে থাকিলে প্রভুপাদ তাঁহার কৃতী সন্তানের কৃতিত্বে খুবই গৌরবান্বিত হইয়া তাঁহাকে সাগরপারে পাশ্চাত্ত্যে পাঠাইবার সঙ্কল্প করেন। ভারতে ও ভারতের বাহিরে তৎকৃত কার্য্যকলাপ সবিস্তারে বর্ণন করিতে গেলে এক বিরাট্ গ্রন্থ হইয়া পড়ে। তিনি ভারতের প্রাদেশিক গভর্ণর, ভাইসরয়, উচ্চপদস্থ রাজপুরুষ ও শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত বহু ব্যক্তির নিকট হরিকথা বলিয়া তাঁহাদের চিত্ত আকর্ষণ করেন। তাই বিলাতে রওনা হইবার পূর্ব্বে তিনি তাঁহাদের নিকট হইতে বহু পরিচয় পত্র প্রাপ্ত হইয়া-

ছিলেন। আমাদের মিশনে বিশুদ্ধ পরমার্থ চর্চ্চা ব্যতীত কোন কূটরাজনীতি চর্চ্চা না থাকায় রাজপুরুষেরা নিঃসঙ্কোচে সানন্দচিত্তে তাঁহাকে তাঁহাদের বিশিষ্ট বিশিষ্ট বন্ধুবান্ধবের নিকট পরিচিত করাইয়াছেন। শ্রীগুরুপাদপদ্মে দীক্ষা শিক্ষা লাভের পর হইতে 'বিশ্রম্ভেন গুরোঃ সেবা' বিচার অনুসরণে স্বামিজী সর্ব্বক্ষণই কায়-মনোবাক্যে শ্রীগুরুদেবের মনোঽভীষ্ট সংস্থাপনে যত্নবান্ হইয়াছেন। ক্ষণমাত্রকালও শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের হার্দ্দী সেবাচেষ্টা ব্যতীত তাঁহাকে বিষয়ান্তরে মনোনিবেশ করিতে দেখা যায় নাই।

১৯২৪ হইতে ১৯২৭ সালে তিনি বঙ্গদেশের বিভিন্ন বিশেষ বিশেষ স্থানে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গবাণী প্রচার করেন। কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ য়্যালবার্ট হলে যথাক্রমে ভাইস্ চ্যান্সেলার, স্যর জন অর্কুহার্ট, চীফ্ জাষ্টিস্ স্যর মন্মথ নাথ মুখোপাধ্যায় ও জাষ্টিস্ ডঃ ডি এন্ মিত্র মহোদয়ত্রয়ের সভাপতিত্বে তাঁহার ভাষণত্রয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। স্বামিজী বাংলা, ইউ-পি, পাঞ্জাব প্রভৃতি স্থানের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ও প্রধান প্রধান কলেজে এবং ১৯২৮ হইতে ১৯৩২ সাল পর্য্যন্ত অন্ধ্র, মাদ্রাজ, মহীশূর, কোচিন ও ত্রিবাঙ্কুর ষ্টেটের বিভিন্ন শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত সমাজে ও বিভিন্ন রাজপরিবারে বিভিন্ন ভাষায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী প্রচার করিতে থাকেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অপার করুণায় মাদ্রাজে ও শ্রীরায়রামানন্দ-মিলনস্থল কভূরে এবং ক্রমশঃ কাশী, নৈমিষারণ্য, কুরুক্ষেত্র প্রভৃতি ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে শ্রীশ্রীল প্রভু-পাদের শুভেচ্ছানুসারে শ্রীগৌড়ীয় মঠের শাখামঠ সং-স্থাপিত হইতে থাকে। শ্রীচৈতন্যবাণীর প্রচার-কেন্দ্রস্বরূপ ঐসকল মঠমন্দিরস্থাপনকার্য্যে শ্রীপাদ বনমহারাজের প্রাণময়ী সেবাচেষ্টায় শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ বিশেষ আনন্দ লাভ করেন।

সংশিক্ষা-প্রদর্শনী মাধ্যমে শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণীপ্রচার শ্রীল প্রভুপাদের অন্যতম মনোঽভীষ্ট। এতৎসম্পর্কে শ্রীধাম মায়াপুর, কলিকাতা, ঢাকা, পাটনা, কাশী, প্রয়াগ, কুরুক্ষেত্র প্রভৃতিস্থানে যে সকল প্রদর্শনী প্রদর্শিত হইয়াছিল, তৎসমুদয়ের দৃশ্যাদি সজ্জা-সেবায়—বিশেষতঃ শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীগোবর্দ্ধন ও রাধাকুণ্ডে সখীগণের কুঞ্জসজ্জা এবং কুরুক্ষেত্রে রথযাত্রায় শ্রীমতী রাধারাণীর 'কৃষ্ণ লঞা ব্রজে যাই'—এই ভাবানুরূপ দৃশ্যসজ্জাদি ব্যাপারে তিনি শ্রীল প্রভুপাদের বিশেষ কৃপা-ভাজন হইয়াছিলেন।

অতঃপর ১৩৩৭ হইতে ১৯৩৮ সাল পর্য্যন্ত তাঁহার বিলাত যাত্রা ও পাশ্চাত্ত্য জগতে বহু উচ্চশিক্ষিত সম্ভ্রান্ত সজ্জন সমাজে সগৌরবে শ্রীচৈতন্যবাণীপ্রচার তাঁহার উপর শ্রীগুরুপাদপদ্মের অশেষ বিশেষে কৃপা-শীর্ব্বাদ বর্ষণের জ্বলন্ত নিদর্শনস্বরূপ। তাঁহার সঞ্চারিত কৃপাশক্তিপ্রভাবেই স্বামিজীর ইংলণ্ড, জার্ম্মাণী প্রভৃতি স্থানের সর্ব্বসুধী সমাজে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গবাণীপ্রচার বিশেষ ভাবে সমাদৃত হইয়াছে। তিনি ১৯৩৩ সালের ২০শে জুলাই বাকিংহাম রাজপ্রাসাদে সম্রাট্ পঞ্চমজর্জ্জ ও মহারাণী মেরী কর্ত্তৃক সম্বর্দ্ধিত হইয়া তাঁহাদিগের নিকট শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম্মের বাণী কীর্ত্তন করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হন।

(ক্রমশঃ)

বিরহ-সংবাদ

শ্রীরামকৃষ্ণ চাবরি, আনন্দপুর— নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিতলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের শ্রীচরণাশ্রিত শিষ্য আনন্দপুর-নিবাসী শ্রীরামকৃষ্ণ চাবরি মহোদয় বিগত ৩১ জ্যৈষ্ঠ, ১৫ জুন মঙ্গলবার কৃষ্ণনবমী তিথিবাসরে ৫৮ বৎসর বয়ঃক্রমকালে স্বধামপ্রাপ্ত হইয়াছেন। স্থানীয় ভক্তবৃন্দ সংকীর্ত্তনসহযোগে তাঁহার দাহকৃত্য যথারীতি সম্পন্ন করেন। 'আনন্দপুর' মেদিনীপুর জেলান্তর্গত একটী বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম, তথায় বহু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সম্প্রদায়ভুক্ত ভক্তের অবস্থিতি রহিয়াছে; গ্রামবাসিগণ ভক্তি ও ভক্তেতে স্বাভাবিকভাবে শ্রদ্ধাযুক্ত। শ্রীরামকৃষ্ণ

চাবরি অবিবাহিত ছিলেন। তিনি কিছুদিন কলিকাতা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে অবস্থান করিয়াছিলেন। ত্যক্তাশ্রমের বেষ লইয়া তাঁহার মঠে থাকিবার ও শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারের ইচ্ছা থাকিলেও শারীরিক অসুস্থতানিবন্ধন তাঁহার মঠে থাকা সম্ভব হয় নাই। তিনি প্রথম দিকের পুরাতন শিষ্য ও ভক্তিসিদ্ধান্ত-বিদ্ হওয়ায় তাঁহার সতীর্থগণ ও গ্রামের অধিকাংশ ব্যক্তি তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতেন। শারীরিক অপটুতা-হেতু বাহিরে প্রচার করিতে সামর্থ্য না থাকায় তিনি তাঁহার গ্রামে ও পার্শ্ববর্ত্তী এলাকায় শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারের জন্য বিশেষ উৎসাহ ও উদ্যমের সহিত সচেষ্ট হইতেন। তাঁহারই মুখ্য উদ্যমে আনন্দপুরে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব উপলক্ষে বিশেষ ধর্ম্মসম্মেলনের ও মহোৎসবের প্রবর্ত্তন হইল। পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেব ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ প্রকটকালে ভক্তগণের প্রার্থনায় উক্ত সম্মেলনের পৌরোহিত্য করিতেন। ভক্তিসিদ্ধান্ত প্রচারে তাঁহার পারঙ্গতি ছিল। তিনি সভায় শাস্ত্র ও যুক্তিপ্রমাণসহ সুন্দররূপে ভাষণ দিতে পারিতেন। তাঁহার লিখিত প্রবন্ধও শ্রীচৈতন্যবাণী পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। মঠাশ্রিত হওয়ার পূর্ব্বে তিনি গ্রামের বহুবিধ জনহিতকর কার্য্যে যুক্ত ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ চাবরি মহোদয়ের স্বজনগণ কলিকাতা মঠে তাং ১০ই আষাঢ় ২৫ জুন শুক্রবার বিরহোৎসব সম্পন্ন করেন। তাঁহার অকস্মাৎ স্বধাম প্রাপ্তিতে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত ভক্তবৃন্দ ও গ্রামবাসিগণ সকলেই বিরহসন্তপ্ত।

হায়দরাবাদস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে ঝুলনযাত্রা ও শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী উৎসব

শ্রীরাধাগোবিন্দের **ঝুলনযাত্রা** ১৪ই শ্রাবণ (১৩৮৯) হইতে ১৮ই শ্রাবণ—বৈদ্যুতিক যন্ত্রচালিত শ্রীকৃষ্ণলীলা-প্রদর্শনীর দ্বার উদ্‌ঘাটন করেন—শ্রীমঠের সম্পাদক পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ। সহস্র সহস্র দর্শনার্থীর ভীড় হয়। প্রদর্শনী দর্শনের সময়—প্রত্যহ সন্ধ্যা ৭টা হইতে রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত। এই শ্রীকৃষ্ণলীলাপ্রদর্শনীতে দর্শনীয় দৃশ্যাবলীঃ—

প্রথম ষ্টলে—শ্রীরাধাগোবিন্দের ঝুলনলীলা — দুই পার্শ্বে অষ্টসখী কেহ চামর ঢুলাইতেছেন, কেহ করতাল, কেহ বীণা, কেহ বা মৃদঙ্গ প্রভৃতি বাজাইতেছেন। প্রথম দর্শনমাত্রেই দৃশ্যগুলি যেন জীবন্ত বলিয়া মনে হয়।

দ্বিতীয় ষ্টলে শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা।

তৃতীয় ষ্টলে—শ্রীকৃষ্ণের মাখন চুরি লীলা। শ্রীকৃষ্ণ দুইটী সখার স্কন্ধে আরোহণ করিয়া যশোদামাতা কর্ত্তৃক শিকায় রক্ষিত মাখন চুরি করিতেছেন, নিজে খাইতেছেন ও অন্যান্য সখাদের খাওয়াইতেছেন। এদিকে যশোদা মাতা লাঠি হাতে লইয়া অন্বেষণ করিতেছেন, কৃষ্ণ কোথায়?

চতুর্থ ষ্টলে—গোদোহন লীলা — যশোদা মাতা গাভী দোহন করিতেছেন। বলরাম গোবৎস ধরিয়া আছেন এবং কৃষ্ণ দুগ্ধ পান করিতেছেন।

পঞ্চম ষ্টলে—যমলার্জ্জুন ভঞ্জন লীলা।

শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী—উৎসবটীও মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাববাসরে সমস্ত দিন শ্রীমদ্ভাগবত পারায়ণ হয়। পাঠ করেন পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তি-বিজ্ঞান ভারতী মহারাজ। পরদিবস শ্রীনন্দোৎসবে বিচিত্র মহাপ্রসাদের দ্বারা প্রায় দুই সহস্র নরনারীকে আপ্যায়িত করা হয়।

দর্শনার্থী নরনারী—আবালবৃদ্ধবনিতা- সকলেরই মুখে এই প্রদর্শনীর ভূয়সী প্রশংসা শ্রুত হইয়াছে।

শ্রীমঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবৈভব অরণ্য মহারাজের আপ্রাণ-সেবা-চেষ্টায় উৎসবটি সাফল্যমণ্ডিত হয়।

শ্রীশ্যামানন্দ ব্রহ্মচারী শ্রীবিশ্বেশ্বর বনচারী, শ্রীঅনন্ত ব্রহ্মচারী, শ্রীনৃত্যকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী, শ্রীঅচিন্ত্যকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী, শ্রীপ্রবীর দাস শ্রীকরুণা কর দাস, শ্রীবলভদ্র দাসাধিকারী, শ্রীগতিকৃষ্ণ দাসাধিকারী, শ্রীবিষ্ণুপ্রসাদ ও শ্রীজগদাসজী প্রভৃতি ত্যক্তাশ্রমী ও গৃহস্থ ভক্তগণের সেবাপ্রচেষ্টা এবং কলিকাতা মঠের শ্রীপ্রেমময় ব্রহ্মচারীজীর ষ্টলের সাজসজ্জা ও অন্যান্য বিভিন্নমুখী সেবা-প্রচেষ্টা বিশেষভাবে প্রশংসনীয়।

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ৬'০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৩'০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা '৫০ পঃ। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। পত্রিকার গ্রাহক যে কোন সংখ্যা হইতে হওয়া যায়। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইতে সঙ্ঘ বাধ্য নহেন। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫ পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে

৬ ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০২ ফোন-৪৬-৫৯০০।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১) প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত—ভিক্ষা ১.০০
(২) শরণাগতি—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত— „ .৮০
(৩) কল্যাণকল্পতরু „ „ „ „ ১.১০
(৪) গীতাবলী „ „ „ „ ১.০০
(৫) গীতমালা „ „ „ „ ১.২০
(৬) জৈবধর্ম (রেক্সিন বাঁধান) „ „ „ „ ১৬.০০
(৭) মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ)—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী— ভিক্ষা .৫০
(৮) মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ) ঐ „ ১.০০
(৯) শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)— „ .৮০
(১০) উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)— „ ১.০০
(১১) শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত—শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত — „ ১.৭৫
(১২) SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by THAKUR BHAKTIVINODE — Rs. 1.00
(১৩) শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে উচ্চ প্রশংসিত বাঙ্গালা ভাষার আদি কাব্যগ্রন্থ — শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয় — — ভিক্ষা ৮.০০
(১৪) ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত— — „ ১.০০
(১৫) শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার— ডাঃ এস্, এন্ ঘোষ প্রণীত — „ ২.০০
(১৬) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত] — — „ ১৬.০০
(১৭) প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত) — „ .৫০
(১৮) একাদশীমাহাত্ম্য — — — „ ১.৫০
অতিমর্ত্ত্য বৈরাগ্য ও ভজনের মূর্ত্ত আদর্শ —
(১৯) গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস — শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত — „ ৩.০০
(২০) শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য — — „ ১.৫০
(২১) শ্রীমদ্ভাগবত-মাহাত্ম্য — — — — ২.০০

(২২) সচিত্র ব্রতোৎসবনির্ণয়-পঞ্জী

গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অবশ্য পালনীয় শুদ্ধতিথিযুক্ত ব্রত ও উপবাস-তালিকা সম্বলিত এই সচিত্র ব্রতোৎসবনির্ণয়-পঞ্জী শুদ্ধবৈষ্ণবগণের উপবাস ও ব্রতাদিপালনের জন্য অত্যাবশ্যক।

ভিক্ষা—১.০০ পয়সা। অতিরিক্ত ডাকমাশুল—০.২৫ পয়সা।

দ্রষ্টব্য :—ভিঃ পিঃ যোগে কোন গ্রন্থ পাঠাইতে হইলে ডাকমাশুল পৃথক্ লাগিবে।

প্রাপ্তিস্থান :—কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থবিভাগ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬

মুদ্রণালয় :—
শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-৭০০০২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

দ্বাবিংশ বর্ষ
৮ম সংখ্যা

আশ্বিন
১৩৮৯

শ্রীপুরীধামে শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
আবির্ভাবপীঠোপরি শ্রীমন্দির

সম্পাদক
রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ প্রবর্ত্তিত
একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি :—

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ :—

১। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ

কার্য্যাধ্যক্ষ :—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর :—

মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ :—

মূল মঠ :— ১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ :—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬। ফোন : ৪৬-৫৯০০
৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-৭০০০২৬
৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
৫। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর
৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)
৭। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)
৮। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা
৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-৫০০০০২ (অঃ প্রঃ) ফোন : [illegible]
১০। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ (আঃ) ফোন : ২৭১৭০
১১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর ৭৮৪০০১ (আসাম)
১২। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ (নদীয়া)
১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া-৭৮৩১০১ (আসাম)
১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়—১৬০০২০ (পাঃ) ফোঃ [illegible]
১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড, পোঃ পুরী-৭৫২০০১ (উড়িষ্যা)
১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথমন্দির, পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১ (ত্রিঃ) ফোঃ ১১৯[illegible]
১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন, জিলা—মথুরা
১৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড, পোঃ দেরাদুন ২৪৮০০১ (ইউ, পি)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন :—

১৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার, জেঃ কামরূপ (আসাম)
২০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥"

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, আশ্বিন, ১৩৮৯

২২শ বর্ষ } ১৫ পুরুষোত্তম ৪৯৬ শ্রীগৌরাব্দ; ১৫ আশ্বিন, শনিবার, ২ অক্টোবর, ১৯৮২ { ৮ম সংখ্যা

শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের বক্তৃতা

স্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ, উল্টাডিঙ্গি, কলিকাতা

সময়—৫ই আশ্বিন, ১৩৩২

শ্রীচৈতন্যচন্দ্র—পরমপরিপূর্ণ-চেতনময় বস্তু। যিনি এই চৈতন্যচন্দ্রকে ভজন না করিবেন—তাঁহার উপদেশ যাঁহার কর্ণদ্বারে প্রবিষ্ট না হইবে, সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই অচেতন বস্তু। বর্ত্তমান মানব-সমাজ শ্রীচৈতন্যের চেতনময়ী বাণী শ্রবণ না করায় বহু বাহ্যবিষয়ে অভিনিবিষ্ট হইয়া পড়িতেছেন। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের দয়া যিনি বিচার করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন, নিরন্তর চৈতন্য-চরণ-কমল সেবা ব্যতীত অন্য কোন অভিলাষ মুহূর্ত্তের জন্যও তাঁহার হৃদয়ে উদিত হইতে পারে না। তাই শ্রীকবিরাজ-গোস্বামী বলিয়াছেন (চৈঃ চঃ আদি ৮ম পঃ)—

"চৈতন্যচন্দ্রের দয়া করহ বিচার।
বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার॥"

চৈতন্যচন্দ্রের কৃপার কথা যাঁহার কর্ণে যে-পরিমাণে প্রবিষ্ট হইয়াছে, তিনি সেই-পরিমাণে চৈতন্যের সেবায় প্রলুব্ধ হইয়াছেন। যিনি পূর্ণভাবে সেই পরিপূর্ণচেতন-বিগ্রহের কথা শ্রবণ করিয়াছেন, তিনি তাঁহার সেবায় পূর্ণভাবে নিজকে উৎসর্গ করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যচন্দ্র ষোলকলা-বিশিষ্ট পরিপূর্ণ বস্তু; সুতরাং তাঁহার চেতনময়ী কথা জীবের হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইলে জীবকে তাঁহার পাদপদ্মে ষোল-আনা আকৃষ্ট করিবেই করিবে। যিনি আংশিকভাবে তাঁহার কথা শ্রবণ করিয়াছেন, তিনি শ্রীচৈতন্যের পাদপদ্মে আংশিকভাবে নিজকে প্রদান করিয়াছেন। যতদিন-পর্য্যন্ত না মানবগণ দেহ, গেহ, পুত্র, কলত্র, ও কায়মনোবাক্যাদি সর্ব্বস্বদ্বারা নিষ্কপটভাবে শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের নিরন্তর সেবায় উন্মত্ত হইয়াছেন, ততদিন-পর্য্যন্ত তাঁহাদের শ্রীচৈতন্যের কথা ষোল-আনা শ্রবণ করা হয় নাই, জানিতে হইবে। (ভাঃ ২।৭।৪২)—

"যেষাং স এব ভগবান্ দয়য়েদনন্তঃ
সর্ব্বাত্মনাশ্রিতপদো যদিনির্ব্বলীকম্।
তে দুস্তরামতিতরন্তি চ দেবমায়াং
নৈষাং মমাহমিতিধীঃ শ্ব-শৃগাল-ভক্ষ্যে॥"

শ্রীনিত্যানন্দের পদকমলাশ্রয় ব্যতীত কখনও শ্রীগৌর

সুন্দরের কৃপালাভ হয় না। শ্রীনিত্যানন্দের পদাশ্রয়-লাভ হইলে জীবের বিবর্ত্তবুদ্ধি দূরীভূত হয়; তখন জীব আর 'অসত্যকে সত্য' বলিয়া বহুমানন করেন না।

"নিতাই-পদকমল, কোটিচন্দ্র-সুশীতল,
যে ছায়ায় জগৎ জুড়ায়।
হেন নিতাই বিনে ভাই, রাধাকৃষ্ণ পাইতে নাই,
দৃঢ় করি' ধর' নিতাইর পায়॥
সে সম্বন্ধ নাহি যার, বৃথা জন্ম গেল তার,
সেই পশু—বড় দুরাচার।
'নিতাই' না বলিল মুখে, মজিল সংসার সুখে,
বিদ্যা-কুলে কি করিবে তার॥
অহঙ্কারে মত্ত হৈয়া, নিতাই-পদ পাসরিয়া,
অসত্যেরে সত্য করি' মানি'।
নিতাইর করুণা হবে, ব্রজে রাধাকৃষ্ণ পাবে
ভজ তাঁর চরণ দুখানি॥
নিতাই-চরণ—সত্য তাঁহার সেবক—নিত্য,
নিতাই-পদ সদা কর' আশ।
এ অধম—বড় দুঃখী, নিতাই! মোরে কর' সুখী,
রাখ' রাঙ্গা চরণের পাশ॥"

শ্রীল নরোত্তম-ঠাকুর মহাশয়, শ্রীল আচার্য্যপ্রভু, শ্রীল শ্যামানন্দপ্রভু এইরূপ দৃঢ়তার সহিত শ্রীনিত্যানন্দের চরণ আশ্রয় করিবার জন্য জীবকুলকে আহ্বান করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের অপ্রকটের কিছুকাল পর হইতে অনাদিবহির্ম্মুখ সমাজ তাঁহাদের মঙ্গলময়ী শিক্ষা পরিত্যাগ করিয়া 'অসত্যকে সত্য' বলিয়া গ্রহণপূর্ব্বক, ধর্ম্মের নামে সমাজে কলঙ্ক ও ভক্তির বা বৈষ্ণবতার নামে ইন্দ্রিয়তর্পণাদি কত কি অনর্থ আনয়ন করিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। গত তিন-শত বৎসরের বৈষ্ণবজগতের ইতিহাস—ঘোর তমসাচ্ছন্ন; তন্মধ্যে কেবল দুই-একটী ভজনানন্দী পুরুষ নিজে-নিজে ভজন কদাচিৎ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা এতদূর বহির্ম্মুখ সমাজের মধ্যে শুদ্ধভক্তির কথা আলোচনা করিবার উপযুক্ত খুব কম লোকই পাইয়াছেন।

আমরা মনে করিয়াছিলাম,—শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময়ে যে-সকল বিশুদ্ধাত্মা মহাপুরুষ আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সেইপ্রকার মহদ্ব্যক্তিগণের দর্শন বোধ হয় আমাদের ভাগ্যে আর ঘটিবে না। কিন্তু শ্রীগৌরসুন্দর আমাদের ভাগ্যে এমন সব মহাত্মা মিলাইয়া দিয়াছেন যে, তাঁহারা শ্রীগৌরসুন্দরের প্রকটকালীয় ভক্ত অপেক্ষা ন্যূন নহেন;—তাঁহারা সর্ব্বক্ষণ হরি-ভজন ও হরিকীর্ত্তন করিতেছেন।

(চৈঃ চঃ আদি ৮ম পঃ)—

"কৃষ্ণনাম করে অপরাধের বিচার।
'কৃষ্ণ' বলিলে অপরাধীর না হয় বিকার॥
চৈতন্য-নিত্যানন্দে নাহি এ-সব বিচার।
নাম লইতে প্রেম দেন, বহে অশ্রুধার॥"

অনর্থযুক্তাবস্থায় অপ্রাকৃত কৃষ্ণনাম কীর্ত্তিত হন না। অপরাধময় কৃষ্ণনাম বা নামাপরাধ কোটি-জন্ম ধরিয়া কীর্ত্তন করিলেও আমাদিগকে কৃষ্ণপদে প্রেম দান করিবে না। কিন্তু গৌর-নিত্যানন্দের নামে অপরাধের বিচার নাই;—অনর্থযুক্তাবস্থায়ও মানব যদি নিষ্কপট-ভগবদ্‌বুদ্ধিতে গৌরনিত্যানন্দের নামের আশ্রয় গ্রহণ করেন, তবে তাঁহার অনর্থ অতিশীঘ্রই দূরীভূত হয়। কিন্তু যদি গৌর-নিত্যানন্দে ভোগবুদ্ধি লইয়া অর্থাৎ 'গৌর-নিত্যানন্দ—আমার উদরভরণ বা প্রতিষ্ঠা সংগ্রহের অথবা আমার মনোধর্ম্মের ছাঁচে গড়া জড়েন্দ্রিয়-ভোগ্য কোন বস্তু—এইরূপ জ্ঞান বা কল্পনা লইয়া আমরা মুখে 'গৌর গৌর' করি, তাহা হইলে আমাদের 'গৌরনাম' কীর্ত্তন হইবে না, ভোগের ইন্ধনস্বরূপ 'মায়ার নাম'-কীর্ত্তন হইবে মাত্র। গৌরনাম কীর্ত্তিত হইলেই নিরন্তর নাম লইতে লইতে প্রেমের উদয় হইবে, সর্ব্ব অনর্থ দূরীভূত হইয়া যাইবে। শিয়ালদহ হইতে হাওড়া—দুই মাইল পশ্চিমে; কেহ যদি শিয়ালদহের দুই-মাইল পূর্ব্বদিকে আসিয়া বলেন,—'যখন আমি শিয়ালদহ হইতে দুই-মাইল দূরে আসিয়া পড়িয়াছি, তখন নিশ্চয়ই হাওড়ায় আসিয়া পৌঁছিয়াছি'; তাহা হইলে সেই ব্যক্তির এইরূপ কল্পনা করিবার অধিকার থাকিলেও তাহার স্ব-কল্পিত হাওড়ায় আসিয়া সে ব্যক্তি পশ্চিমোত্তরগামী ট্রেণ ধরিতে পারিবে না; সুতরাং তাহার গন্তব্যস্থলে যাওয়াও হইবে না। একবার

সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল,—বরিশাল-জিলায় এক ডাকাতের দল এক-সময়ে 'প্রাণগৌরনিত্যানন্দ, প্রাণগৌরনিত্যানন্দ' বলিতে বলিতে ডাকাতি করিয়াছিল। ঐরূপ ডাকাতের দলের গৌরনিত্যানন্দনামাম্নর কিছু 'গৌর-নিত্যানন্দের নাম' নহে।

ব্যাসাবতার শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর শ্রীচৈতন্য ভাগবতের মঙ্গলাচরণে যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রণাম করিয়াছেন, তাহাতে শ্রীগৌরসুন্দরের তত্ত্ব অতিসুন্দররূপে ব্যক্ত হইয়াছে—

"নমস্ত্রিকালসত্যায় জগন্নাথসুতায় চ।
সভৃত্যায় সপুত্রায় সকলত্রায় তে নমঃ॥"

শ্রীগৌরসুন্দর—ত্রিকালসত্য বস্তু। অক্ষজ-দর্শনকারী যে-প্রকার গৌরসুন্দরকে মর্ত্ত্যজীবের ন্যায় জগতে কোন এক-সময় প্রকট এবং কিছুকাল পরে অ-প্রকট দেখিতে পাইয়া তাঁহাকে জীব-সামান্য-দৃষ্টিতে 'মহাপুরুষ' বা 'কিছুকালের জন্য উদিত একটী ধর্ম্মপ্রচারক মানবমাত্র' মনে করেন এবং তাঁহার ধর্ম্মপ্রচারের তাৎকালিক উপযোগিতা প্রভৃতি কল্পনা করিয়া তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ 'দান' ও নিত্যচরমপ্রয়োজন কৃষ্ণপ্রেমলাভ হইতে বঞ্চিত হন, শ্রীগৌরসুন্দর সেইরূপ বস্তু নহেন; তিনি—ত্রিকালসত্য বাস্তব বস্তু। তিনি—শ্রীজগন্নাথ-মিশ্রের নন্দন অর্থাৎ আনন্দবর্দ্ধক; শ্রীজগন্নাথ-মিশ্র—পিতৃরূপে তাঁহার সেবক। তিনি — বিষ্ণুপরতত্ত্ব; আর কেহ তাঁহার সমান বা তাঁহা হইতে বড় নহেন। বৎসলরসে পিতামাতা প্রভৃতি গুরুজনবর্গ ও — গুরুরূপে সেই অসমোর্দ্ধ পরতত্ত্বেরই সেবক; (চৈঃ চঃ আদি ৬ষ্ঠ পঃ)—

"কৃষ্ণপ্রেমের এই এক অপূর্ব্ব প্রভাব।
গুরু-সম-লঘুকে করায় দাস্য-ভাব॥"
"পিতা-মাতা-গুরু-সখা-ভাব কেনে নয়।
কৃষ্ণপ্রেমের স্বভাবে দাস্যভাব সে করয়॥"

সেই গৌরসুন্দর — নিজ-ভৃত্য-বর্গের সহিত, নিজ-পাল্যবর্গের সহিত এবং শক্তিবর্গের সহিত অদ্বয়জ্ঞান-তত্ত্বরূপে নিত্য বিরাজমান। তিনি—নিত্য-বস্তু, ত্রিকাল-সত্য বস্তু, সুতরাং তাঁহার ভৃত্যবর্গ এবং পাল্যবর্গও নিত্য। 'ভৃত্য'-শব্দে তাঁহার দাস্যরসাশ্রিত সেবকগণকে বুঝাইতেছে।

যাঁহারা গৌরসুন্দরের অন্তরঙ্গ-সেবা-দ্বারা তাঁহার পাল্যবর্গের মধ্যে গণিত হইয়াছেন, তাঁহারা — তাঁহার 'পুত্র'। "আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ"—এই বাক্যানুসারে শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার পাল্যবর্গের পিতৃ-স্বরূপে তাঁহাদের বিশুদ্ধচিত্তে উদিত হইয়া শ্রীনাম-প্রেম প্রচার করিতেছেন। এই শ্রীনামাশ্রিত লব্ধপ্রেম ভক্তগণই তাঁহার 'পুত্র'—ইঁহারাই শ্রীগৌরাঙ্গের নিজ-বংশ। ভগবানের এই অচ্যুত-গোত্রীয় বংশগণই জগতে শ্রীগৌরসুন্দরের নাম-প্রেম-প্রচার-ধারা রক্ষা করিয়াছেন ও করিতেছেন। আর, যাহারা অপ্রাকৃত বিষ্ণুবস্তুতে প্রাকৃত-বুদ্ধি-বশতঃ চ্যুত-গোত্রের পরিচয়ে নিত্যানন্দা-দ্বৈত-কুলের কণ্টক-বৃক্ষ হইয়া জগতের মহা অমঙ্গল সাধন করিতেছেন, তাঁহারা, 'নিত্যানন্দাদ্বৈতের বংশ' বলিতে যাহা উদ্দিষ্ট হয়, তাহা নহে। যাঁহারা শ্রীগৌর-সুন্দরের অন্তরঙ্গ-সেবাধিকার লাভ করিয়া নিরন্তর তাঁহার মনোঽভীষ্ট প্রচার করিতেছেন, তাঁহারাই শ্রীমন্মহাপ্রভু ও প্রভুদ্বয়ের পাল্য অর্থাৎ পুত্র। শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ তাঁহাদের নির্ম্মল আত্মায় উদিত হইয়া সুকৃতিমন্ত জীবগণের নিকট জগতে বিস্তার লাভ করিতেছেন।

পুত্র পিতাকে পুন্নামক নরক হইতে উদ্ধার করেন বলিয়া 'পুত্র'-নামে সংজ্ঞিত হন। যে পুত্র হরিভজন না করিয়া ইতর কার্য্যে ব্যস্ত, সে—'পুত্র'-নামের কলঙ্ক এবং পিতা সেই কুলাঙ্গার পুত্রকে পুত্রত্বে স্বীকার বা গ্রহণ করিলে পুন্নামক নরক হইতে কখনও উদ্ধার লাভ করিবেন না; তাঁহার পুত্রোৎপাদন-কার্য্যটী জীবহিংসাপূর্ণ একটী পাপকার্য্য-মাত্র হইয়া পড়ে। আর যে পুত্র হরিভজন করেন এবং যে পিতা পুত্রকে হরিভজনে নিয়োগ করেন, সেই পুত্রের পিতার পুত্রোৎ-পাদন-কার্য্যটী — হরিভজনেরই অনুকূল ও অন্তর্গত। বৈষ্ণব-পুত্রে ও অবৈষ্ণব-পুত্রে এবং বৈষ্ণব-পিতায় ও অবৈষ্ণব-পিতায় এই ভেদ।

শ্রীগৌরসুন্দর — অভিন্নব্রজেন্দ্রনন্দন; অতএব বৈধ-

স্বকীয়-বিচারে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-দেবী—তাঁহার কলত্র, এবং প্রকৃতপ্রস্তাবে ভজনবিচারে শ্রীগদাধর পণ্ডিত, শ্রীদামোদর-স্বরূপ, শ্রীরায়রামানন্দ, শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিত, শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর প্রভৃতি অন্তরঙ্গ ভক্তগণই তাঁহার মধুর-রসাশ্রিত ত্রিকালসত্য কলত্র। আবার, শ্রীগৌরসুন্দর অভিন্ন-ব্রজেন্দ্রনন্দন হইলেও বিপ্রলম্ভময় বিগ্রহ এবং শ্রীকৃষ্ণ—সম্ভোগময় বিগ্রহ। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী প্রেম ভক্তিস্বরূপিণী। মনোধর্ম্মী শাক্তেয়বাদী কতিপয় ব্যক্তি কিছুকাল পূর্ব্ব হইতে নিজদের ক্ষুদ্র ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানে গৌরসুন্দরকে মাপিয়া লইবার চেষ্টায় 'গৌরনাগরী'রূপ পাষণ্ড-মতবাদের সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহারা দৈবী মায়ায় বিমোহিত হইয়া শ্রীগৌরসুন্দরের উজ্জ্বল-মধুর-রসাশ্রিত ভক্তগণের সুনির্ম্মল ভজনপ্রণালী বুঝিতে না পারিয়া সম্ভোগবাদী হওয়ায় এইরূপ অনর্থ জগতে প্রচার করিতেছেন। তাঁহাদিগকে 'গৌরভক্ত' না বলিয়া 'গৌরভোগী' বলাই ন্যায়-সঙ্গত।

(ক্রমশঃ)

চতুর্যুগের কালনিরূপণে পণ্ডিতগণের সিদ্ধান্ত

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৭ম সংখ্যা ১২৭ পৃষ্ঠার পর]

আধুনিক মতে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ পর্য্যন্ত যে ২৫৫০ বৎসর গত হয়, তাহাতে দক্ষযজ্ঞ, দেবাসুর যুদ্ধ, সমুদ্র মন্থন, অসুরদিগকে পাতালে প্রেরণ, বেণরাজার প্রাণহরণ, সাগর পর্য্যন্ত গঙ্গানয়ন, পরশুরামের ক্ষত্রিয়সংহার, শ্রীরামের লঙ্কাজয়, দেবাপি ও মরুরাজার কলাপ গ্রাম গমন ও কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ, এই কয়টি প্রধান প্রধান ঘটনা, এতদ্ব্যতীত অনেকানেক ঘটনা উপস্থিত হইয়াছিল, যাহা শাস্ত্রে বর্ণিত আছে।

আধুনিক পণ্ডিতগণ এরূপ অনুমান করেন যে, আর্য্যমহাশয়দিগের ব্রহ্মাবর্ত্ত স্থাপন করিবার অনতিবিলম্বেই দক্ষযজ্ঞ উপস্থিত হয়। আর্য্যদিগের জাতি-গৌরব ও আদিম নিবাসীদিগের সহিত সংস্রব না রাখার ইচ্ছা হইতেই ঐ অদ্ভুত ঘটনা উপস্থিত হয়। তৎকালে আদিম নিবাসীদিগের মধ্যে ভূতনাথ রুদ্রই প্রধান ছিলেন। পার্ব্বতীয় দেশের অধিকাংশই তাঁহার অধিকৃত ভূমি। ভুটান অর্থাৎ ভূতস্থান, কোচবিহার অর্থাৎ কুচনীবিহার, ত্রিবর্ত্ত যেখানে কৈলাশশিখর পরিদৃশ্য হয়; এই সকল দেশ রুদ্রের রাজ্য ছিল। আদিম নিবাসী হইয়াও তিনি চিকিৎসাশাস্ত্রে, যুদ্ধবিদ্যা ও গানবিদ্যায় বিশেষ নিপুণ ছিলেন। এমত কি তাঁহার সামর্থ্য দৃষ্টি করতঃ তাঁহার স্থলাভিষিক্ত একাদশ রুদ্র রাজগণ তাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। এবম্ভূত মহাপুরুষ রুদ্ররাজ ব্রাহ্মণদিগের অহঙ্কার সহ্য করিতে না পারিয়া বল ও কৌশলে হরিদ্বার নিকটস্থ কনখলনিবাসী দক্ষ প্রজাপতির কন্যাকে বিবাহ করেন। সতীদেবী প্রাণত্যাগ করিলে তাঁহার সহিত ব্রাহ্মণদিগের যে যুদ্ধ হয়, তদবসানে তাঁহাকে যজ্ঞভাগ ও ঈশানকোণে আসন দান করিয়া আর্য্যমহাশয়েরা পার্ব্বতীয় তীব্র জাতিদিগের সহিত সন্ধি স্থাপনা করিলেন। তদবধি পার্ব্বতীয় পুরুষদিগের সহিত ব্রহ্মর্ষিদিগের আর বিবাদ দেখা যায় না, যেহেতু ব্রাহ্মণেরা তদবধি তাহাদের নিকট সম্মানিত হইলেন এবং রুদ্ররাজও আর্য্যদেবতার মধ্যে গণ্য হইলেন *।

যদিও আর্য্যগণের আর পার্ব্বতীয় লোকদিগের

* শ্রীরুদ্রদেব সম্বন্ধে আধুনিক পণ্ডিতদিগের বর্ণন ও সিদ্ধান্ত এস্থলে প্রকাশ করিয়া আমরা শৈব পাঠকগণের চরণে ইহা জানাইতেছি যে, আমরা শ্রীমহাদেবকে জগদ্গুরু ভগবদ্দেবতার বলিয়া জানি এবং তাঁহার কৃপার জন্য আমরা সর্ব্বদা ব্যাকুল থাকি। তিনি নিষ্কপট কৃপা করিলেই আমরা কৃষ্ণভক্তি লাভ করি।

সহিত কোন বিবাদ রহিল না, তথাপি তাঁহাদের নিজ বংশে অনেক দুরন্ত লোক উৎপন্ন হইয়া রাজ্য কৌশলের ব্যাঘাত করিতে লাগিল। নাগ ও পক্ষী চিহ্নধারী কশ্যপবংশীয়েরা দেবতাদের অধীনতা স্বীকার করতঃ স্থানে স্থানে বাস করিয়াছিলেন। সেই সময়ে পক্ষী চিহ্নধারী কাশ্যপেরা নাগদিগের উপর প্রবল শত্রুতা করিতেন। কিন্তু নাগেরা পরে বলবান্ হইয়া নানা দেশে রাজ্য করিয়াছিলেন। পক্ষীরা ক্রমে লুপ্তপ্রায় হইয়া গেল। কশ্যপপত্নী দিতির গর্ভে কয়েকটী দুর্দ্দান্ত লোক জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহারা অসুর নামে নিন্দিত হন। স্বেচ্ছাচার ও ব্রহ্মর্ষিদিগের বিচারিত রাজ্য কৌশলের প্রতিবন্ধকতা আচরণ করিয়া তাঁহারা সমস্ত শিষ্ট লোকের শত্রু হইলেন। ক্রমশঃ শিষ্ট লোকের অধীশ্বর ইন্দ্রের সহিত বিশেষ বিবাদ করিয়া আপনাদের রাজ্য ভিন্ন করিয়া লইলেন। এই বিবাদের নাম দেবাসুরের যুদ্ধ। অসুরেরা প্রায় সকলেই পঞ্চনদ দেশে বাস করিয়াছিলেন। শাকল অসরর, নরসিংহ, মূলতান অথবা কাশ্যপপুর প্রভৃতি দেশ তাঁহাদের অধিকারান্তর্গত। যে কশ্যপ প্রজাপতির বংশে অসুরগণ ও দেবগণ উৎপন্ন হন, তাঁহার বাসভূমি পঞ্চনদ ও ব্রহ্মাবর্ত্তের মধ্যে ছিল এরূপ সম্ভব হয়। প্রজাপতিগণ ব্রহ্মাবর্ত্তের চতুষ্পার্শ্ব ভূমি অবলম্বন পূর্ব্বক বাস করিতেন। ব্রহ্মাবর্ত্ত তৎকালে দেবরাজ্যের মধ্যস্থল ছিল। সরস্বতী ও দৃষদ্বতী উভয় নদীই দেবনদী। তদুভয়ের মধ্যে দেবনির্ম্মিত ব্রহ্মাবর্ত্ত দেশ *। এই দেব শব্দ হইতে অনুমান হয় যে, ইহার মধ্যেই দেবতারা বাস করিতেন। দেবতারাও কশ্যপ প্রজাপতির সন্তান, অতএব তাঁহারাও আর্য্যবংশীয়। অনুমান করেন যে, ব্রহ্মাবর্ত্তে প্রথমাধিনিবেশ সময়ে স্বায়ম্ভুব মনুর পরেই কশ্যপের পুত্র ইন্দ্র রাজ্যকৌশলে পারদর্শী থাকায় তাঁহাকে দেবরাজ উপাধি দেওয়া যায়। রাজকার্য্যে যে মহাত্মারা নিযুক্ত হইয়াছিলেন তাঁহারা বায়ু, বরুণ, অগ্নি, যম, পুষা ইত্যাদি পদপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পরে ক্রমশঃ যাঁহারা ঐ সকল পদ প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন তাঁহারাও ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ ইত্যাদি উপাধি প্রাপ্ত হইলেন। বৈবস্বত মনুর পর আর দেবগণের অধিক বল রহিল না। তাঁহাদের রাজ্যশাসন নাম মাত্র রহিল, কেবল যেখানে যেখানে যজ্ঞ হইত, সেই সেই স্থলে নিমন্ত্রণ ও সম্মানপ্রাপ্ত হইতেন। এইরূপ কিছুদিন পরে ব্রহ্মাবর্ত্তস্থিত পদস্থ মহাপুরুষদিগের অস্তিত্ব রহিত হইয়া তাঁহারা স্বর্গীয় দেবগণ রূপে পরিগণিত হইলেন। ভূমণ্ডলে যজ্ঞাদি কার্য্যে তাঁহাদের আসন সকল অন্যান্য নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণদিগকে প্রদত্ত হইতে লাগিল। এমত সময়ে দেবগণ কেবল মন্ত্রারূঢ় যন্ত্র বিশেষ বলিয়া জ্ঞাত হইলেন। জৈমিনি মীমাংসায় এরূপ দৃষ্ট হয়। দেবগণেরা আদৌ রাজ্য শাসনকর্ত্তা ছিলেন, পরে যজ্ঞভাগ ভোক্তারূপে গণিত হন, অবশেষে তাঁহাদিগকে মন্ত্র মূর্ত্তিরূপে শাস্ত্রে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে। যৎকালে দেবতারা রাজ্যশাসনকর্ত্তা ছিলেন তৎকালেই কশ্যপ প্রজাপতির পত্ন্যন্তর হইতে জাত অসুরগণ রাজ্যলোলুপ হইয়া দৈবরাজ্যের অনেক ব্যাঘাত করিতে লাগিল। হিরণ্যকশিপুর সময়ে দেবাসুরের প্রথম যুদ্ধ হয়। সে যুদ্ধের কিয়ৎকাল পরেই সমুদ্রমন্থন। দেবাসুর-যুদ্ধে বৃহস্পতি ইন্দ্রের মন্ত্রী ও শুক্রাচার্য্য অসুরদিগের মন্ত্রী ছিলেন। হিরণ্যকশিপুকে সহসা বধ করিতে না পারিয়া ষণ্ডামার্ক দ্বারা তৎপুত্রকে দৈবপক্ষে আনয়ন করতঃ ব্রাহ্মণেরা হিরণ্যকশিপুকে দৈববলে নিহত করেন। হিরণ্যকশিপুর পৌত্র বিরোচন। তাঁহার সময়ে দেবাসুরের মধ্যে সন্ধি হয়। দেবতাদিগের বুদ্ধকৌশল ও অসুরদিগের বল ও শিল্পবিদ্যা উভয় সংযোগে জ্ঞান সমুদ্রের মন্থন সাধিত হইলে অনেক উত্তম বিজ্ঞান ঐশ্বর্য্য ও অমৃত উদ্ভূত হয়। পরে জ্ঞানের অত্যালোচনা দ্বারা নৈষ্কর্ম্ম্য ও আত্মবিনাশরূপ বিশেষ উৎপত্তি হয়। পরমার্থ তত্ত্ববিৎ মহারুদ্র ঐ বিষকে বিজ্ঞানবলে সম্বরণ করিলেন। উৎপন্ন অমৃত হইতে অসুরদিগকে কৌশলক্রমে বঞ্চনা করায় অসুরেরা পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ করিল। এই যুদ্ধে পরাজিত হইয়া অসুরগণ অনেক দিন স্বীয়

* সরস্বতী-দৃষদ্বত্যোর্দেবনদ্যোর্য্যদন্তরং। তং দেবনির্ম্মিতং দেশং ব্রহ্মাবর্ত্তং প্রচক্ষতে॥ মনুঃ।

রাজ্যে সন্তুষ্ট থাকিয়া কালযাপন করিয়াছিল। ইতিমধ্যে সুরগুরু বৃহস্পতি ইন্দ্র কর্ত্তৃক অপমানিত হইয়া গোপনভাবে কালযাপন করেন। এই অবসরে অসুরগণ শুক্রাচার্য্যের পরামর্শে পুনরায় যুদ্ধানল উদ্দীপিত করিলে ব্রহ্মসভার অনুমোদনক্রমে ইন্দ্র ত্বষ্টৃপুত্র বিশ্বরূপকে পৌরোহিত্যে বরণ করেন। বিশ্বরূপ অনেক কৌশল করিয়া দেবতাদিগকে যুদ্ধে জয়ী করিয়াছিলেন। বিশ্বরূপ স্বয়ং মদ্যপান করিতেন ও তৎসম্বন্ধে অসুরদিগের সহিত মিত্রতা ক্রমে ক্রমশঃ অসুরদিগকে ব্রহ্মাবর্ত্তাধিকারের উপায়স্বরূপ যজ্ঞভাগ দিবার কোনপ্রকার যুক্তি করায় ইন্দ্র তাঁহাকে বধ করিলেন। বিশ্বরূপের পিতা ত্বষ্টা সেই সময়ে ক্রোধ পূর্ব্বক ইন্দ্রের প্রতি বিদ্রোহাচরণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার অন্য পুত্র বৃত্র, অসুরদিগের সহিত যুক্ত হইয়া ইন্দ্রকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলেন। দেবগণ যুক্তিপূর্ব্বক দধ্যঙ্কের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। অনেক বৈজ্ঞানিক পরিশ্রম দ্বারা তাঁহার প্রাণ বিয়োগের পর বিশ্বকর্ম্মাকর্ত্তৃক বজ্র নির্ম্মিত হইল। ইন্দ্র তদ্দ্বারা বৃত্রকে বধ করিয়া ব্রহ্মবধ দোষে দূষিত হইলেন। ত্বষ্টা অন্যান্য ব্রাহ্মণগণের সহিত সংযুক্ত হইয়া ইন্দ্রকে কিয়ৎকালের জন্য নির্ব্বাসিত করিলেন। ইন্দ্র ঐ সময় মানস-সরোবরের নিকট অবস্থিতি করেন। ব্রাহ্মণেরা পরস্পর বিবদমান হওয়ায় কোন ব্রাহ্মণকে তৎকালে ইন্দ্রের স্থলাভিষিক্ত না করিয়া পুরুরবার পৌত্র নহুষকে ঐন্দ্র রাজ্য সমর্পণ করিলেন। অত্যল্প কালমধ্যে নহুষের বিপ্রাবহেলন-প্রবৃত্তি প্রবল হওয়ায় ব্রাহ্মণেরা পুনরায় ইন্দ্রকে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া নহুষকে কালধর্ম্মে নীত করিলেন। দেবাসুরের যুদ্ধ ব্রহ্মাবর্ত্তের নিকটে কুরুক্ষেত্রে হইয়াছিল, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। যেহেতু ইন্দ্র বৃত্রকে বধ করিয়া তাহার পূর্ব্বোত্তর দেশে গমন করতঃ মানস-সরোবরে অবস্থিতি করেন *। দধীচিমুনির স্থানটী কুরুক্ষেত্রের নিকট ইহাও তদ্বিষয়ের প্রমাণস্বরূপ। কেহ কেহ বলেন যে অন্বেষণ করিলে ত্রিপিষ্টপ নামক তিনটী উচ্চভূমি হয় কুরুক্ষেত্রে বা ব্রহ্মাবর্ত্তের উত্তরাংশে আবিষ্কৃত হইতে পারে।

শুক্রাচার্য্যের মন্ত্রণাপ্রভাবে অসুরগণ ক্রমশঃ বলবান হইয়া উঠিলে দেবগণ তাহাদিগকে নিরস্তকরণে অক্ষম হইয়া বামনদেবের বুদ্ধিকৌশলে বলিরাজা ও তৎসঙ্গিগণকে উচ্চভূমি হইতে নিঃসারিত করিলেন। বোধ হয় অসুরেরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া পঞ্চনদ দেশের উচ্চাংশ হইতে সিন্ধুতীরে সিন্ধুনামা দেশে বাস করিলেন †। ঐ স্থলকে তৎকালে পাতাল বলিয়া গণ্য করা যাইত। যেহেতু ঐ সকল স্থানে নাগবংশীয়েরা স্থানপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এলাপত্র ও তক্ষকাদি নাগবংশীয় পুরুষেরা বহুদিন ঐ দেশে অবস্থিতি করিতেন। তাহার অনেকদিন পরে তাঁহারা তথা হইতে পুনরায় উচ্চভূমিতে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। তৎকালে এলাপত্র হ্রদ ও তক্ষশিলা নগর পত্তন হয়। নাগেরা কাশ্মীর দেশেও বাস করিয়াছিলেন। ইহার বিশেষ বিবরণ রাজতরঙ্গিণীতে দৃষ্ট হয়। কশ্যপ হইতে পঞ্চপুরুষে বলিরাজা; তাঁহার সময়েই অসুরগণ কৌশলদ্বারা নির্ব্বাসিত ও পাতালে প্রেরিত হন।

[ক্রমশঃ]

* নভোগতো দিশঃ সর্ব্বাঃ সহস্রাক্ষো বিশাম্পতে।
প্রাগুদীচীং দিশং তূর্ণং প্রবিষ্টো নৃপ মানসং।
ভাগবতং।

† আলেকজাণ্ডারের সময়ে সিন্ধুসাগরসঙ্গমের অনতিদূরে পাতাল বলিয়া নগর ছিল। বাটলার সাহেবের আটলাস দেখ।

শ্রীশ্রীজগন্নাথক্ষেত্র-মাহাত্ম্য

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজ]

[শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমপূজনীয় ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি দয়িত মাধব মহারাজের শ্রীচরণাশ্রিত উৎকলদেশীয় ভক্তপ্রবর পণ্ডিত শ্রীপাদ গতিকৃষ্ণদাসাধিকারী প্রভুপ্রদত্ত 'নোট' হইতে সংকলিত]

[১]

শ্রীশ্রীজগন্নাথবলদেবসুভদ্রারথ প্রশস্তি

শ্রীজগন্নাথদেবের রথের নাম—নন্দীঘোষ। ইহা —অর্থাৎ এইরথ দেবরাজ ইন্দ্রপ্রদত্ত। রথের উচ্চতা ৩৩ হাত ৫ অঙ্গুলি। রথটি ৮৩২টি কাষ্ঠখণ্ডদ্বারা নির্ম্মিত। ইহার ১৬টি চাকা। এই রথের রক্ষক স্বয়ং শ্রীগরুড়। ধ্বজাতে কপিরাজ শ্রীহনুমানও আছেন। এজন্য এই রথকে 'কপিধ্বজও' বলা হয়। রথের আয়ুধচক্র ও শঙ্খ। রথের আবরণ-বস্ত্র—রক্তবর্ণ ও পীতবর্ণ (লাল ও হলুদবর্ণ)। রথের শীর্ষভাগে অবস্থিত দেবতা—কল্যাণসুন্দর। রথের শক্তি—বিমলা ও বিরজা। রথের চতুষ্পার্শ্বে ৯টি পার্শ্বদেবতা বিদ্যমান—যথাক্রমে—হনুমান, রাম, লক্ষ্মণ, নারায়ণ কৃষ্ণ, গিরিধারী (গোবর্দ্ধনধারী), চিন্তামণি, রাঘব ও নৃসিংহ। রথের চারিটি অশ্ব—শঙ্খ, বলাহক, শ্বেত ও হরিদশ্ব। রথের সারথি—দারুক। রথের রজ্জু—শঙ্খচূড় নাম্নী এক নাগিনী। রথের মুখ—নন্দীমুখ। রথের বেদী—যোগমায়া। রথের ভৈরব—একপাদ। রথের চারণ—নন্দ ও কুবের। রথের যক্ষ—হর্য্যক্ষ। রথের গর্ভাধীশ্বর—হিরণ্যগর্ভ (হিরণ্যগর্ভ)। রথের শক্তি—বিমলা। রথের উৎকর্ষণী—ক্রিয়া, যোগা, আজ্ঞা, অনুজ্ঞা, প্রজ্ঞা ও মেধা। রথের ঋষি—নারদ, দেবল, ব্যাস, শুক, পরাশর, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, রুদ্র—এই অষ্ট ঋষি। রথের কুম্ভ নাম—হিরণ্ময়। দ্বারপাল—জয় বিজয়। নেত অর্থাৎ পতাকার নাম—ত্রৈলোক্যমোহিনী। এইরূপ রথের অধীশ্বর—স্বয়ং জগন্নাথ।

শ্রীবলদেবের রথের নাম—তালধ্বজ। এই রথটিকে দেবতারা তালবনে প্রদান করিয়াছিলেন। রথের উচ্চতা —৩২ হাত ১০ অঙ্গুলি। ৭৬৩ কাষ্ঠখণ্ডদ্বারা নির্ম্মিত। এই রথের চক্র—১৪টি। রথের রক্ষক—স্বয়ং বাসুদেব। আয়ুধ—হল মুষল। ভদ্রপীঠ—অষ্টদলপদ্ম নির্ম্মিত (যেখানে শ্রীবলদেব বসেন)। রথের আবরণ বস্ত্র—রক্ত ও নীল (Green), রথশীর্ষে—অনন্তনাগ বিদ্যমান। এই রথের পার্শ্বদেবতাগণ—প্রলম্বারি, গদান্তকারী, হরিহর, ত্রৈম্বক, বাসুদেব, নাট্যাম্বর, অঘোর ও ত্রিপুরারি শিব। সারথি—মাতলী। রথের রক্ষক—ভাস্কর। অশ্ব—তীব্র, ঘোর, দীর্ঘ ও স্বর্ণনাভ। স্বয়ং বাসুকী রজ্জুরূপে বিরাজিত। রথমূর্দ্ধি—কেতুভদ্র। চরদেবতা—ব্রহ্মা ও শিব। রথের ভৈরব—ক্ষেত্রপাল। গন্ধর্ব্বের নাম—হু-হু। চারণদ্বয়—মহাসিদ্ধ ও উলেমী। গর্ভাধীশ্বরী শক্তি—তুঙ্গা, তুঙ্গভদ্রা, প্রভা, সুপ্রভা, ধাত্রী, বিধাত্রী, নন্দা ও সুনন্দা। ঋষি আসনে—অঙ্গিরা, পৌলস্ত্য, পুলহ, অগস্ত্য, কৃষ্ণ, মুদ্গল, আত্রেয় ও কশ্যপ—এই অষ্ট ঋষি বিরাজমান। রথের কুম্ভের নাম—ভুবন। দ্বারপাল—নন্দ ও সুনন্দ। নেত অর্থাৎ ধ্বজার নাম—উন্নানি। রথের অধীশ্বর—শ্রীবলভদ্র।

শ্রীসুভদ্রা দেবীর রথের নাম—দর্পদলন। ইহা দেবগণপ্রদত্ত। উচ্চতা—৩১ হাত। ৫৯৩ কাষ্ঠখণ্ডদ্বারা নির্ম্মিত। ইহার ১২টি চাকা। রথের রক্ষক—জয়দুর্গা। ধ্বজাতে ত্রিপুরাসুন্দরী। আয়ুধ—পদ্মকহ্লার। রথের আবরণবস্ত্র—কৃষ্ণ ও লোহিত। রথশীর্ষে বিরাজমান দেবতা—ভক্তিসুমেধ। চামর সেবা করেন—সুমেধা দেবী। রথের পার্শ্বদেবতা—বিমলা, চামুণ্ডা, ভদ্রকালী, হরচণ্ডিকা, মঙ্গলা, বারাহী, কাত্যায়নী, জয়দুর্গা ও কালী। সারথি—অর্জ্জুন। উগ্রচণ্ডা এই রথকে রক্ষা করেন। এই রথের অশ্বচতুষ্টয়—রোচিকা, মোচিকা, জিতা ও অপরাজিতা। রথের রজ্জু—স্বর্ণচূড় নামক নাগ। রথের মুখ—ব্রহ্মবর্ত্তা। রথের দেবী—

শ্রী ও ভূ। রথের গন্ধর্ব—হা-হা। রথের চারণ—মহাকর। যক্ষের নাম—কিংস্কড়িকা। রথের গর্ভাধীশ্বরী—শক্তিসম্ভা, জয়া, বিজয়া, ঘোরা, অঘোরা, সূক্ষ্মা ও জ্ঞানা। ঋষি আসনে—ভৃগু, সুপ্রভ, বজ্র, শৃঙ্গী, ধ্রুব ও ভল্লুক—এই ছয় ঋষি। রথকুণ্ডের নাম—অমৃতা, জীবা, কায়া, হ্রীং বীজ। দ্বাদশাবরণ—ভুবনেশ্বরী ও চক্র। গঙ্গা ও যমুনা — দ্বারপালিকা। নেত অর্থাৎ ধ্বজার নাম—নাদাম্বিকা। রথের অধিশ্বরী দেবী—শ্রীসুভদ্রা।

[২]

মেঘমালিয়া সূয়ার (সূপকার)

শ্রীজগন্নকে দর্শনার্থ শুধু মানব নহেন, দেবতারাও আসেন। এজন্য প্রতিদিন সন্ধ্যায় শ্রীমন্দিরের উত্তর দরজা বন্ধ হইয়া যায়। সারাদিন শ্রীমন্দিরে শ্রীবিগ্রহের ভোগের জন্য ১০০ কুইন্টাল হইতে আরম্ভ করিয়া ৪০০।৫০০ কুইন্টাল পর্য্যন্ত অন্ন রন্ধন করা হয়। এ সমস্ত মহাপ্রসাদ শ্রীমন্দির মধ্যে আনন্দ বাজারে বিক্রয় করা হয়। এই শিববিরিঞ্চি দুর্লভ মহাপ্রসাদ কিছু অংশ শ্রীমন্দিরের চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়া থাকে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়—পর দিন সকালে মন্দির খুলিবার সময়ে একটি কণিকা প্রসাদও পাওয়া যায় না। এসব প্রসাদ কোথায় যায়? স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় যে, রাত্রে যে দেবলোক দর্শন করিতে আসেন, তাঁহারা ঐসকল উচ্ছিষ্ট প্রসাদ গ্রহণ করেন। বহু সিদ্ধপুরুষ, যোগী, মুনি, দেবদেবী—সকলেই ছদ্মবেষে শ্রীজগন্নাথ দর্শন করিতে আসেন। তন্মধ্যে কেহ কেহ সময়ে সময়ে ধরা পড়িয়া যান। সে সম্বন্ধে একটি প্রত্যক্ষ ঘটনা এখানে উল্লেখ করা যাইতেছে।

একবার দেবরাজ ইন্দ্র শ্রীজগন্নাথ দর্শনে আসেন। জগন্নাথ দর্শনান্তে মহাপ্রসাদ সেবনলালসায় ইন্দ্র আনন্দ-বাজারে প্রবেশ করেন। একজন সূয়ার সমীপে অন্ন ডাল তরকারী পিঠা পানা প্রভৃতি বিচিত্র মহাপ্রসাদ অত্যন্ত আনন্দসহকারে সেবন করিলেন। সূয়ারও একজন রাজপুরুষকে পাইয়া তাঁহাকে ভাল গ্রাহক বিচারে বিভিন্ন বিচিত্র মহাপ্রসাদ দিতে লাগিলেন। প্রসাদ পাইবার পর দেবরাজ ইন্দ্র ধীরে ধীরে মূল্য না দিয়াই অগ্রসর হইলেন। তাহা দেখিয়া সূয়ার মনে করিল ইনি একজন রাজপুরুষ হইবেন। তাঁহার লোক সিংহদ্বারে অপেক্ষা করিতেছেন, সেখানে গিয়া পয়সা দিবেন। কিন্তু সিংহদ্বারে সূয়ারকে কিছু না দিয়াই ইন্দ্র স্বর্গদ্বারাভিমুখে চলিলেন। তখন সূয়ারের রাগ হইয়া গিয়াছে। তিনি ইন্দ্রের পশ্চাৎ পশ্চাৎ নানা অশ্লীল ভাষায় গালি দিতে দিতে ঐ ইন্দ্রের অনুগমন করিলেন। রাস্তায় যাইবার সময় সূয়ার দেখিলেন—রাজপুরুষের পা ভূমি স্পর্শ করে না এবং তাঁহার ছায়া নাই। তাহাতে তিনি বুঝিলেন সেই রাজপুরুষ সাধারণ লোক নহেন, কোন দেবতা হইবেন। তথাপি তিনি গালি দিতে দিতে পিছনে চলিতে লাগিলেন। ইন্দ্র স্বর্গদ্বারে উপনীত হইলেন। ইন্দ্র তথায় দাঁড়াইলেন—দেখ ভাই, আমি তোমার নিকট প্রসাদ খাইয়াছি, তাই তোমার নিকট চিরঋণী। তুমি যা বলিবে তাহা করিতে পারি। কিন্তু তুমি যে টাকা পয়সা চাহিতেছ, তাহা আমার নিকট নাই। তখন সূয়ার বলিলেন—তোমাকে একজন সাক্ষাৎ রাজ-পুরুষের মত দেখা যাইতেছে, আর তোমার নিকট পয়সাকড়ি থাকিতে পারে না, ইহা আদৌ বিশ্বাস-যোগ্য নহে, তোমার পরিচয় সত্য করিয়া আমাকে বল। তখন দেবরাজ ইন্দ্র কহিলেন—আমি দেবরাজ ইন্দ্র। সূপকার বলিলেন—আপনি যে ইন্দ্র, তাহার প্রমাণ কি? তখন সূপকার সম্মুখে বারি বর্ষণ করাইয়া ইন্দ্র তাঁহার ইন্দ্রত্বের প্রমাণ প্রদান করিলেন। ইন্দ্র সূপকারকে বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন। সূপকার এই বর প্রার্থনা করিলেন—আমি যখনই ইচ্ছা করিব, তখনই বৃষ্টি হইবে। তখন ইন্দ্র তথাস্তু বলিয়া অন্তর্দ্ধান হইলেন। তৎপরদিন আনন্দবাজারে তিনি গল্পচ্ছলে তৎপ্রতিবেশী সূপকারগণকে এই সকল কাহিনী শুনাইলেন। তাঁহার কাহিনী শুনিয়া সকলে হাসিতে লাগিলেন এবং বলিলেন, তাহা হইলে এখানে পরীক্ষা হউক। তখন সূয়ার বলিলেন — হে ইন্দ্র তুমি এই

আনন্দবাজার মধ্যে বারিবর্ষণ কর। তখন আর কোথায়ও বৃষ্টি নাই, আনন্দবাজার মধ্যে মুষলধারায় বৃষ্টি হইতে লাগিল। এই ঘটনাটি ক্রমে ক্রমে রাজার নিকট পৌঁছিল। রাজা তখন সূয়ারকে নিজ রাজ-দরবারে ডাকিলেন। সূয়ার রাজদরবারে পৌঁছিয়া রাজার সম্মুখে সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করিলেন এবং রাজার প্রত্যক্ষ প্রমাণের জন্য ইন্দ্রকে আহ্বান করিয়া রাজদরবার মধ্যে বৃষ্টি করাইলেন। রাজা এসকল ঘটনা শ্রবণে ও দর্শনে বিস্মিত ও আনন্দিত হইয়া সূয়ারকে পুরস্কার দিলেন। রাজা কহিলেন—অদ্যাবধি তোমার নাম—মেঘমালিয়া সূয়ার। এই নামে তুমি ও তোমার ভবিষ্যৎ বংশধর পরিচিত হইবে। আর তোমার জন্য জগন্নাথকে একটি স্বতন্ত্র পিষ্টক ভোগের ব্যবস্থা করা হইল। ঐ পিষ্টকটি ঘৃত, কড়াইডাল, নারিকেল ও শর্করা দ্বারা প্রস্তুত করা হয়। পিঠাটির আকার একটি থালার মত এবং মোটা চারি আঙ্গুল। একটি পিঠা প্রায় দশজনের পূর্ণ আহার। এই পিঠাটি তোমার ও তোমার ভবিষ্যদ্ বংশধরের প্রাপ্য। শুনিলাম, এখনও সেই পিঠাটি তৈয়ারী করিবার জন্য সরকারকে ২৫৲ টাকার মত খরচ করিতে হয়, ১০৲ টাকায় বিক্রয় করিতে হয়। ঐ পিঠাটি ভারতবর্ষের বিভিন্ন দেবদেবীকে অর্পণ করিবার জন্য লোকে লইয়া যায়। এই পিঠাটি স্থানীয় লোকদের অত্যন্ত প্রিয়। তাহারা একটি পিঠাকে দুই কেজি দুগ্ধের মধ্যে ভিজাইয়া তৎসহ কিছু ছানা নারিকেল কলা ও চিনি একত্র মিশাইয়া এক সুন্দর প্রসাদ প্রস্তুত করেন। এখন সেই পিঠাটি —সূয়ার পিঠা বলিয়া পরিচিত, সমুদ্রতটে যেখানে ইন্দ্রসহ সূপকারের কথোপকথন হইয়াছিল, সেইটি **'স্বর্গদ্বার'** নামে পরিচিত।

[৩]

শ্রীনীলমাধব

শ্রীনীলমাধবের বামপদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ হইতে কুশাগ্রে জলবিন্দুবৎ অবিরত জলধারা পড়িয়া থাকে এবং সেই জলটি পাদপীঠতলে একটি গর্ত্তমধ্যে সঞ্চিত হয়। ইহার অত্যদ্ভুত বিশেষত্ব এই যে যাত্রা উৎসবাদি সময়ে লক্ষ লক্ষ লোকসমাগম হইলেও ঐ চরণামৃতের কোন অভাব হয় না। আবার সে গর্ত্তও কখনই পূর্ণ হইয়া সিংহাসনের নিম্নে উচ্ছলীত হইয়া পড়ে না। আশ্চর্য্যের কথা এই, শ্রীমন্দির বিরাট্ পর্ব্বতোপরি নির্ম্মিত। পাথরের মন্দির, পাথরের সিংহাসন। কিন্তু নীলমাধবের পদাঙ্গুষ্ঠ হইতে কি করিয়া জলবিন্দু নিঃসৃত হয়, ইহা পরম নাস্তিকের মনেও ভক্তির সঞ্চার করে। শুনিলাম, খণ্ডপাড়ার এক রাজা পরীক্ষা করিবার জন্য সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সেই জল পট্টবস্ত্র দ্বারা তুলিতে লাগিলেন। সারাদিন ধরিয়া চেষ্টা করিয়াও ঐ জল শুখাইতে পারেন নাই। পরিশেষে নীলমাধব পাদপদ্মে যে গঙ্গাদেবী সাক্ষাদ্‌ভাবে সংলগ্না আছেন, ইহা স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন। শ্রীনীল-মাধবের দক্ষিণপার্শ্বে মন্দিরের নিম্নে আর একটি প্রাচীন মন্দির আছেন—যেখানে শ্রীনীলমাধবের প্রিয় সেবক শ্রীসিদ্ধেশ্বর শিবলিঙ্গ বিরাজমান্। তাঁহার বিশেষত্ব এই যে, ভক্তেরা সারাদিন সেই শিবের মাথায় প্রচুর জল দ্বারা অভিষেক করিলেও তথায় একবিন্দুও চরণামৃত পাওয়া যায় না। এখানে বৈষ্ণবপ্রধান শ্রীসিদ্ধেশ্বর শিব জগদ্-বাসীকে বলিতেছেন—হে জগদ্‌বাসি, যেখানে আমার প্রভু স্বয়ং তাঁহার চরণামৃত বিতরণ করিতেছেন, সেখানে তোমরা আমার চরণামৃত পাইবার জন্য চেষ্টা করিয়া মূর্খতার পরিচয় দিতেছ কেন? অবশ্য শিব পরম দৈন্য ভরেই ইহা বলেন। নতুবা 'বৈষ্ণব চরণজল প্রেমভক্তি দিতে বল, আর কেহ নহে বলবন্ত।' তবে উৎকলের ইহাই বৈশিষ্ট্য। এখানে কোন শিব বা শক্তিমন্দির জগন্নাথ হইতে স্বতন্ত্রভাবে অবস্থিত নহেন। সবসময়েই তাঁহারা জগন্নাথের সেবকসেবিকারূপেই আত্মপরিচয় প্রদান করেন। পুরীতে অবস্থিত পঞ্চশিবের শ্রীজগন্নাথমন্দিরের বিভিন্ন সেবা রহিয়াছে। যেমন শ্রীলোকনাথ শ্রীজগন্নাথের ভাণ্ডার রক্ষক। প্রতিদিন রাত্রে মন্দির বন্ধ হইবার পূর্ব্বে শ্রীলোকনাথমন্দির হইতে আসিয়া শ্রীমন্দিরের ভাণ্ডারঘরে রক্ষকভাবে অবস্থান করেন। তৎপর সমস্ত মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ হয়। পরদিন মন্দিরের দ্বার উন্মুক্ত হইবার পর লোকনাথ তাঁহার নিজ মন্দিরে

ফিরিয়া যান। চন্দনযাত্রাকালে পঞ্চশিব মদনমোহনের পশ্চাতে কিঙ্করবৎ অনুগমন করেন। এইভাবে ভুবনেশ্বরে শ্রীলিঙ্গরাজ ও শ্রীঅনন্তবাসুদেব মধ্যে সেবক সেব্যভাব বিদ্যমান্। এইরূপে উড়িষ্যার সর্ব্বপ্রাচীন মন্দিরেই শ্রীনীলমাধব ক্ষেত্রের ন্যায় শ্রীনীলমাধব ও শ্রীসিদ্ধেশ্বর শিবমধ্যে সেব্য-সেবক সম্পর্ক বিদ্যমান। পূর্ব্বপক্ষ হইতে পারে শ্রীনীলমাধব অন্তর্দ্ধান হইবার পরে শ্রীজগন্নাথ-রূপে প্রকাশিত হইলেন। তবে শ্রীনীলমাধবের আর অস্তিত্ব ও বৈশিষ্ট্য কোথায়? তদুত্তরে বলা যায় যে, ভগবানের অনন্ত লীলা। ভগবান্ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে আবির্ভূত হইয়া যে সকল লীলা প্রকট করিয়াছেন, লীলা সঙ্গোপনের পরেও সে-সকল স্থানের মাহাত্ম্য কখনও লুপ্ত হয় না। শ্রীজগন্নাথরূপে প্রকাশিত হইবার পরে শ্রীনীলমাধব ক্ষেত্র-মাহাত্ম্য কমিয়া গেল, ইহা বলিবার কোনও যুক্তি নাই। নিত্যধামের নিত্য মহিমা কখনই লুপ্ত হয় না। যেমন ভগবান্ রামচন্দ্রের লীলাস্থল অযোধ্যা, শ্রীকৃষ্ণের মথুরা বৃন্দাবনাদি ক্ষেত্রমাহাত্ম্য কখনও ক্ষুণ্ণ হয় না, তদ্রূপ।

অদ্যাপিহ সেই লীলা করে গোরা রায়।
কোন কোন ভাগ্যবান্ দেখিবারে পায়॥
অন্ধীভূত চক্ষু যার বিষয় ধূলিতে।
কিরূপে সে পরতত্ত্ব পাইবে দেখিতে॥

(নীলমাধবের প্রতিশ্রুতি গত সংখ্যায় দ্রষ্টব্য।)

বর্ত্তমান শ্রীনীলমাধব মূর্ত্তি যে উড়িষ্যায় সর্ব্ব প্রাচীন, তাহা সর্ব্ববাদি-সম্মত। প্রথমে শবরের পূজিত বিগ্রহ অন্তর্দ্ধান হইলেও জগদ্বাসীর জন্য জগন্নাথরূপে প্রকাশিত হইবার পরে বিশ্বাবসুর প্রার্থনায় তিনি আবার নীলমাধবরূপেই অবস্থিত রহিলেন। যে দারুব্রহ্মরূপে ভাসিয়া আসিয়াছিলেন, সে দারু কতবার নবকলেবর হইয়াছে, তাই বলিয়া তাহার প্রাচীনত্ব নষ্ট হয় নাই।

ভক্ত-মাহাত্ম্য

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব তীর্থ মহারাজ]

যাঁহার সঙ্গ, সেবা ও কৃপার দ্বারা ভগবানে ভক্তি লাভ হয় তিনিই ভগবদ্ভক্ত। এই ভক্তই সাধু বা সৎ। ভক্তসঙ্গ ব্যতীত ভক্তিলাভ অসম্ভব। তাই বৃহন্নারদীয়-পুরাণ বলেন ভক্তিস্তু ভগবদ্ভক্ত-সঙ্গেন পরিজায়তে। সৎসঙ্গঃ প্রাপ্যতে পুংভিঃ সুকৃতৈঃ পূর্ব্বসঞ্চিতৈঃ॥ অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ দ্বারাই ভক্তি হয় এবং মহা-ভাগ্যফলেই ভক্তসঙ্গ লাভ হইয়া থাকে।

ভগবানের সুখবিধান ব্যতীত যাঁহার আর অন্য কোন কার্য্য নাই, ভগবানের সুখেই যাঁহার সুখ হয়, ভগবান্ ব্যতীত আপন বলিতে যাঁহার আর কেহ নাই, ভগবান্ই যাঁহার জীবন, ভূষণ ও একমাত্র আত্মীয়, যিনি ভগবানের সেবা ও ভগবানে প্রীতি ব্যতীত কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা এবং ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাদি কিছুই চান না, ভগবৎ-সেবাই যাঁহার জীবনের এক-মাত্র ব্রত ও লক্ষ্য, তিনিই ভক্ত।

শাস্ত্র বলেন

সেই শুদ্ধভক্ত যে তোমা ভজে তোমা লাগি।
আপনার সুখ-দুঃখে হয় ভোগ-ভাগী॥

যিনি নিজের সুখ-দুঃখ, সুবিধা-অসুবিধার দিকে লক্ষ্য না করিয়া ভগবানের সুখের জন্য সতত ভগবদ্ভজন করেন, তিনিই প্রকৃত ভক্ত।

যিনি ছাড়া ভগবানের আপন বা আত্মীয় বলিতে আর কেহ নাই, যাঁহার সুখবিধান ব্যতীত কৃষ্ণের আর কোন কার্য্য নাই, যাঁহাকে ছাড়িয়া ভগবান্ থাকিতে পারেন না, যাঁহার চিত্ত ও গৃহই ভগবানের বসতিস্থল, তিনিই ভক্ত। শাস্ত্র বলেন—

কৃষ্ণ সেই সত্য করে যেই মাগে ভৃত্য।
ভৃত্যবাঞ্ছা-পূরণ বিনা নাহি অন্য কৃত্য॥
ভক্তচিত্তে, ভক্তগৃহে সদা অবস্থান।
কভু গুপ্ত, কভু ব্যক্ত স্বতন্ত্র ভগবান্॥ (চৈঃ চঃ)

জগদ্গুরু শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন—

কনক, কামিনী, প্রতিষ্ঠা-বাঘিনী,
ছাড়িয়াছে যারে সেই ত' বৈষ্ণব।
সেই অনাসক্ত, সেই শুদ্ধভক্ত,
সংসার তথায় পায় পরাভব॥

কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী ও ভক্ত—ইঁহারা এক নহেন পরন্তু সকলেই পরস্পর পৃথক্। এজন্য কর্ম্মী জ্ঞানী নহেন, যোগী নহেন, ভক্ত নহেন। জ্ঞানী কর্ম্মী নহেন, যোগী নহেন, ভক্ত নহেন। যোগী কর্ম্মী নহেন, জ্ঞানী নহেন, ভক্ত নহেন। ভক্ত কর্ম্মী নহেন, জ্ঞানী নহেন, যোগী নহেন। ভগবৎ-সেবকই ভক্ত। সুতরাং ভগবৎ-সেবা ব্যতীত ভক্তের আর কোন কার্য্য বা কর্ত্তব্য নাই।

সাধু কে?—এই প্রশ্নের উত্তরে জগদ্গুরু শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু হরিভক্তিবিলাসের টীকায় বলিয়াছেন—

সন্তো ভগবদ্ভক্তা এব, ন তু কর্ম্ম-জ্ঞানাদিপরাঃ।

অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তই সাধু। কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী প্রভৃতি কেহই ভক্ত বা সাধুপদবাচ্য নহেন।

এ জগতে ভক্তসঙ্গই একমাত্র সারবস্তু। তাই বৃহন্নারদীয় পুরাণ বলেন—

অসারভূতে সংসারে সারমেতদজাত্মজ।
ভগবদ্ভক্তসঙ্গো হি হরিভক্তিং সমিচ্ছতাম্॥

ভগবদ্ভক্তই সৎ বা সাধু। এজন্য ভক্তসঙ্গই সৎসঙ্গ। এই অসার সংসারে ভগবদ্ভক্তসঙ্গই সার বস্তু বলিয়া সৎসঙ্গ করা বিশেষ প্রয়োজন। নতুবা মঙ্গল ও শান্তি সম্ভব নয়।

ভক্তসঙ্গ দ্বারাই ভক্তি হয়। সুতরাং যাঁহারা হরিভক্তি আকাঙ্ক্ষা করেন, তাঁহারা অবশ্যই সৎসঙ্গ করিবেন। এতদ্ব্যতীত ভক্তি অর্থাৎ নিত্যমঙ্গল ও নিত্যশান্তি লাভের অন্য কোন পন্থা নাই।

বদ্ধজীব আমরা নিজ চেষ্টা দ্বারা প্রকৃত সাধু বা ভক্তকে চিনিতে পারি না। কিন্তু সৎসঙ্গলাভের জন্য আন্তরিকতার সহিত ভগবানের নিকট কাতর প্রার্থনা জানাইলে পরমদয়াল শ্রীকৃষ্ণ অবশ্যই কৃপাপূর্ব্বক সৎসঙ্গ মিলিয়ে দেন এবং সৎসঙ্গ করিবার শক্তিও প্রদান করিয়া থাকেন। এজন্য মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তির চিন্তা বা হতাশার কিছু নাই। যে সত্য সত্য মঙ্গল চায়, ভগবৎকৃপায় তাহার মঙ্গল অবশ্যই হইবে, ইহা প্রত্যক্ষ সত্য।

ভক্ত কে?—এই প্রশ্নের উত্তরে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গমহাপ্রভু বলিয়াছেন—

কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম অতএব শান্ত।
ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধি-কামী সকলই অশান্ত॥

(চৈঃ চঃ ম ১৯।১৪৯)

নিষ্কাম শুদ্ধভক্তগণই সাধু, শান্ত ও সুখী। কিন্তু কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী প্রভৃতি সকাম বলিয়া অশান্ত, চঞ্চল, হতাশ ও দুঃখী।

শ্রীমদ্ভাগবতও বলেন—

মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণপরায়ণঃ।
সুদুর্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটিষ্বপি মহামুনে॥

(ভাঃ ৬।১৪।৫)

হে মহামুনে, কোটি কোটি জ্ঞানী মুক্ত ও সিদ্ধ জ্ঞানীদিগের মধ্যে নারায়ণপরায়ণ প্রশান্তাত্মা একজন শুদ্ধ ভক্ত পাওয়াও অত্যন্ত দুর্লভ।

ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেব আরও বলিয়াছেন—

কৃষ্ণভক্ত—দুঃখহীন, বাঞ্ছান্তর-হীন।
কৃষ্ণপ্রেম-সেবা-পূর্ণানন্দ-প্রবীণ॥

(চৈঃ চঃ ম ২৪।১৭৬)

কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম বলিয়া শান্ত ও সুখী। 'আশা হি পরমং দুঃখম্।' ভক্তের কামনা বা আশা নাই, তাই দুঃখও নাই।

জগজ্জীবকে উদ্ধার করিবার জন্য করুণাময় শ্রীহরি যে মূর্ত্তিতে ছদ্মবেশে বিশ্বে পরিভ্রমণ করেন, তিনিই ভগবদ্ভক্ত।

স্কন্দপুরাণ বলেন—

ভগবানেব সর্ব্বত্র ভূতানাং কৃপয়া হরিঃ।
রক্ষণায় চরল্লোঁকান্ ভক্তরূপেণ নারদ॥

পতিত জীবগণকে রক্ষা করিবার জন্য ভগবান্ শ্রীহরি ভক্তরূপেই বিশ্বে অবস্থান করেন।

বৃহন্নারদীয়-পুরাণে ভগবান্ শ্রীহরি মার্কণ্ডেয় মুনিকে বলিয়াছেন—

অহমেব দ্বিজশ্রেষ্ঠ নিত্যং প্রচ্ছন্নবিগ্রহঃ।
ভগবদ্ভক্তরূপেণ লোকান্ রক্ষামি সর্ব্বদা॥ (হঃ ভঃ বিঃ)

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আমি ভক্তরূপ ধারণ করিয়া জগতের সকলকে রক্ষা করিয়া থাকি।

বিষ্ণুর্ভক্তকুটুম্বীতি বদন্তি বিবুধাঃ সদা।
তদেব পালয়িষ্যামি মজ্জনো নানৃতং বদেৎ॥ (ঐ)
শ্রীসনাতনটীকা—ভক্ত এব কুটুম্বং তদ্বান্ ইতি।
(হরিভক্তিবিলাস ১০।১৩৭)

ভক্তগণই আমার কুটুম্ব অর্থাৎ একমাত্র আত্মীয়। আমি তাহাদিগকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা ও পালন করিয়া থাকি, ইহাই আমার ব্রত ও স্বভাব।

শাস্ত্র বলেন—

ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যঃ শূদ্রো বা যদি বেতরঃ।
বিষ্ণুভক্তিসমাযুক্তো জ্ঞেয়ঃ সর্ব্বোত্তমোত্তমঃ॥
(হঃ ভঃ বিঃ ১০।১০৬)

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের মধ্যে যিনি হরিভজন করেন তিনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

শাস্ত্র বলেন—

নীচ-জাতি নহে কৃষ্ণভজনে অযোগ্য।
সৎকুল, বিপ্র নহে ভজনের যোগ্য॥
যে-ই ভজে সে-ই বড়, অভক্ত-হীন ছার।
কৃষ্ণভজনে নাহি জাতি-কুলাদি-বিচার॥
(চৈঃ চঃ অঃ ৪।৬৬-৬৭)

স্কন্দপুরাণ বলেন—

স কর্ত্তা সর্ব্বধর্ম্মাণাং ভক্তো যস্তব কেশব।
স কর্ত্তা সর্ব্বপাপানাং যো ন ভক্তস্তবাচ্যুত॥

যিনি কৃষ্ণভক্ত তিনিই পরম-ধার্ম্মিক। তাঁহার ন্যায় ধার্ম্মিক আর কেহ নাই। কিন্তু যিনি কৃষ্ণভজন করেন না তিনি মহাপাপী।

ধর্ম্মো ভবত্যধর্ম্মোঽপি কৃতো ভক্তৈস্তবাচ্যুত।
পাপং ভবতি ধর্ম্মোঽপি তবাভক্তৈঃ কৃতো হরে॥

ভক্তগণ কদাচিৎ পাপ করিলেও তাঁহাদের নরক হয় না। ভগবদ্-ভক্তিপ্রভাবে সেই অধর্ম্মও ধর্ম্মে পর্য্যবসিত হয়। আর যাহারা কৃষ্ণভজন করে না, তাহাদের ধর্ম্মকার্য্যও পাপে পর্য্যবসিত হইয়া থাকে। তাহারা পুণ্য করিলেও ভগবদ্ভজন না করিয়া ভগবান্‌কে অনাদর করার জন্য তাহাদের নরকই হয়।

তাই শাস্ত্র বলেন—

চারি-বর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে।
স্বধর্ম্ম করিলেও নরকে পড়ি মজে॥

এই শাস্ত্রবাক্য দ্বারা স্পষ্টই জানা যায় যে, হরি-ভজন করার ন্যায় ধর্ম্মও আর কিছু নাই, আর হরিভজন না করিয়া ভগবান্‌কে অনাদর করার ন্যায় এত অধর্ম্মও আর কিছু নাই।

শাস্ত্র আরও বলেন—

যদি মধুমথন ত্বদঙ্ঘ্রিসেবাং
হৃদি বিদধাতি জহাতি বা বিবেকী।
তদখিলমপি দুষ্কৃতং ত্রিলোকে
কৃতমকৃতং ন কৃতং কৃতঞ্চ সর্ব্বম্॥
(পদ্যাবলী ১০)

যিনি ভগবানের সেবা করেন, তিনি অসংখ্য পাপ করিলেও তাঁহাকে পাপের ফল ভোগ করিতে হয় না। আর যে সকল ব্যক্তি হৃদয়দেবতা ভগবানের সেবা করে না, তাহারা পাপ না করিলেও ভগবদ্ভজন না করার জন্য পৃথিবীতে যত পাপ আছে সেই সব পাপের ফল তাহাদিগকে ভোগ করিতে হয়।

গরুড়-পুরাণ বলেন—

সমীপে তিষ্ঠতে যস্য হ্যন্তকালেঽপি বৈষ্ণবঃ।
গচ্ছতে পরমং স্থানং যদ্যপি ব্রহ্মহা ভবেৎ॥

দেহত্যাগের সময় যদি কোন ভগবদ্ভক্ত তথায় উপস্থিত থাকেন তাহা হইলে ব্রহ্মহত্যাকারী ব্যক্তিও বৈকুণ্ঠে গমন করিয়া থাকে।

নারদীয়-পুরাণ বলেন—

শ্বপচোঽপি মহীপাল বিষ্ণোর্ভক্তো দ্বিজাধিকঃ।
বিষ্ণুভক্তিবিহীনো যো যতিশ্চ শ্বপচাধিকঃ॥

চণ্ডাল-কুলোদ্ভূত ভক্তও অভক্ত ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং ভক্তিহীন সন্ন্যাসীও ভগবদ্ভক্ত চণ্ডাল অপেক্ষা নিকৃষ্ট।

স্কন্দপুরাণ বলেন—

যেষাং স্মরণমাত্রেণ পাপলক্ষশতানি চ।
দহ্যন্তে নাত্র সন্দেহো বৈষ্ণবানাং মহাত্মনাম্॥

ভগবদ্ভক্তকে স্মরণ করিবামাত্রই লক্ষ লক্ষ পাপ তৎক্ষণাৎ নষ্ট হয়।

যেষাং পাদরজেনৈব প্রাপ্যতে জাহ্নবীজলম্।
নার্ম্মদং যামুনঞ্চৈব কিং পুনঃ পাদয়োর্জলম্॥

ভক্তের পদধূলি গ্রহণ করিলে গঙ্গা ও যমুনা-স্নানের ফল লাভ হয়, ভক্তের শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ করিলে অসংখ্য তীর্থভ্রমণের ফল ও ভগবানে ভক্তি হইয়া থাকে। সুতরাং তাঁহাদের শ্রীচরণামৃত-পানের দ্বারা যে মহা-মঙ্গল হয়ই তাহা বলাই বাহুল্য।

মহাভারত বলেন—

ঈশ্বরং সর্ব্বভূতানাং জগতঃ প্রভবাপ্যয়ং।
ভক্তা নারায়ণং দেবং দুর্গাণ্যতিতরন্তি তে॥

যে সকল ব্যক্তি জগদীশ্বর শ্রীহরির ভজন করেন, তাঁহারা অনায়াসে দুঃখময় সংসার হইতে মুক্তি লাভ করেন এবং বিবিধ দুঃখ হইতেও নিষ্কৃতি পান।

শাস্ত্র বলেন—

স্বদর্শন স্পর্শন-পূজনৈঃ কৃতী,
তমাংসি বিষ্ণুপ্রতিমেব বৈষ্ণবঃ।
ধুন্বন্ বসত্যত্র জনস্য যন্ন তৎ,
স্বার্থং পরং লোকহিতায় দীপবৎ॥

(হঃ ভঃ বিঃ)

দয়ালু ভগবদ্ভক্তগণ ভগবদ্বিগ্রহবৎ জীবগণকে দর্শন, স্পর্শ ও সেবা দিয়া তাঁহাদের পাপ ও অজ্ঞানতা দূর করিয়া থাকেন। তাহাতে তাঁহাদের নিজের কোন স্বার্থ নাই। কারণ জগতের মঙ্গলের জন্যই তাঁহারা পৃথিবীতে অবস্থান করেন।

শাস্ত্র আরও বলেন—

যে ভজন্তি জগদ্‌যোনিং বাসুদেবং সনাতনম্।
ন তেভ্যো বিদ্যতে তীর্থমিধকং রাজসত্তম॥

যাঁহারা জগদীশ্বর শ্রীহরির আরাধনা করেন, সেই ভক্তগণ মহা-তীর্থস্বরূপ। তাঁহাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তীর্থ আর কিছু নাই।

যত্র ভাগবতাঃ স্নানং কুর্ব্বন্তি বিমলাশয়াঃ।
তত্তীর্থমধিকং বিদ্ধি সর্ব্বপাপবিশোধনম্॥

যেখানে শুদ্ধভক্তগণ স্নান করেন, তাহা মহাতীর্থসদৃশ। তথায় স্নান করিলে জীবের যাবতীয় পাপ নষ্ট হয়। এইজন্যই শাস্ত্র বলেন—'ভক্তা এব পরমং তীর্থম্।' (শ্রীসনাতনটীকা—হঃ ভঃ বিঃ)

যত্র রাগাদিরহিতা বাসুদেবপরায়ণাঃ।
তত্র সন্নিহিতো বিষ্ণুর্নৃপতে নাত্র সংশয়ঃ॥

যেস্থানে নিরন্তর ভজন-পরায়ণ নিষ্কাম ভক্তগণ বাস করেন, ভগবান্ শ্রীহরি সর্ব্বদা তথায় সানন্দে অবস্থান করিয়া থাকেন।

যে নৃশংসা দুরাত্মানঃ পাপাচাররতাঃ সদা।
তেঽপি যান্তি পরং ধাম নারায়ণপরাশ্রয়াঃ॥

দুরাত্মা, ক্রূর ও মহাপাপী ব্যক্তিও হরিভক্তকে আশ্রয় করিয়া ভগবৎ কৃপায় বৈকুণ্ঠে গমন করিতে পারে।

স্মৃতঃ সম্ভাষিতো বাপি পূজিতো বা দ্বিজোত্তমাঃ।
পুনাতি ভগবদ্ভক্তশ্চাণ্ডালোঽপি যদৃচ্ছয়া॥

চণ্ডাল-কুলোদ্ভূত হরিভক্তকে কিঞ্চিৎমাত্র স্মরণ, তাঁহার সহিত আলাপ, তাঁহার সঙ্গ ও কিঞ্চিৎ সেবা করিলেও জীব নিত্যমঙ্গল লাভ করিয়া থাকে।

জন্মান্তরসহস্রেষু বিষ্ণুভক্তো ন লিপ্যতে।
যস্য সন্দর্শনাদেব ভস্মীভবতি পাতকম্॥

হরিভক্তগণ প্রমাদ বশতঃ কথঞ্চিৎ পাপ করিলেও পাপ তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, উপরন্তু তাঁহাকে দর্শন করিবামাত্র পাপী লোকও পাপ হইতে মুক্ত হইয়া ভক্ত হইবার সৌভাগ্য পায়।

ভগবান্ নিজেও বলিয়াছেন—

ন মে প্রিয়শ্চতুর্ব্বেদী মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ।
তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথা হ্যহম্।

শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—চতুর্ব্বেদী বিপ্রও ভক্তিহীন হইলে আমার প্রিয় হইতে পারে না। কিন্তু চণ্ডাল-কুলোদ্ভূত ব্যক্তিও ভক্তিমান্ হইলে আমার প্রিয় হয়। সেই চণ্ডালকুলোদ্ভূত ভক্তকেই দান করা উচিত, তাঁহার কৃপা ভিক্ষা করা উচিত এবং তাঁহার সঙ্গ ও সেবা

করা কর্ত্তব্য। তাহা হইলেই আমি প্রসন্ন হইব।

শাস্ত্র বলেন—

সভর্ত্তৃকা বা বিধবা বিষ্ণুভক্তিং করোতি যা।
সমুদ্ধরতি চাত্মানং কুলমেকোত্তরং শতম্॥

বিধবা বা সধবা মহিলাগণ হরিভজন করিলে তাঁহাদের শতকুল সংসার হইতে উদ্ধার লাভ করে।

আদিপুরাণে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন—

বৈষ্ণবান্ ভজ কৌন্তেয় মা ভজস্বান্যদেবতাঃ।
পুনন্তি বৈষ্ণবাঃ সর্ব্বে সর্ব্বদেবমিদং জগৎ।
মদ্ভক্তো দুর্ল্লভো যস্য স এব মম দুর্ল্লভঃ॥
তৎপরো দুর্ল্লভো নাস্তি সত্যং সত্যং ধনঞ্জয়।
জগতাং গুরবো ভক্তা ভক্তানাং গুরবো বয়ম্॥
সর্ব্বত্র গুরবো ভক্তা বয়ঞ্চ গুরবো যথা।
অস্মাকং বান্ধবা ভক্তা ভক্তানাং বান্ধবা বয়ম্।
অস্মাকং গুরবো ভক্তা ভক্তানাং গুরবো বয়ম্।
মদ্ভক্তা যত্র গচ্ছন্তি তত্র গচ্ছামি পার্থিব।
ভক্তানামনুগচ্ছন্তি মুক্তয়ঃ শ্রুতিভিঃ সহ॥
যে মে ভক্তজনাঃ পার্থ ন মে ভক্তাশ্চ তে জনাঃ।
মদ্ভক্তানাঞ্চ যে ভক্তাস্তে মে ভক্ততমা মতাঃ॥
যে কেচিৎ প্রাণিনো ভক্তা মদর্থে ত্যক্তবান্ধবাঃ।
তেষামহং পরিক্রীতো নান্যক্রীতো ধনঞ্জয়॥

(হঃ ভঃ বিঃ)

শ্রীসনাতনটীকা—দুর্ল্লভ অর্থে বল্লভ অর্থাৎ প্রিয়।

শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—হে অর্জ্জুন! তুমি ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ ও সেবা কর, তাহা হইলে তুমি সুখী হইতে পারিবে। কারণ ভক্তগণ দেবতা ও মনুষ্য সকলকেই পবিত্র করিয়া থাকেন।

হে অর্জ্জুন! আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি—যাঁহারা আমার ভক্তকে প্রীতি করেন, তাঁহারাই আমার প্রকৃত প্রিয়। ভক্তগণ নিখিল জগতের গুরু, আর আমি ভক্তগণের গুরু। আমি যেরূপ সকলের গুরু, ভক্তগণও তদ্রূপ জগদ্গুরু। ভক্তগণ আমার বান্ধব এবং আমিও ভক্তগণের বান্ধব! ভক্তগণ আমার গুরু এবং আমি ভক্তগণের গুরু। হে ধনঞ্জয়! ভক্তগণ যেখানে গমন করেন, আমিও সেখানে গমন করিয়া থাকি। মুক্তি ও শ্রুতি সকলেই আমার ভক্তের অনুগমন করিয়া থাকে। হে অর্জ্জুন! যাহারা আমার ভক্ত তাহারা আমার প্রকৃত ভক্ত নয়। কিন্তু যাহারা আমার ভক্তের ভক্ত অর্থাৎ গুরুনিষ্ঠ ভক্ত তাহারাই আমার প্রকৃত ভক্ত। হে পার্থ! যাহারা আমার জন্য বন্ধুবান্ধব সব ত্যাগ করিয়াছে অথবা তাহাদের প্রতি আসক্তিরহিত হইয়াছে, আমি সেই ভক্তগণের বশীভূত, জানিও। এতদ্ব্যতীত অপর কেহ আমাকে আকৃষ্ট বা বশীভূত করিতে পারে না।

বৃহন্নারদীয়-পুরাণ বলেন—

নামযুক্তজনাঃ কেচিজ্জাত্যন্তরসমান্বিতাঃ।
কুর্ব্বন্তি মে যথা প্রীতিং ন তথা বেদপারগাঃ॥

ভগবান্ বলিয়াছেন—হরিনাম-পরায়ণ নীচ-কুলোদ্ভূত ব্যক্তির প্রতি আমি যেরূপ প্রসন্ন হই, বেদবিদ্ ব্রাহ্মণগণের উপর তাদৃশ প্রসন্ন হই না।

শাস্ত্র বলেন—

হরিভক্তি-পরো যত্র তত্র ব্রহ্মা হরিঃ শিবঃ।
তত্র দেবাশ্চ সিদ্ধাশ্চ নিত্যং তিষ্ঠন্তি সত্তমাঃ॥

হরিভক্তগণ যেখানে থাকেন, ভগবান্ শ্রীহরি ও দেবতাগণ সকলেই সেখানে অবস্থান করেন।

যতিনাং বিষ্ণুভক্তানাং পরিচর্য্যাপরায়ণৈঃ।
ঈক্ষিতা অপি গচ্ছন্তি পাপিনোঽপি পরাং গতিম্॥

সন্ন্যাসী হরিভক্তের পরিচর্য্যাকারী সজ্জনগণ যে সকল ব্যক্তির প্রতি দৃষ্টিপাত করেন, পাতকী হইলেও তাহারা পরমা গতি লাভ করেন।

শাস্ত্র আরও বলেন—

রিপবস্তং ন হিংসন্তি ন বাধন্তে গ্রহাশ্চ তম্।
রাক্ষসাশ্চ ন খাদন্তি নরং বিষ্ণুপরায়ণম্॥

ভগবান্ ভক্তগণের রক্ষক বলিয়া কি শত্রু, কি গ্রহ কেহই তাঁহাদের কোন ক্ষতি করিতে পারে না।

ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণ বলেন—

ত্যক্ত সর্ব্বকুলাচারো মহাপাতকবানপি।
বিষ্ণোর্ভক্তং সমাশ্রিত্য নরো নার্হতি যাতনাম্॥

কদাচারী মহাপাপী ব্যক্তিও ভাগ্যক্রমে ভগবৎ কৃপায় ভগবদ্ভক্ত সদ্গুরুকে আশ্রয় করিলে তাহার

নরক ত' হয়ই না, উপরন্তু সে সাধুগুরু-কৃপায় সংসার হইতে মুক্ত হইয়া ভগবান্‌কেও লাভ করিতে পারে।

শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—

যেষাং সংস্মরণাৎ পুংসঃ সদ্য শুদ্ধ্যন্তি বৈ গৃহাঃ।
কিং পুনর্দর্শনস্পর্শপাদশৌচাসনাদিভিঃ॥

ভগবদ্ভক্তগণকে স্মরণ করিলে মানবগণ সদ্যই পবিত্র হয়; সুতরাং ভক্তের দর্শন, স্পর্শন, চরণ-প্রক্ষালন ও উপবেশনাদি দ্বারা যে গৃহ পবিত্র হইবে, ইহাতে আর বিচিত্র কি?

শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ন্ত্বহম্।
মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি॥

শ্রীসনাতনটীকা—

মম হৃদয়ম্ অন্তরঙ্গং সারবস্তু বা। (হঃ ভঃ বিঃ)

ভক্তগণই আমার হৃদয় অর্থাৎ সার, সর্ব্বস্ব ও প্রাণাপেক্ষা প্রিয় এবং আমিও ভক্তগণের জীবন, ভূষণ যা কিছু সব। এইজন্য ভক্তগণ আমার চিন্তা না করিয়া পারেন না এবং আমিও ভক্তগণের চিন্তা না করিয়া থাকিতে পারি না।

অহং ভক্তপরাধীনো হ্যস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ।
সাধুভির্গ্রস্তহৃদয়ো ভক্তৈর্ভক্তজন প্রিয়ঃ॥

আমি ভক্তের অধীন ও ভক্তপ্রিয়। ভক্তিদ্বারা ভক্তগণ আমার হৃদয় জয় করিয়াছে। আমি যেমন ভক্তগণের প্রিয়, ভক্তগণও তদ্রূপ আমার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়। যেখানে ভক্ত সেখানেই আমি। যেখানে ভক্ত নাই সেখানে আমিও থাকি না।

জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন—কৃষ্ণভক্ত গুরু-বৈষ্ণবের সেবা দ্বারাই প্রকৃত কৃষ্ণসেবা হয়। সহজিয়াগণ এটা বুঝ্‌তে পারে না তা'রা মনে করে—যে কৃষ্ণের সেবা-পূজা করে, সে-ই খুব বড়। তাই তা'রা নিজে বৈষ্ণব-অভিমান করে, অপরের সেবা নেয়, নিজে গুরুবৈষ্ণবের সেবা ছেড়ে দেয়। কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেবের কথা ও গোস্বামিগণের কথা শুনেছেন যাঁ'রা, তাঁ'রা জানেন — কৃষ্ণের ভক্ত গুরু-বৈষ্ণবের সেবা দ্বারাই সত্যি সত্যি কৃষ্ণসেবা হয়। কৃষ্ণভক্তের সেবা ছেড়ে কৃষ্ণসেবার ছলনার কোন মূল্য নাই।

যা'রা সাধু-গুরুর সেবা ও আনুগত্য ছেড়ে কৃষ্ণ-সেবা ও নামভজনের অভিনয় করে, তা'দের প্রতি পদে পদে অপরাধ হয়। অপরাধ থাক্‌লে কৃষ্ণনাম বা কৃষ্ণসেবা হ'ল না। কিন্তু যে সব শরণাগত ভক্ত গুরু-বৈষ্ণবের আনুগত্য ও সেবা করে, গুরু-কৃষ্ণ কৃপায় তা'দেরই কৃষ্ণসেবা ও নাম হয়। কৃষ্ণভক্ত গুরু-বৈষ্ণবের সেবা যারা আদর ও প্রীতিপূর্ব্বক করে, তা'দের প্রতিই শ্রীচৈতন্যদেব ও গোস্বামিগণের কৃপা হয়।

শ্রীমদ্ভাগবত (১১।২।৪৭) বলেন—

অর্চ্চায়ামেব হরয়ে পূজাং যঃ শ্রদ্ধয়েহতে।
ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ॥

যিনি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রীবিষ্ণুর পূজা করেন, কিন্তু ভক্তের সেবা বা অন্যকে আদর করেন না, তিনি প্রাকৃতভক্ত অর্থাৎ ভক্তিপর্ব্ব আরম্ভ করিয়াছেন মাত্র। এজন্য তিনি কনিষ্ঠ-ভক্ত বা শুদ্ধভক্ত নহেন পরন্তু কনিষ্ঠাধিকারী।

শ্রদ্ধা করি মূর্ত্তি পূজে ভক্ত না আদরে।
মূর্খ নীচ পতিতেরে দয়া নাহি করে॥
বলরাম-শিব প্রতি প্রীত নাহি করে।
ভক্তাধম কহে শাস্ত্রে এ সব জনারে॥

(চৈঃ ভাঃ ম ৫। ১৪৬, ১৪৮)

শাস্ত্র বলেন—

কৃষ্ণ-সেবা হৈতেও বৈষ্ণবসেবা বড়।
ভাগবত আদি সব শাস্ত্রে কৈল দঢ়॥
সিদ্ধির্ভবতি বা নেতি সংশয়োঽচ্যুতসেবিনাম্।
নিঃসংশয়স্তু তদ্ভক্তপরিচর্য্যারতাত্মনাম্॥

যাহারা স্বতন্ত্রভাবে ভগবৎসেবা করে, তাহাদের সিদ্ধি হয় না। কিন্তু যাঁহারা ভগবদ্ভক্ত শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের আনুগত্যে ভগবৎ-সেবা করেন তাঁহাদের সিদ্ধি হয়ই।

এতেকে বৈষ্ণবসেবা পরম উপায়।
ভক্ত-সেবা হৈতে সে সবাই কৃষ্ণ পায়॥

(চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৩।৪৮৫ ৮৭)

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিহৃদয় বন মহারাজের ব্রজধামে নিত্যলীলাপ্রবেশ

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৭ম সংখ্যা ১৩৮ পৃষ্ঠার পর]

স্বামিজী ক্যাণ্টারবারি ও ইয়র্কের রাজগুরু আর্কবিশপ মহোদয়দ্বয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাদের নিকট মহাপ্রভুর মতবৈশিষ্ট্য কীর্ত্তন করিলে তাঁহারা তচ্ছ্রবণে স্বামিজীর প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন।

স্বামিজী ক্রমশঃ অকস্‌ফোর্ড, কেম্ব্রিজ, এক্‌জিটার প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং লণ্ডনের বহু সংস্থায় মহাপ্রভুর বাণী প্রচার করেন। তিনি শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের কৃপানুমোদনে লণ্ডনে সেক্রেটারী অফ্ ষ্টেট ফর ইণ্ডিয়া লর্ড জেটল্যাণ্ড মহোদয়ের সভাপতিত্বে 'লণ্ডন গৌড়ীয় মিশন সোসাইটি' নামক একটি প্রচার-কেন্দ্র স্থাপন করেন। সদ্ধর্ম্মানুরাগী লর্ডের জিজ্ঞাসিত প্রশ্নোত্তরে শ্রীল প্রভুপাদ প্রতিসপ্তাহে এয়ারমেলে যে হরিকথা প্রেরণ করিতেন, তাহাই ঐ সভার প্রধান আলোচ্য বিষয় হইত। স্বামিজী লর্ড জেট্‌ল্যাণ্ড, লর্ড ল্যামিংটন, লর্ড হালিফাক্স, লর্ড গোসেন, স্যর ফ্রান্সিস্ ইয়ং হাজব্যাণ্ড, স্যর এড্‌ওয়ার্ড ডেনিসন প্রভৃতি মনীষিগণের সভাপতিত্বে লণ্ডনের বিভিন্নস্থানে ভাষণ দান করেন। তাঁহার প্রচারগৌরবে লণ্ডনে বেশ একটি সাড়া পড়িয়া যায়। তাই তাঁহার লণ্ডন-টেম্পল স্কীম সজ্জন-সমাজে বিশেষভাবে সমাদৃত হয়। উহার একটি ট্রাষ্টও গঠিত হইয়াছিল। ত্রিপুরার মহারাজ প্রভৃতি অনেকেই ঐ মন্দির নির্ম্মাণার্থ অর্থানুকূল্যদানে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধিয়া যাওয়ায় ঐ স্কীম আর কার্য্যকরী হইতে পারে নাই।

তাঁহার জার্ম্মাণে প্রচার কার্য্যও খুব সাফল্যমণ্ডিত হয়। সেখানেও লণ্ডনের ন্যায় বেশ সাড়া পড়িয়া যায়। তিনি বার্লিন, কোয়েনিংসবার্গ, ওয়াণ্ডিয়াকেন প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষণ দান করেন। প্যারিসেও আমন্ত্রিত হইয়া বক্তৃতা দেন। হিজ ম্যাজেষ্টী ভূতপূর্ব্ব কাইজার কর্ত্তৃক বিশেষভাবে সমাদৃত হন। লিপজিগ্, ড্রেসডেন, প্রাগ, ভিয়েনা, মিউনিক, টুএবিঙ্গেন, বন, মারবার্গ প্রভৃতি বহু বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং বিভিন্ন সংস্থায় তাঁহার সার্ব্বজনীন ভাগবতধর্ম্ম বিষয়ক ভাষণ শ্রোতৃবৃন্দের বিশেষভাবে হৃদয়গ্রাহী হয়। তিনি অল্পদিনের মধ্যেই জার্ম্মাণভাষা শিক্ষা করিয়া সেই ভাষায় দুইখানি পুস্তিকাও রচনা করেন। স্বামিজী ১৯৩৬ সালে ডিসেম্বর মাসে ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং বহু মনীষিকর্ত্তৃক বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধিত হন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মে একমাস থাকিবার পর তাঁহাকে আবার কয়েকটি ভাষণ দানের জন্য লণ্ডন যাইতে হয়। ফেব্রুয়ারী মাসে তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ১৯৩৭ সালের ১লা জানুয়ারী প্রত্যূষে ৫ ঘটিকার সময় পরমারাধ্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের নিত্যলীলা নিশান্তলীলায় প্রবেশ করিলে শিষ্যবর্গ সকলেই খুব বিরহকাতর হইয়া পড়েন। ইহার কিছুদিন পরে স্বামীজী রেঙ্গুণে শুভবিজয় করেন। তথায় রেঙ্গুণসিটি টাউনহলে রেঙ্গুণের মেয়রের সভাপতিত্বে সভার অধিবেশন হয়, তাহাতে স্বামিজীর ভাষণ খুবই চিত্তাকর্ষক হয়।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটের পর স্বামীজী একটু স্বতন্ত্রভাবে অবস্থানপূর্ব্বক ইংরাজী, বাংলা ও হিন্দী ভাষায় কতিপয় গ্রন্থ রচনায় মনোনিবেশ করেন। 'ইণ্ডিয়ান ফিলসফি এণ্ড কাল্‌চার' নামক একটি ত্রৈমাসিক ইংরাজী পত্রিকাও প্রচার করেন। শ্রীধাম বৃন্দাবনে ইন্‌ষ্টিটিউট্ অফ্ ওরিয়েন্টাল ফিলসফী কলেজ এবং শ্রীনন্দগ্রামেও পাবন সরোবরতটে একটি ইণ্টার কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন।

১৯৩৮ সালে অযোধ্যায় বসিয়া এক যজুর্ব্বেদী পণ্ডিতের নিকট বেদ অধ্যয়ন করতঃ স্বামীজী বাংলা ভাষায় 'বেদের পরিচয়' নামক একটি গ্রন্থ রচনা করেন। ১৯৩৯ সালে স্বামীজী শ্রীগৌরবাণী প্রচারার্থ আমেরিকা যাত্রা করেন এবং তথায় চিকাগো, নিউইয়র্ক, বোষ্টন, ষ্টকব্রিজ, ওয়াশিংটন, ফিলাডেলফিয়া প্রভৃতি স্থানে প্রচারকার্য্য করেন। তিনি জাপানেও মহাপ্রভুর বাণী

প্রচার করিয়া হংকং হইয়া ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

শ্রীধাম বৃন্দাবনে স্বামীজী বৈষ্ণব থিওলজিকাল ইউনিভার্সিটী স্থাপন করিলেও নানাকারণে তাঁহাকে উহা ইন্‌ষ্টিটিউট অফ্ ওরিয়েন্টাল ফিলজফিরূপে রূপান্তরিত করিতে হয়।

স্বামীজী ১৯৫০ সালে হরিদ্বারে ও ১৯৫৬ সালে প্রয়াগে অনুষ্ঠিত কুম্ভস্নানে চারিসম্প্রদায়ের বৈষ্ণবের সভাপতিরূপে সম্মানিত হন।

স্বামীজী আরও কএকবার পাশ্চাত্ত্যের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে আমন্ত্রিত হইয়া ঐ সকল স্থানে ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের শ্রীভাগবতধর্ম্মবৈশিষ্ট্য প্রচার করেন। ১৯৬০ সালে পশ্চিমজার্ম্মানী, অষ্ট্রিয়া বেলজিয়াম, হলাণ্ড, ডেনমার্ক, সুইডেন প্রভৃতি স্থানের বহু বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং ১৯৭৪-১৯৭৫ সালেও পুনরায় তিনি আমেরিকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় দর্শনের বৈশিষ্ট্য কীর্ত্তন করেন। পৃথিবীর অন্যান্য দর্শনশাস্ত্র হইতে ভারতীয় দর্শনের—বিশেষতঃ শ্রীমহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত বৈষ্ণব-দর্শনের অসমোর্দ্ধ বৈশিষ্ট্য প্রদর্শনই স্বামীজীর প্রচারের মৌলিক বিশেষত্ব।

শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমপূজনীয় শ্রীমদ্ ভক্তিদয়িত মাধব মহারাজ পুরীধামে পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের পাদপীঠে প্রথম শ্রীশ্রীব্যাস-পূজা মহোৎসব অনুষ্ঠানকালে তাঁহা কর্ত্তৃক আহুত হইয়া পরমপূজ্যপাদ শ্রীল বন মহারাজ শ্রীধাম বৃন্দাবন হইতে পুরীধামে শুভাগমন করতঃ পরমারাধ্য প্রভুপাদের পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান ও সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত সভায় অপূর্ব্ব ভাষণ দান করেন। তাঁহার সেই সুমধুর কণ্ঠস্বর যেন আজও আমাদের কর্ণকুহরে ঝংকৃত হইতেছে। তাঁহার অপ্রকটলীলার পূর্ব্বে আরও একবার মনে হয় তিনি পুরীধামে আসিয়াছিলেন। তথায় শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা উৎসবে অসুস্থতা-নিবন্ধন তিনি আর আসিতে পারেন নাই। তিনি পূজ্যপাদ মাধব মহারাজের শ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাব-স্থানটি উদ্ধার করতঃ তথায় অভ্রভেদী শ্রীমন্দির নির্ম্মাণ ও শ্রীবিগ্রহ-সেব্যপ্রকাশজন্য বিশেষভাবে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও উল্লাস প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

গত ২২শে জুলাই তারিখে শ্রীধামবৃন্দাবনে তাঁহার ভজনকুটীরে তদীয় বিরহ-স্মৃতিপূজা মহোৎসবের বিপুল আয়োজন হইয়াছিল। তাহাতে চারিসম্প্রদায়ের মহান্ত আচার্য্য ও বৈষ্ণববৃন্দ সকলেই যোগদান করিয়া পূজ্যপাদ মহারাজের পবিত্র স্মৃতি তর্পণ করেন। তাঁহাদিগের সকলকেই বিচিত্র মহাপ্রসাদ দ্বারা আপ্যায়িত করা হইয়াছিল।

মহারাজ তাঁহার প্রকটকালেই ভজনকুটীরে যে সমাধিমন্দির নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছিলেন, সেই সমাধি মন্দিরেই তাঁহার শ্রীকলেবর ৮ই জুলাই তারিখেই সমাধিস্থ করা হইয়াছে।

গত ২৮শে বৈশাখ, ১৩৮৯; ইং ১২ই মে, ১৯৮২ বুধবার 'যুগান্তর' দৈনিক পত্রের ৪র্থ পৃষ্ঠায় 'বন মহারাজ' শীর্ষক একটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধে মহারাজের একটি সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ পত্রের ৩২ আষাঢ় ১৭ জুলাই শনিবার সংখ্যায় 'বনমহারাজ লোকান্ত' শীর্ষক সংবাদে তাঁহার অপ্রকট বার্ত্তাও প্রকাশিত হইয়াছে। ভারতের অন্যান্য সংবাদপত্রেও তাঁহার তিরোধান সংবাদ বাহির হইয়াছে।

স্বামীজীর ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর ইংরাজী অনুবাদটিকে থিসিস্‌রূপে গ্রহণ করিয়া আমেরিকার পিপলস্ বিশ্ব-বিদ্যালয় তাঁহাকে ডি-লিট্, এবং পোর্টরিকার আর্ক-বিশপ এবং নরওয়ে সুইডেনের ক্যাথলিক খৃষ্টীয়ান চার্চ্চ তাঁহাকে ডক্টর অফ্ ডিভিনিটী (D. D.) উপাধিদ্বারা সম্মানিত করেন।

স্বামীজীর ইংরাজী, জার্ম্মাণ ও বঙ্গভাষায় রচিত ভক্তিগ্রন্থগুলিও তাঁহার পারমার্থিক জীবনের অত্যদ্ভুত অবদান।

একই জীবনে সমগ্র পৃথিবীব্যাপী এইপ্রকার ব্যাপক ভাবে শুদ্ধভক্তিপ্রচার এবং এতগুলি ভক্তিগ্রন্থপ্রণয়ন-সেবা শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের একান্ত অনুগ্রহ ব্যতীত কখনই কাহারও পক্ষে সম্ভবপর হইতে পারে না। তাঁহার ন্যায় একজন পরম বান্ধবকে হারাইয়া আমরা আজ খুবই

সন্তপ্ত। এ সন্তাপ আর ভাষার দ্বারা ব্যক্ত করিবার নহে। মিশনের এ ক্ষতিও আর পূর্ণ হইবার নহে।

আমাদের বিভিন্ন মঠে বিভিন্ন দিবসে তাঁহার বিরহ সভা অনুষ্ঠিত হইয়াছে। গত ৮ই আগষ্ট (১৯৮২) তাঁহার সুযোগ্য শিষ্য শ্রীযুক্ত প্রাণতোষ বসু মহোদয়ের বিশেষ চেষ্টায় ১১নং লর্ড সিংহ রোডস্থ শ্রীশিক্ষায়তন হলে অপরাহ্ণ ৫-৩০ ঘটিকায় একটি বিদ্বজ্জন মণ্ডিত বিরহস্মৃতি সভার অধিবেশন হইয়াছিল। এই সভার পৌরোহিত্য করিয়াছিলেন কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার শ্রীশঙ্করদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন শ্রীচপলাকান্ত ভট্টাচার্য্য মহোদয়। প্রথমে শ্রীধাম নবদ্বীপ শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠাশ্রিত সেবকগণের পক্ষ হইতে ভক্ত শ্রীনিমাইদাস ব্রহ্মচারী সংস্কৃত পদ্যে চিত শ্রীপাদ বন মহারাজের 'স্মৃতিমঙ্গলচারণম্' পাঠ করেন। অতঃপর পূজ্যপাদ মহারাজের প্রতিকৃতিতে মাল্যদানাদিরপর উদ্বোধন-সঙ্গীত কীর্ত্তিত হয়। অনন্তর টেপরেকর্ডে গৃহীত পূজ্যপাদ মহারাজের শ্রীকণ্ঠনিঃসৃত অমৃতময়ীবাণী শুনান'র পর বিশিষ্টবক্তৃবৃন্দের ভাষণ আরম্ভ হয়। ভাষণ দান করেন যথাক্রমে—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তি-ভূদেব শ্রৌতী মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিকুমুদ সন্ত মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ শ্রীমদ্ রসিকানন্দ বন মহারাজ, শ্রীমদ্ কেশবানন্দ বন মহারাজ, শ্রীযুত দিলীপ কুমার মিত্র এবং প্রধান অতিথি ও সভাপতি মহোদয়। সভাশেষে কীর্ত্তন করিয়াছিলেন—গীতশ্রী ছবি বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ধন্য-বাদ দিয়াছিলেন — শ্রীপ্রাণতোষ বসু মহোদয়। বহু শ্রোতৃসমাবেশ হইয়াছিল।

দমদমস্থ শ্রীচৈতন্য মঠের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ ও আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসৌধ আশ্রম মহারাজের তিরোভাব উপলক্ষে উক্ত শ্রীচৈতন্য মঠে বিরহ-সভা ও বিরহ-মহোৎসব

পরমপূজনীয় শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসৌধ আশ্রম মহারাজ গত ২৩ বিষ্ণু (৪৯৬ গৌরাব্দ), ১৮ই চৈত্র (১৩৮৮ বঙ্গাব্দ), ১লা এপ্রিল (১৯৮২ খৃষ্টাব্দ) বৃহস্পতিবার (অষ্টমী রাত্রি ১১।৪৬ পর্য্যন্ত) রাত্রি ২।৩০ মিনিটের সময় শুক্লা নবমী তিথিতে তাঁহার দমদমস্থিত শ্রীমঠে ৬৮ বৎসর বয়সে স্পষ্টভাবে হরিনাম উচ্চারণ করিতে করিতে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের নিত্যলীলায় প্রবেশ করিয়াছেন।

শ্রীল মহারাজ ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের অক্ষয় তৃতীয়া তিথিতে কুচবিহারের নাটাবাড়ীতে ফরিদপুর নিবাসী পণ্ডিত প্রবর রামচন্দ্র তর্কবাগীশের বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় নাটাবাড়ী হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। তাঁহার পিতৃদত্ত নাম ছিল ভূপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, তাঁহার মাতা-ঠাকুরাণী বিলাসিনী দেবী তাঁহার জন্মের পূর্ব্বে স্বপ্নে শ্রীমন্মহাপ্রভুকে দর্শন করিতেন ও কখনও কখনও উচ্চ-সংকীর্ত্তন শুনিতে পাইতেন। তিনবৎসর বয়সে দশ দিনের ব্যবধানে পিতৃমাতৃহীন হন। পরে বিক্রমপুরে মাঝদিয়া গ্রামে মাতুলালয়ে আসিয়া প্রতিপালিত হন। সাতবৎসর বয়স হইতেই তিনি ঝোপের মধ্যে বসিয়া ধ্যান ধারণা খেলা করিতেন। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার ভগবদনুরাগ দৃষ্ট হইত। সংগঠন ও বিশ্লেষণী ক্ষমতা ছিল তাঁহাতে অত্যন্ত প্রবল। মাতুলালয়ে Sir J. C. Bose Institute এ প্রথম বিভাগে Matri-culation পাস করেন। ইহার পর Calcutta

Students Home এ থাকিয়া বঙ্গবাসী কলেজ হইতে আই এস্ সি পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হন এবং বিদ্যাসাগর হোষ্টেলে থাকিয়া বিদ্যাসাগর কলেজে অধ্যয়ন কালীন পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের মুদ্রিত বক্তৃতা পাঠে আকৃষ্ট হইয়া বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয় মঠে যাতায়াত আরম্ভ করেন।

১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে ৮ই মে তিনি গৃহত্যাগ করেন। পরে মঠবাসী হইয়া তিনি জগদ্‌গুরু প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের শ্রীচরণাশ্রয়ে দীক্ষা গ্রহণ করতঃ শ্রীভূতভৃৎ ব্রহ্মচারী নামে পরিচিত হন। শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবার জন্য তিনি সারাজীবন কায়মনোবাক্যে অক্লান্ত সেবাচেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। শ্রীগুরুদেব তাঁহাকে খুবই স্নেহ করিতেন।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটের পর তিনি শ্রীমঠের প্রবীণ সন্ন্যাসী ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিগৌরব বৈখানস মহারাজের নিকট হইতে পুরীধামে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌধ আশ্রম মহারাজ নামে পরিচিত হন এবং সতীর্থগণের সহিত মিলিত হইয়া ভারতবর্ষের বিভিন্নস্থানে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের শুদ্ধ-ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী প্রচার করিতে থাকেন। ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে তিনি রেঙ্গুণ প্রচারে যান। সেখানে পূর্ণোদ্যমে প্রচার করেন। বহু উচ্চশ্রেণীর সজ্জন তাঁহার সেই প্রচারে সহযোগিতা করিয়াছিলেন। তিনি ইংরাজী, হিন্দী ও বাংলা ভাষায় অতি সুন্দর বক্তৃতা দিতে পারিতেন। কোন সভাসমিতিতে হরিকথা বলিবার জন্য আহ্বান পাইলে তিনি তাহা সানন্দে স্বীকার করতঃ পরমোৎসাহে হরিকথা বলিতেন। তিনি সৌম্যদর্শন ও খুবই মিষ্টভাষী ছিলেন। ছোট বড় সকলের

সহিতই তিনি মিশিতেন। যিনি একবার তাঁহার সহিত আলাপ করিতেন, তিনি আর তাঁহাকে কখনও ভুলিতে পারিতেন না।

পরম করুণাময় পরদুঃখদুঃখী মহারাজ দমদমে মঠ স্থাপন পূর্ব্বক শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী জিউর সেবা প্রকাশ করিয়া জনসাধারণের ভগবদ্দর্শনের ও শ্রীভগবৎকথা শ্রবণের সুব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। কোমলমতি শিশুগণও যাহাতে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুকে জানিতে ও তাঁহার শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারে, তজ্জন্য তিনি 'শ্রীগৌরাঙ্গ বিদ্যামন্দির' স্থাপন পূর্ব্বক সুশিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার অমায়িক ব্যবহারে সকলেই মুগ্ধ হইতেন।

তিনি গত শুক্লা নবমী তিথিতে রাত্রি ২॥ ঘটিকার সময় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া আমাদিগকে চির-দুঃখসমুদ্রে নিমজ্জিত করিয়া গেলেন। 'নামের সহিত প্রাণ কৈল উৎক্রমন'। করে তিনি নামজপ করিতে-ছিলেন। মহামন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে 'হরে রাম' শব্দ খুব জোরে উচ্চারণ করিয়া নিঃশব্দ হইয়া যান। ঘরের বাহিরে এবং ভিতরে যাঁহারা ছিলেন, তাঁহারা সকলেই অবাক হইয়া গেলেন। পরদিন শ্রীরামনবমী তিথিতে তাঁহার শ্রীকলেবর শ্রীধামমায়াপুরে গঙ্গাতটে আনয়ন করিয়া ভাগীরথী-সরস্বতী সঙ্গমস্থলে হুলোর ঘাট গেট পার্শ্বে নিজ আশ্রমে ধামবাসি-বৈষ্ণবগণের শ্রীমুখনিঃসৃত হরি-সংকীর্ত্তন কোলাহলমধ্যে শ্রীশ্রীগোপাল-ভট্টগোস্বামিপাদের সংস্কারদীপিকা বিধানানুসারে সমাধি প্রদান করা হয়।

পরমারাধ্য প্রভুপাদ ও তচ্ছিষ্যগণপ্রতিষ্ঠিত প্রায় সকল প্রধান প্রধান মঠেই তাঁহার বিরহস্মৃতিসভা অনুষ্ঠিত হইয়াছে। যাঁহাদের শ্রীকণ্ঠনিঃসৃত কৃষ্ণনাম-গুণগানে ভারতের আকাশবাতাস সর্ব্বক্ষণ মুখরিত হইয়া থাকিত পরমারাধ্য প্রভুপাদের সেইসকল নিজ-নিজ—শুদ্ধভক্তবৃন্দের ক্রমশঃ অন্তর্দ্ধানে গৌড়ীয়গগন আবার ঘোর ঘনঘটাচ্ছন্ন হইয়া উঠিতেছে ইহার ন্যায় গুরুতর দুঃখের বিষয় আর কিছুই হইতে পারে না। কিন্তু স্বতন্ত্র কৃষ্ণের ইচ্ছা। পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের পুরীধামস্থ আবির্ভাবপীঠে পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীল মাধব মহা-রাজের প্রকটকালে ও তাঁহার অপ্রকটের পরও কএক বার তিনি তাঁহার শ্রীকণ্ঠনিঃসৃত মধুরবাণী শ্রবণ করাইয়া আমাদিগের আনন্দবর্দ্ধন করিয়াছেন। এখনও যেন আমাদের কর্ণকুহরে তাঁহার সেই সুমধুর কণ্ঠস্বর ঝংকৃত হইতেছে।

কলিকাতা মঠে কার্ত্তিকব্রত বা নিয়মসেবা পালনের বিপুল আয়োজন

রেজিস্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের গভর্ণিং বডির পরিচালনাধীনে ও মঠের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বল্লভ তীর্থ মহারাজের শুভ উপস্থিতিতে উক্ত মঠের হেড্অফিস ৩৫, সতীশ মুখার্জি রোড, কলিকাতা-২৬ ঠিকানায় আগামী ১০ কার্ত্তিক, ২৮ অক্টোবর শ্রীএকাদশী তিথি হইতে ১১ অগ্রহায়ণ, ২৭ নভেম্বর শ্রীউত্থানৈকাদশী তিথি পর্য্যন্ত কার্ত্তিকব্রত, উর্জ্জ-ব্রত বা নিয়মসেবা পালনের বিপুল আয়োজন হইয়াছে। ব্রতকালীন এই এক-মাস কাল ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে শ্রীবিগ্রহগণের মঙ্গলারতি, শ্রীমন্দির পরিক্রমা, অষ্টকালীয়লীলা কীর্ত্তন ও স্মরণ, প্রত্যহ প্রাতে নাম-সঙ্কীর্ত্তন-মুখে সহরের বিভিন্ন পল্লী পরিভ্রমণ, অপরাহ্নে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন ও পাঠ এবং সায়াহ্নে শ্রীসন্ধ্যারতির পর কীর্ত্তনমুখে শ্রীমন্দির পরিক্রমান্তে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, মহাজন-পদাবলী ও শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন প্রভৃতি বিভিন্ন ভক্ত্যঙ্গসমূহ পালনের ব্যবস্থা হইয়াছে

এতদ্ভিন্ন ২৯ কার্ত্তিক, ১৬ নভেম্বর শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধন পূজা ও অন্নকূট মহোৎসব; ১১ অগ্রহায়ণ, ২৭ নভেম্বর শ্রীউত্থা-নৈকাদশী তিথিতে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের শুভ আবির্ভাব ও পরমহংস শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের তিরোভাব তিথিপূজা সম্পন্ন হইবে। যাঁহারা মঠে থাকিয়া সাধুগণের সহিত এক মাসকাল উক্ত ব্রত পালনে ইচ্ছুক তাঁহারা মঠের উপরিউক্ত ঠিকানায় সাক্ষাদ্ভাবে অথবা ৪৬-৫৯০০ নং ফোনে কিংবা পত্রাদি দ্বারা মঠের কর্ত্তৃপক্ষের নিকট বিস্তৃত বিবরণ জানিয়া লইবেন।

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ৬'০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৩'০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা '৫০ পঃ। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। পত্রিকার গ্রাহক যে কোন সংখ্যা হইতে হওয়া যায়। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইতে সঙ্ঘ বাধ্য নহেন। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামি-কৃত
সমগ্র শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অভিনব সংস্করণ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমৎ **সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর**-কৃত **'অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্য'**, ওঁ অষ্টোত্তরশতশ্রী **শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী** প্রভুপাদ-কৃত **'অনুভাষ্য'** এবং ভূমিকা, শ্লোক-পদ্য-পাত্র-স্থান-সূচী ও বিবরণ প্রভৃতি সমেত শ্রীশ্রীল সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের প্রিয়পার্ষদ ও অধস্তন নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট **শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী** মহারাজের উপদেশ ও কৃপা-নির্দ্দেশক্রমে **'শ্রীচৈতন্যবাণী'**-পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলী-কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়া সর্ব্বমোট ১২৫৫ পৃষ্ঠায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। সহৃদয় সুধী গ্রাহকবর্গ ঐ গ্রন্থরত্ন সংগ্রহার্থ শীঘ্র তৎপর হউন!

ভিক্ষা—— তিনখণ্ড পৃথগ্‌ভাবে ভাল মোটা কভার কাগজে সাধারণ বাঁধাই ৭২'০০ টাকা।
একত্রে রেক্সিন বাঁধান—৮০'০০ টাকা।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬ ফোন-৪৬-৫৯০০।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১) প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত—ভিক্ষা ... ১.০০

(২) শরণাগতি—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত— ,, ... .৮০

(৩) কল্যাণকল্পতরু ,, ,, ,, ,, ... ১.১০

(৪) গীতাবলী ,, ,, ,, ,, ... ১.০০

(৫) গীতমালা ,, ,, ,, ,, ... ১.১০

(৬) জৈবধর্ম্ম (রেক্সিন বাঁধান) ,, ,, ,, ,, ... ১৬.০০

(৭) মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ)—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী— ভিক্ষা [illegible]

(৮) মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ) ঐ ,, ... [illegible]

(৯) শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)— ,, ... [illegible]

(১০) উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)— ,, ... [illegible]

(১১) শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত—শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত — ,, ... [illegible]

(১২) SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS; by THAKUR BHAKTIVINODE — Re. [illegible]

(১৩) শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে উচ্চ প্রশংসিত বাঙ্গালা ভাষার আদি কাব্যগ্রন্থ — শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয় — — — ভিক্ষা ৮.০০

(১৪) ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত— — ,, ... ১.০০

(১৫) শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার— ডাঃ এস্, এন্ ঘোষ প্রণীত — ,, ... ১.০০

(১৬) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত] — — ,, ... [illegible]

(১৭) প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত) — ,, ... [illegible]

(১৮) একাদশীমাহাত্ম্য — — — ,, ... ১.৫০

অতিমর্ত্ত্য বৈরাগ্য ও ভজনের মূর্ত্ত আদর্শ—

(১৯) গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস — শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত — ,, ... [illegible]

(২০) শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য — — ,, ... [illegible]

(২১) শ্রীমদ্ভাগবত-মাহাত্ম্য — — — — ... [illegible]

(২২) সচিত্র ব্রতোৎসবনির্ণয়-পঞ্জী

গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অবশ্য পালনীয় শুদ্ধতিথিযুক্ত ব্রত ও উপবাস-তালিকা সম্বলিত এই সচিত্র ব্রতোৎসবনির্ণয়-পঞ্জী শুদ্ধবৈষ্ণবগণের উপবাস ও ব্রতাদিপালনের জন্য অত্যাবশ্যক।

ভিক্ষা—১.০০ পয়সা। **অতিরিক্ত ডাকমাশুল**—০.২৫ পয়সা।

দ্রষ্টব্য :—ভিঃ পিঃ যোগে কোন গ্রন্থ পাঠাইতে হইলে ডাকমাশুল পৃথক্ লাগিবে।

প্রাপ্তিস্থান :—কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থবিভাগ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬

মুদ্রণালয় :—

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-৭০০০২৬

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

দ্বাবিংশ বর্ষ
৯ম সংখ্যা

কার্ত্তিক
১৩৮৯

শ্রীপুরীধামে শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
আবির্ভাবপীঠোপরি শ্রীমন্দির

সম্পাদক

রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ প্রবর্তিত
একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি :—
পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ :—
১। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ

কার্য্যাধ্যক্ষ :—
শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর :—
মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ :—

মূল মঠ :—১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ :—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬। ফোন : ৪৬-৫৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-৭০০০২৬

৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

৫। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর

৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৭। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৮। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-৫০০০০২ (অঃ প্রঃ) ফোন : ৪৫০০১

১০। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ (আঃ) ফোন : ২৭১৭০

১১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর ৭৮৪০০১ (আসাম)

১২। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ (নদীয়া)

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া-৭৮৩১০১ (আসাম)

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়—১৬০০২০ (পাঃ) ফোন : ২৩৭৮৮

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড, পোঃ পুরী-৭৫২০০১ (উড়িষ্যা)

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথমন্দির, পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১ (ত্রিঃ) ফোঃ ১১৯৭

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন, জিলা—মথুরা

১৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড, পোঃ দেরাদুন ২৪৮০০১ (ইউ, পি)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন :—

১৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চকচকাবাজার, জেঃ কামরূপ (আসাম)

২০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥"

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, কার্ত্তিক, ১৩৮৯
২২শ বর্ষ } ১ দামোদর ৪৯৬ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ কার্ত্তিক, মঙ্গলবার, ২ নভেম্বর, ১৯৮২ { ৯ম সংখ্যা

শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের বক্তৃতা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৮ম সংখ্যা ১৪৪ পৃষ্ঠার পর]

শ্রীমন্মহাপ্রভুর গার্হস্থ্য-লীলা বর্ণন করিতে গিয়া শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর যেরূপ শ্রীগৌরসুন্দরের স্তব করিয়াছেন, শ্রীল কবিরাজ-গোস্বামিপ্রভুও তদ্রূপ প্রভুর সন্ন্যাসলীলা—

"বন্দে গুরূনীশভক্তানীশমীশাবতারকান্।
তৎপ্রকাশাংশ্চ তচ্ছক্তীঃ কৃষ্ণচৈতন্যসংজ্ঞকম্॥"

—এই শ্লোকে বর্ণন করিয়াছেন।

কেহ কেহ মনে করেন,—শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ, তখন কেবলমাত্র শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভজন করিলেই ত' সিদ্ধিলাভ ঘটে, পৃথক্ কৃষ্ণারাধনার আর আবশ্যকতা নাই। অক্ষজজ্ঞানী সেবা-হীন জনগণের কৃষ্ণ ও গৌরে ভেদ-বুদ্ধি হইতেই এইরূপ কুবিচার উদিত হইয়া থাকে। কতকগুলি লোক গৌরানুগত্যের ছলনা করিয়া, 'গৌরভজন কৃষ্ণভজন হইতেও বড় বা কৃষ্ণভজনের আবশ্যকতা নাই' প্রভৃতি যে সমস্ত প্রলাপ বকিয়া থাকেন, তাহা গৌরভজন নহে ; তাহা কপটতা ও গৌরভোগ-চেষ্টা-মাত্র।

শ্রীগৌরপার্ষদ গোস্বামিপাদগণের অনুমোদিত পন্থা পরিত্যাগ করিয়া স্বকপোলকল্পিত মতবাদ-পোষণ—জড়েন্দ্রিয়তর্পণ-মূলে পাষণ্ডিতা ব্যতীত আর কি? শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরই সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ,—এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই ; রাগমার্গের আচার্য্য শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামিপ্রভু 'মনঃশিক্ষা'য় বলিয়াছেন — 'শচীসূনুং নন্দীশ্বরপতিসুতত্বে, গুরুবরং মুকুন্দপ্রেষ্ঠত্বে, স্মর পরমজস্রং ননু মনঃ'—হে মনঃ, তুমি শচীনন্দনকে ব্রজেন্দ্রনন্দন-স্বরূপে এবং শ্রীগুরুদেবকে মুকুন্দের প্রিয়তমস্বরূপে নিরন্তর স্মরণ কর।' এ-স্থলে শ্রীদাসগোস্বামিপ্রভু শ্রীশচীনন্দনকে নন্দনন্দনস্বরূপে অজস্র স্মরণ করিতে বলিয়াছেন, কিন্তু নন্দনন্দনের আরাধনার আবশ্যতা অস্বীকার করেন নাই। যদি করিতেন, তাহা হইলে পরবর্ত্তি-পদে শ্রীগুরুদেবকে মুকুন্দদয়িতরূপে জ্ঞান করিতে বলিতেন না।

কৃষ্ণ হইতে বড় বস্তুর কল্পনাই মনোধর্ম্ম বা মায়া। যাঁহারা অপ্রাকৃত হরিলীলাকে মায়ান্তর্গত-জ্ঞানে অপরাধময়ী বুদ্ধি পোষণ করিয়া দুরভিসন্ধি-মূলে ইন্দ্রিয়তোষণপর ভোগবাদ প্রচার করেন, তাঁহারা

সম্ভোগবাদি-ভোগী; তাঁহারা—গৌরসুন্দরে ভোগবুদ্ধি-বিশিষ্ট। তাঁহাদের মধ্যে কতকগুলি লোক—বিকৃত-মস্তিক, কতকগুলি লোক—প্রবঞ্চক, আর কতকগুলি লোক—ভজনহীন নির্ব্বোধ, সুতরাং বঞ্চিত হইবার জন্যই পূর্ব্বোক্তদলের অনুগত। প্রাগুক্ত শাক্তেয়বাদী ও বঞ্চিত ব্যক্তিগণ বিপ্রলম্ভাবতারি-শ্রীগৌরসুন্দরের লীলা-বৈশিষ্ট্যের তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া এবং শ্রীরূপানুগ শ্রৌতপথ পরিত্যাগ করিয়া মাটিয়া-বুদ্ধি-বলে জড়ভোগ-তৎপর হইয়া 'গৌরভজা' বা 'গৌরবাদী' হইয়া পড়িয়াছেন। আবার কতকগুলি লোক গৌর-নাম-মন্ত্রের বিরোধ করিয়া ত্রিগুণচালিত হইয়া জড়-হঙ্কারবশে শ্রীগৌরসুন্দরের নিত্যলীলা-বৈশিষ্ট্য অস্বীকার করিবার দাম্ভিকতা দেখাইয়া ঘৃণিত প্রাকৃত-সহজিয়া হইয়া পড়িয়াছেন। এক সম্প্রদায় গৌরসুন্দরে ভোগ-বুদ্ধিবিশিষ্ট, আর এক সম্প্রদায় মুখে 'গৌর' মানিয়া অন্তরে গৌরবিরোধী ও কৃষ্ণকে মায়িক-ভোগ্যবস্তুমাত্র জ্ঞান করিয়া ভোগবুদ্ধিবিশিষ্ট;—উভয়েই গৌর-কৃষ্ণের প্রকৃত তত্ত্ব ও লীলা-বৈচিত্র্যের বিরোধী।

অনর্থময় সাধকের বর্ত্তমান অবস্থার উপাস্যও শ্রীকৃষ্ণই। সাধকের শ্রীকৃষ্ণোপাসনার পূর্ব্বাভাসই শ্রীগৌরোপাসনা; আর, সিদ্ধের গৌরোপাসনাই শ্রীকৃষ্ণো-পাসনা। অসিদ্ধ অর্থাৎ অনর্থযুক্ত ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণের নিকট যাইতে পারেন না, যাইবার ছল করিলে কৃষ্ণ, বিষ্ণু-দ্বারা অঘ-বক-পূতনার ন্যায় অকালে তাহার বধ সাধন করিয়া থাকেন; কিন্তু পরমৌদার্য্যবিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দর সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের ন্যায় বিষয়ীকে, জগাইমাধাইয়ের ন্যায় পাপিষ্ঠ ব্যক্তিকেও অনর্থ হইতে মুক্ত করিয়া শ্রীকৃষ্ণারাধনায় নিযুক্ত হইবার যোগ্যতা প্রদান করেন।

আবার, আর একসম্প্রদায় দেখিতে পাওয়া যায়,—তাঁহারা 'গৌরভজা' হইবার পরিবর্ত্তে 'গুরুভজা' বা 'কর্ত্তাভজা' নাম ধারণ করিয়াছেন। ইঁহাদের ধারণা এই যে, গুরুই স্বয়ং কৃষ্ণ; সুতরাং কৃষ্ণারাধনার আর আবশ্যকতা নাই। এইসকল স্বতন্ত্র-জড়-বুদ্ধিজীবী পাষণ্ডমতবাদী ব্যক্তির অনুগত ব্যক্তিগণ তাঁহাদের ইন্দ্রিয়তর্পণপ্রমত্ত 'জরদ্গব'তুল্য গুরুব্রুবকে 'কৃষ্ণ' (?) সাজাইয়া নিজেরা ইন্দ্রিয়তর্পণে রত হয় এবং বহু মূর্খ-ব্যক্তিকে সেই অপরাধজনক কার্য্যে লিপ্ত করাইয়া থাকেন। শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর ঐসকল অপরাধি-ব্যক্তিগণের কথা খুব সরল-ভাষায় বলিয়াছেন (চৈঃ ভাঃ আদি ১৪ অঃ ও মধ্য ২৩ অঃ)—

"মধ্যে মধ্যে মাত্র কত পাপীগণ গিয়া।
লোক নষ্ট করে আপনারে লওয়াইয়া॥
উদরভরণ লাগি' পাপিষ্ঠসকলে।
'রঘুনাথ' করি' আপনারে কেহ বলে॥
কোন পাপিগণ ছাড়ি' কৃষ্ণ সঙ্কীর্ত্তন।
আপনারে গাওয়ায় বলি' 'নারায়ণ'॥
দেখিতেছি দিনে তিন অবস্থা যাহার
কোন্ লাজে আপনারে গাওয়ায় সে ছার?"

* * *

'উদরভরণ লাগি' এবে পাপী সব।
বোলায় 'ঈশ্বর', মূলে জরদ্গব!
গর্দ্দভ-শৃগাল-তুল্য শিষ্যগণ লৈয়া।
কেহ বলে,—'আমি রঘুনাথ' ভাব' গিয়া॥
কুক্কুরের ভক্ষ্য—দেহ, ইহারে লইয়া।
বোলায় 'ঈশ্বর' বিষ্ণুমায়া মুগ্ধ হৈয়া॥"

এইসকল ব্যক্তি আত্মতুল্য শিষ্যগণের দ্বারা শৃগাল-কুক্কুর-ভক্ষ্য স্বীয় জড়পিণ্ডের পদদেশে 'তদীয়া তুলসী' (?) পর্য্যন্ত সমর্পণ করাইবার দুঃসাহস ও পাষণ্ডিতা দেখাইয়া অনন্ত রৌরবের পথ পরিষ্কার করে। এই সকল পাষণ্ডীর কথা বহু লোক আমাদের নিকট জানাই-তেছেন, কিন্তু ইহারা নরকগমনের জন্য এতদূর কৃত-সঙ্কল্প যে, কোন ভাল উপদেশ বা পরামর্শ কিংবা কোন শাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধ ইহাদের কর্ণমূলে প্রবিষ্ট হয় না! ইহাদের দ্বারা এই যে ত্রিগুণা-দেবীর যূপ-কাষ্ঠমুখে পূজা সাধিত হইতেছে, তাহাতে এইসকল পাষণ্ডবুদ্ধিরূপ মস্তক বিচ্ছিন্ন হইলে আর ইহাদের বিষ্ণুতে ভোগপরা বিরোধিতা আরোপিত হইবে না। এই গুরুভজা-মত জগতে বহুপ্রকারে প্রবিষ্ট হইয়াছে। মূর্খ লোকগুলিই এইসকল মতের আদর করে।

শ্রীগোস্বামি-পাদগণ ও শ্রীরূপানুগ ভক্তগণ ভজনের প্রণালী কিরূপ সুন্দরভাবে কীর্ত্তন করিয়াছেন, শ্রবণ করুন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু প্রথমে শ্রীগুরুদেব, তৎপরে গৌরাঙ্গ এবং শেষে গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর ভজন কীর্ত্তন করিয়াছেন। তাঁহার স্তবে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তিনি ইন্দ্রিয়প্রমত্ত 'গুরুভজা'-গণের 'গুরুই গৌরাঙ্গ'—এরূপ পাষণ্ডিমতবাদ প্রচার করেন নাই; গুরুভজনের ছলনা দেখাইতে গিয়া গৌরাঙ্গের ভজন বাদ দেন নাই; আবার 'গৌরভজা' হইয়া শ্রীকৃষ্ণ-ভজনের সহিত বিরোধ করেন নাই। শ্রীকৃষ্ণভজনের ছলনা দেখাইয়া শ্রীগৌরানুগত্য ত্যাগ করেন নাই। (চৈঃ চঃ আদি ৫ম পঃ)—

"বৃন্দাবনে বৈসে যত বৈষ্ণবমণ্ডল।
কৃষ্ণনামপরায়ণ পরম-মঙ্গল॥
যাঁর প্রাণধন—নিত্যানন্দ-শ্রীচৈতন্য।
রাধাকৃষ্ণ-ভক্তি বিনে নাহি জানে অন্য॥"

শ্রীগুরুদেব—শ্রীগৌরাভিন্নবিগ্রহ; তিনি—শ্রীগৌরাঙ্গ হইতে অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্ব প্রকাশবিগ্রহ; তিনি আশ্রয়জাতীয় ভগবত্তত্ত্ব। বিষয়জাতীয় ভগবত্তত্ত্বের সহিত তাঁহাকে একীভূত করিয়া বিষয়তত্ত্বের বিলোপ সাধন করিবার চেষ্টা—নির্ব্বিশেষ-বাদীর অপরাধময়ী চেষ্টা-মাত্র। উহাই 'মায়াবাদ' বা পাষণ্ডিতা। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু বলিয়াছেন (চৈঃ চঃ আ ৪র্থ পঃ)—

"যদ্যপি আমার গুরু—চৈতন্যের দাস।
তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ॥"

অন্যত্র আরও বলিয়াছেন (চৈঃ চঃ মধ্য ২২শ পঃ)—

"তাতে কৃষ্ণ ভজে, করে গুরুর সেবন।
মায়াজাল ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ॥"

তিনি সদ্গুরুদেবের আশ্রয়ে কৃষ্ণভজনের কথাই উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ও বহুস্থানে এই সিদ্ধান্তই প্রচার করিয়াছেন—

"হেন নিতাই বিনে ভাই, রাধাকৃষ্ণ পাইতে নাই,
দৃঢ় করি' ধর' নিতাইর পায়॥
'নিতাইর করুণা হবে, ব্রজে রাধাকৃষ্ণ পাবে,
ধর নিতাইর চরণ দু'খানি।'
'শ্রীগুরু করুণা-সিন্ধো, লোকনাথ দীনবন্ধো,
মুই দীনে কর অবধান।'
'নন্দীশ্বর যাঁর ধাম, 'গিরিধারী' যাঁর নাম,
সখী-সঙ্গে তাঁরে ভজ' রঙ্গে।'
'প্রেমভক্তি-তত্ত্ব এই, তোমারে কহিল ভাই,
আর দুর্ব্বাসনা পরিহরি'।
শ্রীগুরুপ্রসাদে, ভাই, এ-সব ভজন পাই,
প্রেমভক্তি সখী-অনুচরী॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-দেব, রতি-মতি-ভাবে সেব',
প্রেমকল্পতরু-দাতা।
ব্রজরাজনন্দন, রাধিকা-জীবনধন,
অপরূপ এইসব কথা॥"

শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামিপ্রভু শ্রীগুরুদেবকে 'মুকুন্দপ্রেষ্ঠ' অর্থাৎ শ্রীগোবিন্দের প্রিয়তম তত্ত্ব বলিয়াছেন। শ্রীগুরুদেব—আচার্য্য, তিনি আচরণ করিয়া শিষ্যকে কৃষ্ণ ভজন শিক্ষা দেন। শ্রীগুরুদেব সর্ব্বদা মুকুন্দের আরাধনা-তৎপর বলিয়া তিনি মুকুন্দপ্রেষ্ঠ অর্থাৎ মধুর-রতিতে রাধা-প্রিয়সখী। শ্রীল দাস গোস্বামিপ্রভুর পরমপ্রিয় শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু তাঁহার ভজন-প্রণালী এই শ্লোকটীতে কীর্ত্তন করিয়াছেন—

"বন্দেঽহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুতপদকমলং শ্রীগুরূন্ বৈষ্ণবাংশ্চ
শ্রীরূপং সাগ্রজাতং সহগণরঘুনাথান্বিতং তং সজীবম্।
সাদ্বৈতং সাবধূতং পরিজনসহিতং কৃষ্ণচৈতন্যদেবং
শ্রীরাধাকৃষ্ণপাদান্ সহগণললিতা-শ্রীবিশাখান্বিতাংশ্চ॥"

সর্ব্বপ্রথমে মন্ত্রদীক্ষাদাতা শ্রীগুরুদেবের ভজন, তৎপরে শ্রীআনন্দতীর্থ, শ্রীমাধবেন্দ্র-পুরীপাদ-প্রমুখ পরম ও পরমপরাৎপর গুরুবর্গের ভজন, তৎপরে চতুর্যুগে উদ্ভূত ভাগবত-বৈষ্ণবগণের ভজন, তৎপরে অভিধেয়াচার্য্য যুগলচরণভজনপ্রদানের মালিক শ্রীরূপ-প্রভুর ভজন, তৎপরে রূপানুগযূথ শ্রীরঘুনাথ ও শ্রীজীবপ্রমুখ গুরুবর্গের ভজন, তৎপরে অদ্বৈতপ্রভুর ও নিত্যানন্দপ্রভুর সহিত সাবরণ পরমেশতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের ভজন। এই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবই "কৃষ্ণ জানাইয়া সবে বিশ্ব কৈল ধন্য।" তিনি অনর্পিত-চর উন্নতোজ্জ্বলরসময়ী স্বভক্তি-শোভার

প্রদাতা। শ্রীরূপপাদ তাঁহাকে এই বলিয়া স্তব করিয়াছেন (চৈঃ চঃ মধ্য ১৯শ পঃ),—

"নমো মহা-বদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ॥"

তিনি কৃষ্ণপ্রেমপ্রদাতা বলিয়াই মহাবদান্য। তাঁহার উপদেশ—'যারে দেখ, তারে কহ কৃষ্ণ-উপদেশ।' তিনি—স্বয়ং কৃষ্ণ, তাঁহার নাম কৃষ্ণচৈতন্য; তাঁহার রূপ—গৌরবর্ণ; তাঁহার লীলা—কৃষ্ণপ্রেম-প্রদান। এই নাম, রূপ, গুণ ও লীলা তাৎকালিক বা কাল-ব্যবধানগত কোন বস্তু নহে; উহা—নিত্য। কৃষ্ণের সম্ভোগময়ী লীলা ও গৌরের বিপ্রলম্ভময়ী কৃষ্ণপ্রেম-প্রদান-লীলা, এই উভয় নিত্যলীলার মধ্যে যে বৈচিত্র্য-বৈশিষ্ট্য বর্ত্তমান, তাহাও নিত্য। এই দুই নিত্যলীলার নিত্য-বৈচিত্র্যের বিলোপ সাধন করিবার বৃথা প্রয়াস করিলে ইন্দ্রিয়তর্পণোত্থ অপরাধময় নির্ব্বিশেষবাদের আবাহন করা হয়। শ্রীগৌরসুন্দর—কৃষ্ণের বিপ্রলম্ভ-রসময়বিগ্রহ এবং শ্রীকৃষ্ণ—গৌরসুন্দরের সম্ভোগরসময়-বিগ্রহ। গৌরসুন্দরের প্রদত্ত ভজনই গোপীর আনুগত্যে শ্রীরাধাগোবিন্দের ভজন আচার্য্য শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর তাহাই বলিয়াছেন,—

"আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং
রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমা পুমর্থো মহান্
শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভোর্মতমিদং তত্রাদরো নঃ পরঃ॥"

চতুর্যুগের কালনিরূপণে পণ্ডিতগণের সিদ্ধান্ত

পূর্ব্বপ্রকাশিত ৮ম সংখ্যা ১৪৬ পৃষ্ঠার পর

বেণচরিত্র আর্য্যইতিহাসের একটী প্রধান পর্ব্ব। স্বায়ম্ভুব মনু হইতে বেণরাজা একাদশ পুরুষ। এস্থলে বিচার্য্য এই যে, মনু ও তদ্বংশীয় মহাপুরুষেরা কোথায় বাস করিতেন। শাস্ত্রের কোন কোন স্থলে কথিত আছে যে, মনু ব্রহ্মাবর্ত্তেই বাস করিতেন। ব্রহ্মাবর্ত্ত হইতে দক্ষিণ এবং কুরুক্ষেত্রের দক্ষিণ পশ্চিমাংশে মনুর বর্হিষ্মতী নগরী ছিল। ব্রহ্মর্ষিদেশের সীমা তৎকালে নির্ণীত না হওয়ায় ঋষিগণ মনুর নগরকে ব্রহ্মাবর্ত্তান্তর্গত বলিয়া উক্তি করিয়া থাকেন। বাস্তবিক মনুর নগর সরস্বতীর দক্ষিণপূর্ব্ব হওয়ায় ঐ নগর ব্রহ্মর্ষিদেশস্থিত কহিতে হইবে*। কর্দ্দম প্রজাপতির আশ্রম বিন্দু-সর হইতে মনু যৎকালে নিজপুরীতে প্রত্যাগমন করেন তৎকালে প্রথমে সরস্বতীর উভয় কুলে ঋষিদিগের আশ্রম দর্শন করিতে করিতে ক্রমশঃ সরস্বতী পরিত্যাগ পূর্ব্বক কুশকাশ মধ্যে নিজ নগরে গমন করিলেন, এরূপ বর্ণিত আছে। মনুসম্বন্ধে তাহাদের দ্বিতীয় বিচার এই যে, মনু কি জন্য ক্ষত্রিয় হইলেন। ব্রহ্মার পুত্র সকল প্রজাপতি নামে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন। তখন স্বায়ম্ভুব মনু ব্রহ্মসদৃশ হইয়া কি জন্যই বা অধস্থ পদ গ্রহণ করিলেন। বোধ হয় প্রথমে যখন আর্য্যেরা ব্রহ্মাবর্ত্ত স্থাপন করেন, তখন সকলেই একবর্ণ ছিলেন; কিন্তু বংশবৃদ্ধি করণার্থে

* তদ্বৈ বিন্দুসরো নাম সরস্বত্যা পরিপ্লুতং।
পুণ্যং শিবামৃতজলং মহর্ষিগণসেবিতং॥ তথা হইতে—
তমায়ন্তমভিপ্রেত্য ব্রহ্মাবর্ত্তাৎ প্রজাঃ পতিং।
গীতসংস্তুতিবাদিত্রৈঃ প্রত্যুদীয়ুঃ প্রহর্ষিতাঃ॥
বর্হিষ্মতীনামপুরী সর্ব্বসম্পৎ-সমন্বিতা।
ন্যপতন্ যত্র রোমাণি যজ্ঞস্যাঙ্গং বিধুন্বতঃ॥
কুশাঃ কাশাস্তএবাসন্ শশ্বদ্ধরিতবর্চ্চসঃ।
ঋষয়ো যৈঃ পরাভাব্য যজ্ঞঘ্নান্ যজ্ঞমীজিরে॥
কুশকাশময়ং বর্হিরাস্তীর্য্য ভগবান্ মনুঃ।
অযজৎ যজ্ঞপুরুষং লব্ধা স্থানং যতোভুবং॥
উভয়োঃ ঋষিকুল্যায়াঃ সরস্বত্যাঃ সুরোধসোঃ।
ঋষীণামুপশান্তানাং পশ্যন্নাশ্রমসম্পদং॥ ভাগবতং।

স্ত্রীলোকের অভাব হওয়ায় অজ্ঞাতকুলশীল একটী বালক ও বালিকাকে সংগ্রহ করিয়া তাহাদিগকে আর্য্যত্ব প্রদান পূর্ব্বক আর্য্যমতে বিবাহিত করিলেন। তাঁহারাই স্বায়ম্ভুব মনু ও তৎপত্নী শতরূপা। তাঁহাদের কন্যারা ঋষিদিগের সহিত বিবাহ করিয়া আর্য্যকুলকে সমৃদ্ধ করেন। প্রকাশ্যরূপে অনার্য্যদিগের কন্যাগ্রহণ-কার্য্যটী আর্য্যগৌরবের ব্যাঘাত বিবেচনা করিয়া পালিত দম্পতিকে স্বায়ম্ভুবত্ব ও আর্য্যত্ব প্রদান করতঃ তাঁহাদের কন্যাগ্রহণরূপ কৌশল অবলম্বিত হয়। কিন্তু তদ্বংশজাত পুত্রগণকে শুদ্ধার্য্যদিগের সহিত সাম্যদান করিতে অস্বীকার করতঃ তাহাদিগকে ক্ষত্র নামে অভিষিক্ত করা হইয়াছিল। ক্ষত হইতে ত্রাণ করিতে সক্ষম যিনি তিনি ক্ষত্র; এরূপ ব্যুৎপত্তি রঘুবংশের টীকায় মল্লিনাথ কর্ত্তৃক লিখিত হইয়াছে। মনু ও মনুবংশকে আর্য্য মধ্যে পরিগণিত করিয়াও তাঁহাদিগকে ব্রহ্মাবর্ত্ত-সংস্থাপক মূল আর্য্যগণ হইতে ভিন্ন রাখিবার অভিপ্রায়ে আপনারা ব্রাহ্মণ হইলেন এবং ক্ষত্রবংশীয় মহোদয়গণকে ব্রাহ্মণদিগের রক্ষাকর্ত্তা-স্বরূপ নিযুক্ত করিলেন। শুদ্ধ ব্রহ্মাবর্ত্ত ভূমিতে উত্তরপশ্চিম অবলম্বন-পূর্ব্বক পঞ্চনদস্থ অসুর-কুল হইতে রক্ষাকর্ত্তাস্বরূপ দেবতাদিগের বাস ছিল। সরস্বতীনদীর তীরে ঋষিগণ বাস করিতেন। তদ্দক্ষিণপশ্চিমদিকে দাক্ষিণাত্য অসভ্যজাতি হইতে ব্রাহ্মণদিগের রক্ষাকর্ত্তাস্বরূপ মনু ও মনুবংশের অবস্থান হইল। মানব রাজারা দৈব রাজ্যের অধীন ছিলেন। ইন্দ্রদেবতা সকলের সম্রাট। দেবগণ যে অংশে বাস করিতেন, তাহার নাম ত্রিপিষ্টপ; অর্থাৎ সর্ব্বোচ্চ তিনটী ভূমি। সর্ব্বোচ্চভাগে ইন্দ্রের পুরী উত্তরদিকে সংস্থিত ছিল। ঐ পুরীর অষ্টদিক, মধ্য ও উপরিভাগ লইয়া দিক্‌পালেরা বাস করিতেন। গ্রন্থবিস্তার ভয়ে এবিষয় এস্থলে আধুনিকমত আর অধিক বলা যাইবে না। এস্থলে একটী কথার উল্লেখ না করিয়া এবিষয় ত্যাগ করা যাইতে পারে না। ব্রহ্মা হইতে চতুর্থ পুরুষে কশ্যপের পুত্রগণ দৈবরাজ্য সংস্থাপন করেন। ব্রহ্মা হইতে কশ্যপ পর্য্যন্ত প্রাজাপাত্য ও মানব রাজ্য ছিল, তৎপরে দৈব রাজ্য প্রবৃত্ত হইল। দৈব রাজ্য প্রবল হইলে দেবাসুরের যুদ্ধ হয়। দৈব রাজ্যটী সময়ক্রমে যত নিস্তেজ হইল, মানব রাজ্যের তত প্রবলতা হইতে লাগিল। স্বায়ম্ভুব মানব রাজ্য অধিক দিন ছিল না। বৈবস্বত মানব রাজ্য প্রবল হইয়া উঠিলে ক্রমশঃ স্বায়ম্ভুব মানব রাজ্য নির্ব্বাণ হয়। বৈবস্বত মনু সূর্য্যের পুত্র। কিন্তু শাস্ত্রকারেরা তাঁহার জননীর নাম সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন। তিনিও বোধ হয় পোষ্যপুত্র ছিলেন অথবা কোন অনার্য্য সংযোগে উদ্ভূত হইয়াছিলেন; এজন্য তাঁহার ভ্রাতাদিগের ন্যায় ব্রাহ্মণ হইতে না পারিয়া স্বায়ম্ভুব মনুর দৃষ্টান্তে ক্ষত্রত্ব স্বীকার করিলেন। এ বিষয়ে আধুনিকমত অধিক আলোচনা করিবার আবশ্যক নাই। বেণরাজা কালক্রমে দেবতাদিগকে হীনবল দেখিয়া দৈবরাজ্যের সংস্থানভঙ্গে বিশেষ যত্নবান্ হইয়াছিলেন। * তাহাতে দেবতাদিগের পরিষদ ব্রাহ্মণেরা তাঁহাকে বধ করেন এবং তাঁহার উভয় হস্ত পেষণ করিয়া অর্থাৎ উভয়পার্শ্বভূমি অন্বেষণ করিয়া পৃথুনামক মহাপুরুষ ও অর্চ্চিনাম্নী স্ত্রীকে সংযোজন পূর্ব্বক রাজ্যভার দিলেন। পৃথুরাজার সময়ে প্রকৃত প্রস্তাবে গ্রামাদি পত্তন, কৃষিকার্য্যের আবিষ্কার, উদ্যান প্রস্তুত ইত্যাদি নানাবিধ সাংসারিক উন্নতি সংঘটন হইয়াছিল †।

গঙ্গার আধুনিক মত অঙ্গীকার করিলে বলা যাইতে পারে যে সমুদ্রপর্য্যন্ত মাহাত্ম্য বিস্তারপূর্ব্বক আর্য্যাবর্ত্তের কলেবর বৃদ্ধি করিয়া সূর্য্যবংশীয় ভগীরথ রাজা একটী বৃহৎ কর্ম্ম সম্পাদন করিয়াছিলেন। তৎকালে মিথিলান্তরাজ্যকেই আর্য্যাবর্ত্ত বলা যাইত। মনুবংশ তখন লোপপ্রায় হইয়াছিল। রৌদ্ররাজ্য ও সূর্য্যবংশীয় রাজা তৎকালে প্রবল থাকায় তাঁহাদের মধ্যে এমত সন্ধি ছিল যে, উভয়ের মত না হইলে ভারতের কোন সাধারণ কার্য্য হইত না। সগরসন্তানেরা সাগরের

* বলিঞ্চ মহ্যং হরতো মত্তোঽগ্রঃ কোঽগ্রভুক্ পুমান্। বেণবাক্যং।

† প্রাক্‌পৃথোরিহ নৈবৈষা পুরগ্রামাদিকল্পনা। যথাসুখং বসন্তিস্ম তত্রতত্রাকুতোভয়াঃ॥ ভাগবতং।

নিকট প্রাণদণ্ডিত হইলে সূর্য্যবংশের কলঙ্ক হইয়া উঠিল। সেই কলঙ্ক অপনয়ন করণাভিপ্রায়ে নাম মাত্র দৈবরাজ্যের সভাপতি ব্রহ্মা ও রৌদ্ররাজ্যের রাজা শিব এই দুই মহাপুরুষের বিশেষ উপাসনা পূর্ব্বক আর্য্যাবর্ত্ত সমৃদ্ধির অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া ভগীরথ খাদান্তরের সহিত গঙ্গার যোজনা করিলেন। আদৌ সরস্বতীই সর্ব্বাপেক্ষা পুণ্যা নদী ছিল। ক্রমশঃ যামুনপ্রদেশ আর্য্যাবর্ত্ত হওয়ায় যমুনার মাহাত্ম্য বিস্তৃত হয়। অবশেষে ভগীরথের সময় গঙ্গানদীকে সকল নদী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠা ও পুণ্যপ্রদা বলিয়া প্রতিষ্ঠা করা হয়।

এই ঘটনার কিছুদিবস পরে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় দিগের মধ্যে একটী প্রকাণ্ড বিবাদ হইয়া উঠিল। তৎকালে আর্য্যাবর্ত্তস্থ ক্ষত্রিয়গণ ব্রহ্মাবর্ত্তের দৈব রাজ্যকে নিতান্ত নিস্তেজ দেখিয়া অত্যন্ত অবহেলা করিতে লাগিলেন, এমত কি কার্য্যগতিকে কোন কোন প্রধান ঋষিকে বধ করিয়া ফেলিলেন। ব্রাহ্মণদিগের পক্ষে এরূপ ঘটনা নিতান্ত দুঃসহ হইয়া উঠিলে তাঁহারা একত্র হইয়া পরশুরামকে সেনাপতি করতঃ স্থানে স্থানে যুদ্ধানল প্রদ্দীপিত করিতে লাগিলেন। হৈহয়-বংশীয় কার্ত্তবীর্য্য অর্জ্জুন অনেক ক্ষত্রিয় সংগ্রহ করিয়া ব্রাহ্মণদিগের সহিত সমরে প্রবেশ করিলেন। পরশু-রামের দুর্ব্বিসহ কুঠারাঘাতে কার্ত্তবীর্য্যের মৃত্যু হয়। কার্ত্তবীর্য্য নর্ম্মদাতীরস্থ মাহেষ্মতী নগরে রাজ্য করিতেন। তিনি এত প্রবল ছিলেন যে, দাক্ষিণাত্যস্থ অনার্য্য লোকেরা তাঁহার ভয়ে সর্ব্বদা সশঙ্ক থাকিত। লঙ্কা-নিবাসী রাবণ রাজাও তাঁহার ভয়ে আর্য্যাবর্ত্তে আসিতে সাহস করিতেন না। ব্রাহ্মণগণ কেবল কার্ত্তবীর্য্যকে বধ করিয়া সন্তুষ্ট হন নাই। ক্রমশঃ চন্দ্রসূর্য্যবংশীয় নৃপতিদিগের সহিতও স্থানে স্থানে বিবাদ করিয়াছিলেন। কথিত আছে, একুশবার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করিয়া পরশুরাম সমস্ত পৃথিবীর রাজ্য কশ্যপের হাতে সমর্পণ করেন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে ব্রহ্মাবর্ত্তস্থ দৈব রাজ্য কশ্যপবংশীয় ব্রাহ্মণদিগের হাতে ছিল। ঐ রাজ্য বিগতপ্রায় হইলে অন্যান্য সম্রাট রাজা হয়। পরশুরাম সমস্ত ভারতের সাম্রাজ্য পুনরায় কশ্যপবংশে অর্পণ করিলেন। কিন্তু তৎকালে ব্রাহ্মণমণ্ডলীতে এরূপ বিচার হইল যে, ব্রাহ্মণেরা আর রাজ্যভার লইবার যোগ্য নহেন। অতএব ক্ষত্রিয়বংশে সাম্রাজ্য থাকাই প্রয়োজন বোধ করিয়া ব্রাহ্মণ ও প্রধান প্রধান ক্ষত্রিয় রাজা-দিগের স্থানে স্থানে সভা হইয়া মানবশাস্ত্র প্রচারিত হয়। সম্প্রতি ঐ মানবশাস্ত্র প্রচলিত আছে কি না, তদ্বিষয় পরে আলোচিত হইবে। ব্রহ্মাবর্ত্ত বা দৈব-রাজ্যের আর স্থানীয় সম্মান রহিল না। কেবল যজ্ঞাদিতে তত্তৎ সম্মান রক্ষিত হইল। তাহাও নাম ও মহাত্মক। বাস্তবিক ব্রাহ্মণসমাজের সম্মান প্রভূত হইয়া উঠিল। এইরূপ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণের সন্ধি হইলেও পরশুরাম স্বয়ং রাজ্যলোলুপ হইয়া পুনরায় ক্ষত্রিয়দিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি রামচন্দ্রের সহিত যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইয়া রামচন্দ্রকর্ত্তৃক পরাজিত ও নির্ব্বাসিত হন, এরূপ রামায়ণে কথিত আছে। কুমারিকা অন্তরীপের সন্নিকট মহেন্দ্রপর্ব্বতে তাঁহাকে দূরীভূত করা হয়। এই কার্য্যে ব্রাহ্মণগণ রামচন্দ্রের সাহায্য করায় পরশুরাম আর্য্যব্রাহ্মণদিগের প্রতি বিদ্বেষ করিয়া দক্ষিণদেশে কয়েকপ্রকার ব্রাহ্মণ সৃষ্টি করিয়াছিলেন। দাক্ষিণাত্য ব্রাহ্মণের মধ্যে অনেকেই পরশুরামকর্ত্তৃক ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হওয়া স্বীকার করিয়া থাকেন। পরশুরামের সহিত যে সকল ব্রাহ্মণেরা মালাবারদেশে বাস করেন তাঁহারাই আর্য্যশাস্ত্র সকল দাক্ষিণাত্য দেশে প্রচার করতঃ কেরলদেশীয় জ্যোতিষশাস্ত্র ও নানাপ্রকার বিদ্যার উন্নতি করেন। তাঁহাদের বংশ-জাত ব্রাহ্মণেরা এপর্য্যন্ত সারস্বতাভিমান করিয়া থাকেন।

(ক্রমশঃ)

মনুষ্যজন্মের প্রকৃত সার্থকতা

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজ]

আমরা ইংরাজী ১৯২৩ সালে শ্রীগৌড়ীয় মঠে পরমারাধ্য গুরুপাদপদ্ম নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীশ্রীমদ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী বিষ্ণুপাদের শ্রীচরণাশ্রিত হইবার সৌভাগ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। তৎকালে আমাদের সতীর্থগণের মধ্যে পরস্পরে খুবই হৃদ্যতা ছিল। অবশ্য তাঁহারা আমা অপেক্ষা শত সহস্র গুণগৌরবে গৌরবান্বিত হইলেও তাঁহাদের স্বতঃসিদ্ধ অমানিত্ব ও মানদত্ব স্বভাব বশতঃ আমাকে তাঁহারা খুবই প্রীতির চক্ষে দেখিতেন। শৌক্র, সাবিত্র ও দৈক্ষ্য এই ত্রিবিধ জন্মমধ্যে শৌক্র জন্ম হইতেও দৈক্ষ্য-জন্মের ভ্রাতৃসম্বন্ধকে আমরা তৎকালে খুবই গুরুত্ব প্রদান করিতাম। দিব্যজ্ঞানচক্ষু প্রদাতা দীক্ষা গুরুর সহিত সম্বন্ধ যেমন নিত্য—'চক্ষুদান দিলা যেই জন্মে জন্মে প্রভু সেই', তদাশ্রিত জনের সহিতও সুতরাং আমরা নিত্য সম্বন্ধযুক্ত। আর সে সম্বন্ধ অবিচ্ছেদ্য পারমার্থিকসম্বন্ধ।

আমরা মনুসংহিতায় পড়িয়াছি—

মাতুরগ্রেঽধিজননং দ্বিতীয়ং মৌঞ্জিবন্ধনে।
তৃতীয়ং যজ্ঞদীক্ষায়াং দ্বিজস্য শ্রুতিচোদনাৎ॥

অর্থাৎ শ্রুতিতে লিখিত আছে যে, ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয় প্রথমতঃ মাতৃকুক্ষি হইতে শৌক্রজন্ম লাভ করেন। মৌঞ্জিবন্ধন বা উপনয়ন সংস্কার লাভে তাঁহাদিগের দ্বিতীয় জন্ম হয়। পরে জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞে দীক্ষিত হইলে তাঁহাদের তৃতীয় জন্ম হয় (মেধাতিথি ও কুল্লুক ভট্ট টীকা দ্রষ্টব্য)। সুতরাং দ্বিতীয় জন্ম না হইলে তৃতীয় জন্মে অধিকার হয় না। মুঞ্জমেখলা-ধারণচিহ্নিত উপনয়ন সংস্কার দ্বারা যে জন্ম হয়, এই জন্মে উপনীত ব্রহ্মচারীর বেদমাতা গায়ত্রীই মাতা এবং উপনয়নদাতা আচার্য্যই পিতা হন। উপনয়নের পূর্ব্বে শ্রৌত স্মার্ত্ত কোনকর্ম্মেই তাঁহার অধিকার হয় না। আচার্য্য উপনয়ন দিয়া ও বেদ অধ্যয়ন করাইয়া উক্ত কর্ম্মে অধিকার দেন। এজন্য মন্বাদি ঋষি আচার্য্যকে মহোপকারক বিচারে পিতৃরূপে অভিহিত করিয়াছেন। তিনিই বেদমাতা সাবিত্রী উপদেষ্টা। কিন্তু বিষ্ণুযামলে লিখিত আছে যে—

"কৃতে শ্রুত্যুক্তমার্গঃ স্যাৎ ত্রেতায়াং স্মৃতিভাবিতঃ।
দ্বাপরে তু পুরাণোক্তঃ কলাবাগম-সম্ভবঃ॥
অশুদ্ধাঃ শূদ্রকল্পা হি ব্রাহ্মণাঃ কলিসম্ভবাঃ।
তেষামাগমমার্গেন শুদ্ধির্ন শ্রৌতবর্ত্মনা॥"

—হঃ ভঃ বিঃ ৫।৩ ধৃত বিষ্ণুযামল বাক্য

অর্থাৎ "সত্যে বেদবিহিত বিধি, ত্রেতায় স্মার্ত্ত, দ্বাপরে পুরাণোক্ত এবং কলিতে আগমসম্মত বিধিই নির্দ্দিষ্ট। কলিকালোৎপন্ন বিপ্রগণ শূদ্রবৎ অপবিত্র, আগমকথিত বিধানদ্বারাই তাঁহাদের শুচিত্ব সম্পাদিত হয়, বেদবিহিত বিধানে শুদ্ধি হয় না।"

শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদ তাঁহার দিগ্‌দর্শিনী টীকায় লিখিতেছেন—

"তেষামাগমমার্গেন শুদ্ধির্ন শ্রৌতবর্ত্মনেত্যনেন তৈরপি আগমকবিধিনৈব পূজা কার্য্যেতি ভাবঃ। তথা চৈকাদশস্কন্ধে (ভাঃ ১১।৫।৩১)—'নানাতন্ত্রবিধানেন কলাবপি তথা শৃণু' ইতি। তত্র শ্রীধরস্বামিপাদাঃ—নানাতন্ত্রবিধানেনেতি কলৌ তন্ত্রমার্গস্য প্রাধান্যং দর্শয়তীতি।"

অর্থাৎ 'কলিযুগের ব্রাহ্মণগণের বেদবিহিত বিধানে শুদ্ধি সম্পাদিত হয় না, আগমোক্ত বিধানেই শুদ্ধি সম্পাদিত হয়, এই বাক্যদ্বারা কলিযুগোৎপন্ন ব্রাহ্মণগণের আগমোক্ত বিধি অনুসারেই পূজাদি কর্ত্তব্য—ইহাই বলা হইয়াছে। শ্রীভাগবত ১১শ স্কন্ধে নবযোগেন্দ্রের অন্যতম করভাজন ঋষি মহারাজ নিমিকে বলিতেছেন—মহারাজ! নানাতন্ত্রবিধানানুসারে কলিতে যে ভাবে ভগবদারাধনা করিতে হয়, তাহা শ্রবণ করুন—এস্থলে শ্রীল শ্রীধরস্বামিপাদ বলিতেছেন—নানাতন্ত্রবিধানানুসারে—এই বাক্যে 'কলিতে তন্ত্রমার্গেরই প্রাধান্য প্রদর্শন করা হইতেছে।' 'তন্ত্রমার্গ' বলিতে

সাত্বত পঞ্চরাত্রবিহিত মার্গই উদ্দিষ্ট হইয়াছে। ইহাকেই আগমমার্গ বলে। শ্রীহরিভক্তিবিলাসের পঞ্চমবিলাসে শ্রীমৎ কেশবাচার্য্যবিরচিতা ক্রমদীপিকা মতানুযায়ী অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রানুসারেই শ্রীশ্রীমদ্ গোপালদেবের পূজাবিধি বর্ণিত হইয়াছে।

"আগমোক্তেন মার্গেন ভগবান্ ব্রাহ্মণৈরপি।
সদৈব পূজ্যোঽতো লেখ্যঃ প্রায় আগমিকো বিধিঃ॥"

— ঐ হঃ ভঃ বিঃ ৫।২

অর্থাৎ ব্রাহ্মণগণও নিরন্তর আগম বা তন্ত্রবিহিত বিধানে শ্রীভগবানের পূজা করিবেন। সুতরাং প্রায়শঃ তন্ত্রবিহিত বিধানেই পূজাবিধি বর্ণিত হইবে।

সাত্বত স্মৃতিরাজ শ্রীহরিভক্তিবিলাসে কলিতে এইরূপ আগমমার্গীয় পূজাবিধি প্রদত্ত হইয়াছে। পাদ্মোত্তর খণ্ডোক্ত তাপ, পুণ্ড্র (তিলক), নাম, মন্ত্র ও যাগ—এই পঞ্চসংস্কার মধ্যে যাগ-যজ্ঞ বা পূজাকেই পঞ্চম সংস্কার বলে। শ্রীমদ্ ভাগবতে করভাজন ঋষি যজ্ঞে দীক্ষিত নিমি মহারাজকে তাঁহার যজ্ঞস্থলেই কলিযুগের আরাধনা সম্বন্ধে উপদেশ করিলেন—নামসংকীর্ত্তনমহাযজ্ঞের কথা। ঋষিবর কহিলেন—

"কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥

অর্থাৎ "যিনি 'কৃষ্ণ' এই বর্ণদ্বয় - কীর্ত্তনপর কৃষ্ণোপদেষ্টা অথবা 'কৃষ্ণ' এই বর্ণদ্বয় কীর্ত্তন-দ্বারা কৃষ্ণানুসন্ধানতৎপর, যাঁহার 'অঙ্গ'—শ্রীমন্নিত্যানন্দাদ্বৈত প্রভুদ্বয়, 'উপাঙ্গ' তদাশ্রিত শ্রীবাসাদি শুদ্ধভক্তগণ, যাঁহার 'অস্ত্র'—হরিনাম শব্দ এবং পার্ষদ—শ্রীগদাধর-দামোদর-স্বরূপ-রামানন্দ-সনাতনরূপাদি, যিনি কান্তিতে অকৃষ্ণ' অর্থাৎ পীত (গৌর), সেই অন্তঃকৃষ্ণ বহির্গৌর রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত শ্রীমদ্ গৌরসুন্দরকে কলিযুগে সুমেধোগণ সংকীর্ত্তনপ্রধান যজ্ঞের দ্বারা আরাধনা করিয়া থাকেন।" "নববিধা ভক্তি পূর্ণ নাম হইতে হয়।"

"সেই ত' সুমেধা, আর কলিহত জন।
সংকীর্ত্তন যজ্ঞে তাঁরে করে আরাধন॥"

—চৈঃ চঃ মধ্য ১১।৯৮

"সংকীর্ত্তনপ্রবর্ত্তক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
সংকীর্ত্তনযজ্ঞে তাঁরে ভজে, সেই ধন্য॥
সেই ত' সুমেধা, আর কুবুদ্ধি সংসার।
সর্ব্বযজ্ঞ হৈতে কৃষ্ণনামযজ্ঞ সার॥"

—ঐ আদি ৩।৭৬-৭৭

মুণ্ডকশ্রুতিতে ঋষিকু স্বর্গাদি ফলকামনা বিশিষ্ট কর্ম্মকাণ্ডীয় যজ্ঞাদিকে অদৃঢ় প্লব (সংসারসাগরোত্তরণের ভেলা বা নৌকা) বলা হইয়াছে—

"প্লবা হ্যেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপা
অষ্টাদশোক্তমবরং যেষু কর্ম্ম।
এতচ্ছ্রেয়ো যেঽভিনন্দন্তি মূঢ়া
জরামৃত্যুং তে পুনরেবাপি যন্তি॥"

—যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে যাহা অনুষ্ঠিত হয় নাই, তাদৃশ যজ্ঞরূপ প্লব (তরণী) ভবসমুদ্র উত্তরণের নিমিত্ত দৃঢ় নহে। কেন না, ঐ সকল যজ্ঞমধ্যে অষ্টাদশ (৪ জন প্রধান ঋত্বিক, তাঁহাদের প্রত্যেকের ৩ জন করিয়া ১২ জন সহায়ক—এই ষোলজন ঋত্বিক্+যজমান ও তৎপত্নী—এই ১৮ জন) পুরুষসাধ্য কর্ম্ম ভগবদুদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হয় না বলিয়া উহা অপকৃষ্ট। যেসকল অবিবেকী ব্যক্তি উহাকেই চরম কল্যাণ লাভের উপায় মনে করিয়া উহাতেই আগ্রহ প্রকাশ করে, তাহারা পুনঃ পুনঃ জরা ও মৃত্যুকে প্রাপ্ত হয়।

সদ্গুরুপাদাশ্রয়ে মন্ত্র ও গায়ত্রী দীক্ষা লাভ করতঃ দ্বিজত্ব লাভের পর বেদপাঠ ও শ্রীকৃষ্ণার্চ্চনে অধিকার লাভ হইলেও সর্ব্বযজ্ঞসার কৃষ্ণনাম মহাযজ্ঞে দীক্ষালাভই প্রকৃত ত্রিজত্ব বা তৃতীয় দৈক্ষ্য জন্মাধিকার প্রাপ্তি। দেবর্ষি নারদ পিতা ব্রহ্মার চতুর্ম্মুখনিঃসৃত 'নিগম' বা চতুর্ব্বেদ ও পঞ্চানন শিবের পঞ্চবক্ত্র বিনির্গত 'আগম' ("আগতং শিববক্ত্রেভ্যো গতঞ্চ গিরিজাশ্রুতৌ। মতঞ্চ বাসুদেবস্য তস্মাদাগমমুচ্যতে॥") শ্রবণ করিয়া ঊর্দ্ধবাহু তুলিয়া তারস্বরে গান করিয়াছিলেন—"হরের্নামৈব কেবলম্"। তিনিই অধুনা গৌরাবতারে ভক্তরাজ শ্রীবাস পণ্ডিতরূপে আবির্ভূত। তাঁহারই শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীঅঙ্গনে শ্রীশ্রীরাধাভাবদ্যুতিসুবলিত স্বয়ং ভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন গৌরসুন্দর প্রজ্জালিত করিয়াছেন—সপ্তশ্রেয়ঃ

শিখ কৃষ্ণনামসঙ্কীর্ত্তন-মহাযজ্ঞানল। সেই শ্রীবাস-অঙ্গনে নাচিতেছেন—সঙ্কীর্ত্তনপিতা স্বয়ং কৃষ্ণ ও মূল-সঙ্কর্ষণ শ্রীগৌর শ্রীনিত্যানন্দ, নাচিতেছেন—মহাবিষ্ণুর অবতার গৌর-আনা ঠাকুর শ্রীঅদ্বৈত চন্দ্র নাচিতেছেন শ্রীগৌরশক্তি গদাধর ও শ্রীবাসাদি ভক্তবৃন্দ। আর নাচিতেছেন—নামাচার্য্য ঠাকুর হরিদাস—যিনি স্বয়ং সেই দ্বাপরের ব্রহ্মা, যাঁহাতে ভক্তরাজ প্রহ্লাদও প্রবিষ্ট। সকলেই নামগানে আত্মহারা—পাগল পারা। আহা এই যজ্ঞানল এক অপূর্ব্ব অনল, ইহা তাপকরী নহে, পরন্তু ইহার অভাসমাত্রই সকলসন্তাপহারী। ইহা জীবের চিত্তদর্পণ-পরিমার্জ্জনকারী, ভবমহাদাবাগ্নি নির্ব্বাপণ-কারী পরমমঙ্গলরূপ কুমুদের শুভ্রত্ববিকাশক কল্যাণ-কিরণ-বিতরণকারী, অপ্রাকৃত বিদ্যাবধূর জীবনস্বরূপ ও জীবের অপ্রাকৃতকৃষ্ণসেবানন্দবর্দ্ধনকারী, পদে পদে পূর্ণামৃত আস্বাদন প্রদাতা এবং সর্ব্বাত্মার স্নিগ্ধতা সম্পাদনকারী। সেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তন সর্ব্বতোভাবে জয়যুক্ত হউন।

এই নামসঙ্কীর্ত্তনই জীব-জীবনের সর্ব্বসিদ্ধি—সর্ব্বোৎকর্ষ বিধাতা—চরম পরম প্রয়োজন কৃষ্ণপ্রেমসম্পৎ প্রদাতা। ব্রহ্মাশিবনারদাদি সকলেই এই নামের জয়-গান করিতেছেন। ব্রহ্মা দ্বাপরে স্বয়ং আদি গুরু শ্রীকৃষ্ণের নিকট অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্ররাজ ও অপ্রাকৃত কামগায়ত্রী লাভে অপ্রাকৃত দ্বিজত্ব লাভ করতঃ আজ গৌরাবতারে নামাচার্য্য হরিদাসরূপে অপ্রাকৃত দ্বিজত্ব লাভ করিয়া সর্ব্ববেদবেদান্তসার কৃষ্ণনামগানে মাতোয়ারা—আত্মহারা হইলেন। তাঁহার জিহ্বায় প্রত্যহ অহর্নিশ তিনলক্ষ নাম নৃত্য করিতে লাগিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রাণাধিক প্রিয়তম হরিদাস। বাঞ্ছাকল্পতরু গৌরহরি তাঁহার পরম প্রিয়তম হরিদাসের শেষ বাঞ্ছা অপূর্ণ রাখিতে পারিলেন না—

"হরিদাস নিজাগ্রেতে প্রভুরে বসাইলা।
নিজনেত্র—দুইভৃঙ্গ—মুখপদ্মে দিলা॥
স্বহৃদয়ে আনি' ধরি প্রভুর চরণ।
সর্ব্বভক্ত পদরেণু মস্তক ভূষণ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপ্রভু বলেন বার বার।
প্রভুমুখ মাধুরী পিয়ে নেত্রে অশ্রুধার॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শব্দ করিতে উচ্চারণ।
নামের সহিত প্রাণ করিলা উৎক্রামণ॥"

সকলেই তৎকালে ভীষ্মের নির্য্যাণ অর্থাৎ ইচ্ছামৃত্যু স্মরণ করিতে লাগিলেন। ভক্তবৎসল মহাপ্রভু প্রেমানন্দে বিহ্বল হইয়া হরিদাসের অপ্রাকৃত কলেবর কোলে উঠাইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। কতক্ষণ নৃত্যের পর তাঁহাকে বিমানে চড়াইয়া সমুদ্রতটে আনা হইল। হরিদাসকে সমুদ্রে স্নান করাইয়া মহাপ্রভু নিজমুখেই বলিতে লাগিলেন—'সমুদ্র এই মহাতীর্থ হইলা।' ভক্তগণ হরিদাসের পাদোদক পান করিতে লাগিলেন। মহাপ্রভু স্বহস্তে হরিদাসের অঙ্গে শ্রীজগন্নাথদেবের প্রসাদী পট্টডোরী, কড়ার অর্থাৎ প্রসাদী চন্দন, প্রসাদী বস্ত্র, মহাপ্রসাদ দিয়া স্বহস্তে বালুকার গর্ত্তে শোয়াইয়া স্বহস্তে বালু দিয়া সমাধি প্রদান পূর্ব্বক সমুদ্রস্নানান্তে স্বয়ং সিংহদ্বারে আসিয়া তাঁহার প্রিয়তম হরিদাসের নির্য্যাণ উৎসবের জন্য প্রসাদ ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। অবশ্য শ্রীস্বরূপ দামোদর মহাপ্রভুকে ঘরে পাঠাইয়া প্রভুর প্রসাদ আনাইবার ব্যবস্থা করিলেন। কাশী মিশ্রও বহু প্রসাদ পাঠাইলেন। মহামহোৎসবের ব্যবস্থা হইল। মহাপ্রভু নিজেই পরিবেশন আরম্ভ করিলেন। পরে শ্রীস্বরূপ দামোদর কৌশলে মহাপ্রভুকে বসাইয়া পরিবেশনের ব্যবস্থা করিলেন। সর্ব্বক্ষণ প্রেমাবিষ্ট মহাপ্রভু তাঁহার হরিদাসের বিজয়োৎসবে যোগদানকারী সকল ভক্তকেই 'অচিরেই সবাকার হবে কৃষ্ণপ্রাপ্তি' বলিয়া বর দান পূর্ব্বক প্রিয়ভক্তবিরহে কাতর হইয়া কহিতে লাগিলেন—

"কৃপা করি কৃষ্ণ মোরে দিয়াছিলা সঙ্গ।
স্বতন্ত্র কৃষ্ণের ইচ্ছা, কৈলা সঙ্গ ভঙ্গ॥
হরিদাস আছিলা পৃথিবীর রত্নশিরোমণি।
তাঁহা বিনা রত্নশূন্যা হইল মেদিনী॥
জয় জয় হরিদাস বলি' কর হরিধ্বনি।"

তখন সকলেই "জয় জয় জয় জয় জয় হরিদাস।
নামের মহিমা যেঁহ করিলা প্রকাশ॥" বলিয়া হরিদাসের জয় গান করিতে লাগিলেন। নামাচার্য্য

ঠাকুর হরিদাসের জয়গানে আকাশ বাতাস ভরিয়া গেল। ব্রহ্মার ব্রহ্মহরিদাসজন্মই সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ সার্থক জন্ম হইল। এই নামসংকীর্ত্তন-যজ্ঞাগ্নিতেই আত্মার পূর্ণাহুতি সাধিত হয়।

আমরা ব্রহ্মসংহিতা পঞ্চমাধ্যায়ে পাই,—

দ্বিতীয় পুরুষাবতার গর্ভোদকশায়ী মহাবিষ্ণুর নাভিদেশে যে পদ্মের উদয় হয় তাহাই সর্ব্বাত্মসম্বন্ধযুক্ত সমষ্টি জীবাধিষ্ঠান-স্বরূপ। তিনিই সমষ্টি দেহাভিমানী হিরণ্যগর্ভরূপ মূল ব্রহ্মা। তাঁহা হইতেই ভোগবিগ্রহরূপ চতুর্ব্বেদী চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার জন্ম। (সমষ্টি দেহাভিমানিনস্তস্য হিরণ্যগর্ভব্রহ্মণস্তস্মাদ্ ভোগবিগ্রহাদি উৎপত্তিমাহ—ব্রঃ সং ২২ শ্লোক—শ্রীজীবটীকা।) এইরূপে উৎপন্ন হইয়া ভগবচ্ছক্তি পরিচালিত ব্রহ্মা পূর্ব্বসংস্কারানুসারে সৃষ্টি বিষয়ে মতি স্থির করিলেন। কিন্তু সর্ব্বদিকে অন্ধকার ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না। তখন পূর্ব্বোপাসনা-লব্ধা ভগবৎকৃপাফলে শ্রীভগবানের দিব্যা সরস্বতী সর্ব্বদিকে অন্ধকার-দ্রষ্টা সেই ব্রহ্মাকে বলিলেন—হে ব্রহ্মন্, এই অষ্টাদশাক্ষরাত্মক গোপাল-মন্ত্রই তোমার অভীষ্ট সিদ্ধি করাইবে। তুমি এই মন্ত্রের সহিত তপস্যা কর, তাহা হইলে শীঘ্রই তোমার সকল সিদ্ধি লাভ হইবে।

ব্রহ্মা শ্রীগোবিন্দের প্রসন্নতা লাভেচ্ছায় বহুকাল যাবৎ ঐ মন্ত্র দ্বারা শ্বেতদ্বীপপতি গোলোকস্থ পরাৎপর তত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণের তপস্যা করিতে লাগিলেন। তাঁহার সেই তপস্যা-কালে ধ্যান এইরূপ :—

"প্রকৃত্যা গুণরূপিণ্যা পর্য্যুপাসিতম্।
সহস্রদলসম্পন্নে কোটিকিঞ্জল্কবৃংহিতে॥
ভূমিশ্চিন্তামণিস্তত্র কর্ণিকারে মহাসনে।
সমাসীনং চিদানন্দং জ্যোতীরূপং সনাতনম্॥"
শব্দব্রহ্মময়ং বেণুং বাদয়ন্তং মুখাম্বুজে।
বিলাসিনীগণবৃতং স্বৈঃ স্বৈরংশৈরভিষ্টুতম্॥

অর্থাৎ "চিন্তামণিভূমিতে সহস্রদলসম্পন্ন কোটি কেশর দ্বারা সম্বর্দ্ধিত একটি পদ্ম অবস্থিত, তাহার কর্ণিকারে এক মহাসন বর্ত্তমান। তদুপরি চিদানন্দ-জ্যোতীরূপ সনাতন শ্রীকৃষ্ণ সমাসীন। তাঁহার মুখাম্বুজে শব্দব্রহ্মময় বেণু সুগীত হইতেছে এবং তিনি বিলাসিনী গোপীগণ ও নিজ নিজ অংশ বিলাসরূপ আবরণস্থ পরিকরগণ দ্বারা অভিষ্টুত। সেই উপাস্য বস্তুকে সত্ত্ব-রজস্তমঃ এই ত্রিগুণময়ী ও রূপধারিণী প্রকৃতি (বাহিরে থাকিয়া) উপাসনা করিতেছেন।"

[পূর্ব্বকল্পে ব্রহ্মা যে সৃষ্টিকর্ম্ম করিয়াছিলেন, সেই কর্ম্মজন্য সংস্কারানুসারেই স্বভাবচেষ্টার উদয় হয়। এজন্য ধ্যাত বিষয় যদিও সম্পূর্ণ চিন্ময়, তথাপি নিজের রজোগুণস্বভাববশতঃ ব্রহ্মা ত্রিগুণময়ী দুর্গাদি রূপধারিণী সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়-সাধিনী অপরা শক্তি মায়াপূজ্য ভাবে কৃষ্ণকে ধ্যান করিলেন। যেখানে হৃদয়ে জড়কাম আছে, সেখানে মায়া দেবীর উপাস্যতত্ত্বই পূজনীয়। মায়াদেবীর পূজা না করিয়া তাঁহার উপাস্য বিষয়ের পূজা করাই অভীষ্ট সিদ্ধির হেতু। শ্রীমদ্ ভাগবতোক্ত "অকামঃ সর্ব্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ। তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্॥" শ্লোকে ইহাই সমর্থিত হইয়াছে। যদিও ভগবদ্ বিভূতিরূপ অন্যান্য আধিকারিক দেবতা কোন কোন বিশেষ ফল প্রদান করেন, তথাপি বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সেই সেই দেবতার পূজা না করিয়া সর্ব্বফল প্রদানে শক্তিবিশিষ্ট পরমেশ্বরকেই দৃঢ়ভক্তির সহিত ভজন করিবেন। ব্রহ্মা তদনুসারে দূর হইতে মায়াদেবীর উপাস্যতত্ত্বরূপ গোলোকবিলাসী কৃষ্ণকেই ধ্যান করিয়াছিলেন। অন্যাভিলাষিতাশূন্যা শুদ্ধা ভক্তিই নিষ্কাম ভক্তি, ব্রহ্মাদির ভক্তি সকাম।]

অথ বেণুনিনাদস্য ত্রয়ীমূর্ত্তিময়ী গতিঃ।
স্ফুরন্তী প্রবিবেশাশু মুখাব্জানি স্বয়ম্ভুবঃ॥
গায়ত্রীং গায়তস্তস্মাদধিগত্য সরোজজঃ।
সংস্কৃতশ্চাদিগুরুণা দ্বিজতামগমত্ততঃ॥

অর্থাৎ তদনন্তর বেদমাতাগায়ত্রীময়ী পারিপাট্য (সুশৃঙ্খল সম্পত্তি) [শ্রীজীব টীকা—ত্রয়ীমূর্ত্তিঃ গায়ত্রী, তন্ময়ীঃ গতিঃ পরিপাটী।] শ্রীকৃষ্ণের বেণুধ্বনিতে স্ফূর্ত্তিলাভ করতঃ (অর্থাৎ কম্পিত বা সঞ্চালিত হইয়া) স্বয়ম্ভু ব্রহ্মার অষ্টকর্ণকুহর দ্বারে মুখাম্বুজে প্রবেশ করিল। (শ্রীজীবটীকা—মুখাব্জানি প্রবিবেশ ইত্যষ্টভিঃ কর্ণৈঃ প্রবিবেশ ইত্যর্থঃ।) পদ্মযোনি ব্রহ্মা সেই গীতনিঃসৃতা

গায়ত্রী প্রাপ্ত হইয়া আদিগুরু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণদ্বারা সংস্কৃতি লাভ করতঃ দ্বিজত্ব প্রাপ্ত হইলেন। (শ্রীজীব টীকা—আদিগুরুণা শ্রীকৃষ্ণেন স ব্রহ্মা সংস্কৃতঃ।)

অপ্রাকৃত কামবীজ-প্রপুটিত অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্ররাজ লাভের পর যে গায়ত্রী লাভ হয়, তাহাই অপ্রাকৃত কামগায়ত্রীরূপে প্রসিদ্ধ। এই গায়ত্রীতে অপ্রাকৃত কামদেব শ্রীগোপীজনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণে অপ্রাকৃত সেবাকাম লাভের প্রার্থনা উদ্দিষ্ট। সেই গায়ত্রী ব্রহ্মার কর্ণে প্রবিষ্ট হইবামাত্র ব্রহ্মা অপ্রাকৃত দ্বিজত্ব-সংস্কার লাভ করিয়া সেই গায়ত্রী গান করিতে লাগিলেন। ভাগ্যবান্ জীব সদ্গুরু পাদাশ্রয়ে এই মন্ত্র ও গায়ত্রী তত্ত্বতঃ লাভ করতঃ পুনরায় শুদ্ধ অপ্রাকৃত জন্ম লাভ করেন। তাহাতে জড়বদ্ধ জীবগণের মায়িক সংসারে পূর্ব্ব সংস্কার জনিত স্বভাব ও বংশানুসারে যে দ্বিজত্ব-লাভ হয়, তাহা অপেক্ষা অপ্রাকৃত জগতে প্রবেশরূপ এই দ্বিজত্ব লাভ পরম উৎকৃষ্ট। কেননা ইহাতে জীবাত্মার প্রকৃত কৃষ্ণনিত্যদাস্য-স্বরূপে অবস্থিতিরূপ চিন্ময়ী দীক্ষায় দীক্ষিত হইয়া প্রকৃত দ্বিজত্ব বা অপ্রাকৃত জন্ম লাভ হয়। তদ্দ্বারাই জীব চিজ্জগৎ প্রাপ্তিরূপ চরম মহিমান্বিত হন।

ব্রহ্মা তখন সেই ত্রয়ীময়ী গায়ত্রীর স্মরণ দ্বারা প্রবুদ্ধ হইয়া চিদচিদ্বিবেকোত্থ তত্ত্বসাগর অবগত হইলেন। সমগ্র বেদসার তাঁহাতে স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইল। তিনি অখিলবেদসার বাক্যদ্বারা শ্রীগোবিন্দের স্তব করিলেন। এই স্তবটি বিশুদ্ধ বৈষ্ণবসিদ্ধান্তপূর্ণ বলিয়া শ্রীমন্ মহাপ্রভু ইহা তাঁহার ভক্তগণকে শিক্ষা দিয়াছেন। তাই ইহা আমাদের নিত্য পঠনীয় ও আস্বাদনীয়। শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত (ভাঃ ১০।১৪ অঃ) ব্রহ্মস্তবটিও বিশেষ প্রণিধানযোগ্য ও পরম উপাদেয়। তাহাও সর্ব্বসংশয় হরণকারী ও সর্ব্বসদ্ভক্তিসিদ্ধান্তপরিপূর্ণ।

এইরূপে 'আদি গুরু' শ্রীকৃষ্ণকৃপালব্ধ চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মাই আমাদের সম্প্রদায়ের মূল গুরু। তিনি দেবর্ষি শ্রীনারদকে, শ্রীনারদ বেদব্যাসকে, শ্রীব্যাস শ্রীমন্ মধ্বাচার্য্যপাদকে কৃপাপূর্ব্বক সম্প্রদায় প্রবর্ত্তক আচার্য্যরূপে স্বীকার করেন। অতঃপর শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদ এই ব্রহ্মমাধ্বসম্প্রদায় স্বীকার করতঃ শ্রীল ঈশ্বরপুরীপাদকে শিষ্যত্বে স্বীকার করিলে শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দর স্বয়ং ভগবান্ সর্ব্বজগদ্গুরু হইয়াও আম্নায় পারম্পর্য্য অনুসরণের আদর্শ প্রদর্শনার্থ শ্রীঈশ্বরপুরীপাদকে গুরুত্বে বরণপূর্ব্বক ঐ সম্প্রদায় স্বীকার করিলেন। শ্রীগৌরানুগ গৌড়দেশীয় ভক্তবৃন্দ আপনাদিগকে 'গৌড়ীয়' বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করেন। এজন্য শ্রীগৌরানুগ গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় 'শ্রীব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয় সম্প্রদায়' নামে প্রসিদ্ধ। আমরা সেই শ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয় সম্প্রদায় সংরক্ষক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যাম্নায়দশমাধস্তনপুরুষবর শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপানুগাচার্য্যবর্য্য নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের শ্রীচরণাশ্রয়ে তদাজ্ঞাবাহী কিঙ্করানুকিঙ্কররূপে তন্মুখামৃতদ্রবসংযুত 'শ্রীচৈতন্যবাণী'র অনুকীর্ত্তনপ্রয়াসী। শ্রীচৈতন্যবাণীর মূর্ত্তবিগ্রহ শ্রীল প্রভুপাদ। তাঁহার অহৈতুকীকরুণাই তদ্ভৃত্যানুভৃত্য মাদৃশ জীবাধমের একমাত্র সম্বল—আশা ও ভরসাস্থল।

যাজ্ঞিক বিপ্রগণ তাঁহাদের পত্নীগণের শ্রীকৃষ্ণপ্রতি অলৌকিকী ভক্তি এবং নিজেদের তাদৃশ ভক্তিহীনতাদর্শনে অনুতপ্ত হইয়া আত্মনিন্দা করিতে করিতে বলিয়াছিলেন—

"ধিগ্ জন্ম নস্ত্রিবৃদ্ যত্তদ্ ধিগ্ ব্রতং ধিগ্ বহুজ্ঞতাম্।
ধিক্কুলং ধিক্ ক্রিয়া দাক্ষ্যং বিমুখা যে ত্বধোক্ষজে॥"

অর্থাৎ অধোক্ষজ ভগবদ্ বিমুখ আমাদের শৌক্র, সাবিত্র্য এবং দৈক্ষ্য — এই ত্রিবিধ জন্ম, ব্রহ্মচর্য্যাদি ব্রত, বহু শাস্ত্রজ্ঞান, উচ্চকুল ও নিত্যনৈমিত্তিকাদি ক্রিয়ানৈপুণ্য—এই সমস্তই ধিক্।

নাসাং দ্বিজাতিসংস্কারো ন নিবাসো গুরাবপি।
ন তপো নাত্মমীমাংসা ন শৌচং ন ক্রিয়াঃ শুভাঃ॥
তথাপি হ্যুত্তমঃশ্লোকে কৃষ্ণে যোগেশ্বরেশ্বরে।
ভক্তির্দৃঢ়া ন চাস্মাকং সংস্কারাদিমতামপি॥

—ভাঃ ১০।২৩।৪০, ৪৩ ৪৪

—ইহাদের (অর্থাৎ বিপ্রপত্নীগণের) উপনয়ন-সংস্কার, গুরুকুলে বাস, তপস্যা, আত্মবিচার, অন্তর্ব্বাহ-

শুদ্ধিবিধানরূপ শৌচ এবং মঙ্গলদায়ক সন্ধ্যাবন্দনাদি কিছুই নাই, তথাপি উত্তমঃশ্লোক মহাযোগী শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁহাদের দৃঢ়াভক্তি জন্মিয়াছে ; পরন্তু আমরা উপনয়নাদি সংস্কারযুক্ত হইলেও আমাদের সেই ভক্তির উদয় হইল না !

সুতরাং শ্রীভগবানে আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছাশূন্যা কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছামূলা ভক্তিলাভই জীবজীবনের চরম পরম লক্ষ্যীভূতবিষয়। দেবর্ষি শ্রীনারদও প্রচেতোগণকে লক্ষ্য করিয়া উপদেশ করিয়াছিলেন—

তজ্জন্ম তানি কর্ম্মাণি তদায়ুস্তন্মনো বচঃ।
নৃণাং যেন হি বিশ্বাত্মা সেব্যতে হরিরীশ্বরঃ॥

অর্থাৎ মানুষের যে জন্মদ্বারা বিশ্বাত্মা শ্রীহরি সেবিত হন, সেই জন্মই প্রকৃত সার্থক 'জন্ম', যে কৃত্যদ্বারা শ্রীহরির সেবানুকূল্য হয়, সেই কৃত্যই একমাত্র 'কৃত্য', যে আয়ু দ্বারা শ্রীহরির সেবা হয়, তাহাই 'পরমায়ু', সেই মনই শুদ্ধমন, সেই বাক্যই প্রকৃতবাক্য, যাহার দ্বারা বিশ্বাত্মা পরমেশ্বর শ্রীহরি সেবিত হন।

কিং জন্মভিস্ত্রিভির্বেহ শৌক্র সাবিত্র যাজ্ঞিকৈঃ।
কর্ম্মভির্বা ত্রয়ীপ্রোক্তৈঃ পুংসোঽপি বিবুধায়ুষা॥
শ্রুতেন তপসা বা কিং বচোভিশ্চিত্তবৃত্তিভিঃ।
বুদ্ধ্যা বা কিং নিপুণয়া বলেনেন্দ্রিয়রাধসা॥
কিং বা যোগেন সাংখ্যেন ন্যাসস্বাধ্যায়য়োরপি।
কিং বা শ্রেয়োভিরন্যৈশ্চ ন যত্রাত্মপ্রদো হরিঃ॥
শ্রেয়সামপি সর্ব্বেষামাত্মা হ্যবধিরর্থতঃ।
সর্ব্বেষামপি ভূতানাং হরিরাত্মাত্মদঃ প্রিয়ঃ॥
—ভাঃ ৪।৩১।৯-১৩

অর্থাৎ মানুষের ত্রিবিধ জন্ম—বিশুদ্ধ মাতাপিতা হইতে উৎপত্তির নাম 'শৌক্রজন্ম,' উপনয়নদ্বারা 'সাবিত্র জন্ম', সর্ব্বেশ্বর বিষ্ণুর আরাধনারূপ যজ্ঞদীক্ষা দ্বারা 'যাজ্ঞিক বা দৈক্ষ জন্ম'। কিন্তু শ্রীহরির সেবা ব্যতীত এই জন্মত্রয়ে কি ফল ? আর হরিসেবাব্যতীত বেদ-প্রতিপাদ্য কর্ম্মসকল ও দেবতাগণের ন্যায় দীর্ঘায়ুতেই বা কি ফল ?

শ্রীহরিসেবা ব্যতীত বেদান্তাদি শ্রবণ, তপস্যা, শাস্ত্র-ব্যাখ্যাদি বাগ্‌বিলাস, নানাশাস্ত্রার্থ অবধারণ-সামর্থ্য, প্রখরা বুদ্ধি, বল, ইন্দ্রিয়পটুতা দ্বারাই বা কি ফল ?

প্রাণায়ামাদি অষ্টাঙ্গযোগ, দেহাদি ব্যতিরিক্ত আত্মজ্ঞান, এমনকি সন্ন্যাস ও বেদাধ্যয়ন এবং ব্রত ও বৈরাগ্যাদি অন্যান্য শ্রেয়ঃ সাধন—যাহাতে শ্রীহরির ইন্দ্রিয় তোষণ না হয়, (কেবল জীবের আত্মেন্দ্রিয়-তৃপ্তিমাত্র হয়,) সেই সকল সাধনদ্বারাই বা কি ফল ?

সর্ব্বপ্রকার শ্রেয়ঃফলেরও পরাকাষ্ঠা পরমার্থতঃ একমাত্র আত্মাই—এ বিষয় নিশ্চিত। সকল প্রাণিগণেরও আত্মা শ্রীহরি। তিনি জীবের অবিদ্যা নিরাস করিয়া নিত্য স্বরূপ প্রকাশক এবং (বলি প্রভৃতি আত্মসমর্পণকারী ভক্তগণের নিকট) আত্মপর্য্যন্ত প্রদ ও প্রিয় অর্থাৎ পরমানন্দ স্বরূপ।

যথা তরোর্মূলনিষেচনেন
তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ।
প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং
তথৈব সর্ব্বার্হণমচ্যুতেজ্যা॥ ঐ ভাঃ ৪।৩১।১৪

অর্থাৎ যেরূপ বৃক্ষের মূলদেশে সুষ্ঠুভাবে জল সেচন করিলেই উহার স্কন্ধ, শাখা, উপশাখা, পত্রপুষ্পাদি সকলেই সঞ্জীবিত হয়, (মূলেতে সিঞ্চিলে জল, শাখা, পল্লবের বল, শিরে বারি নহে কার্য্যকর। হরিভক্তি আছে যাঁর, সর্ব্বদেব বন্ধু তাঁর, ভক্তসবে করেন আদর॥) প্রাণে আহার্য্য প্রদান করিলে যেরূপ সমস্ত ইন্দ্রিয়েরই তৃপ্তি সাধিত হয়, (কিন্তু ইন্দ্রিয় সমূহে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে অন্নলেপনদ্বারা তদ্রূপ হয় না,) তদ্রূপ একমাত্র শ্রীকৃষ্ণপূজা দ্বারাই নিখিল দেব পিতৃাদির পূজা হইয়া থাকে (তাঁহাদের আর পৃথক্ পৃথক্ আরাধনার অপেক্ষা করে না)।

এজন্য কৃষ্ণপাদপদ্মে শুদ্ধভক্তি লাভই সুদুর্ল্লভ মনুষ্য জীবনের একমাত্র প্রকৃত সার্থকতা। নিত্যারাধ্য সর্ব্ব বেদৈকবেদ্য কৃষ্ণের সহিতই জীবাত্মার নিত্যসম্বন্ধ, কৃষ্ণপাদপদ্মে শুদ্ধা ভক্তিই নিত্য অভিধেয় এবং কৃষ্ণে প্রগাঢ় প্রীতিরূপ প্রেমই নিত্য প্রয়োজন। অবিদ্যাকৃত কৃষ্ণবহির্ম্মুখতাবশতঃই জীবের ঐ সম্বন্ধাভিধেয় প্রয়োজন জ্ঞানের ব্যত্যয় উপস্থিত হয়।

শ্রীশ্রীজগন্নাথ ও ভক্ত গণপতি ভট্ট

[শ্রীমদ্ গতিকৃষ্ণ দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী]

ভক্তবৎসল শ্রীজগন্নাথ তাঁহার ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য যুগে যুগে কতই না লীলা করিতেছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। জগতের নাথ তিনি। জগতের ভক্ত-অভক্ত হিন্দু অহিন্দু—সকলেই তাঁহার সন্তান। যুগ যুগ ধরিয়া প্রতিদিন কত না কত ভক্ত দর্শনার্থী হইয়া তাঁহার দর্শনে আসেন। তাঁহাদের জন্য জগন্নাথ দিবারাত্র তাঁহার মন্দিরের চতুর্দ্বার উন্মুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন। দিনরাতের মধ্যে মাত্র তিন ঘণ্টা তিনি বিশ্রাম করেন। কারণ তিনি যে করুণার সাগর। ভক্তরাও জগন্নাথ দর্শন মাত্রেই আনন্দে বিভোর হইয়া যান, ইহাই শ্রীজগন্নাথের করুণার বৈশিষ্ট্য।

প্রসাদ, দর্শন দানে দয়ার সীমা নাই।
পতিতপাবন প্রভু দয়া তব গাই॥

কিন্তু ইহার মধ্যে আবার অনেকেই আছেন যাঁহাদের মন্দিরে প্রবেশ করিবার অধিকার নাই। সারাদিন মন্দিরের মধ্যে জগন্নাথের যে সব বিচিত্র লীলা অনুষ্ঠিত হয় এবং প্রতিদিন জগন্নাথের কিভাবে অর্চ্চনাদি হয়, ইহা দেখিবার সৌভাগ্য তাঁহারা পান না। এজন্য অনেক সময় সাধারণ ব্যক্তি হয়তো জগন্নাথের পতিতপাবনতাতে দোষারোপ করিতে পারেন। সাধারণ ভক্তগণও মনে দুঃখ পাইবেন, এজন্য শ্রীজগন্নাথ জগদ্বাসীর সম্মুখে নিজেকে নির্দ্দোষ প্রতিপাদন এবং ভক্তগণের আনন্দবর্দ্ধনার্থ সম্বৎসরে একবার স্নানবেদীতে আগমন করেন। সারাদিন সেখানে থাকিয়া সম্পূর্ণ একদিনের লীলা সর্ব্ব সমক্ষে প্রদর্শন করেন, যাহাতে ভক্তগণ তাঁহার লীলাদর্শনে বঞ্চিত না হন এবং অজ্ঞ সাধারণও তৎপ্রতি দোষারোপ না করিতে পারেন।

স্নান-পূর্ণিমার পূর্ব্বদিন জগন্নাথের আর শয়ন হয় না। ভক্তবৎসল ভগবান্ তাঁহার ভক্তগণের কথা চিন্তা করিতে করিতে সারারাত্রিই জাগরণ করেন। পরদিবস বাহিরে আসিবার জন্য ব্যস্ত হন। তাঁহার প্রিয় দয়িতাপতিগণ প্রভুকে বাহিরে আনিবার জন্য সারারাত্রি বিভিন্নভাবে প্রস্তুত করান। স্নান-পূর্ণিমার দিন প্রাতঃকালে অগণিত ভক্ত শত শত কাঁসর ও পাখোয়াজের ধ্বনিসহ তিন ঠাকুরকে পর পর স্নান বেদিতে পাণ্ডুবিজয় করান। এই অপূর্ব্ব দৃশ্য লিখিয়া বা বলিয়া প্রকাশ করা যায় না। জীবনে যিনি একবার এই দৃশ্য দেখিয়াছেন, তাঁহারই জীবন ধন্য। প্রভু ধীরে ধীরে হেলিয়া দুলিয়া মাথার বিরাট ফুলের মুকুট দোলাইতে দোলাইতে মৃদু গম্ভীর শব্দ করিতে করিতে (পহাণ্ডীর সময় গুম্ শব্দ হয়) স্নানবেদীর দিকে অগ্রসর হন। তারপর তিন ঠাকুর স্নানবেদীতে শুভ বিজয় করিবার পর দৈনন্দিন সেবা অর্চ্চনাদি আরম্ভ হয় এবং যথাসময়ে একশত আট ঘট জলে মহাস্নান সম্পাদন করান হয়। এই জল যে কূপ হইতে আনয়ন করা হয়, তাহা সারা বৎসর বন্ধ থাকে। কিন্তু জল খারাপ হয় না। কেবল বর্ষে একবার স্নান পূর্ণিমার দিবস উন্মুক্ত হয়। কূপটির নাম সোনা কুয়া। এই কুয়ার রক্ষক শীতলাদেবী। শ্রীমন্দিরের ভিতরে উত্তরদ্বারের নিকটে ইহা অবস্থিত। স্নানের পর প্রভুর শৃঙ্গার করা হয়। এই শৃঙ্গার কিন্তু বড়ই অদ্ভুত। দেখিতে ঠিক হাতীর মত। রাস্তা হইতে দর্শন করিলে মনে হয় সত্যিই যেন দুইটি কালো ও সাদা হাতী স্নান বেদীতে বিরাজমান আছেন। মনে হয়ত' প্রশ্ন জাগে, জগন্নাথের এইপ্রকার রূপ ধারণের উদ্দেশ্য কি?

বাস্তবিক দীনবন্ধু জগন্নাথ অনন্তরূপী। ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূরণ করিবার জন্য তিনি যে কোন রূপ ধারণ করিতে পারেন। যিনি যেভাবে তাঁহাকে ধ্যান করেন, তিনি সেই ভাবে তাঁহাকে দর্শন করান — যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্ তাঁহারই শ্রীমুখ-বাক্য।

ভক্ত গণপতি ভট্ট কর্ণাটকবাসী একজন গণেশ-

ভক্ত বিপ্র ছিলেন। বাল্যকাল হইতে বিভিন্নশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া তিনি গণেশকেই পরমব্রহ্ম বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। জীবের মুক্তি নিমিত্ত পরমব্রহ্ম গণেশই একমাত্র কারণ, তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন। এইভাবে কিছুদিন সাধনভজন করিবার পর পরমব্রহ্মকে লাভ করিবার জন্য তিনি অত্যন্ত অস্থির হইয়া পড়িলেন। কিভাবে পরব্রহ্মকে লাভ করিতে পারিবে এজন্য তিনি বিভিন্ন শাস্ত্র অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। বহু অধ্যয়নের পর বেদ, ব্রহ্মপুরাণ স্কন্দপুরাণ সাত্বত সংহিতাদি অনেক শাস্ত্রেই তিনি দেখিতে পাইলেন স্বয়ং পরমব্রহ্ম ভগবান্ নীলাচলে দারুব্রহ্মরূপে অবস্থান করিতেছেন। তাঁহার অবস্থানহেতু এই ক্ষেত্র অত্যন্ত পবিত্র। এইস্থানে এক অহোরাত্র বাস করিলে অনেক কোটি জন্মের পুণ্য ফল। নিদ্রা গেলে সমাধির ফল, এমনকি প্রলাপেও স্তবস্তুতির ফল এবং প্রতি পদবিক্ষেপেই পরিক্রমার ফল পাওয়া যায়। স্কন্দপুরাণেও তিনি দারুব্রহ্মরূপী জগন্নাথদেবের প্রচুর মহিমা দেখিতে পাইলেন।

ভক্তগণপতি ভট্ট আর থাকিতে পারিলেন না। সংসারের সমস্ত কার্য্য তাঁহার নিকট অত্যন্ত তিক্ত বোধ হইল। তিনি বংস সমুদয়কে মলবৎ পরিত্যাগ করিয়া শ্রীপুরুষোত্তম অভিমুখে যাত্রা আরম্ভ করিয়া দিলেন। লক্ষ্য—ব্রহ্মদর্শন। মনের মধ্যে অফুরন্ত আনন্দ, হৃদয়ে উৎকণ্ঠা, মুখে পরব্রহ্মের মহিমা কীর্ত্তন এবং পদে অপার শক্তি। এই সমস্ত একত্র হইয়া তাঁহাকে বহু দূরবর্ত্তী কর্ণাটক দেশ হইতে শ্রীক্ষেত্রে আনয়ন করিল। যখন আঠার নালার নিকট পৌছিলেন, তখন শ্রীমন্দিরের চূড়া দর্শন করিয়া আনন্দে অধীর হইয়া পড়িলেন। আর কয়েক মুহূর্ত্ত পরে তাঁহার ব্রহ্মদর্শন হইবে, ইহা চিন্তা করিয়া আনন্দে আত্মহারা হইলেন। এমন সময় দেখিতে পাইলেন কতকগুলি লোক হস্তে মাটির পাত্র লইয়া আসিতেছেন। আর তাঁহাদের সকলের মনেই আনন্দ। তখন ভক্ত গণপতি ভট্ট তাঁহাদের কাছে জিজ্ঞাসা করিলেন আপনারা কোথায় গিয়াছিলেন আর হাতে কি লইয়া আসিতেছেন? এই প্রশ্ন শুনিয়া সকলে হাসিতে হাসিতে বলিলেন—ব্রাহ্মণ, তুমি কি জানন। আমরা স্বয়ং পরমব্রহ্ম দারু ব্রহ্মকে দর্শন করিতে গিয়াছিলাম। আর এই যে হাতে দেখিতেছ, ইহা শিববিরিঞ্চির দুর্লভ কৈবল্য—মহাপ্রসাদ। তখন গণপতি ভট্ট জিজ্ঞাসা করিলেন—আপনারা কি ব্রহ্মকে দর্শন করিয়াছেন? যাত্রীরা 'হাঁ' বলিয়া সময় নষ্ট না করিয়া চলিয়া গেলেন। এইভাবে গণপতি ভট্ট দেখিলেন হাজার হাজার লোক আসিতেছে ও যাইতেছে। সকলের মুখে তিনি একই উত্তর পাইলেন। তখন তিনি মহা সংশয়ে উপস্থিত হইলেন। চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, যদি ইঁহারা ব্রহ্মকে দর্শনই করিয়াছেন, তবে আবার ফিরিয়া আসেন কেন? কিন্তু শাস্ত্রে ত লেখা আছে, এইস্থানে পরব্রহ্ম বিরাজমান। তবে কোনটা ঠিক বলিব — শাস্ত্র, না আমি যা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি। কিন্তু শাস্ত্রবাক্য ত মিথ্যা হইতে পারে না। তবে আমি নিশ্চই বিষ খাইয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করিব। কারণ ব্রহ্মদর্শনের পরে ত আর পুনরাবর্ত্তন ঘটে না। কিন্তু এখানে দেখিতেছি লোকে ব্রহ্ম দর্শন করিয়া ফিরিয়া আসিতেছে। এইভাবে খুবই চিন্তিত হইয়া পড়িলেন ভক্ত গণপতি ভট্ট। অন্তর্য্যামী জগন্নাথ, ভক্তের অন্তরের দুঃখ বুঝিতে পারিলেন এবং বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বেশে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন—"ব্রাহ্মণ, কি জন্য এত চিন্তিত হইয়াছেন?" আবার গণপতিভট্টের সেই প্রশ্ন — "এখানে পরব্রহ্ম আছেন তো? যদি থাকেন তবে লোকেরা দর্শন করিয়া ফিরিয়া আসেন কেন?" আগন্তুক ব্রাহ্মণ হাসিলেন এবং বলিলেন—"ব্রহ্ম এখানেই আছেন, ইহাতে সংশয় কি"? ভট্ট বলিলেন—"ব্রহ্ম দর্শনের পর ত লোক আর ফিরিয়া আসেন না। কিন্তু এখানে লোকেরা ফিরিয়া আসিতেছেন কেন"? আগন্তুক ব্রাহ্মণ বলিলেন —"ব্রহ্ম হইলেন বাঞ্ছাকল্পতরু, যিনি যাহা বাঞ্ছা করেন তিনি তখনই তাঁহার সে বাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া দেন। যাঁহারা দর্শন করিয়া ফিরিয়া আসিতেছেন, তাঁহাদের উদ্দেশ্য হইল ভগবানকে দর্শন করিয়া গৃহে

ফিরিয়া যাইব। এইজন্য তাঁহারা ফিরিয়া যাইতেছেন। কিন্তু যে ফিরিতে না চাহে সে ব্রহ্মেই লীন হয়। তুমি শীঘ্র যাও পরব্রহ্মকে দর্শন কর"? তখন ভট্ট গণপতির মনে বড়ই আশার সঞ্চার হইল এবং শ্রীমন্দিরের দিকে অগ্রসর হইলেন। দৈবযোগে সেই দিন স্নান পূর্ণিমা ছিল। ঠাকুর স্নান-বেদীতে বিজয় করিয়াছেন, লক্ষ লক্ষ লোকের উপস্থিতিতে ঠাকুরের স্নানাদি লীলা চলিতেছে। তখন ভক্ত গণপতি ভট্ট গিয়া স্নানবেদীর নীচে উপস্থিত হইলেন এবং দর্শন করিতে লাগিলেন। কিন্তু এ কি? ইনি তো পরব্রহ্ম নন! ইঁহার মুখে তো পরমব্রহ্ম গজবদনের বক্র তুণ্ড শোভা পাইতেছে না? কই এক দন্ত তো শোভা পাইতেছে না? হস্তে লাড্ডু ধারণ করিয়া জগৎকে আনন্দ দেওয়ার শক্তি তো ইহার নাই। তবে এত পরিশ্রম কি বিফল হইল, ইহা চিন্তা করিয়া গণপতি ভট্ট দণ্ডবৎ প্রণাম না করিয়া তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া আসিলেন এবং পুরীর বাহিরে সিদ্ধ মহাবীরের (গুণ্ডিচা মন্দিরের পশ্চাৎভাগে অবস্থিত) কাছে গিয়া ব্যাকুল হইয়া চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া পড়িলেন। মনে অনেক দুশ্চিন্তা। এখন কি করিব? ভক্তবৎসল ভগবান্ ভক্তের দুঃখ বুঝিতে পারিলেন। তিনি ভক্তের দুঃখে দুঃখ এবং সুখে সুখ অনুভব করেন। ভক্ত তাঁহার নিকট হইতে শূন্য হস্তে ফিরিয়া গেলে তাঁহার ভক্তবৎসল নামে যে কলঙ্ক রটিবে। ইহা তিনি কি সহ্য করিতে পারেন? গত রাত্রিতে সেবায় নিযুক্ত থাকায় সুদিরথ (রাজার প্রতিনিধি) ক্লান্ত হইয়া নাট্য মন্দিরের মধ্যে নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহাকে স্বপ্নে আদেশ দিলেন—"তুমি সিদ্ধমহাবীরের কাছে গিয়া সেখান হইতে আমার ভক্ত গণপতি ভট্টকে লইয়া আইস। তিনি আমার গণেশবেশ দর্শন করিবেন। তখন সুদিরথ সিদ্ধমহাবীরের নিকট গিয়া বলিতে লাগিলেন—"কে তুমি গণপতি ভট্ট? তোমার ভাগ্যের সীমা নাই। তোমার জন্য আজ জগন্নাথ গণপতি বেশে দর্শন দিবেন। তুমি শীঘ্র গিয়া দর্শন কর।" তখন গণপতি ভট্টের চিত্তে আর আনন্দের সীমা নাই। তিনি পরম আনন্দে সুদিরথের সঙ্গেই গমন করিলেন। স্নান বেদীতে গিয়া ভক্তবৎসল ভগবানের অপার করুণা চিন্তা করিতে করিতে নিজের আরাধ্য দেবতা গণেশকে ধ্যান করিতে লাগিলেন। চক্ষু উন্মীলন করিয়া দর্শন করিলেন সেই অপূর্ব্ব রূপ। জগন্নাথ গণেশ বেশ ধারণ করিয়া বসিয়া আছেন। তখন গণপতি ভট্ট আনন্দে আত্মহারা হইয়া অনেক স্তব স্তুতি করিতে লাগিলেন। প্রার্থনা করিলেন—"হে প্রভো! আপনি যখন কৃপা করিয়া এই অধমকে দর্শন দিয়াছেন, তখন যুগে যুগে জগতের লোক যাহাতে এই স্নান পূর্ণিমার দিন এই স্থানে আপনাকে গনেশ বেশে দর্শন করিতে পারেন, এই আজ্ঞা করুন।" এই প্রার্থনা করিয়া গণপতি ভট্ট সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন এবং তখন তাঁহার প্রাণবায়ু উড়িয়া গিয়া শ্রীজগন্নাথের পাদপদ্মে লীন হইয়া গেল। সেই দিন হইতে ভক্তবৎসল শ্রীজগন্নাথ তাঁহার ভক্তের স্মৃতি জাগ্রত রাখিবার জন্য প্রতিবৎসর স্নান পূর্ণিমার দিন গণেশ বা হস্তী বেশ ধারণ করেন। জয় প্রভু জগন্নাথ! জয় তোমার অত্যদ্ভুত ভক্তবাৎসল্য! ধন্য ভক্তগণপতি ভট্ট! ধন্য তোমার দৃঢ়া ভক্তি!

জম্মুতে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার

জম্মুনিবাসী ভক্তগণের বিশেষ আহ্বানে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সদলবলে বিগত ২০ ভাদ্র, ৬ সেপ্টেম্বর সোমবার জম্মু ষ্টেশনে শুভপদার্পণ করিলে স্থানীয় সতীর্থ বিশিষ্ট নাগরিক শ্রীহংসরাজজী ভাটিয়া বহু ভক্তসহ পুষ্পমাল্যাদির দ্বারা বিপুল সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন। একটি বাসে ও ভ্যানে ভক্তবৃন্দ শ্রীল আচার্য্যদেবের অনুগমনে সংকীর্ত্তনসহ প্যারেড গ্রাউণ্ডের নিকটবর্ত্তী নির্দ্দিষ্ট আবাসস্থলী শ্রীগীতাভবনে আসিয়া উপনীত হন। কলিকাতা হইতে শ্রীল আচার্য্যদেব সমভিব্যাহারে আসেন পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ কৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ, শ্রীভূধারীদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীবলভদ্র দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীরাধাকান্ত ব্রহ্মচারী, শ্রীগৌরগোপাল ব্রহ্মচারী, মেচেদার মৃদঙ্গবাদক শ্রীরামকৃষ্ণ দাসাধিকারী ও আনন্দপুরের মৃদঙ্গবাদক শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ মিশ্র। পরবর্ত্তিকালে গোয়ালপাড়া (আসাম), বৃন্দাবন, গোকুল মহাবন, দিল্লী, চণ্ডীগঢ় প্রভৃতি বিভিন্ন স্থান হইতে জম্মুতে প্রচার পার্টির সহিত যোগ দেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত নিরীহ মহারাজ, শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীযজ্ঞেশ্বর ব্রহ্মচারী শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী শ্রীনারায়ণদাস ও শ্রীচন্দ্রশেখর। এতদ্ব্যতীত দিল্লী হইতে শ্রীশ্যামজী, জালন্ধর হইতে শ্রীরামভজন পাণ্ডে ভক্তবৃন্দসহ এবং চণ্ডীগঢ় হইতে শ্রীধনঞ্জয় দাসাধিকারী (শ্রীধর্ম্মপালজী), ডক্টর শ্রীমিত্তল সস্ত্রীক, শ্রীভাগমল সুদ, শ্রীরামপ্রসাদজী প্রভৃতি গৃহস্থ ভক্তগণও জম্মুতে ধর্ম্মসম্মেলনে যোগদানের জন্য আসেন।

প্রত্যহ প্রাতে শ্রীগীতাভবনে, অপরাহ্নে রাণীতালাবস্থিত শ্রীসৎসঙ্গভবনে এবং রাত্রিতে গান্ধী নগরস্থিত শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ মন্দিরে শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীভাগবত-ধর্ম্ম ও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষাবৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে ভাষণ প্রদান করেন। বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন দিনে বক্তৃতা করেন শ্রীমঠের সহকারী সম্পাদকদ্বয় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ, গভর্ণিং বডির সদস্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ এবং চণ্ডীগঢ় মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ। শ্রীল আচার্য্যদেব সহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক আহূত হইয়া মধ্যাহ্নে তাঁহাদের গৃহে হরিকথা কীর্ত্তন করেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিললিত নিরীহ মহারাজ, শ্রীযজ্ঞেশ্বর ব্রহ্মচারী, শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী ও শ্রীরাধাকান্ত ব্রহ্মচারী ব্রহ্মচারী সভার আদি ও অন্তে সুললিত ভজনকীর্ত্তনের দ্বারা শ্রোতৃবৃন্দের আনন্দবর্দ্ধন করেন।

১২ই সেপ্টেম্বর রবিবার ও ১৯শে সেপ্টেম্বর রবিবার শ্রীগীতা ভবন হইতে দুইটী বিরাট্ নগর-সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা বাহির হইয়া সহরের প্রধান প্রধান রাস্তা পরিভ্রমণ করতঃ প্রসিদ্ধ শ্রীরঘুনাথ মন্দিরে আসিয়া সমাপ্ত হয়। নগর সংকীর্ত্তনে ভক্তগণ দুই হস্ত উত্তোলন পূর্ব্বক উদ্দণ্ড নৃত্য সহযোগে উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করিতে করিতে চলিতে থাকিলে রাস্তার দুই পার্শ্বস্থ দণ্ডায়মান অগণিত নরনারীগণের মধ্যে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়। সংকীর্ত্তনে মূল-কীর্ত্তনীয়ারূপে সেবা করেন শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ, সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী ও শ্রীরামভজন পাণ্ডে। শ্রীরামকৃষ্ণ দাসাধিকারী ও শ্রীঅমরেন্দ্র মিশ্রের মনোহর মৃদঙ্গবাদনসেবায় ভক্তগণের সংকীর্ত্তনে উল্লাস বর্দ্ধিত হয়।

শ্রীদুর্গাদাস সাম্বেওয়ালে আন্তরিকতার সহিত

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারে—জনসাধারণকে ধর্ম্মসম্মেলনে ও নগরসংকীর্ত্তনে যোগদানের জন্য প্রচার-কার্য্যে অক্লান্ত পরিশ্রমসহ যত্ন করায় সকলের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপাসিক্ত গৃহস্থ শিষ্য জম্মুসহরের বিশিষ্ট নাগরিক শ্রীহংসরাজজী ভাটিয়া বৈষ্ণবগণের সেবার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়া শ্রীগুরুবৈষ্ণবের আশীর্ব্বাদ ভাজন হইয়াছেন। মঠাশ্রিত গৃহস্থ ভক্ত শ্রীস্বদেশজীর হার্দ্দী সেবাপ্রচেষ্টাও বিশেষ ভাবে প্রশংসনীয়।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাচার্য্য ধর্ম্মসভার শেষ অধিবেশনে উপসংহারে বলেন—

"শ্রীকৃষ্ণে অহৈতুকী ভক্তিই জীবাত্মার স্বাভাবিক স্বরূপগত ধর্ম্ম। উহাকেই সনাতন ধর্ম্ম, আত্মধর্ম্ম, জৈবধর্ম্ম, বৈষ্ণবধর্ম্ম বা ভাগবতধর্ম্ম বলে। অহৈতুকী ভক্তি কখনও কোনও অবস্থায় প্রতিহত হয় না। অহৈতুকী ভক্তির দ্বারাই আত্মার সুপ্রসন্নতা লাভ হয়। ভক্তি শব্দের অর্থ সেবা। অহৈতুকী সেবাপ্রবৃত্তিকে কেহ রুদ্ধ করিতে পারে না। প্রহ্লাদের অহৈতুকী সেবাপ্রবৃত্তিকে ত্রিভুবনপতি হিরণ্যকশিপু সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিয়াও প্রতিহত করিতে পারেন নাই। হৈতুকী সেবাপ্রবৃত্তি প্রতিহত হইয়া থাকে, কারণ উক্ত সেবাপ্রবৃত্তি হেতুমূলা। হৈতুকী বা মতলব যুক্ত ভক্তিতে মতলবপূর্ত্তিতে বাধা আসিলে উহা ক্রোধে পরিণত হইয়া ভক্তির পাত্রকেও আঘাত করিয়া বসে। দৃষ্টান্তস্বরূপ দেবরাজ ইন্দ্র বিশ্বরূপকে গুরুপদে বরণ করিয়া তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধ কার্য্য হওয়ায় গুরুদেবের শিরশ্ছেদ করিয়াছিলেন। যাহারা বলেন তাহাদের ভক্তি অহৈতুকী, কিন্তু অপর ব্যক্তি বাধা দেওয়ায় ভক্তিপথে তাহারা অগ্রসর হইতে পারিতেছেন না, তাহাদের উক্তি সম্পূর্ণ অজ্ঞতাপ্রসূত। অহৈতুকী ভক্তিকে কেহই বাধা দিয়া রুদ্ধ করিতে পারেন না, বরং যাহারা রুদ্ধ করিবার প্রয়াস করেন, তাহারাই বিপর্য্যস্ত বা বিনাশ প্রাপ্ত হন। অহৈতুকী সেবাপ্রবৃত্তির অভাব হইতেই জীবের মধ্যে বহু প্রকার বিচার বিভ্রম আসিয়া উপস্থিত হয় এবং দেহাত্মবোধ বশতঃ বহু প্রকার অসদাকাঙ্ক্ষা যুক্ত অনর্থের আবাহন করিয়া স্বয়ং নিরন্তর ক্ষুব্ধ অশান্ত হয়, অপর ব্যক্তিগণকেও ক্ষুব্ধ ও অশান্ত করে ও পারিপার্শিক অবস্থাকে বিষাক্ত করিয়া তোলে। পাপ অপেক্ষা অপরাধ ভজনের গুরুতর অন্তরায়। পাপ বদ্ধজীব সম্বন্ধীয় কৃত অন্যায়, অপরাধ বিষ্ণু-বৈষ্ণব সম্বন্ধীয় কৃত অন্যায়। অপরাধী ব্যক্তি অনেকসময় দুর্দ্দৈববশতঃ নিজ ক্ষুদ্র প্রাকৃত স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে গুর্ব্ববজ্ঞাকে, বৈষ্ণবাবজ্ঞাকে, গুরুদেবের বাক্যকর্ত্তনরূপ মহদপরাধময় কার্য্যকেও সর্ব্বাপেক্ষা পবিত্রতম কার্য্য বলিয়া মনে করিয়া বঞ্চিত হয়। কামই বদ্ধজীবের হৃদ্‌রোগ, উহা এমনই বদ্ধমূল যে ঘুরিয়া ফিরিয়া ভক্তি ও প্রেমের ছাপ দিয়াও কামচরিতার্থেরই বা কামোপভোগেরই প্রচেষ্টা বদ্ধজীবে পরিদৃষ্ট হয়। এজন্য শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে লিখিয়াছেন—

"অকৈতব কৃষ্ণপ্রেম,　　যেন জাম্বুনদ-হেম,
　　সেই প্রেমা নৃলোকে না হয়।
যদি হয় তার যোগ,　　না হয় তবে বিয়োগ,
　　বিয়োগ হৈলে কেহ না জীয়য় ॥"

গ্রন্থ সমালোচনা

আমরা বীরভূম জেলান্তর্গত রাইপুরস্থ 'শ্রীগৌরাঙ্গ মঠ' ও চিনপাই 'শ্রীভাগবত আশ্রমে'র প্রতিষ্ঠাতা ও অধ্যক্ষ পূজ্যপাদ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিময়ূখ ভাগবত মহারাজ-সম্পাদিত 'শ্রীচৈতন্যভাগবত' গ্রন্থখানি দর্শনে অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিলাম। শ্রীমঠের উচ্চশিক্ষিত সন্ন্যাসী ও গৃহস্থভক্তবৃন্দ বিভিন্ন সংস্করণ মিলাইয়া গ্রন্থখানির বিশুদ্ধ ও সমীচীন পাঠ বিশেষ সাবধানতার সহিত সংরক্ষণ করিয়াছেন। সংস্কৃত শ্লোকসমূহের বঙ্গানুবাদও প্রাঞ্জল ভাষায় প্রদত্ত হইয়াছে। এতদ্‌ব্যতীত গ্রন্থমধ্যে ফুটনোটে বিশেষ-বিশেষ জটিল শব্দের অর্থও দেওয়া হইয়াছে। সহৃদয় সহৃদয়া পাঠক পাঠিকাবৃন্দ গ্রন্থখানি আদরের সহিত পাঠ করিলে এই সংস্করণের বৈশিষ্ট্য অবশ্য বুঝিতে পারিবেন। মূল পয়ার পাইকা টাইপে, সংস্কৃত শ্লোক স্মল পাইকা বোল্ড ও তাহার অনুবাদ স্মল পাইকা টাইপে দেওয়া হইয়াছে। মুদ্রণসৌষ্ঠবও বিশেষ প্রশংসনীয়। বর্ত্তমানে কাগজের মূল্য ও মুদ্রণব্যয়াদি অত্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলেও প্রচার প্রসার সৌকর্য্যার্থ ভিক্ষা ২৫ টাকা মাত্র ধরা হইয়াছে। তবে রেজেষ্ট্রী ডাকে বা ভি-পি যোগে লইলে ৬ টাকা অধিক ব্যয় পড়িবে। গ্রন্থ প্রাপ্তিস্থান—

১। শ্রীগৌরাঙ্গ মঠ — পোঃ ও গ্রাম রাইপুর, ভায়া বোলপুর, জেলা বীরভূম

২। শ্রীভাগবত আশ্রম—পোঃ ও গ্রাম চিনপাই, জেলা বীরভূম

৩। মহেশলাইব্রেরী — ২।১ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৭০০ ০৭৩

৪। মিত্র আর্ট প্রিণ্টার্স, ৩৩বি রাজা রামমোহন রায় সরণি, কলিকাতা-৭০০ ০০৯

এই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সুলভ-সংস্করণ গ্রন্থখানি আশা করি সুধী সজ্জন-সমাজে সমধিক সমাদর লাভ করিবেন। পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ ভাগবত মহারাজ ইতঃপূর্ব্বে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থেরও ঐরূপ একটি সুলভ সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাও সুধীসমাজে বিশেষভাবে সমাদৃত হইতেছেন।

সারগ্রাহী সুধী সজ্জন সমাজে শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দের সুমধুর গুণগানপূর্ণ এই গ্রন্থ রত্নের সমাদর উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলেই কলির বিক্রম অবশ্যই প্রশমিত হইবে।

'ভরত ও ভদ্রকালী'

বিশ্বব্যাপী শ্রীচৈতন্য মঠ ও তৎশাখা শ্রীগৌড়ীয় মঠাদির প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমহংস জগদ্‌-গুরু ১০৮শ্রী শ্রীশ্রীমদ্‌ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী বিষ্ণুপাদের শ্রীচরণাশ্রয়ে দীক্ষাশিক্ষা ও শেষ সন্ন্যাস-প্রাপ্ত নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্য ভাগবত মঠ, কাঁথি (মেদিনীপুর), কাশী প্রভৃতি স্থানস্থিত শ্রীভাগবত মঠ ও আশ্রমাদির প্রতিষ্ঠাতা, অধ্যক্ষ ও আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজের অনুকম্পিত মুগবেড়িয়া (মেদিনীপুর) ভোলানাথ কেন্দ্রীয় সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়ের প্রাঞ্জল অধ্যাপক পণ্ডিত-প্রবর শ্রীমদ্ বঙ্কিমচন্দ্র দেবশর্ম্মা কাব্য তর্ক (ক)-তর্ক (খ)-ভক্তি-বেদান্ততীর্থ-ভাগবতরত্ন মহোদয় কর্ত্তৃক সম্পাদিত 'ভরত ও ভদ্রকালী' নামক একখানি গ্রন্থ দর্শনে আমরা পরম আনন্দ লাভ করিলাম। গ্রন্থখানি

মেদিনীপুর শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠস্থ শ্রীচৈতন্য স্বারস্বত বিদ্যাপীঠের বর্ত্তমান অধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীমুকুন্দরাম দাস কাব্যতীর্থ ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত হইয়া কাঁথি (মেদিনীপুর) শ্রীভাগবত মঠ হইতে গত ২৮ হৃষীকেশ (৪৯৬ গৌরাব্দ), ১৫ ভাদ্র (বঙ্গাব্দ ১৩৮৯), ১ সেপ্টেম্বর (১৯৮২ খৃষ্টাব্দ) বুধবার শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয়ের পরমপবিত্র আবির্ভাবতিথিতে প্রকাশিত হইয়াছেন। সেবামূল্য টাকা মাত্র ধার্য্য হইয়াছে। প্রাপ্তিস্থান—(১) শ্রীচৈতন্য ভাগবত মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ মায়াপুর জেঃ নদীয়া; (২) শ্রীচৈতন্য ভাগবত আশ্রম—৩৫।১৫৯ জঙ্গমবাড়ী, পোঃ ও জেঃ বারাণসী (উঃ প্রঃ); (৩) শ্রীভাগবত মঠ—মনোহরচক্ (রামমঞ্চ), পোঃ কাঁথি, জেঃ মেদিনীপুর; (৪) শ্রীভাগবত আশ্রম পুরুষোত্তমপুর, পোঃ চন্দ্রকোণা, জেঃ মেদিনীপুর; (৫) শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ—শিববাজার, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর; (৬ শ্রীগৌরগোবিন্দ আশ্রম—দুরমুঠ, পোঃ কাঁথিঃ, জেঃ মেদিনীপুর।

অশেষ শাস্ত্রসারজ্ঞ পণ্ডিত মহাশয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের ব্যাখ্যাসহ বহু প্রামাণিক শাস্ত্রবাক্য উদ্ধার করতঃ মহাভাগবত ভরতের ত্রিবিধজন্মের শিক্ষণীয় বিচার সমূহ অতিসুন্দররূপে সমালোচনা করিয়াছেন।

সহস্র অযুত বর্ষ রাজ্যভোগান্তে যৌবনেই ভগবদ্‌ভাবাসক্ত ভরতের বৈরাগ্যোদয়ের দ্বারা রাজঐশ্বর্য্য-পুত্র-কলত্রাদি বিষয় মলবৎ পরিত্যাগপূর্ব্বক সন্ন্যাস গ্রহণ করতঃ গণ্ডকী নদীতটস্থ পুলহাশ্রমে ভগবদ্ ভজন করিতে করিতে আবার মৃগাসক্তিক্রমে কি করিয়া মৃগদেহপ্রাপ্তি ঘটে, এতৎ প্রসঙ্গে পণ্ডিত মহাশয় বহু শাস্ত্রযুক্তি প্রদর্শন করিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন যে,—কোন প্রাণীকেই অনাদর করিতে হইবে না সত্য, কিন্তু ভগবৎসম্বন্ধে আদর করিবার পরিবর্ত্তে স্বতন্ত্র ভাবে ভূতানুকম্পা বা জীবে দয়া এবং দেবতান্তরে প্রীতিপ্রদর্শন করিতে গেলে ভরতের ন্যায় অন্তরায় সংঘটন অবশ্যম্ভাবী বা অনিবার্য্য হইয়া পড়িবে।

ভরতের তৃতীয় জন্মে স্বয়ং যোগমায়া ভদ্রকালী দেবীর বৈষ্ণবহিংসক দস্যুগণকে স্বহস্তে বধ করিয়া ভক্ত ভরতের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন প্রসঙ্গটিও পণ্ডিত মহাশয় বিশেষ সাবধানে বিচার করিয়াছেন।

তিনি জীবে দয়া ও জীবহিংসা, প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত-তত্ত্ব কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তিযোগের বৈশিষ্ট্য, ত্রিগুণাতীতা চিচ্ছক্তি যোগমায়া ও তদীয় ত্রিগুণময়ী ছায়াশক্তি মহামায়া প্রভৃতি তত্ত্ব সম্বন্ধে বহু প্রামাণিক শাস্ত্রবাক্য উদ্ধার করতঃ যে সকল বিচার বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিমাত্রকেই প্রচুর সুখদায়ক হইবে বলিয়াই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

আমরা সারগ্রাহী সুধী সজ্জন সমাজে এই গ্রন্থের বহুল প্রচার আশা করি।

শ্রীশ্রীবিজয়াদশমীর শুভাভিনন্দন

২৪ পদ্মনাভ (৪৯৬), ৯ কার্ত্তিক (১৩৮৯), ২৭ অক্টোবর (১৯৮২) শ্রীশ্রীরামচন্দ্রের বিজয়োৎসব—শুভ-বিজয়াদশমী। আমরা আমাদের 'শ্রীচৈতন্যবাণী' মাসিক পত্রিকার গ্রাহক-গ্রাহিকা পাঠক-পাঠিকা মহোদয়-মহোদয়াগণকে শ্রীশ্রীরামচন্দ্রের শুভ বিজয়া দশমীর যথাযোগ্য অভিবাদন অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিতেছি।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

নিমন্ত্রণ-পত্র

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
(রেজিষ্টার্ড)

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড্
কলিকাতা—৭০০০২৬
ফোন্—৪৬-৫৯০০

**"যস্য প্রসাদাদ্ ভগবৎপ্রসাদো যস্যাপ্রসাদান্নগতিঃ কুতোঽপি।
ধ্যায়ন্‌স্তুবংস্তস্য যশস্ত্রিসন্ধ্যং বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ॥"**

বিপুল সম্মানপুরঃসর নিবেদন,—

বিশ্বব্যাপী শ্রীচৈতন্য মঠ ও শ্রীগৌড়ীয় মঠ সমূহের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অধস্তন ও প্রিয়পার্ষদ নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা অস্মদীয় শ্রীগুরুপাদপদ্ম নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট **ওঁ অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের ৭৮বর্ষপূর্ত্তি শুভাবির্ভাব-তিথিপূজা।** শ্রীমঠের পরিচালক সমিতির পরিচালনায় এবং শ্রীমঠের বর্ত্তমান অধ্যক্ষ ও আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী **শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের** উপস্থিতিতে এবৎসর অত্রস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে নিম্নে বর্ণিত ভক্ত্যঙ্গানুষ্ঠান সহযোগে আগামী ১১ অগ্রহায়ণ, ২৭ নভেম্বর শনিবার শ্রীউত্থানৈকাদশী তিথিবাসরে তাঁহার কৃপাপ্রার্থনামুখে বিশেষ-ভাবে সম্পাদন করার আয়োজন হইয়াছে।

মহাশয়/মহাশয়া অনুগ্রহপূর্ব্বক উপরিউক্ত ভক্ত্যঙ্গানুষ্ঠানে সবান্ধব যোগদান করিলে সমিতির সভ্যবৃন্দ পরমোৎসাহিত হইবেন।

ইতি—
শ্রীগৌরজনকিঙ্কর
শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ গভর্ণিংবডিপক্ষে
ত্রিদণ্ডিভিক্ষু **শ্রীভক্তিবিজ্ঞান ভারতী,** সম্পাদক

৭ দামোদর, ৪৯৬ শ্রীগৌরাব্দ
২১ কার্ত্তিক, ১৩৮৯ বঙ্গাব্দ
৮ নভেম্বর, ১৯৮২ খৃষ্টাব্দ

উৎসব-পঞ্জী

২৭-১১-৮২ শনিবার—**শ্রীউত্থানৈকাদশীর উপবাস।** পূর্ব্বাহ্ন ১০ ঘটিকা হইতে শ্রীগুরুপূজা ও পুষ্পাঞ্জলি প্রদান এবং সন্ধ্যা ৮ ঘটিকা হইতে শ্রীগুরুপাদপদ্মের মহিমা-শংসন।

২৮-১১-৮২ রবিবার—মহাপ্রসাদ বিতরণ মহোৎসব।

দ্রষ্টব্য ঃ—শ্রীগুরুপূজা উপলক্ষে যাঁহারা প্রণামী পাঠাইতে ইচ্ছা করিবেন, তাঁহারা সম্পাদকের নামে উপরিউক্ত ঠিকানায় পাঠাইতে পারেন।

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্যান্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ৬'০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৩'০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা '৫০ পঃ ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। পত্রিকার গ্রাহক যে কোন সংখ্যা হইতে হওয়া যায়। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইতে সঙ্ঘ বাধ্য নহেন। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬ ফোন-৪৬-৫৯০০।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১) প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত—ভিক্ষা ১.০০

(২) শরণাগতি—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত— ,, .৮০

(৩) কল্যাণকল্পতরু ,, ,, ,, ,, ১.১০

(৪) গীতাবলী ,, ,, ,, ,, ১.০০

(৫) গীতমালা ,, ,, ,, ,, ১.২০

(৬) জৈবধর্ম্ম (রেক্সিন বাঁধান) ,, ,, ,, ,, ১৬.০০

(৭) মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ)—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী— ভিক্ষা [illegible].৫০

(৮) মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ) ঐ ,, ২.০০

(৯) শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)— ,, .৮০

(১০) উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)— ,, ১.০০

(১১) শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত—শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত — ,, ১.২৫

(১২) SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by THAKUR BHAKTIVINODE — Re. 1.00

(১৩) শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে উচ্চ প্রশংসিত বাঙ্গালা ভাষার আদি কাব্যগ্রন্থ — শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয় — — — ভিক্ষা ৮.০০

(১৪) ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত — ,, ২.০০

(১৫) শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার— ডাঃ এস্, এন ঘোষ প্রণীত — ,, ২.০০

(১৬) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত] ,, [illegible]

(১৭) প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত) ,, [illegible]

(১৮) একাদশীমাহাত্ম্য — — ,, ২.৫০

অতিমর্ত্ত্য বৈরাগ্য ও ভজনের মূর্ত্ত আদর্শ—

(১৯) গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস — শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত — ,, ৩.০০

(২০) শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য — — ,, ২.৫০

(২১) শ্রীমদ্ভাগবত-মাহাত্ম্য — — — ,, ২.০০

(২২) সচিত্র ব্রতোৎসবনির্ণয়-পঞ্জী

গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অবশ্য পালনীয় শুদ্ধতিথিযুক্ত ব্রত ও উপবাস-তালিকা সম্বলিত এই সচিত্র ব্রতোৎসবনির্ণয়-পঞ্জী শুদ্ধবৈষ্ণবগণের উপবাস ও ব্রতাদিপালনের জন্য অত্যাবশ্যক।

ভিক্ষা—১.০০ পয়সা। অতিরিক্ত ডাকমাশুল—০.২৫ পয়সা।

দ্রষ্টব্য :—ভিঃ পিঃ যোগে কোন গ্রন্থ পাঠাইতে হইলে ডাকমাশুল পৃথক্ লাগিবে।

প্রাপ্তিস্থান :—কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থবিভাগ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬

মুদ্রণালয় :—
শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-৭০০০২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

দ্বাবিংশ বর্ষ

১০ম সংখ্যা

অগ্রহায়ণ

১৩৮৯

শ্রীপুরীধামে শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের আবির্ভাবপীঠোপরি শ্রীমন্দির

সম্পাদক

রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ প্রবর্ত্তিত

একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি :—

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ :—

১। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ

কার্য্যাধ্যক্ষ :—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর :—

মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ :—

মূল মঠ :—১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ :—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬। ফোন : ৪৬-৫৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-৭০০০২৬

৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

৫। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর

৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৭। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৮। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-৫০০০০২(অঃ প্রঃ ফোন : ৪৬০০১

১০। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ (আঃ) ফোন : ২৭১৭০

১১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর ৭৮৪০০১ (আসাম)

১২। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ (নদীয়া)

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া-৭৮৩১০১(আসাম)

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়—১৬০০২০ (পাঃ) ফোঃ ২৩৭৮৮

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড, পোঃ পুরী-৭৫২০০১(উড়িষ্যা)

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথমন্দির, পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১(ত্রিঃ) ফোঃ ১২৯৭

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন, জিলা—মথুরা

১৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড, পোঃ দেরাদুন ২৪৮০০১ (ইউ, পি)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন :—

১৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার, জেঃ কামরূপ (আসাম)

২০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥"

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, অগ্রহায়ণ ১৩৮৯

২২শ বর্ষ } ৩০ দামোদর ৪৯৬ শ্রীগৌরাব্দ; ১৫ অগ্রহায়ণ, বুধবার, ১ ডিসেম্বর, ১৯৮২ { ১০ম সংখ্যা

শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের বক্তৃতা

স্থান—শ্রীপাদ জগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন মহোদয়ের ভবন, বাগ্‌বাজার, কলিকাতা।
সময়—অপরাহ্ন, মঙ্গলবার, ১০ই কার্ত্তিক, ১৩৩২

"নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ॥"

—'সর্ব্বদাতৃগণের মধ্যে যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দাতা, যিনি প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়া কৃষ্ণপ্রেমপ্রদান-লীলা প্রকট করেন, যিনি — সাক্ষাৎ কৃষ্ণ, যাঁহার নাম — শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, যাঁহার রূপ—গৌরবর্ণ, তাঁহাকে আমি প্রণাম করি।' শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভুতে সর্ব্বোত্তম দানশীলতা আছে এবং তিনি—প্রেমময় বিগ্রহ।

জড় শাব্দিক মহোদয়গণ বিচার করেন যে 'কৃষ্ণ' শব্দটী বুঝি অন্যান্য শব্দেরই ন্যায় একটী আভিধানিক শব্দবিশেষ। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ—তাঁহাদের ঐপ্রকার অক্ষজ-ধারণার অতীত অধোক্ষজ বস্তু। যে-কোনও বস্তুবিষয়ে অভিজ্ঞান লাভ করিতে হইলে, নাম, রূপ, গুণ ও ক্রিয়াই একমাত্র সহায়। নাম, রূপ, গুণ ও ক্রিয়ার দ্বারাই বস্তুর নিরর্থকতা দূরীভূত হইয়া সার্থকতা প্রতিপাদিত হয়। জাগতিক বস্তুসমূহের নাম, রূপ, গুণ ও ক্রিয়া নশ্বর ও পরস্পর ভিন্ন এবং পরস্পরের মধ্যে মায়িক ব্যবধান বর্ত্তমান। জগতে 'বৃক্ষ'-শব্দটী, বৃক্ষের রূপটী, বৃক্ষের গুণটী বা বৃক্ষের ক্রিয়াটী কিছু সেই সাক্ষাৎ বৃক্ষ-বস্তুটী নহে। 'বৃক্ষ' এই নামটী হইতে বৃক্ষের স্বরূপ বা বৃক্ষের বস্তুত্ব পৃথক্। 'বৃক্ষ' এই নামটী উচ্চারণ করিলে কিছু বৃক্ষের বস্তুত্ব বা ফল উপলব্ধি বা উপভোগ করিতে পারা যায় না। কিন্তু 'কৃষ্ণ' এই নামটীতে, কৃষ্ণস্বরূপ বা সাক্ষাৎ কৃষ্ণবিগ্রহের কোনটাই ভেদ নাই। 'কৃষ্ণ' এই নামটীর কীর্ত্তনের দ্বারা (নামাপরাধ বা নামাভাসদ্বারা নহে) সাক্ষাৎ কৃষ্ণ-স্বরূপটী — কৃষ্ণের চিদ্বিলাসময় বিগ্রহটী উপলব্ধ হয়। সুতরাং, কৃষ্ণই একমাত্র 'পরম অর্থ' অর্থাৎ নিত্য রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দ-যুক্ত নিত্য বাস্তব-বস্তু; তিনি—আত্মার চিন্তনীয় ব্যাপার আত্মার চিদিন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ চক্ষুর্দ্বারা দর্শন-যোগ্য বস্তু, কর্ণদ্বারা শ্রবণযোগ্য-বস্তু, নাসিকা-দ্বারা আঘ্রাণ

যোগ্য বস্তু, ত্বকের দ্বারা স্পর্শযোগ্যবস্তু, সর্ব্বেন্দ্রিয় দ্বারা সর্ব্বেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য বস্তু।

কিন্তু ঐ কৃষ্ণবস্তু কাহাদের এবং কোন্ ইন্দ্রিয়সমূহের গ্রাহ্য বস্তু? তিনি কখনও প্রাকৃত জীবের বা মায়ার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু নহেন। যাহাদ্বারা মাপিয়া লওয়া যায়, তাহারই নাম — মায়া। অধোক্ষজ বা অতীন্দ্রিয় বস্তুকে মায়া মাপিয়া লইতে পারে না। অপ্রাকৃত বস্তু কখনও প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের গোচরীভূত হন না। ভগবানের অপ্রাকৃত নাম, রূপ গুণ ও লীলা কোনদিনই প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য ব্যাপার নহেন। ভগবান্ হৃষীকেশকে ইন্দ্রিয়সমূহদ্বারা গ্রহণ করা যায়, কিন্তু এই দ্বিতীয়াভিনিবেশযুক্ত ইন্দ্রিয়সমূহের দ্বারা — আমরা বর্ত্তমান-কালে যে চক্ষু-কর্ণ-নাসা-জিহ্বা-ত্বকের দ্বারা কাদা, মাটী, জল, কলিকাতার সহর, স্ত্রী, পুরুষ, পুত্র-পরিবার শত্রু ও মিত্রকে ভোগ করি, সেই ইন্দ্রিয়সমূহের দ্বারা নয়। জগতের বস্তু এই চক্ষুকে আকর্ষণ করে, জগতের রূপে চক্ষু মুগ্ধ হয়, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ মুক্তজীবের অপ্রাকৃত চক্ষুর অর্থাৎ কৃষ্ণের অপ্রাকৃত-রূপ-সেবাভিলাষপর অক্ষির দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া থাকেন।

শ্রীকৃষ্ণ — পরতত্ত্ববস্তু। শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন— 'এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।' কৃষ্ণের বিভিন্ন প্রকাশ-বিলাস-বিগ্রহসকল, চতুর্ব্যূহ, ত্রিবিধ পুরুষাবতার, নৈমিত্তিক অবতারাবলী, কেহ বা কৃষ্ণের 'অংশ', কেহ বা কলা। শ্রীকৃষ্ণকে যদি কেহ আংশিকভাবে ধারণা করেন, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যের ধারণা হইবে না। অপ্রাকৃত জগতে যাবতীয় নাম-রূপ-গুণ-লীলা—সেই কৃষ্ণ-বস্তুরই। তাঁহারই বিকৃত-প্রতিফলন আমরা এই জড়জগতে দেখিতে পাই। আমরা অঘাসুর-বকাসুরাদির বধের সময় শ্রীকৃষ্ণের মহাবদান্য-লীলা সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি না; কিন্তু অভিন্ন-নন্দনন্দন গৌরসুন্দরের লীলায় তাঁহার মহাবদান্য লীলা বুঝিতে পারি। আমাদের ন্যায় পতিত পাষণ্ডী অক্ষজজ্ঞান-প্রতারিত ব্যক্তিকে পর্য্যন্ত তিনি কৃপা-পূর্ব্বক চরম-মঙ্গল প্রদান করিবার জন্য উদ্যত,— একটু-আধটু মঙ্গল নয়, সাক্ষাৎ কৃষ্ণকে প্রদান করিতে তিনি সর্ব্বদাই উদ্গ্রীব। তিনি আমাদিগকে যে মহাদান করিতে উদ্যত, তাহার ফলে সাক্ষাৎ কৃষ্ণ-বস্তু আমাদের হস্তামলক (করতলগত) রূপে আমাদের সেব্য হইয়া আমাদের নিকট সর্ব্বদা সমুপস্থিত থাকিতে পারেন। সেই মহা-বদান্য গৌরসুন্দরের মহা-বদান্যতা অর্থাৎ তাঁহার অনর্পিতচর মহাদান সমগ্র জগতে প্রদত্ত হউক—

"পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম।
সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥"

শ্রীগৌরসুন্দর সমগ্র জগৎকে সেই সমগ্র কৃষ্ণবস্তুটী প্রদান করিবার জন্য উদ্গ্রীব। কিন্তু বহির্ম্মুখ জগৎ জ্ঞান-বোধে অজ্ঞান-অবিদ্যার, আলোক-বোধে অন্ধকারের আশ্রয়ে বাস করিতেছেন।

কেহ বা বলিতেছেন,—'আমি বৌদ্ধ। বুদ্ধ অর্থে জাগ্রত; বৌদ্ধকে জিজ্ঞাসা কর,—'তোমার চেতনের কি জাগরণ হইয়াছে? চেতনের বৃত্তির সম্পূর্ণ পরিস্ফুটাবস্থাই কি তোমার মতে অচিৎপরিণতির জন্য পিপাসা?' বৌদ্ধ বলিবেন,—'বুদ্ধদেব অচিৎ হইয়া যাওয়ার বা পরিনির্ব্বাণাবস্থা লাভ করিবার জন্য জীবকে পরামর্শ দিয়াছেন।' কিন্তু শ্রীজয়দেব তাহা বলেন না,—

"নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতং
সদয়হৃদয়দর্শিত-পশুঘাতম্।
কেশব ধৃতবুদ্ধশরীর জয় জগদীশ হরে॥"

বুদ্ধদেব অহিংসা-ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন; কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেবের দয়া কি অতটুকু ক্ষুদ্র? চৈতন্যদেব জীবকে কোন্ হিংসা-ধর্ম্ম হইতে রক্ষা করিয়াছেন, তাহা সুধী ব্যক্তিগণ কি একবার বিচার করিয়া দেখিয়াছেন? বৌদ্ধগণ জানেন যে, বুদ্ধদেব স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহকে রক্ষা বা নাশ করিবার কথা বলিয়াছেন; কই, আত্মবৃত্তিকে রক্ষা করিবার কথা ত' বলেন নাই? বুদ্ধদেবে যে দয়ার কথা আছে শ্রীচৈতন্য-দেবের পাদপদ্মে অনন্ত, কোটিগুণে অনন্ত-প্রবাহে তাহা অপেক্ষা কত অধিক দয়া-স্রোত প্রবাহিত রহিয়াছে!—বিচার করুন।

শ্রীচৈতন্যের অমন্দোদয়া-দয়া কেবলমাত্র অবিদ্যা-প্রতীতি বা বাহ্যজগতের চিন্তা-স্রোত হইতে রক্ষা করিবার জন্য নহে। পরমাত্মার সহিত যোগ হইতে, ব্রহ্মের সহিত একীভূত হওয়ারূপ দুর্ব্বুদ্ধি হইতে, নির্ব্বিলাস ও খণ্ড পরমাত্মানুশীলন হইতে যিনি জীবকে পরিত্রাণ ও রক্ষা করিতে পারেন, শ্রীচৈতন্যদেব সেইরূপ মহাবদান্য। জীবের প্রতি শ্রীচৈতন্যের যে মহানুগ্রহ, তাহার তুলনা হয় না। কেহ কেহ ইহা শুনিয়া অসন্তুষ্ট হইতে পারেন; তাঁহারা হয় ত' বলিবেন,—বুদ্ধদেব বিষ্ণুরই অবতার; কিন্তু তাঁহারা জানেন কি — শ্রীচৈতন্যদেব অবতারেরও অবতারী? শ্রীচৈতন্যদেবের অহিংসা-ধর্ম্মের একটী ক্ষুদ্র আংশিক-ভাব-মাত্র প্রচার করিবার জন্য বুদ্ধদেব—তাঁহারই একজন নৈমিত্তিক শক্ত্যাবেশাবতার; আর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু — নিত্য অবতারী। ঐরূপ অহিংসা-ধর্ম্ম ত' কোটি-কোটি-গুণে শ্রীচৈতন্যের অতুল পাদপদ্মে আবদ্ধ! তাই শ্রীচৈতন্যানুগতগণ শ্রীবুদ্ধদেবকে কখনও অমর্য্যাদা করেন না। কিন্তু তাঁহারা বৌদ্ধ বা মায়াবিমোহিত ব্যক্তিগণের কোনও কথা শ্রবণ করেন না। শ্রীচৈতন্যদেবের কথারই অন্তর্ভুক্ত জগতের সমস্ত উৎকৃষ্ট ও উত্তম শ্রেয়ঃকথা। শ্রীচৈতন্যদেব সর্ব্ববৃত্তি-দ্বারা সর্ব্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মের অনুগত হইবার জন্য আদেশ করিয়াছেন।

গৃহব্রতধর্ম্ম আর কিছুই নহে, উহা—চৈতন্যবিমুখতা বা আত্মস্বরূপের উপলব্ধির অভাব। চেতনধর্ম্মের বিকৃতি সাধিত হইলেই নিজের ধর্ম্ম নিজে বুঝা যায় না। জীব — কার্ষ্ণ, তদ্ব্যতীত জীবের অন্যরূপ অভিমান—বিরূপেরই অভিমান-মাত্র; তাদৃশ অন্যরূপ ইতরাভিমানে আবদ্ধ হইয়া আমাদের চৈতন্যের অনুগত বলিয়া পরিচয় দেওয়া—ধৃষ্টতা মাত্র। কায়-মনোবাক্যে ত্রিদণ্ডধৃক্ ত্রিদণ্ডিগণই নিত্যকাল বিষ্ণুর সেবা করেন।

সূরিগণকে অপর ভাষায় 'বৈষ্ণব' বলা হয়। যদি আমরা চক্ষু প্রসারিত করিয়া অর্থাৎ দিব্যজ্ঞানলব্ধ-চক্ষু মেলিয়া তত্ত্ববস্তু দর্শন করি, তাহা হইলে বিষ্ণুকেই পরমতত্ত্ব বা 'পুরুষোত্তম' বলিয়া উপলব্ধি হইবে। বিষ্ণুই মূলদেবতা; তাঁহা হইতেই অন্যান্য দেবতা উৎপন্ন হইয়াছেন। কেহ কেহ মনে করেন,—বেদকথিত 'ভগ'-শব্দ হইতেই 'ভগবান্'-শব্দটী উদ্ভুত। উক্ত 'ভগ'-শব্দের অর্থ কেহ কেহ 'সূর্য্য' বলেন। কিন্তু সর্ব্বদেবতার অন্তর্য্যামি-সূত্রে পরমতত্ত্ব বিষ্ণুই বিরাজমান; কেবল তাহাই নহে, সমস্ত বস্তুরই একমাত্র মালিক — বিষ্ণু। তিনিই একমাত্র পালক; সমগ্র জগৎ বা সমস্ত বস্তু — বিষ্ণুরই পাল্য।

শাক্যসিংহ যখন সেই বিষ্ণুর অবতার, তখন বৈষ্ণবগণ তাঁহার অবজ্ঞা করিতে পারেন না। তাঁহাকে অবজ্ঞা করা দূরে থাকুক, বৈষ্ণবগণ কোনও মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, তৃণ, গুল্ম, লতা, প্রস্তর, মৃত্তিকা প্রভৃতি কাহাকেও অনাদর, অসম্মান বা কাহারও প্রতি হিংসা বা পূজা বিধান করেন না। বৈষ্ণবগণই একমাত্র অহিংসা-ধর্ম্মের একনিষ্ঠ সেবক। আর, যাহাদের বৈষ্ণবতার উপলব্ধি হয় নাই, তাঁহারা যতই নৈতিক চরিত্রবান্, পরোপকারী ধার্ম্মিক, সাত্ত্বিক প্রকৃতি, মহৎ প্রভৃতি নামে জগতে পরিচিত থাকুন, তাঁহারা প্রতিমুহূর্ত্তে বহু বহু জীবের হিংসা করিতেছেন,—নিজকে নিজে হিংসা করিতেছেন! বৈষ্ণবগণ — সমদর্শী। পরতত্ত্বের উপাসনা পরিত্যাগ করিয়া অন্য ইতর প্রতীতি লইয়া অপরাপর অধীনতত্ত্বের পূজা হয় না। পরতত্ত্ব হইতে বিচ্যুত করিয়া কুক্কুর, অশ্ব, চণ্ডাল, বা ভূতপূজা—কর্ম্ম-মার্গ বা পৌত্তলিকতা-মাত্র। অচ্যুতের উপাসনাতেই অন্যান্য চ্যুত বা বিভিন্নাংশ বস্তুসমূহের পূজা হইয়া যায়। (ভাঃ ৪।৩১।১৪) —

"যথা তরোর্মূলনিষেচনেন
তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ।
প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং
তথৈব সর্ব্বার্হণমচ্যুতেজ্যা।।"

অন্য-প্রতীতিযুক্ত অর্থাৎ কেবলমাত্র ভূতানুকম্পার বশবর্ত্তী হইয়া প্রাণিগণের পূজা করিলে উহা-দ্বারা বিষ্ণুপূজা বাধাপ্রাপ্ত হয়। ঐরূপ কার্য্য — অবৈধ; (গীতা ৯।২৩) —

"যেঽপ্যন্যদেবতা ভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্ ॥"

বৈষ্ণবের কোনও মতবাদের সহিত বিরোধ নাই, কেবল সংকীর্ণ-মতবাদী ও বঞ্চিত ব্যক্তিগণের নিত্য-মঙ্গলের জন্যই বাস্তব-বস্তুর যথার্থ স্বরূপটী তাঁহারা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।

শ্রীগৌরসুন্দর নবদ্বীপে স্বগৃহে যে বাস করিয়াছিলেন, তাহা বহুগৃহব্রত লোককে চৈতন্য প্রদান করিবার জন্য। আবার, তিনি যে গৃহস্থাশ্রমত্যাগ-লীলা প্রকট করিয়াছিলেন, তাহাও অচৈতন্য জীবদিগকে চৈতন্য দিবার জন্য। তিনি যখন সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে উদ্যত হইলেন, তখন নবদ্বীপবাসিগণের ইন্দ্রিয়তর্পণে অত্যন্ত বিঘ্ন ঘটিয়াছিল বলিয়াই তাঁহাদের শ্রীগৌর-সুন্দরকে বাধা দিবার প্রচেষ্টা ও দুর্ব্বুদ্ধির উদয় হইয়াছিল। তিনি মাতাকে ও পত্নীকে বলিয়া গেলেন,—'কৃষ্ণকেই পুত্র ও পতি বলিয়া জ্ঞান কর।' পুত্র-শোক-কাতরা পতিশোক-কাতরা জননীকে ও নিরাশ্রয়া প্রাপ্তবয়স্কা পত্নীকে পরিত্যাগ করিয়া তিনি দীনপতিত জীবগণের নিত্যকল্যাণ-বিধানের জন্য চলিলেন — যে সকল মন্ত্র পড়িয়া তিনি বিবাহ করিয়াছিলেন, সেই-সমস্ত জাগতিক কর্ত্তব্য-ভার পরিত্যাগ করিয়া তিনি কৃষ্ণকীর্ত্তনের জন্য চলিলেন। অচৈতন্য মানবজাতিকে চৈতন্য প্রদান করিবার জন্যই তিনি ঐরূপ অলৌকিক চেষ্টা দেখাইলেন।

বৌদ্ধের কথা-মত শাক্যসিংহ যেরূপ নির্ব্বাণ-লাভেচ্ছা-রূপ স্বার্থের বশীভূত হইয়া সংসার ত্যাগ করিয়াছিলেন, শ্রীচৈতন্যের সংসারত্যাগ-লীলা সেরূপ নহে। সমগ্র জীবজাতির নিত্য অভাব মোচন করিয়া নিত্যসম্পত্তি দিবার জন্যই তিনি বনে গিয়াছিলেন। তাঁহার নিজের কিছুমাত্র অভাব ছিল না। তিনি—সমগ্র-নারীজাতির একমাত্র স্বামী, পিতৃমাতৃ-অনুভূতি যুক্ত ব্যক্তিগণের একমাত্র পুত্র, সমগ্র সখ্য ও দাস্য-ভাবাশ্রিতগণের একমাত্র বন্ধু ও প্রভু। শ্রীচৈতন্যের মহা দান কেবলমাত্র বাঙ্গালা-দেশে আবদ্ধ থাকিবে,—এইরূপ নহে বা শ্রীচৈতন্যের মহা-দান কেবল ব্রাহ্মণ কুলজাত ব্যক্তির প্রাপ্য,—এইরূপ নহে। সমগ্র জগৎ, সকল বর্ণ, পাপাত্মা, পুণ্যাত্মা, সধর্ম্মী, বিধর্ম্মী প্রভৃতি সমগ্র বিশ্বের সমস্ত প্রাণী তত্তৎ অভিমান পরিত্যাগ করিয়া শ্রীচৈতন্যদেবের অনর্পিতচর দান গ্রহণ করিতে পারিবেন। শ্রীচৈতন্যদেব খণ্ড বা সঙ্কীর্ণ নহেন,— তিনি মহা-বদান্য—তিনি পরিপূর্ণ-সচ্চিদানন্দময় পরম পরতত্ত্ব বিগ্রহ। অচৈতন্য জীবদ্দশারূপ দণ্ড হইতে অব্যাহতি প্রদান করিবার জন্য তিনি—নিত্য পূর্ণচেতনময়, — অচৈতন্য জীবকুলকে চৈতন্য প্রদান করিবার জন্য তিনি জগতে অবতীর্ণ। অতএব (চৈতন্যচন্দ্রামৃতে ৯০) —

"হে সাধবঃ! সকলমেব বিহায় দূরাৎ
চৈতন্যচন্দ্র চরণে কুরুতানুরাগম্ ॥"

চতুর্যুগের কালনিরূপণে পণ্ডিতগণের সিদ্ধান্ত

পূর্ব্বপ্রকাশিত ৯ম সংখ্যা ১৬৬ পৃষ্ঠার পর

এই বৃহদ্‌ঘটনার অব্যবহিত পরেই রামরাবণের যুদ্ধ উপস্থিত হয়। লঙ্কাধিপতি রাবণ তৎকালে একজন প্রতাপশালী রাজা ছিলেন। পুলস্ত্যবংশীয় জনৈক ঋষি ব্রহ্মাবর্ত্ত পরিত্যাগপূর্ব্বক লঙ্কাদ্বীপে কিয়ৎকাল বাস করেন; রক্ষবংশের কোন কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া রাবণবংশের উৎপত্তি করেন। ইহাতে রাবণকে অর্দ্ধ রক্ষ ও অর্দ্ধ আর্য্য কহা যাইতে পারে। রাবণরাজা বলপরাক্রমে ক্রমশঃ ভারতের দাক্ষিণাত্য রাজ্যের মধ্যে অনেকাংশ জয় করিয়া লন। অবশেষে গোদাবরী-তীর পর্য্যন্ত তাঁহার অধিকার হয়। তথায় খরদূষণ নামক দুইটী

সেনাপতিকে সীমা রক্ষার জন্য অবস্থিত করেন। রামলক্ষ্মণ যেকালে গোদাবরীতীরে কুটীর নির্ম্মাণ করেন, তখন রাবণের এরূপ আশঙ্কা হইল যে সূর্য্যবংশীয়েরা তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিবার জন্য তাঁহার সীমার নিকট দুর্গ নির্ম্মাণ করিতেছেন। এই বিবেচনা করিয়া রাবণরাজা বকসর-নিবাসিনী তারকাপুত্র মারিচকে আশ্রয় করিয়া সীতা হরণ করেন। রামচন্দ্র সীতার উদ্দেশ্য করিবার জন্য দাক্ষিণাত্য কিস্কিন্দাবাসীদিগের সাহায্য গ্রহণ করেন। বাল্মীকি একজন আর্য্যবংশীয় কবি ছিলেন। স্বভাবতঃ দাক্ষিণাত্যনিবাসীদিগের প্রতি তাঁহার পরিহাস প্রবৃত্তি প্রবল থাকায় রামমিত্র বীরপুরুষদিগকে হাস্যরসের বিষয় করিয়া বর্ণন করিয়াছেন। কাহাকে বানর, কাহাকে ভল্লুক, কাহাকে রাক্ষস এরূপ বর্ণনস্থলে লাঙ্গুল লোমাদি অর্পণেও নিরস্ত হন নাই। যাহা হউক, রামচন্দ্রের সময়ে আর্য্য ও দাক্ষিণাত্য নিবাসীদিগের মধ্যে একটী সদ্ভাবের বীজ বপন হইয়াছিল, ইহাতে সন্দেহ নাই। সেই বীজ পরে তরুরূপে উত্তম ফল উৎপত্তি করিয়াছে। তাহা না হইলে কর্ণাটীয়, দ্রাবিড়ী, মহারাষ্ট্রীয় মহাসূরীয় প্রভৃতি মহোদয়গণ হিন্দু নামে পরিচিত হইতে পারিতেন না। রামচন্দ্র ঐ সকল দেশস্থ লোকের সাহায্যে লঙ্কা জয় করিয়া সীতা উদ্ধার করেন।

আধুনিক পণ্ডিতগণ আরো সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, লঙ্কাজয়ের প্রায় ৭৭৫ বৎসর পরে কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ উপস্থিত হয়। এই কালের মধ্যে কোন বিশেষ ঘটনা হয় নাই। কেবল আর্য্য-নির্ম্মিত রাজ্যটী ক্রমশঃ বিস্তৃত হইতেছিল। বিদর্ভ অর্থাৎ নাগপুর প্রভৃতি দেশে আর্য্যক্ষত্রিয়গণ বাস করতঃ ক্রমশঃ একটী মহারাষ্ট্র স্থাপন করিয়াছিলেন। ইদানীন্তন ঐ রাজ্যের নামও মহারাষ্ট্র হইয়া উঠিয়াছে। ঐ কালের মধ্যে যদুবংশীয়েরা সিন্ধু শৌবীর হইতে নর্ম্মদাকূলে মাহেষ্মতী চেদি ও যমুনাকূলে মথুরা পর্য্যন্ত অধিকার করেন। ঐ কালের মধ্যে সূর্য্যবংশীয়েরা অতিশয় নিস্তেজ হইয়া পড়েন। সূর্য্যবংশীয় মরুরাজা ও চন্দ্রবংশীয় দেবাপি উভয়ে রাজ্যত্যাগপূর্ব্বক কলাপগ্রামে গমন করেন। শিল্পবিদ্যা উন্নতা হয়। নগর গ্রামাদির ব্যবস্থা ক্রমশঃ উৎকৃষ্ট হইতে থাকে। পূর্ব্বব্যবহৃত আর্য্যাক্ষর ক্রমশঃ সংস্কৃত হইয়া উঠে। অনার্য্য ভূমির অনেক স্থানে তীর্থ সংস্থাপন হয়। হস্তিরাজা কর্ত্তৃক গঙ্গাতীরে হস্তিনাপুরী নির্ম্মিত হয় *। কুরুরাজা কর্ত্তৃক ব্রহ্মর্ষিদেশে দেবরাজের অনুমোদন ক্রমে কুরুক্ষেত্র তীর্থ সংস্থাপিত হয়।

কুরু পাণ্ডবের যুদ্ধটী একটী প্রধান ঘটনা বলিতে হইবে, যেহেতু ঐ যুদ্ধে ভারতবর্ষের অনেকানেক রাজা একত্রিত হইয়া তুমুল সমরে স্বর্গারোহণ করেন। ঐ ঘটনার সমস্ত বৃত্তান্ত ভারতবাসীদিগের দৈনিক আলোচনা; অতএব তাহার বিশেষ বর্ণন এখানে প্রয়োজন নাই। কেবল বক্তব্য এই যে, ঐ যুদ্ধের কিয়ৎকাল পূর্ব্বেই মগধরাজ জরাসন্ধ ভীম কর্ত্তৃক হত হন। মগধরাজ্য ক্রমশঃ প্রতাপোন্মুখ ছিল, এমত কি হস্তিনার সম্মান দূরীভূত করিয়া মগধের সম্মান স্থাপন করিবার জন্য জরাসন্ধের বিশেষ যত্ন ছিল। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর যদিও পরীক্ষিতের বংশে অনেক দিবস পর্য্যন্ত রাজাগণ গাঙ্গ ও যামুন প্রদেশ ভোগ করিয়াছিলেন, তথাপি তৎকালের সাম্রাজ্য মগধরাজার হস্তে ন্যস্ত ছিল; যেহেতু পুরাণ সকলে তৎকাল হইতে মগধরাজাদিগের নামাবলি প্রাধান্যরূপে বর্ণন করিয়াছেন।

কোন্ সময়ে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহা এখন স্থির করিতে হইবে। ঐ যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই পরীক্ষিত রাজার জন্ম হয়। পরীক্ষিতের জন্ম হইতে, (প্রদ্যোতন হইতে পঞ্চম রাজা) নন্দিবর্দ্ধনের রাজ্যাভিষেক পর্য্যন্ত একহাজার একশত পঞ্চদশ বর্ষ বিগত হয় †। নিম্নোক্ত ভাগবত শ্লোকে নন্দাভিষেক শব্দ থাকায় কানিংহাম সাহেব প্রভৃতি অনেকেই নবনন্দের মধ্যে প্রথম নন্দের প্রতি লক্ষ্য করিয়া থাকেন, কিন্তু পূজ্যপাদ শ্রীধরস্বামী উক্তপাঠ স্বীকার করিয়াও অবান্তর সংখ্যা বলিয়া নির্দ্দেশ করায় আমরা নির্ভয়ে নন্দি

* অদ্যাপি বঃ পুরং হ্যেতৎ সূচয়দ্রামবিক্রমং।
সমুন্নতং দক্ষিণতো গঙ্গায়াং নতু দৃশ্যতে॥ ভাঃ

† আরভ্য ভবতো জন্ম যাবন্নন্দাভিষেচনং।
এতদ্বর্ষসহস্রন্তু শতং পঞ্চদশোত্তরং॥ ভাগবতং।

বর্দ্ধনের নামান্তর নন্দ বলিয়া স্থির করিলাম। বিশেষতঃ ভাগবতে নবমস্কন্ধে কথিত হইয়াছে যে, মার্জ্জারি হইতে রিপুঞ্জয় পর্য্যন্ত ২০ জন বৃহদ্রথবংশীয় রাজারা সহস্রবর্ষ ভোগ করিবেন, * এবং দ্বাদশস্কন্ধে ঐ বিংশতি রাজাদিগের উল্লেখ করিয়া তদন্তে পাঁচজন প্রদ্যোতন ১৩৮ ও শিশুনাগাদি দশজন ৩৬০ বৎসর ভোগ করিলে, নয়জন নন্দ শতবর্ষ ভোগ করিবে এমত কথিত আছে। নব নন্দের প্রথম নন্দকে লক্ষ্য করিলে প্রায় পোনেরশত বৎসর হয়। কিন্তু নন্দিবর্দ্ধনের রাজ্যকাল ২৩ বৎসর বাদ দিলে, ঠিক ১, ১১৫ বৎসর হয়। পুনশ্চ † ভাগবতে লিখিত হইয়াছে যে সপ্তর্ষি নক্ষত্রমণ্ডল পরীক্ষিতের সময় মঘাকে আশ্রয় করিয়াছিল। যে সময় তাঁহারা মঘাদি জ্যেষ্ঠা পর্য্যন্ত মঘাগণ ত্যাগ করিবে, তখন কলির ভোগ ১, ২০০ বৎসর হইয়া যাইবে। বারশত বৎসরে নয় নক্ষত্র ভোগ হইলে প্রতি নক্ষত্রে ১৩৩ বৎসর ৪ মাস ভোগ হয়। যখন সপ্তর্ষিমণ্ডলের পূর্ব্বাষাঢ়ায় গমনকালে অপর নন্দ রাজা হয়, তখন এগারটী নক্ষত্রে সপ্তর্ষির গতির কাল চৌদ্দশতবৎসরের অধিক হয়। নন্দিবর্দ্ধনের রাজ্য সমাপ্তি পর্য্যন্ত ১, ১৩৮ বৎসরে ১০ জন শৈশু নাগ-রাজাদের রাজ্যকাল ৩৬০ বৎসর যোগ করিলে, ১.৪৯৮ বৎসর পাওয়া যায়। এস্থলে রাজ্যকাল সংখ্যা ও সপ্তর্ষি গতিকাল সংখ্যা মিল হওয়ায় পূর্ব্বে যাহা স্থির হইয়াছে তাহাই দৃঢ়তর হইল। কিন্তু মঘাতে সম্প্রতি ঋষিগণ একশত বৎসর আছেন --এই বাক্যে অনেকের এরূপ বোধ হইবে যে, প্রতি নক্ষত্রে এক এক শত বৎসর মহর্ষিরা থাকেন। কিন্তু শুকদেব যে কালে পরীক্ষিত রাজাকে কহিতেছিলেন, সেই সময় হইতে মঘানক্ষত্রে সপ্তর্ষি একশত বৎসর থাকিবেন বুঝিতে হইবে। শুকদেবের বক্তৃতার পূর্ব্বে সপ্তর্ষি-দিগের ৩৩ বৎসর ৪ মাস মঘা ভোগ হইয়াছে বুঝিলে, আর কোন সন্দেহ থাকে না। অতএব নন্দিবর্দ্ধনের অভিষেক পর্য্যন্ত ১,১১৫ বৎসর তৎপরে কাল সমৃদ্ধ হইয়া অপর নন্দের সময় হইতে অতিশয় বৃদ্ধি হইয়াছিল, এরূপ জ্ঞান করিতে হইবে। ঘটনা দৃষ্টি করিলেও ইহাই দৃঢ়ীভূত হয়; কেননা নন্দিবর্দ্ধনের ৫টী রাজার পরেই অজাতশত্রু রাজা হন। তাঁহার সময়ে শাক্য-সিংহ অচ্যুতভাব বর্জ্জিত নৈষ্কর্ম্ম্যরূপ বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করেন ‡। আভীর প্রায় নন্দগণ সদ্ধর্ম্মের প্রতি অনেক হিংসা প্রকাশ করেন। পরন্তু অশোকবর্দ্ধন বৌদ্ধ-ধর্ম্মের প্রাবল্য বৃদ্ধি করেন। ক্রমশঃ শুঙ্গ প্রভৃতি জাতিরা রাজ্য গ্রহণ করিয়া অনেকপ্রকার ধর্ম্ম উপপ্লব করিয়াছিলেন। নবনন্দের রাজ্যশেষ পর্য্যন্ত ১.৫৯৮ বৎসর বিগত হয়। চাণক্য পণ্ডিত শেষনন্দকে সংহার করিয়া মৌর্য্যবংশীয় রাজাদিগকে রাজ্য প্রদান করেন। কোনমতে দশরথ ও মতান্তরে চন্দ্রগুপ্তই প্রথম মৌর্য্য রাজা ছিলেন। চন্দ্রগুপ্ত রাজার সময় গ্রীকদেশীয় লোকেরা প্রথম আলেকজান্দারের সহিত ও পরে সেলুকসের সহিত ভারতভূমি সন্দর্শন করেন। গ্রীক-দেশীয় গ্রন্থ ও সিংহলস্থ মহাবংশ ও ব্রহ্মদেশীয় বৌদ্ধ ইতিহাস মতে চন্দ্রগুপ্ত রাজা খ্রীষ্টের ৩১৫ বৎসর পূর্ব্বে সিংহাসনারোহণ করেন। অতএব অদ্য হইতে মহাভারতের যুদ্ধ এই হিসাবে ৩, ৭৯১ বৎসর পূর্ব্বে ঘটনা হইয়াছিল, এরূপ অনুমিত হয়। ডাক্তার বেণ্ট্‌লি সাহেব মহাভারতোল্লিখিত গ্রহগণের তাৎকালিক অবস্থান গণনা করিয়া ঐ যুদ্ধ খ্রীষ্টের ১.৮২৪ বৎসর পূর্ব্বে

---

* বার্হদ্রথাশ্চ ভূপালা ভাব্যা সহস্রবৎসরং।

† সপ্তর্ষীণাঞ্চ পূর্ব্বৌ যৌ দৃশ্যেতে উদিতৌ দিধি।
তয়োস্তু মধ্যে নক্ষত্রং দৃশ্যতে যৎসমং নিশি॥
তেনৈব ঋষয়ো যুক্তাস্তিষ্ঠন্ত্যব্দশতং নৃণাং।
তে ত্বদীয়ে দ্বিজাঃ কাল অধুনা চাশ্রিতা মঘাঃ॥
যদা দেবর্ষয়ঃ সপ্ত মঘাসু বিচরন্তি হি।
তদা প্রবৃত্তস্তু কলির্দ্বাদশাব্দশতাত্মকঃ॥
যদা মঘাভ্যো যাস্যন্তি পূর্ব্বাষাঢ়াং মহর্ষয়ঃ।
তদা নন্দাৎ প্রভৃত্যেষ কলির্বৃদ্ধিং গমিষ্যতি॥
ভাগবত ১২শ

‡ নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুতভাব বর্জ্জিতং
ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনং।
কুতঃ পুনঃ শশ্বদভদ্রমীশ্বরে
ন চার্পিতং কর্ম্ম যদপ্যকারণং॥ ভাগবতং॥

ঘটনা হইয়াছিল বলিয়া স্থির করিয়াছেন। তাঁহার গণনা আমার গণনার সহিত মিলন করিয়া দেখিলে ৮৯ বৎসরের ভিন্নতা হয়। হয় বেন্ট্‌লি সাহেবের গণনায় কিছু ভুল থাকিবে, নতুবা বার্হদ্রথেরা ১০০০ বৎসর রাজ্যভোগ করিয়াছেন এই স্থুল সংখ্যা হইতে ঐ ৮৯ বৎসর বাদ দিতে হইবে। যাহা হউক, ভবিষ্যৎ সারগ্রাহী পণ্ডিতেরা এ বিষয় অধিকতর অনুসন্ধান সহকারে স্থির করিতে পারিবেন।

মৌর্য্যেরা দশ পুরুষ রাজ্য করেন। তাঁহাদের রাজ্যকাল সংখ্যা ১৩৭ বৎসর বলিয়া ভাগবতে কথিত আছে। তাঁহাদের মধ্যে অশোকবর্দ্ধন অতি প্রবল রাজা ছিলেন। তিনি প্রথমে আর্য্যধর্ম্মে ছিলেন। পরে বৌদ্ধ হন এবং ভারতের অনেক স্থানে বৌদ্ধস্তম্ভ স্থাপিত করেন। এই বংশের রাজ্যকাল মধ্যেই থিয়োডোটাস, ডিমিট্রিয়াস, ইউক্রেডাইটিস প্রভৃতি ৮ জন যবন রাজা ভারতের কিয়দংশ লইয়া সিন্ধুনদের পশ্চিমে রাজ্য করিয়াছিলেন। মৌর্য্যরাজারা কোন্ বংশে উৎপন্ন হন, তাহা উত্তমরূপে স্থির হয় নাই। * বোধ করি ইহারা বিতস্তা নদীর পশ্চিমে রোহিত পর্ব্বতের নিকটবর্ত্তী ময়ূরবংশ হইতে উদ্ভুত হয়। বস্তুতঃ তাহারা চতুর্ব্বর্ণ মধ্যে ছিল না, কেননা তাহাদের সহিত যবনদিগের যেরূপ সম্বন্ধ ও ব্যবহার দেখা যায়, তাহাতে তাহাদিগকে শক জাতির কোন অবান্তর শ্রেণী বলিয়া বোধ হয়। আরও অনুমান হয় যে, যবনদিগের আগমনের কিয়ৎ পূর্ব্বে উহারা ময়ূরপুর, মায়াপুর বা হরিদ্বারে রাজ্য লাভ করিয়া আর্য্যনাম গ্রহণ করে। ময়ূরপুর হইতেই মৌর্য্য নাম প্রাপ্ত হয়। তাহাদের অব্যবহিত পূর্ব্বে যে নয়জন নন্দ রাজ্য করেন, তাঁহারা সিন্ধুতটস্থ আবভৃত্য অর্থাৎ আরাবাইট দেশীয় আভীর ছিলেন এরূপ বোধ হয়, যেহেতু ভাগবতে তাঁহাদিগকে বৃষল বলিয়া উক্তি করা হইয়াছে এবং নীচ রাজাদের মধ্যে ৭ জন আভীরের প্রথমোল্লেখও আছে।

* নকুলের পঞ্চনদবিজয় বর্ণনে কথিত আছে;—

কার্ত্তিকেয়স্য দয়িতং রোহীতকমুপাদ্রবৎ। তত্র যুদ্ধমহচ্চাসীৎ শূরৈর্ম্মত্তময়ূরকৈঃ॥ মহাভারতং।
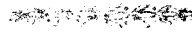
শ্রীগুরুপাদপদ্মের বিশ্রম্ভসেবাই দীক্ষামন্ত্রের প্রধান পুরশ্চরণ

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজ]

শ্রীশ্রীমদ্ রূপগোস্বামিপ্রভু ও শ্রীশ্রীমৎ সনাতন গোস্বামিপ্রভু—উভয় ভ্রাতাই শীঘ্র শীঘ্র শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরণসান্নিধ্য পাইবার জন্য ব্রাহ্মণদ্বারা কৃষ্ণমন্ত্রে দুই পুরশ্চরণ করাইলেন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

শ্রীরূপ সনাতন রহে রামকেলিগ্রামে।
প্রভুরে মিলিয়া গেলা আপনভবনে॥
দুই ভাই বিষয়ত্যাগের উপায় সৃজিল।
বহুধন দিয়া দুই ব্রাহ্মণে বরিল॥
কৃষ্ণমন্ত্রে করাইল দুই পুরশ্চরণ।
অচিরাৎ পাইবারে চৈতন্য চরণ॥

—চৈঃ চঃ মধ্য ১৯।৩-৫

শাস্ত্রে সদ্‌গুরুপাদাশ্রয়ে তৎকৃপালব্ধ ইষ্টমন্ত্রসিদ্ধির নিমিত্ত যে পঞ্চাঙ্গ উপাসনার বিধান আছে, তাহাই পুরশ্চরণ নামে অভিহিত। আগমে লিখিত আছে—পুরশ্চরণ ব্যতীত শতবর্ষ জপ দ্বারাও সাধকের মন্ত্রসিদ্ধির সম্ভাবনা হয় না। পুরশ্চরণই মন্ত্রের প্রধান বীর্য্য। বীর্য্যহীন দেহধারী জীব যেমন কোন কার্য্য

করিতে সমর্থ হয় না, পুরশ্চরণহীন মন্ত্রও তদ্রূপ শক্তিহীন বলিয়া পরিকীর্ত্তিত। যথা—

"পুরস্ক্রিয়া হি মন্ত্রাণাং প্রধানং বীর্য্যমুচ্যতে।
বীর্য্যহীনো যথা দেহী সর্ব্বকর্ম্মসু ন ক্ষমঃ।
পুরশ্চচরণহীনো হি তথা মন্ত্রঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥"

হঃ ভঃ বিঃ ১৭।৬

শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদ লিখিতেছেন—

"গুরোঃ প্রসাদেন লব্ধস্য মন্ত্রস্য এতং পঞ্চাঙ্গোপাসনং পুরঃ প্রথমং বিধীয়তে; ইতি পুরশ্চরণমুচ্যতে।"

অর্থাৎ শ্রীগুরুকৃপালব্ধ মন্ত্র সিদ্ধির নিমিত্ত যে—পঞ্চাঙ্গ উপাসনা পুরঃ অর্থাৎ প্রথমে বিহিত হয়, তাহাই পুরশ্চরণ।

অগস্ত্যসংহিতায় লিখিত হইয়াছে—

"পূজা ত্রৈকালিকী নিত্যং জপস্তর্পণমেব চ।
হোমো ব্রাহ্মণভুক্তিশ্চ পুরশ্চরণমুচ্যতে॥
গুরোর্লব্ধস্য মন্ত্রস্য প্রসাদেন যথাবিধি।
পঞ্চাঙ্গোপাসনং সিদ্ধ্যৈ পুরশ্চৈতদ্বিধীয়তে॥"

ঐ হঃ ভঃ বিঃ ১৭।৯।১০

অর্থাৎ "প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও সায়াহ্ন -এই ত্রিকালে ইষ্টদেবতার নিত্যপূজা, নিত্যজপ, নিত্যতর্পণ, নিত্যহোম ও নিত্যব্রাহ্মণ ভোজন,—এই পঞ্চাঙ্গই পুরশ্চরণ বলিয়া কীর্ত্তিত।

শ্রীগুরুদেবের প্রসাদ বা অনুগ্রহে যে মন্ত্র পাওয়া যায় এই মন্ত্রের সিদ্ধি নিমিত্ত প্রথমেই যে পঞ্চাঙ্গ উপাসনার বিধান দেওয়া হইয়াছে, তাহাই পুরশ্চরণ নামে অভিহিত হইয়াছে।"

এই পুরশ্চরণই ভববন্ধ ছেদনের হেতু। পুরশ্চরণব্যতীত অভীষ্ট সিদ্ধির অপর কোনরূপ সাধনাই নাই।

শ্রীভগবানের শ্রীমুখনিঃসৃত 'যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোঽস্মি' (গীতা ১০।২৫) বাক্যানুসারে জপযজ্ঞই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। প্রাতঃস্নানাদির পর যথাবিধি শ্রীকৃষ্ণের পূজা সমাপনান্তে পূজাঙ্গস্বরূপ নিজমন্ত্র দ্বিপ্রহরকাল পর্য্যন্ত জপ করিতে হইবে। 'সারদা' গ্রন্থে লিখিত আছে—অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র অযুতদ্বয় অর্থাৎ বিংশতিসহস্রবার জপ করিতে হইবে। প্রপঞ্চসারে' লিখিত আছে—অসমর্থের পক্ষে এই অযুতদ্বয় জপই প্রশস্ত। শ্রীসনৎকুমারাদির উক্তি অনুসারে সত্যে এক লক্ষ, ত্রেতায় দুই লক্ষ, দ্বাপরে তিন লক্ষ এবং কলিতে চারিলক্ষ জপই নির্দ্দিষ্ট। আবার ফলবিশেষসিদ্ধির অভিলাষ হইলে পাঁচলক্ষ জপ করিতে হইবে। যথাবিহিত মন্ত্রজপাবসানে ভক্তিসহকারে শ্রীহরির মহাপূজা সাধনপূর্ব্বক মহোৎসব অনুষ্ঠেয়। শ্রীগুরুদেবের প্রীতিবিধানপূর্ব্বক বিপ্রগণকে ভোজন করাইতে হয় এবং অন্যান্য দীনদুঃখিব্যক্তিগণেরও তৃপ্তিবিধান কর্ত্তব্য।

মন্ত্রজপের পর হোম, তর্পণ ও ব্রাহ্মণভোজন করাইয়া গুরুদেবের তুষ্টিবিধান করিতে হয়। জপসংখ্যার দশাংশ হোম, হোমের দশাংশ তর্পণ এবং তর্পণের দশাংশ ব্রাহ্মণভোজন করাইতে হয়। যেমন বিংশতি সহস্র সংখ্যা অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রজপ হইলে তাহার দশাংশ দুইসহস্র ঐ মন্ত্রে হোম করিতে হইবে। ইক্ষুগুড়, গব্যঘৃত, ও মধুমিশ্রিত অখণ্ড রক্তপদ্ম বা রক্তপদ্মের অভাবে শর্করা ও ঘৃতমিশ্রিত পায়সান্নারা হোম করিতে হয়। হোমের দশাংশ তর্পণ অর্থাৎ হোম দুইসহস্র সংখ্যক হইলে তর্পণ হইবে দুইশত সংখ্যক। (তর্পণবিধি শ্রীহরিভক্তিবিলাসের ৩য় বিলাসে ১৩৮ ও ১৫৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য। যথাবিধানে দেবতা, ঋষি ও পিত্রাদির একবার করিয়া তর্পণ করিয়া কৃষ্ণমন্ত্রে দুইশত সংখ্যক তর্পণ বিধেয়।) পরে তর্পণের দশাংশ ব্রাহ্মণ-ভোজন করাইয়া শ্রীগুরুদেবের তুষ্টিবিধান করিতে হয়। পুষ্প, আতপতণ্ডুল ও পবিত্র জলদ্বারা শ্রীকৃষ্ণোদ্দেশ্যে কৃষ্ণমন্ত্রে তর্পণ করিতে হয়। স্থানান্তরে লিখিত আছে—তর্পণের দশাংশ সংখ্যা কুম্ভমুদ্রাবলম্বনে নিজ শিরঃপ্রদেশে মার্জ্জন বা জল সেচন কর্ত্তব্য। অতঃপর বিশেষ যত্নসহকারে পাদ্যার্ঘ্যাদি দ্বারা ব্রাহ্মণগণকে পূজা করতঃ ভক্তিসহকারে তাঁহাদিগকে চতুর্ব্বিধ রসসমন্বিত অন্ন ভোজন করাইতে হয়। এইরূপে প্রত্যহ জপ এবং সেই জপ, সংখ্যানুসারে তদ্দশাংশ হোম, তদ্দশাংশ তর্পণ ও তদ্দশাংশ ব্রাহ্মণভোজন করাইয়া দীন, অন্ধ, অনাথগণকেও আহারাদি দ্বারা তৃপ্তিবিধান করাইবে। পুরশ্চরণ বিষয়ে অক্ষমতা-নিবন্ধন কোন অঙ্গহীন হইলে সম্পূর্ণতা সিদ্ধিনিমিত্ত সেই অঙ্গসংখ্যার দ্বিগুণ জপ

করিতে হয়। আবার যিনি জপে অক্ষম হন, তিনি অভাব পূরণার্থ ভক্ষ্যভোজ্যাদি দ্বারা ব্রাহ্মণভোজন করাইলে সে অঙ্গ পূর্ণ হয়। স্থানান্তরেও লিখিত আছে — যে অঙ্গ হীন হয়, তাহার দ্বিগুণ জপ করিতে হয় অথবা তৎসংখ্যক পুষ্প অর্পণ বা তৎসংখ্যা অনুসারে প্রণাম করিতে হইবে।

মন্ত্র জপার্থ তুলসীমালা শ্রীগুরুদেবের হস্ত হইতে গ্রহণ করিতে হয়। শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদ লিখিতেছেন—

—"মালা চ প্রথমং স্বগুরুহস্তাদেব গ্রাহ্যা। গুরুং সম্পূজ্য তদ্ধস্তাদ্ গৃহ্লীয়াৎ সর্ব্বসিদ্ধয় ইতি তন্ত্রোক্তেঃ।"

—হঃ ভঃ বিঃ ১৭।৪৭ টীকা

মালাও প্রথমে নিজগুরুদেবের হস্ত হইতে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। গুরুদেবকে সম্যক্‌প্রকারে পূজা করিয়া তাঁহার হস্ত হইতে গ্রহণ করিলে তাহা সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ হইয়া থাকে। ইহাই তন্ত্রোক্তি।

অঙ্গুলীজপে অঙ্গুষ্ঠসহ অঙ্গুলীদ্বারা জপই বিধেয়। অঙ্গুষ্ঠ ব্যতীত জপ ফলদায়ক হয় না। অঙ্গুষ্ঠ, কনিষ্ঠা, অনামিকা, মধ্যমা ও তর্জ্জনী — এই পঞ্চ অঙ্গুলী। অনামার মধ্যপর্ব্ব হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণাবর্ত্তক্রমে তর্জ্জনীর মূল পর্যন্ত দশপর্ব্বে দশধা মন্ত্র জপ্য। মধ্যমার মধ্য ও নিম্ন পর্ব্বদ্বয় মেরুসদৃশ। উহাকে প্রজাপতি দূষিত করিয়া রাখিয়াছেন।

মালায় মন্ত্র জপ করিবার সময় তর্জ্জনী অঙ্গুলী দ্বারা মালা স্পর্শ করিতে হইবে না। মালা বাম কর দ্বারা স্পর্শ অকর্ত্তব্য। মালা কম্পিত বা নিক্ষিপ্ত করা অনুচিত। অশুচি অবস্থায় মালা স্পর্শ করা বা হস্তভ্রষ্ট করা নিষিদ্ধ।

জপবিষয়েও বহু নিষেধবাক্য আছে — জপকালে অন্যের সহিত কথা বলা, কৃষ্ণেতর বিষয় চিন্তা করা, শয়ন করিয়া বা গমন করিতে করিতে জপ করা, হাস্য করিতে করিতে, চঞ্চলচিত্তে বা সন্দিগ্ধ মনে জপ করা নিষিদ্ধ। ক্ষুৎ (হাঁচি), অধোবায়ুত্যাগ, জৃম্ভন (হাইতোলা) প্রভৃতি জপবিঘ্ন হইতে বিশেষ সাবধান হইতে হইবে। মার্জ্জার, কুক্কুরাদি জপকালে দর্শন ও স্পর্শ নিষিদ্ধ। দৈবাৎ দৃষ্টিপথে আসিলে আচমনান্তে এবং স্পর্শ হইলে স্নানান্তে জপ বিধেয়। জপকালে কোন চিত্তবিকারোৎপাদক দৃশ্য দর্শন করিতে নাই। মন্ত্রার্থ ও ভগবৎপাদপদ্ম চিন্তা করিতে করিতে পবিত্রচিত্তে ভক্তিভরে মন্ত্র জপ করিতে পারিলেই শীঘ্র শীঘ্র সাফল্য লাভ করা যায়।

বাচিক, উপাংশু ও মানস—এই ত্রিবিধ জপযজ্ঞ পরস্পর উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠ। উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত (উচ্চ, নীচ ও মধ্যম) — এই ত্রিবিধ স্বরসংযোগে সুপরিষ্কৃত বর্ণদ্বারা স্পষ্টভাবে মন্ত্র উচ্চারিত হইলে তাহাকে বাচিক জপ বলে। যে জপে মন্ত্র ধীরে ধীরে উচ্চারিত হয়, ওষ্ঠদ্বয় ঈষৎ স্পন্দিত হয় এবং কেবল নিজের শ্রুতিগোচর হয়, অন্য কেহ শুনিতে পায় না, — এইভাবে মন্ত্র উচ্চারণকে উপাংশু জপ বলা হয়। আর মন্ত্রার্থ চিন্তা করিতে করিতে মনে মনে জপই মানস জপ। শ্রীল রূপগোস্বামিপাদও জানাইয়াছেন — "মন্ত্রস্য সুলঘূচ্চারো জপ ইত্যভিধীয়তে" অর্থাৎ মন্ত্রের সুলঘু উচ্চারণকেই জপ বলে। মন্ত্রের মানসজপই প্রশস্ত। উহা ধ্যান সদৃশ।

উক্ত পঞ্চাঙ্গ পুরশ্চরণ নিখুঁতভাবে অনুষ্ঠান করা খুবই কৃচ্ছ্রসাধ্য ব্যাপার। তাই দয়াময় শ্রীশ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামিপাদ তাঁহার শ্রীহরিভক্তিবিলাস গ্রন্থ রত্নের ১৭।১৩০ সংখ্যায় লিখিতেছেন—

"অথবা দেবতারূপং গুরুং ধ্যাত্বা প্রতোষয়েৎ।
তস্য ছায়ানুসারী স্যাদ্ ভক্তিযুক্তেন চেতসা॥
গুরুমূলমিদং সর্ব্বং তস্মান্নিত্যং গুরুং ভজেৎ।
পুরশ্চরণহীনোঽপি মন্ত্রী সিধ্যেন্ন সংশয়ঃ॥
তথা চোক্তম্—
যথা সিদ্ধরসস্পর্শাত্তাম্রং ভবতি কাঞ্চনম্।
সন্নিধানাদ্ গুরোরেবং শিষ্যো বিষ্ণুময়ো ভবেৎ॥"

—অথবা শ্রীগুরুপাদপদ্মকে দেবতারূপে অর্থাৎ শ্রীভগবানের অভিন্নপ্রকাশবিগ্রহরূপে চিন্তা করিয়া প্রকৃষ্টরূপে তাঁহার তুষ্টি সম্পাদন করিবে এবং ভক্তিযুক্ত চিত্তে তাঁহার ছায়ানুগামী হইয়া থাকিবে। যাবতীয় কর্ম্মই গুরুমূলক; সুতরাং নিত্য গুরুদেবের ভজনা করিবে।

পুরশ্চরণাদি ক্রিয়া রহিত হইলেও ঐরূপ গুরুসেবা দ্বারা মন্ত্রী অর্থাৎ মন্ত্রপ্রাপ্ত ব্যক্তি মন্ত্রসিদ্ধি লাভ করেন, ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই। এই বিষয়ে শাস্ত্রাদিতে কথিত আছে যে সিদ্ধ রস অর্থাৎ পারদ সংস্পর্শে তাম্র যেরূপ সুবর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ শ্রীগুরুপাদপদ্মের সান্নিধ্যক্রমে শিষ্যও বিষ্ণুময় হইয়া উঠে।

শ্রীশ্রীল সনাতনগোস্বামিপাদও উহার দিগ্‌দর্শিনী টীকায় লিখিতেছেন—

"কেবলং শ্রীগুরুপ্রসাদেনৈব পুরশ্চরণসিদ্ধিঃ স্যাদিতি প্রকারান্তরমাহ অথবেতি ত্রিভিঃ।"

অর্থাৎ কেবল শ্রীগুরুপাদপদ্মের প্রসাদ বা অনুগ্রহ-ক্রমেই পুরশ্চরণ সিদ্ধ হয়, ইহাই 'অথবা' ইত্যাদি তিনটি শ্লোকে পুরশ্চরণের প্রকারান্তর কথিত হইল।

শ্রীহরিভক্তিবিলাসের দ্বিতীয় বিলাসেও দীক্ষামাহাত্ম্য প্রসঙ্গে বিবিধ প্রামাণিক শাস্ত্রবাক্য উদ্ধারপূর্ব্বক লিখিত হইয়াছে—সদ্‌গুরুপাদাশ্রয়ে শ্রীবিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণব্যতীত নিত্যপূজ্য শ্রীশালগ্রাম শিলা পূজাদিতে অধিকার হয় না। দীক্ষাবিরহিত ব্যক্তি পশুযোনি প্রাপ্ত হয়। বিষ্ণুযামলে লিখিত আছে—

"দিব্যং জ্ঞানং যতো দদ্যাৎ কুর্য্যাৎ পাপস্য সংক্ষয়ং।
তস্মাদীক্ষেতি সা প্রোক্তা দেশিকৈস্তত্ত্বকোবিদৈঃ॥"

অর্থাৎ যেহেতু দিব্যজ্ঞানপ্রদাতা ও পাতকরাশির বিনাশক, এজন্য তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ উহার 'দীক্ষা' এই নাম নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

'তত্ত্বসাগর গ্রন্থে লিখিত আছে—

"যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্যং রসবিধানতঃ।
তথা দীক্ষাবিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্॥"

অর্থাৎ যেরূপ রসবিধানদ্বারা অর্থাৎ রাসায়নিক প্রক্রিয়ানুসারে পারদাদি সংযোগে কাংস্যও (কাঁসা) সুবর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ দীক্ষাবিধানদ্বারা নরগণেরও দ্বিজত্ব অর্থাৎ বিপ্রতা লাভ হয়।

দিগ্‌দর্শিনী টীকায়ও উক্ত হইয়াছে—

"নৃণাং সর্ব্বেষামেব দ্বিজত্বং বিপ্রতা (জায়তে।)"

উপরিউক্ত শ্লোকে তাম্রের এবং এই শ্লোকে কাংস্যেরও পারদসংস্পর্শে সুবর্ণত্বপ্রাপ্তির দৃষ্টান্তদ্বারা মন্ত্রদীক্ষার মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে।

শ্রীগুরুপাদপদ্মের প্রসাদ ক্রমেই ভগবৎপ্রসাদ লভ্য হয়। এজন্য শ্রীগুরুদেবের প্রসন্নতা লাভের জন্য শিষ্যের গুরুসেবার প্রশস্তি শ্রুতি স্মৃতি পুরাণাদি সর্ব্বশাস্ত্রেই কীর্ত্তিত হইয়াছে। সর্ব্ববেদান্তসার শ্রীমদ্‌ভাগবতে সখা সুদামার সহিত কথোপকথনপ্রসঙ্গে স্বয়ং কৃষ্ণই বলিতেছেন—

"নাহমিজ্যাপ্রজাতিভ্যাং তপসোপশমেন বা।
তুষ্যেয়ং সর্ব্বভূতাত্মা গুরুশুশ্রূষয়া যথা॥"

—ভাঃ ১০।৮০।৩৪

অর্থাৎ "সর্ব্বভূতান্তর্যামী আমি গুরুশুশ্রূষাদ্বারা যেরূপ সন্তুষ্ট হই, ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ বা সন্ন্যাসধর্ম্মদ্বারাও তাদৃশ সন্তোষ প্রাপ্ত হই না।"

ভক্তরাজ শ্রীপ্রহ্লাদোক্তিতেও গুরুশুশ্রূষাদ্বারা ভগবান্ শ্রীবাসুদেবে পরমপ্রেমলক্ষণা রত্যুদয়ের কথা পাওয়া যায়। ভাঃ ৭।৭।৩০-৩৩ দ্রষ্টব্য। 'শুশ্রূষা' বলিতে শ্রীগুরুমুখপদ্মবিগলিত কৃষ্ণকথামৃত শ্রবণপুটে পান অর্থাৎ শ্রবণেচ্ছা এবং তাঁহার স্নপন ও পাদসম্বাহনাদি সেবাচেষ্টা। শ্রীল রূপগোস্বামিপাদ তাঁহার ভক্তিরসামৃতসিন্ধুগ্রন্থের পূর্ব্ববিভাগ দ্বিতীয় লহরীতে সাধনভক্তির অসংখ্য অঙ্গমধ্যে মুখ্য চতুঃষষ্টি অঙ্গের সর্ব্বপ্রথমেই (১) গুরু-পাদাশ্রয়স্তস্মাৎ (২) কৃষ্ণদীক্ষাদিশিক্ষণম্, (৩) বিশ্রম্ভেণ গুরোঃ সেবা—এই অঙ্গত্রয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। অর্থাৎ শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয়পূর্ব্বক তাঁহার নিকট শ্রীকৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া ভাগবতধর্ম্ম বা সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজনতত্ত্ববিষয়ে শিক্ষা লাভ এবং দৃঢ়বিশ্বাস সহকারে শ্রীগুরুপাদপদ্মের পরিচর্য্যাদি করিতে হইবে। 'বিশ্রম্ভ' অর্থে বিশ্বাস। শ্রীগুরুদেবকে ইষ্টদেবের অবতার জ্ঞানে প্রীতিপূর্ব্বক তৎসেবাদ্বারাই সর্ব্বার্থ সিদ্ধ হয়, এইরূপ দৃঢ়বিশ্বাসের সহিত শ্রীগুরুসেবায় ব্রতী হইতে পারিলেই শ্রীগুরুদেবের প্রসন্নতাক্রমে—তাঁহার কৃপাবলে শিষ্য শীঘ্র শীঘ্র কৃষ্ণকৃপা লাভে সমর্থ হন।

"দীক্ষা-পুরশ্চর্য্যা-বিধি অপেক্ষা না করে। জিহ্বা-স্পর্শে আচণ্ডালে সবারে উদ্ধারে॥" (চৈঃ চঃ ম ১৫।১০৮) এবং শ্রীরামার্চ্চনচন্দ্রিকার "বিনৈব দীক্ষাং বিপ্রেন্দ্র পুরশ্চর্য্যাং বিনৈব হি। বিনৈব ন্যাসবিধিনা জপমাত্রেণ

সিদ্ধিদাঃ ॥” ইত্যাদি মহাজনবাক্যে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরামাদি নামের সর্ব্বশক্তিমত্ত্ব প্রদর্শনার্থ বলা হইয়াছে যে, এই নাম দীক্ষা, পুরশ্চর্য্যা ও ন্যাসবিধান ব্যতীত জপমাত্রেই সিদ্ধিপ্রদ হন। এই সমস্ত শাস্ত্র ও মহাজনবাক্যের দোহাই দিয়া কেহ কেহ সদ্‌গুরুপাদাশ্রয়ে দীক্ষাদিগ্রহণ ও গুরুসেবাদিবিষয়ে অনাস্থা প্রকাশ করিয়া থাকেন। এজন্য শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপাদ তাঁহার ভক্তিসন্দর্ভ ২৮৩ ও ২৮৪ সংখ্যায় লিখিতেছেন—

"যদ্যপি শ্রীভাগবতমতে পঞ্চরাত্রাদিবদর্চ্চনমার্গস্যা-বশ্যকতা নাস্তি, তদ্বিনাপি শরণাপত্ত্যাদীনামেকতরেণাপি পুরুষার্থসিদ্ধেরভিহিতত্বাৎ তথাপি শ্রীনারদাদিবর্ত্মানু-সরদ্ভিঃ শ্রীভগবতাসহ সম্বন্ধবিশেষং দীক্ষাবিধানেন শ্রীগুরুচরণসম্পাদিতং চিকীর্ষদ্ভিঃ কৃতায়াং দীক্ষায়ামর্চ্চনম বশ্যং ক্রিয়েতৈব।" (২৮৩ সংখ্যা)

"(দীক্ষাদ্যপেক্ষা) যদ্যপি স্বরূপতো নাস্তি, তথাপি প্রায়ঃ স্বভাবতো দেহাদিসম্বন্ধেন কদর্য্যশীলানাং বিক্ষিপ্ত-চিত্তানাং জনানাং তত্তৎসঙ্কোচীকরণায় শ্রীমদ্ ঋষি-প্রভৃতিভিরত্রার্চ্চনমার্গে কচিৎ কচিৎ কাচিৎ কাচিন্মর্য্যাদা স্থাপিতাস্তি।" (২৮৪ সংখ্যা)

অর্থাৎ "যদিও শ্রীভাগবতমতে পঞ্চরাত্রাদির ন্যায় অর্চ্চনমার্গের আবশ্যকতা নাই, তদ্‌ব্যতীত শরণাগতি প্রভৃতির যে কোন একটি দ্বারাই পুরুষার্থসিদ্ধির কথা বলা হইয়াছে, তথাপি শ্রীনারদাদি মহাজনবর্গের মার্গানু-সরণশীল যে সকল ব্যক্তি শ্রীভগবানের সহিত শ্রীগুরু-কর্ত্তৃক দীক্ষাবিধান দ্বারা সম্পাদিত সম্বন্ধবিশেষ স্থাপন করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা দীক্ষানুষ্ঠানের পর অবশ্যই অর্চ্চন করিবেন।" (২৮৩)

"যদিও জীবের স্বরূপতঃ দীক্ষাদির অপেক্ষা নাই, তথাপি দেহাদি সম্বন্ধবশতঃ কদর্য্যশীল বিক্ষিপ্তচিত্ত জনগণের পক্ষে তত্তৎপ্রবৃত্তি সঙ্কোচীকরণার্থ শ্রীমদ্ ঋষিপ্রভৃতি মহাজনগণ এই অর্চ্চনমার্গে কোন কোন স্থলে কিছুকিছু মর্য্যাদা স্থাপন করিয়াছেন।" (২৮৪)

শ্রীপ্রকাশানন্দ সরস্বতীসহ কথোপকথনপ্রসঙ্গে শ্রীমন্ মহাপ্রভুও বলিয়াছেন—

"কৃষ্ণমন্ত্র হৈতে হয় সংসার মোচন।
কৃষ্ণনাম হৈতে পাবে কৃষ্ণের চরণ॥"
—চৈঃ চঃ আ ৭।৭৩

আত্মসম্প্রদানাত্মক মন্ত্রজপে সংসার-মুক্তি ও সম্বোধনাত্মক কৃষ্ণনাম জপে কৃষ্ণচরণপ্রাপ্তির সৌভাগ্য উপস্থিত হয়।

অনেকে অজামিলাদির গুরুপাদাশ্রয় ব্যতীতই সুখে ভগবৎপ্রাপ্তির দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া গুরুপাদাশ্রয় ও তৎসমীপে দীক্ষাগ্রহণাদির অনাবশ্যকতা প্রতিপাদন করেন। তৎসম্বন্ধে শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর শ্রীভাগবত ৬।২।৯ শ্লোকের তৎকৃত সারার্থদর্শিনী টীকায় লিখিতেছেন—

"যে গোগর্দ্দভাদয় ইব বিষয়েষ্বেবেন্দ্রিয়াণি সদা চারয়ন্তি, কো ভগবান্, কা ভক্তিঃ, কো গুরুরিতি স্বপ্নেঽপি ন জানন্তি, তেষামেব নামাভাসাদিরীত্যা গৃহীত-হরিনাম্নামজামিলাদীনামিব নিরপরাধানাং গুরুং বিনাপি ভবতোবোদ্ধারঃ। হরির্ভজনীয় এব ভজনং তৎপ্রাপকমেব তদুপদেষ্টা গুরুরেব গুরূপদিষ্টা ভক্তা এব পূর্ব্বে হরিং প্রাপুরিতি বিবেকবিশেষবত্ত্বেঽপি নো দীক্ষাং ন চ সৎক্রিয়াং ন চ পুরশ্চর্য্যাং মনাগীক্ষতে। মন্ত্রোঽয়ং রসনাস্পৃগেব ফলতি শ্রীকৃষ্ণনামাত্মকঃ॥' ইতি প্রমাণদৃষ্ট্যা অজামিলাদি দৃষ্টান্তেন চ কিং মে গুরুকরণশ্রমেণ নামকীর্ত্তনাদিভিরেব মে ভগবৎপ্রাপ্তি-ভাবিনীতি মন্যমানস্তু গুর্ব্ববজ্ঞা-লক্ষণমহাপরাধাদেব ভগ-বন্তং ন প্রাপ্নোতি, কিন্তু তস্মিন্নেব জন্মনি জন্মান্তরে বা তদপরাধক্ষয়ে সতি শ্রীগুরুচরণাশ্রিত এব, প্রাপ্নোতীতি।"

অর্থাৎ "যাঁহারা গো-গর্দ্দভাদির ন্যায় সর্ব্বদা জড় বিষয় সমূহেই ইন্দ্রিয় চরাইয়া থাকেন, 'ভগবান্ কে, ভক্তি কি বস্তু, গুরুই বা কে?' ইহা স্বপ্নেও জানেন না, তাঁহারাই যদি নামাভাস-গ্রহণ-রীতি অবলম্বনে অজামিলাদির ন্যায় হরিনাম উচ্চারণ করেন এবং নির-পরাধ হইয়া থাকেন, তবেই গুরুপদাশ্রয় ব্যতীতও তাঁহাদের উদ্ধার হইবে। 'হরিই ভজনীয়, ভজনই (ভক্তিই) তাঁহার প্রাপক, শ্রীগুরুই ভজনোপদেষ্টা, গুরূপদিষ্ট ভক্তগণই পূর্ব্বকালে শ্রীহরিকে পাইয়াছেন'— এইরূপ বিবেকবিশিষ্ট হইয়াও 'শ্রীকৃষ্ণনাম-মহামন্ত্রদীক্ষা বা অন্য সংকার্য্য কিম্বা মন্ত্রপুরশ্চরণ প্রভৃতির কিছুমাত্র

অপেক্ষা করেন না এবং রসনাস্পর্শমাত্রই ফলদান করেন'—এই প্রমাণ দর্শনে অজামিলাদির দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া 'আমার গুরুকরণ-শ্রমের আবশ্যকতা কি? কেবল নাম-কীর্ত্তনাদিদ্বারাই ত' আমার ভগবৎ প্রাপ্তি হইবে (হইতে পারে)', এইরূপ যে ব্যক্তি মনে করে, সে ব্যক্তি গুর্ব্ববজ্ঞালক্ষণময় মহাপরাধহেতু ভগবান্‌কে কোনদিনই প্রাপ্ত হয় না; কিন্তু সেই জন্মেই কিম্বা পরজন্মে সেই অপরাধক্ষয়ের পর শ্রীগুরুর চরণাশ্রিত হইলেই ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হয়।"

বেদ (ছান্দোগ্য ৬।১৪।২) বলিতেছেন—

'আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ'।

অর্থাৎ আচার্য্য হইতে লব্ধদীক্ষ ব্যক্তিই সেই পরমেশ্বরকে জানেন।

মুণ্ডক (১।২।১২) শ্রুতি কহিতেছেন—

'তদ্‌বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ।
সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্॥'

অর্থাৎ সেই ভগবদ্ বস্তুর বিজ্ঞান (প্রেমভক্তি সহিত জ্ঞান লাভ করিবার জন্য তিনি (শিষ্য) সমিধ হস্তে বেদতাৎপর্য্যজ্ঞ ও কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ সদ্‌গুরু-সমীপে কায়মনোবাক্যে গমন করিবেন।

কঠশ্রুতি (১।৩।১৪) বলেন—

'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।
ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা, দুরত্যয়া।
দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি॥'

অর্থাৎ স্বয়ং বেদপুরুষ সাধুগণের সম্বন্ধে হিতোপদেশ করিতেছেন—হে সাধুগণ তোমরা উঠ—আত্মজ্ঞানাভিমুখ হও, নানাবিধ কৃষ্ণেতর বিষয়চিন্তা হইতে বিরত হও; 'জাগ—জাড্য—আলস্য—মোহনিদ্রা ত্যাগ কর—স্ব-স্বরূপে উদ্বুদ্ধ হও, বরান্ অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ আচার্য্যের চরণ আশ্রয় করিয়া ভগবত্তত্ত্বজ্ঞান লাভ কর। যেহেতু সেই আত্মতত্ত্বজ্ঞান ক্ষুর ধারের ন্যায় অতিতীক্ষ্ণ—শাণিত, অতএব দুরতিক্রমণীয়; এই সুতীক্ষ্ণ ক্ষুরধার সদৃশ আত্মজ্ঞানে বিচরণশীল পুরুষের ঈষণ্মাত্র অসাবধানতায় অর্থাৎ সাধুগুরুর আনুগত্য হইতে অত্যল্পমাত্রও বিচলিত হইলে অধঃপতন অনিবার্য্য। কেহ কেহ এইরূপও অর্থ করিয়া থাকেন যে—এই সংসার শাণিত ক্ষুরধারের ন্যায় অতীব দুরতিক্রমণীয়। সাধুগুরুকৃপালব্ধ ভগবজ্‌জ্ঞান ব্যতীত ইহা পার হওয়া যায় না। এজন্য কবি অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণ সংসার নিবর্ত্তক সেই আত্মতত্ত্বজ্ঞানকে বড়ই দুর্গম পথ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। সাধুগুরুর একান্ত আনুগত্য ও তাঁহাদের একান্ত অনুগ্রহ ব্যতীত এই দুস্তর সংসার সমুদ্র পার হইবার অন্য কোন উপায়ই নাই। তাই আমাদের সর্ব্বক্ষণই প্রার্থনীয়—

'দুর্গমে পথি মেঽন্ধস্য স্খলৎপাদগতের্মুহুঃ।
স্বকৃপাযষ্টিদানেন সন্তঃ সন্ত্ববলম্বনম্॥'

—চৈঃ চঃ অ ১।২

অর্থাৎ "সাধুগণ স্বীয় কৃপাযষ্টি দানপূর্ব্বক দুর্গমপথে মুহুর্মুহুঃ স্খলিতপাদ ও অন্ধস্বরূপ আমার অবলম্বন হউন।"

শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিও (শ্বেঃ ৬।২৩) বলিয়াছেন—

'যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥'

অর্থাৎ যাঁহার শ্রীভগবানে পরাভক্তি বর্ত্তমান, আবার যেমন শ্রীভগবানে তেমন শ্রীগুরুদেবেও শুদ্ধভক্তি আছে, সেই মহাত্মার সম্বন্ধেই এই সকল শ্রুত্যর্থ আত্মপ্রকাশ করেন অর্থাৎ শ্রীগুরুকৃপায়ই শ্রুতির মর্ম্মার্থ তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হইয়া থাকে।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও উক্ত হইয়াছে—

'এইরূপ সংসার ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরু-কৃষ্ণপ্রসাদে পায় ভক্তিলতা বীজ॥'

—চৈঃ চঃ ম ১৯।১৫১

'তাতে কৃষ্ণ ভজে, করে গুরুর সেবন।
মায়াজাল ছুটে, পায় শ্রীকৃষ্ণচরণ॥'

—চৈঃ চঃ ম ২২।২৫

শ্রীমদ্ ভাগবত বলিতেছেন—এই নৃদেহরূপ সুপটু তরনীর গুরুদেবই একমাত্র কর্ণধার। তাঁহারই প্রসন্নতাক্রমে ভগবৎকৃপারূপ অনুকূল বায়ু পাইয়া এই বিশাল ভবসমুদ্র অনায়াসে উত্তীর্ণ হওয়া যায়।

"নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্ল্লভং প্লবং সুকল্পং গুরুকর্ণধারং।

ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা ॥" (ভাঃ ১১।২০।১৭ শ্লোক দ্রষ্টব্য)

ঐ শ্রীভাগবতে নবযোগেন্দ্রের অন্যতম শ্রীপ্রবুদ্ধ, মহারাজ নিমিকে বলিতেছেন—

'তস্মাদ্গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্॥'

—ভাঃ ১১।৩।২১

"সুতরাং জীবের পরমমঙ্গল অর্থাৎ যাহা ঐহিক বা পারলৌকিক কর্ম্মার্জ্জিত ভোগের ন্যায় অনিত্য নহে, তাদৃশ শাশ্বত কল্যাণ জানিবার ইচ্ছুক হইয়া শব্দব্রহ্ম বেদ এবং পরব্রহ্ম বিষয়ে অভিজ্ঞ রাগাদিশূন্য (ক্রোধলোভাদির অবশীভূত) গুরুর শরণাগত হইবে।"

শ্রীগীতায়ও উক্ত হইয়াছে—

'তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥'

—গীঃ ৪।৩৪

(পূর্ব্বোক্ত মুণ্ডকশ্রুতিতে যে সমিৎপাণি হইয়া গুরুপাদপদ্মে উপসন্ন হইবার কথা বলা হইয়াছে, এখানে সেই ত্রিবিধ ভাবময় সমিধের পরিচয় দেওয়া হইতেছে—প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা-বৃত্তি।)

—হে অর্জ্জুন, তুমি কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ শ্রীগুরুদেবের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে দণ্ডবৎ প্রণতিপূর্ব্বক 'হে গুরুদেব, কেন আমার সংসারবন্ধন হইল? কিরূপে ইহা হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারিব?'—এইরূপ পরিপ্রশ্ন বা সঙ্গত প্রশ্নদ্বারা এবং শ্রীগুরুদেবের অকৃত্রিমভাবে শুশ্রূষা বা পরিচর্য্যা দ্বারা তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহার নিকট হইতে তত্ত্বজ্ঞান লাভ কর। তত্ত্বদর্শী গুরুবর্গ তোমার উপর প্রসন্ন হইয়া তোমাকে সম্বন্ধাভিধেয়প্রয়োজনতত্ত্বোপদেশরূপ কৃপা করিবেন।

এইরূপ শ্রুতিস্মৃতিপুরাণাদি শাস্ত্রে শ্রীগুরুপাদাশ্রয়ের ভূরি ভূরি প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও যাঁহারা শাস্ত্রবিধি উল্লঙ্ঘন করতঃ স্বেচ্ছাচারিতা অবলম্বন করেন, তাঁহারা কখনও সুখ সিদ্ধি ও পরাগতি লাভ করিতে পারেন না। (গীতা ১৬।২৩ শ্লোকোক্ত শ্রীভগবদুক্তি দ্রষ্টব্য।) ব্রহ্মযামলেও উক্ত হইয়াছে—

'শ্রুতিস্মৃতিপুরাণাদিপঞ্চরাত্রবিধিং বিনা।
ঐকান্তিকী হরের্ভক্তিরুৎপাতায়ৈব কল্পতে॥'

—ভঃ সং ২৮৪ সংখ্যাধৃত ব্রহ্মযামল-বাক্য

অর্থাৎ শ্রুতিস্মৃতিপুরাণাদি ও পঞ্চরাত্রবিধি ব্যতীত ঐকান্তিকী হরিভক্তি উৎপাতেরই কারণ হইয়া থাকে।

কলিতে আগম বা তন্ত্রমার্গের প্রাধান্য থাকায় সদ্গুরুপাদাশ্রয়ে লব্ধদীক্ষ সজ্জন নানাতন্ত্র বিধানানুসারে শ্রীকরভাজন ঋষির 'যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ',—এই বিধানানুযায়ী সঙ্কীর্ত্তনযজ্ঞে ভগবদারাধনার বিচারে বরণ করিলেই সর্ব্বার্থসিদ্ধি হইতে পারে। শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার শ্রীমুখনিঃসৃত শিক্ষাষ্টকের প্রথমেই নামসঙ্কীর্ত্তনের জয়গান করিয়াছেন, ইহা হইতেই চিত্তশুদ্ধি প্রভৃতি সপ্ত শ্রেয়োদয়ের কথা বলিয়াছেন, অন্যত্রও "ইহা (অর্থাৎ এই মহামন্ত্র) হইতে সর্ব্বসিদ্ধি হইবে সবার"—ইহাও শ্রীমন্মহাপ্রভুরই শ্রীমুখবাক্য। আত্মসম্প্রদানাত্মক মন্ত্র জপ হইতে সংসার মুক্তি এবং নাম-মহামন্ত্র জপ হইতে—কৃষ্ণচরণ প্রাপ্তির কথাও শ্রীমন্মহাপ্রভুই জানাইয়াছেন। সুতরাং শ্রীগুরুপাদপদ্মের বিশ্রম্ভসেবামুখে মহামন্ত্র জপ বা কীর্ত্তন দ্বারাই মন্ত্রসিদ্ধিক্রমে সর্ব্বার্থসিদ্ধি লাভ হইবে। গুরুকৃপা হি কেবলম্। তাঁহার সবাই সর্ব্বপ্রধান পুরশ্চরণ।

পাঞ্জাবে ও নিউদিল্লীতে শ্রীচৈতন্য-বাণী প্রচার

গুরুদাসপুর, পাঞ্জাব :— শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বল্লভ তীর্থ মহারাজ সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিগণ সমভি-ব্যাহারে গুরুদাসপুরনিবাসী Divine Life Societyর সদস্য শ্রীবালকৃষ্ণ বশিষ্ঠ মহোদয়ের আহ্বানে জম্মু হইতে গত ৪ আশ্বিন, ২১ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার গুরুদাস-পুরে শুভপদার্পণ করেন। শ্রীবালকৃষ্ণ বশিষ্ঠ গত তিন বৎসর যাবৎ শ্রীল আচার্য্যদেবকে গুরুদাসপুরে পদা-র্পণের জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিলেও সময়াভাব-বশতঃ শ্রীল আচার্য্যদেব তথাকার প্রচার-প্রোগ্রাম করিতে পারেন নাই। এইবার পুনরায় বিশেষভাবে অনুরুদ্ধ হইলে গুরুদাসপুরের প্রোগ্রাম করা হয়। শ্রীবালকৃষ্ণ বশিষ্ঠ মহোদয় গুরুদাসপুরের বিশিষ্ট ব্যক্তি শ্রীকুঞ্জলাল আগরওয়ালের গৃহে শ্রীল আচার্য্যদেবের জন্য বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করেন। স্থানীয় প্রসিদ্ধ শ্রীকড়ু-মল রেখিরাম ধর্ম্মশালায় অন্যান্য সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারি-গণের থাকিবার সুব্যবস্থা হয়। প্রচার-পার্টিতে ছিলেন পূজ্যপাদ শ্রীমৎ কৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিললিত গিরি মহারাজ, ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিললিত নিরীহ মহারাজ, শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীযজ্ঞেশ্বর ব্রহ্মচারী, শ্রীভূধারী ব্রহ্মচারী, শ্রীবলভদ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীরাধাকান্ত ব্রহ্মচারী, শ্রীরামকৃষ্ণ দাসাধিকারী ও শ্রীঅমরেন্দ্র মিত্র। চণ্ডীগড়ের শ্রীভাগমল সুদ ও ডক্টর মিত্তল সস্ত্রীক ধর্ম্মসম্মেলনে যোগদানের জন্য শ্রীল আচার্য্যদেব সমভি-ব্যাহারে আসেন।

শ্রীল আচার্য্যদেব ২৪ সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত গুরুদাস-পুরে অবস্থান করতঃ প্রত্যহ প্রাতে স্থানীয় মণ্ডীস্থিত শ্রীরাধাকৃষ্ণ মন্দিরে, অপরাহ্নে শ্রীরঙ্গমহলে ও ২১ শে সেপ্টেম্বর রাত্রিতে কাছারী এলাকাস্থিত শ্রীরঘুনাথ মন্দিরে বিশিষ্ট শিক্ষিত ব্যক্তিগণের এক সমাবেশে, ২২ সেপ্টেম্বর রাত্রিতে স্থানীয় শ্রীগীতাভবনে, ২৩ শে সেপ্টেম্বর রাত্রিতে স্থানীয় শ্রীগোপালমন্দিরে ও ২৪ সেপ্টেম্বর রাত্রিতে শ্রীরাধাকৃষ্ণ মন্দিরে—শ্রীসনাতন ধর্ম্মসভায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর অসমোর্দ্ধ দান ও শিক্ষাবৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে ভাষণ প্রদান করেন। এতদ্ব্যতীত ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজও বিভিন্ন দিনে বক্তৃতা করেন। শ্রীল আচার্য্যদেব প্রত্যহ পূর্ব্বাহ্ণ ১০টা হইতে বেলা ১২-৩০ টা পর্য্যন্ত — ২২ সেপ্টেম্বর বিশিষ্ট সতীর্থ গৃহস্থভক্ত শ্রীমনোমোহন আগরওয়ালের (শ্রীচৈতন্য-গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের শ্রীচরণাশ্রিত শিষ্যের বাসভবনে, ২৩ সেপ্টেম্বর ডাক্তার শ্রীরবীন্দ্র অরোরার গৃহে এবং ২৪ সেপ্টেম্বর শ্রীবালকৃষ্ণ বশিষ্ঠের গৃহে দীর্ঘ সময় শ্রীহরিকথা উপদেশ প্রদান করেন। শ্রীকুঞ্জলাল আগরওয়ালের ও তাঁহার একজন আত্মীয়ের বিশেষ প্রার্থনায় অমৃতসর যাত্রার দিন ২৫ সেপ্টেম্বর প্রাতে উক্ত গৃহদ্বয়ে শ্রীল আচার্য্যদেব বৈষ্ণবগণ সমভিব্যাহারে শুভপদার্পণ করতঃ অল্প সময়ের জন্য হরিকথা বলেন। শ্রীল আচার্য্যদেবের গুরুদাসপুরে অল্পকাল অবস্থিতি হেতু বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের ইচ্ছা পূর্ত্তি না হওয়ায় তাঁহারা সকলেই হৃদয়ের দুঃখ প্রকাশ করিলেন। আগামী বৎসর আরও অধিক সময় গুরুদাসপুরে দিবার জন্য সকলেই অনুরোধ করিলেন।

প্রতিটী সভার ও শ্রীহরিকথার আদি ও অন্তে ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীপাদ ভক্তিললিত গিরি মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ, শ্রীযজ্ঞেশ্বর ব্রহ্মচারী, শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী ও শ্রীরাধাকান্ত ব্রহ্মচারী সুললিত ভজন কীর্ত্তনের দ্বারা শ্রোতৃবৃন্দের আনন্দ বর্দ্ধন করেন।

২১ সেপ্টেম্বর অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় শ্রীরঙ্গ মহল হইতে বিরাট্ নগর সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা বাহির হইয়া সহরের মুখ্য মুখ্য রাস্তা পরিভ্রমণ করতঃ শ্রীরঘুনাথ মন্দিরে আসিয়া সমাপ্ত হয়।

শ্রীল আচার্যদেব শ্রীরঘুনাথ মন্দিরে বিশিষ্ট শিক্ষিত সমাবেশে অভিভাষণকালে বলেন—"শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণকে পরতমতত্ত্ব এবং জীবের স্বরূপকে তাঁহার নিত্যদাসরূপে নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের সহিত জীবাত্মার ভেদাভেদসম্বন্ধ। শ্রীকৃষ্ণ—বিভু, জীব—অণু; শ্রীকৃষ্ণ—সর্ব্বশক্তিমান্ জীব—শ্রীকৃষ্ণের তটস্থাশক্তি; শ্রীকৃষ্ণ—ব্যাপক, জীব—ব্যাপ্য; শ্রীকৃষ্ণ—মায়াধীশ, জীব—মায়াবশযোগ্য; শ্রীকৃষ্ণ—সর্ব্বনিয়ন্তা জীব—নিয়ন্ত্রিত। শ্রীকৃষ্ণ হইতে জীবের নিত্যভেদ প্রতিপন্ন হইতেছে। সঙ্গে সঙ্গে যুগপৎ চিজ্জাতিত্বে ও শক্তি-শক্তিমতয়োরভেদঃ বিচারে শ্রীকৃষ্ণের সহিত জীবের অভেদত্বও নিরূপিত হইতেছে। শ্রীকৃষ্ণ প্রকৃতির অতীত, জীবাত্মাও প্রকৃতির অতীত, উভয়ের সম্বন্ধও প্রকৃতির অতীত, এইজন্য উহা অচিন্ত্য। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দার্শনিক সিদ্ধান্ত "অচিন্ত্যভেদাভেদ"। শ্রীকৃষ্ণ—কর্ত্তা, ভোক্তা মালিক; জীব শ্রীকৃষ্ণের ভোগ্য নিত্যদাস। শ্রীকৃষ্ণ বহির্ম্মুখ জীব মায়ামোহিত হইয়া নিজেকে কর্ত্তা—ভোক্তা মনে করে। এই হেতু মায়াবদ্ধ জীবের মধ্যে কর্ত্তৃত্ব করিবার ও ভোগ করিবার প্রবৃত্তি (নিসর্গতঃ) স্বাভাবিকভাবেই দৃষ্ট হয়। এই কর্ত্তৃত্ব ও ভোগ করিবার প্রবৃত্তি হইতেই জীব মায়াবদ্ধ হইয়া ৮৪ লক্ষ মায়িক যোনি লাভ করতঃ অশেষ সংসার জ্বালা ভোগ করে। কর্ত্তৃত্ব করিবার আকাঙ্ক্ষা, ক্ষমতা লাভের আকাঙ্ক্ষার প্রতিযোগিতা হইতেই পরস্পরের মধ্যে বিদ্বেষ, কলহ এবং উহা তীব্র হইয়া উঠিলে পরস্পর হানাহানিতে পরিণত হয়। কর্ত্তৃত্বাভিমানী ব্যক্তি অপরের অধিক কর্ত্তৃত্ব প্রাপ্তি—প্রতিষ্ঠা প্রাপ্তি ও ভোগ্যবিষয় প্রাপ্তিকে সহ্য করিতে পারে না, প্রথমে মাৎসর্য্যানলে দগ্ধীভূত হইয়া পড়ে, পরে হানাহানি করিবার জন্য প্রবৃত্তিযুক্ত হয়।

যিনি যথার্থ শ্রীকৃষ্ণভক্ত, তিনি নিজেকে কৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্তের নিত্যসেবকরূপে জানেন, অনুভব করেন, কৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্তের সুখবিধানের সর্ব্বক্ষণ চেষ্টা করেন এবং বিবিধ সেবার প্রোগ্রামে নিমজ্জিত থাকেন, তিনি কখনও কর্ত্তা সাজিয়া কাহারও উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে ইচ্ছাবিশিষ্ট হন না এবং কর্ত্তৃত্ব করিবার আকাঙ্ক্ষা না থাকায় কর্ত্তৃত্ব বা ক্ষমতা না পাওয়ার দরুণ তাঁহার মনে দুঃখ বা ক্ষোভ হয় না। তবে সেবকের সেবাকে কর্ত্তৃত্বাভিমানী ব্যক্তি অজ্ঞতাবশতঃ কর্ম্মের সহিত সাম্য বোধ করিতে পারেন। সেবকের সেবাপ্রবৃত্তিকে, ভক্তের অহৈতুকী ভক্তি-প্রবৃত্তিকে কেহই বাধা দিয়া প্রতিহত করিতে পারে না। সুতরাং যেখানে শুদ্ধসেবাপ্রবৃত্তি, সেখানে ভয়ের কোন কারণ নাই। শ্রীল গুরুদেব, বৈষ্ণবগণ সেবার সুব্যবস্থার জন্য যেসব সেবাধিকার বা মঠরক্ষকাদি পদাধিকার দেন, তাহা কাহারও উপর কর্ত্তৃত্ব করিবার জন্য নহে, কোনও বিষয়ের মালিক হইয়া ভোগদখলের জন্য নহে, কেবল তাহাকে অধিকতর বিষ্ণু-বৈষ্ণব সেবার সুযোগ প্রদানের জন্য মাত্র। যখনই সেবা-বিচার পরিত্যক্ত হইয়া কর্ত্তৃত্ব-বিচার ও ভোগবিচার আসিবে, তখনই সেই ব্যক্তি পরমার্থপথ হইতে বিচ্যুত হইবে এবং অজ্ঞানান্ধকারে নরকে প্রবেশ করিবে। কেবলমাত্র মঠাদিতে বাহিরের শরীরের বাহ্য অবস্থিতির দ্বারাই পারমার্থিক জীবন নিরূপিত হইবে না, যদি তাহার মানসিক চিন্তাস্রোত পরমার্থানুকূল না হয়।"

শ্রীবালকৃষ্ণ বশিষ্ঠ ও তাঁহার পুত্রের শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী প্রচারে ও বৈষ্ণবসেবায় অক্লান্ত পরিশ্রম ও প্রীতিপূর্ণ আন্তরিকতা খুবই প্রশংসনীয়। তাঁহারা সাধুগণের প্রচুর আশীর্ব্বাদ ভাজন হইয়াছেন। শ্রীমঠের গৃহস্থ ভক্ত শ্রীমনোমোহন আগরওয়াল তাঁহার মোটর কারটী সর্ব্বক্ষণ সাধুসেবায় নিযুক্ত করিয়া ও নিজেই সারথীর কার্য্য করিয়া (চালনা করিয়া) সকলের ধন্যবাদার্হ এবং সাধুগণের আশীর্ব্বাদ ভাজন হইয়াছেন। শ্রীল আচার্যদেব শ্রীকুঞ্জলাল আগরওয়াল ও তাঁহার সহধর্ম্মিণীর নিষ্কপট সেবাপ্রচেষ্টার ভূয়সী প্রশংসা করেন।

অমৃতসর (পাঞ্জাব)ঃ—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপাপ্রাপ্ত গৃহস্থ শিষ্য অধ্যাপক শ্রীখেরাইতি রামজী গুলাটী এম্-এস্‌সি মহোদয়ের বিশেষ আহ্বানে প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ গুরুদাসপুর হইতে সদলবলে গত ৮ আশ্বিন ২৫ সেপ্টেম্বর শনিবার অমৃতসরে শুভপদার্পণ করিলে স্থানীয় ভক্তগণ কর্ত্তৃক পুষ্পমাল্যাদির দ্বারা সম্বর্দ্ধিত হন। চণ্ডীগড় হইতে শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীশচীনন্দন ব্রহ্মচারী, শ্রীঅভয়-চরণদাস বনচারী অমৃতসরে আসিয়া পার্টিতে যোগ দেন। স্থানীয় বাগভিয়ান শিবালয়ের নবনির্ম্মিত বিশাল ভবনে স্বামীজীগণের থাকিবার সুব্যবস্থা হয়। তত্রস্থ সুরম্য বিশাল সংকীর্ত্তনভবনে ১৬ আশ্বিন ৩ অক্টোবর রবিবার পর্য্যন্ত প্রত্যহ প্রাতে ও অপরাহ্নে ধর্ম্মসভার ব্যবস্থা হয়। প্রতিষ্ঠানের আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ ও সহ-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-প্রসাদ পুরী মহারাজ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা-বৈশিষ্ট্য ও শ্রীহরিনামসংকীর্ত্তনের মহিমা সম্বন্ধে ভাষণ প্রদান করেন। ভাষণের আদি ও অন্তে সুললিত ভজন কীর্ত্তন ও শ্রীনামসংকীর্ত্তনের দ্বারা শ্রীযজ্ঞেশ্বর ব্রহ্মচারী, শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী ও শ্রীরাধাকান্ত ব্রহ্মচারী শ্রোতৃবৃন্দের আনন্দ বর্দ্ধন করেন।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বী তত্রস্থ বিশিষ্ট সজ্জন শ্রীমদনলাল আগরওয়ালের বিশেষ আহ্বানে শ্রীল আচার্য্যদেব ২৬ সেপ্টেম্বর রবিবার অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকায় নিমকমণ্ডীস্থিত বাবা শ্রীপুরুষোত্তম দাসজীর মন্দিরে সহস্র নরনারীর সমাবেশে 'প্রেমভক্তি' ও নামসঙ্কীর্ত্তনের' মহিমা সম্বন্ধে হৃদয়গ্রাহী ভাষণ প্রদান করেন। ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজের সুললিত কণ্ঠস্বরে শ্রীল রূপগোস্বামিকৃত "দেব ভবন্তং বন্দে" সংস্কৃত ভজনগীতি ও শ্রীনামসংকীর্ত্তন শ্রবণে সমুপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দের ভাবোল্লাস বর্দ্ধিত হয়। বাগভিয়ান শিবালয়ের সঙ্কীর্ত্তনভবনে ৩০ সেপ্টেম্বর রাত্রিতে বিশেষসভায় শ্রীল আচার্য্যদেব ভাগবতধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে ভাষণ প্রদান করেন। শ্রীমদনলালজী আগর-ওয়াল শতাধিক ভক্তসহ উক্ত সভায় উপস্থিত থাকিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত মহামন্ত্র "হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে, হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে" সম্মিলিতভাবে উদাত্তকণ্ঠে কীর্ত্তন করিতে থাকিলে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত ভক্তবৃন্দ তৎশ্রবণে বিস্মিত ও চমৎকৃত হন।

বাগভিয়ান এলাকায় দুইদিন প্রাতে নগর-সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হয়। ১৬ আশ্বিন, ৩ অক্টোবর রবিবার প্রাতঃ ৭-৩০ টায় সহরের কেন্দ্রস্থল চৌক ফাওরাস্থিত বড় শ্রীরঘুনাথজীর মন্দির হইতে বিরাট নগর সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা বাহির হইয়া সহরের মুখ্য মুখ্য রাস্তা পরিক্রমা করতঃ শ্রীদুর্গিয়ানা মন্দিরে আসিয়া সমাপ্ত হয়।

অধ্যাপক শ্রীখেরাইতি রামজী গুলাটির বিশেষ অনুরোধক্রমে তাঁহার গৃহে ২৫ সেপ্টেম্বর রাত্রিতে এবং ১ অক্টোবর দিনে শ্রীল আচার্য্যদেব হরিকথা উপদেশ করেন এবং কথার আদি ও অন্তে ভজন-কীর্ত্তন ও শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন হয়। অধ্যাপক শ্রীখেরাইতি রামজী গুলাটি, তাঁহার ভ্রাতৃদ্বয় শ্রীইন্দ্রমোহনজী ও রঘুনাথজী এবং তাঁহার বাটীস্থ সকলের বৈষ্ণবসেবাপ্রবৃত্তি অতীব প্রশংসনীয়। সতীর্থ শ্রীবিশ্বম্ভর নাথজী বিবিধভাবে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার সেবায় আনুকূল্য করিয়া সকলের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

নিউদিল্লী—নিউদিল্লী-পাহাড়গঞ্জ নিবাসী ভক্তবৃন্দ, আগরওয়াল পঞ্চায়েতি ধর্ম্মশালার ও রামায়ণ প্রচারক-মণ্ডলীর সদস্যবৃন্দের বিশেষ আহ্বানে শ্রীল আচার্য্যদেব সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিগণ সমভিব্যাহারে অমৃতসর হইতে যাত্রা করতঃ গত ১৭ আশ্বিন, ৪ অক্টোবর সোমবার দিল্লী ষ্টেশনে শুভপদার্পণ করিলে দিল্লীবাসী ভক্তগণ কর্ত্তৃক প্রথমে সম্বর্দ্ধিত হন। তৎপর মটরকারযোগে নিউদিল্লীর পাহাড়গঞ্জ এলাকায় উপনীত হইলে তত্রস্থ ভক্তবৃন্দ পুষ্পমাল্যাদির দ্বারা সংকীর্ত্তনসহযোগে বিপুল-ভাবে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন। শ্রীল আচার্য্যদেব পূজ্যপাদ শ্রীমৎ কৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারী ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-সুন্দর নারসিংহ মহারাজ, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী

ও শ্রীভূধারী ব্রহ্মচারী মঠাশ্রিত গৃহস্থ ভক্ত লালা শ্রীত্রিলোকী নাথ আগরওয়ালের বাসভবনে অবস্থান করেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিললিত নিরীহ মহারাজ, শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীরাধাকান্ত ব্রহ্মচারী, শ্রীবলভদ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীরামকৃষ্ণদাস ও শ্রীঅমরেন্দ্র মিশ্র প্রভৃতি ত্যক্তাশ্রমী ও গৃহস্থ ভক্তবৃন্দের বাসস্থান আগরওয়াল পঞ্চায়েতি ধর্ম্মশালায় নির্দ্দিষ্ট হয়। সেবাকার্য্য ব্যপদেশে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিললিত গিরি মহারাজ, শ্রীশচী-নন্দন ব্রহ্মচারী ও শ্রীনারায়ণদাস অমৃতসর হইতে চণ্ডীগড় এবং শ্রীযজ্ঞেশ্বর ব্রহ্মচারী জালন্ধর যাত্রা করেন।

স্থানীয় শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ মন্দিরের সংসঙ্গভবনে ৪ অক্টোবর হইতে ১১ অক্টোবর পর্য্যন্ত প্রত্যহ প্রাতে, অপরাহ্ণে ও রাত্রিতে ধর্ম্মসম্মেলনের ব্যবস্থা হয়।

শ্রীল আচার্য্যদেব প্রত্যহ প্রাতঃকালীন ও রাত্রির বিশেষ ধর্ম্মসভায় ভাষণ প্রদান করেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ অপরাহ্ণ কালীন সভায় এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ প্রাতঃকালীন সভায় বক্তৃতা করেন। এতদ্ব্যতীত শ্রীল আচার্য্যদেব পাহাড়গঞ্জ এলাকার শ্রীরামভোজ গুপ্তা, শ্রীত্রিলোকীনাথ আগরওয়াল, শ্রীপ্রভুদয়াল গুপ্ত, শ্রীরামেশ্বর দয়াল গুপ্ত এবং মডেল টাউনস্থিত শ্রীপ্রহ্লাদ রায় গোয়েলের গৃহে বিভিন্ন দিনে শুভ পদার্পণ করতঃ পূর্ব্বাহ্ণে শ্রীহরিকথা উপদেশ করেন। প্রত্যেকস্থানে সভার আদি ও অন্তে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তি-প্রসাদ পুরী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিললিত নিরীহ মহারাজ, শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী ও শ্রীরাধাকান্ত ব্রহ্মচারীর সুললিত ভজনকীর্ত্তন ও শ্রীনামসংকীর্ত্তন শ্রবণে শ্রোতৃবৃন্দের হৃদয়োল্লাস বর্দ্ধিত হয়।

৬ অক্টোবর বুধবার এবং ১০ অক্টোবর রবিবার অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকায় স্থানীয় শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির হইতে বিরাট্ নগরসংকীর্ত্তনশোভাযাত্রা বাহির হইয়া নিউদিল্লীর পাহাড়গঞ্জ এলাকার মুখ্য মুখ্য রাস্তা পরিভ্রমণ করে। নগরসংকীর্ত্তনে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্-ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের প্রারম্ভিক কীর্ত্তনের পর মুখ্যভাবে নৃত্যকীর্ত্তন করেন—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ এবং ব্রহ্মচারিবৃন্দ। সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা চলাকালে রাস্তার দুই পার্শ্বস্থ গৃহস্থ সজ্জন ও ভক্তবৃন্দ মাঝে মাঝে পুষ্পবৃষ্টি করেন এবং পুষ্প-মাল্যাদি লইয়া শ্রীল আচার্য্যদেবকে ও সন্ন্যাসিগণকে ভূষিত করেন।

লালা শ্রীত্রিলোকীনাথ আগরওয়াল, শেঠ শ্রীহরসহায়-মলজী, শ্রীরামনাথজী, শ্রীতুলসীদাসজী, রামায়ণ প্রচারক মণ্ডলীর সভাপতি শ্রীরামচন্দ্রজী, পঞ্চায়েতি আগরওয়াল ধর্ম্মশালার শ্রীরামভক্ত আগরওয়াল, শ্রীশ্যামসুন্দর লাল-গুপ্ত, শ্রীমঙ্গল সৈন, অধ্যাপক শ্রীব্রজপাল গুপ্ত প্রভৃতি সদস্যবৃন্দের এবং তত্রস্থ অন্যান্য গৃহস্থ ভক্তবৃন্দের শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারে ও বৈষ্ণবসেবায় বিভিন্নভাবে আনুকূল্যের জন্য সকলেই ধন্যবাদার্হ ও সাধুগণের আশীর্ব্বাদ ভাজন হইয়াছেন।

শ্রীধাম মায়াপুর ঈশোদ্যানে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা অস্মদীয় পরমারাধ্য শ্রীল গুরু-দেব নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের সমাধি মন্দির নির্ম্মাণসেবায় দিল্লীবাসী শ্রীচৈতন্য সংকীর্ত্তনমণ্ডল (পুরুষ), শ্রীচৈতন্য সঙ্কীর্ত্তন মণ্ডল (মহিলা), শ্রীসুরয-ভানজী সোহনি, শ্রীওমপ্রকাশ বরোজা, শ্রীসুন্দরদাসজী প্রভৃতি ভক্তবৃন্দ আনুকূল্য করিয়া ধন্যবাদার্হ এবং শ্রীগুরুদেবের আশীর্ব্বাদভাজন হইয়াছেন।

ভাটিণ্ডা (পাঞ্জাব):—ভাটিণ্ডাসিটি ও ভাটিণ্ডা থার্ম্মেল কলোনির ভক্তবৃন্দের বিশেষ আহ্বানে শ্রীল আচার্য্যদেব পূজ্যপাদ শ্রীমৎ কৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারী, শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীভূধারী ব্রহ্মচারী, শ্রীবলভদ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীরাধাকান্ত ব্রহ্মচারী, শ্রীরামকৃষ্ণদাস ও শ্রীঅমরেন্দ্র মিশ্র সমভিব্যাহারে গত ২৫ আশ্বিন, ১২ অক্টোবর মঙ্গলবার নিউদিল্লী হইতে যাত্রা করতঃ ভাটিণ্ডা রেলষ্টেশনে রাত্রি ৮-৩০ ঘটিকায় শুভপদার্পণ করিলে শ্রীমঠের সহকারী সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ যিনি পূর্ব্ব দিবস ভাটিণ্ডায়

আসিয়া পৌঁছিয়াছিলেন — সহরের শতাধিক ভক্ত ও নরনারীগণসহ পুষ্পমাল্যাদির দ্বারা শ্রীল আচার্য্যদেবকে ও অন্যান্য সাধুগণকে বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধিত করেন এবং সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রার সহিত শ্রীল আচার্য্যদেবের অনুগমনে সহরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত প্রসিদ্ধ ভানামল ধর্ম্মশালায় আসিয়া উপনীত হন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিললিত নিরীহ মহারাজ নিউদিল্লী হইতে ১৪ই অক্টোবর বৃহস্পতিবার রাত্রিতে ভাটিণ্ডা পৌঁছিয়া প্রচার পার্টির সহিত যোগ দেন। ১৩ অক্টোবর হইতে ১৫ অক্টোবর শুক্রবার পর্য্যন্ত প্রত্যহ রাত্রিতে স্থানীয় শ্রীসনাতন ধর্ম্মসভা মন্দিরে মহতী ধর্ম্মসভায় নরনারীগণের বিপুল সমাবেশে শ্রীল আচার্য্যদেব "সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজনতত্ত্ব" বিষয়ে এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ যুগধর্ম্ম হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তন-সম্বন্ধে সারগর্ভ হৃদয়গ্রাহী ভাষণ প্রদান করেন। এতদ্ব্যতীত শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠাশ্রিত নিষ্ঠাবান্ গৃহস্থভক্ত বৈদ শ্রীওমপ্রকাশজীর ব্যবস্থায় শ্রীল আচার্য্যদেব প্রত্যহ প্রাতে ও অপরাহ্নে সহরের বিভিন্ন স্থানে হরিকথামৃত পরিবেশন করেন। ধর্ম্মসভার আদি ও অন্তে সুকণ্ঠ কীর্ত্তনীয়া ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ, শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী ও শ্রীরাধাকান্ত ব্রহ্মচারীর *চিত্তাকর্ষক ভজনকীর্ত্তন শ্রবণে শ্রোতৃবৃন্দের শ্রবণোৎসাহ* বর্দ্ধিত হয়।

ভাটিণ্ডা থার্ম্মেল কলোনীর ভক্তগণের ইচ্ছাক্রমে শ্রীল আচার্য্যদেব ১৬ই অক্টোবর সদলবলে থার্ম্মেল কলোনীতে আসিয়া উপনীত হন। একজন বিশিষ্ট অফিসারের বাসগৃহে সকলের থাকিবার ব্যবস্থা হয়। চণ্ডীগড় হইতে চণ্ডীগড় মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ এবং ইঞ্জিনীয়ার শ্রীযোগরাজ সেখেরী ভাটিণ্ডা থার্ম্মেল কলোনীতে আসিয়া পার্টির সহিত যোগ দেন। থার্ম্মেল কলোনীস্থিত শ্রীহরিমন্দিরে ১৬ অক্টোবর হইতে ২০ অক্টোবর পর্য্যন্ত প্রত্যহ রাত্রি ৮ ঘটিকায় শ্রীল আচার্য্যদেবের পৌরোহিত্যে বিশেষ ধর্ম্মসভার অধিবেশন হয়। ইঞ্জিনীয়ার শ্রী আর্ এস্ ভাল্লা (Sri R. S. Valla, Operation, S. E.), ইঞ্জিনিয়ার শ্রী আর্ এস্ শর্ম্মা (Sri R. S. Sarma, XEN Shift-Engineer), ইঞ্জিনিয়ার শ্রী এস্ কে বাংসাল (Sri S. K. Bansal, XEN, Arrear), মিউনিসিপ্যাল কমিশনার শ্রীজগ্গা মল্জী এবং ইঞ্জিনিয়ার শ্রীএস্ পি শর্ম্মা (Sri S. P. Sarma XEN Electrical) যথাক্রমে প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীমুখে শাস্ত্রপ্রমাণ ও সুযুক্তিপূর্ণ সারগর্ভ ভাষণ শ্রবণ করিয়া সভায় সমুপস্থিত মুখ্য অতিথিগণ ও বিশিষ্ট শ্রোতৃবৃন্দ বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ বিভিন্ন দিনে বক্তৃতা করেন। এতদ্ব্যতীত শ্রীল আচার্য্যদেব ১৭ অক্টোবর রবিবার কলোনীতে সুবৃহৎ সভামণ্ডপে অনুষ্ঠিত মধ্যাহ্নকালীন ধর্ম্মসভায় এবং তৎপর ২০ অক্টোবর পর্য্যন্ত প্রত্যহ প্রাতে ও অপরাহ্নে বিশিষ্ট গৃহস্থ ভক্তগণের গৃহে, বার্ণাল রোডস্থিত শিবমন্দিরে হরিকথামৃত পরিবেশন করেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজের শ্রীমুখে ১৭ অক্টোবর মধ্যাহ্নকালীন ধর্ম্মসভায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর পূত চরিত্র ও শিক্ষা সম্বন্ধে জ্ঞান শ্রবণ করিয়া ভক্তগণের উল্লাস বর্দ্ধিত হয়। ১৭ অক্টোবর প্রাতঃ ৭-৩০ ঘটিকায় শ্রীহরিমন্দির হইতে নগর সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা বাহির হইয়া মুখ্য মুখ্য রাস্তা পরিভ্রমণ করে। ভাটিণ্ডা সহরের ও ভুচ্চো মণ্ডীর ভক্তবৃন্দ বিপুল সংখ্যায় সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রায় যোগ দেন। ১৭ অক্টোবর মধ্যাহ্নে মহোৎসবে সহস্রাধিক নরনারীকে মহাপ্রসাদ দেওয়া হয়। পরমোৎসাহের কথা এই ভাটিণ্ডা সহরের বহু বিশিষ্ট শিক্ষিত ব্যক্তি এইবার শুদ্ধভক্তিসদাচার গ্রহণ করতঃ শ্রীগৌরবিহিত ভজনে ব্রতী হইয়াছেন।

শ্রীধামমায়াপুর ঈশোদ্যানে পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেবের সমাধিমন্দিরের জন্য আনুকূল্য করিয়া ভাটিণ্ডাসহরের মুখ্য উদ্যোক্তা বৈদ শ্রীওমপ্রকাশ শর্ম্মাজী ও সহরের অন্যান্য ভক্তগণ এবং ভাটিণ্ডা থার্ম্মেল কলোনীর পক্ষে শ্রীযোগেন্দ্র পাল শর্ম্মা, শ্রীশ্যামসুন্দর পুষ্কার্ণা, শ্রীকস্তুরীলাল ভরদ্বাজ,

রাজকুমার গর্গ, শ্রীবেদপ্রকাশ মিত্তল, শ্রীপ্রেমদাসজী প্রভৃতি গৃহস্থ ভক্তগণ ধন্যবাদার্হ ও শ্রীল গুরুদেবের আশীর্ব্বাদ ভাজন হইয়াছেন।

ভুচ্চোমণ্ডী (পাঞ্জাব) :—শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠাশ্রিত ভক্তত্রয় শ্রীরঘুনন্দনজী, শ্রীপ্যারীলালজী ও শ্রীগিরিধারীলালজীর বিশেষ অনুরোধে শ্রীল আচার্য্যদেব সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ও গৃহস্থ ভক্তসহ ২১ অক্টোবর ভুচ্চোমণ্ডীতে শুভপদার্পণ করেন। শ্রীরঘুনন্দনজীর গৃহে মধ্যাহ্নে মহোৎসবে শতাধিক ভক্তকে বিচিত্র মহাপ্রসাদের দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়। অপরাহ্ণে ও রাত্রিতে ধর্ম্মসভায় বক্তৃতা করেন শ্রীল আচার্য্যদেব, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ। ভুচ্চোমণ্ডীর ভক্তবৃন্দ কর্ত্তৃক সাধুগণের থার্ম্মেল কলোনী হইতে ভুচ্চোমণ্ডী মোটরকারাদিযোগে যাতায়াতের সুব্যবস্থা হয়। ভুচ্চোমণ্ডীর ভক্তবৃন্দ মাত্র একদিনের জন্য তাহাদের সহরে প্রচারপ্রোগ্রাম করায় দুঃখিত হন এবং আগামী বৎসর ভুচ্চোমণ্ডীতে যাহাতে কএক দিবস অবস্থান করতঃ প্রচারপ্রোগ্রাম করা হয়, তজ্জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করেন। ভুচ্চোমণ্ডী ভাটিণ্ডা হইতে প্রায় ১২ কিলোমিটার দূরবর্ত্তী, ছোট সহর হইলেও ধনাঢ্য লোকের বাস বলিয়া সহরের সর্ব্বপ্রকার সুবিধা তথায় আছে।

বিরহ-সংবাদ

শ্রীনিমাইচরণ দাসাধিকারী— নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িতমাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপাসিক্ত নিষ্ঠাবান্ গৃহস্থ ভক্ত বাঁকুড়া জেলার রামপুরনিবাসী শ্রীনিমাই চরণ দাসাধিকারী প্রভু বিগত ২৯ আষাঢ়, ১৩৮৯ বঙ্গাব্দ, ১৪ জুলাই, ১৯৮২ খৃষ্টাব্দ বুধবার কৃষ্ণাষ্টমী তিথিবাসরে প্রায় ৮৭ বৎসর বয়ঃক্রমকালে শ্রীহরিনাম স্মরণ করিতে করিতে স্বধাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার আদর্শ চরিত্র ও ভক্তিনিষ্ঠা দর্শন করিয়া রামপুর-হামিরহাটি অঞ্চলের বহু নরনারী শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিশুদ্ধ ভক্তিধর্ম্মে আকৃষ্ট হইয়াছেন। তিনি প্রায় ২ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমাকালে শ্রীধাম মায়াপুরে গৌরপূর্ণিমা তিথিবাসরে শ্রীহরিনাম ও মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি দুইটি পুত্র রাখিয়া গিয়াছেন। দুর্গাপুরে কনিষ্ঠপুত্রের গৃহে তিনি দেহরক্ষা করেন। তাঁহার পৌত্র শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠাতার শ্রীচরণাশ্রিত শ্রীসুধীর কুমার সিংহ (দীক্ষা নাম শ্রীসার্ব্বভৌম দাসাধিকারী) পিতামহের আদর্শ অনুসরণ করতঃ শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী আচরণমুখে প্রচার করিতেছেন। শ্রীনিমাইচরণ প্রভুর স্বধাম প্রাপ্তিতে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত ভক্তবৃন্দ বিরহ সন্তপ্ত।

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্যান্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ৬.০০ টাকা, ষান্মাসিক ৩.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ৫০ পঃ। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। পত্রিকার গ্রাহক যে কোন সংখ্যা হইতে হওয়া যায়। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইতে সঙ্ঘ বাধ্য নহেন। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬ ফোন-৪৬-৫৯০০।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১) প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত—ভিক্ষা ১.০০

(২) শরণাগতি—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত— ,, .৮০

(৩) কল্যাণকল্পতরু ,, ,, ,, ,, ১.১০

(৪) গীতাবলী ,, ,, ,, ,, ১.০০

(৫) গীতমালা ,, ,, ,, ,, ১.২০

(৬) জৈবধর্ম্ম (রেক্সিন বাঁধান) ,, ,, ,, ,, ১৬.০০

(৭) মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ)—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী— ভিক্ষা ২.৫০

(৮) মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ) ঐ ,, ২.০০

(৯) শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)— ,, .৮০

(১০) উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)— ,, ১.০০

(১১) শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত—শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত — ,, ১.৭৫

(১২) SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by THAKUR BHAKTIVINODE — Re. 1.00

(১৩) শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে উচ্চ প্রশংসিত বাঙ্গালা ভাষার আদি কাব্যগ্রন্থ — শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয় — — — ভিক্ষা ৮.০০

(১৪) ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত— — ,, ২.০০

(১৫) শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার— ডাঃ এস্, এন ঘোষ প্রণীত — ,, ২.০০

(১৬) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত] — — ,, ১২.০০

(১৭) প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত) — ,, .৫০

(১৮) একাদশীমাহাত্ম্য — — — ,, ২.৫০

অতিমর্ত্ত্য বৈরাগ্য ও ভজনের মূর্ত্ত আদর্শ—

(১৯) গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস—শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত — ,, ৩.০০

(২০) শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য — — ,, ২.৫০

(২১) শ্রীমদ্ভাগবত-মাহাত্ম্য — — — — ,, ২.০০

(২২) সচিত্র ব্রতোৎসবনির্ণয়-পঞ্জী

গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অবশ্য পালনীয় শুদ্ধতিথিযুক্ত ব্রত ও উপবাস-তালিকা সম্বলিত এই সচিত্র ব্রতোৎসবনির্ণয়-পঞ্জী শুদ্ধবৈষ্ণবগণের উপবাস ও ব্রতাদিপালনের জন্য অত্যাবশ্যক। ভিক্ষা—১.০০ পয়সা। অতিরিক্ত ডাকমাশুল—০.২৫ পয়সা।

দ্রষ্টব্য :—ভিঃ পিঃ যোগে কোন গ্রন্থ পাঠাইতে হইলে ডাকমাশুল পৃথক্ লাগিবে।

প্রাপ্তিস্থান :—কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থবিভাগ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬

মুদ্রণালয় :—

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-৭০০০২৬

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

দ্বাবিংশ বর্ষ
১১শ সংখ্যা

পৌষ
১৩৮৯

শ্রীপুরীধামে শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
আবির্ভাবপীঠোপরি শ্রীমন্দির

সম্পাদক
রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ প্রবর্ত্তিত

একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি :—

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ :—

১। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ

কার্য্যাধ্যক্ষ :—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর :—

মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস-সি

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ : —

মূল মঠ :— ১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ :—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬। ফোন : ৪৬-৫৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-৭০০০২৬

৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

৫। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর

৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৭। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৮। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-৫০০০০২ (অঃ প্রঃ) ফোন : [illegible]

১০। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ (আঃ) ফোন : [illegible]

১১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর-৭৮৪০০১ (আসাম)

১২। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ (নদীয়া)

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া-৭৮৩১০১ (আসাম)

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়—১৬০০২০ (পাঃ) ফোঃ [illegible]

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড, পোঃ পুরী-৭৫২০০১ (উড়িষ্যা)

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথমন্দির, পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১ (ত্রিঃ) ফোঃ [illegible]

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন, জিলা—মথুরা

১৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড, পোঃ দেরাদুন ২৪৮০০১ (ইউ, পি)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন :—

১৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার, জেঃ কামরূপ (আসাম)

২০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥"

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পৌষ ১৩৮৯

২২শ বর্ষ } ১ নারায়ণ, ৪৯৬ শ্রীগৌরাব্দ; ১৫ পৌষ, শুক্রবার, ৩১ ডিসেম্বর, ১৯৮২ { ১১শ সংখ্যা

শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের বক্তৃতা

স্থান—শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র মিত্র মহাশয়ের ভবন, শিম্লা, কলিকাতা

সময়—সন্ধ্যা, রবিবার, ২২শে কার্ত্তিক, ১৩৩২

"অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্।
হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু নঃ শচীনন্দনঃ॥"

আমাদের হৃদয়গুহায় শ্রীশচীনন্দন উদিত হউন। তিনি—সাক্ষাদ্‌ভগবান্ শ্রীহরি। তিনি পূর্ব্বে জগতে অন্যান্য অবতারে যে-সকল দান করিয়াছেন, সে-সকল দান হইতেও সর্ব্ববিষয়ে শ্রেষ্ঠ দান, পূর্ব্বে যাহা কখনও দেওয়া হয় নাই—এইরূপ অপূর্ব্ব দান জগতে প্রদান করিতে বলিয়াছেন। শ্রীল রূপ-গোস্বামিপ্রভু তাঁহার 'বিদগ্ধমাধব'-গ্রন্থে আমাদিগকে এই আশীর্ব্বচনটী প্রদান করিয়াছেন। তিনি—জগদ্‌গুরু আচার্য্য; তিনি আমাদিগকে যে আশীর্ব্বাদটী 'বঃ' শব্দের দ্বারা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, আমরা তাঁহার অনুগত-দাসানুদাসসূত্রে সেই বাক্যটী 'নঃ' শব্দের দ্বারা কীর্ত্তন করিতেছি অর্থাৎ আমাদিগের হৃদয়ে শ্রীগৌরসুন্দর স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হউন। যাহা মানুষ জানিয়াছে বা জানিতে পারে, এমন কোনও কথা বলিবার জন্য শ্রীগৌরসুন্দর আসেন নাই; পরন্তু যাহা বিষ্ণুর বিভিন্ন অবতারে কখনও প্রচারিত হয় নাই, তাহাই জগতে প্রদান করিবার জন্য শ্রীগৌরহরি আগমন করিয়াছিলেন। এইরূপ শ্রীগৌরহরি আমাদের হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হউন।

শ্রীগৌরসুন্দর আমাদের ন্যায় মূঢ়জীবের প্রতি পরম-করুণা-পরবশ হইয়া—আমরা যে ভাষায় তাঁহার কথা বুঝিতে পারিব, এইরূপ ভাষায় আমাদের নিকট শ্রীহরির কীর্ত্তন করিয়াছেন। সর্ব্বাবস্থায় সেবকগণের প্রকার-ভেদ অর্থাৎ মানুষ, দেবতা, পশু, বৃক্ষ, লতা প্রভৃতি সচেতন পদার্থ ও জগতের অচেতন পদার্থসমূহ কতরকমে কৃষ্ণের সেবা করিতে সমর্থ, যে যেরূপভাবে যে-স্থানে অবস্থিত—যাহার আত্মবৃত্তি যেরূপভাবে উন্মেষিত হইয়াছে, তাহা লইয়াই সে সেই একমাত্র সেব্য-বস্তুর যেভাবে যে-প্রকারে কৃষ্ণের সেবা করিতে পারে, তাহাই শ্রীগৌরসুন্দর জগতে কীর্ত্তন করিয়াছেন।

শ্রীগৌরসুন্দর যখন পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তখন মানুষ, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, প্রস্তররাজি সকলেই তাঁহার অপূর্ব্ব কথা শ্রবণ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিল।

ভক্তগণের হৃদয়ে তিনি পূর্ব্ব-পূর্ব্ব-অবতারে যে-সকল ভাব উদয় করাইয়াছিলেন, কেবলমাত্র তাদৃশ দান করিয়া এইযুগে ক্ষান্ত হন নাই; পরন্তু তিনি এই যুগে এক 'অনর্পিতচর' বস্তু দান করিয়াছেন; তাহাই—'স্বভক্তি-শ্রী'। 'স্ব' শব্দের দ্বারা 'আত্মাকে' বুঝায়; সেই আত্মপ্রতীতিগত সেবার শোভা তিনি দান করিয়াছেন। তিনি পঞ্চরসাশ্রিত শুদ্ধ আত্মার সেবার প্রকার-ভেদ জানাইয়াছেন। আমাদের ন্যায় মরুতপ্তহৃদয়ে—আমাদের ন্যায় গুণজাত অবস্থায় পতিত কাঙ্গাল জীবগণকে সুদুষ্প্রাপ্য 'অনর্পিতচরী' স্বীয় উন্নতোজ্জ্বলরসময়ী স্বভক্তি-শোভা প্রদান করিবার জন্য—জগতের সকল জীবকে বিতরণ করিবার জন্য তিনি জগতে আসিয়াছিলেন। আবার তিনি একটী সমান্য পরিমিত-সম্পত্তিবিশিষ্ট পুরুষও নহেন,—তিনি একটী সামান্য-জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা-মাত্রও নহেন! দাতা স্বয়ং হরি! মানুষ মনে করেন,—এই ব্যক্ত জগৎ যাঁহা হইতে প্রকাশিত হইয়াছে, তিনিই মূলবস্তু, কিন্তু সকল-কারণের কারণ, সকল মূলের মূল—স্বয়ং ভগবানই এই অপূর্ব্ব দানের দাতা। তাঁহাতেই সকল শোভা ও সৌন্দর্য্য অবস্থিত।

জগতের লোকসকল আনন্দ দ্বারা আকৃষ্ট; কেহই নিরানন্দ চা'ন না। আনন্দ আবার বস্তুর নামে, রূপে, গুণে ও ক্রিয়ায় অবস্থিত। কিন্তু এই জগতে নাম, রূপ, গুণ ও ক্রিয়ার মধ্যে যে সৌন্দর্য্য রহিয়াছে, তাহা চিরকালস্থায়ি নহে; তাহাতে হেয়তা, অবরতা, পরিচ্ছিন্নতা ও পরিমেয়তা প্রভৃতি ধর্ম্ম বর্ত্তমান। ষড়্বিধ ঐশ্বর্য্যের বিকৃত প্রতিফলনসমূহ এই জগতে নশ্বররূপে প্রকাশিত হইয়াছে। ঐসকল ব্যাপার কালের মধ্যে আসে, আবার কালের মধ্যে চলিয়া যায়। এই জগতের নাম, রূপ, গুণ ও ক্রিয়া নশ্বর বলিয়া—জগতের সৌন্দর্য্য অসৌন্দর্য্যের দ্বারা আবৃত হয় বলিয়া—বুদ্ধিমান্ পুরুষ পার্থিব নাম-রূপ-গুণাদিতে, পার্থিব ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, যশ, সৌন্দর্য্য, জ্ঞান, বৈরাগ্য প্রভৃতিতে আবদ্ধ হন না। ইহজগতের আনন্দস্রোত শুকাইয়া যায়; কেননা, উহা সীমা-বিশিষ্ট ইন্দ্রিয়সমূহের দ্বারা গৃহীত হয়। তাহার যতটুকু প্রাপ্য, জীব এই স্থানে তাহা অপেক্ষা অধিক প্রার্থনা করে; ফলে, তাহার যোগ্য প্রাপ্যটীও হারাইয়া ফেলে।

যে মূলবস্তু হইতে জগতের বর্ত্তমাননীয় ষড়ৈশ্বর্য্য আসিয়াছে, তিনিই শ্রীভগবান্ হরি। যাঁহার অসংখ্য অনুগত অর্থাৎ বশ্য বা ঈশিতব্য সম্প্রদায় রহিয়াছে, তিনিই 'ঈশ্বর' বস্তু। আমরা ইহজগতে যে সকল বস্তু বলিয়া উপভোগ্য বোধ করিতেছি, সেইসকল বস্তু তাহাদের নিত্যস্বরূপে অবস্থান করিয়া যাঁহাকে নিরন্তর সেবা করিবার জন্য সমুদ্গ্রীব, তিনিই শ্রীভগবান্। যাঁহার আংশিক প্রকাশ—জৈব-জ্ঞানের উপভোগ্য 'ব্রহ্ম'-নামে অভিহিত, সেই ব্রহ্ম—পরাৎপর মূল-পুরুষ শ্রীভগবানের দ্যুতিমালায় প্রকাশিত। এই পরতত্ত্বই সাক্ষাদ্ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেব।

আমরা কাল্পনিক শ্রীগৌরহরির কথা বলিতেছি না; ব্রহ্মজ্ঞগণ পূর্ণব্রহ্ম হরির যে অসম্যক্ স্ফূর্ত্তি, যোগিগণ যে আংশিকবৈভব বা ব্যাপক ভূমার কথা বলিয়াছেন, আমরা সেই বস্তুর কথাও বলিতেছি না; যাঁহারা উজ্জ্বল-রসের বিরসাবস্থাবিশেষে—জড়জগতের প্রাকৃত রসে বিরাগবিশিষ্ট, সেইরূপ ব্যক্তিগণের জ্ঞান-গম্য অসম্যক্ খণ্ডপ্রতীতির কথাও বলিতেছি না; 'আমি ব্রহ্ম' এইরূপ একটী অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র অনুভূতি বা ইহজগতের খাওয়া-দাওয়া-থাকা, চতুর্দ্দশভুবনের কথা বা উন্নত সপ্ত-ব্যাহৃতির কথায় আমাদের চিত্ত আকৃষ্ট না হউক; কিন্তু যাঁহার আংশিক বিকৃত প্রতিফলিত রস আমরা ইহজগতের স্ত্রী-পুরুষে পিতা-পুত্রে, বন্ধুতে-বন্ধুতে প্রভু-ভৃত্যে বা নিরপেক্ষাবস্থায় লক্ষ্য করি, সেই বিকৃতরসগুলি যাঁহাদের নিকট তুচ্ছ বলিয়া বোধ হইয়াছে, তাঁহাদের উপাস্য-বস্তুর কথাও আমরা বলিতেছি না। এই অতন্নিরসনরূপ কার্য্যটীতে তাঁহাদের সহিত আমাদের বাহিরের দিকে

কিঞ্চিৎ মিল দেখিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু শ্রীগৌরসুন্দর আমাদিগকে এমন একটী রসের কথা বলিয়াছেন,—যিনি কেবলমাত্র রস-রাহিত্যরূপে বর্ণিত হন না, পরন্তু যাঁহার একটা নিত্য পরম চমৎকারিতা-যুক্ত নিত্য-পরিপূর্ণরসময় বাস্তব-স্বরূপ আছে, — যে জিনিষটী পরিপূর্ণরসময়, যাঁহার পূর্ণপ্রাকট্য আছে, শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভুকে সেই বাস্তব-সত্য নিত্যচিন্ময়-রসের কথা বলিয়াছিলেন (ভঃ রঃ সিঃ দঃ বিঃ ৫ম লঃ)—

"ব্যতীত্য ভাবনা-বর্ত্ম যশ্চমৎকারভারভূঃ।
হৃদি সত্ত্বোজ্জ্বলে বাঢ়ং স্বদতে স রসো মতঃ॥"

—ভাবনার পথ অতিক্রম করিয়া চমৎকারভারের ভূমিকায় সত্ত্বোজ্জ্বল হৃদয়ে 'রস' উপলব্ধ হয়। জাগতিক গৌণী বিচিত্রতার মধ্যে অসম্পূর্ণ রস লক্ষিত হয়। যখন হৃদয় শুদ্ধসত্ত্ব-দ্বারা অতিশয় পরিপূর্ণ হয় অর্থাৎ যখন আত্মধর্ম্মে অতিশয় ঔৎসুক্যের সহিত যে বস্তু আস্বাদিত হয়, তখন তাহাকে 'রস' বলে। উহা নল-দময়ন্তী, সাবিত্রী-সত্যবান্, দুষ্মন্ত-শকুন্তলা বা পশুপক্ষীর হেয় কাম-রস নহে। আত্মা যখন নিজস্বভাব প্রাপ্ত হন, তখনই আত্মবৃত্তি-দ্বারা ঐ রস আস্বাদিত হইতে থাকে। 'আমিত্বে'র অনুভূতিতে যখন 'ইট-পাট্‌কেল' বা কোন গুণজাত বস্তু 'ধাক্কা' দেয় না, তখনই ঐ রস আস্বাদিত হয়।

এই জড় প্রপঞ্চে পঞ্চবিধ বিকৃত-রস বর্ত্তমান; আমরা এই বিকৃত প্রতিফলন দেখিয়া মনে করি,—এই অনুভূতিটী থামিয়া গেলেই বুঝি বাঁচিয়া যাওয়া যায়! কিন্তু জগতে এই রস কোথা হইতে আসিল? শ্রুতি (তৈঃ ভৃঃ ১ অনু) বলেন,—'যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎপ্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি, তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব, তদেব ব্রহ্ম।' ব্রহ্মবস্তু অর্থাৎ বৃহদ্বস্তু—পূর্ণবস্তু হইতেই এই আংশিক বিচিত্রতা এই খণ্ড-জগতে বিকৃতরূপে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। সেই ব্রহ্মবস্তু—নিত্য নব-নব-ভাবে রস-বিলাসময়। আমি যদি 'ঘোড়দৌড়' দেখিতে গিয়া একটী গৃহের অভ্যন্তরে উপবিষ্ট হই এবং একটি জানালা দিয়া ঘোড়-সোয়ারকে আমার সম্মুখে উপস্থিত দেখিয়া মনে করি যে, ঐ অশ্ব পূর্ব্বে দৌড়াইতে ছিল না, পরেও দৌড়াইবে না এবং ঐ ধাবমান অশ্বের পৃষ্ঠোপরি উপবিষ্ট অশ্বারোহীও আমার দর্শনের পূর্ব্বে বা পরে আর থাকিবে না, তাহা হইলে আমার বিচারে যেমন ভুল হয়;—কেন না, আমার ক্ষুদ্র জানালা দিয়া দেখিবার বহুপূর্ব্ব হইতেই অশ্বারোহী দৌড়াইতেছে এবং পরেও সে দৌড়াইতে থাকিবে,—কেবল আমার চক্ষুরিন্দ্রিয়ের দোষ নিবন্ধন অর্থাৎ প্রতিঘাত-যোগ্যতা থাকায় বা অসম্পূর্ণ যন্ত্র-সাহায্যে দর্শন করিতে যাওয়ায় উহা যথার্থভাবে লক্ষ্য করিতে পারিতেছি না, সুতরাং এই ভ্রান্ত ধারণা বা বিচার যেমন আমার ব্যক্তিগত ইন্দ্রিয়ের অপটুতা ও 'সম্যক্‌দর্শনের অভাব-দ্যোতক;—তদ্রূপ, যাঁহারা তাঁহাদের ক্ষুদ্রজৈবজ্ঞান-দ্বারা বিচার করেন যে, চিদ্বস্তুর বিচিত্রতা থামিয়া যায়, তাঁহারাও ভ্রান্ত তর্কহতধী ও অসম্যগ্‌দর্শী আমি যদি মনে করি যে, আমার পূর্ব্বে কোন মানুষ ছিল না, বা আমি মরিয়া গেলেও কোন মানুষ থাকিবে না, তাহা হইলে আমার বিচার—যেমন মূর্খতা-মাত্র, কেন না, আমি মরিয়া গেলেও মানুষের কর্ত্তৃসত্তা থাকিবে, তদ্রূপ চিদ্ধামে চিদ্‌রসময়-ব্রহ্মের বিলাস বা বিচিত্রতা নাই,—এরূপ বলাও দুর্ব্বিচার বা বিচারভাব মাত্র। উহা—অজ্ঞেয়তা-বাদিগণের (Agnosticsদের) ক্ষুদ্র ধারণা। নিত্যপূর্ণরসের রসিকগণ এরূপ ক্ষুদ্র বিচারে আবদ্ধ নহেন।

মধুর-রস চিদ্ধামে—পরাকাশে অতীব উপাদেয়ভাবে পঞ্চরসের পরমচমৎকারিতা বর্ত্তমান। তথায় একমাত্র অদ্বয়জ্ঞান কৃষ্ণই 'বিষয়', আর সমস্তই তাঁহার 'আশ্রয়' বা সেবোপকরণ। এই পঞ্চপ্রকার রসের মধ্যে মধুর রসই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অর্থাৎ সকল রসই মধুর রসের অন্তর্গত। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মধুর-রসের মধ্যে 'স্বক' ও 'পরক'-বিচারে শ্রীগৌরসুন্দর ছাড়া আর কেহ এত সুন্দরভাবে দেখান নাই। নিয়মানন্দ — কাহারও মতে যিনি—দ্বিতীয়শতাব্দীর, কাহারও মতে বা দশম-শতাব্দীর আচার্য্য, এবং বিশেষজ্ঞের মতে যাঁহার আবির্ভাবের পরিচয় — মহাপ্রভুর অপ্রকটের পর প্রচারিত, তিনিও

উজ্জ্বলরসের আংশিক চিত্রমাত্র প্রদান করিয়াছেন। একমাত্র শ্রীগৌরসুন্দর-প্রদত্ত কৃপার মধ্যে সেই রসের প্রচুর ঔজ্জ্বল্য নিহিত রহিয়াছে। যাহা—জীবাত্মার সহজপ্রাপ্য, যাহা — জীবাত্মার সঙ্গে-সঙ্গে প্রকাশিত হয়, যাহা—কৃত্রিম সাধনপ্রণালী দ্বারা লভ্য বা সাধ্য নয়, যাহাতে — সকলের উপযোগিতা আছে, এইরূপ অসমোর্দ্ধ বস্তুই তিনি জগতে প্রচার ও প্রদান করিয়াছেন।

(ক্রমশঃ)

চতুর্যুগের কালনির্দ্ধারণে পণ্ডিতগণের সিদ্ধান্ত
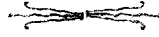
পূর্ব্বপ্রকাশিত ১০ম সংখ্যা ১৮৭ পৃষ্ঠার পর

মাগধ রাজ্যানুক্রমে মৌর্য্যবংশের পরেই শুঙ্গ বংশীয়েরা সিংহাসনারূঢ় হন। ইঁহারা ১১২ বৎসর রাজ্য করেন। ইঁহাদের মধ্যে পুষ্পমিত্র ও তৎপরে অগ্নিমিত্র মগধ হইতে পঞ্চনদ পর্য্যন্ত রাজ্য করেন এবং কৌশলক্রমে আর্য্যদিগের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপনেচ্ছায় মদ্রদেশীয় শাকল নগরের বৌদ্ধদিগের প্রতি দৌরাত্ম্য আচরণ করেন। তাঁহারা এরূপ ঘোষণা করিয়াছিলেন যে যিনি একটী বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর মস্তক আনিতে পারিবেন তিনি শতমুদ্রা পুরস্কার পাইবেন। কান্ব-বংশীয় রাজারা ইঁহাদের পর মগধাধিকার করেন। ইঁহারা ৪ জনে ৪৫ বৎসর রাজ্য করেন। ভাগবতের মধ্যে তাঁহাদের রাজ্যকাল ৩৪৫ বৎসর বলিয়া লিখিত আছে, কিন্তু বিষ্ণুপুরাণের মতে বাসুদেব ৯ বৎসর, ভূমিমিত্র ১৪ বৎসর, নারায়ণ ১২ বৎসর ও সুশর্ম্মা ১০ বৎসর রাজ্য করেন। যাহা হউক, এস্থলে ৪৫ বৎসরই যে ভাগবত লেখকের মত তাহা স্থির হইল। কান্ববংশীয়দিগের পরে অন্ধ্র-বংশীয়েরা মগধে রাজ্য করেন। ইঁহারা ৪৫৬ বৎসর রাজ্য শাসন করেন। এই বংশের শেষ রাজা সলোমধি। খ্রীষ্টাব্দের ৪৩১ বৎসরে অন্ধ্র বংশ সমাপ্ত হয়।

এই সকল অনার্য্য রাজাদের মধ্যে কাহাকেও সম্রাট বলিতে পারা যায় না। কেবল অশোকবর্দ্ধনের রাজ্যটী বিশেষরূপ বিস্তৃত ছিল। শুঙ্গ ও কান্বগণ যে সিথিয়াদেশীয় দস্যুপ্রায় রাজা ছিল, তাহাতে সন্দেহ কি? কাবুল, পঞ্জাব ও হিন্দুস্থানের অনেক স্থানে যে সকল মুদ্রা ভূমধ্যে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে তাহাতে গ্রীকদেশীয় যবন ও সিথিয়াদেশীয় নানাবিধ জাতির চিহ্ন পাওয়া যায়। মথুরাপ্রদেশে হবিষ্ক, কনিষ্ক ও বাসুদেব এই সকল নামের মুদ্রা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। ইহাতে ঐ সকল ব্যক্তিরা কিছুদিন মথুরায় রাজ্য করিয়াছেন বোধ হয়। শেষোক্ত রাজাদিগের সময়ে সম্বৎনামা অব্দ প্রচার হয়। কথিত আছে, যে রাজা বিক্রমাদিত্য বাহুবলক্রমে শকদিগকে পরাজয় করিয়া শকারি নাম গ্রহণ করেন এবং সম্বৎনামা অব্দ প্রচার করেন। এই আখ্যায়িকা বিশ্বাস করা কঠিন, যেহেতু পৌরাণিক লেখকেরা সম্বদাব্দের ৫০০ বর্ষ পর্য্যন্ত রাজাদিগের নাম উল্লেখ করিয়াও বিক্রমাদিত্যের নাম উল্লেখ করেন নাই। বাস্তবিক ঐ সময়ে ক্ষত্রকুলোদ্ভব উজ্জয়িনীপতি বিক্রমাদিত্য রাজ্যভোগ করিলে পুরাণকর্ত্তারা অবশ্যই তাঁহার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেন। এতদ্দ্বারা অনুমিত হয় যে, বিক্রমাদিত্য নামধেয় অনেক সময়ে অনেক রাজা রাজ্য করিয়াছেন। যে বিক্রমাদিত্য উজ্জয়িনীতে শাসন করেন তিনি ৫৯২ খ্রীষ্টাব্দে রাজা হন। খ্রীষ্টাব্দের প্রথম শতাব্দিতে একজন বিক্রমাদিত্য শ্রাবস্তীনগরে বৌদ্ধদিগের শত্রু হইয়া উঠিয়াছিলেন। শালিবাহন

রাজা দাক্ষিণাত্যদেশে বিশেষ মান্য ছিলেন এবং তাঁহার প্রচারিত শকাব্দা দক্ষিণদেশে সর্ব্বত্র মানিত হয়। কথিত আছে যে, খ্রীষ্টাব্দের ৭৮ বৎসরে শালিবাহন রাজা শকদিগকে নির্য্যাতন করিয়া শালিবাহনপুর নামে নগর পঞ্জাব দেশে স্থাপন করেন। পুনশ্চ নর্ম্মদাকূলে পৈঠননামা নগরে শালিবাহনের রাজধানী থাকা অন্যত্র প্রকাশ আছে। অতএব এই দুই রাজার বাস্তবিক জীবনচরিত্র এপর্য্যন্ত অপরিজ্ঞাত আছে।

পরীক্ষিত হইতে ৬ পুরুষে নিমিচক্র। তিনি গঙ্গাগত হস্তিনাপুর ত্যাগ করিয়া কুশম্বী বা কৌশিকীপুরীতে বাস করেন। তাঁহার ২২ পুরুষে ক্ষেমক রাজা পর্য্যন্ত পাণ্ডুবংশ জীবিত ছিল।

বৃহদ্বল হইতে দোলাঙ্গুল সুমিত্রা পর্য্যন্ত ২৮ পুরুষে সূর্য্যবংশ সমাপ্ত হয়। অতএব নন্দিবর্দ্ধনের পরেই সোম, সূর্য্য, উভয় কুল নির্ব্বাণ হইয়াছিল। নবনন্দ প্রভৃতি যে সকল রাজা তৎপরে প্রবল হন, তাঁহারা প্রায় সকলেই অন্ত্যজ। অন্ধ্র রাজারা তৈলঙ্গদেশ হইতে আসিয়া মগধ রাজ্য অধিকার করেন। তাঁহারা চোলবংশীয় ছিলেন এমত বোধ হয়। কেননা যে কালে মগধদেশে অন্ধ্রাধিকার ছিল; সেই সময়েই অন্ধ্রদেশে বারাঙ্গল নগরে চোলেরা রাজ্য করিতেছিলেন। চোলেরা আর্য্যবংশীয় কি না, ইহা স্থির করা কঠিন; কিন্তু তাঁহাদের আচার ব্যবহার ও সূর্য্যচন্দ্র বংশের সহিত সম্বন্ধাভাব দৃষ্টি করিয়া তাঁহাদিগকে অন্ত্যজ বলিয়া স্থির করা যায়। চোলেরা প্রথমে দ্রাবিড়দেশের কাঞ্চীনগরের রাজা ছিলেন; ক্রমশঃ তাঁহারা রাজ্য বিস্তার করিয়া গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত আসিয়াছিলেন। পরশুরাম যে কালে দক্ষিণদেশে বাস করেন, তৎকালে যে সকল ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় জাতি নূতন রূপে সংস্থাপন করেন, তাহাদের মধ্যেই চোলদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। যাহা হউক অন্ধ্রবংশের শেষ পর্য্যন্ত রাজাদিগের নাম পুরাণে লিখিত আছে।

অপিচ ৪৩৫ খ্রীষ্টাব্দের পর ১,২০৬ খ্রীষ্টাব্দে মুসলমান রাজ্য সংস্থাপন পর্য্যন্ত ৭৭২ বৎসর ভারতবর্ষে কেহ সম্রাট্ ছিল না। ঐ সময়ে অনেকানেক খণ্ডরাজ্যে নানাজাতীয় রাজারা রাজ্য করিয়াছিলেন। কান্যকুব্জ, কাশ্মীর, গুজরাট, কালিঞ্জর, গৌড় প্রভৃতি নানাদেশে অনেক আর্য্য ও মিশ্রজাতিরা প্রবল ছিলেন। কান্যকুব্জে রাজপুতগণ ও গৌড়দেশে পালগণ সমধিক বলশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন। পালবংশীয় রাজারা এক প্রকার সাম্রাজ্য ভোগ করিয়া চক্রবর্ত্তী পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। ঐ সময়ের মধ্যেই উজ্জয়িনীপতি রাজা বিক্রমাদিত্য অনেক বিদ্যার অনুশীলন করেন। হর্ষবর্দ্ধন ও বিশালদেব ইঁহারাও প্রবল রাজা হইয়াছিলেন। ঐ সকল ভিন্ন ভিন্ন রাজবংশের ইতিহাস লিখিতে গেলে স্থানাভাব হয়; এজন্য আমি নিরস্ত হইলাম। সংক্ষেপে বক্তব্য এই যে, সূর্য্যচন্দ্রবংশের স্থলাভিষিক্ত অনেক রাজপুত রাজারা ঐ সময়ে রাজ্য করেন কিন্তু তাঁহারা অপেক্ষাকৃত আধুনিক। পৌরাণিক লেখকেরা তাঁহাদের অধিক যশঃকীর্ত্তন করেন নাই *।

খ্রীষ্টীয় ১,২০৬ অব্দে মুসলমানেরা ভারতবর্ষে রাজ্য সংস্থাপন করিয়া পুনরায় ১,৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে, ইংরাজ রাজপুরুষ কর্ত্তৃক রাজ্যচ্যুত হন। মুসলমানদিগের শাসনকালে ভারতের সম্যক্ অমঙ্গল ঘটিয়াছিল। দেবমন্দির সকল নিপাতিত হয়, আর্য্যরক্ত অনেক প্রকারে দূষিত হয়, বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের অনেক অবনতি ঘটে এবং আর্য্য পুরাতন ইতিহাসের আলোচনা প্রায় বিনষ্ট হইয়া যায়।

সম্প্রতি ইংলণ্ডীয় মাননীয় মহোদয়গণের রাজ্যে আর্য্যদিগের অনেক সুখ সমৃদ্ধি হইতেছে। আর্য্যদিগের পুরাতন কথা ও গৌরব সকল পুনরায় আলোচিত হইতেছে। যে যে দেবমন্দিরাদি আছে, তাহা আর নষ্ট হইবার আশঙ্কা নাই। সংক্ষেপতঃ আমরা একটী ঘোর বিপদ হইতে উদ্ধার প্রাপ্ত হইয়াছি।

---

* ব্রাত্যা দ্বিজা ভবিষ্যন্তি শূদ্রপ্রায়া জনাধিপাঃ।
ভোক্ষ্যান্তশূদ্রা ব্রাত্যাদ্যা ম্লেচ্ছা অব্রহ্মবর্চ্চসঃ।
সিন্ধোস্তটং চন্দ্রভাগাং কান্তিং কাশ্মীরমণ্ডলং॥
তুল্যকালা ইমে রাজন্ ম্লেচ্ছপ্রায়াশ্চ ভূভৃতঃ॥
ভাগবতং

যে সকল ঘটনার উল্লেখ করিলাম তত্তদ্বিষয় আলোচনা পূর্ব্বক ভারতের ইতিহাসকে আধুনিক পণ্ডিতেরা ৮ ভাগে বিভাগ করিয়া থাকেন।

	অধিকারের নাম।	নামের তাৎপর্য্য।	যত বৎসর ছিল।	আরম্ভ খ্রীঃ পূঃ।
১।	প্রাজাপত্যাধিকার।	ঋষিদিগের নিজশাসন।	৫০	৪,৪৬৩
২।	মানবাধিকার।	স্বায়ম্ভুবমনু ও তদ্বংশের শাসন।	৫০	৪,৪১৩
৩।	দৈবাধিকার।	ঐন্দ্রাদি শাসন।	১০০	৪,৩৬৩
৪।	বৈবস্বতাধিকার।	বৈবস্বত বংশের শাসন।	৩৪৬৫	৪,২৬৩
৫।	অন্ত্যজাধিকার।	আভীর, শক, যবন, খস, অন্ধ্র প্রভৃতির শাসন।	১২৩৩	৭৯৮
৬।	ব্রাত্যাধিকার।	আর্য্যভূত নূতন জাতির শাসন।	৭৭১	৪৩৫ খ্রীষ্টাব্দ
৭।	মুসলমানাধিকার।	পাঠান ও মোগল শাসন।	৫৫১	১২০৬ খ্রীষ্টাব্দ
৮।	ব্রিটিশাধিকার।	ব্রিটেনদেশীয় রাজপুরুষদিগের শাসন স্থূল…	১২১	১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দ
			৬৩৪১	
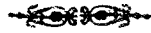
(ক্রমশঃ)

শ্রীশিবতত্ত্বসমীক্ষা

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজ]

শ্রীশ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপাদ তাঁহার ভক্তিসন্দর্ভ গ্রন্থে (২১৩ সংখ্যা) লিখিতেছেন—

"শুদ্ধভক্তাস্ত্বেকে শ্রীগুরোঃ শ্রীশিবস্য চ ভগবতা সহাভেদদৃষ্টিং তৎপ্রিয়তমত্বেনৈব মন্যন্তে।"

অর্থাৎ কোন কোন শুদ্ধভক্ত শ্রীগুরু ও শ্রীশিবকে শ্রীভগবানের প্রিয়তম বলিয়াই তাঁহার (শ্রীভগবানের) সহিত তাঁহাদিগকে অভিন্ন জ্ঞান করিয়া থাকেন।

শ্রীশিবকৃপায় প্রাচীনবর্হিপুত্র দশপ্রচেতা অষ্টভুজ শ্রীভগবান্ বিষ্ণুর সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া ভক্তিভরে তাঁহার স্তব করিতে করিতে বলিতেছেন—

"বয়ন্তু সাক্ষাদ্ ভগবান্ ভবস্য
প্রিয়স্য সখ্যুঃ ক্ষণসঙ্গমেন।
সুদুশ্চিকিৎস্যস্য ভবস্য মৃত্যো-
র্ভিষক্তমং ত্বাদ্যগতিং গতাঃ স্মঃ॥"

—ভাঃ ৪।৩০।৩৮

অর্থাৎ হে ভগবন্! আমরা আপনার প্রিয়সখা সাক্ষাদ্ ভগবান্ শ্রীশিবের ক্ষণকাল সঙ্গপ্রভাবেই অদ্য দুশ্চিকিৎস্য জন্ম ও মৃত্যুরূপ ভবব্যাধির ভিষক্তম অর্থাৎ সদ্বৈদ্য স্বরূপ আপনাকে গতিরূপে প্রাপ্ত হইয়াছি।

শ্রীশিবকে দশপ্রচেতোগণ গুরুবুদ্ধিতে এইরূপ সাক্ষাদ্ ভগবদভিন্নপ্রকাশবিগ্রহরূপে দর্শন করিতেছেন। যেমন শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর মহাশয় তল্লিখিত শ্রীগুর্ব্বষ্টকে লিখিয়াছেন—

"সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্ত শাস্ত্রৈ-
রুক্তস্তথা ভাব্যত এব সদ্ভিঃ।
কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্য
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥"

অর্থাৎ নিখিল শাস্ত্র যাঁহাকে সাক্ষাৎ শ্রীহরির অভিন্নবিগ্রহরূপে কীর্ত্তন করিয়াছেন এবং সাধুগণও যাঁহাকে সেইরূপেই চিন্তা করিয়া থাকেন, তথাপি

যিনি (তত্ত্বতঃ) প্রভু ভগবানের একান্ত প্রেষ্ঠ অর্থাৎ প্রিয়তম, সেই (ভগবানের অচিন্ত্যভেদাভেদ প্রকাশ-বিগ্রহ) শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্ম আমি বন্দনা করি।

মহারাজ পৃথুর প্রপৌত্র বর্হিষৎ—যিনি কর্ম্মকাণ্ডীয় যজ্ঞানুষ্ঠান করতঃ পৃথিবীতলকে প্রাচীনাগ্র কুশদ্বারা আচ্ছাদন করিয়া প্রাচীনবর্হিঃ নামে বিখ্যাত হন, তিনি ব্রহ্মার আদেশে সমুদ্রকন্যা শতদ্রুতির পাণিগ্রহণ করতঃ সেই পত্নীর গর্ভে দশটি পুত্র উৎপাদন করেন, তাঁহারাই দশপ্রচেতা নামে খ্যাত। ঐ প্রচেতোগণ পিত্রাদেশে প্রজাসৃষ্টি কামনায় তপস্যার্থ সমুদ্রে প্রবেশ করিয়া দশসহস্র বৎসর তপস্যাদ্বারা তপস্পতি শ্রীহরির অর্চ্চনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তাঁহারা তপস্যার্থ সমুদ্র-যাত্রাকালে পথিমধ্যে শিবের সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হইল। পরমদয়াল বৈষ্ণবরাজ শম্ভু তাঁহাদের প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাঁহাদিগকে যে সকল উপদেশ করিয়াছিলেন, জিতেন্দ্রিয় হইয়া তাহা ধ্যান করিতে করিতে তাঁহারা ভগবান্ শ্রীহরির আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন।

দেবাদিদেব ভক্তবৎসল মহাদেব প্রচেতোগণকে দর্শন দিয়া কহিলেন—

"যঃ পরং রহসঃ সাক্ষাৎ ত্রিগুণাজ্জীবসংজ্ঞিতাৎ।
ভগবন্তং বাসুদেবং প্রপন্নঃ সঃ প্রিয়ো হি মে॥"

ভাঃ ৪।২৪।২৮

অর্থাৎ যে ব্যক্তি প্রকৃতি ও পুরুষের নিয়ন্তা গুহ্যাদপি গুহ্যস্বরূপ ভগবান্ বাসুদেবের চরণে অনন্যভাবে শরণাগত হন, তিনিই আমার প্রিয়।

[চঃ টীঃ—"রহসঃ সূক্ষ্মাৎ, ত্রিগুণাৎ প্রধানাৎ, জীবসংজ্ঞিতাৎ পুরুষাচ্চ, পরং প্রকৃতিপুরুষয়োর্নিয়ন্তারমিত্যর্থ ইতি স্বামিচরণাঃ।"]

"অথ ভাগবতা যূয়ং প্রিয়াঃ স্থ ভগবান্ যথা।
ন মদ্ভাগবতানাঞ্চ প্রেয়ানন্যোঽস্তি কর্হিচিৎ॥"

ঐ ভাঃ ৪।২৪।৩০

অর্থাৎ তোমরা ভগবান্ বিষ্ণুর ভক্ত, সুতরাং ভগবান্ যেরূপ আমার প্রিয়, তদ্রূপ তোমরাও আমার প্রিয়পাত্র। আর ভগবদ্ ভক্তগণেরও আমা অপেক্ষা অধিকতর প্রিয় ব্যক্তি আর কেহ নাই। (যেহেতু শিব ভগবানের অনাদি প্রিয়তম ভক্ত।)

এইরূপে বৈষ্ণবরাজ শম্ভু বিষ্ণুভক্ত প্রচেতোগণের প্রতি প্রীতি প্রদর্শন পূর্ব্বক চরম শ্রেয়োলাভের উপায়-স্বরূপ শ্রীভগবান্ বিষ্ণুর একটি পরমগুহ্য জপ্য স্তোত্র শিখাইয়া দিয়া বলিলেন—হে নৃপতিনন্দনগণ, আমি পুরুষোত্তম পরমাত্মা শ্রীহরির যে স্তবটি তোমাদের নিকট কীর্ত্তন করিলাম, তাহা তোমরা একাগ্রচিত্তে জপ করিতে করিতে তপস্যা করিলে শীঘ্র শীঘ্র অভীষ্ট লাভ করিতে পারিবে। ব্রহ্মা দেবানাং প্রথমঃ সম্বভূব—এজন্য তিনি আদিদেব। তিনি জগত্রয়গুরু কৃষ্ণসমীপে প্রথমে অষ্টাদশাক্ষর গোপাল মন্ত্র ও অপ্রাকৃত কাম-গায়ত্রীদীক্ষা প্রাপ্ত হইয়া অপ্রাকৃত দ্বিজত্ব লাভ করতঃ 'গোবিন্দমাদি পুরুষং তমহং ভজামি' উক্তি দ্বারা শ্রীভগবান্ গোবিন্দের স্তব করিয়াছেন। শ্রীমদ্ ভাগবত ১০।১৪শ অধ্যায়োক্ত শ্রীগোবিন্দস্তুতি-দ্বারাও ব্রহ্মা শ্রীভগবান্ গোবিন্দপদারবিন্দে তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তির মহদাদর্শ প্রদর্শনপূর্ব্বক তিনি যে জগতের আদি দেব ও পরমগুরু তাহা ব্যক্ত করিলেন। এজন্য শ্রীভাগবত ২য় স্কন্ধে উক্ত হইয়াছে—

"স আদিদেবো জগতাং পরো গুরুঃ"

—ভাঃ ২।৯।৫

সুতরাং জগদ্‌গুরু ব্রহ্মা শ্রীভগবানের একজন পরম-ভক্ত। 'বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ' (ভাঃ ১২।১৩।১৬) ইত্যাদি বাক্যে শ্রীশিবেরও বৈষ্ণবতা চিরপ্রসিদ্ধ। এজন্য শ্রীভগবান্ বিষ্ণুর সহিত ব্রহ্মা-শিবাদি বৈষ্ণবতত্ত্বের সমদর্শন-কারি ব্যক্তির কখনও ভক্তি লাভ হয় না, পরন্তু প্রত্যবায়ই হইয়া থাকে। বৈষ্ণবতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—

"যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদিদৈবতৈঃ।
সমত্বেনৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেদ্ ধ্রুবম্॥"

অর্থাৎ যে ব্যক্তি ব্রহ্মা-রুদ্রাদি দেবতার সহিত নারায়ণকে সমবুদ্ধি করে, সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই পাষণ্ডী। পদ্মপুরাণেও কথিত হইয়াছে—

"বিষ্ণৌ সর্ব্বেশ্বরেশে তদিতরসমধীর্যস্য বা নারকী সঃ"

অর্থাৎ সর্ব্বেশ্বরেশ্বর বিষ্ণুর সহিত অন্যদেবতাকে সমানবুদ্ধি করিলে নারকী হইতে হয়।

শ্রীভাগবতে (৮।৭।৪৭) এরূপ কথিত আছে—

সমুদ্রমন্থনোত্থ হলাহল বিষদর্শনে ভীত প্রজাপতিগণের স্তব শ্রবণান্তে শ্রীভব ভবানীকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—

"প্রীতে হরৌ ভগবতি প্রিয়েঽহং সচরাচরঃ।"

অর্থাৎ হে দেবি, ভগবান্ শ্রীহরি প্রীত হইলে আমিও চরাচরের সহিত প্রীত হই।

ব্রহ্মপুরাণে শ্রীশিববাক্যও এরূপ যথা—

"যো হি মাং দ্রষ্টুমিচ্ছেত ব্রহ্মাণং বা পিতামহম্।
দ্রষ্টব্যস্তেন ভগবান্ বাসুদেবঃ প্রতাপবান্॥"

"পরব্রহ্মস্বরূপস্য তদ্বিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানাদিতি ভাবঃ। তদেবং বৈষ্ণবত্বেনৈব শিবভজনং যুক্তম্।"

—ভক্তিসন্দর্ভ ১০৫ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

অর্থাৎ 'যিনি আমাকে (শিবকে) অথবা পিতামহ ব্রহ্মাকে দেখিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহার সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান্ বাসুদেবকেই দর্শন করা উচিত।'

যেহেতু পরব্রহ্মস্বরূপ শ্রীভগবান বাসুদেবের বিজ্ঞান লাভ হইলেই সকলবস্তুর বিজ্ঞান লাভ হয়,—ইহাই ভাবার্থ। অতএব শিবকে 'বৈষ্ণব'রূপে ভজন করাই সঙ্গত।

কোন কোন বৈষ্ণব শিবপূজার আবশ্যকতা উপস্থিত হইলে শ্রীশিবাধিষ্ঠানে অর্থাৎ শ্রীশিবমূর্ত্তিতে ভগবান্ শ্রীহরিই তাঁহার অন্তর্যামিরূপে—তদধিষ্ঠাতৃরূপে তাঁহাতে অবস্থিত—এই বিচারে শ্রীশিবমূর্ত্তিতে শ্রীহরিরই পূজা করিয়া থাকেন। এ সম্বন্ধে শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মোত্তরের শেষভাগে এই ইতিহাসটি আছে—

"বিশ্বক্সেন নামক জনৈক একান্তভাগবত বিপ্র পৃথিবী পর্য্যটন করিতেছিলেন। তিনি একদিন একাকী এক বনসমীপে আসিয়া উপবিষ্ট হইলেন। অতঃপর এক গ্রামাধ্যক্ষপুত্র তথায় আসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল—'তুমি কে?' ব্রাহ্মণ নিজের নাম বলিলে সে পুনরায় তাঁহাকে বলিল—'দেখ', অদ্য আমার শিরঃপীড়া হইয়াছে, এজন্য আমি আমার ইষ্টদেবতা শ্রীশিবের পূজা করিতে পারিতেছি না, তুমি আমার প্রতিনিধিরূপে তাঁহার পূজা কর।' [ইহার পরই তত্রত্য অর্থাৎ বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরীয় সার্দ্ধশ্লোক এই—

'এতদুক্তঃ প্রত্যুবাচ বয়মেকান্তিনঃ শ্রুতাঃ॥
চতুরাত্মা হরিঃ পূজ্যঃ প্রাদুর্ভাবগতোঽথবা।
পূজয়ামশ্চ নৈবান্যং তস্মাত্ত্বং গচ্ছ মাচিরম্॥' ইতি॥]

গ্রামাধ্যক্ষপুত্র এইরূপ বলিলে ঐ বিপ্র তাহাকে কহিলেন—"আমরা সর্ব্বত্র 'ঐকান্তিক বিষ্ণুভক্ত' বলিয়া বিদিত। বাসুদেব-সঙ্কর্ষণ-প্রদ্যুম্ন-অনিরুদ্ধ—এই চতুর্ব্ব্যূহাত্মক প্রকট বা অপ্রকট ভগবান্ শ্রীহরিই আমাদের পূজ্য, আমরা তদ্ভিন্ন অন্যকোন দেবতার পূজা করি না, সুতরাং তুমি অবিলম্বে অন্যত্র গমন কর।'

তৎপর ঐ ব্রাহ্মণ শিবপূজায় অস্বীকৃত হইলে গ্রামাধ্যক্ষপুত্র তাঁহার শিরশ্ছেদনার্থ খড়্গ উত্তোলন করিল। তখন সেই বিপ্র কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া এবং তাহার নিকট হইতে কিছুতেই মৃত্যুবাঞ্ছা না করিয়া মনে মনে বিচার পূর্ব্বক সিদ্ধান্ত স্থির করতঃ প্রকাশ্যে কহিলেন—'মহাশয়, আপনার মঙ্গল হউক, আমি তথায় যাইতেছি।' অতঃপর সেখানে গিয়া তিনি মনে মনে চিন্তা করিলেন—"এই রুদ্রদেব প্রলয়ের কারণ-স্বরূপ, সুতরাং তমোবর্দ্ধনকারী বলিয়া তমোময়। আর শ্রীনৃসিংহদেবও তামসদৈত্যগণের বিদারক এবং তমোভঞ্জনকারী বলিয়া সূর্য্য উদিত হইলে যেমন তমোরাশি বিদূরিত হয়, সেইরূপ রুদ্রোপাসকগণের তমোভঞ্জনার্থ শ্রীনৃসিংহ সূর্য্যরূপে উদিত হইয়া উঁহাদের অজ্ঞান-তমঃ অবশ্যই দূর করিবেন। অতএব রুদ্রমূর্ত্তির অধিষ্ঠানসত্ত্বেও আমি এই অধিষ্ঠানে রুদ্রোপাসকগণের তমোভঞ্জনার্থ শ্রীনৃসিংহদেবেরই পূজা করিব।" এইরূপ স্থির করিয়া ব্রাহ্মণ 'শ্রীনৃসিংহায় নমঃ' বলিয়া পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ করিলে গ্রামাধ্যক্ষপুত্র পুনরায় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া তাঁহার শিরশ্ছেদনার্থ খড়্গ উত্তোলন করিল। অতঃপর অকস্মাৎ সেই শিবলিঙ্গ স্ফুটিত বা বিদীর্ণ করিয়া শ্রীনৃসিংহদেব স্বয়ং আবির্ভূত হইলেন এবং সেই গ্রামাধ্যক্ষপুত্রকে সপরিকরে বিনাশ করিলেন। দাক্ষিণাত্যে অতিপ্রসিদ্ধ 'লিঙ্গস্ফোট' নামক নৃসিংহবিগ্রহরূপে অদ্যাপি তিনি স্বয়ং বিরাজমান আছেন।"

অতএব শ্রীবিষ্ণুর অনন্যভক্তগণ শ্রীশিবকে বৈষ্ণব

জ্ঞানে বা কেহ কেহ শ্রীশিবকে বিষ্ণুর অধিষ্ঠান-বিচারে সম্মান করেন। স্বতন্ত্র ঈশ্বরজ্ঞানে শিবোপাসনা শাস্ত্রনিষিদ্ধ। শ্রীমদ্ভাগবত চতুর্থ স্কন্ধে শ্রীভৃগুমুনির অভিশাপবাক্য এইরূপ—

"ভবব্রতধরা যে চ যে চ তান্ সমনুব্রতাঃ।
পাষণ্ডিনস্তে ভবন্তু সচ্ছাস্ত্রপরিপন্থিনঃ॥"

—ভাঃ ৪।২।২৮

শিবানুচর নন্দীর দক্ষযজ্ঞে কর্ম্মকাণ্ডরত ব্রাহ্মণগণের প্রতি অভিশাপবাক্য শ্রবণ করিয়া মহর্ষিভৃগুও শিবানুচরগণকে লক্ষ্য করিয়া ব্রহ্মদণ্ডস্বরূপ এইরূপ দুর্ল্লঙ্ঘ্য প্রতিশাপ প্রদান করিলেন:—যাহারা (স্বতন্ত্র ঈশ্বরজ্ঞানে) ভবব্রত ধারণকারী অথবা তাহাদের অনুগামী হইবে, তাহারা সচ্ছাস্ত্র পঞ্চরাত্রাদির প্রতিকূল বলিয়া পাষণ্ডিরূপে গণ্য হউক।

উপরি উক্ত শ্লোকে ভবব্রতধারিগণের নিন্দা থাকিলেও শিবাবজ্ঞাকেও অতীব দূষণীয় বলা হইয়াছে। শ্রীনন্দীশ্বর অভিশাপ প্রদান করিতেছেন—

"সংসরন্ত্বিহ যে চামুমন্বু শর্ব্বাবমানিনম্॥"

— ভাঃ ৪।২।২৪

অর্থাৎ যে সকল দ্বিজ এই শিবদ্বেষি দক্ষের অনুমোদন করিয়াছে, তাহারাও এই সংসারে পুনঃ পুনঃ জন্মমরণমালা প্রাপ্ত হউক।

শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—

"ইদমপি যৎ কিঞ্চিদেব, শ্রীশিবস্য মহাভাগবতত্বেন দোষস্য স্বয়মেব সিদ্ধত্বাৎ।"

—ভঃ সং ১০৫ সংখ্যা

অর্থাৎ শ্রীশিবের মহাভাগবতত্বহেতু তাঁহার অবজ্ঞায় বৈষ্ণবাপরাধদোষ স্বতঃসিদ্ধ বলিয়াই ঐ বাক্যে ইহাও যৎকিঞ্চিৎই বলা হইল।

শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

"যো মাং সমর্চ্চয়েন্নিত্যমেকান্তং ভাবমাশ্রিতঃ।
বিনিন্দন্ দেবমীশানং স যাতি নরকং ধ্রুবম্॥"

ঐকান্তিকী ভক্তি আশ্রয় করিয়া কেহ যদি মহাদেবকে নিন্দা করিয়া আমাকে নিত্য সম্যক্‌প্রকারেও অর্চ্চন করে, তাহা হইলেও সে নিশ্চয়ই নরকে গমন করে।

—ঐ ভঃ সং ১০৫ সংখ্যা

সুতরাং এই প্রবন্ধে শুদ্ধ বৈষ্ণব স্বরূপে শিব সর্ব্বজনমান্য, শিবাধিষ্ঠানেও ভগবান্ বিষ্ণুই পূজ্য, স্বতন্ত্র-ঈশ্বরজ্ঞানে শিবপূজায় ভৃগুশাপ অনিবার্য্য এবং বৈষ্ণব-প্রবর শিবাবজ্ঞায় মহাদোষ—এই অভিপ্রায় চতুষ্টয় বিশেষভাবে লক্ষিতব্য বিষয়।

শ্রীমদ্ভাগবত ৬ষ্ঠ স্কন্ধে অজামিলোপাখ্যানে দূতগণপ্রতি যমোক্তিতে ব্রহ্মা, নারদ, শম্ভু, কুমার অর্থাৎ চতুঃসন, দেবহূতিনন্দন কপিলদেব, স্বায়ম্ভুব মনু, প্রহ্লাদ, জনক, ভীষ্ম, বলি, শুকদেব ও যমরাজ—এই দ্বাদশ জনকে ভাগবতধর্ম্মজ্ঞ পরমভাগবত বলা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত শ্রীভাগবত চতুর্থ স্কন্ধে প্রজাপতিদক্ষের শিবাপরাধের বিষময় ফল সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। ষষ্ঠ চাক্ষুষ মন্বন্তরেও প্রাচেতস দক্ষজন্মেও সেই শিবাপরাধদোষপ্রাবল্য বশতঃ দক্ষের পুনরায় ভাগবত বরেণ্য শ্রীনারদচরণে অপরাধ আসিয়া গেল। শ্রীভগবানের ভক্ত অবতার নারদ দক্ষের ভার্য্যা অসিক্নী-গর্ভজাত পুত্রসমূহকে সংসারবিরক্ত করিয়া দিবার জন্য দক্ষ নারদপ্রতি ক্রোধোদ্দীপ্ত হইয়া অভিশাপ দিয়া বসিলেন—

'তন্তুকৃন্তন যন্নস্ত্বমভদ্রমচরঃ পুনঃ।
তস্মাল্লোকেষু তে মূঢ় ন ভবেদ্ ভ্রমতঃ পদম্॥'

— ভাঃ ৬।৫।৪৩

অর্থাৎ হে পুত্রনাশক, তুমি আবার আমার প্রতি সেইপ্রকার অমঙ্গল আচরণ করিলে, (অর্থাৎ একবার দশহাজার পুত্রকে, পুনরায় সহস্র পুত্রকে সংসারবিরক্ত করিবার জন্যই নারদপ্রতি দক্ষের এইরূপ ক্রোধপ্রকাশ,) হে মূঢ়! এইজন্য তোমাকে সর্ব্বলোকে ভ্রমণ করিতে হইবে, কোথায়ও তুমি স্থান পাইবে না। বৈষ্ণবাপরাধ বড় সাংঘাতিক ব্যাপার, আত্মার ভক্তিবৃত্তিকে একেবারে স্তব্ধীভূত করিয়া দেয়।

শ্রীসম্প্রদায়াচার্য্য শ্রীরামানুজাচার্য্যপাদ শ্রীভগবানে ঐকান্তিকতা শিথিল হইবার আশঙ্কায় যে 'ন গচ্ছেৎ শিবমন্দিরম্' প্রভৃতি বাক্য বলিয়াছেন। তাহা শ্রীভগবান্ নারায়ণের সহিত ব্রহ্মশিবাদি দেবতার সমত্ব বা স্বতন্ত্র ঈশ্বর বিচার নিরসনার্থই জানিতে হইবে। "আরাধনানাং

সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরং। তস্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমর্চ্চনম্॥" অর্থাৎ শ্রীশিবানী শ্রীশিবকে কাহার আরাধনা শ্রেষ্ঠ, ইহা জিজ্ঞাসা করিলে শিব কহিলেন—হে দেবি! সকল আরাধনার মধ্যে শ্রীবিষ্ণুর আরাধনাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। আবার তাহা হইতেও শ্রেষ্ঠতর তদীয়ের সমর্চ্চন। শ্রীভগবান্ উদ্ধবকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন—'মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা'— অর্থাৎ আমার ভক্তের পূজা আমা হইতেও বড়। কেননা ভগবান্ যে তাঁহার ভক্তের প্রেমে বাঁধা রহিয়াছেন—ভক্তপ্রেমবশ্য ভগবান্। তাই তদীয় বস্তু—তুলসী, গঙ্গা, মথুরা বা শ্রীধাম ও ভাগবত অর্থাৎ ভক্তভাগবত ও গ্রন্থভাগবত। 'অর্চ্চয়িত্বা তু গোবিন্দং তদীয়ান্নার্চ্চয়েত্তু যঃ। ন স ভাগবতো জ্ঞেয়ঃ কেবলং দাম্ভিকঃ স্মৃতঃ॥' অর্থাৎ গোবিন্দের পূজা করিয়া যে ব্যক্তি গোবিন্দের ভক্তের পূজা না করেন, তিনি ভক্ত বলিয়া বিদিত হইতে পারেন না, পরন্তু তাঁহাকে কেবল দাম্ভিকই বলা হইয়া থাকে। তদীয়ের সেবা না করিলে তদ্বস্তু বিষ্ণু কখনই প্রীত হন না।

সুতরাং পরম বৈষ্ণব শিবকে কখনই কোনপ্রকারেই অবজ্ঞা করিতে হইবে না, বিশেষতঃ শাস্ত্রও বলিতেছেন—

"হরিরেব সদারাধ্যঃ সর্ব্বদেবেশ্বরেশ্বরঃ।
ইতরে ব্রহ্ম-রুদ্রাদ্যা নাবজ্ঞেয়াঃ কদাচন॥"

অর্থাৎ সর্ব্বদেবেশ্বরেরও ঈশ্বর শ্রীহরিই নিত্যারাধ্য হইলেও ব্রহ্মা-রুদ্রাদি অন্যদেবতাকে কখনই অবজ্ঞা বা অনাদর করিতে হইবে না। সকলেই শ্রীভগবানের নিকট বিবিধ অধিকার প্রাপ্ত হইয়া তৎপ্রদত্ত অধিকারানুযায়ী কৃষ্ণকৈঙ্কর্য্য করিতেছেন। তাঁহাদের সকলেরই নিকট কৃষ্ণভক্তি বর চাহিয়া লইতে হইবে। তাঁহাদিগকে বিবিধ কামনার বশবর্ত্তী হইয়া তত্তৎ কামপূর্ত্তি নিমিত্ত স্বতন্ত্র ভাবে আরাধনায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে না। সর্ব্বমূলের মূল, সকল প্রাণের প্রাণ গোবিন্দের আরাধনাতেই তাঁহারা সকলেই তুষ্ট হইবেন। 'মূলেতে সিঞ্চিলে জল শাখাপল্লবের বল, শিরে বারি নহে কার্য্যকর।' প্রাণে আহার দিলেই প্রাণবায়ুই সর্ব্বত্র রস সঞ্চার দ্বারা সকল ইন্দ্রিয়ের পুষ্টি বিধান করিবেন। তস্মিংস্তুষ্টে জগৎতুষ্টং। অনেকে এইসকল বিচার ছাড়িয়া দিয়া শ্রীগুরু বা শ্রীশিবের প্রতি অতিভক্তি দেখাইতে গিয়াই শ্রীভগবান্ ও ভক্ত উভয়ের চরণেই অপরাধ করিয়া বসেন।

শ্রীভগবান্ তাঁহার পরমভক্ত শ্রীশিবকে বলিতেছেন—

"শুন শিব, তুমি মোর নিজ দেহসম।
যে তোমার প্রিয়, সে মোহার প্রিয়তম॥
যথা তুমি, তথা আমি, ইথে নাহি আন।
সর্ব্বক্ষেত্রে তোমারে দিলাও আমি স্থান॥
ক্ষেত্রের পালক তুমি সর্ব্বথা আমার।
সর্ব্বক্ষেত্রে তোমারে দিলাম অধিকার॥
একাম্রক বন যে তোমারে দিল আমি।
তাহাতেও পরিপূর্ণরূপে থাক তুমি॥
সেই ক্ষেত্র আমার পরম প্রিয়স্থান।
মোর প্রীতে তথায় থাকিবে সর্ব্বক্ষণ॥
যে আমার ভক্ত হই' তোমা অনাদরে।
সে আমারে মাত্র যেন বিড়ম্বনা করে॥
* * *
আপনে ভুবনেশ্বর গিয়া গৌরচন্দ্র।
শিবপূজা করিলেন লই ভক্তবৃন্দ॥"

—চৈঃ ভাঃ অ ২।৩৮৯-৩৯৪, ৩৯৯

"যে মানে চৈতন্য-পথ, বোলায় 'বৈষ্ণব'।
শিবেরে অমান্য করে, ব্যর্থ তার সব॥"

—চৈঃ ভাঃ অ ২।২৪৩

উড়িষ্যার প্রায় সর্ব্বত্রই শ্রীশিব ও শিবশক্তি শ্রীভগবান্ বিষ্ণুর প্রসাদ নির্ম্মাল্য দ্বারা পূজিত হইয়া থাকেন।

অগ্নিপুরাণে দৃষ্ট হয়—দশরথকর্ত্তৃক শব্দভেদিবাণে নিহত পুত্রসম্বন্ধে অন্ধতপস্বী বিলাপ করিতেছেন—

"শিলাবুদ্ধিঃ কৃতা কিংবা প্রতিমায়াং হরের্ম্ময়া।
কিং ময়া পথি দৃষ্টস্য বিষ্ণুভক্তস্য কর্হিচিৎ॥
তন্মুদ্রাঙ্কিতদেহস্য চেতসা নাদরঃ কৃতঃ।
যেন কর্ম্মবিপাকেন পুত্রশোকো মমেদৃশঃ॥"

অর্থাৎ "হায়, আমি কি ভগবান্ শ্রীহরির অর্চ্চাবিগ্রহে শিলাবুদ্ধি করিয়াছিলাম? অথবা কখনও হরিনামাঙ্কিত দেহযুক্ত কোন বিষ্ণুভক্তকে পথে দর্শন

করিয়াও কি মনে মনে তাঁহার আদর করি নাই যে, সেই কর্ম্মদোষে আমার এইরূপ পুত্রশোক ঘটিল।"

পদ্মপুরাণেও কথিত হইয়াছে—

"অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীর্গুরুষু নরমতির্বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধির্বিষ্ণোর্বা বৈষ্ণবানাং কলিমলমথনে পাদতীর্থেঽম্বুবুদ্ধিঃ। শ্রীবিষ্ণোর্নাম্নি মন্ত্রে সকলকলুষহে শব্দসামান্যবুদ্ধির্বিষ্ণৌ সর্ব্বেশ্বরেশে তদিতরসমধীর্যস্য বা নারকী সঃ॥"

অর্থাৎ "যে ব্যক্তি অর্চ্চনীয় বিষ্ণুবিগ্রহে 'শিলা'-বুদ্ধি, গুরুদেবে মরণশীল মানববুদ্ধি, বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত বিষ্ণুপূজাপরায়ণ বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি, বিষ্ণু-বৈষ্ণবপাদোদকে জলবুদ্ধি, সকলকলুষবিনাশী শ্রীবিষ্ণুর নাম ও মন্ত্রে সাধারণ শব্দবুদ্ধি এবং সর্ব্বেশ্বরেশ্বর বিষ্ণুকে অপর দেবতার সহিত সমবুদ্ধি করে, সে নারকী অর্থাৎ নরকগতি লাভ করে।

মানুষের জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে কখন কিভাবে ঐ সকল কর্ম্মদোষ ঘটিয়া যায়, যাহার ফলে পুত্রশোকাদি নানা প্রকার অনর্থ ঘটে, তাহা নির্ণয় করা খুবই সুকঠিন। এজন্য সাধুগুরুর আনুগত্য হইতে ক্ষণমাত্রও বিচলিত না হইয়া তদুপদিষ্ট শাস্ত্রবাক্যানুসরণে সাধনভজনে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। 'পরস্বভাবকর্ম্মাণি ন নিন্দেৎ ন প্রশংসেৎ' এই ভাগবতীয় বাক্যানুসরণপূর্ব্বক বিশেষ সাবধানে চলিতে হইবে। পরচর্চ্চা, পরনিন্দা প্রভৃতি ভজনের খুবই বিঘ্নকারক। নামাপরাধ, ধামাপরাধ, সেবাপরাধ প্রভৃতি হইতে সর্ব্বক্ষণ সাবধানতা অবলম্বন না করিলে যাবতীয় সাধনভজন-চেষ্টাই ভস্মে ঘৃতাহুতিবৎ নিষ্ফল হইয়া যাইবে।

"মায়ারে করিয়া জয় ছাড়ান' না যায়।
সাধুগুরুকৃপা বিনা না দেখি উপায়॥"

সাধু সাবধান!

প্রশ্নোত্তর

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব তীর্থ মহারাজ]

প্রশ্ন ঃ—কৃষ্ণে অনুরাগ বা প্রীতি কিরূপে হইবে?

উত্তর ঃ— জগদ্গুরু শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন — গুরুপাদানাং উপদেশ-প্রসাদেন অর্থাৎ কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুদেবের উপদেশরূপ কৃপা-প্রভাবেই কৃষ্ণে প্রীতি হইয়া থাকে।

যে সব গুরুনিষ্ঠ ভক্ত গুরুর মঙ্গলময় উপদেশকেই কৃপা জানিয়া তাহা সানন্দে বরণ ও পালন করেন, তাঁহারাই গুরুকৃপায় কৃষ্ণে প্রীতিবিশিষ্ট হন।

(উজ্জ্বলনীলমণি)

প্রঃ— শ্রীগৌরাঙ্গমহাপ্রভুর দয়া কি অতুলনীয় ও অপরিসীম?

উঃ — পরমমহাকৃপালু ও অদ্বিতীয় ক্ষমার মূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গদেব আশ্রিতের সব দোষ নিজগুণে ক্ষমা করেন এবং লবমাত্র গুণ দেখিয়া তাহাকে কৃপাপূর্ব্বক আত্মসাৎ করেন। এত তাঁর অপরিসীম কৃপা ও অসমোর্দ্ধ ক্ষমা!

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্য)

প্রঃ—সংসার হইতে মুক্তি লাভের উপায় কি?

উঃ—কৃপণতা, শঠতা ও আলস্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক যথাসাধ্য হরিনাম ও হরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবা করিলে জীব সংসার হইতে মুক্তি ও ভক্তি লাভ করেন। নতুবা বিষয়াসক্তি তাঁহাকে গ্রাস করে।

(প্রভুপাদ)

প্রঃ—ভগবদ্-উপলব্ধি কি করিয়া হইবে?

উঃ—জাগতিক বিদ্যা বুদ্ধি দ্বারা অপ্রাকৃত বস্তু ভগবান্‌কে জানা যায় না। যাঁহারা ভগবৎ-পাদপদ্মে

আত্মনিবেদন করিয়া ভগবদনুভূতি লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট আত্মসমর্পণ করিলেই ভগবৎ-স্বরূপ উপলব্ধি হইবে। এইজন্য শ্রুতি বলিয়াছেন—

তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ।
সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্॥

আমাদের উদ্ধারের জন্য করুণাময় ভগবান্ তাঁহার মহামুক্ত প্রতিনিধিগণকে এ জগতে পাঠাইয়া দেন। ভাগ্য ভাল হইলে ভগবৎকৃপায় সেইরূপ মহাপুরুষের সন্ধান ও আশ্রয় পাওয়া যায়।

(প্রভুপাদ)

প্রঃ—কৃষ্ণস্মরণের কি ফল?

উঃ—শাস্ত্র বলেন—

মহাপাপী ব্যক্তিও মনে মনে যৎকিঞ্চিৎ কৃষ্ণস্মরণ করিলে তাহার বাহ্য ও অভ্যন্তর বিশুদ্ধ হয়।

(হরিভক্তিবিলাস)

সর্ব্বপ্রকার প্রায়শ্চিত্ত, তপস্যা, দান, জপ, ব্রত প্রভৃতির মধ্যে কৃষ্ণস্মরণই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

শাস্ত্র বলেন—

পাপ করিবার পর যে ব্যক্তির অনুতাপ জন্মে, একবার হরিস্মরণই তাহার পক্ষে পরম প্রায়শ্চিত্ত।

শ্রীসনাতনটীকা—অনুতাপ না হইলেও হরিস্মরণ জীবের যাবতীয় পাপ সমূলে নাশ করিয়া থাকে। হরিস্মরণের এমনি অত্যাশ্চর্য্য প্রভাব! এ সম্বন্ধে অসংখ্য প্রমাণ শাস্ত্রে পাওয়া যায়।

কূর্ম্মপুরাণে ভগবান্ বলিয়াছেন—কলিকালে যাহারা একবারও আমাকে স্মরণ করে, তাহাদের যাবতীয় পাপ তৎক্ষণাৎ নষ্ট হয়।

শ্রীসনাতনটীকা—একবার হরিস্মরণেরই এতাদৃশ অত্যাশ্চর্য্য শক্তি ও প্রভাব! সুতরাং যাঁহারা যথাসাধ্য হরিনাম-কীর্ত্তন ও হরিস্মরণ করেন তাঁহাদের যে সব পাপ ও অমঙ্গল দূর হইবে এবং যাবতীয় মঙ্গল অবশ্যই লাভ হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য।

বৃহন্নারদীয়পুরাণ বলেন—

অনিচ্ছা-সত্ত্বেও অগ্নিকে স্পর্শ করিলে অগ্নি যেমন দগ্ধ করে, তদ্রূপ দুষ্টচিত্ত ব্যক্তিও শ্রীহরিকে স্মরণ করিলে শ্রীহরি তাহার যাবতীয় পাপ নাশ করিয়া থাকেন।

যে কোন উপায়ে শ্রীহরি কিঞ্চিন্মাত্রও স্মৃতিপথে আসিলে মহাপাতকীরও পাপ ও নরক হইতে নিষ্কৃতি হয় এবং বিবিধ মঙ্গলও হইয়া থাকে।

যাঁহারা হৃদয়ে কৃষ্ণের চিন্তা করেন, তাঁহাদের সর্ব্বত্রই জয় লাভ হয়, সকল বিষয়েই সাফল্য ও সিদ্ধি হয়, যাবতীয় কামনা পূর্ণ হয় ভক্তি লাভ হয় এবং তাঁহাদের প্রতি ভগবান্ অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়া থাকেন। (হঃ ভঃ বিঃ)

বিষ্ণুপুরাণে প্রহ্লাদ মহারাজ পিতাকে বলিয়াছেন—হে পিতঃ! যাঁহাকে স্মরণ করিলে জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি, দুঃখ ও ভয় পলায়ন করে, সেই সর্ব্বভয়হারী শ্রীহরি যখন আমার হৃদয়ে অবস্থান করিতেছেন, তখন আমার ভয় কি করিয়া থাকিবে?

শাস্ত্র আরও বলেন—

যে কোন ভাবে কৃষ্ণকে স্মরণ করিলে করুণাময় কৃষ্ণ পাপীর প্রতিও প্রসন্ন হন। সুতরাং শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণকারী ভক্তের প্রতি যে কৃষ্ণ প্রসন্ন হনই, তাহা বলাই বাহুল্য।

পদ্মপুরাণে যমরাজ দূতগণকে বলিয়াছেন—যাহারা প্রসঙ্গক্রমেও একবার শ্রীহরিকে স্মরণ করে, তাহারা নিষ্পাপ হইয়া বৈকুণ্ঠে গমন করে। সুতরাং তাহাদের নিকট তোমরা কদাপি যাইও না।

ব্রহ্মপুরাণ বলেন—

যাহারা শঠতা করিয়াও হরিকে স্মরণ করে, তাহারাও দেহান্তে বৈকুণ্ঠে যায়।

গীতা বলেন—

মৃত্যুকালে হরিকে স্মরণ করিয়া দেহত্যাগ করিলে বৈকুণ্ঠ লাভ হয়।

শ্রীসনাতন প্রভু টীকায় বলিয়াছেন — মৃত্যুকালে হরিস্মরণেরই যখন এত ফল, তখন সুস্থ-শরীরে যথা-সাধ্য হরিস্মরণ করিলে যে কি মহা-মঙ্গল হইবে, তাহা বর্ণনাতীত।

শ্রীহরিভক্তিবিলাস আরও বলেন — শ্রীহরিকে যৎ-

কিঞ্চিৎ স্মরণ করিলেও তিনি নিজেকে পর্য্যন্ত দান করেন। সুতরাং সেই দয়ার সাগর শ্রীকৃষ্ণ যে ভজনকারীকে তাঁহার যাবতীয় বাঞ্ছিত ও অবাঞ্ছিত সব ফলই দিবেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি?

শাস্ত্র বলেন—

দেবগুরু শ্রীকৃষ্ণকে প্রত্যহ স্মরণ করিলে যাবতীয় পাপ দূর হয়, সংসার হইতে মুক্তি হয়, তাঁহাকে আর মাতৃগর্ভে জন্মগ্রহণ করিতে হয় না এবং তাঁহার ভগবৎ-প্রাপ্তিও অনায়াসে হইয়া থাকে।

প্রঃ—ভক্তকে স্মরণ করিলে কি ফল হয়?

উঃ—স্কন্দপুরাণ বলেন—

যেষাং স্মরণমাত্রেণ পাপলক্ষশতানি চ।
দহ্যন্তে নাত্র সন্দেহো বৈষ্ণবানাং মহাত্মনাম্॥

মহাত্মা গুরুবৈষ্ণবগণের স্মরণমাত্রেই লক্ষ লক্ষ পাপ তৎক্ষণাৎ ভস্মীভূত হয়।

হরিভক্তিবিলাস বলেন—

গুরুবর্গের পদধূলিতে গঙ্গাদি সমস্ত তীর্থ বিরাজিত। এজন্য তাঁহাদের শ্রীমুখে হরিকথা ও উপদেশ শ্রবণ করিলে অসংখ্য তীর্থভ্রমণ ও গঙ্গাস্নানের ফল হয়। সুতরাং তাঁহাদের চরণামৃতের মাহাত্ম্য আর কি বলিব?

প্রঃ—কিভাবে গৃহে ও মঠে থাকিলে মঙ্গল হয়?

উঃ—ভগবানের সেবার জন্য গৃহে বা মঠে থাকা মঙ্গলকর, তাহাতে ভজন সুষ্ঠু হয়; কিন্তু অন্য উদ্দেশ্যে গৃহে বা মঠে থাকা ভাল নয়, তাহাতে অমঙ্গলই হইয়া থাকে।

হরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবা, শ্রীনামকীর্ত্তন, সাধুসঙ্গ ও হরিকথা-শ্রবণ কি গৃহস্থ-ভক্ত, কি মঠবাসী সকলেরই অবশ্য কর্ত্তব্য। ইহাতে ঔদাসীন্য অশান্তির হেতু। **(প্রভুপাদ)**

প্রঃ—রাধাকৃষ্ণ নাম কি প্রত্যহই জপ্য?

উঃ—নিশ্চয়ই। পদ্মপুরাণে শিবজী নারদকে বলিয়াছেন—

তদালাপং কুরুষ্বৈব জপস্ব মন্ত্রমুত্তমম্।
অহর্নিশং মহাভাগ কুরু রাধেতি কীর্ত্তনম্॥
রাধেতি কীর্ত্তনং কুর্য্যাৎ কৃষ্ণেন সহ যো নরঃ।
তন্মাহাত্ম্যং ন শক্তোঽহং বক্তুং শেষোঽত্র নৈব চ॥

হে মহাভাগ! 'রাধা' এই সর্ব্বোত্তম নাম দিবারাত্র আলাপ, জপ ও কীর্ত্তন কর। যিনি কৃষ্ণনামের সহিত রাধানাম কীর্ত্তন করেন, তাঁহার মাহাত্ম্য আমি বলিয়া শেষ করিতে পারি না, এমন কি অনন্তদেবও তাঁহার মহিমার অন্ত পান না।

ব্রহ্মাদিনাং মহারাধ্যাং দূরতঃ সেবতে সুরঃ।
তাং রাধিকাং যো ভজতে দেবর্ষে তং ভজেমহি॥
(পদ্মপুরাণ)

হে নারদ! শ্রীরাধা ব্রহ্মা-শিবাদিরও পরমারাধ্যা। দেবগণ দূর হইতে তাঁহার সেবা করিয়া থাকেন। যিনি সেই রাধার ভজন করেন, আমি তাঁহার ভজন করিয়া থাকি।

পদ্মপুরাণ আরও বলেন—

যঃ পুমানথবা নারী রাধাভক্তিপরায়ণা।
ভূয়া বৃন্দাবনে বাসঃ শ্রীরাধাকৃষ্ণসঙ্গিনী॥
ব্রজবাসী ভবেৎ সোঽপি রাধাভক্তিপরায়ণঃ।
তস্যালাপ-প্রয়োগাচ্চ মুক্তবন্ধো নরো ভবেৎ॥

কি পুরুষ, কি নারী—যে কেহ রাধাভক্তিপরায়ণ হইলে বৃন্দাবনে শ্রীরাধাকৃষ্ণের সহচরীত্ব লাভ করিয়া থাকেন। সেই ব্রজবাসী ভক্তের সঙ্গালাপেও মানুষ সংসার হইতে মুক্ত হইয়া শ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবা লাভ করিয়া ধন্য ও কৃতার্থ হইতে পারে।

শাস্ত্র বলেন—

রাধাকৃষ্ণেতি হে রাজন্ য জপন্তি পুনঃ পুনঃ।
চতুষ্পদার্থাঃ কিং তেষাং সাক্ষাৎ কৃষ্ণোঽপি লভ্যতে॥

যাঁহারা রাধাকৃষ্ণ নাম জপ করেন, তাঁহারা ধর্ম্মার্থ কামমোক্ষ ত' লাভ করেনই, এমন কি প্রেমভক্তি লাভ করিয়া সাক্ষাৎ কৃষ্ণকেও বশীভূত করিয়া থাকেন।
(গর্গসংহিতা)

প্রঃ—শ্রীরাধাদাস্য বা রাধাকৃপা ব্যতীত কি কৃষ্ণদাস্য লাভ হয় না?

উঃ কখনই না। শাস্ত্র বলেন—

রাধাদাস্যমপাস্য যঃ প্রযততে গোবিন্দসঙ্গাশয়া
সোঽয়ং পূর্ণসুধারুচেঃ পরিচয়ং রাকাং বিনা কাঙ্ক্ষতি।
কিঞ্চ শ্যামপ্রীতিপ্রবাহলহরীবীজং ন যে তাং বিদুস্তে

প্রাপ্যাপি মহামৃতাম্বুধিমহো বিন্দুং পরং প্রাপ্নুয়ুঃ॥

(শ্রীরাধারসসুধানিধি)

যে ব্যক্তি কৃষ্ণপ্রণয়মূর্ত্তি শ্রীরাধার দাস্য পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গ ও সেবালাভের আকাঙ্ক্ষা করেন, পূর্ণিমা ব্যতীত পূর্ণচন্দ্র-দর্শন না পাওয়ার ন্যায় তাঁহার আশা ব্যর্থই হইয়া থাকে।

মহাজনও গাহিয়াছেন—

রাধাপদ-ভজন বিনা কৃষ্ণ নাহি মিলে।
রাধার দাসীর কৃষ্ণ সর্ব্ববেদে বলে॥
রাধিকা দাসী যদি হোয় অভিমান।
শীঘ্র মিলই তব গোকুল-কান॥

প্রঃ—দাম্ভিক কে?

উঃ—জগদ্গুরু শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন—

দাম্ভিকগণ বলে—কৃষ্ণভজনেনৈব সর্ব্বং ভবেৎ, কিমনেন রাধিকা-ভজনেন?

অর্থাৎ কৃষ্ণভজন দ্বারাই সব হইবে। অতএব রাধা-ভজনের আবশ্যকতা কি?—এই কথা যাহারা বলে, তাহারা দাম্ভিক।

জগদ্গুরু শ্রীল প্রভুপাদও বলিয়াছেন—

যিনি গুর্ব্বানুগত্য ছাড়িয়া নিজেকে ও অপরকে রক্ষা করিবার জন্য ও সুখী করিবার জন্য চেষ্টা করেন, তিনিই স্বতন্ত্র।

করুণাময় ভগবান্ আমাকে কৃপাপূর্ব্বক নিশ্চয়ই রক্ষা করিবেন, এইরূপ বিশ্বাস ও নির্ভরতা যাঁহার আছে, তিনিই আশ্রিত বা অনুগত।

স্বতন্ত্রমাত্রেই দাম্ভিক। তাহারা খেয়ালী ও স্বেচ্ছাচারী বলিয়া গুরুবৈষ্ণবের আনুগত্য করিতে চায় না। তাই তাহারা অশান্তি-অগ্নিতে পুড়িয়া মরে।

পদ্মপুরাণ বলেন—

অর্চ্চয়িত্বা তু গোবিন্দং তদীয়ান্ নার্চ্চয়েত্তু যঃ।
ন স ভাগবতো জ্ঞেয়ঃ কেবলং দাম্ভিকঃ স্মৃতঃ॥

যাহারা ভগবান্ শ্রীহরির সেবা করে অথচ তাঁহার ভক্তগণের আদর, যত্ন ও সেবা করে না, তাহাদিগকে ভক্ত বলা যায় না। কারণ তাহারা দাম্ভিক।

প্রঃ—সাধুসঙ্গ কি করিয়া লাভ হয়?

উঃ—শ্রীসনাতনটীকা—

সাধুকৃপয়া এব স্বভক্ত্যা তৎসঙ্গং প্রাপ্যেত, ন তু অন্যথা।

(হরিভক্তিবিলাস)

সাধুকৃপাই সাধুসঙ্গ-লাভের উপায়। সাধুর প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি থাকিলেই সাধুকৃপা ও সাধুসঙ্গ হয়।

প্রঃ—জীব কি ব্রহ্মা, শিব ও ইন্দ্র হইতে পারে?

উঃ—নিশ্চয়ই।

শ্রীসনাতনটীকা—ভগবান্ শ্রীহরি প্রসন্ন হইলে চণ্ডালও ইন্দ্র, ব্রহ্মা ও শিব হইতে পারে।

(হরিভক্তিবিলাস)

স্কন্দপুরাণ বলেন—

ইন্দ্রো মহেশ্বরো ব্রহ্মা পরংব্রহ্ম তদৈব হি।
শ্বপচোঽপি ভবত্যেব যদা তুষ্টোঽসি কেশব॥

(হরিভক্তিবিলাস)

ঐ শ্রীসনাতনটীকা—

যদা তুষ্টোঽসি তদৈব শ্বপচোঽপি ইন্দ্রাদির্ভবতি। তত্র পরংব্রহ্মেতি মুক্তস্তন্ময়ো বা ইত্যর্থঃ।

ভগবান্ শ্রীহরি প্রসন্ন হইলে চণ্ডালও শিব, ব্রহ্মা ও ইন্দ্র হয়। এমন কি, সেই ব্যক্তি সংসার হইতে মুক্ত হইয়া ভগবানকেও লাভ করিতে পারে।

(হরিভক্তিবিলাস)

প্রঃ—শ্রীবিগ্রহ ত' সাক্ষাৎ ভগবান্?

উঃ—ভগবদ্বিগ্রহ ভগবানের অর্চ্চাবতার। ভগবান্ জগতের মঙ্গলার্থ স্বয়ংই শ্রীমূর্ত্তিরূপে প্রকটিত।

শাস্ত্র বলেন—

প্রতিমা নহ তুমি সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন।
বিপ্র লাগি কর তুমি অকার্য্যকরণ॥

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেবও বলিয়াছেন—

শ্রীবিগ্রহ যে না মানে সেই ত' পাষণ্ড।
অদৃশ্য, অস্পৃশ্য সেই হয় যমদণ্ড্য॥

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

পদ্মপুরাণ বলেন—

অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীর্গুরুষু বা নারকী সঃ।

যে ব্যক্তি সাক্ষাৎ ভগবান্ কৃষ্ণবিগ্রহ বা বিষ্ণু-বিগ্রহে শিলাবুদ্ধি, কাষ্ঠবুদ্ধি বা পুতুলবুদ্ধি করে সে নারকী অর্থাৎ তাহার নরক হয়।

বৃহদ্ভাগবতামৃতগ্রন্থে জগদ্গুরু শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন—

পুরাতন বা আধুনিক সকল বিষ্ণুবিগ্রহই সাক্ষাৎ ভগবান্। যাহারা ভগবদ্বিগ্রহকে মনঃকল্পিত কৃত্রিম বস্তু বা শিলা-কাষ্ঠ প্রভৃতি মনে করে, পরন্তু সাক্ষাৎ ভগবান্ মনে করে না, তাহারা পাষণ্ডী, অপরাধী ও নারকী।

যাহারা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক কায়-মন-বাক্য, অর্থ, বিদ্যা প্রভৃতি দ্বারা শ্রীবিগ্রহের সেবা করে তাহাদের মঙ্গল হয়ই।

শ্রীবিগ্রহসেবার কথা দূরে থাকুক, যদি একটী তৃণকেও ভগবৎ-সম্পর্কদৃষ্টিতে বা ভগবৎ-সেবকবুদ্ধিতে জলসেচন ও প্রণামাদি করা যায়, তাহা হইলেও মুক্তি ও সর্ব্বার্থসিদ্ধি হইয়া থাকে। সুতরাং সাক্ষাৎ ভগবান্ শ্রীবিগ্রহের সেবা করিলে মহা-মঙ্গল ও সিদ্ধি যে হইবেই, তাহাতে আর সন্দেহ কি?

জীবের হৃদয়ে অন্তর্য্যামিরূপে ভগবান্ আছেন—এই ভগবৎ-সম্পর্ক চিন্তা করিয়া সকলকে সম্মান করিলে মঙ্গল হয়, কিন্তু তৃণ বা কোন জীবকে ভগবান্ মনে করিয়া পূজা করিলে অমঙ্গল ও অপরাধ হয়।

প্রঃ—মুরারি মানে কি?

উঃ—শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু কৃষ্ণ-কর্ণামৃত ৩৩ পৃষ্ঠা ৭ শ্লোকের টীকায় বলিয়াছেন—

মুরারিঃ মুরা কুৎসা তৎ-অরিস্তদ্-রহিতঃ পরমসুন্দরঃ।

মুরা+অরি=মুরারি। মুরা অর্থে কুৎসিত বা কদর্য্য, তাহার অরি অর্থাৎ শত্রু; সুতরাং মুরারি বলিতে পরমসুন্দর নন্দনন্দন কৃষ্ণ।

মুর+অরি=মুরারি। মুর নামক অসুরকে বিনাশ করিয়াছেন বলিয়া বসুদেবনন্দন বাসুদেবের নাম—মুরারি।

All Glory to Sree Guru & Gauranga

Sree Chaitanya Gaudiya Math

Regd. under Act XXVI of 1961 (W. B.)

35, Satish Mukherjee Road
Calcutta—26.
Phone : 46-5900
Pin : 700026
Dated 11—12—82

CAMP
Dhanbad (Bihar)

বিপুল সম্মানপুরঃসর নিবেদন—

শ্রীমৎ কৃষ্ণপদ গোস্বামী মহাশয় (সাং দুধের বাঁধ, পোঃ ঘাটাল, জেঃ মেদিনীপুর)!

আপনার ৮ই আষাঢ়, ২৩শে জুন তারিখের পত্র বিলম্বে আমার নিকট পৌঁছে। ... ...।

আপনি যে প্রশ্নগুলি করিয়াছেন, তাহার সদুত্তর শাস্ত্র-প্রমাণের সহিত আমার এই ক্ষুদ্র পত্রে দেওয়া সম্ভব নয়। তবে আমি আমাদের পূজ্যপাদ সম্পাদক-সঙ্ঘপতিকে ও সম্পাদকমণ্ডলীকে আপনার প্রশ্নসম্বলিত

পত্রটী দিব, যাহাতে 'শ্রীচৈতন্যবাণী' পত্রিকায় উহার আলোচনা বিস্তারিতভাবে ধীরে ধীরে প্রকাশিত হয়, জানি না কতদিনে উহা প্রকাশিত হইতে পারিবে। কেবলমাত্র সৌজন্যরক্ষার জন্য আমি সংক্ষেপে উহার উত্তর দিচ্ছি। তাহাতে আমাদের মনোগত ভাবের কিছুটা আভাস আপনি পাইবেন।

প্রশ্ন—অষ্টপ্রহরনামযজ্ঞের অধিবাস ও মহোৎসবাদি কার্য্য কে করিবে? গুরুদেব না পুরোহিত করিবে? কাহার অধিকার? বেদীর উপর কয়টি ঘট বসান হবে? স্থাপিত ঘটের নাম কি? ঐ ঘটে কোন্ দেবতার পূজা হবে? ঘটে সিন্দুর দেওয়া হবে কি না?

উত্তর—শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা পরমপূজ্যপাদ আচার্য্যগণ কোনও সঙ্কল্প লইয়া অষ্টপ্রহর নাম কীর্ত্তনের ব্যবস্থা, যাহা অন্য সম্প্রদায়ে প্রবর্ত্তিত আছে, শ্রীগৌড়ীয় মঠে প্রবর্ত্তন করেন নাই। তবে শ্রীহরিতে নিষ্কপটভাবে আত্মসমর্পণ পূর্ব্বক শ্রীহরির সাক্ষাৎ প্রীতির উদ্দেশ্যে দশবিধ নামাপরাধ বর্জ্জন করতঃ অষ্টপ্রহর কেন, সর্ব্বক্ষণ নামকীর্ত্তনের উপদেশ তাঁহারা প্রদান করিয়াছেন। সুতরাং অষ্টপ্রহর কীর্ত্তনের বিধি ব্যবস্থা বিষয়ে, যাঁহারা উহা করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়া লইতে হইবে। এই বিষয়ে কোনও প্রকার আলোক সম্পাত করিতে না পারায় আমি দুঃখিত।

প্রঃ—হরিমন্দির-প্রতিষ্ঠা কে করিবে? গুরুদেব না পুরোহিত অর্থাৎ বৈষ্ণব না ব্রাহ্মণ করিবে? উত্তর শাস্ত্রোক্তপ্রমাণ হওয়া চাই। মন্দির প্রতিষ্ঠার বিধি কোন্ গ্রন্থে আছে? ব্রাহ্মণ কেন প্রতিষ্ঠা কার্য্য করিবে না? নিষেধ বাক্যের প্রমাণ কি?

উঃ—শ্রীমন্দির-প্রতিষ্ঠা, শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা ও যজ্ঞাদি স্মার্ত্তবিচারে ও বৈষ্ণবস্মৃতির বিধানানুসারে দুইভাবে হইয়া থাকে। আমরা বৈষ্ণবসম্প্রদায় বলিয়া বৈষ্ণবস্মৃতির বিধানানুসারে (শ্রীহরিভক্তিবিলাসমতে) ঐ সমস্ত ভক্তিমূলক অনুষ্ঠানাদি করিয়া থাকি। স্মার্ত্তব্রাহ্মণগণের কামনামূলে অনুষ্ঠিত কর্ম্মকাণ্ডাত্মক বিচারে আমরা রুচিবিশিষ্ট নহি। শুদ্ধভক্তের বিরহদুঃখ অপনোদনের জন্য ভগবান্ কৃপাপূর্ব্বক অর্চ্চা শ্রীবিগ্রহরূপে প্রকটিত হন এবং উক্ত অর্চ্চা শ্রীভগবদ্বিগ্রহের আলয়রূপে শ্রীমন্দির প্রতিষ্ঠিত হন। গৃহস্থ ভক্তগণের বাহ্য সমাজ-রক্ষার জন্য যে সব বাহ্যানুষ্ঠান বৈষ্ণবমতে দেখা যায়, সেসব বাহ্যতঃ কর্ম্মকাণ্ডের ক্রিয়ার মত দেখা গেলেও নিষ্ঠাতে আকাশ পাতাল পার্থক্য। বৈষ্ণবগণ বিষ্ণুতোষণের জন্য সব কিছু করেন। কর্ম্মকাণ্ডী অভক্তগণ নিজের প্রাকৃত বাঞ্ছা পূর্ত্তির জন্য সাংসারিক উদ্দেশ্যে সেই সব কার্য্য করিয়া থাকেন। এজন্য হরিভক্তের দ্বারাই শ্রীহরিমন্দির ও শ্রীহরিবিগ্রহ যথার্থতঃ প্রকটিত হন। উক্ত অনুষ্ঠানসমূহ হরিসঙ্কীর্ত্তনমুখে, বিষ্ণুবৈষ্ণবসেবা মুখে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

প্রঃ—আপনাদের মঠের সাধুদিগকে মহারাজ বলা হয় কেন? ইহাতে কি প্রতিষ্ঠা বাড়েনি? শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর প্রকটের কালিন অগণিত বৈষ্ণবসাধুসজ্জন ছিলেন, তন্মধ্যে মহারাজ উপাধি কে পেয়েছেন? শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যে মহারাজ উপাধি আছে কি?

উঃ—যে সময়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পার্ষদ গোস্বামিগণের আচরিত পারমহংস্যবেষের ব্যভিচার দৃষ্ট হইল সেই সর্ব্বোত্তম পারমহংস্যবেষের মর্য্যাদা সংরক্ষণের জন্য আমাদের শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীগৌড়ীয় মঠ ও গৌড়ীয় মিশন প্রতিষ্ঠানের মূল প্রতিষ্ঠাতা পরমারাধ্য শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর দৈববর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করিলেন। অন্তরে 'গোপীভর্ত্তা শ্রীকৃষ্ণের দাসানুদাস' এই ভাবনা জাগরূক রাখিতে সচেষ্ট হইয়া নিয়ন্ত্রিত জীবনযাপনের ব্যবস্থা তিনি দিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতে ত্রিদণ্ডসন্ন্যাসের কথা উল্লিখিত আছে।

আচার্য্য শ্রীরামানুজ এই ত্রিদণ্ডসন্ন্যাসবেষ তাঁহার সম্প্রদায়ে প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। প্রভুপাদ পরমহংস-কুলচূড়ামণি হইয়াও পারমহংস্যবেষ গ্রহণ না করিয়া দৈন্যবশতঃ নিজেকে গুণান্তর্গত বিবেচনা করতঃ ত্রিদণ্ডসন্ন্যাসবেষ গ্রহণ করিলেন। পারমহংস্যবেষের নামে অনিয়ন্ত্রিত জীবনযাপন অত্যন্ত গর্হিত কার্য্য ও সমাজ-অকল্যাণকর ও গোস্বামিগণের সর্ব্বোত্তম বেষের মর্য্যাদাহানিকর। শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভুর দণ্ডকে তিন খণ্ড করিয়া ভার্গী নদীতে ভাসাইয়া দিয়াছিলেন। তিনি তিন টুক্‌রা কেন করিলেন—তাহার তাৎপর্য্য পূজনীয় আচার্য্যগণ করিয়াছেন—বৈষ্ণবগণ ত্রিদণ্ড সন্ন্যাস গ্রহণ করিবেন, একদণ্ড নহে। যিনি শরীর, মন ও বাক্যকে দণ্ড বিধান করতঃ কৃষ্ণকার্ষ্ণ-সেবায় সঙ্কল্প গ্রহণ করেন, তিনিই বৈষ্ণবসন্ন্যাসী। তিনি নিজেকে দৈন্যসূচক ভাষায় 'ত্রিদণ্ডিভিক্ষু' এইরূপ জানেন এবং তিনি কখনও নিজের নামের পশ্চাতে 'মহারাজ' লিখেন না। কিন্তু এই বেষটী শ্রেষ্ঠ হওয়ার দরুণ অপর ব্যক্তিগণ তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ বা মহারাজ বলেন। বৈষ্ণবসন্ন্যাসীর মর্য্যাদা প্রদানের জন্য অন্যান্য সকলে 'ত্রিদণ্ডিস্বামী', 'মহারাজ' ইত্যাদি বলিয়া থাকেন। বৈষ্ণবসন্ন্যাসীর মর্য্যাদাসূচক অপর ব্যক্তিগণের ব্যবহৃত 'ত্রিদণ্ডিস্বামী' 'মহারাজাদি' শব্দ কখনও দোষযুক্ত হইতে পারে না, বরং সমীচীনই বলিয়া মনে করি। 'মহারাজ' মর্য্যাদাসূচক সম্বোধন মাত্র।

প্রঃ—"১০৮শ্রী" বলবার তাৎপর্য্য কি? গূঢ়ার্থ কি হবে?

উঃ—শুদ্ধ বৈষ্ণব—শুদ্ধ ভক্তের অনন্তগুণ যাহা কাহারও পক্ষে বর্ণন সম্ভব নহে। সেই অনন্তগুণের মধ্যে মুখ্য ১০৮টী গুণ, উহাকে '১০৮শ্রী' বলে। শুদ্ধ বৈষ্ণব—সদ্‌গুরু '১০৮শ্রী' বিভূষিত। এজন্য তাঁহাদের নামের পূর্ব্বে তদাশ্রিত ব্যক্তিগণ উহা যুক্ত করিয়া থাকেন। ১০৮টী গুণ কি কি, তাহা আমাদের প্রাচীন 'গৌড়ীয়' পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল, উহা ক্ষুদ্র পত্রে বিস্তৃত ভাবে লেখা সম্ভব নহে।

প্রঃ—মঠের সাধুরা ভোগী না ত্যাগী?

উঃ—মঠের সাধু বলিতে—শ্রীগৌড়ীয় মঠের সাধু—এই অর্থে গৌড়ীয় মঠের সাধুগণ ভোগীও নহেন, ত্যাগীও নহেন। তাঁহারা বিষ্ণু-বৈষ্ণবের দাসসূত্রে তাঁহাদের সেবক। যিনি মালিক, তাঁহারই ভোগের অধিকার অথবা ত্যাগের অধিকার আছে। শ্রীকৃষ্ণ জগতের একমাত্র মালিক। জীবগণ তাঁহারই শক্ত্যংশ, তাঁহার নিত্য অধীন। জীবের পক্ষে কর্ত্তা-ভোক্তা-অভিমান—মালিক-অভিমান মিথ্যা অভিমান। এজন্য জীবের ভোগ করিবার বা ত্যাগ করিবার অধিকার নাই, মাত্র সেবা করিবার অধিকার আছে। জীব 'তদীয়', 'তৎ' নহে। 'ভগবানের আমি' এই বোধে সর্ব্বেন্দ্রিয়ে ভগবানের সেবাই জীবের স্বরূপগতধর্ম্ম। শুদ্ধভক্ত—সাধু শ্রীকৃষ্ণপ্রীতির অনুকূল গ্রহণ করেন ও প্রতিকূল বর্জ্জন করেন। "কৃষ্ণপ্রীত্যে ভোগত্যাগ।" তাঁহারা কৃষ্ণের সেবার উপকরণগুলিকে পরিত্যাগ করেন না। কৃষ্ণসেবায় নিয়োজনের দ্বারাই উপকরণগুলির সার্থকতা। বৈষ্ণবগণ কৃষ্ণের ভোগে লাগে না, এমন দ্রব্য গ্রহণ করেন না—তাঁহারা প্রসাদ সেবা করেন। উহাকে যুক্তবৈরাগ্য বলে। ফল্গুবৈরাগ্য ও যুক্তবৈরাগ্যের পার্থক্য শ্রীল রূপগোস্বামিপাদ দুইটী শ্লোকে আমাদিগকে বুঝাইয়াছেন ঃ—

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥
অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥　　—(ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ)

প্রঃ—ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে সব জগৎ মিশ্রিত।
ঐশ্বর্য্যশিথিলপ্রেমে নাহি মোর প্রীত॥ (চৈঃ চঃ আঃ)

ঐ পয়ারের ভাবার্থ কিরূপ হবে? অর্থাৎ ঐশ্বর্য্যশিথিলপ্রেমটি কি? বিশেষ উদাহরণের সহিত জানবার ইচ্ছা হচ্ছে।

উঃ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীমন্মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দের সহিত প্রশ্নোত্তর এতৎপ্রসঙ্গে আলোচ্য। রায় রামানন্দ বর্ণাশ্রমধর্ম্ম হইতে আরম্ভ করিলেন—বর্ণাশ্রমধর্ম্ম, কর্ম্মার্পণ, কর্ম্মত্যাগ, জ্ঞানমিশ্রাভক্তি—পর পর উচ্চ সোপান হইলেও সবগুলিকেই শ্রীমন্মহাপ্রভু বাহ্য বলিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু ঐগুলি 'কিছুই নহে' ইহা বলেন নাই—"বাহ্য" শব্দমাত্র প্রয়োগ করিয়াছেন। ঐগুলির যদি কোনও আপেক্ষিক মূল্য না থাকিত, তাহা হইলে উহা রায় রামানন্দের দ্বারা বলাইতেন না। আস্তিক্যধর্ম্মের ক্রমোন্নতি দেখাইয়াছেন যাহা অন্য কোনও শাস্ত্রে সুস্পষ্টরূপে অভিব্যক্ত হয় নাই। 'জ্ঞানশূন্যা ভক্তি' হইতে তিনি "এহো হয়" এরূপ বলিলেন। 'জ্ঞানশূন্যা' অর্থ জ্ঞানরহিত নহে, এখানে নির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধিৎসারূপ জ্ঞানকে নিরাস করা হইয়াছে। সম্বন্ধজ্ঞান ছাড়া হরিভক্তি হয় না। প্রথমে গুরুর নিকট হইতে সম্বন্ধজ্ঞান ভক্তিসিদ্ধান্তবিষয়ে পারঙ্গত হইতে হয়। ভক্তির মধ্যে বৈধী ভক্তি অপেক্ষা রাগানুগা ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। উক্ত প্রেমভক্তির ক্রমোন্নতিতে বলিয়াছেন—যেখানে ভগবান্‌কে ঐশ্বর্য্যশালীরূপে দেখে, সেখানে প্রেমভক্তি-ভালবাসা শিথিল হয়, সঙ্কুচিত হয়। শ্রীকৃষ্ণ শুদ্ধ প্রেমের বশীভূত। কিন্তু যাহারা বেদনিষিদ্ধ পাপকার্য্য করে অত্যন্ত বিষয়াসক্ত কামাতুর যাহারা, কামক্রোধাদির বশীভূত যাহারা, মায়াবাদদোষে দুষ্ট যাহারা তাহাদের পক্ষে রাগানুগাভক্তির কথা অনধিকারচর্চ্চামাত্র। কামকেই তাহারা 'প্রেম' বলিয়া মার্কা দিয়া 'প্রেম' নামে চালাইবে, তাহাতে নিজেকে ও জগৎকে বঞ্চনা করিবে। তাহাদের পক্ষে বৈধীভক্তিই সমীচীন। "বিধিমার্গরত জনে স্বাধীনতা রত্নদানে, রাগমার্গে করান প্রবেশ।" "না উঠিয়া বৃক্ষোপরি, টানাটানি ফল ধরি দুষ্টফল করিলে অর্জ্জন।" আপনি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ভালরূপ অধ্যয়ন করিয়াছেন—তাহাতে প্রেমভক্তির দৃষ্টান্ত ভালভাবেই দেওয়া আছে।

পত্র অধিক বিস্তার করিতে ইচ্ছা করি না। প্রচারে বিভিন্ন সেবাকার্য্যে ব্যস্ত থাকায় অধিক সময় দিবার সৌভাগ্য আমার নাই। তজ্জন্য ত্রুটী মার্জ্জনা করিবেন। আশা করি শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের কৃপায় কুশলে আছেন। অত্রস্থ কুশল।

ইতি—

শ্রীগৌরজনকিঙ্কর
শ্রীভক্তিবল্লভ তীর্থ
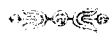
সধামে ডাক্তার শ্রীসুনীল আচার্য্য

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের কৃপাসিক্ত দীক্ষিত শিষ্য শ্রীমৎ সুব্রত দাসাধিকারী প্রভু (পূর্ব্বনাম ডাক্তার শ্রীসুনীল কুমার আচার্য্য), তেজপুর মঠে বিগত বাং ১৯।৯।৬৮ ও ইং ৪।১।৬২ তারিখে শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে মহামন্ত্র ও মন্ত্রদীক্ষা একসঙ্গে লাভ করিয়া শ্রীসুব্রত দাসাধিকারী নামে খ্যাত হন। বিগত ১৫ই অগ্রহায়ণ ১লা ডিসেম্বর বুধবার কৃষ্ণপ্রতিপদ তিথিতে শ্রীশ্রীকৃষ্ণের রাসযাত্রা এবং শ্রীল সুন্দরানন্দ ঠাকুরের তিরোভাব

ও শ্রীল নিম্বাদিত্য আচার্য্যের আবির্ভাব-তিথিপূজা শুভবাসরে রাত্রি ১১-১০ মিনিটে শ্রীপুরুষোত্তমধামে ৫৮ বৎসর বয়সে শ্রীহরিস্মরণ করিতে করিতে স্বধাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। ডাক্তার আচার্য্য পুরুষোত্তমধামে শ্রীদামোদরব্রত পালনের জন্য তেজপুর হইতে সস্ত্রীক পৌঁছিয়া তত্রস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে অবস্থান করিতে-ছিলেন। ব্রতকালে তাঁহার শরীর অধিক অসুস্থ হইয়া পড়িলে তাঁহাকে মঠের সাধুগণ কলিকাতায় যাইয়া চিকিৎসিত হইবার জন্য পরামর্শ দেন। কিন্তু তিনি দামোদরব্রতকালে পুরী ছাড়িয়া অন্যত্র যাইতে আগ্রহ যুক্ত হইলেন না, বলিলেন—যদি দেহ যায়, ধামেই গেলে সৌভাগ্যের বিষয় হইবে। ভক্তের ইচ্ছা জানিয়া শ্রীজগন্নাথদেবও তাঁহাকে শ্রীপাদপদ্মে আকর্ষণ করিলেন। তিনি সাক্ষাৎ শ্রীপুরুষোত্তম ধামে ধামরজঃ প্রাপ্ত হইলেন। পরমমঙ্গলময়ী শ্রীরাসপূর্ণিমা শুভবাসরে পরমকরুণাময় শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দরের বিপ্রলম্ভরসাস্বাদনক্ষেত্রে শ্রীশ্রীদামোদরব্রতোদ্‌যাপনদিবসে দেহরক্ষা সাধারণ সৌভাগ্যের পরিচায়ক নহে। গৌড়ীয়বৈষ্ণবস্মৃতি-বিধানানুসারে অদ্যই শ্রীরাসপূর্ণিমা।

ডাক্তার আচার্য্যের গুরুতর অসুস্থতার সংবাদ তার-যোগে প্রাপ্ত হইয়া তেজপুর হইতে তাঁহার একমাত্র পুত্র শ্রীশ্যামল আচার্য্য পিতৃদেবের প্রয়াণের পূর্ব্বেই পুরুষোত্তমধামে আসিয়া পৌঁছেন এবং তাঁহার সেবার সুযোগ লাভ করেন। ডাক্তার আচার্য্যের সহধর্ম্মিণী শ্রীযুক্তা গীতা আচার্য্য পুত্র ও পুত্রবধূ পুরুষোত্তম-ধামেই শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে ডাক্তার আচার্য্যের পারলৌকিক কৃত্য বৈষ্ণবস্মৃতির বিধানমতে ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজের পৌরোহিত্যে ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজের সহায়তায় গত ২৬ অগ্রহায়ণ, ১২ ডিসেম্বর রবিবার দ্বাদশী তিথিতে মহাপ্রসাদান্ন-দ্বারা সুসম্পন্ন করেন। তাঁহারা ১৪ই ডিসেম্বর কলিকাতা মঠে ফিরিয়া তথায়ও

পুনঃ বিরহোৎসব সম্পন্ন করেন। তেজপুর মঠ ও কলিকাতা মঠে গত ৩ ডিসেম্বর বিরহ-সভায় ডাক্তার আচার্য্যের গুণাবলী কীর্ত্তিত হয়।

আসাম-প্রদেশস্থ তেজপুর সহরে (লম্বোদর বরা রোড, পোঃ তেজপুর, জেলা দরং) ডাক্তার আচার্য্যের জন্ম হয়—৭ই বৈশাখ, ১৩৩১ বঙ্গাব্দ, ২০শে এপ্রিল, ১৯২৪ খৃষ্টাব্দ রবিবার কৃষ্ণপ্রতিপদ তিথিতে। একই তিথিতে জন্ম ও প্রয়াণ তাৎপর্য্যপূর্ণ। ইঁহার পিতৃদেব ছিলেন—স্বধামগত সুরেন্দ্র চন্দ্র আচার্য্য ও জননীদেবী হেমাঙ্গিনী দেবী। উভয়েই ভক্তিমান্ ও ভক্তিমতী ছিলেন। ডাক্তার আচার্য্য তেজপুর সহরের একজন প্রসিদ্ধ অভিজ্ঞ চিকিৎসক ছিলেন। সহরের বহু সমাজ-উন্নয়নমূলক কার্য্যে ইনি যুক্ত ছিলেন। ইনি সুপুরুষ, বুদ্ধিমান্, ব্যবহারনিপুণ ও মিষ্টভাষী ছিলেন। ইনি নিজ যোগ্যতায় Indian National Trade Union Congress এর Secretary পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন।

১৯৬০ খৃষ্টাব্দে ইনি পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেবের সান্নিধ্যে আসিবার সৌভাগ্য বরণ করতঃ তাঁহার অতিমর্ত্ত্য চরিত্রে আকৃষ্ট হইয়া সস্ত্রীক তাঁহার শ্রীচরণাশ্রিত হন। তাঁহারা উভয়ে শ্রীহরিনাম ও মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া সুষ্ঠুভাবে ভক্তিসদাচার পালন করতঃ এবং প্রাণ-অর্থ-বুদ্ধি-বাক্যের দ্বারা সর্ব্বতোভাবে শ্রীগুরু-মনোঽভীষ্ট-সেবায় ব্রতী হইয়া অল্পকালমধ্যে আদর্শ গৃহস্থ ভক্তরূপে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করেন। যাঁহারা তাঁহার সান্নিধ্যে একবার আসিয়াছেন, তাঁহারা তাঁহার সৌম্য শান্ত স্নিগ্ধ মধুর মূর্ত্তি ও সুবিমল চরিত্রে আকৃষ্ট না হইয়া পারেন নাই। ডাক্তার আচার্য্যের বৈষ্ণবোচিত দৈন্য, আন্তরিকতার সহিত বৈষ্ণবসেবাপ্রবৃত্তি এবং সর্ব্বদা সহাস্য অমায়িক ব্যবহার যখনই মনে হয়, তখনই এজীবনে তাঁহার আর পুনঃ দর্শন ও সঙ্গ হইবে না চিন্তাতে প্রাণ মন বড়ই ব্যাকুল হইয়া উঠে। ডাক্তার আচার্য্যের শ্রীহরি গুরু-বৈষ্ণব-সেবার নিদর্শনস্বরূপ তেজপুর মঠে ও শ্রীপুরুষোত্তমধামস্থিত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের দুইটী কক্ষে স্মৃতিফলকে তাঁহার স্মৃতি সংরক্ষিত আছে। তিনি তেজপুর মঠের সেবকগণের অভিভাবকস্বরূপ ছিলেন। শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারে বিশেষভাবে আনুকূল্য করার জন্য শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠাতা পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেব ৩রা চৈত্র, ১৩৭১; ইং ১৭ মার্চ্চ, ১৯৬৫ বুধবার শ্রীগৌরাবির্ভাববাসরে শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারিণী-সভার পক্ষ হইতে ডাক্তার আচার্য্যকে 'সবশ্রেষ্ঠ' গৌরাশীর্ব্বাদে ভূষিত করেন। এতদ্ব্যতীত ইনি ভক্তি-শাস্ত্রী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ও সর্ব্বোচ্চস্থান প্রাপ্ত হইয়া উক্ত 'ভক্তিশাস্ত্রী' উপাধিতেও বিভূষিত হইয়াছিলেন।

ডাক্তার আচার্য্যের স্বধাম প্রাপ্তিতে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত ভক্তমাত্রই অত্যন্ত বিরহসন্তপ্ত। আমরা আশা করি তাঁহার সুযোগ্য পুত্র, ভক্তপ্রবর পিতৃদেবের মহদাদর্শ অনুসরণ পূর্ব্বক তাঁহার স্বধামপ্রাপ্ত আত্মার সুখ বিধান করতঃ তাঁহাদের বংশগৌরব অক্ষুন্ন রাখিবেন।

তাঁহার (ডাঃ আচার্য্যের) পতিবিরহবিধুরা ভক্তিমতী সহধর্ম্মিণী শ্রীগীতাদেবীকে সান্ত্বনা দিবার ভাষা আমাদের নাই, তিনি বিদুষী মহিলা, 'পতিদেবতা স্বীয় শুদ্ধস্বরূপে নিত্যধামে তদারাধ্য শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের নিত্যকৈঙ্কর্য্যে রত আছেন' এই ধারণা হৃদয়ে দৃঢ়রূপে ধারণ করতঃ শ্রীগুরুদত্ত সাধন ভজনে ভক্ত পতির আদর্শভজনানু-সরণে চিত্তের স্থৈর্য্য ধৈর্য্য সংরক্ষণার্থ যত্নবতী হইতে পারিলেই মনে হয় তিনি ক্রমশঃ শান্তি লাভ করিতে পারিবেন। আমরা তদীয় আত্মীয়স্বজনবন্ধুবান্ধবসহ তৎপ্রতি আমাদের অন্তরের সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি এবং শ্রীগুরুপাদপদ্মে প্রার্থনা জানাইতেছি—শ্রীগুরুদেব কৃপাপূর্ব্বক তাঁহাকে শুদ্ধ ভজনানন্দ প্রদান করতঃ তাঁহার চিত্তের সুপ্রসন্নতা সম্পাদন করুন।

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ৬.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৩.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা .৫০ পঃ। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। পত্রিকার গ্রাহক যে কোন সংখ্যা হইতে হওয়া যায়। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইতে সঙ্ঘ বাধ্য নহেন। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫ পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬ ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামি-কৃত
সমগ্র শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অভিনব সংস্করণ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমৎ **সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর**-কৃত **'অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্য'**, ওঁ অষ্টোত্তরশতশ্রী **শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী** প্রভুপাদ-কৃত **'অনুভাষ্য'** এবং ভূমিকা, শ্লোক-পদ্য-পাত্র-স্থান-সূচী ও বিবরণ প্রভৃতি সমেত শ্রীশ্রীল সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের প্রিয়পার্ষদ ও অধস্তন নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট **শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী** মহারাজের উপদেশ ও কৃপা-নির্দ্দেশক্রমে **'শ্রীচৈতন্যবাণী'**-পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলী-কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়া সর্ব্বমোট ১২৫৫ পৃষ্ঠায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন।

সহৃদয় সুধী গ্রাহকবর্গ ঐ গ্রন্থরত্ন সংগ্রহার্থ শীঘ্র তৎপর হউন!

ভিক্ষা——— তিনখণ্ড পৃথগ্‌ভাবে ভাল মোটা কভার কাগজে সাধারণ বাঁধাই ৭২.০০ টাকা।
একত্রে রেক্সিন বাঁধান—৮০.০০ টাকা।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬ ফোন-৪৬-৫৯০০।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১) প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত—ভিক্ষা ১.০০
(২) শরণাগতি—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত— ,, .৮০
(৩) কল্যাণকল্পতরু ,, ,, ,, ,, ১.২০
(৪) গীতাবলী ,, ,, ,, ,, ১.০০
(৫) গীতমালা ,, ,, ,, ,, ১.২০
(৬) জৈবধর্ম (রেক্সিন বাঁধান) ,, ,, ,, ,, ১৬.০০
(৭) মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ)—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী— ভিক্ষা ২.৫০
(৮) মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ) ঐ ,, ২.০০
(৯) শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)— ,, .৮০
(১০) উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)— ,, ১.০০
(১১) শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত—শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত — ,, ১.৭৫
(১২) SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by THAKUR BHAKTIVINODE — Re. 1.00
(১৩) শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে উচ্চ প্রশংসিত বাঙ্গালা ভাষার আদি কাব্যগ্রন্থ — শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয় — — — ভিক্ষা ৮.০০
(১৪) ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত— — ,, ১.০০
(১৫) শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার— ডাঃ এস্, এন্ ঘোষ প্রণীত — ,, ১.০০
(১৬) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত] — .. ,, ১৬.০০
(১৭) প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত) — ,, .৫০
(১৮) একাদশীমাহাত্ম্য — — — ,, ২.৫০
অতিমর্ত্ত্য বৈরাগ্য ও ভজনের মূর্ত্ত আদর্শ —
(১৯) গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস — শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত — ,, ৩.০০
(২০) শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য — — ,, ১.৫০
(২১) শ্রীমদ্ভাগবত-মাহাত্ম্য — — — — ,, ২.০০

দ্রষ্টব্য ঃ—ভিঃ পিঃ যোগে কোন গ্রন্থ পাঠাইতে হইলে ডাকমাশুল পৃথক্ লাগিবে।

প্রাপ্তিস্থান ঃ—কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থবিভাগ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬

মুদ্রণালয় ঃ—
শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-৭০০০২৬

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

দ্বাবিংশ বর্ষ
১২শ সংখ্যা

মাঘ
১৩৮৯

শ্রীপুরীধামে শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
আবির্ভাবপীঠোপরি শ্রীমন্দির

সম্পাদক
রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ প্রবর্ত্তিত

একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি :—

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ :—

১। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ

কার্য্যাধ্যক্ষ :—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর :—

মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস-সি

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ :—

মূল মঠ :— ১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ :—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬। ফোন : ৪৬ ৫৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-৭০০০২৬

৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

৫। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর

৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৭। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৮। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-৫০০০০২ (অঃ প্রঃ) ফোন : ৪৬০০১

১০। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ (আঃ) ফোন : ২৭১৭০

১১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর ৭৮৪০০১ (আসাম)

১২। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ (নদীয়া)

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া-৭৮৩১০১ (আসাম)

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়—১৬০০২০ (পাঃ) ফোঃ ২৩৭৮৮

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড, পোঃ পুরী-৭৫২০০১ (উড়িষ্যা)

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথমন্দির, পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১ (ত্রিঃ) ফোঃ ১১৯৭

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন, জিলা—মথুরা

১৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড, পোঃ দেরাদুন ২৪৮০০১ (ইউ, পি)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন :—

১৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার, জেঃ কামরূপ (আসাম)

২০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥"

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মাঘ ১৩৮৯

২২শ বর্ষ } ১ মাধব, ৪৯৬ শ্রীগৌরাব্দ; ১৫ মাঘ, শনিবার, ২৯ জানুয়ারী, ১৯৮৩ { ১২শ সংখ্যা

শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের বক্তৃতা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ১১শ সংখ্যা ২০৪ পৃষ্ঠার পর]

শ্রীগৌরসুন্দর বলিয়াছেন,— শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনই মানবজাতির একমাত্র পরমকৃত্য;—এইটীই তাঁহার মহাবদান্যতা। দেবশ্রেষ্ঠগণের, নারদাদিমুনিবরগণের, এমন কি, ভক্তশ্রেষ্ঠ উদ্ধবাদিরও দুষ্প্রাপ্য দুর্গম ব্যাপার ব্রজের প্রেমধন পর্য্যন্ত এই শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন হইতেই জীব প্রাপ্ত হইতে পারেন!

'কৃষ্ণ'শব্দদ্বারা তাঁহাকে কেহ কেহ একটী ঐতিহাসিকযুগের বা মহাভারত-যুগের জনৈক ব্যক্তিবিশেষ— যিনি পাঁচহাজার বৎসর পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন,—এরূপ মনে করেন। কেহ বা তাঁহাকে বিষ্ণুর একজন অবতার-বিশেষ, কেহ বা 'অবতারী'— যাঁহা হইতে বিষ্ণুর অবতারগণ আগমন করেন — এইরূপ মনে করিয়া থাকেন। কেহ বা মনে করেন—'কৃষ্ণ' কোন কবির একটী কল্পিত শব্দবিশেষ! কেহ বা মনে করেন,— কৃষ্ণভজন করিতে করিতে চরমে কৃষ্ণের বিনাশ (?) সাধন করিয়া জরা-ব্যাধ হওয়া যাইবে, তাঁহার রক্তিমাভ রাতুল-চরণ বাণবিদ্ধ করা যাইবে,—এইরূপ কত কি দুর্ব্বুদ্ধি করিয়া থাকেন! কৃষ্ণপূজা করিতে করিতে জরা-ব্যাধ হইয়া যাওয়া, কৃষ্ণকে বিনাশ করিয়া চরমে নিরাকার নির্ব্বিশেষ-গতি লাভ করা প্রভৃতি—অজ্ঞবাদী মনোধর্ম্মিগণের অপরাধময়ী চেষ্টা-মাত্র।

কিন্তু আমাদের শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে সেরূপ কোনও কথা বলেন নাই; তিনি পঞ্চরাত্র-গ্রন্থ 'শ্রীব্রহ্মসংহিতা' হইতে দেখাইয়াছেন,—

"ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্॥"

কেহ কেহ বলেন,— প্রকৃতিই জগতের কারণ; কেহ কেহ বলেন,—ব্রহ্মই জগতের কারণ, কিন্তু ঐসকল কারণেরও কারণ অর্থাৎ প্রকৃতির কারণ, ব্রহ্মের কারণ, সকল কারণের কারণ যিনি, তিনিই কৃষ্ণের রাতুল নিত্যপাদপদ্ম। সেই রাতুলচরণ — ব্রহ্মের কারণ, নাস্তিকতা-নিরূপণের কারণ, মানবজ্ঞানের, দেবতা-জ্ঞানের কারণ এবং এমন কি, তিনি নিজমূর্ত্তি নারায়ণেরও কারণ। ঈশ্বরকৃষ্ণ বা নিরীশ্বর কপিলের বিচারে যে, প্রকৃতিই 'জগৎ-কারণ' বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে অথবা বেদান্তের বিচারে যে, ব্রহ্মই 'সর্ব্ব-

কারণ' বলিয়া বিচারিত হইয়াছে, সেইসকল কারণেরও কারণ—শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম।

জৈবধারণায় যে ব্রহ্মপ্রতীতি, তাহা ভগবদ্ভক্তগণের ভক্তিরাজ্যের পথে অগ্রসর হইতে হইতে একটী আংশিক প্রতীতি বলিয়া অনুভূত হয়। সেই ব্রহ্মেরও কারণ শ্রীকৃষ্ণ। জ্যোতিরভ্যন্তরে রূপমতুলং শ্যামসুন্দরম্'—মূলবস্তুর স্বভাব হইতে যে মহা জ্যোতির্ম্ময় একটী অঙ্গকান্তি নিঃসৃত হইতেছে, সেটী আভাসরূপ প্রতীতি-মাত্র। অদ্বয়জ্ঞান বাস্তববস্তুপ্রতীতি হইতে অসম্যক্ ভেদাভেদ-প্রকাশ — সম্পূর্ণ-বস্তুর পূর্ণপ্রতীতির ব্যাঘাত মাত্র; উহাই নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম। সেই ব্রহ্মেরও কারণ—শ্রীকৃষ্ণ। অভ্যুদয়বাদী হইয়া যে কারণ নির্ণয় করিবার চেষ্টা, তাহা বর্ত্তমান-সময়ে 'পাণ্ডিত্য' হইতে পারে, কিন্তু তাহা সর্ব্বপ্রধান মূর্খতা। তাদৃশ ব্রহ্মজ্ঞান জৈব-জ্ঞানেরই প্রতিপাদ্য। কিন্তু শ্রীগৌরসুন্দর বলিয়াছেন,—শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্ব-কারণ-কারণ।

কৃষ্ণ—সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ অর্থাৎ তিনি কালাধীন অসৎ অচিৎ তত্ত্ব নহেন; তিনি নিত্য সদ্বস্তু, কাল তাঁহার অধীন। কাহারও কাহারও ধারণা,—অচেতন বস্তু হইতে ব্রহ্মা, শিব ও বিষ্ণু প্রভৃতি প্রসূত হইয়াছেন। সদানন্দ-যোগীন্দ্রের মতে ঈশ্বর যেরূপ একটী কল্পনা-মাত্র, শ্রীকৃষ্ণ তদ্রূপ অসৎ অচিদ্বস্তু নহেন। কালবিচারে তিনি—অনাদি; ব্রহ্মের প্রতীতি বা ধারণা—তাঁহার পরবর্ত্তিনী ধারণা; তাঁহার আদিতে আর কেহ নাই। তিনি—গোবিন্দ; 'গো' অর্থে পৃথিবী, ইন্দ্রিয়, বিদ্যা, গাভী প্রভৃতি। এইসকলের মূল পালনকর্ত্তা যিনি, তিনিই গোবিন্দ। সবিশিষ্ট চিদাকাশ-পরমাত্মা ও নির্ব্বিশিষ্ট চিদাকাশ-ব্রহ্মকেও যিনি পালন করেন, তিনি—গোবিন্দ।

কতিপয় মানবের বুদ্ধিবৃত্তিকে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম-বিচার, পরমাত্ম-বিচার, মানুষের হিতকারি গ্রাম-দেবতা-বিচার প্রভৃতি আসিয়া স্তব্ধ করিয়া দিয়াছে অর্থাৎ কতিপয় ব্যক্তি ঐসকলকেই চরমতত্ত্বরূপে মনে করিয়াছেন, পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ জৈবজ্ঞানের বিচারে তাদৃশ চরমতত্ত্ব নহেন। তিনি পরিপূর্ণ সত্য ও চেতনময় বস্তু, তিনি বদ্ধজীবের জ্ঞানাতীত নিত্যানন্দ বিশেষরূপে গ্রহণ করিয়া আছেন। তিনি নিঃশক্তিক ব্রহ্ম-মাত্র নহেন। সমস্ত বৈচিত্র্য-ভাবসমূহের অস্তিত্ব পূর্ণমাত্রায় তাঁহাতেই অবস্থিত; আবার, অভাবসমূহের অস্তিত্বও গৌণভাবে তাঁহাতেই অবস্থিত; সুতরাং ভাবাভাব-রাজ্যের ভাবসমূহ তাঁহাতেই অবস্থিত। 'সৎ' বলিলে তাঁহাকেই বুঝায়। শুদ্ধচিদনুভূতির আনন্দবাধক বস্তুই 'অসৎ'; আর, নিত্যকাল আনন্দময় বস্তুই 'সৎ'।

তিনি—চিৎ অর্থাৎ পরিপূর্ণ চেতনময়। অজ্ঞানি-জীবগণ তাঁহাদের ক্ষুদ্র-জৈবজ্ঞানে মূর্খতা-ক্রমে যাহাকে 'শেষপ্রাপ্য' বলিয়া মনে করিয়াছেন, সেটী—অচিৎ, সেস্থানেও চেতন আবৃত হইয়া রহিয়াছে। পূর্ণজ্ঞান—মূর্খ অভিজ্ঞানবাদিগণের (Empericist) বিচারের দ্বারা গম্য,—এইরূপ কথা হইতেই নির্ব্বিশেষবাদ (Impersonality) উপস্থিত হয়। কিন্তু অদ্বয়তত্ত্ববস্তু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সেইরূপ মাপিয়া লইবার বস্তু নহেন—তাঁহাকে মাপিয়া লওয়া যায় না; কারণ, তিনি মায়িক বস্তু নহেন। যাঁহাকে মাপিয়া লওয়া যায় না, সেই অদ্বয়তত্ত্বই জীবের অসম্যক্-প্রতীতিতে 'ব্রহ্ম', আংশিক প্রতীতিতে 'পরমাত্মা', পূর্ণপ্রতীতিতে 'বৈকুণ্ঠ বা শ্রীভগবান্'। সেইজন্য শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—যাহা কিছু মাপিয়া লওয়া যায়, কখনও উহার অনুশীলন করিও না—উহা ভোগমাত্র। ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবদ্বস্তুর আলোচনা কর (ভাঃ ১।২।১১)।—

"বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥"

যে-সকল বস্তু মাপিয়া লওয়া যায় তদ্বস্তু ব্যতীত মাপিয়া লইবার আরও অনেক বস্তু বাকী থাকে। তাই অভিজ্ঞানবাদী তত্ত্ব-বস্তুকে মাপিয়া লইতে গিয়া খণ্ডপ্রতীতিতে আবদ্ধ থাকেন—বাস্তবসত্যের নিকট উপনীত হইতে পারেন না। সৎ, চিৎ ও আনন্দ বিশেষরূপে গ্রহণ করিয়াছেন যিনি, তিনিই শ্রীকৃষ্ণ।

পরম বিদ্বান্ মহা-ভাগবত শ্রীসূত-গোস্বামী বলিয়াছেন (ভাঃ ১।২।৩)—

"স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ॥"

যদি কেহ আত্মার সুপ্রসন্নতা চান, যদি কেহ যথার্থ ব্রহ্মস্বরূপ, পরমাত্মস্বরূপ, বা ভগবৎস্বরূপের উপলব্ধিক্রমে ভগবৎসান্নিধ্য লাভ করিয়া ভগবানের নিত্য সেবা করিবার অভিলাষ করেন, তাহা হইলে তিনি ভগবদ্বস্তুর অনুশীলন করুন।

আমাদের সঙ্কীর্ণ জৈবজ্ঞানে আমরা কখনও বয়োধর্ম্মে, কোন সময়ে ত্যাগধর্ম্মে, কোন সময়ে বা গ্রহণ ধর্ম্মে ইত্যাদি মনোধর্ম্মে ব্যস্ত। জগতের হাজার-হাজার লোকের হাজার-হাজার মত, প্রত্যেক লোকের এক-একটা নূতন মত। আমরা এই জগতের প্রত্যেকের দ্বারা বঞ্চিত হইতে পারি। কিন্তু স্বয়ংপ্রকাশবস্তু যদি কৃপা-পূর্ব্বক স্বয়ং প্রকাশিত হইয়া আমাদের হৃদয়ে তাঁহার স্বরূপ প্রকাশিত করিয়া দেন, তাহা হইলে আমাদের বঞ্চিত হইবার সম্ভাবনা নাই; (কঠ ১২৩)—

"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য-
স্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্ ॥"

ভগবান্ যখন নিজে প্রপঞ্চে উপস্থিত হইয়াছিলেন, গৌরসুন্দর যখন প্রকটলীলা দেখাইলেন, তখন তিনি নিত্যানন্দ ও হরিদাসের দ্বারা হরিনাম প্রচার করিয়াছিলেন। চৈতন্যদেবের বাণী বাঙ্গালা-দেশের বা ভারতবর্ষের লোককে কিম্বা চারি-শত বর্ষের পূর্ব্বের কতকগুলি লোককে প্রতারিত করিবার বাণী-মাত্র নহে; চৈতন্যদেবের বাণী—নিত্যচেতনময়ী বাণী—চেতনরহিত প্রত্যেকবস্তুকে কৃপা করিবার বাণী। আমেরিকা, য়ুরোপ, এসিয়া, আফ্রিকা প্রভৃতি মহাদেশের অন্তর্গত অন্যান্য দেশবিশেষের, অথবা শুক্র, মঙ্গল বা বৃহস্পতি প্রভৃতি গ্রহবাসি লোকের পক্ষে বুঝি একথা নহে,—এরূপ অনেকেই মনে করিতে পারেন। কিন্তু চৈতন্যদেবের সম্বন্ধে আমাদের যে পরিচ্ছিন্ন ধারণা, সেই মনঃকল্পিত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া যদি তাঁহার নিকট আমরা না যাই,—যদি শরণাগতচিত্তে তাঁহার ঐকান্তিক-দাসগণের পাদপদ্মে উপনীত হইয়া তাঁহার কথা জানি, তাহা হইলেই জানিতে পারিব — উপলব্ধি করিতে পারিব যে, প্রত্যেকদেশের ধর্ম্মজগতে প্রচারকগণ যেরূপ দোকানদারী করিয়া নিজেদের পণ্যদ্রব্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা ঘোষণা-পূর্ব্বক প্রতারণা করিয়াছেন, শ্রীচৈতন্য সেইরূপ একজন বঞ্চনাকারী নহেন।

তিনি লোকপ্রতারক সমন্বয়বাদীও নহেন। তিনি, জীবের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রকৃত মঙ্গল-লাভ হয় যাহাতে, সেই কথাই বলিয়াছেন। জগতের জাতিসকল যে-সকল কথা 'শ্রেষ্ঠ' বলিয়া জানিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহার চেতনময়ী বীর্য্যবতী কথা শুনিলে—উপলব্ধি করিলে, সেইসকল কথা সুদুর্ব্বলা বলিয়া বোধ হইবে। জগতের অতীব তুচ্ছ ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র সাধন-প্রণালীকে মনোধর্ম্মি-সম্প্রদায় 'প্রকাণ্ড বড় বলিয়া 'ফাঁপাইয়া' তুলিয়া যে বঞ্চনা-প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন, সেরূপ লোক-বঞ্চনা করিবার জন্য গৌরসুন্দর আসেন নাই।

(ক্রমশঃ)

বেদাদি শাস্ত্রসমূহের কালনিরূপণে পণ্ডিতগণের সিদ্ধান্ত

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]

ভারতের রাজ্যশাসন সম্বন্ধে আধুনিকমতে কাল-বিভাগ দেখাইয়া ইতিবৃত্তের আভাস প্রদান করিলাম। আপাততঃ আর্য্যদিগের রচিত গ্রন্থসমূহের আধুনিকমত নিরূপণ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। প্রাজ্যাপত্যাধিকারে

কোন গ্রন্থ রচনা হয় নাই। তখন কেবল কতিপয় সুশ্রাব্য শব্দের সৃষ্টি হইয়াছিল। সর্ব্বাদৌ প্রণবের উৎপত্তি। লিখিত অক্ষরের তৎকালে সৃষ্টি হয় নাই। একাক্ষরে অনুস্বার যোগ মাত্রই তখনকার শব্দ ছিল। মানবাধিকার আরম্ভ হইলে অক্ষরদ্বয় সংযোগপূর্ব্বক তৎসৎ প্রভৃতি শব্দের প্রাদুর্ভাব হইল। দৈবাধিকারে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শব্দ যোজন পূর্ব্বক প্রাচীন মন্ত্র সকল রচিত হয়। ঐ সময়ে যজ্ঞসৃষ্টি হয়। ক্রমশঃ গায়ত্রী প্রভৃতি প্রাচীন ছন্দের আবির্ভাব হইতে লাগিল। স্বায়ম্ভুব মনুর অষ্টমপুরুষে চাক্ষুষমনু; তাঁহার সময়ে মৎস্যাবতার হইয়া ভগবান্ বেদ উদ্ধার করিয়াছিলেন এরূপ আখ্যায়িকা আছে। বোধ হয়, ঐ সময়েই বেদের ছন্দ সকল ও অনেক শ্লোক রচনা হয়; কিন্তু সে সমুদয়ই শ্রুতিরূপে কর্ণ হইতে কর্ণে ভ্রমণ করিত—লিখিত হয় নাই। এইরূপ বেদ সকল অনেক দিন পর্য্যন্ত অলিখিত থাকায় ও ক্রমশঃ শ্লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ায় অনায়ত্ত হইয়া উঠিল। তৎকালে কাত্যায়ন, আশ্বলায়ন প্রভৃতি ঋষিগণ বিষয় বিচার পূর্ব্বক শ্রুতি সকলের সূত্র রচনা করিয়া কণ্ঠস্থ করিতে সহজ করিয়া দিলেন। তাঁহাদের পরেও অনেক মন্ত্রাদি রচনা হইল। যখন বেদ অতিবিপুল হইয়া উঠিল, তখন যুধিষ্ঠির রাজার * কিয়ৎকাল পূর্ব্বে ব্যাসদেব একাকার বেদকে বিষয় বিচারপূর্ব্বক চতুর্ভাগে বিভক্ত করতঃ গ্রন্থাকারে সঙ্কলন করিলেন। তাঁহার শিষ্যগণ ঐ কার্য্যভাগ করিয়া লইয়াছিলেন †। ঐ ব্যাসশিষ্য ঋষিগণ ক্রমশঃ বেদ সকলের শাখা বিভাগ করিলেন; এমত কি, যে অল্পায়াসে লোকে বেদাধ্যয়ন করিতে পারিল ‡। এস্থলে বক্তব্য এই যে, ঋক্, সাম ও যজুঃ এই তিন বেদ সর্ব্বত্র মান্য ও অধিক স্থলে উক্ত আছে **। ইহাতে বোধ হয়, যে অতি পুরাতন শ্লোক সকল ঐ তিন বেদ রূপে সংগৃহীত হয়। কিন্তু অথর্ব্ববেদকে নিতান্ত আধুনিক বলিয়া অবহেলা করা যায় না, যেহেতু বৃহদারণ্যক—"অস্য মহতো ভূতস্য নিশ্বসিতমেতদ্‌যদৃগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোথর্ব্বাঙ্গিরস ইতিহাস পুরাণং বিদ্যা উপনিষদঃ শ্লোকাঃ সূত্রাণ্যনুব্যাখ্যানান্যস্যৈবৈতানি সর্ব্বাণি নিশ্বসিতানি;" এরূপ দৃষ্ট বৃহদারণ্যককে কদাচ আধুনিক বলা যায় না; যেহেতু ব্যাস কৃত সংগ্রহ সময়ের পূর্ব্বে উহা রচিত হইয়াছে।

উদ্ধৃত শ্লোকে যে পুরাণ ইতিহাসের উল্লেখ পাওয়া যায় তাহা বৈদিক পুরাতন কথা, যাহা বেদ ও পুরাণ রূপে বর্ণিত আছে তদ্বিষয়ক বলিয়া জানিতে হইবে। মীমাংসক জৈমিনি বেদকে নিত্য বলিয়া স্থাপন করিবার জন্য যে সকল যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, সে সমস্ত কোমলশ্রদ্ধ ব্যক্তিগণের উপকারার্থ কথিত হইয়াছে। সারগ্রাহী মহাপুরুষেরা সারগ্রাহী জৈমিনির সার তাৎপর্য্য গ্রহণ করিবেন। জৈমিনির তাৎপর্য্য এই যে, যত সত্য বিষয় আবিষ্কৃত হয়, সে সকলই পরমেশ্বরমূলক অতএব নিত্য। কিকট, নৈচসক, প্রমঙ্গদ, এইসকল অনিত্য বর্ণন দেখাইয়া যাঁহারা বেদের মূল সত্য সকলকে অনিত্য বলিয়া বর্ণন করেন, তাঁহারা সত্যকাম নহেন, ইহাই জৈমিনির সিদ্ধান্ত।

তাঁহাদের মতে স্মৃতিশাস্ত্রের সময় বিচার দেখাইতেছি। সকল স্মৃতি-গ্রন্থের প্রধান ও প্রাচীন মনুসংহিতা। মনুসংহিতা যে মনুর সময় রচিত হইয়াছিল ইহা কুত্রাপি কথিত হয় নাই। যৎকালে মনু প্রবল হইয়া উঠিলেন, তখন প্রজাপতিগণ মনুসন্তানদিগকে ভিন্নশ্রেণী করিবার অভিপ্রায়ে ব্রহ্মাবর্ত্ত হইতে কিয়দ্দূরে মনুর আশ্রমপদ বর্হিষ্মতীনগরী স্থাপন করাইলেন। তৎকাল

---

* চাতুর্হোত্র কর্ম্মশুদ্ধং প্রজানাং বীক্ষ্য বৈদিকং।
ব্যদধাদ্‌যজ্ঞসন্তত্যৈ বেদমেকং চতুর্ব্বিধং॥
ঋগ্‌যজুঃসামাথর্ব্বাখ্যা বেদাশ্চত্বার উদ্ধৃতাঃ। ভাগবতং।

† তত্রর্গ্বেদধরঃ পৈলঃ সামগো জৈমিনিঃ কবিঃ।
বৈশম্পায়ন এবৈকোনিষ্ণাতো যজুষাং মুনিঃ॥
অথর্ব্বাঙ্গিরসামাসীৎ সুমন্তুর্দারুণো মুনিঃ।
ভাগবতং।

‡ তত্রৈব বেদা দুর্ম্মেধৈর্ধার্য্যন্তে পুরুষৈর্যথা।
এবঞ্চকার ভগবান্ ব্যাসঃ কৃপণবৎসলঃ॥ ভাগবতং।

** তস্মাদৃচঃ সামযজুংসি। মণ্ডুক উপনিষৎ।

হইতে প্রজাপতিরা আপনাদিগকে ব্রাহ্মণ সংজ্ঞা অর্পণ করতঃ মনুকে ক্ষত্রস্বরূপে বরণ করিলেন। এইস্থলে ব্রাহ্মণেতর ভিন্নবর্ণের বীজ পত্তন হইল। মনুও শীলতা-পূর্ব্বক ব্রাহ্মণদিগকে প্রাধান্য প্রদান করতঃ ভৃগ্বাদি ঋষিদিগের নিকট বর্ণ ধর্ম্মের ব্যবস্থা বর্ণন করেন, তাহাতে ঋষিগণ বিশেষ অনুমোদনপূর্ব্বক মানব ব্যবস্থাকে স্বীকার করেন। ঐ ব্যবস্থা তৎকালে লিখিত ছিল না। কালক্রমে যখন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের বিবাদ উপস্থিত হইল, তখন পরশুরামের সময় ঐ ব্যবস্থা প্রাপ্তপদ কোন ভার্গবের দ্বারা শ্লোকরূপে পরিণত হইল। ঐ সময়ে বৈশ্য ও শূদ্রদিগের ব্যবস্থাও তাহাতে সংযোজিত হইল। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রায় ৬০০ বৎসর পরে পূর্ব্বগত পরশুরামের পদস্থ অন্য, কোন পরশু-রামের সাহায্যে বর্ত্তমান মানব গ্রন্থ রচিত হয়। শেষোক্ত পরশুরাম আর্য্যকুলোৎপন্ন হইয়াও দক্ষিণদেশে বাস করিতেন। ঐ দেশে পরশুরামের একটী অব্দ চলিয়া আসিতেছে। ঐ অব্দটী খ্রীষ্টের ১,১৭৬ বৎসর পূর্ব্বে স্থাপিত হয়। সেই অব্দ দৃষ্টে মান্যবর প্রসন্ন-কুমার ঠাকুর "বিবাদচিন্তামণি" গ্রন্থের বিজ্ঞাপনে মানবশাস্ত্র আদৌ ঐ সময়ে রচিত হওয়া স্থির করিয়াছেন। ইহা ভ্রমাত্মক, কেননা ছান্দোগ্য শ্রুতিতে মানবশাস্ত্রের উল্লেখ আছে *। বিশেষতঃ প্রথম পরশুরাম রামচন্দ্রের সমকালীন ব্যক্তি। তাঁহার সময়ে বর্ণব্যবস্থা যে স্থিরীকৃত হইয়া ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের সন্ধিস্থাপন হয়, ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু মনুতে আর্য্যা-বর্ত্তের চরম সীমা সমুদ্রদ্বয় বলিয়া বর্ণিত থাকায়, ও চিনা প্রভৃতি মধ্যমকালের জাতি কতিপয়ের উল্লেখ থাকায়, ঐ শাস্ত্রের কলেবর, পরে বৃদ্ধি হইয়াছিল এরূপ স্থির করিতে হইবে। অতএব মনুগ্রন্থ মনুর সময় হইতে খ্রীষ্টের ১,১৭৬ বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ক্রমশঃ রচিত হইয়া, ঐ সময়ে উহার বর্ত্তমান কলেবর স্থাপিত হয়, ইহাই সিদ্ধান্ত। অন্যান্য ধর্ম্মশাস্ত্র সকল কিছু কিছু ঐ শেষোক্ত সময়ের পূর্ব্বে ও কিছু কিছু তাহার পর ভিন্ন ভিন্ন দেশে রচিত হইয়াছে।

(ক্রমশঃ)

* মনুর্বৈ যৎকিঞ্চিদবদত্তদ্ভেষজং ভেষজতায়াঃ। ছান্দোগ্যং।
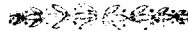
গীতামৃত

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজ]

স্বয়ং পদ্মনাভ শ্রীভগবানের শ্রীমুখনিঃসৃতা বাণীই শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতা। উপনিষৎসমূহকে দুগ্ধবতী গাভী, অর্জ্জুনকে গোবৎস স্বয়ং নন্দনন্দন কৃষ্ণকে দোগ্ধা এবং গীতামৃতকে গোদুগ্ধের সহিত উপমা দেওয়া হইয়াছে, আর সুধী বা উত্তমবুদ্ধিমান্ ব্যক্তিকেই বলা হইয়াছে—ভোক্তা। অর্থাৎ উত্তমবুদ্ধিমান্ শুদ্ধভক্ত ব্যতীত এই দুগ্ধরূপ ভক্তিরসামৃত—গীতামৃত আর কাহারও আস্বাদন-সৌভাগ্য হয় না।

শ্রীভগবানের ভক্ত অবতার দেবর্ষি নারদ কহিলেন—ওঁ সা অমৃতরূপা চ—অর্থাৎ সেই ভক্তি অমৃতস্বরূপিণী। ওঁ যল্লব্ধ্বা পুমান্ সিদ্ধো ভবত্যমৃতী ভবতি তৃপ্তো ভবতি—অর্থাৎ সেই ভক্তিকে প্রাপ্ত হইয়াই জীব সিদ্ধ হন, অমৃতত্ব অর্থাৎ মোক্ষ লাভ করেন এবং আত্ম-তৃপ্ত হন। ওঁ যৎ প্রাপ্য ন কিঞ্চিদ্ বাঞ্ছতি ন শোচতি, ন দ্বেষ্টি ন রমতে নোৎসাহী ভবতি অর্থাৎ যে ভক্তি লাভ করিলে জীবের কোন বিষয়বাসনা, শোক, দ্বেষ

এবং ভগবদিতর কর্ম্মে অর্থাৎ কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ-কৈঙ্কর্য্য ব্যতীত অন্য কর্ম্মে উৎসাহ থাকে না।—(নারদ ভক্তিসূত্র ১।৪-৫)

শ্রীশাণ্ডিল্য মুনিও সেই ভক্তির সংজ্ঞা দিলেন—ওঁ সা পরানুরক্তিরীশ্বরে অর্থাৎ ঈশ্বরে পরানুরক্তিই ভক্তি।

মাঠরশ্রুতিও ভক্তি মাহাত্ম্য গান করিলেন—

ভক্তিরেবৈনং নয়তি ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি ভক্তিবশঃ পুরুষো ভক্তিরেব ভূয়সী।

অর্থাৎ ভক্তিই জীবকে ভগবানের কাছে লইয়া যান, ভক্তিই জীবকে ভগবদ্দর্শন করান, সেই পরম-পুরুষ ভগবান্ একমাত্র ভক্তিবশ্য। ভক্তিই অত্যধিকা—সর্ব্বশ্রেষ্ঠা। ভক্তিরই প্রশস্তি সর্ব্বশাস্ত্রে গীত হইয়াছে। গীতাকে সমস্ত উপনিষদের সারার্থ স্বরূপ বলিয়া তাঁহাকে সর্ব্বশাস্ত্রময়ী বলা হইয়াছে—

ভারতে সর্ব্ববেদার্থো ভারতার্থশ্চ কৃৎস্নশঃ।
গীতায়ামস্তি তেনেয়ং সর্ব্বশাস্ত্রময়ী গীতা॥

অর্থাৎ মহাভারতে সমগ্রবেদের অর্থ প্রকাশিত হইয়াছে। আবার মহাভারতের অর্থ অর্থাৎ তাৎপর্য্য সম্পূর্ণ ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে—গীতায়। এজন্য গীতা সর্ব্বশাস্ত্রময়ী।

এই সর্ব্বশাস্ত্রময়ী গীতায় কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগাদির কথা প্রদত্ত হইলেও চরমে ভক্তিকেই সর্ব্বশেষ সিদ্ধান্ত বলিয়া জানান' হইয়াছে। শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে পরম আত্মীয় জ্ঞানে তাঁহার হিতার্থ সর্ব্বগুহ্যতম—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপদেশ কহিলেন—

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥

হে অর্জ্জুন, তুমি মদ্‌গত-চিত্ত হও—চিত্তটিকে এক ভগবৎপাদপদ্ম চিন্তা ছাড়া অন্য কোন দিকে পরিচালিত করিও না। আমার ভজনশীল ভক্ত হও, আমার অর্চ্চনশীল হও, নানাকামনা বাসনা পরিচালিত হইয়া প্রাকৃত দেবাদির আরাধনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক একমাত্র আমাতেই প্রণত বা শরণাগত হও, তাহা হইলেই আমাকে নিশ্চয়ই পাইবে। তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয়, এজন্য আমার এই—সর্ব্বগুহ্যতম প্রতিজ্ঞা-বাক্য তোমার হিতার্থে তোমাকে বলিলাম।

"পূর্ব্ব আজ্ঞা—বেদধর্ম্ম কর্ম্ম, যোগ, জ্ঞান।
সব সাধি' অবশেষ আজ্ঞা বলবান্॥
এই আজ্ঞা বলে ভক্তের শ্রদ্ধা যদি হয়।
সর্ব্বকর্ম্ম ত্যাগ করি' সে কৃষ্ণেরে ভজয়॥
'শ্রদ্ধা' শব্দে বিশ্বাস কহে সুদৃঢ় নিশ্চয়।
কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্ব্বকর্ম্ম কৃত হয়॥
শ্রদ্ধাবান্ জন হয় ভক্তি অধিকারী।"

—চৈঃ চঃ ম ২২।৫৯, ৬০ ৬২, ৬৪

জগতে গীতাশাস্ত্রের আদর অনেকেই করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু প্রকৃত সুধী বা সুবুদ্ধি সারগ্রাহী ভক্ত সজ্জনই ভক্তিকেই ইঁহার প্রকৃত সারমর্ম্মরূপে অবধারণের সৌভাগ্য লাভ করেন। গীতার ১৮।৬৬ শ্লোকে শ্রীভগবান্ তাঁহার অষ্টাদশাধ্যায়োক্ত বাক্যের সারমর্ম্ম অর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া আমাদিগের সকলকেই জানাইলেন—

সর্ব্বধর্ম্মান পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥

[অর্থাৎ হে অর্জ্জুন, আমি তোমাকে "ব্রহ্মজ্ঞান ও ঐশ্বর জ্ঞান লাভের উপদেশস্থলে বর্ণাশ্রমাদি ধর্ম্ম, যতিধর্ম্ম, বৈরাগ্য, শমদমাদি ধর্ম্ম, ধ্যানযোগ, ঈশ্বরের ঈশিতার বশীভূততা প্রভৃতি যতপ্রকার ধর্ম্ম বলিয়াছি, সে সমুদায়ই পরিত্যাগ পূর্ব্বক তুমি ভগবৎ স্বরূপ একমাত্র আমারই শরণাপত্তি অঙ্গীকার কর, তাহা হইলেই আমি তোমাকে সংসারদশার সমস্ত পাপ, তথা পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্ম পরিত্যাগ-হেতু যে সকল পাপ হইবে, সে সমুদায় হইতে উদ্ধার করিব ; তুমি অকৃত-কর্ম্মা বলিয়া শোক করিবে না। আমাতে নির্গুণা-ভক্তি আচরণ করিলে জীবের সৎস্বভাব সহজেই স্বাস্থ্য লাভ করে। ধর্ম্মাচরণ ও কর্ত্তব্যাচরণ, প্রায়শ্চিত্তাদি, তথা জ্ঞানাভ্যাস, যোগাভ্যাস ও ধ্যানাভ্যাস—কিছুই আবশ্যক হয় না। * * ভগবৎ সৌন্দর্য্য মাধুর্য্যাকৃষ্ট হইয়া একমাত্র ভগবানের শরণাপত্তি অবলম্বন কর।

তাৎপর্য্য এই যে, শরীরী জীব স্বীয় জীবন নির্ব্বাহের জন্য যতপ্রকার কর্ম্ম করে, সে সমুদায়ই তিন প্রকার

উচ্চ নিষ্ঠা হইতে করে, অথবা ইন্দ্রিয়সুখনিষ্ঠারূপ অধর্ম্মনিষ্ঠা হইতে করে। অধর্ম্মনিষ্ঠা হইতে অকর্ম্ম ও বিকর্ম্মাদি, তাহা অনর্থজনক। তিন প্রকার উত্তম নিষ্ঠার নাম — ব্রহ্মনিষ্ঠা, ঈশ্বর (পরমাত্ম)-নিষ্ঠা ও ভগবন্নিষ্ঠা। বর্ণাশ্রম ও বৈরাগ্য ইত্যাদি সমস্ত কর্ম্মই এক এক প্রকার নিষ্ঠাকে অবলম্বন করিয়া এক এক প্রকার ভাব প্রাপ্ত হয়। যখন উহারা ব্রহ্মনিষ্ঠার অধীন, তখন কর্ম্ম ও জ্ঞানভাবের প্রকাশ হয়; যখন ঈশ্বরনিষ্ঠার অধীন, তখন ঈশ্বরার্পিত কর্ম্ম ও ধ্যানযোগাদিরূপ ভাবের উদয় হয়; যখন ভগবন্নিষ্ঠার অধীন, তখন উহারা শুদ্ধা বা কেবলা ভক্তিরূপে পরিণত হইয়া পড়ে। অতএব এই ভক্তিই গুহ্যতম তত্ত্ব এবং প্রেমই জীবের চরম প্রয়োজন—ইহাই এই গীতাশাস্ত্রের মুখ্য তাৎপর্য্য।" (শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকৃত গীতার মর্ম্মানুবাদ দ্রষ্টব্য।)

'সর্ব্বধর্ম্মান' বলিতে বর্ণ ও আশ্রমবিহিত সমস্ত ধর্ম্ম। 'পরি' অর্থাৎ সর্ব্বতোভাবে স্বরূপতঃ 'ত্যজ্য'—ত্যাগ করিয়া; 'একং মামেব শরণং ব্রজ' একমাত্র আমি যে কৃষ্ণ, আমাতেই শরণাপন্ন হও। এখানে 'একং মাম্' বলিতে একমাত্র কৃষ্ণস্বরূপ ভিন্ন অন্য কোন দেবতাকেই লক্ষ্য করা হয় নাই। ইহা বিশেষ-ভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়।

শ্রীল শ্রীধর স্বামিপাদ তাঁহার সুখবোধ্য 'সুবোধিনী' টীকায় ৬৫-৬৬ শ্লোকের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—

"মন্মনা মচ্চিত্তো ভব মদ্ভক্তো মদ্‌ভজনশীলো মদ্‌-যাজী মদ্‌যজনশীলোভব মামেব নমস্কুরু এবং বর্ত্তমান-স্ত্বং মৎ প্রসাদলব্ধ জ্ঞানেন মামেব এষ্যসি প্রাপ্স্যসি অত্র চ সংশয়ং মা কার্ষীঃ; ত্বং হি মে প্রিয়োঽসি, অতঃ সত্যং যথা ভবত্যেবং তুভ্যমহং প্রতিজানে প্রতিজ্ঞাং করোমি॥" ৬৫॥

"ততোঽপি গুহ্যতমমাহ সর্ব্বেতি। মদ্ভক্ত্যৈব সর্ব্বং ভবিষ্যতীতি দৃঢ় বিশ্বাসেন বিধিকৈঙ্কর্য্যং ত্যক্ত্বা মদেক-শরণো ভব এবং বর্ত্তমানঃ কর্ম্মত্যাগনিমিত্তং পাপং স্যাদিতি মা শুচঃ শোকং মা কার্ষীঃ, অতস্ত্বাং মদেক-শরণং সর্ব্বপাপেভ্যোঽহং মোক্ষয়িষ্যামি॥" ৬৬॥

অর্থাৎ তুমি মদ্‌গতচিত্ত হও—আমাতে চিত্ত সমর্পণ কর, মদ্ভক্ত হও—আমার ভজনপরায়ণ হও, মদ্‌যাজী হও—আমার যজনশীল হও — আমার উদ্দেশ্যে যজ্ঞ অনুষ্ঠান কর, আমাকেই প্রণাম কর। এইরূপ বিচার বরণ করিলে তুমি আমার অনুগ্রহে জ্ঞান লাভ করিয়া সেই জ্ঞানদ্বারা নিশ্চয়ই আমাকে লাভ করিতে পারিবে। ইহাতে তুমি কোন সংশয় করিও না। তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয়। অতএব এইবাক্য যাহাতে সত্য হয়, তদ্বিষয়ে আমি তোমার নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি॥ ৬৫॥

তাহা হইতেও গুহ্যতম কথা শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন, 'সকলধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া' ইত্যাদি বাক্যে। 'আমার প্রতি ভক্তি দ্বারাই সর্ব্বার্থসিদ্ধ হইবে' এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস সহকারে বিধির দাসত্ব পরিত্যাগপূর্ব্বক একমাত্র আমাতেই শরণাপন্ন হও, এইরূপ করিলে তোমার কর্ম্মত্যাগজন্য পাপ হইবে, ইহা মনে করিয়া দুঃখ করিও না। যেহেতু একমাত্র আমাতেই শরণাগত তোমাকে আমিই সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত করিব॥ ৬৬॥

শ্রীভগবান্ কৃষ্ণ এইরূপে অর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া চরম পরম উপাস্য, উপাসনা বা সম্বন্ধ ও অভিধেয় এবং প্রয়োজন যে কৃষ্ণ, ভক্তি ও প্রীতি, তাহা স্পষ্ট করিয়াই জানাইয়াছেন।

মহাভারতের অষ্টাদশ পর্ব্বমধ্যে গীতা ভীষ্মপর্ব্বের ২৫শ অধ্যায় হইতে ৪২শ অধ্যায় পর্য্যন্ত ১৮শ অধ্যায় বিশিষ্ট। ইহাতেই সমগ্র মহাভারতের—সুতরাং সমগ্র বেদবেদান্তাদি শাস্ত্রের সারমর্ম্ম বিরাজিত। ধৃতরাষ্ট্র মন্ত্রী গবল্‌গণ-তনয় সঞ্জয়মুখে অষ্টাদশ দিবসব্যাপী কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের দশম দিবসে যুদ্ধক্ষেত্রে দুর্য্যোধনের পরম সহায় কুরুপিতামহ ভীষ্মের দক্ষিণায়নে শরশয্যায় শায়িত হইবার সংবাদ শ্রবণে ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়সমীপে যুদ্ধস্থলের সকল সংবাদ জানিতে চাহিলে শ্রীভগবান্ বেদব্যাস-কৃপায় লব্ধদিব্যচক্ষুঃ সঞ্জয় হস্তিনাপুরে ধৃতরাষ্ট্রসমীপে অবস্থিত হইয়াই প্রত্যক্ষদর্শীর ন্যায় কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের যাবতীয় ব্যাপার—কে কাহার সহিত যুদ্ধ করিতেছেন,

তাহার ফলাফল, এমন কি, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের উদ্যোগ—বিষাদগ্রস্ত অর্জ্জুনপ্রতি শ্রীভগবানের যাবতীয় উপদেশ যথাযথভাবে বর্ণন করিয়াছিলেন। অর্জ্জুনের রথে স্বয়ং কৃষ্ণ সারথি। অর্জ্জুনেচ্ছায় সারথি উভয় সৈন্যদলের মধ্যে রথ স্থাপন করিলে অর্জ্জুনের সৈন্যদর্শনোত্থ বিষাদ-যোগের উৎপত্তি হইল। ইহা হইতেই গীতার শুভারম্ভ। জড়দেহে আত্মবুদ্ধি অর্থাৎ এই দেহকেই 'আমি' ও দেহসম্বন্ধী স্ত্রী-পুত্র-গৃহ-দ্বারাদিকে 'আমার' বুদ্ধিই উহাদের অনিত্যধর্ম্মকে 'নিত্যধর্ম্ম' বলিয়া ভ্রান্তি উৎপাদন করায় এবং তজ্জন্য দ্বিতীয় বস্তু মায়াতে অভিনিবেশ-বশতঃ জীব ভয়-শোক-মোহাদি দ্বারা অভিভূত হইয়া পড়ে। এই দেহাত্মবুদ্ধি বা দ্বিতীয় বস্তু মায়াতে অভিনিবেশযুক্তবুদ্ধিই দ্বৈত — অবস্তু বা অসত্যবুদ্ধি। এই অবস্থায় যে ভদ্রাভদ্র বা ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান, তাহাকেই মনোধর্ম্ম বলে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উক্ত হইয়াছে—

দ্বৈতে ভদ্রাভদ্রজ্ঞান—সব মনোধর্ম্ম।
এই ভাল এই মন্দ—এই সব ভ্রম॥

— চৈঃ চঃ অ ৪।১৭৬

শ্রীমদ্ভাগবতেও উক্ত হইয়াছে—

কিং ভদ্রং কিমভদ্রং বা দ্বৈতস্যাবস্তুনঃ কিয়ৎ।
বাচোদিতং তদনৃতং মনসা ধ্যাতমেব চ॥

—ভাঃ ১১।২৮।৪

অর্থাৎ "যেহেতু দ্বৈতমাত্রই অবস্তু বা অসত্য, সেজন্য তন্মধ্যে 'ইহা উৎকৃষ্ট, ইহা অপকৃষ্ট, এই অংশ উৎকৃষ্ট, এই অংশ অপকৃষ্ট—এরূপ বিচার করা যায় না। পরন্তু বাক্যদ্বারা যাহা উক্ত হয় এবং মনের দ্বারা যাহা চিন্তিত হয়, তৎসমুদায়ই মিথ্যা জানিবে।"

[চঃ টীঃ—অবস্তুন ইতি মদ্‌বিগ্রহ-নাম-ধাম-ভক্তাদিকং চিদ্রূপত্বাদ্ ব্রহ্মবস্ত্বেব তদ্ভিন্নস্য দ্বৈতস্য সম্বন্ধি যদ্বাচা উদিতং (উক্তং) যন্মনসা ধ্যাতং তৎ সর্ব্বমনৃতং।]

অর্থাৎ শ্রীভগবানের বিগ্রহ, নাম, ধাম, ভক্ত প্রভৃতির চিদ্রূপত্বহেতু ব্রহ্মবস্তুই, তদ্‌ভিন্ন দ্বৈত বা অবস্তু প্রপঞ্চ-সম্বন্ধি সকল বস্তুই—যাহা বাক্যের দ্বারা উক্ত হয় বা যাহা মনের দ্বারা চিন্তিত হয়, তৎসমুদয়ই মিথ্যা-ভূত প্রাপঞ্চিক। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী লিখিতেছেন—

"দেহে আত্মবুদ্ধি হয় বিবর্ত্তের স্থান॥"

—চৈঃ চঃ আ ৭।১২৩

"অতত্ত্বতোঽন্যথাবুদ্ধির্ব্বিবর্ত্ত ইত্যুদাহৃতঃ" অর্থাৎ যে বস্তু যাহা নয়, তাহাকে সেই বস্তু বলিয়া প্রতীতি করার নামই বিবর্ত্ত। রজ্জুতে সর্পবুদ্ধি, শুক্তিতে রজত-বুদ্ধি প্রভৃতি বিবর্ত্তবাদের উদাহরণ। এই দেহাত্মবুদ্ধিরূপ **বিবর্ত্তবাদই জীবের যাবতীয় অনর্থের মূল।** ইহা বদ্ধজীবের একটি মহাদোষ। এই দোষ সংশোধনার্থই শ্রীভগবান্‌কে অর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া অষ্টাদশা-ধ্যায়াত্মক গীতাশাস্ত্রের অবতারণা করিতে হইয়াছে। মুখ্যতঃ গীতার প্রথম ষড়ধ্যায়ে কর্ম্ম, শেষ ষড়ধ্যায়ে জ্ঞান এবং মধ্যবর্ত্তী ষড়ধ্যায়ে ভক্তি ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ভক্তিই মধ্যমণি—মূল তত্ত্ব। কর্ম্ম ও জ্ঞান ভক্তিরই পুত্রস্বরূপ—তাঁহার মুখনিরীক্ষক।

শ্রীসনাতনশিক্ষায় উক্ত হইয়াছে—

কৃষ্ণভক্তি হয় অভিধেয়-প্রধান।
ভক্তিমুখনিরীক্ষক কর্ম্ম যোগ জ্ঞান॥

—চৈঃ চঃ ম ২২।১৭

ভক্তি বিনা কোন সাধন দিতে নারে ফল।
সব ফল দেয় ভক্তি স্বতন্ত্র প্রবল॥

—ঐ ম ২৪।৮৭

ভক্তিরসামৃতই ভগবদ্‌গীতার সারাৎসার বস্তু। অর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া পরমকরুণাময় শ্রীভগবান্ জীবগণকে এই পরম অমৃত দান করিবার জন্যই তাঁহার অশোক-অভয়-অমৃত-আধার শ্রীপাদপদ্মে পরম স্নেহভরে 'মামেকং শরণং ব্রজ' বলিয়া আহ্বান করিতেছেন। তিনি এবং তাঁহার একান্ত শরণাগত ভক্ত ব্যতীত এই অমৃত বিতরণের অধিকার আর কাহারও নাই। এজন্য কৃষ্ণৈকশরণতাই নিষ্কপট নিষ্কিঞ্চন ভক্তের একমাত্র আচরণ—

এত সব ছাড়ি' আর বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম।
অকিঞ্চন হঞা লয় কৃষ্ণৈকশরণ॥

—চৈঃ চঃ ম ২২।৯০

শুদ্ধভক্তিরসামৃতই কৃষ্ণৈকশরণ ভক্তের একমাত্র আস্বাদ্য বস্তু। কৃষ্ণের চরমোপদেশপ্রাপ্ত কৃষ্ণৈকশরণ

শরণাগত জীবই তাঁহার শুদ্ধ চিৎস্বরূপে সকল অনর্থ মুক্ত শুদ্ধকৃষ্ণদাস। শ্রীমদ্ভাগবতে ইহাকেই মুক্তি বলা হইয়াছে ঃ—

মুক্তির্হিত্বান্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ।—ভাঃ ২।১০।৬

অর্থাৎ মায়াবদ্ধ জীবের অবিদ্যাগ্রস্ত অবস্থাই তাহার বৈরূপ্য। তাহা পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বরূপে ব্যবস্থিতির নামই মুক্তি।

কেবল দুঃখনিবৃত্তিকেই প্রকৃত মুক্তি বলা যায় না। দুঃখনিবৃত্তির পর চিৎসুখ প্রাপ্তি হইলেই প্রকৃত মুক্তির সার্থকতা সম্পাদিত হয়। জীব মুক্ত হইলে আটটি অবস্থা প্রাপ্ত হন। ছান্দোগ্য উপনিষদে উক্ত হইয়াছে—

আত্মা অপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুর্বিশোকো বিজিঘৎসোঽপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসংকল্পঃ সোঽন্বেষ্টব্যঃ ॥

অর্থাৎ আত্মা অপহতপাপ অর্থাৎ মায়ার অবিদ্যাদি পাপবৃত্তি সম্বন্ধ শূন্য, 'বিজর'-শব্দে জরাধর্ম্ম রহিত নিত্যনূতন। 'বিমৃত্যু' শব্দে আর পতন হয় না। 'বিশোক' শব্দে সম্পূর্ণ শান্ত অর্থাৎ আশা-শোক-দুঃখ ইত্যাদি হইতে রহিত। 'বিজিঘৎস' শব্দে ভোগবাসনা রহিত। 'অপিপাস'-শব্দে অন্যাভিলাষশূন্য — কেবল প্রিয়তমের সেবাব্যতীত আর কিছুই চান না। 'সত্যকাম'-শব্দে কৃষ্ণসেবোপযুক্ত যে কামনা করেন, সে কামনামাত্রেই নির্দ্দোষ। 'সত্যসংকল্প' শব্দে যাহা বাসনা করেন, তাহা সিদ্ধ হয়।

বদ্ধজীবে ঐ আটটি ধর্ম্ম থাকে না। বদ্ধ ও মুক্ত জীবের এই প্রভেদ সর্ব্বশাস্ত্রে অন্বেষ্টব্য।

শ্রীভগবন্মুখপদ্মবিনির্গত গীতা — সুগীতা করিতে পারিলে শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-ভগবানের কৃপায় কৃষ্ণপাদপদ্মে শরণাগতি লাভ করিয়া পরম ভাগ্যবান্ জীব শ্রীভগবানের পরমগুহ্যতম চিন্ময় প্রেমসম্পৎ লাভের সৌভাগ্য প্রাপ্ত হন। শ্রীকৃষ্ণপ্রেমামৃতই পরম গূঢ় গীতামৃত।

বর্ষশেষে

'শ্রীচৈতন্যবাণী' পত্রিকার ২২শ বর্ষ সমাপ্ত হইতেছে। এ বৎসর বহু 'বান্ধববিয়োগদুর্ঘটন' সংঘটিত হইয়াছে। সকলেই আমাদিগকে অবিলম্বে জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য ভগবদ্ ভজনের জন্য তৎপর হইতে সাবধান করিতেছেন; "নিঃশ্বাসে নৈব বিশ্বাসঃ কদা রুদ্ধো ভবিষ্যতি।" স্থানে স্থানে — বিশেষভাবে ওড়িষ্যায় জলপ্লাবনাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগও মনুষ্যসমাজকে খুবই ব্যতিব্যস্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত করিয়া তুলিয়াছে। আধ্যাত্মিক (শরীর ও মনঃসম্বন্ধী), আধিভৌতিক (ভূত অর্থাৎ জীবগণ হইতে উৎপন্ন) ও আধিদৈবিক (অতিবাত, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, বজ্রপাত, ভূমিকম্প প্রভৃতি দৈবজাত)— এই ত্রিতাপ জ্বালায় সর্ব্বক্ষণই আমাদিগকে জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতে হইতেছে। জীবিকা নির্ব্বাহোপযোগী দ্রব্যাদির মূল্য ক্রমশঃ বাড়িয়াই চলিতেছে। তদনুপাতে কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি সকল ব্যাপারেই ব্যয়াধিক্যবশতঃ মনুষ্যের বিশেষতঃ মধ্যবিত্ত সীমিত স্বল্প আয়বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের জীবন খুবই দুর্ব্বহ হইয়া উঠিয়াছে। ক্ষৌণীও মন্দফলা হইয়া পড়িতেছেন। আধিব্যাধিও ক্রমশ.ই ভয়াবহ আকার ধারণ করিতেছে। তাহার উপর ছলে বলে কলে কৌশলে পরস্বাপহরণ, পরপীড়ন, হিংসা দ্বেষ মাৎসর্য্য ক্রমশঃই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। উচিত মূল্য দিয়াও খাঁটি জিনিষ পাইবার উপায় নাই। সকলদ্রব্যেই ভেজাল। শুনা যায় ঔষধের মধ্যেও খাদ্যদ্রব্যের মত ভেজাল চলিতেছে। পয়সার জন্য মানুষ পাগল হইয়া উঠিয়াছে, সামান্য কিছু অর্থের লোভে মানুষ মহাপাপাচরণেও পশ্চাৎপদ

হইতেছে না। ধর্ম্মাধর্ম্ম পাপপুণ্যের বিচার প্রায় উঠিয়াই যাইতেছে। ধরাবক্ষঃ প্রতিনিয়তঃই গবাদি পশুরক্তে প্লাবিত হইতেছে। নরহত্যা নারীহত্যা ভ্রূণ-হত্যাদি পাপ মা বসুন্ধরা সর্ব্বংসহা হইয়াও আর সহ্য করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। তাই এত প্রাকৃতিক বিপর্য্যয় সংঘটিত হইতেছে। "নিজসুখ লাগি পাপে নাহি ডরি, দয়াহীন স্বার্থপর।"

এই সকল ক্রমবর্দ্ধমান ভয়াবহ ব্যাপার দর্শন করিয়া সদ্ধর্ম্মজ্ঞ মনীষিগণ একবাক্যে বলিতেছেন— গীতাভাগবতাদি শাস্ত্র ও শাস্ত্রোক্ত ধর্ম্ম না মানার জন্যই মানুষের দুঃখতরঙ্গ ক্রমশঃই উত্তাল আকার ধারণ করিতেছে। বকরূপীধর্ম্মের 'কা চ বার্ত্তা, কিমাশ্চর্য্যম্, কঃ পন্থাঃ ও কশ্চ মোদতে'—এই প্রশ্ন-চতুষ্টয়ের উত্তরে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বলিয়াছিলেন—

(১) মাসর্ত্তুদর্ব্বীপরিঘট্টনেন
সূর্য্যাগ্নিনা রাত্রিন্দিবেন্ধনেন।
অস্মিন্ মায়ামোহময়ে কটাহে
ভূতানি কালঃ পচতীতি বার্ত্তা॥

(২) অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যমমন্দিরং।
শেষাস্থিরত্বমিচ্ছন্তি কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম্॥

(৩) তর্কোঽপ্রতিষ্ঠঃ শ্রুতয়ো বিভিন্না
নাসাবৃষির্যস্য মতং ন ভিন্নম্।
ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং
মহাজনো যেন গতঃ সঃ পন্থাঃ॥

(৪) দিবসস্যাষ্টমে ভাগে শাকং পচতি যো নরঃ।
অঋণী চাপ্রবাসী স বারিচর মোদতে॥

অর্থাৎ এই মায়ামোহময় ব্রহ্মাণ্ডকটাহে কাল সর্ব্বদাই জীবসকলকে পাক করিতেছে, ইহাই এই জগতের একমাত্র সংবাদ। এই পাককর্ম্ম সম্পাদনে মাস ও ঋতুকে ধরা হইয়াছে দর্ব্বী অর্থাৎ ঘুঁটিবার হাতা, সূর্য্য হইলেন অগ্নি আর দিবারাত্র হইল ইন্ধন বা জ্বালানিকাষ্ঠ। এইজন্যই গীতায় শ্রীভগবান্ কহিয়াছেন — "অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্" অর্থাৎ—হে জীব, এই অনিত্য বা অস্থায়ী, অসুখ বা দুঃখময় এই লোককে পাইয়া তাহাতে মুগ্ধ না হইয়া শাশ্বত পরমানন্দময় আমাকে ভজনা কর, তাহা হইলেই প্রকৃত শান্তি প্রকৃত আনন্দ লাভ করিতে পারিবে।

প্রতিদিন ভূত অর্থাৎ জীব সকলকে যম-মন্দিরে গমন করিতে দেখিয়াও অবশিষ্ট যাহারা নিজেদের স্থিরত্ব ইচ্ছা করে অর্থাৎ যাহারা মনে করে, আমরা যেন চিরকালই বাঁচিয়া থাকিব, আমাদিগকে আর ঐ পথের পথিক হইতে হইবে না, ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় আর কি থাকিতে পারে!

তর্ক অপ্রতিষ্ঠ, শাস্ত্রও বিভিন্ন, এমন কোন ঋষি নাই, যাঁহার একটা না একটা পৃথক্ মত নাই— কথায় বলে — নানা মুনির নানা মত। এই সকল মতের সামঞ্জস্য করিয়া প্রকৃত সদ্ধর্ম্মনিরূপণ খুবই দুঃসাধ্য ব্যাপার। এজন্য প্রকৃত ধর্ম্মের তত্ত্ব ভক্ত-মহাজনের হৃদয়গুহায় নিহিত। শুদ্ধভক্ত মহাজন যে পথ অবলম্বন করেন, সেই পথই একমাত্র অনুসরণীয় পথ বলিয়া জানিতে হইবে। ব্রহ্মা, নারদ, শিব, চতুঃসন, দেবহূতিনন্দন কপিল, স্বায়ম্ভুব মনু, প্রহ্লাদ, জনক, ভীষ্ম, বলি, শুকদেব ও যমরাজ—ইঁহারাই প্রকৃত মহাজন, ইঁহাদের প্রদর্শিত ভক্তিপথই আমাদের একমাত্র অনুসরণীয় পথ। ইঁহাদের প্রদর্শিত ভক্তিপথকে পরিত্যাগ করিয়া যাঁহারা 'কানা গরুর ভিন্ন গোঠ' ন্যায়াবলম্বনে স্বতন্ত্র পথ কল্পনা করেন তাঁহারা কখনই বাস্তব পথপ্রদর্শক হইতে পারিবেন না, কুপথকেই সুপথ বলিবেন।

দিবসের অষ্টমভাগে যিনি নিশ্চিন্তে একটু শাক-মাত্র পাক করিয়াও উদর ভরণ করেন, যিনি অপ্রবাসী, অঋণী — তিনিই প্রকৃত সুখী। স্বরূপে সবার হয় গোলোকেতে স্থিতি, এজন্য গোলোকবৃন্দাবন বা বৈকুণ্ঠই —শ্রীভগবানের অশোক-অভয়-অমৃতাধার শ্রীপাদপদ্মই জীবের চরমপরম আশ্রয়স্থল, একমাত্র বিশ্রামস্থল, তাহাই আমাদের নিত্য বাসস্থান। তদ্ব্যতীত ইহজগতের সকলস্থানই প্রবাস। কৃষ্ণভক্তই প্রকৃত অপ্রবাসী। দেব-ঋষি-ভূত-আপ্ত-নৃ পিতৃ-ঋণে সকলকেই ঋণী থাকিতে হয়। পৃথক্ পৃথক্ভাবে—স্বতন্ত্রভাবে তাঁহাদের ঋণ

শোধ করিতে গেলেও বিপদ; তাঁহাদের প্রদত্ত ক্ষয়িষ্ণু লোকে স্থির থাকিতে পারা যায় না, আবার ঋণ শোধের কোন চেষ্টা না করিলেও গতাগতির হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় না, পরন্তু অনাদরহেতু নিরয় প্রাপ্তি অবশ্যম্ভাবিনী হয়। এজন্য সকল কর্ত্তব্য পরিত্যাগপূর্ব্বক পরম শরণ্য বরেণ্য শ্রীভগবানের অশোক অভয় অমৃতাধার শ্রীচরণে কায়মনোবাক্যে শরণাগতিই আনৃণ্য লাভের একমাত্র উপায়। 'তস্মিংস্তুষ্টে জগত্তুষ্টং প্রীণিতে প্রীণিতং জগৎ'—বিচারানুসরণকারী ভগবদ্ভক্তই সকল ঋণমুক্ত।

সকল শান্তির আকর স্থান ঐ শ্রীপাদপদ্মই আমাদের চির আশ্রয় স্থল, ঐ পাদপদ্মসেবাই আমাদের একমাত্র মুখ্যকর্ত্তব্য, জগতের যাবতীয় কর্ত্তব্য, ঐ কর্ত্তব্যকে বজায় রাখিয়া করিতে হইবে। তাহা হইলেই জগতে প্রকৃত সুখ শান্তি সংস্থাপিত হইতে পারিবে নতুবা শান্তি-লাভের অন্য কোন আশাই নাই। শ্রীভগবান গীতায় অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া ইহাই আমাদিগের সকলকেই উপদেশ করিতেছেন—

তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্॥

কঠশ্রুতিতেও ঐ একই উপদেশ কীর্ত্তিত হইয়াছে—

"তমাত্মস্থমনুপশ্যন্তি যে ধীরা-
স্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাম্॥"

জীবাত্মার নিত্যধর্ম্ম—"মামেকং শরণং ব্রজ"। এই ধর্ম্মে নিষ্কপটে প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্য্যন্ত আমাদের সকল আশা, সকল কর্ম্ম, সকল জ্ঞান ভস্মে ঘৃতাহুতিবৎ নিষ্ফল হইয়া যাইবে, আমরা বিবেক-হীন হইয়া পড়িব, রাক্ষসী ও আসুরী মোহিনী প্রকৃতি আশ্রিত হইয়া আমরা মানুষের নামে রাক্ষস ও অসুর-স্বভাব হইয়া পড়িব। আমাদের আচার বিচার সবই আসুরিক ভাবাপন্ন হইয়া পড়িবে — পরদুঃখদুঃখী—পরসুখসুখী হইবার পরিবর্ত্তে পরদুঃখই আমাদের সুখকর হইয়া উঠিবে—হিংসা-দ্বেষ-মাৎসর্য্যই বিভূষণ হইবে—সৃষ্টি রসাতলে যাইবে—কলির বিক্রমই বাড়িয়া চলিবে।

কলিকুক্কুরের কদন চাহিতে হইলে

"কলিযুগ পাবন, কলিভয় নাশন,
শ্রীশচীনন্দন গাও হে।"

"জীবন অনিত্য জানহ সার,
তাহে নানাবিধ বিপদভার।
নামাশ্রয় করি, যতনে তুমি,
থাকহ আপন কাজে॥"

—এই মহাজন-বাক্যই অনুসরণীয়। মহাবদান্য মহা-প্রভুর শ্রীমুখবাণীই আমাদের একমাত্র বাঁচিবার পথ—নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।

গোকুল মহাবনস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে বার্ষিক অনুষ্ঠান

গোকুল মহাবনস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের বার্ষিক-উৎসব উপলক্ষে গত ৫ কার্ত্তিক, ২৩ অক্টোবর শনিবার হইতে ৭ কার্ত্তিক ২৫ অক্টোবর সোমবার পর্য্যন্ত দিবসত্রয়ব্যাপী ধর্ম্মানুষ্ঠান সুসম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তি-বল্লভ তীর্থ মহারাজ সদলবলে ভাটিণ্ডা হইতে গত ২২ অক্টোবর অপরাহ্নে মথুরা জংশন ষ্টেশনে পৌঁছিলে স্থানীয় ভক্তগণ কর্ত্তৃক বিশেষভাবে সম্বর্দ্ধিত হন। শ্রীল আচার্য্যদেব, পূজ্যপাদ শ্রীমৎ কৃষ্ণকেশব প্রভু ও শ্রীপাদ নারসিংহ মহারাজাদিসহ মোটরকারযোগে ষ্টেশন হইতে গোকুল মহাবনস্থ মঠে আসিয়া পৌঁছেন। শ্রীমঠে প্রত্যহ রাত্রিতে ও ২৪ অক্টোবর পূর্ব্বাহ্নে বিশেষ ধর্ম্মসভার অধিবেশনে বক্তৃতা করেন পূজ্যপাদ শ্রীমৎ কৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীমঠের বর্ত্তমান

আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ এবং মথুরার কেশবজী গৌড়ীয় মঠের স্বামীজী। সভার আদি ও অন্তে শ্রীযজ্ঞেশ্বর ব্রহ্মচারী, শ্রীঅরবিন্দলোচন ব্রহ্মচারী, শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীচিন্ময়ানন্দ ব্রহ্মচারী ও শ্রীরাধাকান্ত ব্রহ্মচারী কর্তৃক সুললিত ভজনকীর্ত্তন ও শ্রীনাম-কীর্ত্তন কীর্ত্তিত হয়। ২৪ অক্টোবর মহোৎসবে প্রায় ৪ সহস্র ব্রজবাসী ভক্তবৃন্দ বিচিত্র মহাপ্রসাদ সেবা করেন। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ ব্রজবাসিগণের সেবায় পরমোল্লাস বোধ করিতেন। তিনি প্রকটকালে ব্রজবাসিগণের রুচি অনুযায়ী লাড্ডু, কচুরী, পুরী ইত্যাদির দ্বারা বিপুলভাবে সেবার ব্যবস্থা করিতেন। তাঁহার অন্তর্দ্ধানের পরেও ঐ জাতীয় উৎসব বিপুলব্যয়সাপেক্ষ হইলেও শ্রীল গুরুদেবের শুভাশীর্ব্বাদে ও ইচ্ছাক্রমে উহা প্রতিবৎসর সম্পন্ন হইতে পারিতেছে—ইহাই পরমানন্দের বিষয়। গোকুল মহাবন মঠের বার্ষিক উৎসবটী শ্রীল গুরুদেবের প্রবর্ত্তিতভাবে যথারীতি সাফল্য মণ্ডিত করিতে মুখ্যভাবে আনুকূল্য করিয়াছিলেন স্বধামগত শ্রীনরহরি দাসাধিকারী প্রভু (লুধিয়ানার শ্রীনরেন্দ্র নাথ কাপুর), শ্রীনরহরি দাসাধিকারী প্রভুর প্রয়াণের পর তাঁহার সুযোগ্য পুত্র শ্রীরাকেশ কাপুর উক্ত উৎসবের মুখ্য আনুকূল্য করিয়া ধন্যবাদার্হ ও সাধুগণের আশীর্ব্বাদ ভাজন হইয়াছেন।

২৫ অক্টোবর প্রাতে শ্রীমঠ হইতে ভক্তগণ নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা-সহযোগে বাহির হইয়া গোকুল মহাবনে শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থলী-সমূহ ব্রহ্মাণ্ডঘাট, পূতনাবধস্থান, যমলার্জ্জুনভঞ্জন স্থান, নন্দভবনাদি দর্শন করেন। পূর্ব্বাহ্নে ব্রহ্মাণ্ডঘাটে যমুনায় অবগাহন স্নান ও তর্পণাদির সুযোগ লাভ করিয়া ভক্তগণ পরমোল্লাসিত হ'ন। শ্রীল আচার্য্যদেব প্রত্যেক স্থানের মহিমা বুঝাইয়া বলেন।

কলিকাতা হইতে শ্রীরেবতীরঞ্জন চৌধুরী ও ইঞ্জিনীয়ার শ্রীবিজয় রঞ্জন দে, দিল্লী, মৌঝিল, চিনশাহাড়ী প্রভৃতি বিভিন্ন স্থান হইতে বহু গৃহস্থ ভক্ত এবং মথুরার ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট এই মহোৎসবে যোগদানের জন্য আসেন। নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থান গোকুল-মহাবনে সুবিশাল শ্রীমন্দির নির্ম্মাণ সেবায় রেবতীবাবু ও বিজয়বাবুর আন্তরিক প্রচেষ্টা দেখিয়া শ্রীল আচার্য্যদেব পরমোৎসাহিত হন। তাঁহারা নিশ্চয়ই শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-ভগবানের প্রচুর আশীর্ব্বাদভাজন হইয়া ধন্য হইবেন।

উৎসবটী সাফল্যমণ্ডিত করিতে শ্রীপাদ রাধাবিনোদ দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীযজ্ঞেশ্বর দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীঅরবিন্দলোচন দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীঅজিত মুকুন্দ দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীরাধাপ্রিয় দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীগৌরাঙ্গদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীশিবানন্দদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীঅরুণ দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীঅচ্যুতকৃষ্ণ দাসাধিকারী, শ্রীহরিশরণ দাস বনচারী, শ্রীপুরুষোত্তম দাসাধিকারী, শ্রীবলরামদাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীদীনার্ত্তিহর দাস ব্রহ্মচারী প্রভৃতি সেবকগণের অক্লান্ত পরিশ্রম ও সেবাপ্রচেষ্টা বিশেষভাবে প্রশংসনীয়।

দেরাদুনস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের বার্ষিক মহোৎসব

গত ৩০ দামোদর (৪৯৬ গৌরাব্দ), ১৫ অগ্রহায়ণ (১৩৮৯), ইং ১ ডিসেম্বর (১৯৮২) বুধবার শ্রীশ্রীরাস-পূর্ণিমা শুভবাসরে দেরাদুনস্থ শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠের অধিষ্ঠাতৃ শ্রীবিগ্রহ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গরাধা-রাধারমণজিউর বার্ষিক প্রকটলীলা-স্মরণ-মহোৎসব মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে উক্ত শ্রীবিগ্রহগণ পূর্ব্বাহ্ন ১৪ই অগ্রহায়ণ, ৩০শে নভেম্বর বেলা ১-৩০ ঘটিকার সময় শ্রীমঠ হইতে বিরাট্ সংকীর্ত্তনশোভাযাত্রাসহ পঞ্চচূড়

সুরম্যরথারোহণে বাহির হইয়া সহরের প্রধান প্রধান রাজপথ ভ্রমণ করতঃ সন্ধ্যায় নির্ব্বিঘ্নে শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ভাল ব্যাণ্ডপার্টির ব্যবস্থা ছিল। রথখানিও খুব সুন্দর রূপে নির্ম্মিত ও সুসজ্জিত হইয়াছিল। রথনির্ম্মাণসেবায় মঠসেবক শ্রীরাধাকান্তদাস অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন এবং শ্রীগোকুলকৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারীজী তাঁহাকে প্রচুর পরিমাণে সহায়তা করিয়াছেন। স্থানীয় জনসাধারণ সকলেই একবাক্যে রথের ভূয়সী প্রশংসা করিতে করিতে বলিয়াছেন—দেরাদুন সহরে এত সুন্দর রথ ইতঃপূর্ব্বে আর কখনও দৃষ্ট হয় নাই। স্থানীয় দুন পত্রিকায়ও ঐ রথের প্রচুর প্রশস্তি কীর্ত্তিত হইয়াছে। গৃহস্থ ও মঠবাসী ভক্তবৃন্দ মহোল্লাসে রথাগ্রে উদ্দণ্ড নৃত্য-কীর্ত্তন করিয়াছেন। রথ ও রথোপরিস্থ শ্রীবিগ্রহদর্শনার্থ রাস্তার দুইপার্শ্বে অগণিত লোকসমাগম হইয়াছিল। দেরাদুনসহরস্থ পল্টনবাজারে এত অধিক দর্শক সমাগম হইয়াছিল যে, রথ চালানই কষ্টকর হইয়া উঠিয়াছিল। শ্রীভগবানের অশেষ করুণায় কোন দুর্ঘটনা সংঘটিত হয় নাই। সমস্ত রাস্তায় রথের উভয় পার্শ্বে দর্শনার্থিগণকে বুঁদিয়া প্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল। সহস্র সহস্র দর্শনার্থীর মুহুর্মুহুঃ জয়ধ্বনিসহ সংকীর্ত্তনধ্বনি বিবিধ বিচিত্র বাদ্যধ্বনির সহিত মিশ্রিত হইয়া দেরাদুন সহরের আকাশ বাতাসকে এক অপূর্ব্বভাবে মুখরিত করিয়া তুলিয়াছিল।

গত ২৯ নভেম্বর রাত্রিতে শ্রীধাম বৃন্দাবনস্থ শ্রীচৈতন্য-গৌড়ীয় মঠ হইতে শ্রীমদ্ ভক্তিললিত গিরি মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তি ললিত নিরীহ মহারাজ, শ্রীমন্ মথুরাপ্রসাদ ব্রহ্মচারীজী ও শ্রীমদ্ নবীনকৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারীজী আসিয়া এই উৎসবে যোগদানপূর্ব্বক শোভাযাত্রাকে সাফল্যমণ্ডিত করেন।

১৫ই অগ্রহায়ণ, ১লা ডিসেম্বর পূর্ব্বাহ্ণে শ্রীশ্রীমন্-মহাপ্রভু ও শ্রীশ্রীরাধা-রাধারমণ বিগ্রহত্রয়ের মহাভিষেক, পূজা, ভোগরাগ ও আরাত্রিকাদি মহাসংকীর্ত্তনমুখে সুসম্পন্ন হয়। অতঃপর সমবেত অগণিত ভক্তনরনারীকে বিবিধ বিচিত্রতাপূর্ণ মহাপ্রসাদ দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়। প্রচুর লোকসমাগম হইয়াছিল। মঠগৃহ লোকে লোকারণ্য—এক অপূর্ব্ব দৃশ্য। মঠরক্ষক শ্রীমদ্ দেবপ্রসাদ ব্রহ্মচারীজীর অমায়িক ব্যবহার এবং অক্লান্ত পরিশ্রম খুবই উল্লেখযোগ্য।

দক্ষিণকলিকাতাস্থিত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শ্রীদামোদর ব্রত পালন

এবৎসর ১লা আশ্বিন (১৩৮৯) ; ইং ১৮।৯।১৯৮২ শনিবার হইতে ২৯ আশ্বিন, ১৬ অক্টোবর শনিবার পর্য্যন্ত ২৯ দিবসব্যাপী পুরুষোত্তম মাসে পুরুষোত্তমব্রত পালিত হয়। কর্ম্মজড়স্মার্ত্তগণ ঐ মাসকে 'মলমাস' বলিয়া তাঁহাদের যাবতীয় পুণ্যকর্ম্মানুষ্ঠান হইতে নিবৃত্ত হন, ভগবদ্ভক্তগণ ঐ মাসকে তাঁহাদের ভক্ত্যঙ্গযাজনের সর্ব্বোত্তম সুযোগ বিচারে শ্রীকৃষ্ণ-কার্ষ্ণ-সেবায় বিশেষভাবে তৎপর হন। ২৫ পদ্মনাভ (৪৯৬ গৌরাব্দ), ৯ই কার্ত্তিক (১৩৮৯), ২৭ অক্টোবর (১৯৮২) বুধবার শ্রীশ্রীরামচন্দ্রের বিজয়োৎসব ও শ্রীশ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের শুভাবির্ভাবতিথির পরদিবস ১০ই কার্ত্তিক একাদশী তিথি হইতে শ্রীঊর্জ্জব্রত, শ্রীদামোদরব্রত, কার্ত্তিকব্রত বা নিয়মসেবার শুভারম্ভ হইয়া ২৬ দামোদর, ১১ অগ্রহায়ণ, ২৭ নভেম্বর শনিবার উত্থান একাদশী তিথি পর্য্যন্ত নিয়ম পালন করতঃ দ্বাদশী দিনে শয়নৈকাদশী হইতে উত্থানৈকাদশী পর্য্যন্ত চাতুর্ম্মাস্য ও শ্রীকার্ত্তিকব্রতের পারণ সম্পাদিত হয়। দক্ষিণ কলিকাতাস্থিত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শ্রীদামোদরব্রত পালনকালে প্রত্যহ নিয়মিত ভাবে প্রভাতে নগরকীর্ত্তন এবং অষ্টকালীয় নিয়মসেবায় পাঠকীর্ত্তনাদি যথাসময়ে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। বর্ত্তমান মঠাধ্যক্ষ আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ প্রত্যহ প্রাতে তাঁহার স্বভাবসুলভ উদাত্তকণ্ঠে দক্ষিণকলিকাতার মুখ্য মুখ্য রাজপথসমূহ নামকীর্ত্তন মুখরিত করেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর নারসিংহ

মহারাজ প্রাতে শ্রীমঠের নাটমন্দিরে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি ভক্তিশাস্ত্র, অপরাহ্ণে শ্রীপাদ কৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রীজী শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি, ভজনরহস্য প্রভৃতি ভক্তিগ্রন্থ এবং রাত্রে স্বয়ং পূজ্যপাদ শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীমদ্ভাগবত (প্রথমে শ্রীভগবানের গজেন্দ্রমোক্ষণলীলা এবং পরে শ্রীকৃষ্ণলীলা) পাঠ করেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিজয় বামন মহারাজ তাঁহার স্বভাবসুলভ সুমধুর কণ্ঠে সানুবাদ শিক্ষাষ্টক ও শ্রীগোবিন্দলীলামৃতের অষ্টকালোচিত লীলাবোধক সানুবাদ অষ্ট শ্লোক এবং অন্যান্য মহাজন গীতি কীর্ত্তনদ্বারা ব্রতপালনকারিভক্তবৃন্দকে প্রচুর আনন্দ দান করেন।

বিশেষ বিশেষ পর্ব্বদিনে সন্ধ্যারাত্রিকের পর নাটমন্দিরে সভার অধিবেশন হয়। ২১ শে কার্ত্তিক (৮।১১।৮২) বহুলাষ্টমী — শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ডের আবির্ভাব-দিবস শ্রীল আচার্য্যদেবের ইচ্ছানুসারে শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ দশমস্কন্ধ হইতে অরিষ্টাসুর বধপ্রসঙ্গে শ্রীরাধাকুণ্ডাবির্ভাব কথা কীর্ত্তন করেন। বলাবাহুল্য নিয়মসেবার পাঠকীর্ত্তনাদি যথানিয়মে পালিত হয়।

২৯শে কার্ত্তিক (১৬।১১।৮২) শ্রীগোবর্দ্ধন পূজা ও অন্নকূট মহোৎসব মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হন। মঠাধ্যক্ষ আচার্য্যদেবের শুভেচ্ছায় শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ শ্রীমন্দিরমধ্যে গোময় নির্ম্মিতপর্ব্বতে শ্রীগোবর্দ্ধন গিরিধরের পূজা বিধান করেন। শ্রীগোবর্দ্ধনশিলা বা শ্রীগিরিধারীজিউর মহাভিষেক ও পূজাদি সম্পাদনপূর্ব্বক তাঁহাকে অন্নব্যঞ্জনপিষ্টকপরমান্নমিষ্টান্নাদি বিপুল নৈবেদ্যসম্ভার নিবেদন করতঃ আরাত্রিক সম্পাদন করেন। ওদিকে শ্রীল আচার্য্যদেব নাট্যমন্দিরে সমবেত অগণিত নরনারী ভক্তবৃন্দ সমীপে শ্রীশ্রীরূপরঘুনাথকীর্ত্তিত স্তবস্তুত্যাদি পাঠকীর্ত্তনমুখে শ্রীগোবর্দ্ধন মহিমা শংসন করতঃ ভোগারতি কীর্ত্তন করেন। অতঃপর সমবেত ভক্তবৃন্দকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। পদ্মপুরাণে ব্রহ্মনারদসংবাদে শ্রীগোবর্দ্ধনপূজাবিধি এইরূপ প্রদত্ত হইয়াছে—

মথুরায়াস্তথান্যত্র কৃত্বা গোবর্দ্ধনং গিরিম্।
গোময়েন মহাস্থূলং তত্র পূজ্যো গিরির্যথা॥

অর্থাৎ মথুরামণ্ডল ব্যতীত অন্যস্থানে (টীঃ মথুরায়াঃ অন্যত্র মথুরামণ্ডল ব্যতিরিক্ত প্রদেশে) পূজা করিতে হইলে গোময়দ্বারা বৃহৎ গিরি প্রস্তুত করিয়া প্রত্যক্ষ গোবর্দ্ধনপূজাবৎ তাহাতেই গিরিরাজের অর্চ্চন করিবে। (মথুরাতে গিরিরাজকে সাক্ষাদ্ভাবে পূজা করিয়া প্রদক্ষিণ করিবার বিধি আছে।)

আমাদেরও ভোগারাত্রিকান্তে শ্রীমন্দির বারচতুষ্টয় প্রদক্ষিণ করা হয়। গোবর্দ্ধনপূজার মন্ত্র এইরূপঃ—

গোবর্দ্ধন ধরাধার গোকুলত্রাণকারক।
বিষ্ণুবাহুকৃতোচ্ছ্রায় গবাং কোটিপ্রদো ভব॥

(হঃ ভঃ বিঃ ১৪শ বিঃ দ্রষ্টব্য)

অর্থাৎ হে গোবর্দ্ধন, হে ধরাধার, হে গোকুলত্রাণকারক, তুমি শ্রীহরি-বাহুদ্বারা উত্থাপিত হইয়াছিলে, আমাকে কোটি গো অর্পণ কর।

গোবর্দ্ধন-পূজা-অন্তে, শ্রীকৃষ্ণ-সন্তোষার্থ গোপূজা ও গোক্রীড়া এবং সন্ধ্যায় পত্নী বিন্ধ্যাবলীসহ দৈত্যরাজ বলির পূজাও শাস্ত্রে বিহিত আছে।

শ্রীগোবর্দ্ধনপূজাদিবস সন্ধ্যায় ভক্তরাজ বলির পূজা সম্বন্ধে শ্রীভগবানের সাক্ষাৎ আদেশ আছে। (শ্রীসনাতন টীকাঃ— "এবং শ্রীভগবদাজ্ঞয়াবশ্যং পূজা এব।") — হঃ ভঃ বিঃ ১৪।১২৬-১৩০ দ্রষ্টব্য।

ঐ দিবস সন্ধ্যারাত্রিকের পর নাটমন্দিরে সভার অধিবেশন হয়। ঐ সভায় শ্রীল আচার্য্যদেবের ইচ্ছানুসারে শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত ১০ম স্কন্ধ ২৪শ ও ২৫শ অধ্যায় হইতে শ্রীভগবানের ইন্দ্রযাগভঙ্গ ও গোবর্দ্ধনধারণলীলা পাঠ করেন। তৎপর শ্রীল আচার্য্যদেবও নিয়মসেবার পাঠ ও শ্রীল বামন মহারাজ নিয়মসেবার কীর্ত্তনাদি করেন।

৮ই অগ্রহায়ণ (২৪।১১।৮২) বুধবার শ্রীগোপাষ্টমী ও শ্রীগোষ্ঠাষ্টমী। শ্রীকৃষ্ণ পূর্ব্বে বৎসপ ছিলেন, এই দিন হইতে গোপ বলিয়া খ্যাত হইলেন। এজন্য এই অষ্টমী গোপাষ্টমী বলিয়া প্রসিদ্ধ। ঐদিবস গোপূজা, গোগ্রাস দান গোপ্রদক্ষিণ, গবানুগমন ইত্যাদি কৃত্য সম্পাদিত হয় বলিয়া ইহাকে গোষ্ঠাষ্টমীও বলা হইয়া থাকে। এইদিবস শ্রীল গদাধর দাস গোস্বামী, শ্রীল

ধনঞ্জয় পণ্ডিত ঠাকুর ও শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য্যপ্রভুরও তিরোভাবতিথি। শ্রীল আচার্য্যদেব এই তিথির মহিমা কীর্ত্তনপ্রসঙ্গে ইঁহাদেরও মহিমা কীর্ত্তন করেন।

অতঃপর ১১ই অগ্রহায়ণ, ২৭ নভেম্বর শনিবার শ্রীউত্থানৈকাদশী তিথিবরা। এই দিবস নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমহংস শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের তিরোভাব এবং শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের অষ্টসপ্ততিতম (৭৮) বর্ষপূর্ত্তি আবির্ভাব তিথিপূজা-শুভবাসর। প্রত্যূষে দক্ষিণকলিকাতাস্থ শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠের নাট্যমন্দিরে পরমপূজনীয় শ্রীল মাধব গোস্বামী মহারাজের বিচিত্রবস্ত্র ও পুষ্পমাল্যাদি আভরণমণ্ডিত আলেখ্যার্চ্চা একটি সুসজ্জিত সিংহাসনোপরি সংস্থাপিত করা হইলে বেলা দশঘটিকার কিছুক্ষণ পরেই শ্রীমঠের বর্ত্তমান অধ্যক্ষ ও আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ পরমভক্তিভরে ষোড়শোপচারে শ্রীগুরুপাদপদ্মের পূজা, ভোগরাগ ও ৭৮ সংখ্যক দীপে আরাত্রিক বিধান পূর্ব্বক পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিলে পূজ্যপাদ মাধব মহারাজের সতীর্থ [শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ, শ্রীপাদ কৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীমদ্ জগমোহন ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী] তাঁহাকে পুষ্পমাল্য দ্বারা সম্বর্দ্ধনা করেন। অতঃপর শ্রীল তীর্থ মহারাজ তাঁহাদিগকে সোত্তরীয় বস্ত্র ও পুষ্পমাল্য-চন্দনাদি দ্বারা সম্বর্দ্ধিত করিলে শিষ্যগণের পুষ্পাঞ্জলি প্রদানকার্য্য আরম্ভ হয়। পুরুষ ও মহিলা শিষ্যবৃন্দের পুষ্পাঞ্জলি দান সমাপ্ত হইলে সকলেই শ্রীগুরুপাদপদ্মকে প্রদক্ষিণ ও প্রণতি বিধান করেন। শ্রীগুরুপূজার যাবতীয় কার্য্যই মহাসঙ্কীর্ত্তনমুখে অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীমন্দিরের ভোগরাগ ও আরাত্রিকাদি হইয়া গেলে সকলকে ফলমূলাদি অনুকল্প দিবার ব্যবস্থা হয়। সন্ধ্যারাত্রিকের পর নাট্যমন্দিরে সভার অধিবেশন হয়। শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ পৌরোহিত্য করেন। প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন—শ্রীজয়ন্ত কুমার মুখোপাধ্যায় য়্যাড্‌ভোকেট, বিশিষ্ট বক্তা ছিলেন—(১) পশ্চিম বঙ্গের প্রাক্তন আই·জি·পি ও ষ্টেট্ ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান—শ্রীসুনীল চন্দ্র চৌধুরী ও (২) বঙ্গীয় সংস্কৃত শিক্ষা-পরিষদের সম্পাদক শ্রীনারায়ণ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য। অদ্যকার বক্তব্য বিষয় নির্দ্ধারিত হইল — গুরুদেবের (পূজ্যপাদ মাধব মহারাজের) পূতচরিত্র ও শিক্ষা। সর্ব্বপ্রথমে শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্য শ্রীল তীর্থ মহারাজের ভাষণের পরে প্রধান অতিথি ও বিশিষ্ট বক্তৃদ্বয়ের ভাষণ হয়। ইঁহারা সকলেই পূজ্যপাদ মাধব মহারাজের অতিমর্ত্ত্য চরিত্রে আকৃষ্ট হইয়া অপূর্ব্ব ভাষণ প্রদান করেন। সময়াভাবে সভাপতি মহাশয় খুব সংক্ষেপে তাঁহার অভিভাষণ প্রদান করিলে নিয়মসেবার পাঠকীর্ত্তন ক্ষিপ্রতার সহিত সমাপ্ত করা হয়। অদ্যই নিয়মসেবার শেষ দিবস। সায়ংসন্ধ্যায় শ্রীহরির উত্থানলীলা সমাপ্ত হয়।

১২ই অগ্রহায়ণ ২৮ নভেম্বর রবিবার দ্বাদশ্যারম্ভ-পক্ষে নিয়মসেবা ও চাতুর্ম্মাস্যব্রত সমাপ্ত হয়। অদ্য মধ্যাহ্নে মহামহোৎসব। অগণিত ভক্ত নরনারী মহাপ্রসাদ সম্মান করেন। শ্রীমঠ লোকে লোকারণ্য—অপূর্ব্বদৃশ্য। রাত্রে সভার অধিবেশন হয়। শ্রীমদ্ ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ ও শ্রীমদ্ ভক্তিবিজয় বামন মহারাজের ভাষণের পর শ্রীমদ্ গোলোকনাথ ব্রহ্মচারী ছায়াচিত্র প্রদর্শন করেন।

শ্রীপাদ গুরুদাস বাবাজী মহারাজের শ্রীক্ষেত্ররজঃ প্রাপ্তি

আমাদের অনেকেরই চিন্তা ছিল যে, শ্রীপাদ গুরুদাস বাবাজী মহারাজের শেষ সময়টা কেমন করে কাটবে। কারণ তাঁহার নিজস্ব কোন মঠ মন্দির বা শিষ্য সেবক ছিলেন না। উপরন্তু তিনি তাঁহার বার্দ্ধক্যোচিত স্বভাব বশতঃ বাহ্যতঃ সেবক সকলের সহিত ব্যবহার ঠিক রাখিতে পারিতেন না। কিন্তু

শেষ পর্য্যন্ত দেখা গেল, জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার আশ্রিতজনের অপ্রকটের সর্ব্বপ্রকার সুব্যবস্থা রাখিয়াছেন।

শ্রীপাদ গুরুদাস বাবাজী মহারাজের ব্রহ্মচারী নাম ছিল শ্রীপাদ গোকুলানন্দদাস ব্রহ্মচারী। তিনি প্রয়াগস্থ শ্রীরূপ গৌড়ীয় মঠাদিতে বহুভাবে সেবা করিয়া শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের তিরোভাবের বহু পরে শ্রীপাদ গোকুলদাস বাবাজী মহারাজের নিকট পারমহংস্যবেষ গ্রহণ করতঃ কখন ব্রজমণ্ডলে, কখনও বা শ্রীগৌড়মণ্ডল শ্রীধাম মায়াপুরে বাস করিয়া শেষ জীবনে শ্রীগৌর-প্রেম-বিলাস ভূমি শ্রীক্ষেত্রের মণিকোঠা শ্রীগুণ্ডিচামন্দির বা সুন্দরাচলস্থ শ্রীচৈতন্যচন্দ্রাশ্রমে (আইতোটা) গত ইং তাং ১৩।১২।৮২, অগ্রহায়ণ ২৭ সোমবার কৃষ্ণাচতুর্দ্দশী তিথিতে শ্রীশ্রীমৎ সারঙ্গধর ঠাকুরের তিরোভাবতিথি-পূজাবাসরে রাত্রি দশঘটিকার সময় শ্রীক্ষেত্ররজঃ প্রাপ্ত হইয়াছেন। উক্ত দিবস সকালেই এ অধমের (ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ বি, ভি, পি তীর্থ মহারাজ) হাত হইতে জল পান করিয়া স্বাভাবিকভাবে শয়ন করিয়াছেন। কোন জ্বালা, যন্ত্রণা বা ছটফটানি কিছুই নাই। ক্রমে স্বাভাবিক নিশ্বাসপ্রশ্বাস প্রখর হইয়া ধীরে ধীরে জীবনের পরিসমাপ্তি হইল। মঠবাসী সকল বৈষ্ণব প্রায় সারাদিবস ও সমগ্র রাত্রি তাঁহার নিকট শ্রীকৃষ্ণ-সহস্র-নাম, শ্রীরাধা-সহস্র-নাম পাঠ ও মহামন্ত্র কীর্ত্তনাদি করিয়াছিলেন।

আশ্রমের রক্ষক পূজ্যপাদ শ্রীল ভক্তিবিজয় পুরুষোত্তম তীর্থ মহারাজ বাবাজী মহারাজের শেষ সেবা ও ঔর্দ্ধদৈহিক যাবতীয় কৃত্য সযত্নে সুসম্পন্ন করিয়াছেন। তাঁহার সহায়স্বরূপ শ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাবস্থান শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ পুরী, শ্রীপুরুষোত্তম মঠের সেবকবৃন্দ, শ্রীপুরুষোত্তম গৌড়ীয় মঠের সেবকবৃন্দসহ শ্রীপাদ তুর্য্যাশ্রমী মহারাজ, পরমপূজ্যপাদ শ্রীল সিদ্ধান্তী মহারাজের নির্দ্দেশক্রমে তাঁহার সন্ন্যাসিবৃন্দ, শ্রীনীলাচল গৌড়ীয় মঠ ও শ্রীগৌরগোবিন্দ আশ্রমের সেবকবৃন্দসহ শ্রীচৈতন্যচন্দ্রাশ্রমের সেবকগণ সকলে বিপুল উৎসাহের সহিত বাবাজী মহারাজের কলেবর পুষ্পমাল্যাদি মণ্ডিত করিয়া সংকীর্ত্তন-সহযোগে ক্ষেত্র পরিক্রমা করতঃ শেষে স্বর্গদ্বারস্থ মহাশ্মশানে তাঁহার শেষ কৃত্য সমাপন করেন। শ্রীধাম মায়াপুর হইতে আগত ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিকুসুম শ্রমণ মহারাজও শ্রীল বাবাজী মহারাজের শেষকৃত্যকালে সমুদ্রতীরে মহাশ্মশানে উপস্থিত ছিলেন। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রাশ্রমের রক্ষক শ্রীমৎ পুরুষোত্তম তীর্থ মহারাজ ২৯।১২।৮২ রবিবারে শ্রীল গুরুদাস বাবাজী মহারাজের বিরহমহোৎসব ও স্মরণ সভার ব্যবস্থা করিয়াছেন। বড়ই দুঃখ ও চিন্তার বিষয় এই যে, দীপমালা নির্ব্বাণের ন্যায় শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রিত সেবকগণ ক্রমে ক্রমে অন্তর্হিত হইয়া যাইতেছেন।

এ জগৎ দুঃখময় চির অন্ধকার।
বৈষ্ণব জগৎ বিনা সকলি অসার॥

গ্রাহকগণের প্রতি বিনীত নিবেদন

'শ্রীচৈতন্যবাণী' পত্রিকার সহৃদয়/সহৃদয়া গ্রাহক/গ্রাহিকাগণের প্রতি আমাদিগের বিনয়নম্র নিবেদন এই যে,—ধনী নির্ধন—সকলেই যাহাতে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষামৃত আস্বাদন করিয়া সুখ লাভ করিতে পারেন, এজন্য আমরা দীর্ঘকাল-যাবৎ আমাদের 'শ্রীচৈতন্যবাণী' মাসিক পত্রিকার বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৬ টাকা করিয়াই গ্রহণ করিতেছিলাম। এতাবৎকাল পর্য্যন্ত কাগজের মূল্য ও ডাকমাশুল ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও আমরা উক্ত ৬ টাকা ভিক্ষাই বজায় রাখিয়াছিলাম। কিন্তু বর্ত্তমানে কাগজের মূল্য ও ডাকমাশুলের হার অভাবনীয়রূপে তিনগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ায় আমরা নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও শ্রীপত্রিকার ফাল্গুন মাস অর্থাৎ ২৩শ বর্ষ ১ম সংখ্যা হইতে বার্ষিক ভিক্ষার হার ৬ টাকা হইতে ৮ টাকা করিয়া ধার্য্য করিতে বাধ্য হইতেছি। বার্ষিক ভিক্ষা অগ্রিম দেওয়ার নিয়ম বিহিত থাকা সত্ত্বেও কোন কোন গ্রাহকের নিকট ২ বৎসর, কাহার কাহারও বা ৩ বৎসর পর্য্যন্ত ভিক্ষা বাকী পড়িয়া আছে। অতএব গ্রাহক সজ্জনগণের নিকট নিবেদন যাঁহাদের নিকট ভিক্ষার টাকা বাকী রহিয়াছে তাঁহারা কৃপাপূর্ব্বক ২২শ বর্ষ পর্য্যন্ত বার্ষিক ৬ টাকা হারে এবং বর্ত্তমানে ২৩শ বর্ষের ১ম সংখ্যা হইতে ৮ টাকা হারে যথাসম্ভব সত্বর ভিক্ষা প্রেরণপূর্ব্বক শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারে আমাদিগকে সহায়তা করিলে সুখী হইব। নিবেদন ইতি

বিনীত নিবেদক—
শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, কার্য্যাধ্যক্ষ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

Regd. No. WB/SC-35

শ্রীচৈতন্য-বাণী

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

দ্বাবিংশ বর্ষ

[১৩৮৮ ফাল্গুন হইতে ১৩৮৯ মাঘ পর্য্যন্ত]

১ম—১২শ সংখ্যা

ব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়াচার্য্যভাস্কর নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমারাধ্য ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অধস্তন শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সম্পাদক

রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

কলিকাতা ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোডস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে শ্রীচৈতন্য-বাণী-প্রেসে
মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী বি, এস্-সি, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন
কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্রীগৌরাব্দ—৪৯৬

শ্রীচৈতন্যবাণীর প্রবন্ধ-সূচী

দ্বাবিংশ বর্ষ

[১ম—১২শ সংখ্যা]

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্যান্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ৬.০০ টাকা, ষান্মাসিক ৩.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা .৫০ পঃ। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। পত্রিকার গ্রাহক যে কোন সংখ্যা হইতে হওয়া যায়। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইতে সঙ্ঘ বাধ্য নহেন। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬ ফোন-৪৬-৫৯০০।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১) প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত—ভিক্ষা ১.০০

(২) শরণাগতি—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত— ,, .৮০

(৩) কল্যাণকল্পতরু ,, ,, ,, ,, ১.২০

(৪) গীতাবলী ,, ,, ,, ,, ১.০০

(৫) গীতমালা ,, ,, ,, ,, ১.২০

(৬) জৈবধর্ম্ম (রেক্সিন বাঁধান) ,, ,, ,, ,, ১৬.০০

(৭) মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ)—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী— ভিক্ষা [illegible].৫০

(৮) মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ) ঐ ,, ২.০০

(৯) শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)— ,, ৮০

(১০) উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)— ,, ১.০০

(১১) শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত—শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত — ,, ১.৭৫

(১২) SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by THAKUR BHAKTIVINODE — Rs. 1.00

(১৩) শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে উচ্চ প্রশংসিত বাঙ্গালা ভাষার আদি কাব্যগ্রন্থ — শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয় — — — ভিক্ষা ৮.০০

(১৪) ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত— — ,, ২.০০

(১৫) শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার— ডাঃ এস্‌, এন্ ঘোষ প্রণীত — ,, ১.[illegible]

(১৬) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত] — — ,, ১৬.০০

(১৭) প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত) — ,, .৫০

(১৮) একাদশীমাহাত্ম্য — — — ,, ২.৫০

অতিমর্ত্ত্য বৈরাগ্য ও ভজনের মূর্ত্ত আদর্শ—

(১৯) গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস — শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত — ,, ৩.০০

(২০) শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য — — ,, ২.৫০

(২১) শ্রীমদ্ভাগবত-মাহাত্ম্য — — — — ,, ২.০০

দ্রষ্টব্য ঃ—ভিঃ পিঃ যোগে কোন গ্রন্থ পাঠাইতে হইলে ডাকমাশুল পৃথক্ লাগিবে।

প্রাপ্তিস্থান ঃ—কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থবিভাগ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬

মুদ্রণালয় ঃ—

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-৭০০০২৬